নাসরুল বারী

শরহে বুখারী

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী রহ.

মুহাদ্দিস, মাদ্‌রাসা মাজাহিরুল উলূম, (ওয়াক্‌ফ) সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদ ও সংযোজন

আবু বকর সিদ্দিক

তাকমীল : যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

আদব : যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ইফতা : আল-মা'হাদুল ইসলামী, উত্তর রায়েরবাগ, ঢাকা।

তাখাস্‌সুস ফিল লুগাত : উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, ঢাকা।

শায়খুল হাদীস : আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া, বল্লালবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।

লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

আনোয়ার লাইব্রেরী

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৯১৩৬৮০০১০, ০১৮৩০৭৩৪১৯৫

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথম প্রকাশ ▢ আগস্ট ২০১৬

নাসরুল বারী শরহুল বুখারী (তৃতীয় খণ্ড)

মূল ▢ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী রহ.

অনুবাদ ও সংযোজন ▢ আবু বকর সিদ্দিক

প্রকাশক ▢ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী

টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ▢ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ▢ ৬০০.০০ টাকা

https://e-ilm.weebly.com/

অর্পণ

বাবা-মার সুসাস্থ্য ও নেক হায়াত এবং
উম্মতে মুসলিমার মাগফেরাত
কামনায় আমার এ প্রয়াস ।

-অনুবাদক

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকাশকের কথা

الحمد لله رب العلمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم واله اصحابه اجمعين.

আল্লাহ পাকের লাখো-কোটি শোকর, যাঁর অপার মহিমায় দীর্ঘদিন পরে নাসরুল বারী ৫ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বহুদিন পূর্ব থেকে মনের প্রবল ইচ্ছা ছিল হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বোখারী শরীফের কোন একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার। আর এ লক্ষ্যে আমি বেছে নিয়েছিলাম নাসরুল বারীকে। কারণ এটি বিস্তৃতও নয় আবার অতি সংক্ষিপ্তও নয়। এ কারণেই এ গ্রন্থটি হযরতে উলামায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত।

আলহামদুলিল্লাহ ইতিপূর্বে আমরা কিতাবটির ১ম, ৮ম ও ৯ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছি। আর সেই ধারাবাহিকতায় নাসরুল বারীর ৫ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্নেহাস্পদ তরুণ আলেমে দ্বীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া, বল্লালবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ এর শায়খুল হাদীস মুফতী আবু বকর সিদ্দিক সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি অল্প দিনের মধ্যে কিতাবটির অনুবাদ শেষ করে দিলেন। যার কারণে কিতাবটি প্রকাশ করা আমাদের সহজ হয়। এমন একটি বরকতপূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত এবং গর্বিত। আশা করি এর বরকতপূর্ণ অনুবাদ দ্বারা তাকমীল ও হাদীস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

হে আল্লাহ! হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতঃ এ যতসামান্য খেদমতকে আপনি কবুল করুন। এ কিতাব প্রকাশ করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিশেষত স্নেহের ছাত্র মাওলানা আমিনুল ইসলাম এবং ভাতিজা মোহাম্মদ মোস্তফা কামালসহ সকলকে কবুল করুন এবং সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
শিক্ষক, জামিআ আরাবিয়া
ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

https://e-ilm.weebly.com/

অভিমত

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ (দা.বা.)
মুহতামিম, দারুল উলুম তারাপুর, গুজরাট, ভারত।

আমার মাখদুম আল্লামা উসমান গনী সাহেব (মুজ. আ.) মাজাহিরে উলুম (ওয়াকফ) সাহারানপুরের মুহাদ্দিস। একজন প্রসিদ্ধ আলেম, লেখক, খতীব এবং গুণী ব্যক্তি। অন্যান্য রচনাবলী ছাড়াও নাসরুল বারীর বিশাল বিশাল খণ্ডগুলি তার এলমী গভীরতা এবং কলমের দৃঢ়তার প্রমাণ। এগুলি তার এলমী কৃতিত্বের সাক্ষী। সূর্যই সূর্যের প্রমাণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় উলামায়ে কেরাম এবং ছাত্রদের এ কিতাব থেকে উপকৃত করে তাঁর দরবারে কবুলিয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করুন।

আব্দুল আহাদ কাসেমী
খাদেমুত তালাবাহ
দারুল উলুম তারাপুর, গুজরাট

https://e-ilm.weebly.com/

সূচীপত্র

بَاب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

পরিচ্ছেদ [২৮৯] : বকরির খোঁয়ারে নামায পড়ার বিধান ২৩

بَاب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ

পরিচ্ছেদ [২৯০] : উটশালায় নামায পড়ার বিধান ২৩

بَاب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللهَ

পরিচ্ছেদ [২৯১] : যে ব্যক্তি সামনে চুলা, আগুন বা এমন জিনিস রেখে নামায পড়ে যার পূজা করা হয়, কিন্তু নামাযীর নিয়ত থাকে আল্লাহর জন্য ইবাদত করা, (তাহলে নামায সহীহ হবে) ২৪

بَاب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

পরিচ্ছেদ [২৯২] : কবরস্থানে নামায পড়া মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে ২৬

بَاب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

পরিচ্ছেদ [২৯৩] : যেখানে ধ্বসে যাওয়া বা অন্য কোনো শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল এমন স্থানে নামায পড়া প্রসঙ্গে ২৭

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ

পরিচ্ছেদ [২৯৪] : গির্জায় নামায পড়া প্রসঙ্গে ২৯

بَابٌ

পরিচ্ছেদ [২৯৫] : (শিরোনামবিহীন) ৪০

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

পরিচ্ছেদ [২৯৬] : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا সম্পর্কে আলোচনা ৪২

بَاب نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [২৯৭] : মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো (মুসাফির মহিলা যার ঘর নেই তার মসজিদে ঘুমানো জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে ৪৫

بَاب نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [২৯৮] : পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো প্রসঙ্গে ৪৬

بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

পরিচ্ছেদ [২৯৯] : সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায আদায় করা সম্পর্কে ৪৮

بَاب إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ [৩০০] : মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) পড়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে ৫০

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০১] : মসজিদে হদছ (অজু ভঙ্গ হওয়া) প্রসঙ্গে ৫১

بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০২] : মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে ৫২

بَاب التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০৩] : মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার বর্ণনা ৫৪

بَاب الِاسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০৪] :মসজিদ ও মসজিদের মিম্বর নির্মাণে কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, কারিগর ইত্যাদির সহযোগিতা গ্রহণ প্রসঙ্গে ৫৭

بَاب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا
পরিচ্ছেদ [৩০৫] : মসজিদ নির্মাণের ফযিলত সম্পর্কে ৫৮

بَاب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০৬] :মসজিদে তীর নিয়ে প্রবেশ করলে তীরের ফলা ধরে রাখবে । (যেন কেউ আহত না হয়) ৬৫

بَاب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০৭] :মসজিদে (তীর ইত্যাদি নিয়ে) অতিক্রম করার বর্ণনা প্রসঙ্গে ৬৬

بَاب الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০৮] :মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা প্রসঙ্গে ৬৭

بَاب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩০৯] :মসজিদে বল্লমধারীদের আগমন সম্পর্কে ৬৭

بَاب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩১০] :মসজিদের মিম্বরের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করা প্রসঙ্গে ৬৮

بَاب التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩১১] : মসজিদে লেন-দেনের তাগাদা করা ৭১

بَاب كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ
পরিচ্ছেদ [৩১২] : মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া এবং নেকড়া ও ময়লা-আবর্জনা কুড়ানো সম্পর্কে ৭১

باب تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩১৩] : মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান সম্পার্কে ৭৩

بَاب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ يَخْدِمُهُ
পরিচ্ছেদ [৩১৪] : মসজিদের জন্য খাদেম নিয়োগ করা সম্পর্কে ৭৪

بَاب الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩১৫] : কয়েদী বা ঋণগ্রহীতাকে মসজিদে বেঁধে রাখা প্রসঙ্গে ৭৪

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبْطِ الْأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩১৬] : ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা প্রসঙ্গে ৭৬

بَاب الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ
পরিচ্ছেদ [৩১৭] : মসজিদে অসুস্থ ইত্যাদির জন্য তাঁবু টানানো প্রসঙ্গে ৭৮

بَاب إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ
পরিচ্ছেদ [৩১৮] : কোনো প্রয়োজন (রোগ ইত্যাদি)-র কারণে মসজিদে উট প্রবেশ করানো প্রসঙ্গে ৭৯

بَابٌ
পরিচ্ছেদ [৩১৯] : (শিরোনামহীন) ৮০

بَاب الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩২০] : মসজিদের মধ্যে জানালা ও রাস্তা রাখার বর্ণনা ৮১

بَاب الْأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩২১] : কা'বা শরীফ ও অন্যান্য মসজিদের দরজা বানানো এবং তা বন্ধ করার বর্ণনা প্রসঙ্গে ৮৪

بَاب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ
পরিচ্ছেদ [৩২২] : মসজিদে মুশরিক প্রবেশ করা প্রসঙ্গে ৮৬

باب رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩২৩] : মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা প্রসঙ্গে ৮৭

باب الْحَلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ
পরিচ্ছেদ [৩২৪] : মসজিদে হালকা বানিয়ে (গোল হয়ে) বসা ও এমনিতেই বসা সম্পর্কে আলোচনা, অর্থাৎ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সূরতই জায়েয ৮৯

باب الِاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ (وَمَدِّ الرِّجْلِ)
পরিচ্ছেদ [৩২৫] : মসজিদে চিৎ হয়ে শোয়া প্রসঙ্গে ৯২

بَاب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ
পরিচ্ছেদ [৩২৬] : রাস্তায় মসজিদ নির্মাণ জায়েয আছে, তবে শর্ত হলো তাতে যেন মানুষের ক্ষতিসাধন না হয় ৯৩

بَاب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ
পরিচ্ছেদ [৩২৭] : বাজারের মসজিদে নামায পড়ার বিধান প্রসঙ্গে ৯৫

باب تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
পরিচ্ছেদ [৩২৮] : মসজিদ ও মসজিদের বাইরে এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করানো ৯৬

طُرُقِ الْمَدِينَةِ بَاب الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى
পরিচ্ছেদ [৩২৯] : মদিনার (মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী) রাস্তায় অবস্থিত মসজিদসমূহের বর্ণনা ৯৯

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

পরিচ্ছেদ [৩৩০] : ইমামের সম্মুখে আড়াল দেয়া মুক্তাদিদের আড়াল দেওয়ার সমতূল্য (অর্থাৎ মুক্তাদিদের জন্য আলাদা আড়াল দেওয়া জরুরি নয়, ইমামের সুতরাই যথেষ্ট হবে) ১০৬

بَاب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩১] : নামাযী ও সুতরার মাঝে কতটুকু দূরত্ব হওয়া চাই? ১০৮

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩২] : অস্ত্রের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা প্রসঙ্গে ১০৯

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৩] : ছোট বর্শার দিকে মুখ করে নামায পড়া ১১০

بَاب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৩৪] : মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা স্থাপন করা ১১১

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৫] : পিলারের দিকে মুখ করে নামায পড়া প্রসঙ্গে ১১১

بَاب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

পরিচ্ছেদ [৩৩৬] : দুটি খুঁটির মাঝে জামাত ছাড়া একাকী নামায আদায় করার বর্ণনা ১১৩

بَاب

পরিচ্ছেদ [৩৩৭] : (শিরোনামহীন) ১১৮

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৮] : জানোয়ার, গাছ ও বাহনের ওপর নামায আদায় করা প্রসঙ্গে ১১৯

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৯] : খাটের দিকে মুখ করে নামায পড়া প্রসঙ্গে ১২০

بَاب يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

পরিচ্ছেদ [৩৪০] : নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যেতে লাগলে বাধা দেয়া প্রসঙ্গে ১২০

بَاب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

পরিচ্ছেদ [৩৪১] : নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার গুনাহ সম্পর্কে ১২২

بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

পরিচ্ছেদ [৩৪২] : নামাযীর দিকে মুখ করে বসার বর্ণনা সম্পর্কে ১২৩

بَاب الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

পরিচ্ছেদ [৩৪৩] : ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার বর্ণনা ১২৪

بَاب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৪৪] : স্ত্রীকে সামনে রেখে নফল নামায আদায় প্রসঙ্গে ১২৫

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

পরিচ্ছেদ [৩৪৫] : ঐ সমস্ত লোকের দলীল সম্পর্কে যারা বলেন যে, কোনো কিছুই নামাযকে ভঙ্গ করে না..... ১২৬

بَاب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৩৪৬] : যদি নামাযের মধ্যে ছোট কন্যা শিশুকে ঘাড়ে নেয় (তাহলে নামায নষ্ট হবে না) ১২৭

باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ [৩৪৭] : যদি এমন বিছানার দিকে মুখ করে নামায পড়া হয় যাতে হায়েযরত মহিলা শায়িত থাকে (তাহলে নামায সহীহ হবে) ১২৯

بَاب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ

পরিচ্ছেদ [৩৪৮] : পুরুষরা সিজদার জন্য স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে কি না? ১৩০

بَاب الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

পরিচ্ছেদ [৩৪৯] : মহিলা যদি নামাযীর শরীর হতে নাপাক বস্তু সরিয়ে দেয় (তাহলে তার কি হুকুম?) ১৩০

অধ্যায় ঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে

بَاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৫০] : নামাযের ওয়াক্তসমূহ ও তার ফযিলত সম্পর্কিত আলোচনা ১৩৪

بَاب قَوْلُ اللهِ تَعَالَى {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

পরিচ্ছেদ [৩৫১] : মহান আল্লাহর বাণী ১৪১

بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৩৫২] : নামায কায়েম করার উপর বায়আত গ্রহণের বর্ণনা ১৪৪

بَاب الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

পরিচ্ছেদ [৩৫৩] : নামায গুনাহের কাফ্ফারা..... ১৪৬

بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৫৪] : সঠিক সময়ে নামায আদায় করার মর্যাদা ১৫২

للخطايا اذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها بَاب الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

পরিচ্ছেদ [৩৫৫] : পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যদি সেগুলি জামাতের সাথে (বা ওজরের কারণে) জামাত ছাড়া সময়মত আদায় করা হয়..... ১৫৪

بَاب تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৫৬] : অসময়ে আদায় করে নামাযকে নষ্ট করা প্রসঙ্গে..... ১৫৫

بَاب الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ [৩৫৭] : নামাযী নামাযের মধ্যে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে ১৫৭

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
পরিচ্ছেদ [৩৫৮] : তীব্র গরমের সময় যোহর নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়া..... ১৫৮

بَاب الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ
পরিচ্ছেদ [৩৫৯] : সফরে জোহরের নামায ঠাণ্ডার সময় পড়া প্রসঙ্গে ১৬২

بَاب وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ
পরিচ্ছেদ [৩৬০] : সূর্য হেলার সময় থেকে জোহরের সময় (শুরু হয়) ১৬৯

بَاب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ
পরিচ্ছেদ [৩৬১] : জোহরের নামায আসর পর্যন্ত বিলম্ব করা ১৭২

بَاب وَقْتُ الْعَصْرِ
পরিচ্ছেদ [৩৬২] : আসরের সময়ের বর্ণনা..... ১৭৯

بَاب إِثْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ
পরিচ্ছেদ [৩৬৩] : আসরের নামায কাযা করার গুনাহ প্রসঙ্গে ১৮৪

بَابُ إِثْمِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ
পরিচ্ছেদ [৩৬৪] : যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার গুনাহ সম্পর্কে..... ১৮৬

بَاب فَضْلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ
পরিচ্ছেদ [৩৬৫] : আসরের নামাযের ফযিলত সম্পর্কে ১৮৭

بَاب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ
পরিচ্ছেদ [৩৬৬] : ঐ ব্যক্তির বর্ণনা যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত পেল.....১৯১

بَاب وَقْتُ الْمَغْرِبِ
পরিচ্ছেদ [৩৬৭] : মাগরিবের ওয়াক্তের বর্ণনা সম্পর্কে ১৯৬

بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ
পরিচ্ছেদ [৩৬৮] : যে ব্যক্তি মাগরিবকে ইশা বলা মাকরুহ মনে করেন..... ২১৩

بَاب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا
পরিচ্ছেদ [৩৬৯] : ইশা ও আতামার আলোচনা সম্পর্কে, এবং যারা ইশাকে আতামা বলা জায়েয মনে করেন..... ২১৪

بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا
পরিচ্ছেদ [৩৭০] : ইশার নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা, যখন লোকেরা (দ্রুত) জমা হয়ে যায় অথবা বিলম্ব করে..... ২১৭

بَاب فَضْلِ الْعِشَاءِ
পরিচ্ছেদ [৩৭১] : ইশার নামাযের ফযিলত সম্পর্কে..... ২১৮

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ
পরিচ্ছেদ [৩৭২] : ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে ২১৯
بَاب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ
পরিচ্ছেদ [৩৭৩] : নিদ্রার প্রবলতা হলে ইশার পূর্বে ঘুমানো সম্পর্কে ২২০
بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
পরিচ্ছেদ [৩৭৪] : ইশার নামাযের ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত থাকা প্রসঙ্গে ২২২
باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ والحَدِيث
পরিচ্ছেদ [৩৭৫] : ফজরের নামাযের ফযিলত এবং এতদসংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা ২২৪
بَاب وَقْتِ الْفَجْرِ
পরিচ্ছেদ [৩৭৬] : ফজরের নামাযের সময় সম্পর্কে বর্ণনা ২২৬
بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً
পরিচ্ছেদ [৩৭৭] : যে ব্যক্তি (সূর্যোদয়ের পূর্বে) ফজরের এক রাকাত পেল তার সম্পর্কে ২৩৩
بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً
পরিচ্ছেদ [৩৭৮] : যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল (তার হুকুম) ২৩৪
بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
পরিচ্ছেদ [৩৭৯] : ফজর নামাযের পর সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত নামায পড়ার বর্ণনা (অর্থাৎ তার কি হুকুম?) ২৩৫
بَاب لَا تَتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
পরিচ্ছেদ [৩৮০] : (আসরের নামাযের পর) সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে কোনো নামায পড়ার ইচ্ছা করবে না ২৩৯
بَاب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
পরিচ্ছেদ [৩৮১] : যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আসর ও ফজরের (ফরজের) পর নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করে তার সম্পর্কে ২৪২
بَاب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا
পরিচ্ছেদ [৩৮২] : আসরের নামাযের পর কাযা নামায বা তার ন্যায় অন্য নামায (যেমন জানাযা ইত্যাদি) পড়ার বর্ণনা ২৪৩
بَاب التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
পরিচ্ছেদ [৩৮৩] : বৃষ্টিময় দিনে নামায সকাল সকাল পড়ার বর্ণনা সম্পর্কে ২৪৯
بَاب الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
পরিচ্ছেদ [৩৮৪] : ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আজান দেওয়া প্রসঙ্গে ২৫০
بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
পরিচ্ছেদ [৩৮৫] : সময় চলে যাওয়ার পর লোকদেরকে জামাতের সাথে নামায পড়ানোর বর্ণনা সম্পর্কে ২৫১

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ
পরিচ্ছেদ [৩৮৬] : যে ব্যক্তি কোনো নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে সে তা যখন স্মরণ হয় তখন আদায় করবে, এবং শুধুমাত্র ঐ নামাযকে আদায় করবে;(অন্য নামায নয়) ২৫৪

بَاب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى
পরিচ্ছেদ [৩৮৭] : কাযা নামাযসমূহ তারতীবের সাথে পড়ার বর্ণনা ২৫৬

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
পরিচ্ছেদ [৩৮৮] : ইশার পর গল্প-গুজব করা মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে ২৫৮

بَاب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
পরিচ্ছেদ [৩৮৯] : দীনি মাসআলা-মাসায়েল ও কল্যাণমূলক কথাবার্তা ইশার পরে বলা প্রসঙ্গে ২৫৯

بَاب السَّمَرِ وَالْأَهْلِ مَعَ الضَّيْفِ
পরিচ্ছেদ [৩৯০] : রাতের বেলা (ইশার পর) মেহমান ও পরিবার-পরিজনের সাথে কথাবার্তা বলা প্রসঙ্গে ২৬২

আজান পর্ব

بَاب بَدْءُ الْأَذَانِ
পরিচ্ছেদ [৩৯১] : আজানের সূচনা প্রসঙ্গে ২৬৪

باب الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى
পরিচ্ছেদ [৩৯২] : আজানের শব্দমালা দুই দুই বার করে বলা প্রসঙ্গে ২৬৯

بَاب الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
পরিচ্ছেদ [৩৯৩] : قد قامت الصلوة ব্যতীত ইকামতের শব্দমালা একবার বলা প্রসঙ্গে ২৭২

بَاب فَضْلِ التَّأْذِينِ
পরিচ্ছেদ [৩৯৪] : আজান দেওয়ার ফযিলত সম্পর্কে ২৭৫

بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ
পরিচ্ছেদ [৩৯৫] : আজানের ক্ষেত্রে আওয়াজ উঁচু করার বর্ণনা ২৭৭

بَاب مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ
পরিচ্ছেদ [৩৯৬] : আজানের কারণে রক্তপাত বন্ধ করে দেওয়া হয় ২৭৮

باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي
পরিচ্ছেদ [৩৯৭] : আজান শোনার সময় কি বলবে? ২৮০

بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ
পরিচ্ছেদ [৩৯৮] : আজানের দোয়া সম্পর্কে ২৮২

بَاب الِاسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ
পরিচ্ছেদ [৩৯৯] : আজানের জন্য লটারি দেওয়া প্রসঙ্গে ২৮৫

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ
পরিচ্ছেদ [৪০০] : আজানের মধ্যে কথা বলা প্রসঙ্গে ২৮৬
بَاب أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ
পরিচ্ছেদ [৪০১] : অন্ধ ব্যক্তি আজান দেওয়া, যদি তাকে সময় সম্পর্কে অবহিতকারী কেউ থাকে..... ২৮৭
بَاب الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ
পরিচ্ছেদ [৪০২] : ফজর উদিত হওয়ার পরে আজান দেওয়ার বর্ণনা ২৮৮
بَاب الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
পরিচ্ছেদ [৪০৩] : ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে আজান দেওয়া প্রসঙ্গে..... ২৯২
بَاب كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الْإِقَامَةَ
পরিচ্ছেদ [৪০৪] : আজান ও ইকামতের মাঝে কতক্ষণ বিরতি হওয়া উচিত..... ২৯৩
بَاب مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ
পরিচ্ছেদ [৪০৫] : ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা যে (আজান শোনার পর) ইকামতের জন্য অপেক্ষা করে ২৯৫
بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ
পরিচ্ছেদ [৪০৬] : দুই আজান (আজান ও ইকামাত)-এর মধ্যবর্তী সময়ে নামায আদায় প্রসঙ্গে..... ২৯৬
بَاب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
পরিচ্ছেদ [৪০৭] : ঐ সমস্ত লোকদের দলীল যারা বলেন যে, সফরে একই মুয়াযযিন আজান দিবে..... ২৯৬
بَاب الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ
পরিচ্ছেদ [৪০৮] : মুসাফিরের জন্য জামাতবদ্ধ অবস্থায় [নামাযের উদ্দেশ্যে] আযান ও ইকামাত দেওয়ার বর্ণনা; এভাবে আরাফা ও মুযদালিফার অবস্থানকালে [আযান-ইকামাত দেওয়া] এবং প্রচণ্ড শীত বা বর্ষণমুখর রাতে মুয়াজ্জিনের الصلاة فى الرحال [নিজ আবাসে নামায পড়ে নাও!] বলে ঘোষণা প্রদান প্রসঙ্গে ২৯৮
بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ
পরিচ্ছেদ [৪০৯] : মুয়াযযিন কি আযানে তার চেহারা এদিক-ওদিক (ডানে বামে) ফেরাতে পারবেন, তিনি কি আযান দেওয়ার সময় এদিক-ওদিক তাকাতে পারবেন? ৩০২
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ
পরিচ্ছেদ [৪১০] : কারো 'আমাদের নামায ছুটে গেছে' বলা [বৈধ] ।..... ৩০৪
بَاب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ
পরিচ্ছেদ [৪১১] : নামাযের দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে..... ৩০৫

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

পরিচ্ছেদ [৪১২] : ইকামত বলার সময় যদি লোকেরা ইমামকে দেখে ফেলে তাহলে তারা কখন দাঁড়াবে? ৩০৭

بَاب لاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ مُسْتَعْجِلاً. وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

পরিচ্ছেদ [৪১৩] : নামাযের জন্য দ্রুততা ও তাড়াহুড়া করে যাবেনা; বরং প্রাশান্তি ও ধীরস্থীরভাবে যাবে ৩০৮

بَاب هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

পরিচ্ছেদ [৪১৪] : কোনো কারণে মসজিদে হতে বের হতে পারবে কি না? ৩০৯

بَاب إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

পরিচ্ছেদ [৪১৫] : ইমাম যদি (মুক্তাদিদেরকে) বলেন যে, তোমরা নিজ স্থানে অবস্থান কর, আমি না আসা পর্যন্ত, তাহলে মুক্তাদিরা তার জন্য অপেক্ষা করবে ৩১০

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّيْنَا

পরিচ্ছেদ [৪১৬] : মানুষ একথা বলা যে, আমি নামায পড়িনি (অর্থাৎ এটা বলা জায়েয আছে) ৩১০

بَاب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

পরিচ্ছেদ [৪১৭] : ইকামতের পরে যদি ইমাম সাহেব কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হন ৩১১

بَاب الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ

পরিচ্ছেদ [৪১৮] : ইকামতের সময় কথা বলা প্রসঙ্গে ৩১২

بَاب وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ [৪১৯] : জামাতের সাথে নামায আদায় ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে ৩১৩

بَاب فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ [৪২০] : জামাআতে নামাযের ছওয়াব ৩১৫

بَاب فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

পরিচ্ছেদ [৪২১] : ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ছওয়াব ৩১৯

بَاب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

পরিচ্ছেদ [৪২২] : জোহরের নামাযের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার ফযিলত সম্পর্কে ৩২১

بَاب احْتِسَابِ الآثَارِ

পরিচ্ছেদ [৪২৩] : ভালো কাজের জন্য প্রতি পদক্ষেপে ছওয়াব পাওয়া প্রসঙ্গে ৩২২

بَاب فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ [৪২৪] : ইশার নামায জামাতে পড়ার ছওয়াব ৩২৪

بَاب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

পরিচ্ছেদ [৪২৫] : দুই জন বা ততোধিক হলে জামাত হবে ৩২৪

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

পরিচ্ছেদ [৪২৬] : যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকে, এবং মসজিদের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণনা.....৩২৫

بَاب فَضْلِ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

পরিচ্ছেদ [৪২৭] : মসজিদে আসা-যাওয়া করার ফযিলত সম্পর্কে.....৩২৮

بَاب إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

পরিচ্ছেদ [৪২৮] : যখন নামাযের ইকামত বলা হবে তখন ফরজ ব্যতীত অন্য কোনো নামায নেই.....৩২৯

بَاب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

পরিচ্ছেদ [৪২৯] : রুগ্ন ব্যক্তি জামাতে হাজির হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ.....৩৩২

بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

পরিচ্ছেদ [৪৩০] : বৃষ্টি ও কোনো ওজরের কারণে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে.....৩৩৯

بَاب هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

পরিচ্ছেদ [৪৩১] : বৃষ্টির দিনে যারা মসজিদে উপস্থিত হতে পেরেছে, ইমাম সাহেব কি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন? এবং জুমআর দিন বৃষ্টির মধ্যে খুতবা পড়বেন কি না?.....৩৪১

بَاب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ

পরিচ্ছেদ [৪৩২] : খাবার উপস্থিত হলে এবং নামাযের ইকামত হয়ে গেলে (তখন কি করণীয়?).....৩৪২

بَاب إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

পরিচ্ছেদ [৪৩৩] : যখন ইমামকে নামাযের জন্য ডাকা হবে, এমতাবস্থায় যে, তার হাতে খাবারের বস্তু থাকে.....৩৪৬

بَاب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

পরিচ্ছেদ [৪৩৪] : যে ব্যক্তি ঘরের কাজ-কামে ব্যস্ত থাকে, এদিকে নামাযের ইকামত বলা হয় তাহলে নামাযের জন্য বেরিয়ে যাবে।.....৩৪৭

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ

পরিচ্ছেদ [৪৩৫] : ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা যে, লোকদেরকে শুধুমাত্র এ জন্য নামায পড়ায় যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায এবং তাঁর সুন্নত শিক্ষা দিবেন.....৩৪৮

بَاب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ [৪৩৬] : ইলম ও ফযলওয়ালা ইমামতির সর্বাধিক হকদার.....৩৪৯

بَاب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ

পরিচ্ছেদ [৪৩৭] : যে ব্যক্তি কোনো ওজরের কারণে ইমামের পাশে দাঁড়ায়.....৩৫৫

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

পরিচ্ছেদ [৪৩৮] : যদি কোনো ব্যক্তি ইমামতি শুরু করে দেয়, এরপর আসল (নিযুক্ত) ইমামও এসে যায়, তখন প্রথম ব্যক্তি পিছনে হটে যাক (অর্থাৎ মুক্তাদিদের কাতারে গিয়ে মিলিত হবে) অথবা না হটে যাক, উভয় অবস্থাতেই তার নামায জায়েয হবে..... ৩৫৬

بَاب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

পরিচ্ছেদ [৪৩৯] : যদি কিছু লোক কেরাতের দিক দিয়ে সমান হয় তাহলে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে..... ৩৫৯

بَاب إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

পরিচ্ছেদ [৪৪০] : যদি ইমাম কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় তাহলে তাদের ইমামতি করতে পারবে..... ৩৬০

بَابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

পরিচ্ছেদ [৪৪১] : ইমাম এজন্য নির্ধারণ করা হয় যে, তার ইক্তেদা করা হবে ৩৬১

بَاب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ

পরিচ্ছেদ [৪৪২] : যারা ইমামের পিছনে (মুক্তাদি) রয়েছে, তারা কখন সিজদা করবে? ৩৬৮

بَاب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

পরিচ্ছেদ [৪৪৩] : ইমামের পূর্বে (রুকু, সিজদা) হতে মাথা উঠানোর গুনাহ সম্পর্কে..... ৩৭০

بَاب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

পরিচ্ছেদ [৪৪৪] : গোলাম ও আজাদকৃত গোলামের ইমামতির বর্ণনা ৩৭১

بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

পরিচ্ছেদ [৪৪৫] : যদি ইমাম নামায পূরা না করে; কিন্তু মুক্তাদি পূরা করে (তার বিধান কি?)..... ৩৭৪

بَاب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

পরিচ্ছেদ [৪৪৬] : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও বেদাতীদের ইমামতির বর্ণনা ৩৭৬

بَاب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

পরিচ্ছেদ [৪৪৭] : ইমামের বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে, যদি মুক্তাদি দু'জন হয় ৩৭৯

بَاب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

পরিচ্ছেদ [৪৪৮] : যদি কোনো ব্যক্তি (মুক্তাদি) ইমামের বাম দিকে দাঁড়ায়, এবং ইমাম তাকে ডান দিকে নিয়ে আসে তাহলে উভয়ের কারো নামায-ই ফাসেদ হবে না..... ৩৮০

بَاب إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

পরিচ্ছেদ [৪৪৯] : যদি (নামায আরম্ভ করার সময়) ইমাম সাহেব ইমামতির নিয়ত না করে, অতঃপর কিছু লোক এসে যায় এবং ঐ ইমাম তাদের ইমামতি করে (তাহলে তার কি হুকুম?)..... ৩৮১

بَاب إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

পরিচ্ছেদ [৪৫০] : ইমাম যদি নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়ে, এবং মুক্তাদিদের কোনো প্রয়োজন থাকে, তখন নামায ছেড়ে দিয়ে একাকী নামায পড়ে নিবে ৩৮২

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

পরিচ্ছেদ [৪৫১] : ইমাম সাহেব কিয়াম হালকা করা এবং রুকু, সিজদা পূর্ণ করা সম্পর্কে ৩৮৯

بَاب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

পরিচ্ছেদ [৪৫২] : যদি কেউ একাকী নামায পড়ে তাহলে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে ৩৯০

بَاب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

পরিচ্ছেদ [৪৫৩] : নামায দীর্ঘকারী ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা প্রসঙ্গে ৩৯১

باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

পরিচ্ছেদ [৪৫৪] : নামায সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ করা ৩৯২

بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

পরিচ্ছেদ [৪৫৫] : বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে নামায হালকা করার বর্ণনা ৩৯২

بَاب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

পরিচ্ছেদ [৪৫৬] : নিজে নামায পড়েছে, এরকম ব্যক্তি অন্যের ইমামতি করতে পারবে কি না? ৩৯৫

بَاب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

পরিচ্ছেদ [৪৫৭] : ঐ ব্যক্তির বর্ণনা যে লোকদেরকে ইমামের তাকবীর শুনিয়ে দেয় ৩৯৭

بَاب الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

পরিচ্ছেদ [৪৫৮] : এক ব্যক্তি ইমামের ইক্তেদা করবে, এবং সকল মুক্তাদি ঐ লোকটির ইক্তেদা করবে ৩৯৮

بَاب هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

পরিচ্ছেদ [৪৫৯] : ইমামের যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে সে কি মুক্তাদিদের কথা অনুযায়ী আমল করতে পারবে? ৪০০

بَاب إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৬০] : ইমাম যদি নামাযে কান্না করে (তাহলে কি হুকুম?) ৪০১

بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

পরিচ্ছেদ [৪৬১] : ইকামতের সময় ও পরে কাতার সোজা করার বর্ণনা ৪০৩

بَاب إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

পরিচ্ছেদ [৪৬২] : কাতার সোজা করার সময় ইমাম মানুষের দিকে মুখ করবে ৪০৫

بَاب الصَّفِّ الْأَوَّلِ

পরিচ্ছেদ [৪৬৩] : নামাযে প্রথম কাতারের গুরুত্ব ৪০৬

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ
পরিচ্ছেদ [৪৬৪] : কাতার সোজা করা নামাযের সৌন্দর্য..... ৪০৬

بَاب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ
পরিচ্ছেদ [৪৬৫] : যে কাতার পুরা না করে তার গুনাহ সম্পর্কে ৪০৮

بَاب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ
পরিচ্ছেদ [৪৬৬] : নামাযের কাতারে কাঁধে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর বর্ণনা..... ৪০৯

بَاب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
পরিচ্ছেদ [৪৬৭] : যদি কোনো ব্যক্তি (মুক্তাদি) ইমামের বাম দিকে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে পিছন দিক হতে ডান দিকে নিয়ে আসে তাহলে নামায পূরা হয়ে যাবে..... ৪১০

بَاب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا
পরিচ্ছেদ [৪৬৮] : মহিলা একজন হলেও সে কাতারের সমতূল্য.....৪১১

بَاب مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ
পরিচ্ছেদ [৪৬৯] : মসজিদ ও ইমামের ডান দিকের ফযিলত..... ৪১২

بَاب إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
পরিচ্ছেদ [৪৭০] : যদি ইমাম ও মুক্তাদিদের মাঝে প্রাচীর বা পর্দা আড়াল থাকে (তখন কি করণীয়?)..... ৪১৩

بَاب صَلَاةِ اللَّيْلِ
পরিচ্ছেদ [৪৭১] : রাতের নামায..... ৪১৫

أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

بَاب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
অনুচ্ছেদ : [৪৭২] : তাকবিরে তাহরীমা ওয়াজিব হওয়া এবং নামায শুরু করা প্রসঙ্গে..... ..... ৪১৭

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الِافْتِتَاحِ سَوَاءً
অনুচ্ছেদ : [৪৭৩] : তাকবীরে তাহরিমায় নামায শুরুর সাথে সাথে হাত উঠানো প্রসঙ্গে ৪২১

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
অনুচ্ছেদ : [৪৭৪] : তাকবীরে তাহরিমা, রুকু এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় হাত উঠানো প্রসঙ্গে ৪২২

بَاب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
পরিচ্ছেদ [৪৭৫] : দুই হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে? ৪২৮

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ
পরিচ্ছেদ [৪৭৬] : দুই রাকাত পড়ে (প্রথম বৈঠকশেষে) ওঠার সময় হাত ওঠানো প্রসঙ্গে ৪২৯

بَاب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
পরিচ্ছেদ [৪৭৭] : নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা..... ৪৩০

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৭৮] : নামাযে খুশু'র বর্ণনা ৪৩২

بَابُ مَا يُقْرَءُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

পরিচ্ছেদ [৪৭৯] : তাকবীরের পর কি পড়বে? ৪৩৩

بَابٌ

পরিচ্ছেদ [৪৮০] : (শিরোনামহীন) ৪৩৬

بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮১] : নামাযে ইমামের প্রতি দৃষ্টিপাত করার বর্ণনা প্রসঙ্গে ৪৩৮

بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮২] : নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো প্রসঙ্গে ৪৪০

بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৩] : নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করা প্রসঙ্গে ৪৪১

بَابُ هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৪] : নামাযের মধ্যে কোনো আপতিত বিপদের কারণে (যেমন হিংস্র প্রাণী, বিষাক্ত সাপ ইত্যাদি এসে পড়লে) বা কোনো কিছু দেখলে অথবা থুথু দেখলে সেদিক তাকানো যাবে কি না? এবং কিবলার দিকে থুথু ফেলা যাবে কি না? ৪৪৩

بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

পরিচ্ছেদ [৪৮৫] : ইমাম ও মুক্তাদির জন্য সফরে বা নিবাসে নামাযে কেরাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা, সশব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামায হোক বা নিঃসব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামায হোক .....

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৬] : জোহরের নামাযে কেরাত পড়া প্রসঙ্গে ৪৬৯

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৭] : আসরের নামাযে কেরাত পড়া প্রসঙ্গে ৪৭১

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৮] : মাগরিব নামাযের কেরাত প্রসঙ্গে ৪৭৩

بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৯] : মাগরিবের নামাযে কেরাত সশব্দে পড়ার বর্ণনা ৪৭৫

بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ [৪৯০] : ইশার নামাযে কেরাত সশব্দে পড়ার বর্ণনা ৪৭৬

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ
পরিচ্ছেদ [৪৯১] : ইশার নামাযে সিজদাবিশিষ্ট সূরা পড়া সম্পর্কে ৪৭৭

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ
পরিচ্ছেদ [৪৯২] : ইশার নামাযের কেরাত প্রসঙ্গে ৪৭৭

بَاب يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ
পরিচ্ছেদ [৪৯৩] : প্রথম দু' রাকাতে কেরাত দীর্ঘ করা এবং পরের দু' রাকাতে সংক্ষিপ্ত করা প্রসঙ্গে ৪৭৮

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ
পরিচ্ছেদ [৪৯৪] : ফজরের নামাযে কেরাত প্রসঙ্গে ৪৭৯

بَاب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
পরিচ্ছেদ [৪৯৫] : ফজরের নামাযে কেরাত সশব্দে পড়া প্রসঙ্গে ৪৮০

بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ
পরিচ্ছেদ [৪৯৬] : এক রাকাতে দুই সূরা একসঙ্গে পড়া, সূরার শেষ আয়াত পড়া, এবং তারতীববিহীন সূরা পড়া, (যেমন আগে সূরা নাস তারপর সূরা ফালাক পড়া) এবং সূরার শুরু আয়াতসমুহ পড়ার বর্ণনা.....

بَاب يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
পরিচ্ছেদ [৪৯৭] : শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বর্ণনা ৪৮৮

بَاب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
পরিচ্ছেদ [৪৯৮] : জোহর ও আসরে কেরাত আস্তে পড়া প্রসঙ্গে ৪৮৮

بَاب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ
পরিচ্ছেদ [৪৯৯] : যদি ইমাম (সিররী নামাযে) কোনো আয়াত শুনিয়ে দেয় (তাহলে কোনো সমস্যা নেই) ৪৮৯

بَاب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى
পরিচ্ছেদ [৫০০] : প্রথম রাকাত দীর্ঘ করার বর্ণনা ৪৯০

بَاب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ
পরিচ্ছেদ [৫০১] : ইমাম আমীন জোরে বলা প্রসঙ্গে ৪৯১

بَاب فَضْلِ التَّأْمِينِ
পরিচ্ছেদ [৫০২] : আমীন বলার ফযিলতের বর্ণনা ৫০৫

بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ
পরিচ্ছেদ [৫০৩] : মুক্তাদি আমীন সশব্দে বলা প্রসঙ্গে ৫০৬

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

পরিচ্ছেদ [৫০৪] : কাতারে পৌছার পূর্বে রুকু করা সম্পর্কে ৫০৭

بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫০৫] : রুকুতে তাকবীর পূর্ণ করার বর্ণনা ৫০৮

بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

পরিচ্ছেদ [৫০৬] : সিজদায় তাকবীর পূর্ণ করার বর্ণনা ৫১০

بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

পরিচ্ছেদ [৫০৭] : সিজদা হতে ওঠার সময় তাকবীর বলার বর্ণনা ৫১১

بَابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫০৮] : রুকুতে হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখার বর্ণনা ৫১৩

بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

পরিচ্ছেদ [৫০৯] : (নামাযী) যখন রুকু পূর্ণ না করে (তার হুকুম কি?) ৫১৪

بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১০] : রুকুতে পিঠ (মাথা) বরাবর রাখার বর্ণনা ৫১৫

بَابُ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالاِطْمَأْنِينَةِ

পরিচ্ছেদ [৫১১] : রুকু পূরা করা, তা সঠিকভাবে এবং প্রশান্তির সাথে করার সীমার বর্ণনা ৫১৫

بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

পরিচ্ছেদ [৫১২] : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে নামায পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে রুকু ঠিকমত আদায় করেছিল না ৫১৬

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১৩] : রুকুর দোয়ার বর্ণনা ৫১৮

بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১৪] : রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর ইমাম ও মুক্তাদি কি দোয়া পড়বে? ৫১৯

بَابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

পরিচ্ছেদ [৫১৫] : আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ্ বলার ফযিলতের বর্ণনা ৫২০

بَابٌ

পরিচ্ছেদ [৫১৬] : (শিরোনামহীন) ৫২১

بَابُ الطَّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১৭] : রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর শান্ত ও স্থির হওয়ার বর্ণনা ৫২৩

بَابُ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

পরিচ্ছেদ [৫১৮] : সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতে বলতে ঝুঁকবে ৫২৫

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
পরিচ্ছেদ [২৮৯] : বকরির খোঁয়ারে নামায পড়ার বিধান

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ

হাদীসের অনুবাদ [৪১৬] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি আনাসকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পূর্বে ছাগল ও ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৭, ৬১, ৫৫৯-৫৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, বকরির খোঁয়ারে নামায পড়া জায়েয আছে। উপরে অতিবাহিত হয়েছে যে, এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য হলো নামাযের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান শর্ত নয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য ইবাদতখানা ব্যতীত অন্য কোথাও নামায পড়লে তা জায়েয হতো না। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- جعلت لي الارض مسجدا و طهورا

বিস্তারিত জানতে ২৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। [নাসরুল বারী বাংলা ২য় খণ্ডের ১২২-১২৪]

بَاب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ
পরিচ্ছেদ [২৯০] : উটশালায় নামায পড়ার বিধান

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

হাদীসের অনুবাদ [৪১৭] : হযরত নাফে (রাযি.) বলেন, আমি ইবনে ওমরকে উটের পাশে নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি (ইবনে ওমর) বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ - অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬১, ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম ১৯৫, আবু দাউদ ১০০, তিরমিযী ৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহূরের মতকে সমর্থন করা। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, জুমহূর আইম্মা তথা ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী (রহ.) ও সাহেবাইন প্রমুখের মতে উটের বাথানে নামায জায়েয। তবে শর্ত হলো নামাযের স্থানটি পবিত্র হতে হবে এবং ঐ স্থানটি যেন নাপাক না হয়।

ইমাম আহমদ (রহ.) ও জাহেরীদের মতে নামায জায়েয হবে না। সুতরাং শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য হলো ইমাম আহমদ ও জাহেরীদের মতকে খণ্ডন করা।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, যে সমস্ত হাদীসে উটের বাথানে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার কারণ ভিন্ন। তাহলো অনেক উট দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই যদি সে লাফালাফি শুরু করে দেয় তাহলে নামায পড়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। নতুবা যদি উট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সওয়ারীর হয় তাহলে তার নিকট নামায পড়াতে কোনো সমস্যা নেই– নামায হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যাঃ

প্রশ্নঃ শিরোনাম তো হলো উটের বাথানে নামায আদায় প্রসঙ্গে। অথচ হাদীস আনা হয়েছে উটের দিকে ফিরে নামায আদায় করা প্রসঙ্গে। সুতরাং শিরোনামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য নেই।

উত্তরঃ উটের বাথানে নামাযের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র উটের নৈকট্যের কারণে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, যদি উট প্রতিবন্ধক হতো তাহলে তার দিকে মুখ করাও নিষেধ হতো। বাবের হাদীস দ্বারা তিনি বলে দিলেন যে, উটের নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়তে কোনো সমস্যা নেই।

আর যে সমস্ত রেওয়ায়েতে مبارك الابل তথা উটের বাথানে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যেমন আবু দাউদ প্রথম খণ্ডে باب النهي عن الصلوة في مبارك الابل শিরোনামে হযরত বারা বিন আযেব (রাযি.) হতে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين وسئل عن الصلوة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة

এ হাদীসে স্পষ্টতঃ উটের বাথান ও বকরির বাথানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন হলো জুমহূরের মতে যদি সব স্থানেই নামায জায়েয হয় তাহলে পার্থক্যের কারণ কি?

উত্তরঃ আল্লামা আইনী লিখেছেন এ পার্থক্যের কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. একটি কারণ এই যে, উটের মালিক/রাখালরা উটের আড়ালে বসে মল-মূত্র ত্যাগ করে থাকে।

২. দ্বিতীয় কারণ হলো উট দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণী, সব সময় তাকে নিয়ে আশঙ্কা থাকে, তাই খুশু-খুযুর সাথে নামায আদায় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই তার থেকে দূরে থাকাই উত্তম। বুঝা গেল উটের দুষ্টামী ও অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ হলে তার নিকট নামায আদায়ে কোনো সমস্যা নেই।

৩. উটের শরীরে দুর্গন্ধ থাকে। ৪. অথবা নিষেধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাকরূহে তানযীহী।

بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللهَ

পরিচ্ছেদ [২৯১] : যে ব্যক্তি সামনে চুলা, আগুন বা এমন জিনিস রেখে নামায পড়ে যার পূঁজা করা হয়, কিন্তু নামাযীর নিয়ত থাকে আল্লাহর জন্য ইবাদত করা, (তাহলে নামায সহীহ হবে)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম যুহরী বলেন, আমাকে আনাস বিন মালিক (রাযি.) সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সম্মুখে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়েছিল, তখন আমি নামাযে ছিলাম।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ

হাদীসের অনুবাদ [৪১৮] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। এবং আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أُرِيتُ النَّارَ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬২, ১০৩, ১৪৩-১৪৪, ৭৮২-৭৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা, যারা বলেন এমনভাবে নামায পড়া মাকরূহ যে, তার সামনে জ্বলন্ত আগুন, বা চুলা এমন কোনো জিনিস থাকে লোকেরা যার পূজা করে। যেমন পিপল বৃক্ষ/চড়ক গাছ, কিন্তু নামাযীর মনোযোগ সেদিকে থাকে না; বরং নামাযীর নিয়ত থাকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত এবং তার সন্তুষ্টি অর্জন। তাহলে তার নামায হয়ে যাবে।

তবে হানাফী, হাম্বলী এবং ইবনে সিরীনের মতে উপরে বর্ণিত অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ। যেমন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় মূর্তিপূজারীদের সাদৃশ্যের কারণে সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। মুসান্নিফে ইবনে আবী শাইবায় রয়েছে- انه كره الصلوة الي التنور وقال هو بيت نار অর্থাৎ ইবনে সিরীন তান্দুর/চুলার দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহ বলেন। তিনি বলেন এটা আগুনের ঘর।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিরোনাম দ্বারা শুধুমাত্র এটা বুঝা যায় যে, নামায হয়ে যাবে; কিন্তু মাকরূহ হওয়া বা মাকরূহ না হওয়া বুঝা যায় না। সুতরাং এটা দেখা হবে যে, নামাযী এ সমস্ত জিনিস সরিয়ে দেওয়া বা এদিক সেদিক করতে সক্ষম থাকা সত্তেও করছে না, তাহলে মাকরূহ হবে; নতুবা নয়।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দলীল: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামের দাবি প্রমাণের জন্য দুটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম রেওয়ায়েতটি হযরত আনাস (রাযি.) হতে তা'লীক করে উল্লেখ করেছেন, যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল, তথাপি তিনি নামায ত্যাগ করেননি এবং পুনরায়ও তা আদায় করেননি।

জবাব: আল্লামা আইনী প্রমুখ এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেন। যেমন-

প্রথমতঃ এটি হলো تكويني ও অদৃশ্য জগতের বিষয়- যা আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অদৃশ্য জগতে হয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এতে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, উক্ত আগুন সরাসরি সামনে ছিলনা; বরং ডান-বামে ছিল।

তৃতীয়তঃ জাহান্নাম স্বস্থানে ছিল, এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার মধ্যকার সকল আড়াল বা পর্দা হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চতুর্থতঃ তা সামনে ছিলনা; বরং তা ছিল পিছনে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে নামাযের মধ্যে নামাযীদের রুকু-সিজদার অবস্থা দেখতে পেতেন, তেমনিভাবে জাহান্নামও

https://e-ilm.weebly.com/

দেখেছিলেন। সুতরাং এতগুলি সম্ভাবনা থাকার কারণে এ বর্ণনা দ্বারা দলীল প্রদান সঠিক নয়। কারণ, মূলনীতি হলো- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর দাবীর স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলীল দিয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা। এ রেওয়ায়েতটি এখানে সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত রেওয়ায়েত সামনে আসবে, সেখানে এর বিস্তারিত আলোচনাও হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো এখানেও এ সম্ভাবনাগুলি রয়েছে। তাই এটিও দলীলযোগ্য নয়।

শেষ কথা হলো দলীল দুর্বল। আর মাকরূহ না হওয়ার স্পষ্ট কোনো হাদীসও নেই।

ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম। তিনি ইলমে হাদীসের সুবিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক, সাহল ইবনে সা'দ, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ, আবদুর রহমান ইবনে সা'দ, রবীয়া ইবনে আতাদ, মাহমুদ ইবনে রবী ও আবু তোফায়েল প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে বিপুলসংখ্যক তাবেয়ী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অত্যধিক স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন- إنه حفظ القران فى ثمانين ليلة অর্থাৎ, তিনি মাত্র আশি রাতে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছেন।

তিনি নিজে স্বীয় স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়ে বলেন- ما استودعتُ حفظى شيئًا فخاننى; অর্থাৎ, কোনো কিছু মুখস্থ করার পর তা আমি কখনো ভুলে যাইনি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের আদেশক্রমে সর্বপ্রথম তিনিই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তাঁর হাদীস সংগ্রহের মতো মহান কাজ লক্ষ করে ইমাম শাফেয়ী বলেন- لو لا الزهرى لَذهبَ السننُ مِن المدينةِ; অর্থাৎ, ইমাম যুহরী না থাকলে মদীনার হাদীসসমূহ বিলীন হয়ে যেত।

তিনি ১২৪ হিজরিতে সিরিয়ার 'শাগবাদা' নামক গ্রামে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার দুই শ'।[১]

بَاب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

পরিচ্ছেদ [২৯২] : কবরস্থানে নামায পড়া মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

হাদীসের অনুবাদ [৪১৯] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরে নামায আদায় করো এবং তাকে কবর বানিও না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا- অংশের সাথে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরকে কবরস্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। বুঝা গেল কবর নামাযের স্থান নয়, সুতরাং কবরস্থানে সুতরা ব্যতীত নামায মাকরূহ হবে।

---

[১] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ: ১৩৩]

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬২ ও ১৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কবরস্থানে নামায পড়া মাকরূহ হওয়া প্রমাণ করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اِجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ الخ

এখানে من টি تبعيضية অর্থাৎ بعض صلوتكم তোমাদের কিছু নামায, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নফল নামায। অর্থাৎ তোমরা ঘরে কিছু নফল নামায পড়বে। وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا আর 'ঘরকে কবরে পরিণত করোনা।' অর্থাৎ মৃতরা নামায পড়েনা, আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরকে কবর বানাতে নিষেধ করেছেন। বুঝা গেল যে, কবর নামাযের স্থান নয়। অর্থাৎ তোমরা মৃতদের ন্যায় হয়ে যেওনা যে, তোমাদের ঘর তোমাদের জন্য কবরের ন্যায় হয়ে যায়; বরং তোমরা ঘরের মধ্যে কিছু কিছু নামায পড়বে। যেমন জীবিত মুসলমান নামায পড়ে থাকে।

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

পরিচ্ছেদ [২৯৩] : যেখানে ধ্বসে যাওয়া বা অন্য কোনো শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল এমন স্থানে নামায পড়া প্রসঙ্গে

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ

হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাবেল শহরে ভূমি-ধ্বসের শাস্তির কারণে নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৪২০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আযাব প্রাপ্ত লোকজনের স্থানে যেও না-তবে কান্নারত অবস্থায় যেতে পারো। যদি কাঁদতে না পারো, তাহলে সেখানে যেও না। কেননা তাদের ওপর যে মুসীবত এসেছিল তোমাদের ওপর তা আসতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ - অংশের সাথে। কেননা, শাস্তিপ্রাপ্তদের নিবাস ও তাদের ঘরবাড়িতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে সুনিশ্চিতভাবেই নামায মাকরূহ হওয়া এবং তার নিষেধাজ্ঞাও প্রমাণিত হয়ে গেল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬২ ও ৪৭৮-৪৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, এ সমস্থ স্থানে নামায পড়া মাকরূহ। যদিও শিরোনামে মাকরূহ হওয়া বা না হওয়ার কোনো আলোচনা নেই; কিন্তু

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আলী (রাযি.)-এর আছর كره الصلوة উল্লেখ করে উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু একথা মনে রাখা চাই যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মাকরূহসহ জায়েয বর্ণনা করা। -ওমদাতুল কারী

শব্দ-বিশ্লেষণ:

مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ : এ বাক্যে العذاب শব্দটি الخاص على العام عطف পর্যায়ের হয়েছে। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) এদিকে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, এ হুকুমটি 'আম বা ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি তা ভূমি-ধ্বসের দ্বারা হোক বা অন্য কোনো কিছু দ্বারা হোক এ সমস্ত স্থানে নামায পড়া মাকরূহ হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি- لا تدخلوا على هولاء المعذبين দ্বারা বুঝে আসে।

بَابِلَ : শব্দটি عَلَم ও تانيث-এর কারণে غير منصرف ; যেমন কুরআনে রয়েছে - وما انزل على الملكين بِبَابِلَ

بَابِلَ-প্রাচীনকালে এটি বহুত বড় শহর ছিল, যা ফোরাত নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ছিল। বাবেল শহরের জাদু ও মদপান প্রসিদ্ধ ছিল। এটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইরাকের রাজধানী ছিল। এখানেই বাদশাহ নমরূদ বিন কেনান অতি উঁচু একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। যার উচ্চতা ছিল পাঁচ হাজার গজ। এর দ্বারা নমরূদের উদ্দেশ্য ছিল আকাশ জগতের খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আল্লামা আইনী লিখেছেন-

قال اصحاب الاخبار بني نمرود القصر بها وطوله في السماء خمسة آلاف ذراع وهو البنيان الذي ذكره الله تعالي في كتابه العزيز بقوله تعالي فاتي الله بنيانهم من القواعد الآية (سورة نحل)

(অতঃপর আল্লাহর (শাস্তির) নির্দেশ তাদের অট্টালিকা ধ্বংসের জন্য তার ভিত্তির দিকে এসে পৌছেছে যে, উপর থেকে তার ছাদসমূহ তার উপর এসে পতিত হয়েছে, যার নিচে চাপা পড়ে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। যা তাদের নিরাপত্তার উপকরণ ছিল তা-ই তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হলো।)

মোটকথা, হযরত আলী (রাযি.) বাবেলের ধ্বংসস্তুপে নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করেন। রেওয়ায়েত আছে- عن علي ما كنت لاصلي في الارض خسف الله بها ثلاث مرار (فتح) অর্থাৎ হযরত আলী (রাযি.) একথাটি তিনবার বলেছেন। তাছাড়া সুনানে আবু দাউদে হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে-

قال ان حِبِّي (وفي نسخة حبيبي) عليه السلام نهاني الخ (ابو داؤد اول)

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আমার প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। উপরন্তু আমাকে নিষেধ করেছেন বাবেল ভূমিতে নামায পড়তে-কারণ, সেটি হলো অভিশপ্ত স্থান।

আল্লামা খাত্তাবী লিখেছেন, এ হাদীসের সনদ দুর্বল। আমার জানামতে কোনো আলেম বাবেল ভূমিতে নামায আদায় করা হারাম বলেননি। তাছাড়া এ বাবের প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে , جعلت لي الارض مسجدا طهورا [এ ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র ভূমি সিজদার যোগ্য ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে।] এটা যা এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। যদি এ হাদীসটি সহীহ পর্যায়ে পৌছে যায় তখন বলা হবে এ নিষেধাজ্ঞা হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে খাস। যেমন হাদীসে- نهاني মুতাকাল্লিমের সীগাহ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট বুঝে আসে।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু প্রশ্ন বাকি থেকে যায় যে, হযরত আলী তো কূফায় অবস্থান করেছেন?

তার উত্তর হলো এখানে বাবেল দ্বারা উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট বাবেল শহর। যেমনটি অতিবাহিত হয়েছে- خسف الله ثلاث مرار

ইমাম বুখারী (রহ.) দাবী প্রমাণের জন্য দ্বিতীয় দলীল দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস- لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين এ শাস্তিপ্রাপ্তদের নিকট (বাড়ি-ঘরে) প্রবেশ করো না। যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাবুক যুদ্ধের সময় হিজর নামক স্থান।

এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারী অষ্টম খণ্ড কিতাবুল মাগাযী ৪৯১ পৃষ্ঠা باب نزول النبي صلي الله عليه وسلم الحجر দ্রষ্টব্য।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ

পরিচ্ছেদ [২৯৪] : গির্জায় নামায পড়া প্রসঙ্গে

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ

ওমর (রাযি.) বলেন, (হে খ্রিস্টানরা!) আমরা তোমাদের গির্জায় এ জন্য প্রবেশ করি না যে, সেখানে মূর্তি ও ভাস্কর্য রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) গির্জায় নামায আদায় করে নিতেন; কিন্তু ঐ সকল গির্জায় নামায আদায় কতেন না, যার মধ্যে মূর্তি ও ছবি থাকত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بِيعَةٌ : শব্দটি بِيَعٌ-এর একবচন। অর্থ, গির্জা; খ্রিস্টানদের উপাসনালয়।

كَنِيسَةٌ : একবচন, বহুবচনে كَنَائِس অর্থ, ইহুদিদের উপাসনালয়। আবার كنيسة দ্বারা بيعة ও উদ্দেশ্য হয়।

تَمَاثِيل : শব্দটি تِمْثَال-এর বহুবচন। অর্থ, প্রতিমূর্তি; ছবি; ভাস্কর্য।

التي فيها الصور جملة اسمية لان الصور مبتداء مرفوع وقوله الخ

অর্থাৎ صور হলো মুবতাদা ও মারফূ। আর فيها তার খবর। আর ها যমীরটি كنائس-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর যদি الصور-কে মাজরূর পড়া হয় তখন এটি تماثيل থেকে বদল বা আতফে বয়ান হবে। আবার الصور কে মানসূব পড়াও জায়েয হবে। তখন তা اعني উহ্য فعل-এর মাফউল হবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, গির্জা ও মন্দিরে নামায পড়া তখন মাকরূহ হবে যদি তার মধ্যে মূর্তি বা ছবি থাকে। অথবা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা যারা সর্বাবস্থায় গির্জায় নামায পড়া মাকরূহ মনে করে। হযরত গাংগুহি (রহ.)-এর মতও এটিই যে, গির্জায় নামায মাকরূহ ছাড়াই জায়েয হবে, যদি তার মধ্যে মূর্তি, ছবি ইত্যাদি না থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ عُمَرُ : আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন হযরত ওমর (রাযি.) সিরিয়া সফরে গেলে সেখানের একজন বড় পাদ্রি তাঁকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তার জবাবে তিনি বললেন আমরা তোমাদের গির্জায় এজন্য প্রবেশ করব না যে, তার মধ্যে মূর্তি ও ছবি রয়েছে। বুঝা গেল যদি মূর্তি, ছবি ইত্যাদি থেকে তা পবিত্র ও মুক্ত হয় তাহলে তার মধ্যে নামায জায়েয আছে।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম উমর, লকব ফারুক এবং কুনিয়াত আবু হাফ্স। পিতা খাত্তাব ও মাতা হান্তামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক। উমরের অষ্টম উর্ধ পুরুষ কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। পিতা খাত্তাব কুরাইশ বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাতা 'হানতামা' কুরাইশ বংশের বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবন মুগীরার কন্যা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ এই মুগীরার পৌত্র। মক্কার 'জাবালে আকিব' এর পাদদেশে ছিল জাহিলী যুগে বনী 'আদী ইবন কা'বের বসতি। এখানেই ছিল হযরত উমরের বাসস্থান। ইসলামী যুগে উমরের নাম অনুসারে পাহাড়টির নাম হয় 'জাবালে উমর' বা উমরের পাহাড়।[২]

জন্ম ও গঠনাকৃতি

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ১৩ বছর পর তাঁর জন্ম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গন্ডদেশ মাংসহীন, ঘন দাড়ি, মোঁচের দু'পাশ লম্বা ও পুরু এবং শরীর দীর্ঘাকৃতির। হাজার মানুষের মধ্যেও তাঁকে সবার থেকে লম্বা দেখা যেত।

তাঁর জন্ম ও বাল্য সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তাঁর যৌবনের অবস্থাটাও প্রায় অনেকটা অজ্ঞাত। কে জানতো যে এই সাধারণ একরোখা ধরনের যুবকটি একদিন 'ফারুকে আযমে' পরিণত হবেন। কৈশোরে উমরের পিতা তাঁকে উটের রাখালী কাজে লাগিয়ে দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে একবার এই মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবেঃ 'এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নীরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার উপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই।'[৩]

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যথাঃ যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। বংশ তালিকা বা নসবনামা বিদ্যা তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ে ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। আরবের 'উকায' মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। আল্লামা যুবইয়ানী বলেছেন, 'উমর ছিলেন এক মস্তবড় পাহলোয়ান।' তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের এক বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার। আল্লামা জাহিয বলেছেন, 'উমর ঘোড়ায় চড়লে মনে হত, ঘোড়ার চামড়ার সাথে তাঁর শরীর মিশে গেছে।'

তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সব কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে তিনিই। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি পাঠ করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কতখানি দখল ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। বাগ্মিতা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। যৌবনে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। বালাজুরী লিখেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২].(তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/৬৬)

[৩].(তাবাকাত : ৩/২৬৬-৬৭)

https://e-ilm.weebly.com/

ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় গোটা কুরাইশ বংশে মাত্র সতের জন লেখা-পড়া জানতেন। তাদের মধ্যে উমর একজন।

ব্যবসা বাণিজ্য ছিল জাহিলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক পেশা। উমরও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানী-গুণী সমাজের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। মাসউদী বলেন, উমর (রাযি.) জাহিলী যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণে যেতেন। ফলে আরব ও আজমের অনেক রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।' শিবলী নু'মানী বলেন, 'জাহিলী যুগেই উমরের সুনাম সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য গোত্রের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে নিষ্পত্তির জন্য তাঁকেই দূত হিসেবে পাঠানো হত।'[৪]

ইসলাম গ্রহণ

উমরের ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। তাঁর চাচাত ভাই যায়িদের কল্যাণে তাঁর বংশে তাওহীদের বাণী একেবারে নতুন ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যায়িদের পুত্র সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন। সাঈদ আবার উমরের বোন ফাতিমাকে বিয়ে করেন। স্বামীর সাথে ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। উমরের বংশের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নাঈম ইবন আবদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত উমর ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখতেন না। সর্বপ্রথম যখন ইসলামের কথা শুনলেন, ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। তাঁর বংশে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তিনি পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে জানতে পেলেন, 'লাবীনা' নামে তাঁর এক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের ওপর তাঁর ক্ষমতা চলতো, নির্মম উৎপীড়ন চালালেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ইসলামের মূল প্রচারক মুহাম্মাদকেই ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যে কথা সেই কাজ।

আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত। 'তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে উমর চলেছেন। পথে বনি যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবন আবদুল্লাহ) সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে উমর? বললেন, মুহাম্মাদের একটা দফারফা করতে। লোকটি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দফারফা করে বনি হাশিম ও বনি যুহরার হাত থেকে বাঁচবে কীভাবে? একথা শুনে উমর বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে, তুমিও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছ। লোকটি বললেন, উমর, একটি বিস্ময়কর খবর শোন, তোমার বোন-ভগ্নিপতি বিধর্মী হয়ে গেছে। তারা তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছে। (আসলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিল, উমরকে তার লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।) একথা শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে উমর ছুটলেন তাঁর বোন-ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে। বাড়ির দরজায় উমরের করাঘাত পড়লো। তাঁরা দু'জন তখন খাব্বাব ইবন আল-আরাত-এর কাছে কুরআন শিখছিলেন। উমরের আভাস পেয়ে খাব্বাব বাড়ির অন্য একটি ঘরে আত্মগোপন করলেন। উমর বোন-ভগ্নিপতিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এখানে গুণগুণ আওয়ায শুনছিলাম, তা কিসের? তাঁরা তখন কুরআনের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। উমর বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা দু'জন ধর্মত্যাগী হয়েছো। ভগ্নিপতি বললেন, তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য থাকে তুমি কী করবে উমর? উমর তাঁর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দু'পায়ে ভীষণভাবে তাঁকে মাড়াতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে এলে উমর তাঁকে ধরে এমন মার দিলেন যে, তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। বোন রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, সত্য যদি তোমার দ্বীনের বাইরে অন্য কোথাও থেকে থাকে, তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

এ ঘটনার কিছুদিন আগ থেকে উমরের মধ্যে একটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে একজনকে ফেরাতে পারেনি। মুসলমানরা নীরবে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছে। প্রয়োজনে বাড়ি-ঘর ছেড়েছে, ইসলাম ত্যাগ করেনি। এতে উমরের মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। তিনি

---

৪. আল-ফারুক : পৃ. ১৪

https://e-ilm.weebly.com/

একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রিয় সহোদরার চোখ-মুখের রক্ত, তার সত্যের সাক্ষ্য তাঁকে এমন একটি ধাক্কা দিল যে, তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কর্পূরের মতো উড়ে গেল। মুহূর্তে হৃদয় তাঁর সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি পাক-সাফ হয়ে বোনের হাত থেকে সূরা ত্বাহার অংশটুকু নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ করে বললেন, আমাকে তোমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে চল। উমরের একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'সুসংবাদ উমর! বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য দুআ করেছিলেন। আমি আশা করি তা কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ! উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।' খাব্বাব আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন সাফার পাদদেশে 'দারুল আরকামে'।

উমর চললেন 'দারুল আরকামের' দিকে। হামযা এবং তালহার সাথে আরো কিছু সাহাবী তখন আরকামের বাড়ির দরজায় পাহারারত। উমরকে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে হামযা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ উমরের কল্যাণ চাইলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ির ভেতরে। তাঁর উপর তখন ওহী নাযিল হচ্ছে। একটু পরে তিনি বেরিয়ে উমরের কাছে এলেন। উমরের কাপড় ও তরবারির হাতল মুট করে ধরে বললেন, উমর, তুমি কি বিরত হবে না?' তারপর দুআ করলেন, হে আল্লাহ, উমর আমার সামনে, হে আল্লাহ! উমরের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী কর।' উমর বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আহ্বান জানালেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন।'

এটা নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের ঘটনা।

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশের পর উমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে নারী-পুরুষ সর্বমোট ৪০ অথবা চল্লিশের কিছু বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উমরের ইসলাম গ্রহণের পর জিবরীল আ. এসে বলেন, 'মুহাম্মাদ! উমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছে।'[৫]

উমরের ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। যদিও তখন পর্যন্ত ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত হামযাও ছিলেন, তথাপি মুসলমানদের পক্ষে কা'বায় গিয়ে নামায পড়া তো দূরের কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন এবং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরে নামায আদায় শুরু করলেন।

উমর (রাযি.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর সেই রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কট্টর দুশমন কে আছে। আমি নিজে গিয়ে তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাবো। আমি মনে করলাম, আবু জাহলই সবচেয়ে বড় দুশমন। সকাল হতেই আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জাহল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে করে?' আমি বললাম, 'তোমাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান ও বাণীকে মেনে নিয়েছি।' একথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো, 'আল্লাহ তোমাকে কলংকিত করুন এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ তাকেও কলংকিত করুন।'

এভাবে এই প্রথমবারের মত মক্কার পৌত্তলিকশক্তি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। সাঈদ ইনবুল মুসায়্যিব বলেন, 'তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ নেয়।' আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাযি.)

---

৫. তাবাকাত : ৩/২৬৯

https://e-ilm.weebly.com/

বলেন, উমর ইসলাম গ্রহণ করেই কুরাইশদের সাথে বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কাবায় নামায পড়ে ছাড়লেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে নামায পড়েছিলাম।' সুহায়িব ইবন সিনান বলেন, তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা কা'বার পাশে জটলা করে বসতাম, কা'বার তাওয়াফ করতাম, আমাদের সাথে কেউ রূঢ় ব্যবহার করলে তার প্রতিশোধ নিতাম এবং আমাদের ওপর যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতাম।

তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কারণ, তাঁরই কারণে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উমরের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ তাআলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।[৬]

মক্কায় যাঁরা মুশরিকদের অত্যাচার অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। আবু সালামা, আবদুল্লাহ বিন আশহাল, বিলাল ও আম্মার বিন ইয়াসিরের মদীনায় হিজরতের পর বিশজন আত্মীয়-বন্ধুসহ উমর মদীনার দিকে পা বাড়ালেন। এ বিশজনের মধ্যে তাঁর ভাই যায়িদ, ভাইয়ের ছেলে সাঈদ ও জামাই খুনাইসও ছিলেন। মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি রিফায়া' ইবন আবদুল মুনজিরের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

উমরের হিজরত ও অন্যদের হিজরতের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরত ছিল চুপে চুপে। সকলের অগোচরে। আর উমরের হিজরত ছিল প্রকাশ্যে। তার মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহের সূর। মক্কা থেকে মদীনায় যাত্রার পূর্বে তিনি প্রথমে কা'বা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করলেন, আমি মদীনায় চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায়, সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি সোজা মদীনার পথ ধরলেন। কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করলো না।[৭]

হিজরি প্রথম বছর হতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল পর্যন্ত উমর (রাযি.)-এর কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মময় জীবনেরই একটা অংশবিশেষ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যত চুক্তি করতে হয়েছিল, কিংবা সময় সময় যত বিধিবিধান প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার এমন একটি ঘটনাও নেই, যা উমরের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্পাদিত হয়েছে। এইজন্য এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে তা উমর (রাযি.)-এর জীবনী না হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে পরিণত হয়। তাঁর কর্মবহুল জীবন ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হযরত উমর বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো বেশ কিছু 'সারিয়্যা' (যেসব ছোট অভিযানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উপস্থিত হননি)-তে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পরামর্শদান ও সৈন্যচালনা হতে আরম্ভ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। বদর যুদ্ধের বন্দিদের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শই আল্লাহর পসন্দসই হয়েছিল। এ যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা নিম্নরূপ :

১. এ যুদ্ধে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা হতে লোক যোগদান করে; কিন্তু বণী আ'দী অর্থাৎ উমরের খান্দান হতে একটি লোকও যোগদান করেনি। উমরের প্রভাবেই এমনটি হয়েছিল।

২. এ যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে উমরের সাথে তাঁর গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের থেকে মোট বারোজন লোক যোগদান করেছিল।

---

৬. তাবাকাত : ৩/২৭০

৭. তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ (খিদরী বেগ সংকলিত) : ১/১৯৮

https://e-ilm.weebly.com/

৩. এ যুদ্ধে হযরত উমর তাঁর আপন মামা আসী ইবন হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।

উহুদ যুদ্ধেও হযরত উমর (রাযি.) ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ের এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন, তখন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান নিকটবর্তী হয়ে উচ্চস্বরে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রাযি.), উমর (রাযি.) প্রমুখের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা বেঁচে আছ কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে কেউই আবু সুফিয়ানের জবাব দিল না। কোন সাড়া না পেয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষণা করলো, 'নিশ্চয় তারা সকলে নিহত হয়েছে।' এ কথায় উমরের পৌরুষে আঘাত লাগলো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।' বলে উঠলেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত।' আবু সুফিয়ান বললো, 'উ'লু হুবল (হুবলের জয় হোক)।' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে উমর জবাব দিলেন, 'আল্লাহু আ'লা ও আজাল্লু– আল্লাহ মহান ও সম্মানী।'

খন্দকের যুদ্ধেও উমর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খন্দকের একটি বিশেষ স্থান রক্ষা করার ভার পড়েছিল উমরের ওপর। আজও সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ বিদ্যমান থেকে তাঁর সেই স্মৃতির ঘোষণা করছে। এ যুদ্ধে একদিন তিনি প্রতিরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর আসরের নামায ফউত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'ব্যস্ততার কারণে আমিও এখন পর্যন্ত নামায আদায় করতে পারিনি।'

খাইবারের বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। হযরত উমর (রাযি.) তাঁর ভাগের অংশটুকু আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওয়াক্‌ফ।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উমর (রাযি.) ছায়ার মত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গ দেন। ইসলামের মহাশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পণ করতে এলে উমর রাসূলুল্লাহকে ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরোধ করেন, 'অনুমতি দিন এখনই ওর দফা শেষ করে দিই।' এদিন মক্কার পুরুষরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এবং মহিলারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে উমরের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

হুনায়িন অভিযানেও হযরত উমর অংশগ্রহণ করে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছিলেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের তীব্র আক্রমণে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাজির ও আনসারদের মাত্র কয়েকজন বীরই এই বিপদকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, উমর ও আব্বাসের (রাযি.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবুক অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত উমর (রাযি.) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তুলে দেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের খবর শুনে হযরত উমর কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন। তারপর মসজিদে নববীর সামনে যেয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে ঘোষণা করেন, 'যে বলবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।' এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর 'সাকীফা বনী সায়েদায়' দীর্ঘ আলোচনার পর উমর খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত আবু বকরের হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ফলে খলিফা নির্বাচনের মহা সংকট সহজেই কেটে যায়।

খলিফা নির্বাচন

খলিফা হযরত আবু বকর যখন বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, মৃত্যুর পূর্বেই পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যাওয়াকে তিনি কল্যাণকর মনে করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে উমর (রাযি.) ছিলেন খিলাফতের

https://e-ilm.weebly.com/

যোগ্যতম ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও উঁচুপর্যায়ের সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাযি.)-কে ডেকে বললেন, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' তিনি বললেন, 'তিনি তো যে কোন লোক থেকে উত্তম; কিন্তু তাঁর চরিত্রে কিছু কঠোরতা আছে।' আবু বকর বললেন, 'তার কারণ, আমাকে তিনি কোমল দেখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে পড়লে এ কঠোরতা অনেকটা কমে যাবে।' তারপর আবু বকর অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে আলোচিত বিষয়টি কারো কাছে ফাঁস না করার জন্য। অতঃপর তিনি উসমান ইবন আফ্ফানকে ডাকলেন। বললেন, 'আবু আবদিল্লাহ, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' উসমান বললেন, আমার থেকে আপনিই তাঁকে বেশি জানেন। আবু বকর বললেন, তা সত্ত্বেও আপনার মতামত আমাকে জানান। উসমান বললেন, তাঁকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তাঁর বাইরের থেকে ভেতরটা বেশি ভালো। তাঁর মত দ্বিতীয় আর কেউ আমাদের মধ্যে নেই। আবু বকর (রাযি.) তাঁদের দু'জনের মধ্যে আলোচিত বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

এভাবে বিভিন্নজনের কাছ থেকে মতামত নেওয়া শেষ হলে তিনি উসমান ইবনে আফ্ফানকে ডেকে ঘোষণা দিলেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আবু বকর ইবন আবী কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অঙ্গীকার। আম্মা বাদ' এতটুকু বলার পর তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তারপর উসমান ইবন আফ্ফান নিজেই সংযোজন করেন, 'আমি তোমাদের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাবকে খলিফা মনোনীত করলাম এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কল্যাণ চেষ্টায় কোন ত্রুটি করি নাই।' অতঃপর আবু বকর সংজ্ঞা ফিরে পান। লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শোনান হলো।' সবটুকু শুনে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠেন এবং বলেন, আমার ভয় হচ্ছিল, আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মারা গেলে লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করবে। উসমানকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপনাকে কল্যাণ দান করুন।

বিখ্যাত মুফাসসির ও ঐতিহাসিক ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন, অতঃপর আবু বকর লোকদের দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস তখন তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। সমবেত লোকদের তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তিকে আমি আপনাদের জন্য মনোনীত করে যাচ্ছি তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম, মানুষের মতামত নিতে আমি চেষ্টা ত্রুটি করিনি। আমার কোন নিকট আত্মীয়কে এ পদে বহাল করিনি। আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে আপনাদের খলিফা মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁর কথা শুনুন, তাঁর আনুগত্য করুন।' খলিফা নির্বাচনের দিনটি ছিল হিজরি ১৩ সনের ২২ জামাদিউস সানী মুতাবিক ২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

শাসনব্যবস্থা

হযরত উমরের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি ছিল ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা ও তাৎপর্যময়। ন্যায়পরায়ণতা, কঠোরতা, সুশাসন, ইসলামী শরীয়ার শতভাগ বাস্তবায়ন ও যুদ্ধাভিযান পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি শাসনব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে যান। মাত্র দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ইসলামী খিলাফাহর অধীনস্ত করে ফেলেন। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬ টি শহর বিজিত হয়। ইসলামী হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলতঃ তাঁর যুগেই হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারাবিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে আছে।

হযরত উমর প্রথম খলিফা যিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরি সন প্রবর্তন করেন, তারাবীর নামায জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা করেন, জনশাসনের জন্য দুর্রা বা ছড়ি ব্যবহার করেন, মদপানে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন, বহু রাজ্য জয় করেন, নগর পত্তন করেন, সেনাবাহিনীর স্তরভেদ ও বিভিন্ন ব্যাটালিয়ান নির্দিষ্ট করেন, জাতীয় রেজিষ্টার বা নাগরিক তালিকা তৈরী করেন, কাজী নিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

উমর (রাযি.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম কাতিব। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযি.)-এর মন্ত্রী উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে পড়ার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যবসা চালিয়ে যান। কিন্তু পরে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে হযরত আলী (রাযি.) সহ উঁচুপর্যায়ের সাহাবীরা পরামর্শ করে বাইতুল মাল থেকে বাৎসরিক মাত্র আট শ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। হিজরি ১৫ সনে বাইতুল মাল থেকে অন্য লোকদের ভাতা নির্ধারিত হলে বিশিষ্ট সাহাবীদের ভাতার সমান তাঁরও ভাতা ধার্য করা হয় পাঁচ হাজার দিরহাম।

বাইতুল মালের অর্থের ব্যাপারে হযরত উমর (রাযি.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইয়াতিমের অর্থের মত। ইয়াতিমের অভিভাবক যেমন ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইয়াতীমের ও নিজের জন্য প্রয়োজন মত খরচ করতে পারে কিন্তু অপচয় করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে ইয়াতিমের সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু হেফাজত করে এবং ইয়াতিম বড় হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বাইতুল মালের প্রতি উমর (রাযি.)-এর এ দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বদা তাঁর কর্ম ও আচরণে ফুটে উঠেছে।

তিনি সবসময় একটি ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন। শয়তানও তাঁকে দেখে পালাতো। তাই বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায়বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন, মানুষও তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর প্রজাপালনের বহু কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, উমরের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরত আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমত।' উমরের যাবতীয় গুণাবলী লক্ষ্য করেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'আমার পরে কেউ নবী হলে উমরই হতো।' কারণ, তাঁর মধ্যে ছিল নবীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে উমরের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি আরবী কবিতা পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ; তাঁর সামনে ভাষার ব্যাপারে কেউ ভুল করলে শাসিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে তিনি দ্বীনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন। আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উমর ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, একই হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনার প্রতি তিনি তাকিদ দেন।

শাহাদতবরণ

ইসলামের জন্য উমর (রাযি.)-এর অবদান ছিল যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনিভাবে ইসলামবিদ্বেষীদের জন্য তা ছিল চরম অসহনীয়। বিশেষ করে যারা রাজত্ব, ধর্ম ও নিজেদের সভ্যতা হারিয়েছিল, তারা ছিল বেশি ক্ষিপ্ত। ইরান-ইরাকের মাজূসিরা ছিল উমর (রাযি.) দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তাঁর প্রতি তাদের ক্রোধও ছিল তুলনামূলক বেশি। একারণে তারা তাঁর বিরুদ্ধে সবসময় ওঁৎ পেতে ছিল। চলছিল তাঁকে শহীদ করে দেয়ার গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। ইতিহাসে পাওয়া যায়, হযরত উমর (রাযি.) শাহাদতবরণ করার আগের বছর ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি হজ করতে যান। জাবালে আরাফায় অবস্থানকালে একটি আওয়াজ চতুর্দিকে গুঞ্জরিত হতে থাকে, أن عمر لن يقف مرة أخرى على الجبل 'উমর (রাযি.) দ্বিতীয়বার এই পাহাড়ে উকূফ করার সুযোগ পাবেন না।' অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, একব্যক্তিকে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করতে দেখা গেল, أن عمر لن يقف مرة أخرى على الجبل 'উমর (রাযি.) দ্বিতীয়বার পাহাড়ে উঠে অবস্থান করতে পারবেন না।' আরেক বর্ণনায় আছে, লোকটি বলতে থাকে- أن هذا حج الخليفة الأخير 'এটাই খলিফা উমর (রাযি.)-এর শেষ হজ।'

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করার কারণে প্রাপ্তবয়স্ক মুশরিকদের মদিনায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন হযরত উমর (রাযি.)। এই নিষেধাজ্ঞার সময় কূফার গভর্নর হযরত মুগিরা ইবনে শোবা (রাযি.) খলিফার বরাবর আবু লুলুকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন। কেননা সে ছিল একাধারে কর্মকার, কাঠমিস্ত্রি এবং নকশাকার। মুগিরা (রাযি.) চাইলেন মুসলমানগণ তার দ্বারা উপকৃত হোক। এই উদ্দেশ্যে তার এই চিঠি লেখা।

https://e-ilm.weebly.com/

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.) ঘটনার দিন রাতে ফিরোজ, হুরমুযান এবং একজন খ্রিস্টানকে ফিসফিস করে পরামর্শ করতে দেখেন। তাদের হাতে একটা খঞ্জরও দেখতে পান। পরে তিনি নিশ্চিত করে বলেন, এটা ছিল সেই রাতের খঞ্জর। এর আগে আবু লুলু একবার উমর (রাযি.)-এর কাছে আসে মুগিরা (রাযি.) কর্তৃক তার ওপর আরোপিত পারিশ্রমিকের হার কমানোর জন্য। তার পেশা ও দক্ষতার কথা শুনে খলিফা বলেন, 'তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী এই পারিশ্রমিক বেশি নয়।' সেদিন থেকেই সে মনের ভেতর ক্রোধ ও জিঘাংসা স্থান দেয় এবং ঘটনার দিন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

যাহোক, প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.)-এর অগ্নি উপাসক গোলাম আবু লু'লু ফিরোজ ২৬ যিলহজ ২৩ হিজরি, মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এই মহান খলিফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরি ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার তিনি ইনতিকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে আলী, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ, সা'দ, যুবাইর ও তালহা (রাযি.)- এই ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। হযরত সুহায়িব (রাযি.) জানাযার নামায পড়ান। রওজায়ে নববীর মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস চার দিন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪২১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, উম্মে সালামা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবিসিনিয়ার ম্যারি গীর্জার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি সেখানে যে সকল প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন তা উল্লেখ করেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের সম্প্রদায়ে যখন কোনো সৎ লোক ইন্তেকাল করতো, তারা তার কবরকে মসজিদে পরিণত করতো এবং সেখানে তার প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হতো। তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ - অংশের সাথে। কারণ, বাব হলো গির্যায় নামায পড়া সম্পর্কে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬১, ৬২, ১৭৯, ৫৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন নাসরুল বারী দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস নং ৪১৪। বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিরূপ–

এ কবর দু'টি মুসলমানের ছিল। কারণ কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে بقبرين جديدين। কোনো কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ইহা জান্নাতুল বাকী'র ঘটনা। আর জান্নাতুল বাকী'তে নতুন কবর শুধু মাত্র মুসলমানদেরই ছিল। কারণ ইহা মুসলমানদেরই কবরস্থান ছিল। فسمع صوت انسانين এখানে واحد এর ইযাফত تثنية এর দিকে করা হয়েছে। আল্লামা কাস্তাল্লানী (রহ.) বলেন, মুযাফ যদি মুযাফ ইলাইহির جزء হয়

https://e-ilm.weebly.com/

তা হলে واحد এর ইযাফত تثنية এর দিকে করা জায়েয। যেমন, أكلت رأس شاتين। তবে جمع নেয়াই উত্তম। যেমন, فقد صغت قلوبكما। আর যদি মুযাফ ইলাইহির جزء না হয় তা হলে অধিকতর ক্ষেত্রে تثنية ই লওয়া হয়। যেমন, سل الزيدان سيفيهما। আর যদি ইলতিবাস হওয়ার আশঙ্কা না হয় তা হলে جمع এর সিগা নেওয়াও জায়েয। যেমন এ হাদিসে রয়েছে। جريدة ডালা যার পাতা পরিষ্কার করা হয়েছে। لعله যমীরে শান। لسكم فيما اخذتم عذاب - يعذبان فى قبورهما শব্দটি সববিয়া। যেমন কোরআন কারীমে আছে- عظيم। অর্থাৎ তোমরা যা কিছু (ফিদিয়া) নিয়েছ তার কারণে তোমাদের অনেক বড় শাস্তি হত। আর যেমন হাদীসে রয়েছে- عذبت امرأة فى هرة অর্থ : একটি বিড়ালের কারণে এক মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। لا يستتر এখানে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা ১৪১ এবং আবু দাউদ শরীফ পৃষ্ঠা ৪ এ রয়েছে- لا ينستنزه নূন এবং 'যা' দিয়ে। আরেক রেওয়ায়েতে আছে- لا يستبرئ। সবগুলোর অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ সে পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। পেশাবের ফোঁটা হতে বেঁচে থাকত না। এখানে استتار এর মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ লজ্জাস্থান অনাবৃত করা যদি কবর আযাবের কারণ হত তাহলে من بوله শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন অর্থ হত যে, সে বেপর্দা করত। তবে এ অর্থ হতে পারে যে সে পেশাব করার সময় পর্দা করত না।

كبائر এর তাহকীক এবং ব্যাখ্যা ঃ এ শব্দটি كبيرة এর বহুবচন। আরবী ভাষায় কায়দা রয়েছে যে, ب . ك এবং ر দ্বারা যে শব্দ গঠিত হবে তার মধ্য বড়ত্বের অর্থ পাওয়া যাবে। এ জন্য كبير বড়কে বলে। আর كبائر বড় বড় গুনাহকে বলে। যেমন কোরআনে কারীমে রয়েছে- ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الاية অর্থাৎ যদি তোমরা বড় বড় গুনাহ হতে বেঁচে থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে।

গুনাহ দুই প্রকার- সগীরা ও কবীর : আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) গুনাহে কবীরার সংজ্ঞা এ ভাবে করেছেন যে, যে পাপের উপর কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ হদ্দে শরয়ী যেমন কতল, যিনা, চুরি করা ইত্যাদি কিংবা জাহান্নামের ভীতি দেখানো হয়েছে বা লা'নত এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخرة الخ অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে লা'নত দিয়েছেন।

উলামাগণ লিখেন, কেউ যদি সগীরা গুনাহের উপর জমে থাকে এবং তাকে ছোট মনে করে পরওয়া না করে এবং তা বার বার করতে থাকে তবে তাও কবীরায় পরিণত হয়ে যায়। আর যে কবীরা হতে সঠিক অর্থে লজ্জিত হয়ে তওবা করে নেয় এবং তা ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেয় তবে তা সগীরার মতই। তাই গুনাহের উপমা হল আগুনের মত। যদি তা নিষ্প্রভ করার উপকরণ তৈরী না হয় তবে ছোট একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গও বড় বড় বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। আর যদি তা নিভানোর উপকরন থাকে তবে বড় বড় আগুনের স্ফুলিঙ্গও নিভিয়ে ঠান্ডা করা যায়। গুনাহের আগুন নিভানোর উপকরণ যদিও নেককাজ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী কার্যকরী জিনিস হল তওবা এবং ইনাবত ইলাল্লাহ। অর্থাৎ লজ্জিত হওয়া এবং গুনাহ ত্যাগের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া তওবার অন্যতম রুকন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার স্বীয় অনুগ্রহে সগীরা এবং কবীরা গুনাহ হতে বাঁচিয়ে রাখুন!

কবীরা গুনাহের সংখ্যা ঃ সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তিনটি কখনও সাতটি আবার কখনও তারও অধিক বলেছেন। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন-

https://e-ilm.weebly.com/

قال العلماء و لا انحصار للكبائر فى عدد مذكور و قد جاء عن ابن عباس رض انه سئل عن الكبائر اسبع هى فقال هى الى سبعين.

অর্থাৎ আলেমগণের মতে কবীরা গুনাহের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? তিনি বললেন, সেগুলো সত্তরের মত।

প্রশ্নোত্তর ঃ হাদিসের শব্দের মধ্যে বাহ্যত: বৈপরিত্য বুঝা যায়। و ما يعذبان فى كبير এর দ্বারা উভয়টি কবীরা না হওয়া বুঝা যায়। পরবর্তীতে ইরশাদ হচ্ছে- ثم قال بلى (অর্থাৎ অতঃপর বললেন, হ্যাঁ! বড় গুনাহ)। বাহ্যত: উভয়টির মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে।

উত্তর হল ঃ নফী এবং ইসবাত দু'টি দুই হিসেবে। নফী এ হিসেবে যে, এ গুনাহ দু'টি পরিহার করা বা এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এমন কোন কঠিন কাজ ছিল না। এ হিসেবে কবীরা নয়। কিন্তু পাপ হিসেবে পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা এবং চোগলখোরী করা কবীরা গুনাহ।

২. কেউ কেউ বলেন, যে গুনাহের নফী করা হচ্ছে তা হল আকবারুল কাবায়ের তথা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর যা সাব্যস্ত করা হচ্ছে তা হল মুতলাক কবীরা। উদ্দেশ্য হল, যে কাজের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে তা খুব বড় গুনাহ হত্যা করা ইত্যাদির মত নয়- যদিও তা কবীরা হয়ে থাকে।

৩. গুনাহকারীর দৃষ্টিতে সেগুলো সাধারণ গুনাহ ছিল। তাই তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আল্লাহর নিকট সেগুলো অনেক বড় গুনাহ। যেমন কোরআন কারীমে আছে- و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم 'তোমরা ইহাকে হালকা মনে কর অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহা অনেক গুরুতর পাপ।' একটি কঠিন পাপকে সধারণ মনে করা গুরুতর অপরাধ। এ আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল যখন ইফকের ঘটনার সময় কিছু মুসলমানও জড়িয়ে পড়েছিলেন।

৪. **মূলত ঃ** গুনাহ অনেক বড় ছিল না। কিন্তু সেগুলো সব সময় করতে থাকায় বড় হয়ে গিয়েছে। যেমন হাদিসের বাণী- كان احدهم لا يستتر من بوله و كان الاخر يمشى بالنميمة দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা এগুলো বার বার করতে থাকত। এ উত্তরগুলোর মধ্যে প্রথমটি সর্বোত্তম।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, পেশাবের ফোঁটা হতে সতর্ক না থাকার সাথে কবরের আযাবের কী মিল?

এর হাকীকত আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। অবশ্য আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বাহরুর রায়েক কিতাবে এর রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, পেশাব হতে পবিত্র থাকা ইবাদত এবং আনুগত্যের প্রথম স্তর। পক্ষান্তরে কবর হল আলমে আখিরাতের প্রথম মনযিল। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। আর পবিত্রতা নামাযের আগের বিষয়। এর জন্য আখিরাতের মনযিলগুলোর প্রথম মনযিল অর্থাৎ কবরে পবিত্রতা লংঘনের শাস্তি দেয়া হবে। মু'জামে তবরানীর একটি রেওয়ায়েত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। তা হল- اتقوا عن البول فانه أول ما يحاسب به العبد فى القبر।

কবর আযাবের দু'টি কারণ ঃ এ বাবের হাদীসে কবর আযাবের দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল পেশাব হতে বেঁচে না থাকা। দ্বিতীয়টি হল চোগলখোরী না করা।

পেশাব হতে বেঁচে না থাকার বিভিন্ন সূরত হতে পারে। ১. পেশাব হতে ইস্তিঞ্জা না করা। ২. দাঁড়িয়ে পেশাব করা কিংবা এমনভাবে বসে পেশাব করা যে, পেশাবের ফোঁটা গায়ে এসে পড়া। মোট কথা, নামাযের পূর্বে দেহ এবং কাপড়ের পবিত্রতা শর্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকাশ থাকে যে, সকল প্রকার নাজাসত থেকে বেঁচে না থাকার কারণে কবরে শাস্তি হবে। এতে পেশাবের কোন বিশেষত্ব নেই। পেশাবের কথা এ কারণেই করা হয়েছে যে, মানুষ এ ক্ষেত্রে অধিকতর বে-পরওয়া থাকে। অন্যান্য নাপাক হতে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এত বেশী বে-পরওয়া হয় না। আজকাল প্রায় এ অবস্থাই দেখা যায়। দ্বিতীয় কারণ 'নমীমা' বা চোগলখোরী করা। 'নমীমা'র প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হল, একজনের কথা ক্ষতির উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট পৌছানো। ইহা কেটি নিকৃষ্ট অভ্যাস। ثم دعا بجريدة الخ তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আযাবের সমাধান এ ভাবে করেছেন যে, তিনি একটি তাজা ডালা চেয়ে নিয়ে দু'টুকরো করে উভয়ের কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন এবং বললেন, لعله ان خفف عنهما ما لم تيبسا। এর দ্বারা কোন কোন বিদ'আতী এ কথার উপর দলিল পেশ করে যে, কবরের উপর ফুল ছড়িয়ে দেয়া জায়েয। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হাদিসে ফুলের কোনই উল্লেখ নেই। অবশ্য এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের আলেঅচনা রয়েছে যে, এ হাদীস অনুযায়ী কবরের মধ্যে ডালা গেড়ে দেয়ার কী হুকুম?

উলামাদের এক জামাতের মত হল, ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। অন্য কারো জন্য এরূপ করা জায়েয নয়। আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) এবং আল্লামা মাযরী (রহ.) এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে এদের কবর আযাব হচ্ছে। সাথে সাথে এও জানানো হয়েছে যে, ডালা গেড়ে দিলে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে। কিন্তু অন্য কারো জন্য কবরবাসীর শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কিংবা শাস্তি লাঘব হওয়ার কথা জানার সুযোগ নেই। তাই অন্য কারো জন্য গাছের ডালা গেড়ে দেয়া জায়েয নয়। উলামাদের আরেক জামাতের মত হল, শাস্তি লাঘব হওয়ার নিয়্যতে এরূপ ডালা গেড়ে দেয়া জায়েয আছে। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল জানায়িযে এর উপর আলাদা বাব কায়েম করেছেন। باب الجريد على القبر। সে বাবে কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়া সম্পর্কিত এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়াও সে বাবে কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়া সম্পর্কিত এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়াও সে বাবে হযরত বুরাইদা আসলামী (রাযি.)-এর একটি তা'লীক উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি তার কবরের উপর দু'টি ডাল গেড়ে দেয়ার জন্য মৃত্যুর সময় অসিয়্যত করেছিলেন।

আমাদের ফকীহদের মধ্য হতে আল্লামা শামী (রহ.) ও এর জায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আসকালানী এবং শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)ও এ বিষয়ে একমত। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.)-র মতও এদিকে। কিন্তু এর উপর ফুল ছড়ানোর কিয়াস করাটা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন এবং বাতিল। কারণ বাবের হাদিসের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এটি বাতিল হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ফাসিক-ফাজির যাদের শাস্তি লাঘব প্রয়োজন তাদের পরিবর্তে এরা নেককার-বুযুর্গদের কবরে ফুল ছিটায়। বাবের হাদিসে শাস্তিপ্রাপ্তদের শাস্তি লাঘবের জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়। তো এ সব বিদ'আতীরা যে সকল কবরে ফুল ছড়ায় তাদেরকে যেন শাস্তিপ্রাপ্ত মনে করে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ

পরিচ্ছেদ [২৯৫] : (শিরোনামবিহীন)

আল্লামা আইনী বলেন- اي كالفصل من الباب السابق অর্থাৎ এটি পূর্বের বাবের فصل অনুচ্ছেদের ন্যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

হাদীসের অনুবাদ [৪২২] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি বারবার নিজের একটি চাদর তাঁর মুখমন্ডলে টেনে নিতেন। যখন খুব অধিক গরম অনুভব করতেন, তখন সেটি মুখ থেকে সরিয়ে দিতেন। এই অবস্থায় তিনি বললেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লা'নত। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এ বলে তিনি (তার উম্মতকে) তাদের কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লিখিত اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ।- অংশের সাথে। কারণ, যখন তারা তাকে মসজিদে পরিণত করবে তখন তার মধ্যে নামাযও পড়বে, এবং তারা গির্জাকেও মসজিদ বলে অভিহিত করবে। আর বাব হলো গির্যায় নামায আদায় করা সম্পর্কিত। এভাবে শিরোনাম প্রমাণিত হলো।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬২, ১৭৭, ১৮৬, ৪৯১, ৬৩৯, ৮৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

হাদীসের অনুবাদ [৪২৩] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ইহুদি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন। কারণ তারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : আল্লামা আইনী বলেন এ শিরোনামহীন বাবটি হলো اي كالفصل من الباب السابق অর্থাৎ এটি পূর্বের বাবের فصل বা অনুচ্ছেদের ন্যায়।

অর্থাৎ উভয় বাবে কবরকে সিজদার স্থান [মসজিদ] বানানোর ব্যাপারে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও বিশেষভাবে ইহুদি -খ্রিস্টানদের এ বিদআত ও মুশরিকসূলভ আচরণ সম্পর্কে এ উম্মতকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন যেন তারা ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে নবীকে আল্লাহর আসনে স্থান না দেয়। যেমনটি বাবের প্রথম হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে- يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি-খ্রিস্টানদের এ মন্দকর্ম তথা কবরকে মসজিদে পরিণত করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং যেখানে পয়গাম্বরদের কবরকে মসজিদে পরিণত করা হারাম ও অভিশপ্ততার কারণ, তাহলে পয়গাম্বরগণ ব্যতীত অন্যরা যদিও তারা কুতুব-আব্দাল-ই হোকনা কেন, কারো কবরে সিজদা করা আরো উত্তমভাবেই হারাম ও অভিসাপের কারণ হবে।

প্রশ্ন: খ্রিস্টানদের নবী মাত্র একজন- হযরত ঈসা (আ.); যাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে- بيني وبين عيسي ليس نبي او كما قال عليه الصلاة والسلام সুতরাং বাবের প্রথম হাদীসের উপর প্রশ্ন হলো, খ্রিস্টানরা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানানোর অর্থ কি?

উত্তর: এর কয়েকটি জবাব নিম্নরূপ-

১. ইহুদিদের অনেক নবী অতিবাহিত হয়েছে। এবং ঐ সমস্ত নবীগণকে খ্রিস্টানরাও নবী বলে মানত। সেই হিসেবে তারা খ্রিস্টানদেরও নবী হবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

২. قبور انبيائهم এটি সমষ্টিগতভাবে বলা হয়েছে। নতুবা বস্তুত উদ্দেশ্য হলো ইহুদিরা। যেমনটি বাবের দ্বিতীয় হাদীসে, তেমনিভাবে কিতাবুল মাগাযীর হাদীসেও শুধুমাত্র ইহুদি শব্দ রয়েছে।

৩. খ্রিস্টানরা যেহেতু হাওয়ারীদেরকেও পয়গাম্বর জানত। তাই এভবে বলা হয়েছে।

৪. بيني وبين عيسي ليس نبي এর দ্বারা বড় বড় নবীদের আগমনকে অস্বীকার করা হয়েছে।

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

পরিচ্ছেদ [২৯৬] : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا সম্পর্কে আলোচনা

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি ভূখণ্ডে নামায পড়া ও তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে, যদি তা নাপাক না হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

হাদীসের অনুবাদ [৪২৪] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। (ক) আমাকে এক মাসের রাস্তায় ভীতির মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। (খ) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্র করতে সক্ষম এমন বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। আমার উম্মতের যেখানেই নামাযের সময় হবে, সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে। (গ) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বৈধ করা হয়েছে। (ঘ) আমার পূর্বে নবীদেরকে বিশেষভাবে তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (ঙ) আমাকে সার্বজনীন সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৮ ও ৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ভূ-প্রষ্ঠের প্রতিটি ভূখণ্ড নামাযের স্থান হওয়ার যোগ্য, আর যে সমস্ত স্থানে নামায পড়া মাকরূহ হওয়া বর্ণিত হয়েছে তা হলো বিশেষ কোনো কারণে। সেই কারণ দূর হয়ে গেলে তা তার মূল হুকুমে ফিরে আসবে। অর্থাৎ সেখানেও নামায পড়া জায়েয হবে। যেমন হযরত ওমর (রাযি.)-র বক্তব্য দ্বারা জানা যায়। তিনি বলেছিলেন- إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرَ

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) যদিও উল্লেখ করেননি যে, ماكول اللحم জানোয়ারের পেশাব-পায়খানা পাক না কি নাপাক? কিন্তু বাবের অধীনে হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী (রাযি.)-এর যে আমল এবং এর পরে যে দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার মতে ماكول اللحم জানোয়ারের পেশাব-পায়খানা পাক। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি মালেকীদের আনুকূল্য করছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

মাযহাবের বিবরণ ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং জমহুরের মতে সমস্ত পশুর পেশাব-পায়খানা নাপাক– চাই তার গোস্ত আহার্য হোক কিংবা না হোক।

২. ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.), ইমাম যুফার (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) এর এক উক্তি অনুযায়ী ماكول اللحم জন্তুর পেশাব পাক। ইহাই ইমাম বুখারী (রহ.) এর মত। বরং ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে সেগুলোর পায়খানাও পাক।

ইমাম বুখারী (রহ.) এর প্রথম দলীল ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এর সর্বপ্রথম দলীল হল হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী (রাযি.)-এর আমল। হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী (রাযি.) দারুল বারীদের নামায আদায় করেছেন যেখানে গোবর ছিল। এ অর্থ তখন হবে যখন السرقين শব্দটিকে যের দিয়ে পড়া হবে। অর্থাৎ তিনি দারুল বারীদ এবং গোবরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা গোবরের পবিত্রতা প্রমাণ করা কঠিন ব্যাপার। কারণ তখন অর্থ হবে 'আবু মুসা (রাযি.) গোবরে নামায পড়েছেন।' কারণ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ظرفيت এর মধ্যে অনেক ব্যাপকতা থাকে। তাই এমন হতে পারে যে, গোবর নিকটে ছিল। আর নিকটে থাকাটাকেই গোবরের মধ্যে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কোন চাটাই বা কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেছেন। কাজেই এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ আমল দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। আর সবচেয়ে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী কথা হল, السرقين و البريد فى শুধুমাত্র নৈকট্যের কারণে বলা হয়েছে। সরাসরি গোবরের উপর নামায পড়া উদ্দেশ্য নয়। আর যদি السرقين কে পেশ দিয়ে পড়া হয় যেমনটা উমদাতুল কারী ইত্যাদির রেওয়ায়েতে রয়েছে আর এ পেশবিশিষ্ট রেওয়ায়েতটিই অগ্রগণ্য তা হলে অর্থ হবে 'হযরত আবু মুসা (রাযি.) নামায পড়েছেন আর তার নিকটে গোবর এবং মাঠ ছিল।'

তাদের দ্বিতীয় দলীল ঃ পেশাবের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তাদের দ্বিতীয় দলীল হল উরাইনিনদের হাদিস যা ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। উকল এবং উরাইনা গোত্রের আট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। ঘটনার পুরো বিবরণের জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ২৫৪ পৃষ্ঠা হতে ২৫৫ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

তারা দলীল পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পেশাব খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন হাদিসে রয়েছে- فامرهم النبى صلى الله عليه و سلم بلقاح و ان يشربوا من أبوالها الخ। তাই বুঝা গেল ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব পাক।

উত্তর ঃ এর দ্বারা সাধারণ অবস্থার উপর দলীল দেয়া যাবে না। কারণ فامرهم النبى الخ এর পূর্বের প্রতিও লক্ষ্য করা চাই। সেখানে রয়েছে- فاجتووا المدينة (অর্থাৎ তারা মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়ল।) তাই বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রয়েঅজনের ক্ষেত্রে ঔষধ হিসেবে পেশাব পান করতে অনুমতি দিয়েছেন। তাই এর দ্বারা অপ্রয়োজনের সময় তা পাক হওয়ার উপর দলীল দেয়া যাবে না। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-

والجواب المقنع فى ذالك انه عليه السلام عرف بطريق الوحى الخ

অর্থাৎ সন্তোষজনক উত্তর হল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে তাদের চিকিৎসা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, তাদেরকে উটের দুধ এবং পেশাব পান করানো হবে। এ ছাড়া তাদের সুস্থতা এবং বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এ অনুমতি অপারগতার সময় জান বাঁচানোর জন্য মৃতের গোস্ত এবং শরাব পানের অনুমতির ন্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

এখনও যদি কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এ নির্দেশ দেয় যে, এ নাপাক খাওয়ানো ব্যতীত এ ধ্বংসাত্মক রোগ হতে মুক্তির আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই তবে নিঃসন্দেহে আজও জায়েয হবে।

এর দ্বারা পবিত্রতার উপর দলীল পেশ করা মোটেই ঠিক হবে না।

কেউ কেউ এ উত্তর দিয়েছেন যে, استنزهوا من البول দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

জমহুর এবং হানাফীদের দলিল ঃ এর জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ডের ১৫২ এবং ১৫৩ নং বাব দেখা যেতে পারে।

ﷺ এর উপর প্রশ্ন এবং উত্তর ঃ এর জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ২৫৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পেশাব পাক প্রবক্তাদের তৃতীয় দলিল ঃ বাবের দ্বিতীয় হাদীস– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণের পূর্বে বকরীর আস্তানায় নামায পড়তেন। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন স্থানে বকরীর পেশাব-পায়খানা থেকেই থাকে। তাই বুঝা গেল, বকরীর পেশাব-পায়খানা পাক। নচেৎ কী করে নামায সেখানে শুদ্ধ হল।

উত্তর ঃ যদি বকরীর আস্তানায় নামায পড়ার অনুমতি দ্বারা তার পেশাব-পায়খানার পবিত্রতার উপর দলীল পেশ করা যায় তা হলে উটের পেশাব-পায়খানা নাপাক হওয়া আবশ্যক হবে। কারণ উটের উস্তানায় নামায পড়া হতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর দ্বারা জানা গেল যে, বকরীর আস্তানায় নামায পড়ার অনুমতি এবং উটের আস্তানায় নামায পড়া থেকে নিষেধ করার কারণ। পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা নয়। বরং মূল কারণ হল, বরকী সাধারতঃ সাধা-সিদ্ধে অক্ষতিকর হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উট কখনো কখনো হিংস্রপ্রাণীর মত বিপদজনক হয়ে থাকে।

আল্লামা আইনী (রহ.) বকরীর আস্তানায় নামায পড়া এবং উটের আস্তানায় নামায না পড়া সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস সংকলন করেছেন যা দ্বারা উভয়ের পার্থক্যের কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

١. عن ابى زرعة مرفوعا الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها و صلوا فى مرابضها

অর্থাৎ, 'বকরী জান্নাতের পশুদের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো শ্লেষা সাফ করে দিও এবং তাদের আস্তানায় নামায পড়ো।'

٢. عند البزار فى مسنده و احسنوا اليها و اميطوا عنها الاذى অর্থাৎ, 'বকরীদের সাথে ভাল আচরণ কর (আদর কর) এবং সেগুলো নিকট হতে ময়লা-আবর্জনা দূর করে দাও।'

٣. و فى حديث عبد الله بن مغفل رض صلوا فى مرابض الغنم و لا تصلوا فى معاطن الابل فانها خلقت من الشياطين قال البيهقى كذا رواه جماعة

অর্থাৎ, 'বকরীর আস্তানায় নামায পড়ো। কিন্তু উটের আস্তানায় নামায পড়ো না। কারণ তাকে শয়তান হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

৪. আরেকটি হাদিসে রয়েছে–

اذا ادركتم الصلوة و انتم فى مراح الغنم فصلوا فيها فانها سكينة و بركة و اذا ادركتكم الصلوة او انتم فى اعطان الابل فاخرجوا منها فانها جن خلقت من الجن الا ترى اذا نفرت كيف تشمخ انفها

অর্থাৎ, 'যখন নামাযের সময় হয় আর তোমরা বকরীর আস্তানায় থাক তা হলে সেখানেই নামায পড়ে নাও। কারণ তা স্থিরতা এবং বরকত। আর যদি উটের আস্তানায় নামাযের সময় হয়ে পড়ে তা হলে সেখান হতে বের

https://e-ilm.weebly.com/

হয়ে নামায পড়। কারণ তা হল জীন এবং তাদের সৃষ্টি জীন হতে। তোমরা কি দেখ না যে, সেটি যদি বিগড়ে যায় তা হলে নাক চড়ায়।' অর্থাৎ রাগান্বিত হয়ে উঠে।

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর এক হাদিসে রয়েছে–

احسن الى غنمك واطب مراحها وصل فى ناحيتها فانها من دواب الجنة

অর্থাৎ, 'তোমরা বকরীর সাথে ভাল আচরণ কর, তার থাকার স্থান পরিষ্কার রাখ এবং তার কিনারে নামায পড়। কারণ তা জান্নাতের পশুদের অন্তর্ভুক্ত।'

এ হাদিস দ্বারা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বকরীর আস্তানায় নামায পড়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার পেশাব এবং লেদ যেখানে সেখানে নামায পড়। বরং এর উদ্দেশ্য হল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিনারে পড়।

بَاب نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [২৯৭] : মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো (মুসাফির মহিলা যার ঘর নেই তার মসজিদে ঘুমানো জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتْ فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ

হাদীসের অনুবাদ [৪২৫] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, এক আরব গোত্রের একজন কালো দাসী ছিল। তারা তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সে তাদের সাথে রয়ে গেল। সে বলেছে, একবার সেই গোত্রের একটি মেয়ে লাল চামড়ার ওপর একটি জড়োয়া কণ্ঠহার পরে বাইরে গেল। সে বলে, মেয়েটি তা খুলে রাখলো বা সেটি খুলে পড়ে গেলো। একটি চিল উড়ার সময় সেটাকে গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো। সে বলে, তারা আমাকে তল্লাশী শুরু করলো। এমনকি আমার লজ্জাস্থান পর্যন্ত। আল্লাহর শপথ! আমি তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় চিলটি এলো এবং কণ্ঠহারটি ফেলে দিল। সেটি তাদের মধ্যে পড়লো। সে বলে, আমি বললাম, আপনারা আমার ওপর দোষ চাপিয়েছিলেন। অথচ আমি নির্দোষ ছিলাম। এই তো সেই হারটি। হযরত আয়েশা বলেন, সে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। তিনি বলেন, মসজিদে তাকে একটি তাঁবু বা ছোট ঘর দেয়া হয়েছিলো। তিনি বলেন, সে আমার কাছে এসে কথাবার্তা বলতো। সে আমার কাছে এলেই এ পংক্তিটি বলে উঠতো–

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا ** أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

https://e-ilm.weebly.com/

'জড়োয়া হারের ঘটনার দিনটি ছিল আমার প্রভুর অলৌকিকত্বের অংশবিশেষ, তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কুফরের রাজ্য থেকে।'

আয়েশা বলেন, আমি একবার তাকে বললাম, কি ব্যাপার তুমি আমার কাছে বসলেই এই পংক্তিটি বল কেন? তখনই সে আমার কাছে এঘটনাটি ব্যক্ত করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬২-৬৩, ৫৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন- اي هو جائز وان كان احتمال ورود الطمث الخ (شرح تراجم)

অর্থাৎ মসজিদে ঘুমানো জায়েয আছে, যদিও ঘুমের মধ্যে হায়েয আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, হায়েয এলে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইবনে বাত্তাল বলেছেন: পুরুষ বা মহিলা যার থাকার ঘর-বাড়ি নেই, তার জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয আছে। কিন্তু শর্ত হলো তাদের অবস্থান দ্বারা ফিতনার আশঙ্কা না থাকা চাই। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মসজিদে অবস্থানের বৈধতা রুখসতের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জায়েয।

ব্যাখ্যা:

وهو اذ : আল্লামা আইনী বলেন, এতে هو মুবতাদা, আর اذ তার প্রথম খবর। আর هو দ্বিতীয় খবর। অথবা বলা যায় যে, দ্বিতীয় هو হলো প্রথম هو-এর তাকিদ। অথবা বলা যায় যে, هو হলো প্রথম মুবতাদা, আর اذ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা, এবং দ্বিতীয় هو হলো খবর।

بَاب نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [২৯৮] : পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ

আবু কিলাবাহ হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন যে, উকাল গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এল। এবং তারা সুফফায় অবস্থান করল। আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বলেন, সুফফায় অবস্থানকারীরা ছিলেন দরিদ্র মুসলমান।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ

হাদীসের অনুবাদ [৪২৬] : মুসাদ্দাদ (রহ.)..... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) কে বর্ণিত, তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কোনো পরিবার-পরিজন ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৩, ১৫১, ১৫৫, ৫২৯, ১০৩৯-১০৪০, ১০৪০-১০৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ

হাদীসের অনুবাদ [৪২৭] : হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাযি.) বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমার বাড়িতে এসে আলীকে না পেয়ে জানতে চাইলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি (ফাতিমা) বললেন, আমার ও তার মধ্যে রাগারাগি হওয়ায় তিনি আমার ওপর অভিমান করে বাইরে চলে গেছেন এবং দুপুরে আমার কাছে বিশ্রাম করেনি। তিনি একজনকে বললেন, দেখতো সে কোথায় গেল? লোকটি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন, তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন এবং চাদরটি এক পাশ থেকে পড়ে যাওয়ায় তার শরীরে ধুলো লেগেছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দেহ থেকে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, হে আবু তুরাব ওঠো! হে আবু তুরাব ওঠো। (আবু তুরাব অর্থ হলো মাটির পিতা)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ .- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৩, ৫২৫, ৯১৫-৯১৬, ৯২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ

হাদীসের অনুবাদ [৪২৮] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আমি সত্তর জন আসহাবে সুফফা দেখেছি। তাদের কারো পূর্ণ চাদর ছিল না। কারো হয় তহবন্দ বা ছোট চাদর থাকতো। সেটি তারা গলায় বেঁধে রাখতো। তার কোনটি তাদের হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনটি গোড়ালী পর্যন্ত। লজ্জাস্থান অনাবৃত হবার আশঙ্কায় তারা হাত দিয়ে সেটি ধরে রাখতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লিখিত رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ-অংশের সাথে। কেননা, সুফফা হলো মসজিদে নববীর একটি অংশ। যার উপর ছাউনি ছিল। সেখানে দরিদ্র ছাত্ররা অবস্থান করত।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য তা-ই যা পূর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ হোক বা মহিলা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মসজিদে ঘুমানো জায়েয আছে। কারণ, তিনি যে রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা জায়েয হওয়া বুঝে আসে। জুমহূরও এর প্রবক্তা। যদিও কতক বুযুর্গ মাকরূহ হওয়ার কথা বলেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) نوم المرأة তথা মহিলাদের ঘুমানোর বাবকে আগে বর্ণনা করেছেন। কারণ, মহিলারা হলো ফিতনার স্থল, তাই তাদের অবস্থান নাজায়েয হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে মুকাদ্দাম করে জায়েয হওয়াটা স্পষ্ট করে দিলেন। কিন্তু এ বৈধতা প্রয়োজনের ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি ঘর না থাকে। বিনা প্রয়োজনে মালেকীদের নিকট জায়েয নেই। আর জুমহূরের নিকট মাকরূহ।

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম প্রমাণের জন্য দুটি তা'লীক ও তিনটি হাদীস শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম তা'লীকটি كتاب المحاربين-এ মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন, যার সম্পর্ক উকাল ও উরাইনার সাথে। বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য ঘটনার বিবরণ 'নাসরুল বারী' কিতাবুল মাগাযী অষ্টম খণ্ডে باب قصة عكل وعرينة পরিচ্ছেদে দেখুন।

দ্বিতীয় তা'লীকটির সম্পর্ক আসহাবে সুফফার সাথে। এরা ছিলেন দরিদ্র মুসলমান। বুঝা গেল যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরা মসজিদের এক কোণে অবস্থান করতেন। আর মসজিদে অবস্থানের অনুমতি রুখসত-আযীমত নয়।

এরপর ইমাম বুখারী তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ তিনটি হাদীস দ্বারাও বৈধতা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য।

أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ :

প্রশ্ন: হযরত আলী ফাতিমা (রাযি.)-এর চাচাত ভাই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। তাহলে কেন বলা হল তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?

উত্তর: এর উত্তর নিম্নরূপ–

১. এখানে একটি মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হবে- اين ابن عم ابيك؟

২. আরবদের পরিভাষায় পিতার আত্মীয়-সজনদেরকেও চাচার ছেলে বলা হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রাযি.)-কে বলেননি যে, তোমার স্বামী কোথায়? বরং নৈকট্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, যেন তাঁর প্রতি ফাতিমার মহব্বত সৃষ্টি হয়।

بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

পরিচ্ছেদ [২৯৯] : সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায আদায় করা সম্পর্কে

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ

হযরত কা'ব বিন মালিক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গমন করতেন, এবং নামায পড়তেন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

হাদীসের অনুবাদ [৪২৯] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। বর্ণনাকারী মিসআ'র বলেন, আমার মনে হয়, আমার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী মুহারিব বলেছেন, তখন সময় ছিলো চাশতের। সুতরাং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুই রাকাআত নামায আদায় করে নাও। আমি তার কাছে কিছু অর্থ পেতাম। তিনি সেটা আদায় করে দিলেন। বরং কিছু অধিক দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত صَلِّ رَكْعَتَيْنِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৩, ২৮২, ৩০৯-৩১০, ৩২১, ৩২২, ৩২৪, ৩৩৫, ৩৫৫, ৩৭৫, ৪০১, ৪১৬, ৪৩৪, ৭৬০, ৭৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)এর উদ্দেশ্য হলো সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে দু'রাকআত تحية القدوم من السفر [সফর থেকে ফিরে আসার নামায] পড়া মুস্তাহাব প্রমাণ করা।

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম প্রমাণের জন্য হযরত কা'ব বিন মালিক (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতটি তা'লীকস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি কা'ব বিন মালিকের দীর্ঘ হাদীসের একাংশ বর্ণনা করেছেন। যা বুখারী শরীফের ৬৩৪ পৃষ্ঠার শেষ লাইন। এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত জাবের (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। যাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি উল্লেখ রয়েছে। যা দ্বারা এটা বুঝা গেল যে, এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়; বরং এটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবের (রাযি.)-কেও এ নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর যেহেতু হযরত জাবের (রাযি.)-এর এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন তিনি সফর থেকে ফিরে এসেছিলেন। যেমন ২৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- عن جابر بن عبدالله قال كنت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في غزاة الخ আবার ৩০৯ পৃষ্ঠার শেষ হাদীসে রয়েছে- عن جابر بن عبدالله قال كنت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في سفر الخ তাই শিরোনামের সাথে হাদীসের অসামঞ্জস্যতার অভিযোগ সঠিক নয়।

বিঃ দ্রঃ হযরত কা'ব বিন মালিক (রাযি.)-এর দীর্ঘ হাদীস ও তার আলোচনা নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী তাবুক যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ [৩০০] : মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) পড়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩০] : হযরত আবু কাতাদা সালমী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে সে যেন দুই রাকআত নামায আদায় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট; কারণ শিরোনাম ও হাদীসের মতন একই।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৩ ও ১৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া মুস্তাহাব-তা প্রমাণ করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَلْيَرْكَعْ : এখানে اطلق الجزء واراد الكل অর্থাৎ অংশ (রুকু) বলে পূরা নামায উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

আল্লামা আইনী বলেন- قال ابن بطال اتفق ائمة الفتوي انه محمول علي الندب হাফেজ ইবনে হাজারও এর কাছাকাছি কথাই বলেছেন। অর্থাৎ ইমাম চতুষ্টয় ও জুমহূর ফোকাহায়ে ইসলামের মতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া মুস্তাহাব। এটিই হলো ইবনে হাজাম জাহেরীর মত।

দাউদ জাহেরীর মতে এ নামায ওয়াজিব। তাঁর দলীল হলো এ হাদীসের فَلْيَرْكَعْ শব্দটি امر-এর সীগাহ। যা ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়।

কতিপয় আহলে জাওয়াহের তাহাজ্জুদ, চাশত এবং ফজরের দু' রাকআত সুন্নতকেও ওয়াজিব বলেন। সুতরাং তাদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের উপর এতগুলি ফরজ ও ওয়াজিব সংযুক্ত হয়ে গেল! কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো হানাফীরা সহীহ হাদীসমূহের ভিত্তিতে বিতির নামাযকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করলে সালাফীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং হানাফীদের সমালোচনা করতে থাকে যে, তারা নামায বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ : [বসার পূর্বে] এ শর্তের কারণে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা মসজিদে বসার ইচ্ছা করবে। কিন্তু ইমামত্রয় বলেন, এটি قيد احترازي নয়; বরং সকল মসজিদে প্রবেশকারীর জন্যই এ নামায প্রযোজ্য হবে–বসার ইচ্ছা করুক বা না করুক।

হাম্বলী ও শাফেয়ীদের মতে বসার দ্বারা এ নামায সাকেত বা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু হানাফী ও মালেকীদের মতে যদিও বসার পূর্বে পড়া উত্তম, তথাপি বসার দ্বারা তা বাতিল হয়ে যাবে না; বরং বসার পরও পড়া যাবে।

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ : তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার সময়: এ নামায কখন পড়া যাবে এ সম্পর্কে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১. শাফেয়ীগণের নিকট যে কোনো সময় এ নামায পড়া যাবে– যদিও তা মাকরূহ ওয়াক্ত হয়। তাদের দলীল হলো এ হাদীসের عموم তথা ব্যাপকতা। এক্ষেত্রে তাদের একটি মূলনীতি রয়েছে, তা হলো– যে নামায এবং নফল কাজের কারণ জানা রয়েছে এ নিষেধাজ্ঞা (বিশেষ সময়ে যে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে) তার জন্য প্রযোজ্য নয়। যেহেতু তাহিয়্যাতুল মসজিদের কারণ জানা রয়েছে, তা হলো মসজিদে প্রবেশ করা, তাই মাকরূহ ওয়াক্তেও তা পড়া জায়েয হবে।

২. ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদ তথা জুমহূরের মতে তাহিয়্যাতুল মসজিদও মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে পড়া মাকরূহ হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায পড়ার নিষিদ্ধ সময়সমূহে মসজিদে প্রবেশ করে তার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা অন্য কোনো নামায পড়া জায়েয হবে না। একমাত্র ঐ দিনের আসর নামায পড়তে পারবে। [অর্থাৎ যদি কোনো কারণবশতঃ আসর নামায পড়তে বিলম্ব হয়ে যায় এমনকি মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায় তাহলে ঐ দিনের আসর নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে।] জুমহূরের দলীল হলো মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত যা হযরত উকবা বিন আমের (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে–

ثلث ساعات كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع و حين يقوم قائمة الظهيرة حتي تميل الشمس وحين تضيف الشمس للمغرب حتي تغرب

তিন সময় নামায পড়তে এবং মৃতদের দাফন করতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। ১. সূর্যোদয়ের সময়, সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত। ২. ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়, সূর্য হেলা পর্যন্ত। ৩. সূর্যাস্তের সময়, সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম খ. ১, পৃ. ২৭৬)

বুঝা গেল এ তিন সময় সকল প্রকার নামায– ফরজ, ওয়াজিব, কাযা, নফল, এমনকি জানাযার নামায ও তিলাওয়াতের সিজদা সবই নিষিদ্ধ। তবে ঐ দিনের আসরের নামায সূর্যাস্তের সময় পড়া যাবে।

বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে। ইনশাআল্লাহ

بَاب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০১] : মসজিদে হদছ (অজু ভঙ্গ হওয়া) প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩১] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায আদায়ের পর মুসাল্লায় যতক্ষণ সে অযু অবস্থায় অবস্থান করে, ততক্ষণ ফিরিশতারা দোয়া করতে থাকে। ফিরিশতারা বলে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. مَا لَمْ يُحْدِثْ - অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৩, ৬৯, ৮৯-৯০, ৯০-৯১, ২৮৪-২৮৫, ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মসজিদে হদছ হওয়ার বৈধতা বর্ণনা করা। অর্থাৎ মসজিদে থাকা অবস্থায় যদি বায়ু নির্গত করা তথা বাতকর্মের প্রয়োজন হয় তাহলে তা করা জায়েয হবে। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে বৈধতা বর্ণনার পাশাপাশি خلاف اولى অনুত্তম হওয়া বর্ণনাও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ মাকরূহ তানযীহির প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। কারণ, রেওয়ায়েত দ্বারা জানা গেল যে, ফেরেশতা মুসল্লির জন্য দোয়া করতে থাকে ما لم يحدث যতক্ষণ পর্যন্ত অজু অবস্থায় থাকে। আর যখন অজু ছুটে যায় তখন ফেরেশতার দোয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং ফেরেশতার দোয়া হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে خلاف اولى হবে।

بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০২] : মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের শাখার তৈরি। এবং হযরত ওমর (রাযি.) মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন, এবং বললেন লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা কর, এবং (মসজিদকে) লাল, হলুদ ইত্যাদি রং করা হতে বিরত থাক। (এমন যেন না হয় যে, রং করে) লোকদেরকে ফেতনায় লিপ্ত করে দিবে, (অর্থাৎ) মসজিদের নকশা ইত্যাদি দেখে তাতে মশগুল হয়ে যাবে, এবং নামাযের মধ্যে তার ধ্যান বিঘ্নিত হবে।) হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, লোকেরা মসজিদের নির্মাণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও গর্ব করবে; কিন্তু ইবাদত দ্বারা মসজিদসমূহ আবাদ খুব কম লোকই করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন তোমরাও ভবিষ্যতে মসজিদসমূহ ঐরকমই সাজসজ্জা ও নকশা করবে যেমন ইহুদি-খ্রিস্টানরা (তাদের ইবাদতখানাসমূহ) করেছিল।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩২] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদের দেয়াল কাঁচা ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিলো। ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল এবং খুঁটি ছিল খেজুর গাছের গুঁড়ি। আবু বকর এর ওপর কোনো বৃদ্ধি করেননি, বৃদ্ধি করেন ওমর। আল্লাহর রাসূল

https://e-ilm.weebly.com/

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তা যেমন কাঁচা ইট ও খেজুর ডাল দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, তিনি তেমনই তা পুনরায় নির্মাণ করেন এবং খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে দেন। তারপর ওসমান তা বহুলাংশে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। তিনি খোদাই করা পাথর ও চুন দিয়ে তার দেয়ালে পুন:নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটি দিয়েছিলেন, খোদাই করা পাথরের এবং ছাদ দিয়েছিলেন সেগুন কাঠের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬ই পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা–

১. মসজিদ নির্মাণের গুরত্ব বর্ণনা করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনা শরীফ তাশরীফ নিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছেন তা ছিল মসজিদ নির্মাণ।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যধিক নকশা ইত্যাদি করা থেকে বিরত থাকা, যা দ্বারা মুসল্লিদের নামাযে খুশু'-খুযু এবং একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়।

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম প্রমাণের জন্য চারজন সাহাবীর আছর উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো–

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর আছরটি মসজিদে নববী সম্পর্কিত, যাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। এবং তা ছিল সম্পূর্ণরূপে সাদাসিধে, চিত্র-নকশা ও সাজসজ্জামুক্ত।

২. দ্বিতীয় আছরটি হলো হযরত ওমর (রাযি.)এর। যার দ্বারা উভয় উদ্দেশ্যই ফুটে ওঠে। অর্থাৎ তাতে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি তা সাজসজ্জা ও নকশা করা হতে বিরত থাকার নির্দেশও মজুদ রয়েছে।

৩. তৃতীয় হলো হযরত আনাস (রাযি.)-এর আছর, যাতে মসজিদ নির্মাণ নিয়ে গর্ব ও বাড়াবাড়ির কথা রয়েছে এবং মসজিদ ইবাদত দ্বারা আবাদ না করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪. চতুর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর আছর। এর মধ্যেও মসজিদসমূহ সাজসজ্জা করা হতে বিরত থাকার প্রতি তাকিদ রয়েছে। কারণ, এ কাজ হলো ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাজ। তাছাড়া মসজিদের উদ্দেশ্য হলো নামায ও আল্লাহর যিকির করা।

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে ইবনে ওমর (রাযি.)-এর যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা মসজিদে নববীর পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত মসজিদ কি পরিমাণ প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন হয়েছে তা এতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আলীশান ও মানসম্মত মসজিদ নির্মাণও জায়েয আছে। كم من احكام تختلف باختلاف الزمان و المكان [যুগ-কাল ও স্থানের পরিবর্তনের সাথে অনেক বিধিবিধানও পরিবর্তিত হয়ে যায়।] তবে এমন নকশা ও সাজসজ্জা হতে বিরত থাকতে হবে যা দ্বারা নামাযের মধ্যে নামাযীর ধ্যান ও খুশু'-খুযু' বিনষ্ট না হয়, এবং তামাশায় পরিণত না হয়ে যায়। বিশেষতঃ কিবলার দিকের দেয়াল সম্পূর্ণরূপে সাদাসিধা রাখা চাই, এবং অপচয় বর্জন করা আবশ্যক।

শব্দ-বিশ্লেষণ

الْجَرِيدُ : খেজুরের যে শাখা হতে পাতা ফেলে দেয়া হয়েছে তাকে জারীদ বলা হয়। আর যা হতে পাতা ফেলানে না হয় তাকে বলা হয় سعف

https://e-ilm.weebly.com/

أَكِنَّ النَّاسَ : আল্লামা আইনী লিখেছেন فيه اوجه অর্থাৎ এর কয়েকটি সূরত রয়েছে।

১. أَكِنَّ তখন এটি হবে بابে افعال-এর أكنان মাসদার হতে امر-এর সীগাহ। তরজমা এ অনুযায়ীই করা হয়েছে। আল্লামা আইনী বলেন, এটিই অধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ।

২. أُكِنُّ তখন এটি হবে مضارع متكلم-এর সীগাহ। তখন তরজমা হবে আমি লোকদেরকে বৃষ্টি হতে রক্ষা করতে চাই।

৩. كِنَّ [হামযা বিলুপ্ত করে] তখনও এটি হবে امر-এর সীগাহ। এবং كن-এর অর্থে হবে।

أَكِنَّ রেওয়ায়েতে এর কোনো সমর্থন নেই।

بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০৩] : মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার বর্ণনা।

{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

মুশরিকদের এ যোগ্যতা নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে, যে অবস্থায় তারা নিজেদের কুফরির স্বীকারোক্তি করছে, তাদের সমস্ত [সৎ] কার্যগুলো বিফল হলো, আর তারা দোযখে অনন্তকাল থাকবে।]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩৩] : হযরত ইকরামা (রাযি.) বলেন, একবার ইবনে আব্বাস আমাকে ও তার ছেলে আলীকে বললেন, যাও আবু সাঈদের কাছে হাদীস শোনার জন্য। আমরা তার কাছে গিয়ে দেখি, তিনি বাগান ঠিক করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে তার চাদরটি তুলে নিয়ে গায়ে দিলেন এবং হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে বললেন, আমরা প্রত্যেকে একটি একটি করে ইট বহন করছিলাম, কিন্তু আম্মার দুটো করে ইট বহন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে তার শরীর থেকে ধূলো ঝেড়ে দিতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, হায় একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে! অথচ সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকতে থাকবে এবং তারা তাকে ডাকতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, আম্মার বলতেন, হে আল্লাহ! ফিতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً - অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৪ ও ৩৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনামের দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করলে ছওয়াব পাওয়া যায়।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, এর দ্বারা তিনি একটি সংশয় নিরসন করেছেন। তা হলো যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণের জন্য বনী নাজ্জার থেকে ঐ বাগান সম্পর্কে আলোচনা করলেন তখন তারা বলেছিল لا نطلب ثمنه الا الي الله عز و جل কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিনামূল্যে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এর দ্বারা এ সংশয় হতে পারে যে, মসজিদ নির্মাণে কারো থেকে চাঁদা ও সহযোগিতা নেওয়া জায়েয হবে না।

ইমাম বুখারী باب التعاون في بناء المسجد শিরোনাম কায়েম করে এ সংশয় নিরসন করে দিয়েছেন–এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মসজিদ মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতায় নির্মাণ করতে হবে। কারণ, মসজিদ হলো মুসলিম জনসাধারণের জন্য। তা নির্মাণের দায়িত্বও হলো শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর। সুতরাং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতায় মসজিদ নির্মাণ করা উচিত।

এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন যে, মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের সহযোগিতা নেওয়া হবে; অমুসলিম, কাফের-মুশরিকদের সহযোগিতা নেওয়া হবে না।

কিন্তু যদি কোনো কাফের মহব্বত ও বিশ্বাসের খাতিরে স্বেচ্ছায় মসজিদে চাঁদা দিতে চায় তাহলে তার মন খুশী করার জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয আছে। তা মসজিদের গোসলখানা, টয়লেট ইত্যাদিতে ব্যয় করা জায়েয আছে। কিন্তু মূল মসজিদের বুনিয়াদী জায়গা–নামায পড়ার স্থানে তা ব্যবহার না করা উত্তম।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির (রাযি.)-এর ফজিলত, মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

আম্মার বিন ইয়াসির বিন আমির বিন মালিক বিন কিনানা বিন কায়স বিন হুসাইন আল-মাযহ্যী আল-আনাসী (রাযি.)। পিতা ইয়াসির তার দুই ভাই হারেছ এবং মালেক সহ মক্কায় আগমন করেন। তাদের অপর ভাইকে তালাশ করার উদ্দেশ্যে। তালাশ শেষে হারেছ এবং মালেক নিজ এলাকা ইয়ামানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াছির মক্কায় থেকে যান। তিনি আবু হুজায়ফা বিন মুগীরা মাখযুমীর সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার দাসী সুমাইয়ার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঘরে হযরত আম্মার (রাযি.) জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ

আম্মার (রাযি.) ছিলেন প্রবীণ মুসলমান তথা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। হযরত আম্মার এবং সুহাইব ইবনে সিনান একই সাথে দারুল আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং তারা হলেন প্রথম সাতজনের দুইজন, যারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তার সম্মানিত মা সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত (রাযি.) ইসলামের প্রথম শহীদ। তিনি মদিনায় হিজরত করেন এবং বদর সহ যাবতীয় জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে জঙ্গে জামাল, সিফফীন প্রভৃতি যুদ্ধেও শামিল হন।

তিনি দারুল আরকামে ইসলাম গ্রহণ করে ঘরে ফিরে আসলে তার কথা অনুযায়ী পিতা ইয়াছির, মাতা সুমাইয়া এবং ভাই আব্দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মিত্র বনী মাখযূম ক্রোধে ফুঁসতে থাকে এবং গোটা পরিবারের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো শুরু করে। তাদের এই নির্যাতনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। যাতে এই দুর্বলদের ওপর আক্রমণ দেখে আরও যারা মক্কায় দুর্বল মুসলমান ছিল তারাও ভয় পেয়ে যায়। একারণে আবু জেহেল তার মা হযরত সুমাইয়া (রাযি.)-কে শহীদ করে। কুরাইশরা পিতা ইয়াছির (রাযি.)-কেও শহীদ করে। ফলে এই দম্পতিই হলেন ইসলামের সর্বপ্রথম শহীদ।

https://e-ilm.weebly.com/

এভাবে পিতা মাতা দুইজনকেই হারিয়ে একা হয়ে যান হযরত আম্মার (রাযি.)। তার ওপরেও নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

صبراً أبا اليقظان، اللهم لا تعذّب أحداً من آل عمار بالنار

'হে আবুল ইয়াকযান! ধৈর্য্যধারণ করো। হে আল্লাহ! আম্মারের পরিবারের কাউকে তুমি জাহান্নামের আগুনের শাস্তি দিও না।'

বর্ণিত আছে–

أن رسول الله كان يمر بهم فيدعو بقوله: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরিবারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাদের জন্য দুআ করলেন, 'হে ইয়াছির পরিবার! তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো। কেননা তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি হচ্ছে জান্নাত।'

জিহাদে অংশগ্রহণ

ইসলাম গ্রহণ করে এমনিতেই সীমাহীন ত্যাগ শিকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। জুলুম নির্যাতনের যাবতীয় পদ্ধতি তার ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাই জিহাদের কষ্ট ও বিপদ সহ্য করা তার জন্য পানির মতো সহজ হয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে তিনি অসাধারণ দৃঢ়তা দেখাতে সমর্থ হন। তার অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি দুইবার হিজরত করেছিলেন। দুই কিবলার দিকেই নামায পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বদর, অহুদ, বায়আতে রিদওয়ান, ইয়ামামার যুদ্ধ সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অপরিসীম বীরত্বের পরিচয় দেন এবং এই যুদ্ধে নিজের কান হারিয়ে ফেলেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন

হযরত উমর (রাযি.) তাকে কুফার গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

বর্ণিত হাদিস

আম্মার (রাযি.)-এর সূত্রে ৬২টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম (রহ.) যৌথভাবে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বুখারী (রহ.) এককভাবে তিনটি এবং মুসলিম (রহ.) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রাযি.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), আবু মুসা আশআরী (রাযি.) এবং সাহাবীদের বিরাট এক জামাত তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত

৩৭ হিজরিতে সিফফীন যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। কেউ বলেন, সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। হযরত আলী (রাযি.) তাকে কোলে তুলে নেন এবং নিজে তার জানাযার নামায আদায় করেন। তাকে গায়ে পরিহিত পোশাকেই দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শানে বলেছিলেন–

يا عمار سوف تقتلك الفئة الباغية

হে আম্মার! বিদ্রোহীরা তোমাকে হত্যা করবে।

তিনি তার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন–

إنك من أهل الجنة

হে আম্মার! তুমি জান্নাতের অধিবাসী।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الِاسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০৪] :মসজিদ ও মসজিদের মিম্বর নির্মাণে কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, কারিগর ইত্যাদির সহযোগিতা গ্রহণ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩৪] : হযরত সাহল (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নারীকে ডেকে পাঠান এবং বললেন, তুমি তোমার মিস্ত্রি ক্রীতদাসকে আদেশ দাও সে যেন আমার জন্য কিছু কাঠ মেরামত করে দেয়, যার ওপর আমি বসতে পারি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৫, ৬৪, ১২৫, ২৮১, ৩৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتْ الْمِنْبَرَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩৫] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, একজন নারী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার জন্যে কিছু জিনিস নির্মাণ করে দিতে পারি, যার ওপর আপনি বসবেন? কারণ আমার একজন ক্রীতদাস মিস্ত্রি আছে। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে করতে পাপরা। তখন সে একটি মিম্বার বানিয়ে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৪, ১২৫, ২৮১, ৫০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মসজিদ ও তার আনুসাঙ্গিক জিনিস যেমন দরজা, জানালা ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজমিস্ত্রি ও অন্যান্য কারিগর প্রয়োজন হলে সকল প্রকার কারিগরের সহযোগিতা নেওয়া জায়েয হবে। কারণ, প্রতিটি কাজের লোক ভিন্ন। সকল কাজ সকলে করতে পারে না। বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন লোক হয়ে থাকে। তাই কাঠের মিম্বর বানানোর প্রয়োজন হলে কাঠমিস্ত্রির প্রয়োজন হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে تعميم بعد التخصيص দ্বারা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে দিয়েছেন রাজমিস্ত্রি ছাড়াও অন্যান্য যে কোনো মিস্ত্রি, কারিগর ইত্যাদিদেরকেও মসজিদের কাজে লাগানো জায়েয হবে।

৩. এটাও হতে পারে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কানযুল উম্মালের রেওয়ায়েত–

جنبوا مساجدكم من النجار والصناع اوكم قال عليه السلام

বাহ্যতঃ এটি বাবের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

জবাব : এর উত্তর হলো বুখারী (রহ.)-এর হাদীসের তুলনায় এটি অপ্রাধান্য–যা দলীলযোগ্য নয়। ২. উত্তম জবাব হলো কানযুল উম্মালের হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, মিস্ত্রিরা যেন নিজেদের কাজ মসজিদে বসে করতে শুরু করে না দেয়। কিন্তু যদি তারা মসজিদের কাজ করে তাহলে তা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। যা বাবের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

زُجَاج শব্দটি জীম বর্ণে তাশদিদসহ। অর্থ হলো, কাঠমিস্ত্রি।

صُنَّاع শব্দটির ص বর্ণে পেশ অর নুন বর্ণে তাশদীদসহ। এটা صَانِع-এর বহুবচন, অর্থ হলো, কারিগর।

প্রশ্ন: বাবের উভয় হাদীস পরস্পর সাংঘর্ষিক। কারণ, প্রথম হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মিম্বর তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলা নিজে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করেছেন।

জবাব: উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয়সাধনের সূরত হলো, মূলতঃ প্রথমে মহিলা নিজে আবেদন করেছিল, কিন্তু তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন অনুভব করেননি, তাই বিষয়টি মহিলার মর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই মহিলাও বিষয়টির ত্বরা অনুভব না করে বিলম্ব করতে লাগল। কিন্তু বিলম্ব দেখে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মহিলাকে তলব করে নিজের থেকে নির্দেশ দেন। সুতরাং আর প্রশ্নই রইল না।

بَاب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

পরিচ্ছেদ [৩০৫] : মসজিদ নির্মাণের ফযিলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩৬] : হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাযি.) বলেন, যখন তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ পুন:নির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তার সমালোচনা করে। সমালোচকদের জবাবে তিনি বলেন, তোমরা অনেক কিছু বললে। কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَنْ بَنَى مَسْجِدًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মসজিদ নির্মাণের ফযিলত বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যা: এর দু'বাব পূর্বের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে যে, মসজিদে নববীকে হযরত উসমান (রাযি.)-এর পূর্বে হযরত ওমর (রাযি.) সম্প্রসারণ করেছিলেন। অতঃপর মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রাযি.) তার শাসনামলে ৩০ হিজরিতে এতে ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। এবং তার দেয়ালে নকশী পাথর এবং চুনকাম করে অতি উন্নত ও শানদার বানিয়ে দেন। তখন লোকেরা অধিক পরিমাণে অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। যেমন মুসলিম শরীফের হযরত মাহমূদ বিন লাবীদ হতে বর্ণিত আছে–

https://e-ilm.weebly.com/

عن محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان (رض) اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فاحبوا ان يدعه علي هيئته فقال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من بني مسجدا لله بني الله له في الجنة مثله

মাহমূদ বিন লাবীদ (রাযি.) হতে বর্ণিত, হযরত উসমান বিন আফফান (রাযি.) যখন মসজিদে নববীর নব-নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন লোকেরা সমালোচনার ঝড় তুলল, এবং তারা চাইল মসজিদে নববী আগের অবস্থার উপর রাখা হোক। তখন উসমান (রাযি.) একটি হাদীস শুনালেন- যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

من بني مسجدا : এখানে তানভীন প্রকার বর্ণনার জন্য। সুতরাং তা অন্তর্ভূক্ত করে ছোট-বড় সব মসজিদকে। ইবারত হবে من بني مسجدا كبيرا او صغيرا

لله : অর্থাৎ خالصًا لوجه الله একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। লৌকিকতা বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়। এমনকি ইবনুল জাওযী বলেন- كان بعيدا من الاخلاص من كتب اسمه علي المسجد الذي يبنيه অর্থাৎ যে ব্যক্তি মসজিদের দেয়ালে নিজের নাম খোদাই করবে, সে ইখলাস থেকে অনেক দূরে থাকবে, তথা সে মুখলিস নয়।

প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ বলেছেন- من جاء بالحسنة فله عشر امثالها অথচ এ হাদীসে আছে مثله في الجنة যা প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ।

জবাবঃ এর উত্তরসমূহ নিম্নরূপ-

১. হাদীসে مثله বলা হয়েছে, এটা বলা হয়নি যে, একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। অর্থাৎ كيفية হিসেবে জান্নাতে ছোট-বড় ঘর হবে। আর আয়াতে বলা হয়েছে كمية-এর কথা। অর্থাৎ اذا بني الله عشر ابنية مثله الحسنة بعشر امثالها

২. কারো মতে এ হাদীসটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বলা হয়েছে।

৩. مثلية দ্বারা ঘরের সদৃশ বুঝানো উদ্দেশ্য। নতুবা জান্নাতের ঘর তো অতি মূল্যবান হবে। যেমন এক হাদীসে আছে মসজিদ নির্মাণকারীদের জন্য জান্নাতে ইয়াকুত ও মুক্তা-খচিত ঘর নির্মিত হবে।

৪. মূলতঃ একটি নেকীর বদলা একটি ছওয়াব হওয়া এটি হলো ইনসাফ, কিন্তু এর অধিক প্রদান করা এটি হলো আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ। - কাস্তাল্লানী

৫. কারো মতে مثلية দ্বারা অতিরিক্ত হওয়ার নফী বুঝায় না।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও ঘটনাবহুল জীবনী

হযরত উসমান (রাযি.)। চার খলিফার তৃতীয় খলিফা। জান্নাতী দশজনের একজন। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজনের একজন। উমর (রাযি.) কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন শূরা সদস্যের একজন। আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী পাঁচজনের একজন।

তাঁর পূণ নাম উসমান, কুনিয়াত আবু আমর, আবু আবদিল্লাহ, আবু লায়লা এবং লকব যুন-নূরাইন। পিতা আফ্ফান, মাতা আরওয়া বিনতু কুরাইয। কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা শাখার সন্তান। উর্ধ্বপুরুষ আবদে মান্নাফে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলিফা। তাঁর নানী বায়দা বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু।

https://e-ilm.weebly.com/

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

জন্ম হস্তীসনের ছ'বছর পর এবং হিজরিপূর্ব ৩৫ সাল, মোতাবেক ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে, মক্কা নগরীতে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তায়েফে। এ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি ছয় বছরের ছোট। তবে তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ফলে শাহাদাতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে অনুরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে।

ভাইবোন

তারা সহদোর ভাইবোন ছিলেন দুইজন। তিনি এবং বোন আমিনা। পিতা আফফান মারা যাওয়ার পর মা আরওয়া (রাযি.) উকবা ইবনে আবু মুঈতের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই ঘরে তিনজন পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেন, ওয়ালিদ ইবনে উকবা, খালেদ ইবনে উকবা, আমর ইবনে উকবা এবং কন্যাসন্তান উম্মে কুলসুম। সুতরাং এরা হলেন হযরত উসমান (রাযি.)-এর বৈপিতৃয় (মা শরীক) ভাইবোন।

আকার-আকৃতি

হযরত 'উসমান (রাযি.) ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংসহীন গণ্ডদেশ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলফী, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত বিশিষ্ট ছিলেন তিনি।

হযরত 'উসমানের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা অন্যান্য সাহাবীর মতো জাহিলী যুগে হলেও তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন এমনভাবে বিলীন হয়েছে, যেন ইসলামের সাথেই তাঁর জন্ম। ইসলামপূর্ব জীবনের বিস্তারিত তথ্য ঐতিহাসিকরা আমাদের কাছে পৌছাতে পারেননি। তবে তিনি জন্মগত অশেষ লজ্জাশীলতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত 'উসমানকে আস-সাবেকূনাল আওয়ালুন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী), আশারায়ে মুবাশ্শারা' এবং সেই ছ'জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরণ খুশী ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার আরো অনেক নেতৃবৃন্দের আচরণের বিপরীত হযরত 'উসমান রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সূচনা পর্বেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং আজীবন জান-মাল ও সহায় সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণব্রতী ছিলেন। হযরত 'উসমান বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।'

ইবন ইসহাকের মতে, আবু বকর, আলী এবং যায়িদ বিন হারিসের পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হযরত উসমান।

হযরত 'উসমানের ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সীরাত লেখক ও মুহাদ্দীসগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তার সারকথা নিম্নরূপ :

কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট 'কাহিন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উসমানকে কিছু কথা বলেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য উৎসাহ দেন। তারই উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে ইবন সা'দ সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান সিরিয়া সফরে ছিলেন। যখন তিনি 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যবর্তী স্থানে বিশ্রাম করছিলেন তখন তন্দালু অবস্থায় এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেন, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা, তাড়াতাড়ি কর। আহমাদ নামের রাসূল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। মক্কায় ফিরে এসে শুনতে পেলেন ব্যাপারটি সত্য। অতঃপর আবু বকরের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খালা সু'দা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ইসলাম গ্রহণ

হযরত 'উসমানের সহোদরা আমীনা, বৈপিত্রীয় ভাইবোন ওয়ালীদ, খালীদ, আম্মারা, উম্মু কুলসুম সবাই মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা উকবা ইবন আবী মুয়ীত। দারাকুত্নী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, উম্মু কুলসুম প্রথম পর্বের একজন মুহাজির। বলা হয়েছে তিনিই প্রথম কুরাইশ বধূ যিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত হন। হযরত 'উসমানের অন্য ভাই-বোন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

জুলুম নির্যাতনের শিকার

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেদম মার দিত। সে বলতো, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালি দিয়েছ। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এতে হযরত 'উসমানের ঈমান একটু টলেনি। তিনি বলতেন, তোমাদের যা ইচ্ছে কর, এ দ্বীন আমি কখনও ছাড়তে পারবো না।[৮]

বিবাহ, দাম্পত্যজীবন ও পরিবার-পরিজন

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উসমান (রাযি.) দুইজন নারীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তারা হলেন, এক. উম্মে আমর বিনতে জুন্দুব দাওসিয়া যাহরানিয়ার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই স্ত্রীর ঘরে আমর, খালেদ, আবান, উমর এবং মারয়াম নামের পাঁচজন ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

দুই. ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ মাখযুমিয়া। এই স্ত্রীর ঘরে ওয়ালিদ, সাঈদ, উম্মে সাঈদ নামের তিনজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আমর ছিলেন উসমান (রাযি.)-এর জৈষ্ঠ সন্তান। একারণে ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি আবু আমর উপনামে পরিচিত ছিলেন।

আর ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যা 'রুকাইয়্যাকে' তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর ঘরে আব্দুল্লাহ নামের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বাল্যকালেই তার মৃত্যু ঘটে। হযরত উসমান (রাযি.) তখন আবু আব্দুল্লাহ উপনামে ভূষিত হন।

হিজরি দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যার ইনতিকাল হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ কারণে তিনি 'যুন-নূরাইন' দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধি লাভ করেন। উম্মে কুলসূম (রাযি.)-এর ঘরে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

হযরত উম্মে কুলসুম (রাযি.)-এর ওফাতের পর তিনি ফাখতা বিনতে গাজওয়ানকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর ঘরে দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে। এই সন্তানও শিশু বয়সে মৃত্যুবরণ করে।

উম্মে কুলসুম (রাযি.)-এর ওফাতের পর তিনি ফাখতা ছাড়াও উম্মে বানীন বিনতে উয়ায়না নামের আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর ঘরে আব্দুল মালিক ইবনে উসমান নামের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে শিশু বয়সেই তার মৃত্যু ঘটে।

রামলা বিনতে শায়বা কুরাশিয়া। এই স্ত্রীর ঘরে আয়েশা, উম্মে আবান, উম্মে আমর বিনতে উসমান নামক কয়েকজন ছেলেমেয়ের জন্ম হয়।

নায়েলা বিনতে ফারাফাসাহ কালবিয়া। এই স্ত্রীর ঘরে উম্মে খালেদ, দ্বিতীয় উম্মে আবান এবং আরওয়া জন্ম লাভ করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই স্ত্রীর ঘরে মারয়াম নামের কন্যাসন্তানও জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরত

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, 'হাবশার মাটিতে প্রথম হিজরতকারী উসমান ও তাঁর স্ত্রী নবী দুহিতা রুকাইয়্যা।' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[৮] তাবাকাত : ৩/৫৫

https://e-ilm.weebly.com/

দীর্ঘদিন তাঁদের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। সেই সময় এক কুরাইশ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় আসে। তার কাছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের দু'জনের কুশল জিজ্ঞেস করেন। সে সংবাদ দেয়, আমি দেখেছি, রুকাইয়্যা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আছে এবং 'উসমান গাধাটি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করেন–

صحبهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام

আল্লাহ তার সহায় হোন। লূত (আ.)-এর পর 'উসমান আল্লাহর রাস্তায় পরিবার পরিজনসহ প্রথম হিজরতকারী।[১]

হাবশা অবস্থানকালে তাঁদের সন্তান আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে এবং এ ছেলের নাম অনুসারে তাঁর কুনিয়াত হয় আবু আবদিল্লাহ। হিজরি ৪র্থ সনে আবদুল্লাহ মারা যান। রুকাইয়্যার সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতো কেউ যদি সর্বোত্তম দম্পতি দেখতে চায়, সে যেন উসমান ও রুকাইয়্যাকে দেখে।

হযরত উসমান বেশ কিছু দিন হাবশায় অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে আসেন এই গুজব শুনে যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর আবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি 'যুল হিজরতাইন' দুই হিজরতের অধিকারী হন।

লজ্জাশীলতা ও অন্যান্য গুণ

হযরত 'উসমান ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম মুষ্ঠিবিদ্যা বিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য সব সময় তাঁর পাশে মানুষের ভীড় জমে থাকতো। জাহিলী যুগের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর মহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও বিশ্বস্ততার গুণে ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসাবে 'গনী' উপাধি লাভ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, হযরত রুকাইয়্যা তখন রোগ শয্যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত 'উসমান পীড়িত স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় এসে পৌছুলো সেদিনই হযরত রুকাইয়্যা ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের জন্য বদরের যোদ্ধাদের মত সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষণা করেন। এ হিসেবে পরোক্ষভাবে তিনিও বদরী সাহাবী।

রুকাইয়্যার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকাইয়্যার ছোট বোন উম্মু কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন হিজরি তৃতীয় সনে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু কুলসুমকে 'উসমানের সাথে বিয়ে দেন। হিজরি নবম সনে উম্মু কুলসুমও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। উম্মু কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার যদি তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাকেও আমি 'উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।'

হযরত উসমান উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধাদের মত রাসূলুল্লাহর সাথে অটল থাকতে পারেননি। অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে তিনিও ময়দান ছেড়ে চলে যান। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা

---

১. আলইসাবা, উসদুল গাবা : ৭/১২৭, তারিখুল খুলাফা (সিয়ূতী (রহ.) সংকলিত) : ১/৬১, সিরাতে যিন নুরাইন : ১/১৪, নিছাউ হাওলার রাসূল : ১/৮১

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অন্যসব বিশিষ্ট সাহাবীদের মতো অংশগ্রহণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির ঘোষণা দিলেন। মক্কা ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহেও ঘোষণা দিলেন এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য। ইসলামী ফৌজের সংগঠন ও ব্যায় নির্বাহের সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহাবীরা ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবু বকর তাঁর সকল অর্থ রাসূলের হাতে তুলে দিলেন। উমর তাঁর মোট অর্থের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। আর এ যুদ্ধের একতৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার উসমান নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড়ে নয়শত উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন। ইবন ইসহাক বলেন, তাবুকের বাহিনীর পেছনে হযরত উসমান এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন যে, তাঁর সমপরিমাণ আর কেউ ব্যয় করতে পারেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাবুকে রণপ্রস্তুতির জন্য উসমান কোচরায় করে একহাজার দীনার নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ঢেলে দেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশীতে দীনারগুলি উল্টে পাল্টে দেখেন এবং বলেন, আজ থেকে 'উসমান যা কিছুই করবে, কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।' এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তিনি প্রাণ খুলে চাঁদা দিতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফের জন্য দুআ করেন এবং তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।

আবু বকর ও উমর (রাযি.)-এর হাতে বায়আত

রাসূলুল্লাহর ওফাতের পর যখন আবু বকরের হাতে বাইয়াত নেওয়া হচ্ছিল উসমান সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত সেখানে যান এবং আবু বকরের হাতে বাইয়াত করেন। মৃত্যুকালে আবু বকর (রাযি.) উমর (রাযি.)-কে খলিফা মনোনীত করে যে অঙ্গীকার পত্রটি লিখে যান, তার লিখক ছিলেন 'উসমান। খলিফা 'উমরের (রাযি.)-এর হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বাইয়াত করেন।

খলিফা নির্বাচন

হযরত 'উমর (রাযি.) ছুরিকাহত হয়ে যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছয়জন সাহাবীকে খলিফা নির্বাচন করার দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'তোমাদের সামনে এই একটি দল আছেন, যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী। তাঁরা হলেন আবদে মান্নাফের দুই পুত্র আলী ও উসমান, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই মাতুল আবদুর রাহমান ও সা'দ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারী ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তালহা তাঁদের যে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের যে কেউ খলিফা নির্বাচিত হলে তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তিনি যদি তোমাদের কারো ওপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, যথাযথভাবে তোমরা তা পালন করবে।

হযরত 'উমর উল্লিখিত দলটির সদস্যদের ডেকে বললেন, আপনাদের ব্যাপারে আমি ভেবে দেখিছি। আপনারা জনগণের নেতা ও পরিচালক। খিলাফতের দায়িত্বটি আপনাদের মধ্যেই থাকা উচিত। আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন। আপনারা ঠিক থাকলে জনগণের ব্যাপারে আমার কোন ভয় নেই। তবে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদকে আমি ভয় করি। জনগণ তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে।

হযরত উমরকে দাফন করার পর মিকদাদ বিন আসওয়াদ শূরার সদস্যদের মিসওয়ার ইবনুল মাখরামা মতান্তরে হযরত আয়েশার হুজরায় একত্র করলেন। তাঁরা পাঁচজন। তালহা তখনো মদীনার বাইরে। তাঁদের সাথে যুক্ত হলেন আবদুল্লাহ বিন উমর। বাড়ির দরজায় প্রহরী নিয়োগ করা হলো আবু তালহাকে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তুমুল বাক-বিতণ্ডা হলো। একপর্যায়ে আবদুর রহমান বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে

https://e-ilm.weebly.com/

আছ, যে তার দাবী ত্যাগ করতে পারো এবং তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতে পার? আমি আমার খিলাফতের দাবী ত্যাগ করছি। হযরত উসমান সর্বপ্রথম এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে আবদুর রহমানের হাতে তাঁর ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। তারপর অন্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন। এভাবে খলিফা নির্বাচনের গোটা দায়িত্বটি আবদুর রাহমানের ওপর এসে বর্তায়।

হযরত আবদুর রাহমান দিনরাত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যসব সাহাবী, মদীনায় অবস্থানরত সকল সেনা-অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় সকলেই হযরত উসমানের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করলেন।

যেদিন সকালে 'উমর-নির্ধারিত সময় সীমা শেষ হবে, সে রাতে আবদুর রাহমান এলেন মাখরামার বাড়িতে। তিনি প্রথমে যুবাইর ও সা'দকে ডেকে মসজিদে নববীর সুফ্ফায় বসে এক এক করে তাঁদের সাথে কথা বললেন, এভাবে 'উসমান ও আলীর সাথেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত একান্তে আলাপ করেন।

এদিকে মসজিদে নববী লোকে পরিপূর্ণ। শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য সবাই ব্যাকুল। ফজরের নামাযের পর সমবেত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণের পর আবদুর রাহমান খলিফা হিসেবে হযরত 'উসমানের নামটি ঘোষণা করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। তারপরই হযরত আলীও বাইয়াত করেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলী হযরত 'উসমানের হাতে বাইয়াত করেন। হিজরি ২৪ সনের ১লা মুহাররম সোমবার সকালে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১০]

হযরত 'উসমান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ শোনা যায়না। তবে শেষের দিকে বসরা, কূফা, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মূলতঃ এ অসন্তোষ সৃষ্টির পশ্চাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পরাজিত ইয়াহুদী শক্তি। ধীরে ধীরে তারা সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং মদীনার খলিফার বাসভবন ঘেরাও করে। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল না। তারা খলিফাকে হত্যার হুমকি দিয়ে পদত্যাদ দাবী করে। খলিফার বাসগৃহের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে তারা খলিফার বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলিফাকে হত্যা করে।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরি ৩৫ সনের ১৮ জিলহজ্জ, শুক্রবার আসর নামাযের পর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ও হযরত উসমানের শাহাদাতের মধ্যে ২৫ বছরের ব্যবধান। বারো দিন কম বারো বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

জান্নাতুল বাকীর 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। মাগরিব ও ঈশার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাফন কার্য সমাধা হয়। যুবাইর ইবন মুতঈম (রাযি.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের কর্ণধারের জানাযায় মাত্র সত্তরজন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ৮২ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ছিল।

জীবন দান করে মুসলমানের রক্ত হেফাজত

খলিফা উসমান বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাদের নির্মূল করতে পারতেন। অন্য সাহাবীরা সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান নিজের জন্য কোন মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক নাজুক মুহূর্তে হযরত উসমান (রাযি.) যে কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন খলিফা ও একজন বাদশার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর স্থলে যদি কোন বাদশাহ হতো, নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যেকোনো কৌশল প্রয়োগ করতে

---

১০. তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ (খিদরী বেগ সংকলিত)

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিধাবোধ করতো না। আমরা এর নজীর দেখেছি নিজ দেশেই, বেশি দূর যেতে হয়নি। জীবনের প্রশ্ন তো বড়, সামান্য ক্ষমতা হারানোর ভয়েই গভীর রাতে রাজধানীতে শহীদ করা হয়েছে অসংখ্য আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতাকে। আফসোস! এরা যদি খলিফা উসমান (রাযি.)-এর জীবনদানের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিত!

ইসলামে তাঁর অবদান

ইসলামের জন্য হযরত 'উসমানের অবদান মুসলিম জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন নজীর নেই। তিনি বিস্তর অর্থের বিনিময়ে ইয়াহুদী মালিকানাধীন 'বীরে রুমা' কূপটি খরীদ করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের অঙ্গীকার করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যিনি একদিন 'বীরে রুমা' ওয়াক্‌ফ করে মদীনাবাসীদের পানি-কষ্ট দূর করেছিলেন, তাঁর বাড়িতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আমিই বীরে রুমা খরীদ করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করছি।

হযরত উসমানের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার তাঁকে জান্নাতের খোশখবর দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।' (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে মুসলমানরা আবু বকর, 'উমর ও উসমানকে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হতো না।

হযরত উসমান (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে 'কাতিবে অহী' অহী লিখক ছিলেন। সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে ছিলেন পরামর্শদাতা। প্রতিবছরই তিনি হজ্জ আদায় করতেন। তবে যে বছর শহীদ হন, ঘেরাও থাকার কারণে হজ্জ আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোযা রাখতেন। সারা রাত ইবাদতে কাটতো। এক রাকআতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খিদমাত গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে উসমান সর্বাধিক লজ্জাশীল। তিনি আরো বলেছেন, উসমানকে দেখে ফিরিশতারাও লজ্জা পায়। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয়।

তাঁর অন্যতম অবদান ছিল কুরআন সংকলন। একারণে তাকে জামিউল কুরআন বা কুরআন জমাকারী (সংকলক) নামে অভিহিত করা হয়।

বর্ণিত হাদিস

হাজারও ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ১৪৬ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَاب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০৬] :মসজিদে তীর নিয়ে প্রবেশ করলে তীরের ফলা ধরে রাখবে।
(যেন কেউ আহত না হয়)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৪৩৭] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, একজন লোক সাথে করে তার তীর নিয়ে মসজিদে এলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তীরের ফলাগুলো মুঠো করে ধরো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৪, ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনামের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, অর্থাৎ প্রয়োজনের কারণে মসজিদে ধারালো বস্তু নিয়ে প্রবেশ করতে হয় তাহলে তার ধারালো অংশ ধরে রাখবে, যেন কেউ আহত না হয়।

بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০৭] :মসজিদে (তীর ইত্যাদি নিয়ে) অতিক্রম করার বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا

হাদীসের অনুবাদ [৪৩৮] : হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তীরসহ আমাদের মসজিদে অথবা বাজার অতিক্রম করে সে যেন তার ফলা ধরে রাখে। যাতে সে নিজ হাতে কোন মুসলমানকে আঘাত না করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৪, ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, তা হলো যদি কারো প্রয়োজনের কারণে মসজিদ বা বাজার দিয়ে অতিক্রম করতে হয় তাহলে খেয়াল রাখতে হবে যেন কারো কষ্ট না হয়। যদি তার হাতে ধারালো কোনো কিছু থাকে তাহলে তা হাত দিয়ে ধরে রাখবে। যেন কেউ তা দ্বারা কষ্ট না পায়।

ব্যাখ্যা : সনদের মধ্যে ابو بردة নামটি দুইবারএসেছে। প্রথমজনের নাম بُرَيد - মুসাগগার। আর দ্বিতীয় জনের নাম عامر যিনি بُرَيد-এর দাদা। এ ব্যাপারটি ইবনে মাজার বর্ণনা থেকে স্পষ্ট জানা যায়। দ্রষ্টব্য-ইবনে মাজাহ ২৬৭ পৃ.।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০৮] :মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ

হাদীসের অনুবাদ [৪৩৯] : হযরত হাসসান ইবনে সাবেত আনসারী (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর শপথ করে আবু হুরাইরাকে সাক্ষ্য দিতে বলেন, যে, আপনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছেন কি? হে হাসসান, তুমি রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দাও। হে আল্লাহ, তুমি তাকে জিবরাঈলের মাধ্যমে সাহায্য করবো। আবু হুরাইরা বলেন, হ্যাঁ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো অস্পষ্ট। কারণ, এ হাদীসে এটা স্পষ্ট নেই যে, তিনি মসজিদে কবিতা পড়ছিলেন। আর শিরোনাম হলো মসজিদে কবিতা পড়া সম্পর্কে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসটি বদউল খলক অধ্যায়ে এনেছেন সেখানে মসজিদের কথা স্পষ্ট রয়েছে। সেখানে আছে–

مر عمر في المسجد و حسان ينشد فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك الخ

অর্থাৎ একদা হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রাযি.) হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর খেলাফতকালে মসজিদে কবিতা পড়ছিলেন। ওমর (রাযি.) সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, এবং তার দিকে ঘুরে তাকালেন এবং অপছন্দ প্রকাশ করলেন। তাই হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রাযি.) বললেন, আমি তো মসজিদে নববীতে কবিতা পড়ে শুনাতাম, যেখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থাকতেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সাক্ষাতে বিষয়টির নিস্পত্তি হয়, এবং ওমর (রাযি.) শান্ত হলেন। মোটকথা, মসজিদে উত্তম অর্থবোধক কবিতা পড়া ও শোনা জায়েয আছে, যা হামদ, না'ত, ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশক। অথবা ইসলামের শত্রুদের হামলার জবাব দেওয়া হয়। তবে মন্দ অর্থবোধক, এবং রূপক প্রেমিকের ওষ্ঠাধর ও মুখাবয়বের সৌন্দর্য প্রকাশক কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করা ও পাঠ করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মন্দ কবিতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে- لان يمتلي جوف احدكم قيحا خير من ان يمتلي شعرا (ابو داؤد) অর্থাৎ কারো উদর পুঁজ দ্বারা পূর্ণ হওয়া কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম। (আবু দাউদ)

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৪, ৪৫৬, ৯০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সুন্দর অর্থবোধক কবিতা, হামদ, না'ত ইত্যাদি মসজিদে আবৃত্তি করা জায়েয প্রমাণ করা; এটিই জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মত।

بَاب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩০৯] :মসজিদে বল্লমধারীদের আগমন সম্পর্কে

حراب-শব্দটি হা- বর্ণে কভছরা দিয়ে حربة এর বহুবচন। অর্থ হলো বর্শা। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন প্রগিশক্ষণের ক্ষেত্রে বর্ষা-বল্লম নিয়ে পরস্পর অস্ত্রবাজি জায়েয আছে। এমনকি মসজিদেও হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ ـ زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ

হাদীসের অনুবাদ [৪৪০] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশীরা মসজিদে খেলা করছিল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চাদর দিয়ে আড়াল করছিলেন। আর আমি তাদের খেলা দেখছিলাম। অপর এক বর্ণনায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তখন যখন হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে খেলা করছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ১৩০, ১৩৫, ৪০৭, ৫০০, ৭৮০, ৭৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো বর্শা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয আছে। আবার জিহাদের নিয়তে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময় তা নিয়ে প্রবেশ করা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা :

وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ : এটা শুধুমাত্র খেলাধুলা ছিল না; বরং এটা ছিল জিহাদের প্রশিক্ষণ। আর আল্লাহর বাণী- واعدوا لهم ما استطعتم من قوة-এর মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত।

أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ : উদ্দেশ্য ছিল খেলা দেখা। যদিও এর মাধ্যমে খেলোয়াড়দেরও দেখা হয়ে গেছে। এতে সমস্যা নেই। কারণ, আর ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে মহিলাদের জন্য এভাবে গায়রে মাহরাম পুরুষদের দেখা জায়েয আছে।

بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩১০] :মসজিদের মিম্বরের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ

https://e-ilm.weebly.com/

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৪১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, বারীরাহ তার কিতাবাত সম্পর্কে জানার জন্য আমার কাছে এলো। আমি বললাম, যদি তুমি চাও, তাহলে আমি তোমার মূল্য তোমার মনিবকে দিয়ে দিতে পারি এবং তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি। তবে অভিভাবকত্বের অধিকার আমার থাকবে। তার মনিব (আয়েশাকে) বললো, যদি আপনি চান তাহলে অবশিষ্ট পাওনা অর্থ তাকে (বারীরাহ) দিতে পারেন। সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন, যদি আপনি চান, তাহলে তাকে মুক্ত করতে পারেন, তবে অভিভাবকত্বের অধিকার আমাদের থাকবে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, তুমি তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দাও। কারণ অভিভাবকত্বের অধিকার তার, যে তাকে মুক্ত করে দেয়। এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপর উঠলেন এবং বললেন, লোকজনের কি হয়েছে? তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় না। যদি কেউ কিতাবুল্লাহর বাইরে শর্ত আরোপ করে, তাহলে সে কোনো অংশ পাবে না, যদি সে একশটি শর্তও আরোপ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত عَلَى الْمِنْبَرِ. فَقَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ২০২, ৩৪৪, ৩৪৮ (ছয় সনদে) ৩৪৯, ৩৫০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮১, ৭৯৫-৭৯৬, ৮১৬-৮১৭, ৯৯৪, ৯৯৯, ১০০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, যে ক্রয়-বিক্রয় মসজিদের বাইরে সংঘটিত হয়েছে সে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত আলোচনা মিম্বরে এসে করা জায়েয আছে। তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলা বর্ণনা করাও জায়েয আছে। এ উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি তথা ইজাব ও কবুল মসজিদে নিষিদ্ধ। তবে মু'তাকিফের জন্য প্রয়োজনবশত পণ্য হাজির না করার শর্তে ইজাব-কবুলেরও অনুমতি রয়েছে।

কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি পণ্য হাজির করা না হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি তথা ইজাব-কবুল করা জায়েয।

কিন্তু শিরোনামের হাদীস দ্বারা এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। রেওয়ায়েতে শুধুমাত্র মাসআলা বর্ণনা করার আলোচনা রয়েছে।

ব্যাখ্যা:

قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ : এখানে قالت-এর فاعل সম্পর্কে দু'ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এর ফায়িল হলো عمرة ২. আর যদি হযরত আয়েশা ফায়িল হয় তাহলে التفات من الحاضر الى الغائب হবে।

হযরত বারিরা (রাযি.) এর স্বামীর নাম বিশুদ্ধ মতানুসারে মুগীস।

https://e-ilm.weebly.com/

تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا : হযরত বারীরা ছিলেন 'مكاتبة' দাসী। مكاتب ও مكاتبة এমন দাস-দাসীকে বলা হয় যে তার মালিকের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, এত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করলে আপনি আমাকে মুক্ত করে দিবেন, এবং মালিক তা কবুল করে নেয়। এ ধরনের চুক্তি বা লেনদেনকে مكاتبت বলা হয়। এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে বলা হয় بدل كتابت ; এখন ইচ্ছা করলে বদলে কিতাবাত এক সাথে আদায় করতে পারে অথবা নির্ধারিত মেয়াদে কিস্তিতে আদায় করতে পারে।

হযরত বারীরা তার মালিকের সাথে ৯ উকিয়া কিস্তিতে পরিশোধের চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এ অর্থ যোগানোর ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য তিনি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট এসেছিলেন। তখন তার যিম্মায় ৫ উকিয়া পরিশোধ করতে বাকি ছিল।

ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ : বুখারী শরীফের অধিকাংশ কপিতে এভাবে তাশদীদযোগেই রয়েছে। তখন এটি বাকে تفعيل-এর মাসদার تذكير হতে নির্গত হবে। যার অর্থ হলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এর উপর কেউ কেউ অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব হতে জানা ছিল না। কারণ, মুয়াত্তা মালিকের একটি রেওয়ায়েতে আছে فذكرت ذلك الخ তখন তো কোনো অভিযোগই নেই। কিন্তু বুখারী (রহ.)-এর রেওয়ায়েতের শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বর্ণনার পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু যখন হযরত আয়েশা অভিভাবকত্বের শর্ত শুনে বিষয়টি মুলতবি করে দিয়েছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছেন এবং হযরত আয়েশা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ : এর অর্থ এই নয় যে, যে শর্ত কিতাবুল্লায় নেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, অনেক শর্ত এমন রয়েছে যার আলোচনা কিতাবুল্লায় নেই– তা সত্ত্বেও তা জায়েয। যদি বলা হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা 'কিতাবুল্লার পরিপন্থি না হয়' তখনও সংশয় হবে যে, কিতাবুল্লার মধ্যে তো ولاء, বা অভিভাবকত্বের আলোচনাই নেই। সুতরাং এ শর্ত করা কিতাবুল্লার পরিপন্থি কিভাবে হবে?

জবাব: মূলতঃ كتاب الله দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شرع الله অর্থাৎ শরীয়ত। সুতরাং ليس في كتاب الله দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে শর্ত কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থি হবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বারীরার হাদীসের আরেকটি রেওয়ায়েত:

এ হাদীসের অপর একটি সনদে আছে, যখন হযরত আয়েশা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল যে, বারীরা এভাবে এসেছিল। (অর্থাৎ বদলে কিতাবাত পরিশোধের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য) এবং এই এই বলেছিল, কিন্তু তারা ولاء, তথা অভিভাবকত্বের শর্তারোপ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–اشترطي لهم والولاء فإن الولاء لمن أعتق

এতে একটি সংশয় এই হয় যে, যখন অভিভাবকত্বের শর্ত কিতাবুল্লাহর পরিপন্থি, তারপরও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযি.)-কে কিভাবে অনুমতি দিলেন? তাছাড়া এতে কেমন যেন অঙ্গিকার করে তা ভঙ্গের শিক্ষা রয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শ দিলেন যে, হ্যাঁ শর্ত করে নাও, অথচ তা পূর্ণ করা হবে না।

জবাব: এর উত্তরে সংক্ষিপ্ত কথা এতটুকু স্মরণ রাখা চাই যে, اشترطي অর্থ 'শর্ত কর' এই নয়; বরং এর অর্থ হলো শর্ত করতে দাও, তাদের এমন একশ শর্তও কাজে আসবে না। কারণ–فإن الولاء لمن أعتق

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ: [৩১১] : মসজিদে লেন-দেনের তাগাদা করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৪২] : হযরত কা'ব (রাযি.) একবার মসজিদের মধ্যে ইবনে হাদরাদের কাছে তার পাওনা অর্থ চাইলেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে খুব উচ্চবাচ্য হলো। এমনকি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে তাদের শব্দ শুনে ঘরের পর্দা সরিয়ে বাইরে চলে এলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন, হে কা'ব! তোমার ঋণ কিছু ছেড়ে দাও এবং হাত দিয়ে ইশারা করলেন অর্ধেক। কা'ব বললো, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাই করলাম। তিনি ইবনে আবি হাদরাদকে বললেন, যাও অবশিষ্ট ঋণ আদায় করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا -অংশের সাথে। মূলতঃ শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র এক অংশের সাথে মিল রয়েছে। অর্থাৎ ঋণের তাগাদার আলোচনা রয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ তথা ঋণগ্রহীতার পিছু নেওয়ার আলোচনা এতে নেই। কিন্তু বুখারী (রহ.)-এর كتاب الصلح এর باب الملازمة (পৃ. ৩২৭)-তে এর আলোচনা রয়েছে। সেখানে আছে-فلقيه فلزمه সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাব অনুযায়ী দ্বিতীয় অংশের জন্য ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ৬৭-৬৮, ৩২৬, ৩২৭, ৩৭৩, ৩৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, মসজিদে ঋণ বা লেনদেন ইত্যাদির তাগাদা করা এবং ঋণগ্রহিতার পিছু নেওয়া জায়েয আছে। এ শিরোনাম কায়েমের প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, ইবনে মাজায় একটি মারফূ' হাদীস রয়েছে–

جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم الخ

ইমাম বুখারী এ শিরোনাম করে বলে দিলেন যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জায়েয হবে। বিশেষতঃ যখন মসজিদের বাইরে ঋণগ্রহীতার সাথে সাক্ষাৎ না হয়।

بَاب كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

পরিচ্ছেদ: [৩১২] : মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া এবং নেকড়া ও ময়লা-আবর্জনা কুড়ানো সম্পর্কে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৪৩] : আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, একজন হাবশী পুরুষ বা নারী মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা কেনো আমাকে খবর দাওনি? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তিনি তার কবরের কাছে গিয়ে নামায (জানাযা) আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া এবং সকল প্রকার ময়লা-আবর্জনা থেকে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ফযিলত বর্ণনা করা। আল্লামা আইনী ইবনে বাত্তাল হতে বর্ণনা করেন যে, এতে মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ اي يكنسه -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫ ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

أَنَّ رَجُلاً : এ রেওয়ায়েতে সন্দেহের সাথে ,ا-এর ব্যবহার রয়েছে। এ সন্দেহটি হয়েছে ছাবিত বুনানী অথবা আবু রাফে' তাবেয়ী হতে। কাস্তাল্লানী বলেন, ছাবিত হতেই হয়েছে। কারণ, এক বাব পরে এই রেওয়ায়েতটিই আসছে, সেখানে আবু রাফে' এর শব্দ হলো- ,لا اراه الا امرأة যা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে মহিলাই ছিল, যার নাম হলো খিরকা এবং কুনিয়াত হলো উম্মে মিহজান।

কবরের উপর জানাযা নামায পড়া: কবরের উপর জানাযার নামায পড়া যাবে কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম মালেক (রহ.) বলেন-لا يصلي علي القبر কবরের উপর জানাযা পড়া যাবে না।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন-لا يصلي علي القبر الا الولي فقط اذا فاتته الصلوة علي الجنازة অর্থাৎ যদি জানাযার নামায হয়ে যায় তাহলে কবরের উপর জানাযা নামায পড়া যাবে না; কিন্তু অভিভাবক দূরে থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে যদি নামাযে অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে সে কবরের উপর পড়তে পারবে। অথবা যদি মৃত ব্যক্তিকে জানাযাবিহীন দাফন করা হয়ে থাকে তাহলেও পারবে। (লাশ পঁচে-গলে যাওয়ার পূর্বে)

৩. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও দাউদে জাহেরী (রহ.)-এর মতে - يصلي علي القبر من فاتته الصلوة علي الجنازة যারা জানাযা নামায পায়নি তারা কবরের উপর পুনরায় জানাযা পড়তে পারবে।

হানাফীদের পক্ষ হতে জবাব:

উম্মে মিহজানের জানাযা নামায হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়েছিলেন তার কারণ নিম্নরূপ-

১. এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে-

ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة علي اهلها وان الله ينورها لهم بصلوتي عليهم

(কবরের উপর নামায পড়ার পর তিনি বলেন) এ কবরগুলি কবরবাসীদের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; আমার নামায পড়া দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদের জন্য তা আলোকজ্জ্বল করে দিয়েছেন।-মুসলিম খ. ১, পৃ. ৩১০

https://e-ilm.weebly.com/

এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট বুঝা গেল; সুতরাং এটা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সকল মুসলমানের অভিভাবক। সুতরাং তিনি অভিভাবক হিসেবে কবরের উপর নামায পড়েছেন।

بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

©পরিচ্ছেদ [৩১৩] : মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান সম্পাকে

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ. عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৪৪] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, সূরা বাকারার সূদ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে তা লোকজনকে পড়ে শুনালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ২৭৯, ২৯৭, ৬৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয় নিরসন করা। তা হলো মসজিদসমূহ নির্মিত হয়েছে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য। তার মধ্যে অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ হতে বিরত থাকা আবশ্যক। তাই সন্দেহ হতে পারে যে, মদ ও সুদের ন্যায় নিকৃষ্ট জিনিসের আলোচনাও মসজিদে করা যাবে না। এ নিকৃষ্ট জিনিসসমূহের নাম নেওয়াও মসজিদে আদব ও শিষ্টাচার পরিপন্থি।

ইমাম বুখারী (রহ.) এটা বলে দিলেন যে, এ জিনিসসমূহ নিঃসন্দেহে হারাম ও নিকৃষ্ট; কিন্তু তার হারাম হওয়ার মাসআলা বর্ণনা করা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন হয় যে, সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অনেক পূর্বে সূরা মায়েদার আয়াত অবতীর্ণ করে মদ হারাম করা হয়েছে। সুতরাং যখন মদ হারাম করা হয়েছে তখন থেকেই তো তার ব্যবসাও হারাম হয়েছে। তাহলে এখানে আবার- ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ "অতঃপর মদের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে" একথা উল্লেখ করার ফায়েদা কি?

জবাব: এর কয়েক উত্তর দেওয়া যেতে পারে-

১. হয়ত প্রথমে মদপান হারাম করা হয়েছে, আর এর ব্যবসা হারাম করা হয়েছে তারও পরে।

২. অথবা তাকিদ বুঝানো এবং নিকৃষ্টতার আধিক্য বুঝানোর জন্য এখানে তার উল্লেখ পুনরায় করা হয়েছে।

৩. অথবা হয়ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন লোক উপস্থিত হয়েছিলেন যারা ইতোপূর্বে মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ পাননি। তাই তাদেরকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এখানে বিষয়টির পুনরুল্লেখ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ يَخْدِمُهُ

পরিচ্ছেদ [৩১৪] : মসজিদের জন্য খাদেম নিয়োগ করা সম্পর্কে

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ

ইবনে আব্বাস (রাযি.) আয়াতে কারীমা نذرت لك ما في بطني محررا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন। محررا للمسجد يخدمه অর্থাৎ মসজিদের খেদমতের জন্য আজাদ করে দিব।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৪৫] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, একজন পুরুষ বা-নারী মসজিদ ঝাড়ু দিত। আমার মনে হয়, সে নারী ছিল। তারপর তিনি (আবু হুরাইরা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বর্ণনা করলেন যে, তিনি (রাসূল) তার কবরের ওপর নামায (জানাযা) আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ৬৬, ১৭৮, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, মসজিদের জন্য খাদেম নিয়োগ করা উচিত–যিনি মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবেন। তার বেতন মসজিদের সম্পদ অর্থাৎ ওয়াক্‌ফ সম্পদ হতে দিলেও তা জায়েয হবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) قال ابن عباس দ্বারা এটা প্রমাণ করে দিলেন যে, মসজিদের জন্য খাদেম নিয়োগ করা এটা প্রাচীন নিয়মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনো মুসলমান যদি নিজেকে মসজিদের খেদমতের জন্য পেশ করে দেয় তাহলে তা হবে অতি উত্তম বিষয়।

بَاب الْأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ: [৩১৫] : কয়েদী বা ঋণগ্রহীতাকে মসজিদে বেঁধে রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ {هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا

হাদীসের অনুবাদ [৪৪৬] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গত রাতে একটি অবাধ্য জ্বিন আমার কাছে আসে। অথবা এমন কোনো বাক্য তিনি বলেছেন। উদ্দেশ্য ছিল আমার নামায নষ্ট করা। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর জয়ী করেছেন। আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধতে চাইলাম। যাতে তোমরা তাকে সকালে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলাইমানের কথা

https://e-ilm.weebly.com/

মনে পড়লো। হে প্রভু! আমাকে এমন রাজত্ব দাও, আমার পর আর কেউ যার অধিকারী হবে না। বর্ণনাকারী রাওহা বলেন, তারপর তিনি তাকে অপমানিত করে ছেড়ে দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ১৬১, ৪৬৪, ৪৮৬-৪৮৭ ৭১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, কয়েদী বা ঋণ গ্রহীতাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা জায়েয আছে। কয়েদীকে বেঁধে রাখার বিষয়টি রেওয়ায়েতে স্পষ্ট রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শয়তানকে কয়েদ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যেমন হাদীসে রয়েছে-فامكنني الله منه فاردت ان اربطه

কিন্তু ঋণ গ্রহীতাকে বাঁধার প্রমাণ রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় না। আল্লামা কিরমানী বলেন- قلت بالقياس علي الاسير অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতাকে কয়েদীর উপর কিয়াস করেছেন। কারণ, হক ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান।

ব্যাখ্যা :

عِفْرِيتًا : অবাধ্য দৈত্য; নিকৃষ্ট ও কষ্টদায়ক জিন।

تَفَلَّتَ : অর্থাৎ تعرض لي فلتة আকস্মিক আমার সামনে এসে গেল। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, জিনদের অস্তিত্ব আছে, এটিই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা।

فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ : আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে বেঁধে রাখব। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানকে দেখেছিলেন। অথচ কুরআনে রয়েছে-انه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم (اعراف) যা এর সাথে সাংঘর্ষিক।

সমাধান: মূলতঃ গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, কুরআনের বাক্যটি হলো সাধারণ/শর্তমুক্ত, এটা সর্বদার জন্য নয়। অর্থাৎ অধিকাংশ সময় এমন হয় যে জিনরা আমাদেরকে দেখতে পায়; কিন্তু আমরা জিনদেরকে দেখতে পাই না। এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, কোনো মানুষকে কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে দেখতে পারে না। সুতরাং আয়াত দ্বারা জিনদেরকে দেখার পূর্ণরূপে নফী প্রমাণ করা সংকীর্ণদৃষ্টির পরিচয়। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, সাধারণতঃ ও অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, মানুষ জিনদেরকে দেখতে পায় না, এবং জিনরা মানুষদেরকে দেখতে পায়।

প্রশ্ন: জিন হোক বা শয়তান তারা মানুষের ন্যায় মাটির তৈরি নয়; বরং তারা হলো সূক্ষ্ম; তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিভাবে বেঁধে রাখতেন?

জবাব: জিন বা শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা তাদের আসল আকৃতি বাদ দিয়ে মানুষ, প্রাণী, সাপ, বিচ্ছু, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদির আকৃতি ধারণ করতে পারে। সুতরাং যখন তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে তখন মানুষের আকৃতি তাদের মধ্যে এসে যায়। প্রবাদ রয়েছে- من تزيا بزي شئ يأخذ حكمه তাহলে তাকে বাঁধার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। আর যদি عفريت তার আসল সূরতে আসে, তাহলে সেই আকৃতিতে দেখা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য হবে। অন্যরা কেউ এ আকৃতিতে দেখতে পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبْطِ الْأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩১৬] : ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা প্রসঙ্গে

وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

হযরত শুরাইহ (রহ.) ঋণ গ্রহীতাকে মসজিদে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিতেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৪৭] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে কতক অশ্বারোহীকে নজদের দিকে প্রেরণ করেন। তারা হানিফা গোত্রের ছুমামা ইবনে উছাল নামক একজন লোককে ধরে আনলো। লোকেরা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেন। তিনি বললেন, ছুমামাকে ছেড়ে দাও। ছাড়া পেয়ে সে মসজিদের কাছেই একটি খেজুর গাছের দিকে গেল। তারপর গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। ১. اغتسال الكافر اذا اسلم ২. ربط الاسير সুতরাং প্রথম অংশের সাথে মিল হলো- فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ-অংশের সাথে। কারণ, ছুমামা (রাযি.) এ গোসল ইসলামগ্রহণের জন্যই করেছিলেন। আর দ্বিতীয় অংশের সাথে মিল হলো فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ-অংশের সাথে।

কোনো কোনো কপিতে এখানে باب بلا ترجمة শিরোনামহীন পরিচ্ছেদ রয়েছে-আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এটিই সঠিক। তখন এটি পূর্বের বাবের فصلসদৃশ হবে। তখন আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। আবার কোনো কপিতে-باب الاغتسال اذا اسلم রয়েছে। তখনও শিরোনাম বারংবারের অভিযোগ উত্থাপিত হবে না।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ৬৭, ৩২৬-৩২৭, ৬২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কয়েদীকে মসজিদে বেঁধে রাখার বৈধতা প্রমাণ করা; যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিয়মতান্ত্রিক জেলখানা ছিল না, তাই মসজিদেই আসামীদেরকে বন্দী করা হতো।

অথবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করার বিধান প্রমাণ করা, আর কয়েদীকে বেঁধে রাখার বিষয়টি আনুসাঙ্গিকভাবে এনেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَامَةَ بْنِ أُثَال : ছুমামা ইবনে উছাল (রাযি.)-এর ঘটনা

৬ হিজরির মুহাররম মাসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদ অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা বনু হানীফা গোত্রের নেতা ছুমামা বিন উছালকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদের নিকট একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলেন।

(যেন মুসলমানদের নামায এবং আল্লাহর দরবারে বিনয় প্রদর্শনের দৃশ্য দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং তাদের আমল দেখে পরকালের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, ছুমামা! তোমার কি ধারণা? অর্থাৎ আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? ছুমামা বললো, আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন হত্যাযোগ্য লোককেই হত্যা করবেন। আর যদি ছেড়ে দেন তাহলে তা হবে একজন কৃতজ্ঞের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন। আর যদি সম্পদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বলুন, এক্ষনিই তা এনে হাজির করব।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উত্তর শুনে নীরবে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। দ্বিতীয় দিনও এমন প্রশ্নোত্তর হল। তৃতীয় দিনও এমন হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ছুমামা! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলে তার বাঁধন খোলার ব্যবস্থা করলেন।

ছুমামা মুক্তি পেয়ে সাথে সাথে মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করলেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে পড়তে লাগলেন–

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহর কসম, ইতোপূর্বে আপনার চেহারার প্রতি আমার যে পরিমাণ ঘৃণা ছিল, এত বেশি আর কারো প্রতি ছিল না। আর আজকে আপনার আলোকোজ্জ্বল চেহারার প্রতি আমার যে পরিমাণ ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে এতটা আর কারো চেহারার প্রতি নেই। এবং এর পূর্বে আপনার দীন অপেক্ষা আমার নিকট অন্য কোনো দীনের প্রতি আমার এত অধিক বিদ্বেষ ছিল না। অথচ আজ আপনার দীনই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও সম্মানিত দীন।

হে আল্লাহর রাসূল! আমি ওমরা পালন করতে যাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় আপনার লোকেরা আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি ওমরা করে নিব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং ওমরা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ছুমামা (রাযি.) মক্কা গেলে কুরাইশরা বলল, তুমি صَابِئ ধর্মত্যাগী হয়ে গেছো। ছুমামা বললেন, কখনো নয়; বরং আমি তো মুসলামন হয়েছি। কেননা, কুফর ও শিরক কোনো দীন নয় এবং নিরর্থক ও বাজে ধারণা। হে মক্কাবাসী! শোন, এবার তোমরা একটি শস্যদানাও পাবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দিবেন। মক্কায় শস্য ইয়ামামা থেকেই আসত। ফলে তিনি নজদ পৌছে শস্য আটকে দিলেন। মক্কাবাসী ভীষণ উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হয়ে উঠল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করল, পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি লিখিয়ে ছুমামার নিকট পাঠালেন, শস্য আটকে রেখ না। এরপর রীতিমত শস্য আসতে শুরু হলো।

فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ : ইসলাম গ্রহণকালে গোসলের বিধান:

১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মতে গোসল করা ওয়াজিব। চাই ইসলামের পূর্বে গোসল ফরজ হয়ে থাক অথবা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করুক বা না করুক। সর্বাবস্থায় ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা ফরজ।

২. ইমামত্রয়ের মতে যদি গোসল ওয়াজিবকারী কোনো কিছু পাওয়া যায়- যেমন স্বপ্নদোষ, স্ত্রী-সঙ্গম এবং মহিলাদের জন্য হায়েয-নেফাস হতে পবিত্র হওয়া, তখন গোসল করা ফরজ। নতুবা মোস্তাহাব।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল ফরজ হয়ে থাকে এবং কুফরী অবস্থাতেই গোসল করে নেয়, তাহলে হানাফীদের নিকট গোসল গ্রহণযোগ্য হবে, পরবর্তীতে আর গোসল করতে হবে না। কারণ, তাদের মতে অজু ও গোসলের জন্য নিয়ত শর্ত নয়। পক্ষান্তরে শাফেয়ী প্রমুখের মতে অজু ও গোসলের জন্য নিয়ত শর্ত। তাই ইসলামগ্রহণের পর গোসল আবশ্যক। এবং কুফুরী অবস্থার গোসল গ্রহণযোগ্য হবে না।

بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

পরিচ্ছেদ [৩১৭] : মসজিদে অসুস্থ ইত্যাদির জন্য তাঁবু টানানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৪৮] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সাদের হাতের শিরায় আঘাত লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু নির্মাণ করালেন, যাতে কাছ থেকে সেবা করা যায়। মসজিদে বনু গিফারের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা বললো, হে তাঁবুবাসী! এটা আমাদের দিকে তোমাদের পক্ষ থেকে কি আসছে? হঠাৎ দেখা গেল সাদের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এতেই ইন্তেকাল করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَضَرَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ৫৫২ ও ৫৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, প্রয়োজনের সময় রোগী, মুসাফির ইত্যাদির জন্য মসজিদের এক প্রান্তে তাঁবু টানানো জায়েয আছে। বাহ্যত}ঃ এমনটা মনে হয় যে, মসজিদে রোগীদের জন্য তাঁবু টানানো জায়েয নেই। কারণ, রোগীদের কোনো ভরসা নেই, কখন কি হয়ে যায়। প্রস্রাব-পায়খানা নির্গত হয়ে যেতে পারে। অথচ মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস পেশ করে এ সংশয় দূরীভূত করে দিলেন, এবং প্রমাণ করে দিলেন যে, জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা:

أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : হিব্বান ইবনে আরিফা নামক কুরাইশ গোত্রের একজন লোক তাঁর দুই বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীরবিদ্ধ করেছিলো।

الاكحل: এটি বাহুর মধ্যবর্তীতে অবস্থিত একটি শিরার নাম। খলীল বলেন এটি হলো জীবন শিরা, কথিত আছে যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গে এর শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সুতরাং হাতের শাখাকে বলা হয় اكحل পিঠের শাখাকে বলা হয় ابهر। উরুর শাখাকে বলা হয় النسا এগুলি কেটে গেলে তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না, এবং সে মারা যায়। – ফতহুল বারী

https://e-ilm.weebly.com/

فَضَرَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ : কারো মতে এখানে মসজিদ দ্বারা ঐ মসজিদ উদ্দেশ্য যা বনু কুরাইযায় অবরোধকালীন নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়েছিল। তবে ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত সা'দ মসজিদে নববীতে অবস্থান করেছিলেন। বনু কুরাইযার সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কারো কারো মতে, এখানে অর্থগত মসজিদ তথা নামাযের স্থান উদ্দেশ্য। তখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিরোনাম প্রমাণ হবে না। আইনী (রহ.) বলেন প্রথম উক্তিটি অধিক বিশুদ্ধ।

فَمَاتَ فِيهَا : যখন তার মৃত্যু হয়, তখন জিবরাইল (আ.) রেশমী কাপড়ের পাগড়ি পরে এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে ঐ ব্যক্তি যার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে, এবং তার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছে? এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় হেচড়িয়ে দৌড়ে এলেন, এসে দেখলেন যে, সা'দ (রাযি.) ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর লাশ যখন বহন করা হচ্ছিল তখন সকলে তা হালকা মনে করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ছাড়াও অন্যরা তা বহন করছে। ইবনে আইয বলেন তার লাশ বহন করার জন্য এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করেছেন যারা এর পূর্বে কখনো দুনিয়াতে আগমন করেননি।

بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

পরিচ্ছেদ [৩১৮] : কোনো প্রয়োজন (রোগ ইত্যাদি)-র কারণে মসজিদে উট প্রবেশ করানো প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

হাদীসের অনুবাদ [৪৪৯] : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের অসুস্থতার অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তুমি উটে চড়ে লোকজনের পিছনে সওয়ারির উপর থেকে তাওয়াফ করো। আমি তাওয়াফ করলাম। এবং তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের একপ্রান্তে সূরা তুর পড়ে নামায আদায় করছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ২১৯, ২২১, ৭১৯-৭২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে অপরাগতার সময় মসজিদের ভিতরে উট প্রবেশ করানো জায়েয প্রমাণ করা। এর জন্য তিনি প্রথমে ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ইরশাদ পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের

https://e-ilm.weebly.com/

উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেছেন। অতঃপর এ উক্তিকে কিতাবুল মানাসিকে (হজ্জ অধ্যায়ে) পৃথক শিরোনাম باب المريض يطوف راكبا কায়েম করে ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এ হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন। (ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طاف بالبيت وهو علي بعيره الخ) [বুখারী, খ. ১, পৃ. ২২১] বুঝা গেল যে, এখানেও للعلة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রোগ-ব্যাধি। তাছাড়া এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি আবু দাউদের রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো–

عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف علي راحلته الخ

ব্যাখ্যা:

لِلْعِلَّةِ : সাধারণতঃ হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ علة দ্বারা রোগ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। যেমন বাবের হাদীসে উম্মে সালামা (রাযি.) অসুস্থ ছিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রোগের কারণেই সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেছেন। যেমন অন্য হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে। তবে علة দ্বারা অন্য কারণও হতে পারে।

ইমাম বুখারী (রহ.) উদ্দেশ্য প্রমাণের জন্য বাবের অধীনে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর হাদীস পেশ করেছেন যে, তিনি বিদায় হজের সময় রোগের কারণে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তখন তিনি তাঁকে সওয়ারীর উপর আরোহণ করে তওয়াফের অনুমতি দিয়েছেন।

এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) এটা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, যেহেতু বায়তুল্লাহ হলো মসজিদে হারামের মধ্যে। তাই সওয়ার হয়ে তার তাওয়াফ করা দ্বারা এটা প্রমাণ হলো যে, প্রয়োজনের কারণে মসজিদেও উট ইত্যাদি প্রবেশ করানো জায়েয হবে। তবে সেক্ষেত্রে এদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যেন মসজিদ অপবিত্র না হয়।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ [৩১৯] : (শিরোনামহীন)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৫০] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন সাহাবী অন্ধকার রাতে তার কাছে থেকে বের হয়ে যান। তাদের একজন ইবাদ ইবনে বিশর এবং আমার মনে হয় অন্যজন উসাইদ ইবনে হুযাইর ছিলেন। তাদের সাথে প্রদীপের মত দুটি আলো তাদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাদের বাড়ি পৌছা পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে একটি করে আলো ছিলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : এটি হলো শিরোনামহীন বাব। এ সম্পর্কে আল্লামা কাস্তাল্লানী (রহ.) বলেন–

১. এটি হলো كالفصل من الباب السابق তথা পূর্বের বাবের অনুচ্ছেদসদৃশ, যাকে অধীনস্থ অনুচ্ছেদ বলা হয়ে থাকে। কেননা এটি এক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ

https://e-ilm.weebly.com/

থেকে রাখে ভিন্নতা। তাই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ভিন্নতার দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে باب রাখা হয়েছে, আবার সামঞ্জস্যতার দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে শিরোনামের প্রয়োজনয়ীতা অনুভব করা হয়নি। তবে এখানে এ উদ্দেশ্য নেওয়া মুশকিল। কারণ এর অধীনে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী শিরোনামে বর্ণিত ادخال البعير-এর সাথে কোনো সম্পর্ক বুঝে আসছে না যে, তাকে كالفصل من الباب السابق বলা হবে। তবে ابواب المساجد-এর সাথে এ বাবকে সম্পৃক্ত করা যায়। তা এভাবে যে, পূর্বের বাবে ছিল ادخال البعير في المساجد আর এ বাবে اخراج السراج من المساجد للحاجة-এর আলোচনা রয়েছে। আর ادخال ও اخراج-এর মধ্যে সম্পৃক্ততা স্পষ্ট বিষয়।

২. ابواب المساجد-এর সাথে যোগসূত্র ও সামঞ্জস্যতা এভাবেও হতে পারে যে, উভয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মসজিদে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন। এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাতের অন্ধকার পর্যন্ত বসে থাকা এশার নামাযের অপেক্ষায় ছিল, তাই আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে বিশেষ নূর দান করা হয়েছিল। যা ছিল তাদের কারামত বা অলৌকিকতা আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তা ছিল মু'জিযা।

৩. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মসজিদে কথা বলার বৈধতা প্রমাণ করা।

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও কখনও শিরোনাম উল্লেখ না করে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই ও পরীক্ষা করতে চান। তারা যেন নিজেদের পক্ষ হতে হাদীসের উপযুক্ত শিরোনাম কায়েম করে নেয়। তখন শিরোনাম হতে পারে- فضل المشي الي المسجد في الليلة المظلمة অর্থাৎ মসজিদ হলো নূর অর্জনের মাধ্যম। যেন এ হাদীস দ্বারা বুরাইদার হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত হবে-

بشر المشائين في الظلم الي المساجد بالنور التام يوم القيامة

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ৫১৪ ও ৫৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩২০] : মসজিদের মধ্যে জানালা ও রাস্তা রাখার বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ

হাদীসের অনুবাদ [৪৫১] : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তার একজন বান্দাকে দুনিয়ার সকল নিয়ামত ও

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর কাছে যা আছে দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। আর সে আল্লাহর কাছে যা আছে সেটি গ্রহণ করেছে। এ কথা শুনে আবু বকর কাঁদলেন। আমি মনে মনে বললাম, এ বৃদ্ধটি কাঁদে কোনো? যদি আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে দুনিয়ার সকল নিয়ামত ও আল্লাহর কাছে যা আছে, এ দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়ে থাকেন এবং সে মহান আল্লাহর কাছে যা আছে তা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এতে কাঁদার কি আছে? পরে বুঝলাম আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সেই বান্দাটি। আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তিনি বললেন, হে আবু বকর! কেঁদো না। নিশ্চয়ই সাহচর্য ও অর্থের দিক থেকে আবু বকর আমার প্রতি সব চেয়ে বেশি ইহসান করেছে। যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য আমাদের জন্য যথেষ্ট। (আজ থেকে) আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদের সব দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত "لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ"-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৭, ৫১৬, ৫৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا :

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুত্ব আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে ইসলামের পূর্ব হতেই ছিল, যা একটি সুপ্রসিদ্ধ এবং প্রাবাদতুল্য বিষয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি- إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ যার উজ্জ্বল প্রমাণ, যে সর্বাধিক জান ও মাল উৎসর্গকারী ও বন্ধুত্বের চরম নিষ্ঠা প্রদর্শনকারী আবুবকরই ছিলেন। তাহলে এর কি উদ্দেশ্য যে, যদি আমি কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম?

জবাব: خُلَّة এমন বন্ধুত্বকে বলা হয় যা অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে। যেমন মুতানাব্বির পংক্তি-

عذل العواذل حول قلبي التائه ** وهوي الأحِبَّة منه في سوداءه

আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় ভরপূর, সুতরাং তার মধ্যে অন্যের মহব্বতের স্থান কিভাবে হতে পারে?

এ কারণেই তো রাসূলুল্লাহ خليل الله এবং حبيب الله উভয়টিই ছিলেন। যেমন حبيب الله হওয়াটা দারেমী ইত্যাদির এক রেওয়ায়েতে আছে-ولا فخر ان حبيب الله আর خليل الله হওয়াটা মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে-

وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا আল্লাহ তোমাদের সাথীকে বন্ধু বানিয়েছেন। সুতরাং যখন خلة বিশেষতঃ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তাহলে সেখানে অন্যের স্থান সংকুলান হওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু এর চেয়ে নিম্নস্তরের হলো الاسلام اخوة [ইসলামি ভ্রাতৃত্ব] এবং الاسلام مودة [ইসলামি সম্প্রীতি] এর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ স্তরের হলেন আবু বকর (রাযি.)।

لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ : এ উক্তিটি যেহেতু মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার সময়ের ঘটনা, যাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতির জন্য বলেছিলেন- لا يؤمهم الا ابو بكر [আমার অবর্তমানে

https://e-ilm.weebly.com/

ইমামতির উপযুক্ত একমাত্র আবু বকর] এটি হলো ইমামতে সুগরা, যা বড় ইমামতের তথা খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ : আল্লামা খাত্তাবী ও ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন- في هذا الحديث اختصاص ظاهر لابي بكر وفيه اشارة قوية الي استحقاقه للخلافة الخ এ হাদীসে আবু বকর (রাযি.)-এর বিশেষত্ব স্পষ্ট, এবং আবু বকর (রাযি.)-এর খেলাফতের উপযুক্ততার প্রতি শক্তিশালী ইঙ্গিত রয়েছে। তেমনিভাবে ইবনে হিব্বান (রাযি.)ও এ হাদীস বর্ণনার পর বলেন-

في هذا الحديث دليل علي انه الخليفة بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) لانه حسم بقوله سدوا عَنِّي كل خوخة في المسجد اطماع الناس كلهم علي ان يكونوا خلفاء بعده

এ হাদীসে একথার দলীল রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর (রাযি.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত তথা খলিফা হবেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মসজিদে আবু বকর ব্যতীত সকলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক' এটা বলে সকলের খেলাফতের লালসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)ও বলেন যে, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এ বক্তব্যের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খেলাফতের জন্য দলীল একেবারেই স্পষ্ট।

إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ - কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে- إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ রয়েছে। সুতরাং উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সমাধান: সম্ভবতঃ প্রথমে উভয়ের কথা বলেছিলেন। পরবর্তিতে আলী (রাযি.)-এর দরজাও বন্ধের নির্দেশ দেন। তাই শেষ পর্যন্ত একমাত্র আবু বকর (রাযি.)-এর দরজা খোলা ছিল। কেননা, এটা বলেছিলেন মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হওয়ার সময়। এতেও আবু বকর (রাযি.)-এর খেলাফতের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল। - ওমদাতুল কারী, ফতহুল বারী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ

হাদীসের অনুবাদ [৪৫২] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তেকাল করেন সেই রোগের সময় একবার তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে বাইরে এলেন। আর মিম্বারের উপর বসে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, লোকদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফার চেয়ে নিজ জান ও মাল দ্বারা আমার উপর অধিক অনুগ্রহ করেছে। যদি আমি লোকজনদের মধ্যে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই উত্তম। (আজ থেকে) এই মসজিদে আবু বকরের দরজা ছাড়া সব দরজা বন্ধ করে দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ৫১৮, ৯৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন–

والظاهر ان مراد البخاري من وضع هذه الترجمة الاشارة الي جواز اتخاذ الخوخة والسر في المسجد لان حديث الباب يدل على ذالك

অর্থাৎ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মসজিদে এমন জানালা/দরজা রাখা জায়েয হবে, যা দ্বারা প্রয়োজনের সময় মসজিদে উপস্থিত হওয়া সহজ হয়। বিশেষতঃ আলেম-ওলামাদের জন্য। কারণ, সাধারণ লোকজনের তুলনায় তাদের অধিক প্রয়োজন হয়।

ব্যাখ্যা:

خَوْخَةٌ : জানালা; ভেন্টিলেটর, যা আজকের এওয়াজ ও বাতাস ইত্যাদি আসা-যাওয়ার জন্য রাখা হয়। অথবা বড় গেটের মধ্যে ছোট দরজা-পকেট গেট, যা দ্বারা প্রয়োজনের সময় আসা-যাওয়া করা যায়।

مَمَرٌّ : এটি مصدر ميمي ও হতে পারে, আবার مكان ممر ও হতে পারে– এবং এটিই اجرا; তাইতো আল্লামা আইনী এর অর্থ করেছেন– موضع المرور চলাচলের স্থান। এটা হলো خوخة-এর তাফসীর। যেহেতু خوخة বলা হয় জানালাকে, যা দ্বারা বাতাস আসা-যাওয়া করে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এর পরে ممر শব্দ এনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো এমন خوخة যা চলাচলের পথ, যা দ্বারা প্রয়োজনের সময় আসা-যাওয়া করা যায়।

بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩২১] : কা'বা শরীফ ও অন্যান্য মসজিদের দরজা বানানো এবং তা বন্ধ করার বর্ণনা প্রসঙ্গে

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী (রহ.)) বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুল মালিক বিন জুরাইজ হতে তিনি বলেন যে, ইবনে আবি মুলাইকা আমাকে বলেছেন যে, হে আব্দুল মালিক (এটা ইবনে জুরাইজের নাম) যদি তুমি ইবনে আব্বাসের মসজিদসমূহ এবং তার দরজাসমূহ দেখতে (তাহলে আশ্চর্যান্বিত হতে, অর্থাৎ সেগুলি ছিল খুবই মজবুত ও সুদৃঢ়) এ অনুবাদ হলো شرطية হওয়ার সূরতে। কিন্তু যদি لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ-এর لَو কে আকাঙ্ক্ষাবাচক ধরা হয় তখন আর ইবারত উহ্য মানা হয় না। ইবনে আবী মুলাইকা এটা তখন বলেছিলেন যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে মসজিদসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন যদি তুমি দেখতে!

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ قَالَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى

হাদীসের অনুবাদ [৪৫৩] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এসে ওসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি কা'বার দরজা খুলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন এবং বিলাল, উসামা ইবনে যায়েদ ও ওসমান ইবনে তালহা তার সাথে থাকলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর তারা বাইরে এলেন। ইবনে ওমর বলেন, আমি দ্রুত গেলাম এবং বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে নামায আদায় করেছেন। আমি বললাম, কোথায়? তিনি বললেন, দুই স্তম্ভের মাঝখানে। ইবনে ওমর আরও বলেন, তিনি কত রাকাআত নামায আদায় করেছিলেন। এ কথা আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ৬৭, ৭২, ১৫৬, ২১৭, ৪১৯, ৬১৪, ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মসজিদের মালামাল সংরক্ষণের জন্য অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে মসজিদের দরজা লাগানো ও তা বন্ধ করা জায়েয আছে। ইবনে বাত্তাল বলেন-واجب, اتخاذ الابواب للمساجد মসজিদসমূহে দরজা লাগানো আবশ্যক। -ওমদাতুল কারী

আর একথা স্পষ্ট যে, মসজিদের মালামাল চোর থেকে হেফাজত করা আবশ্যক। তাছাড়া যদি দরজা না থাকে তাহলে সকল প্রাণী, জীব-জন্তু, কুকুর ইত্যাদি তার মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে থাকবে। তাই মসজিদের সম্মানের চাহিদা এবং দাবীও এটাই যে, তাতে দরজা থাকবে, এবং নামাযের সময় তা খুলে দেওয়া হবে। আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপকহারে এর উপর লোকদের আমল চলে আসছে।

ব্যাখ্যা: মসজিদে দরজা লাগানো এবং তা তালাবদ্ধ করা বাহ্যতঃ উত্তম কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, মসজিদ তো নির্মাণ করা হয়েছে ইবাদত-বন্দেগী ও নামাযের জন্য। সুতরাং তা সর্বদা খোলা থাকাই সমীচিন বলে মনে হয়। সুতরাং তা তালাবদ্ধ করা, দরজা বন্ধ করে রাখা বাহ্যত মসজিদে গমনে বাধা প্রদানেরই নামান্তর। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মসজিদে গমনে বাধাপ্রদানের নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কুরআনের আয়াত-ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه (بقرة)

তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে আছে যে আল্লাহর মসজিদে এ কাজে বাধাপ্রদান করে যে, তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হবে। তেমনিভাবে অন্য এক আয়াতে রয়েছে-ارأيت الذي ينهي عبدًا اذا صلّى

মোটকথা, এ সমস্ত আয়াত দ্বারা বাহ্যত সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, মসজিদে প্রবেশে বাধাপ্রদান ও তার উপকরণ জুলুম হবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম গঠন করে বলে দিলেন যে, আয়াতের স্থান ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমনে বাধাপ্রদান করা। যা এখানে নেই। তাই মসজিদের মালামাল সংরক্ষণ ও প্রাণী, কুকুর ইত্যাদির যাতায়াতে বাধাপ্রদানের জন্য তা বন্ধ করাই শ্রেয়। তবে যদি কোথাও এ ধরনের সমস্যা ও আশঙ্কা না থাকে তাহলে তাতে তালা লাগানো ও দরজা বন্ধ করা আবশ্যক হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

পরিচ্ছেদ [৩২২] : মসজিদে মুশরিক প্রবেশ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৫৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদের দিকে কিছু সংখ্যক আশ্বারোহী পাঠালেন। তারা ছুমামা ইবনে উছাল নামে হানিফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এনে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কোনো মুশরিক বা অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয আছে। হানাফীদের প্রসিদ্ধ মতও এটিই। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় হানাফীদের সমর্থন করছেন। কেননা, ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো শর্ত উল্লেখ করেননি। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সাধারণ/নিঃশর্ত প্রবেশের প্রবক্তা।

ব্যাখ্যা:

ইমামগণের মতামত: এ মাসআলায় ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. হানাফীগণের মতে মসজিদে কাফের-মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে। তাদের দলীল বাবের হাদীস; তাছাড়া আল্লামা শাওকানী (রহ.) আরো একটি হাদীস দলীলস্বরূপ পেশ করেন। তা হলো– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ছাকীফ প্রতিনিধিদলকে মসজিদে অবস্থান করিয়েছিলেন।

২. ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না; তবে অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতও শাফেয়ীদের ন্যায়– মসজিদে হারামে কাফের-মুশরিকদের প্রবেশ নাজায়েয। আল্লামা কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, আমাদেরও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মাযহাব গ্রহণ করা উচিত। তাই আমাদের অনেক ফোকাহা এ কওলকে গ্রহণ করেছেন। (দুররে মুখতার)

জায়েয প্রবক্তাদের দলীল:

১. ইমাম বুখারী (রহ.) দলীল দিয়েছেন যে, হযরত ছুমামা বিন উছাল কাফের ছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বেঁধেছিলেন।

২. আল্লামা শাওকানী বনী ছাকীফ প্রতিনিধিদলের হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন যে, এরা মুশরিক ছিল, তা সত্তেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদে অবস্থান করিয়েছিলেন।

৩. আবু দাউদে যিমাম বিন ছা'লাবার ঘটনা দ্বারাও এ মাসআলার দলীল দিয়েছেন।

শাফেয়ী প্রমুখের দলীল: তাদের দলীল হলো কুরআনের আয়াত–

انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ মুশরিকরা সম্পূর্ণরূপে নাপাক, তাই এ বৎসরের পর থেকে তারা আর মসজিদে হারামের নিকটও যেতে পারবে না। এ আয়াতে দু'টি বিষয় রয়েছে। ১. মুশরিকরা নাপাক। ২. যার কারণে বিশেষতঃ মসজিদে হারামে তাদের প্রবেশ নিষেধ।

জবাব: আয়াতে নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আকিদাগত নাপাকী–শারীরীক নাপাকী উদ্দেশ্য নয়। যেমন বনী ছাকীফ প্রতিনিধিদল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন–

انه ليس علي الارض من انجاس الناس شئ انما انجاس الناس علي انفسهم

মানুষের বাতেনী নাপাকী পৃথিবীতে তার কোনো প্রভাব পড়বে না। তাদের নাপাকীর প্রভাব তো তাদের অন্তরের উপর পড়বে। (আহকামুল কুরআন খ. ৩, পৃ. ৮৮)

রইল মসজিদে হারামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা? তো তার উত্তর হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজ্জ ও তাওয়াফ হতে বাধা প্রদান করা। কিন্তু মসজিদের সম্মান ও সতর্কতার দাবী এটিই যে, মসজিদে হারামে তাদের প্রবেশের অনুমতি না হওয়া চাই। তাই এখনও সউদি সরকারের আমলেও এর উপর আমল রয়েছে।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩২৩] : মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ. فَجِئْتُهُ بِهِمَا. قَالَ مَنْ أَنْتُمَا ـ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالاَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا. تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৫৫] : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাযি.) বলেন, আমি একবার মসজিদে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারলো। তাকিয়ে দেখি ওমর ইবনে খাত্তাব। তিনি বললেন, যাও এবং এই দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে তার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কোন্ গোত্রের বা কোন্ এলাকার? তারা বললো, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, যদি তোমরা এই শহরের অধিবাসী হতে, তাহলে অবশ্য তেমাদেরকে শাস্তি দিতাম। কারণ তোমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ -অংশের সাথে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ. أَخْبَرَهُ أَنَّهُ. تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ. فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى " يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ. يَا كَعْبُ ". قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قُمْ فَاقْضِهِ ".

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৪৫৬] : হযরত কাব ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের কাছে তার পাওনা অর্থ চাওয়ায় তাদের কথাবার্তার শব্দ উচ্চ হলো। এমনকি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে তা শুনতে পেলেন। এরপর তিনি ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে এলেন এবং কা'বকে ডাক দিলেন। কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি হাত দিয়ে অর্ধেক ঋণ ক্ষমা করতে ইশারা করলেন, কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাই করলাম। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও বাকী ঋণ পরিশোধ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ৬৭, ৩২৬, ৩২৭, ৩৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন- اي هو مكروه ولا ينبغي ان يقع من المتقي (شرح تراجم)

অর্থাৎ মসজিদে উঁচু আওয়াজে কথা বলা মাকরূহ। এবং মুত্তাকীদের হতে এটা সংঘটিত না হওয়া চাই।

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো হুকুম লাগাননি। শুধুমাত্র উভয় ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণনা করে দিয়েছেন। প্রথম রেওয়ায়েত দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা মাকরূহ হওয়া স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। হযরত ওমর (রাযি.) উঁচু আওয়াজে কথা বলার কারণে শাস্তি দেওয়ার ধমক দিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত দ্বারা জায়েয হওয়া বুঝা যায়। কারণ, সেখানে ارتفعت اصواتكما সত্তেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কিছু বলেননি। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের পার্থক্য রয়েছে। এ কারণেই হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে বিনা প্রয়োজনে জোরে কথা বলা মাকরূহ। কিন্তু যদি দীন শিক্ষা-বিষয়ক কথা-বার্ত বা ওয়াজ-নসিহতের জন্য জোরে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে তা জায়েয হবে।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে প্রয়োজন হোক বা না হোক জোরে কথা বলা মাকরূহ।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) বলেন- والحديث الاول بحسب الظاهر موقوف الخ, অর্থাৎ বাবের প্রথম হাদীস বাহ্যতঃ মাওকূফ। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কথা উল্লিখিত নেই। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে এ রেওয়ায়েতটি মারফূ'। যেহেতু এতে মসজিদে নববীর কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এমন তিনশত হাদীস রয়েছে যাকে ইমাম বুখারী (রহ.) মারফূ' বলেন, অথচ ইমাম মুসলিম সেগুলিকে বলেন মওকূফ।

মোটকথা, মসজিদে নববীতে শোরগোল করা মাকরূহ। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আদব রক্ষা করা জরুরি, তেমনিভাবে তাঁর ইন্তেকালের পর যেখানে তিনি আরাম করেছেন, এখনও সেখানে নবীজীর আদব রক্ষার্থে মসজিদে নববীতে জোরে কথা বলা, হৈচৈ-শোরগোল করা মাকরূহ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْحَلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ [৩২৪] : মসজিদে হালকা বানিয়ে (গোল হয়ে) বসা ও এমনিতেই বসা সম্পর্কে আলোচনা, অর্থাৎ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সূরতই জায়েয।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ". وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [৪৫৭] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তিনি তখন মিম্বারের ওপর ছিলেন। তিনি বললেন, দুই রাকাআত, দুই রাকাআত। কিন্তু তোমাদের কারো সকাল হওয়ার আশঙ্কা হলে, আরো এক রাকাআত আদায় করবে। সেই রাকাআতটি তার নামাযকে বিতরে পরিণত করবে। ইবনে ওমর বলতেন, তোমরা রাতের শেষ নামাযকে বিতরের নামাযে পরিণত করো। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ -অংশের সাথে। এটা স্পষ্ট যে, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসা ছিলেন তখন হয়ত লোকেরা সকলে হালকা বানিয়ে গোল হয়ে বসেছিলেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৮, ১৩৫-১৩৬, ১৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى : রাতের নামায দুই দুই রাকাত করে।

নফল নামায দুই রাকাত করে পড়া উত্তম না চার রাকাত করে? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে নফল নামায সাধারণভাবে চার রাকাত করে পড়া উত্তম। দিনের নামায হোক বা রাতের নামায।

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর মতে নফল নামায শুধুমাত্র দুই রাকাত করে পড়তে হবে। রাতের বেলা এক সালামে চার রাকাত পড়া জায়েয নেই।

৩. সাহেবাইনের মতে দিনের নফল নামায এক সালামে চার রাকাত এবং রাতের নফল নামায এক সালামে দুই রাকাত করে পড়া উত্তম।

মোটকথা, ইমামত্রয় ও সাহেবাইন তথা জুমহূরের মত হলো এই যে, রাতের নফল দুই দুই রাকাত করে পড়া উত্তম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে চার রাকাত করে পড়া উত্তম। কিন্তু দুই দুই রাকাতের নিয়ত বাঁধা ইমাম আবু হানিফার নিকটও জায়েয আছে এবং রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি বাবের অধীনে বর্ণিত দুটি হাদীসে مثني مثني-এর স্পষ্টতা রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার দলীল হলো সহীহাইনে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীস-

يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي ثلاثا الخ

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত নামায পড়তেন, তোমরা সেগুলির সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না যে, তা কেমন ছিল। পুনরায় চার রাকাত পড়তেন, তোমরা সেগুলির সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না যে, তা কেমন ছিল। অতঃপর তিন রাকাত (বিতির) পড়তেন।

তাছাড়া কিয়াসের দাবীও এটিই। কারণ, চার রাকাতে তাহরীমা দীর্ঘ হওয়ার কারণে তাতে কষ্ট অধিক। আর মূলনীতি হলো- الاجر على قدر النصب, 'কষ্ট যত, ছওয়াব তত।'

জুমহূরের পক্ষ হতে এ উত্তর দেওয়া হয় যে, সহীহাইনের রেওয়ায়েতে আছে এ চার রাকাত তিনি দুই সালামে পড়তেন।

যা-হোক, ইমাম আবু হানিফার মতেও দুই দুই রাকাত করে পড়া জায়েয আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ ". قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

হাদীসের অনুবাদ [৪৫৮] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, রাতের নামায কিভাবে আদায় করতে হবে। তিনি বললেন, দুই রাকাআত, দুই রাকাআত। আর যদি সকাল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে আর এক রাকআত আদায় করবে। সেই রাকাআতটি তোমার বাকী নামাযকে বিতরে পরিণত করবে। আরেক বর্ণনায় এমন পাওয়া যায় যে, ইবনে ওমর বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে থাকাকালীন ডাক দিলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৮, ৬৮, ১৩৫, ১৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ".

হাদীসের অনুবাদ [৪৫৯] : হযরত আবু ওয়াকেদুল লাইসী (রাযি.) বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে অবস্থানের সময় তিনজন লোক এলো। তাদের দুইজন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলো এবং অন্যজন চলে গেলো। তাদের দুইজনের একজন বৃত্তের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান হওয়ায় সেখানে বসলো, অপরজন পিছনে বসলো এবং তৃতীয়জন চলে

https://e-ilm.weebly.com/

গেলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা শেষ করে বললেন, আমি কি তোমাদের তিনজনের অবস্থা বর্ণনা করবো না? একজন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলো। আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করলো। আল্লাহ তাকে লজ্জা করলেন। তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিলো। আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫-১৬ ও ৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: আল্লামা আইনী বলেন- يجوز ذلك خصوصا اذا كان لعلم او ذكر او قرأة قرآن এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মসজিদে হালকা বানিয়ে গোল হয়ে বসাও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জায়েয। উদাহরণত খোতবা শোনা, ওয়াজ-নসীহতের সময় তেমনিভাবে তা'লীমের জন্য হালকা বানিয়ে বসা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হালকা বানিয়ে বসার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন - نهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن التحلق قبل الصلوة يوم الجمعة অপর এক রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে হালকা বানিয়ে বসা দেখে বললেন-؟ مالي اراكم عزين কি হলো আমি তোমাদেরকে পৃথক পৃথক দেখছি কেন? এর দ্বারাও বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন হালকায় বসা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পছন্দ হয়নি; যার কারণে তিনি তার অপছন্দনীয়তার কথা জানিয়ে দিলেন। সুতরাং হাদীসদ্বয় পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে।

জবাব: ইমাম বুখারী (রহ.) পৃথক শিরোনাম গঠন করে জানিয়ে দিলেন যে, উভয় ধরনের রেওয়ায়েতের স্থান ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। জুমআর দিন জুমআর নামাযের পূর্বে হালকা বানিয়ে বসা তো এজন্য নিষিদ্ধ যে, জুমআর দিন বড় জমায়েত হয়, হালকা বানিয়ে বসার সূরতে কাতারবন্দী হয়ে বসার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

অথবা বলা যায় যে, মূল উদ্দেশ্য হলো বিনা প্রয়োজনে হালকা বানিয়ে বসা সঠিক নয়। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেমন তা'লীম, ওয়াজ শ্রবণ ইত্যাদির জন্য বসলে তার অনুমতি রয়েছে।

واما الاخر فاستحي فاستحي الله منه : দ্বিতীয় ব্যক্তি (ভিতরে প্রবেশ করার ব্যাপারে) লোকদেরকে লজ্জা করেছে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে লজ্জা করেছেন। এ বাক্যাটির ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের দু ধরনের উক্তি রয়েছে।

১. প্রথম ব্যক্তি মজলিসে জায়গা খালি দেখেছে, তাই সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গিয়ে সেখানে বসেছে। কিন্তু তার দ্বিতীয় সাথি লজ্জা করেছে যে, কিভাবে মানুষের ঘাড় টপকে সামনে যাবে, তাই সে মজলিসের শেষে বসে পড়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে লজ্জার প্রতিদান দেন এবং মজলিসে বসারও প্রতিদান দেন। এমতাবস্থায় এ দ্বিতীয় ব্যক্তির মর্যাদা প্রথম ব্যক্তির চেয়ে অধিক হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো তার মজলিসে বসার উদ্দেশ্য ছিল না, মনে চাচ্ছিল তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় মজলিস ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তার লজ্জা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলবেন? সাহাবীরা কি বলবেন? তাই সে লজ্জায় মজলিসে বসে পড়ল। এমতাবস্থায় এর মর্যাদা প্রথম ব্যক্তির চেয়ে কম হবে। কিন্তু

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তার এ বেপরোয়াভাবের ফলে আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তবে শর্ত হলো, তা বিনা ওযরে হতে হবে।

প্রশ্ন : এ হাদীসে فاستحيا الله ও فاعرض الله এ শব্দাবলীর ব্যবহার আল্লাহর জন্য কিভাবে সঠিক হতে পারে? কারণ আল্লাহ তা'আলা কি আশ্রয় গ্রহণ করেন? তিনি কি লজ্জা করেন?

উত্তর : এখানে صنعت مشاكلة হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আছে-ومكروا ومكر الله-এর মধ্যে হয়েছে। অর্থাৎ ملزوم বলে لازم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এ হাদীসে একটি শব্দ আছে فرجة যা ف বর্ণে যবর, পেশ উভয়ই পড়া যায়। তবে ف বর্ণে যবর অধিক বিশুদ্ধ না পেশ এ সম্বন্ধে ভাষাবিদ আবুল 'আলা-এর সংশয় ছিল। তখন ছিল জালিম বাদশাহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর শাসনামল। কোনো এক কারণে হাজ্জাজ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর হাজ্জাজ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া মানেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই তিনি হাজ্জাজের ভয়ে পালিয়ে পল্লীতে আশ্রয় নিয়ে বছরের পর বছর পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি একজন গ্রাম্য লোকের মুখে হাজ্জাজের মৃত্যুর আনন্দে একটি পংক্তি আবৃত্তি করতে শুনতে পেলেন। পংক্তিটি হলো-

رُبما تَكره النفوس من الدهر له فَرجة كحل العِقال

"কখনো মানুষ কালের দুর্বিষহ যাতনে পিষ্ট হতে থাকে; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে মুহূর্তেই তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে, যেমনিভাবে উট বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়ে যায়।" আবুল 'আলা বলেন, এটি শুনে আমি একত্রে দুটি আনন্দ অনুভব করলাম, একটি হলো হাজ্জাজের মৃত্যুর সংবাদ, অপরটি হলো গ্রাম্যলোকের মুখে উচ্চারিত فرجة এর ف বর্ণে যবর উচ্চারণ। কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলাম না যে, হাজ্জাজের মৃত্যু সংবাদ আমার নিকট অধিক আনন্দদায়ক না কি গ্রাম্য লোকটির মুখে শোনা পংক্তিটিতে 'ফারজাতুন' শব্দে ফা বর্ণে যবর উচ্চারণ, যার দ্বারা আমার শব্দটির তাহকীক হয়ে গেল যে, এটি ফা বর্ণে যবরই অধিক বিশুদ্ধ। মূলতঃ তিনি এ শব্দের তাহকীক হওয়াতেই অধিক আনন্দিত হয়েছিলেন। দেখুন! একটি শব্দের তাহকীক জানতে পারা একজন ভাষাবিদের নিকট নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার আনন্দের চেয়ে অধিক প্রফুল্লকর।

بَاب الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ (وَمَدِّ الرِّجْلِ)

পরিচ্ছেদ [৩২৫] : মসজিদে চিৎ হয়ে শোয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ. عَنْ عَمِّهِ. أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ. وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ.

হাদীসের অনুবাদ [৪৬০] : হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম (রাযি.) বলেন, তার চাচা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় দেখেন। বর্ণান্তরে ওমর ও ওসমানও এমন করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ. وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৮, ৮৮২ ও ৯৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) বলেন- ثبت في الباب جواز الامرين الاستلقاء ووضع الرجل علي الرجل ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে দুটি জিনিস প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ১. মসজিদে চিৎ হয়ে শয়ন করা। ২. পায়ের উপর পা দিয়ে শয়ন করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে চিৎ হয়ে শয়ন করা ও এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে শয়ন করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন একটি হাদীসে আছে- لا يستلق احدكم ثم يضع احدي رجليه علي الاخري তোমাদের কেউ যেন এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শয়ন না করে। তেমনিভাবে মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে- لا تضع احدي رجليك علي الاخري তাছাড়া এ অর্থের হাদীস আবু দাউদেও রয়েছে। সুতরাং বাবের হাদীসের সাথে এ হাদীসগুলির দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব নিরসনঃ

১. উভয় ধরনের হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র ও স্থান ভিন্ন। যদি সতর খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে নিষেধ হবে, আর যদি সতর খোলার কোনো আশংকা না থাকে, যেমন পায়জামা ইত্যাদি পরে বা কাপড় এত বড় যে, সতর খোলার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে জায়েয হবে।

২.কারো কারো মতে নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলি রহিত হয়ে গেছে। আল্লামা কিরমানী ইবনে বাত্তাল হতে বর্ণনা করেন যে-

كان البخاري ذهب الي ان حديث جابر منسوخ بهذا الحديث واستدل علي نسخه بعمل الخليفتين الخ

৩. কেউ কেউ বলেন, যদি একাকি নির্জনে শয়ন করে তবে জায়েয। আর মাহফিলে মজলিসে হলে নিষেধ।

بَاب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

পরিচ্ছেদ [৩২৬] : রাস্তায় মসজিদ নির্মাণ জায়েয আছে, তবে শর্ত হলো তাতে যেন মানুষের ক্ষতিসাধন না হয়।

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ

হযরত হাসান বসরী, আইউব সাখতিয়ানী এবং ইমাম মালেক (রহ.)-এরও এই মত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عَائِشَةَ. زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ. فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

হাদীসের অনুবাদ [৪৬১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি আমার পিতা-মাতাকে ইসলামের আনুগত্য করতে দেখেছি। এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বিকাল আমাদের বাসায় আসেননি। তারপর কি হলো, আবু বকর

https://e-ilm.weebly.com/

তার বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নামায ও কুরআন পড়তে লাগলেন। যেখানে মুশরিকদের ছেলেমেয়ে একত্রিত হয়ে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখতো। আবু বকর একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি কুরআন তিলাওয়াতের সময় না কেঁদে থাকতে পারতেন না। এই ঘটনা সম্ভ্রান্ত কুরাইশদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুললো। (তারা আশঙ্কা করলো, এ কারণে সকলে ইসলাম গ্রহণ না করে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَابْتَنَى مَسْجِدًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৮-৬৯, ২৮৭, ৩০৭, ৫৫২-৫৫৩, ৫৮৭, ৮৬৪, ৮৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মহাসড়ক যা কারো মালিকানায় না থাকে; বরং সকল জনগণের অধিকার তাতে সমান হয়, তাতে মসজিদ নির্মাণ জায়েয আছে, তবে শর্ত হলো তাতে যেন জনগণের ক্ষতিসাধন না হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন-মাফিক চলাচলের রাস্তা ছেড়ে মসজিদ নির্মাণ করলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম মালেক, হাসান বসরী ও আইউব সাখতিয়ানী (রহ.) হতেও এ বৈধতার কথা বর্ণিত আছে। আল্লামা আইনী ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) প্রমুখ লিখেছেন এটিই হলো জুমহূরের মত। কিন্তু যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.) এ তিনজনের অভিমত স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছেন তাই তিনি এ তিনজনের নাম ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ রবিআতুর রায় এতে দ্বিমত পোষণ করেন, তাই বলা হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে তার মত খণ্ডন করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ঘটনার সারমর্ম এই যে, হযরত আবু বকর (রাযি.) মক্কার মুশরিকদের কষ্টে অতীষ্ট হয়ে মক্কা থেতে হাবশায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা হতে বের হয়ে সবেমাত্র কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়ে গেল ইবনে দাগিনার সাথে। সে জিজ্ঞেস করল কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করেছে। ইবনে দাগিনা বললেন, হে আবু বকর! আপনি আমার সাথে মক্কায় চলেন, আমি আপনার নিরাপত্তা দিব। কারণ, আপনার ন্যায় ব্যক্তি থাকা প্রয়োজন রয়েছে। তাই ইবনে দাগিনা আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় চলে এলেন, এবং কুরাইশদের সম্মুখে আবু বকরের গুণাগুণ বর্ণনা করে ঘোষণা দিলেন যে, আমি আবু বকরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। কুরাইশরা তার কথা মেনে নিল। এবং আবু বকর (রাযি.)-এর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করার অঙ্গিকার করল। কিন্তু কুরাইশরা এ শর্ত জুড়ে দিল যে, আবু বকরকে বলে দাও সে যেন তার নিজ ঘরে বসেই ইবাদত-বন্দেগী করে। আবু বকর (রাযি.) কিছুদিন এভাবে আমল করলেন।

ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ : তারপর কি হলো, আবু বকর তার বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নামায ও কুরআন পড়তে লাগলেন। যেখানে মুশরিকদের ছেলেমেয়ে একত্রিত হয়ে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখতো। আবু বকর একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি কুরআন তিলাওয়াতের সময় না কেঁদে থাকতে পারতেন না। এই ঘটনা সম্ভ্রান্ত কুরাইশদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুললো। (তারা আশঙ্কা করলো, এ কারণে সকলে ইসলাম গ্রহণ না করে)।

বিস্তারিত কিতাবুল কাফালায় দ্রষ্টব্য

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

পরিচ্ছেদ [৩২৭] : বাজারের মসজিদে নামায পড়ার বিধান প্রসঙ্গে

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আওন ঘরের মসজিদে নামায আদায় করেছেন, যার দরজা বন্ধ করা হতো।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي - يَعْنِي عَلَيْهِ - الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ".

হাদীসের অনুবাদ [৪৬২] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জামা'আতের নামায ঘরের ও বাজারের নামাযের তুলনায় (সওয়াবের দিক থেকে) পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার অধিকারী। কারণ তোমাদের যে ব্যক্তি ভালোভাবে অযু করার পর একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে, তাকে নামাযের মধ্যে শামিল করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য তার অযু না ভাঙা পর্যন্ত দোয়া করে। ফিরিশ্তাগণ এই বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ তার প্রতি রহম করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৩, ৬৯, ৮৯, ৯০, ২৮৪-২৮৫, ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, বাজারের মসজিদে নামায আদায় করা জায়েয আছে। এ শিরোনাম গঠনের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য দেখা দিল যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, যেমন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) মুসনাদে বাযযারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন- شر البقاع اسواقها الخ অর্থাৎ বাজার হলো নিকৃষ্টতম স্থান। আর মসজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে- خير البقاع مساجدها আর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ।

আর একথা স্পষ্ট যে, বাজারে শোরগোল, হৈচৈ, প্রতারণা ও মিথ্যা কসম এত পরিমাণ হয়ে থাকে যে, তাকে শয়তানের নিবাস ও আড্ডাবাজির কেন্দ্র মনে করা উচিত। তাই একে شر البقاع বলা হয়েছে। এর দ্বারা কারো সংশয় হতে পারে যে, বাজারে মসজিদ নির্মাণ করা (অর্থাৎ নামাযের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা) জায়েয হবে না।

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম গঠন করে বলে দিলেন যে, নামায পড়াও জায়েয আছে। আর مسجد السوق বলে এটা বলে দিলেন যে, বাজারে নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ করাও জায়েয।

https://e-ilm.weebly.com/

এটা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আওনের আছর বর্ণনা করেছেন। যা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঘরের মসজিদে অর্থাৎ ঘরে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থান যদিও শরয়ী ও পারিভাষিক মসজিদ নয়; কিন্তু তা-সত্ত্বেও নামায পড়া জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ : এ বাক্যের সাথে বাহ্যতঃ শিরোনামের মিল নেই।

জবাব: ইমাম বুখারী (রহ.) বাজারের মসজিদকে কিয়াস করেছেন বাড়ির মসজিদের সাথে, যা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেমন ঘরের মসজিদ (নামাযের স্থান) নির্দিষ্ট থাকে, যাতে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকে, তথা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। তেমনিভাবে বাজারে নামাযের স্থানও নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং মুনাসাবাত স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রশ্ন: এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, জামাতে নামায পড়ার ছওয়াব একাকী নামায যা ঘরে বা বাজারে পড়া হয় তদপেক্ষা ২৫ গুণ অধিক পাওয়া যায়। কিন্তু এ বুখারীতেই ইবনে ওমর (রাযি.) হতে হর্ণিত হাদীস - ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال صلوة الجماعة تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة -এর সাথে বাহ্যতঃ দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ, এখানে ২৭ গুণের কথা বলা হয়েছে।

জবাব:

১. কম সংখ্যা অধিক সংখ্যাকে নফী করে না।

২. এ ছওয়াবের আধিক্য ও স্বল্পতা নামাযীর খুশু'-খুযু'র বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কারো ২৭ গুণ আবার কারো ২৫ গুণ হয়ে থাকে।

৩. الزائد اولي من الناقص

৪. স্বশব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামাযে ২৭ গুণ আর নিঃশব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামাযে ২৫ গুণ।

৫. বড় জামাতে ২৭ গুণ, আর ছোট জামাতে ২৫ গুণ।

بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

পরিচ্ছেদ [৩২৮] : মসজিদ ও মসজিদের বাইরে এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করানো।

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ

وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৬৩] : হযরত ইবনে ওমর অথবা ইবনে আমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুলগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দুই হাত একত্রিত করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

বর্ণনান্তরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর! যখন তুমি ময়লা-আবর্জনাসদৃশ তথা অসৎ ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? এরকম (অর্থাৎ) তিনি এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে প্রবেশ করিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত شَبَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: কোনো রেওয়ায়েতে تشبيك-এর নিষধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিযী এ বিষয়ে স্বতন্ত্র্য শিরোনাম কায়েম করে হযরত কা'ব বিন উজরা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন–

ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اذا توضأ احدكم فاحسن وضوئه ثم خرج عامدا الي المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلوة

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে অজু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হয় তাহলে সে যেন এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ না করায়। কেননা, সে নামাযের হুকুমে রয়েছে।

অপর হাদীসে আছে– اذا صلي احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, تشبيك জায়েয নেই।

দ্বন্দ্ব নিরসন: তাশবীক যদি নিরর্থক বা তামাশাচ্ছলে করে– চাই মসজিদের মধ্যে হোক বা মসজিদের বাইরে, তেমনিভাবে নামাযরত অবস্থায় হোক তা জায়েয হবে না। কেননা, এর দ্বারা অলসতা সৃষ্টি হয় এবং ঘুম আসতে থাকে। এ কারণে তার অনুমতি নেই।

পক্ষান্তরে যদি কোনো ভালো উদ্দেশ্যের জন্য হয়, যেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝানোর জন্য করে তাহলে তা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। এবং এ তাশবীক মসজিদ-গায়রে মসজিদ উভয় অবস্থাতেই জায়েয। কারণ তা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। فلا تعارض و لا اشكال

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

অনুবাদ: হযরত আবু মূসা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের জন্য ইমারত স্বরূপ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়ে একত্রিত করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৯, ৩৩১, ৮৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৬৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদেরকে যুহর বা আসরের কোনো এক নামায আদায় করালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরাইরা তার নাম বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা বলেন, তিনি আমাদেরকে দুই রাকায়াত আদায় করিয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর তিনি মসিজদে ফেলে রাখা একটি কাঠের কাছে গিয়ে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হল তিনি রাগান্বিত। সে সময় তিনি নিজের ডান হাত বাঁম হাতের ওপর রেখে একত্রিত করলেন এবং নিজের বাঁম হাতের তালু ডান দিকের গালে রাখলেন। অস্থির চিত্তের লোকজন মসজিদের দরজা দিয়ে বের হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, নামায কি কম করা হয়েছে। লোকজনের মধ্যে আবু বকর ও ওমর ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলেন। লোকজন মধ্যে দীর্ঘ হাতাওয়ালা একজন ছিলেন। তাকে যুল ইয়াদাইন (দীর্ঘ হাতওয়ালা) বলা হতো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভুলে গেছেন না নামায কম করা হয়েছে? তিনি বলেন, আমার ধারণা অনুযায়ী আমি ভুলে যাইনি এবং নামায কম করা হয়নি। তিনি লোকজনকে প্রশ্ন করলেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি ঠিক? লোকজন বললো, জী হ্যাঁ। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে ছুটে যাওয়া নামায সমাধা শেষ করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে তাকবীর বললেন। এরপর লোকজন ইবনে সীরীনকে প্রশ্ন করলো, তারপর কি তিনি সালাম ফিরিয়ে ছিলেন? তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন আমাকে জানিয়েছেন যে, তারপর তিনি সালাম ফিরিয়ে ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৯, ৯৯, ১৬৩, ১৬৪, ৮৯৪, ১০৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) বলেন- غرضه اثبات جواز ذلك الخ অর্থাৎ তাশবীকের বৈধতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। تشبيك বলা হয় এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করানো। ইমাম বুখারী (রহ.) এর বৈধতা বর্ণনা করতে চান। শায়খুল হিন্দ (রহ.)ও প্রায় একই কথা বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তিনি বলেন-الخ جنوح البخاري الي جوازه في غير الصلوة ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযের বাইরে তাশবীক করার বৈধতা বর্ণনা করা। - ফয়যুল বারী

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

নামাযের মধ্যে কথা বলার বিধান: এ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ-

১. হানাফীগণের মাযহাব এবং হাম্বলীগণের প্রাধান্য কওল হলো নামাযের মধ্যে কথা বলা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশতঃ, অল্প হোক বা বেশি, বিধান জানা অবস্থায় হোক বা না জানা অবস্থায় হোক, নামাযের ভুল সংশোধনের জন্য হোক বা অন্য কারণে হোক, সর্বাবস্থায় তা নাজায়েয এবং এর দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

২. শাফেয়ীগণ বলেন, কথা যদি ভুলক্রমে হয় এবং সংক্ষিপ্ত হয় তাহলে তা নামায ভঙ্গকারী হবে না।

৩. মালেকীগণের মতে অল্প কথা যদি নামায সংশোধনের জন্য হয় তাহলে তা জায়েয, এবং এর দ্বারা নামায ফাসেদ হবে না।

দলীল: শাফেয়ী ও মালেকীগণ যুল-ইয়াদাইনের এ হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম সকলেরই কথা বলা প্রমাণিত।

হানাফীগণ বলেন, যুল ইয়াদাইনের হাদীস ঐ যুগের জন্য যখন নামাযে কথা বলার অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে এ অনুমতি রহিত হয়ে যায়। যেমন হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাযি.)-এর হাদীসে রয়েছে-

قال كنا نتكلم في الصلوة يكلم الرجل صاحبه وهو الي جنبه في الصلوة حتي نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

হানাফীগণ বলেন নামাযে কথা বলার বিধান এ সমস্ত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

যা-হোক নামাযে কথা যদি ইচ্ছাকৃত এবং নামায সংশোধনের জন্য না হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা নামায ভঙ্গকারী।

بَاب الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ

পরিচ্ছেদ [৩২৯] : মদিনার (মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী) রাস্তায় অবস্থিত মসজিদসমূহের বর্ণনা

وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এবং ঐ সমস্ত স্থানসমূহের বর্ণনা যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৬৫] : হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি রাস্তায় কিছু জায়গা খুঁজে খুঁজে সেখানে নামায আদায় করতেন। তিনি বলতেন, তার পিতা এসব স্থানে নামায আদায় করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব স্থানে নামায আদায় করতে দেখেছেন। বর্ণনান্তরে, ইবনে ওমর এসব স্থানে নামায আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সালেমকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি নাফে'র বর্ণনার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। তবে রাওহার উচ্চস্থানে অবস্থিত মসজিদটি সম্পর্কে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৯-৭০, ২০৮, ৩১৪, ১০৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবের অধীনে মূলত দুটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সামনের দ্বিতীয় দীর্ঘ রেওয়ায়েতটিকে ইমাম বুখারী (রহ.) একই সনদে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি ৯টি হাদীসকে অন্তর্ভুক্তকারী। আল্লামা কাস্তাল্লানী এ হাদীসগুলিকে পৃথক পৃথক ৯টি অংশে বন্টন করেছেন। এবং প্রত্যেকটিতে নম্বর লাগিয়েছেন।

এ দীর্ঘ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ঐ সমস্ত স্থানসমূহের উল্লেখ করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ ও ওমরায় গমনকালে অবতরণ করেছিলেন, এবং যেখানে তিনি নামাযও পড়েছিলেন। এরকম স্থান সর্বমোট দশটি। আর যেখানে তিনি শুধুমাত্র অবতরণ করেছেন সেরকম স্থান ৭টি। সেই সাতটি স্থান হলো- ১. যুল-হুলায়ফা, ২. সারাফুর-রাওহা, ৩. রুয়াইছা, ৪. 'আরাজ, ৫. হারশা, ৬. মাররুয-যাহরান, ৭. যূ-তুওয়া।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلَا عَلَى الأُكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ يُصَلِّي فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي فِيهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৬৬] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাহ বা হজের সময় যুল হুলাইফার যেখানে এখন মসজিদ আছে সেখানে একটি বাবলা গাছের নীচে নামতেন। আর জিহাদ থেকে ফিরার সময় উক্ত রাস্তায় অবস্থানকালে অথবা হজ ও উমরাহ থেকে ফিরে আসার সময় উপত্যকার মধ্যভাগে নামতেন। তারপর উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে উপরের দিকে আসার সময় উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে বাতহা নামক স্থানে উট বাঁধতেন এবং ভোর পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এ স্থানটি পাথর নির্মিত মসজিদ অথবা টিলার ওপর নির্মিত মসজিদের কাছে নয়। সেখানে একটি ঝর্ণা ছিলো। তার পাশে আব্দুল্লাহ নামায আদায় করতেন। তার অভ্যন্তরে কতগুলো বালুর স্তূপ ছিল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামায আদায় করতেন। তারপর সেখানে বাতহার দিক থেকে স্রোত প্রবাহিত হয়ে আসে। এমন কি আব্দুল্লাহ যেখানে নামায আদায় করতেন, সে স্থানটি নিমজ্জিত করে ফেলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭০, ২০৭, ২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় বাবলা গাছের নিচে অবতরণ করেছিলেন। যুল-হুলায়ফা হলো মদিনার প্রসিদ্ধ মীকাতের নাম– وهو من المدينة علي اربعة اميال তা মদিনা হতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আজকাল যাকে বিরে আলী বলা হয়।

سَمُرَةٍ : বাবলা গাছ।

الْبَطْحَاءِ : এমন প্রশস্ত নালা যেখানে পানি প্রবাহের কারণে কঙ্কর জমা হয়ে যায়।

الشَّرْقِيَّةِ : এটি হলো বাতহার সিফত। অর্থাৎ বাতহার দুটি প্রান্ত, ১. شرقية ২. غربية ; অথবা এটি হলো وادي-এর সিফত।

فَعَرَّسَ : تعريس অর্থ হলো মুসাফির শেষ রাতে ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য অবতরণ করা।

لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্রামের স্থান ঐ মসজিদের নিকট ছিল না, যা পাথর দ্বারা তৈরি, আর নাতো ঐ টিলার উপর; বরং বাতহার পূর্ব প্রান্তে তিনি অবস্থান করতেন।

ثَمَّ : এটি ث বর্ণে যবরযোগে। যা هناك অর্থে ব্যবহৃত।

خَلِيجٌ : উপসাগর, সমুদ্র বা বড় নদি হতে বের হওয়া নালা।

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৬৭] : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর নাফে'কে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ছোট মসজিদে নামায আদায় করেছিলেন, যেটি তার কাছে রাওহার উচ্চভূমিতে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানে নামায আদায় করেছিলেন, আব্দুল্লাহ তা জানতেন। তিনি বলতেন সেটি তোমার ডান দিকে, যখন তুমি মসজিদে নামায আদায়ের জন্য দাঁড়াবে। আর এই মসজিদটি রাস্তার দক্ষিণ দিকে তোমার মক্কা যাওয়ার পথে পড়ে। তার ও জামে মসজিদের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব যে, এক মসজিদ থেকে পাথর নিক্ষেপ করলে অপর মসজিদে গিয়ে পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লিখিত يعلم المكان الذى صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم অংশের সাথে।

ব্যাখ্যা: এখান থেকে দ্বিতীয় মঞ্জিলের আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় মঞ্জিল হলো শারাফুর রাওহা।

شَرَفُ الرَّوْحَاءِ : শারাফুর রাওহা হলো যা মদিনা হতে দু'রাতের অর্থাৎ দু'দিনের সফরের দূরত্বে অবস্থিত। এ দ্বিতীয় মঞ্জিলে দুটি মসজিদের কথা উল্লেখ রয়েছে। একটি ছোট মসজিদ, যা শারাফুর রাওহার বড় মসজিদের নিকট অবস্থিত। এ উভয় মসজিদের মাঝে এতটুকু দূরত্ব যে, যদি এক মসজিদ হতে একটি পাথর ছুড়ে মারা হয় তাহলে অপর মসজিদে গিয়ে পড়বে।

https://e-il...m.weebly.com/

মোটকথা, মক্কায় যাওয়ার পথে রাস্তায় তিনটি মসজিদ ও দুটি মঞ্জিলের বর্ণনা হয়েছে। এক মঞ্জিল হলো যুল-হুলায়ফা, দ্বিতীয়টি হলো রাওহা।

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৬৮] : ইবনে ওমর রাওহার শেষপ্রান্তে অবস্থিত সেই ছোট পাহাড়টির কাছে নামায আদায় করতেন, যার প্রান্ত শেষ হয়েছে রাস্তার পাশে। সেই মসজিদটির কাছে যেটা তোমার মক্কা যাওয়ার পথে ঐ পাহাড় ও মোড়ের মাঝখানে পড়ে। সেখানে আর একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাতে নামায আদায় করতেন না। বরং সেটাকে তিনি পিছনে বাঁম দিকে রাখতেন। তিনি ঐ মসজিদটির সম্মুখ ভাগ অতিক্রম করে পাহাড়টি সামনে রেখে নামায আদায় করতেন। আব্দুল্লাহ রাওহা থেকে সকালে রওয়ানা হয়ে এখানে না আসা পর্যন্ত যুহরের নামায আদায় করতেন না। সেখানে এসেই যুহর নামায আদায় করতেন। আর মক্কা থেকে আসার পথে ভোরের এক ঘণ্টা আগে বা রাতের শেষ ভাগে ঐ পথ দিয়ে যেতেন এবং সেখানে নেমে ফজরের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

ব্যাখ্যা:

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর নিয়ম ছিল যখন তিনি রাওহা থেকে চলতেন তখন তিনি সেখানে নামায পড়তেন না; বরং রাওহার শেষ প্রান্তে গিয়ে নামায পড়তেন। আর যখন তিনি মক্কা হতে মদিনা প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে সেখানে রাত অতিবাহিত করতেন। অতঃপর ফজরের নামায পড়ে সেখান থেকে রওয়ানা হতেন।

الْعِرْقِ : ছোট পাহাড়; টিলা; অথবা عِرْقُ الظَّبْيَةِ নামক একটি উপত্যকার নাম, যা রাওহার মোড়ে অবস্থিত, যেখানে রাওহার স্থান শেষ।

مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ : অর্থাৎ রাওহার শেষাংশ।

حَافَةِ : কিনারা; প্রান্ত।

دُونَ : নিকটবর্তী; নিচে।

عَرَّسَ : বিশ্রামগ্রহণের জন্য এখানে শেষরাতে অবতরণ করতেন, এবং এখানেই ফজরের নামায পড়তেন।

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ

হাদীসের অনুবাদ [৪৬৯] : আব্দুল্লাহ আরো বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুআইসার কাছে রাস্তার ডান দিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটি বিরাট গাছের নীচে নামতেন এবং

https://e-ilm.weebly.com/

রুআইসার ডাকঘরের দুই মাইল নিচের দিকে অবস্থিত টিলার পাশ দিয়ে তিনি বের হয়ে যেতেন। গাছটির ওপরের অংশ বর্তমানে ভেঙে গিয়ে তার ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু গাছটি তারপরও তার কান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গোড়ায় বালির অনেকগুলো ঢিবি রয়েছে।

ব্যাখ্যা: এখান থেকে তৃতীয় মঞ্জিল রুয়াইছার আলোচনা চলছে। এটি একটি বড় জনপদ, যা মদিনা মুনাওয়ারা হতে ১৭ ফরসখ অর্থাৎ ৫১ মাইল এবং রাওহা হতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুয়াইছায় একটি বড় গাছের নিচে অবতরণ করতেন, সম্ভবতঃ এ গাছের নিচে তিনি নামাযও পড়তেন। এ গাছটি রাস্তার ডানদিকে এবং সামনে ছিল। (অর্থাৎ রাস্তা পূরাপূরি সোজা ছিল না; বরং এমন ছিল যে, ডানদিকে হওয়াসত্ত্বেও মনে হতো যেন তা সামনে।) যা-হোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টিলা অতিক্রম করার সময় বড় গাছের নিচে অবতরণ করতেন এবং সেখানে নামায পড়তেন।

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭০] : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আরও বর্ণনা করেছেন মালভূমির দিকে যাওয়ার পথে আরাজ পার হয়ে সে টিলাটি রযেছে, তার শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছিলেন। সেই মসজিদটির কাছে দু-তিনটি কবর রয়েছে। এবং করবগুলোর ওপর পাথরের স্তূপ রয়েছে। সেগুলো রাস্তার ডান দিকে রাস্তার পাশে সালামা গাছগুলোর কাছে অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য যখন গড়িয়ে পড়তো, তখন আব্দুল্লাহ আরজের দিক থেকে ঐ গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতেন এবং মসজিদে যুহরের নামায আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা: এটি চতুর্থ মঞ্জিল عَرْج-এর আলোচনা। এটিও একটি বড় জনপদ। যা মদিনা ও মক্কার রাস্তায় অবস্থিত। এবং রাওহা ও আরাজের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ১৪ মাইল।

سَلِمَاتِ : এটি سلمة-এর বহুবচন; অর্থ পাথর।

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭১] : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আরও বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশার অদূরে নিম্ন ভূমিতে রাস্তার বাঁম দিকে বৃক্ষরাজির কাছে নামতেন। ঐ নিম্নভূমিটি হারশ প্রান্ত সংলগ্ন এবং সেটার ও রাস্তার মধ্যে এক তীর নিক্ষেপের ব্যবধান। এ গাছগুলোর মধ্যে যে গাছটি রাস্তার সবচেয়ে কাছে ছিল, আব্দুল্লাহ তার দিকে মুখ করে নমায আদায় করেন। সেটি ছিল সবচেয়ে লম্বা।

ব্যাখ্যা: এটি চতুর্থ মঞ্জিল হারশা-এর বিবরণ।

هَرْشَى : এ হারশা হলো একটি পাহাড়, যা মক্কার রাস্তায় এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে সিরিয়া ও মদিনার রাস্তা মিলিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

السَّرَحَاتِ : এটি سرحة-এর বহুবচন। অর্থ বড় বৃক্ষ।

الْمَسِيلُ : পানি প্রবাহের স্থান; নালা।

كُرَاعِ : প্রান্ত; কিনারা। তাছাড়া كراع গরু-ছাগলের পায়াকেও বলা হয়; কিন্তু এখানে কিনারা উদ্দেশ্য।

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭২] : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাররুয-যাহরান উপত্যকায় যে অংশটি মদিনার কাছে তার নি-ভূমিতে নেমে ছিলেন, তখন তিনি সাফরাআত থেকে নীচের দিকে নামতেন। এটা সেই নিম্নভূমির তলদেশে যেটা মক্কা যাবার পথে মাত্র এক প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যবধান।

ব্যাখ্যা: এটি হলো ষষ্ঠ মঞ্জিল মাররুয-যাহরানের বিবরণ।

مَرُّ الظَّهْرَانِ : এটি একটি উপত্যকার নাম, যা মক্কা হতে ১৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাররুয-যাহরান উপত্যকায় মক্কা যাওয়ার পথে বাম দিকে অবতরণ করতেন। তিনি রাস্তা হতে এত দূরে অবতরণ করতেন যে, অবতরণস্থল ও রাস্তার মধ্যে শুধুমাত্র পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব থাকত।

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭৩] : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আরও বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা আসার সময় যুতোয়া নামক স্থানে নেমে সেখানে রাত অতিবাহিত করতেন এবং ভোর হলে সেখানে ফজরের নামায আদায় করতেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের সেই জায়গাটি একটি বড় টিলার ওপর অবস্থিত। সেটি বর্তমানে নির্মিত মসজিদের মধ্যে নয়। বরং সেটি মসজিদের নিচের দিকে অবস্থিত একটি বড় টিলার ওপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭১, ২৩৭, ২৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: এটি হলো সপ্তম ও শেষ মঞ্জিল যী-তুওয়ার বর্ণনা।

ذِي طُوًى : এটি হলো মক্কার নিকটবর্তী মাত্র ৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

এ হাদীসের সারমর্ম হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যী-তুওয়ায় অবতরণ করতেন এবং সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। তবে সেখানে যে মসজিদ রয়েছে তিনি সেই মসজিদে নামায পড়তেন না; বরং তিনি নামায পড়তেন মসজিদের নিচের দিকে অবস্থিত একটি টিলার উপর।

কোনো রেওয়ায়েতে আছে- حتي يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا এ সকল রেওয়ায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি জিনিস মুস্তাহাব মনে হচ্ছে-

১. যার যাওয়ার পথে যীতুয়া পড়ে তাকে সেখানে অবস্থান করা মুস্তাহাব।

https://e-ilm.weebly.com/

২. ফজরের নামায যীতুয়ায় পড়া মুস্তাহাব।

৩. মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব, তবে অজু করলেও চলবে।

৪. মক্কায় রাতের পরিবর্তে দিনে প্রবেশ করা মুস্তাহাব; যদিও রাতের বেলা মক্কায় প্রবেশ করা মাকরূহ নয়। কেননা, রাতে মক্কায় প্রবেশ করা জি'রানার ওমরার সময় প্রমাণিত আছে।

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأُكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأُكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْأُكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭৪] : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর নাফেকে আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাহাড়ের প্রবেশ পথের দিকে মুখ করতেন, যেটি তার ও কা'বার দিকে দীর্ঘ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের জায়গা তার কি দিকের কাল টিলাটির ওপরে অবস্থিত। এটি প্রথম টিলাটি থেকে প্রায় দশ হাত পরিমাণ স্থান বাদ দিয়ে। তারপর যে পাহাড়টি তোমার ও কাবার মাঝখানে পড়বে, তার দুই প্রবেশ পথের দিকে মুখ করে তুমি নামায আদায় করবে।

ব্যাখ্যা: এটি হলো অষ্টম মঞ্জিল ফুরযাতাল জাবালের আলোচনা।

فُرْضَتَيِ মূলত فُرضتين ছিল। ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে। সুতরাং فرضة الجبل অর্থ হলো مدخل الطريق الى الجبل পাহাড়ে প্রবেশের রাস্তা। অথবা এর অর্থ হলো পাহাড়ের নিম্নভূমি, তা পাহাড়ের মধ্যে হোক বা কোণায়। এখানে দুটি মসজিদ আছে, একটি হলো اكمة অর্থাৎ উঁচু টিলার উপর। অপরটি তার থেকে কিছুটা বামদিকে। হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয় মসজিদের কোনোটিতেই নামায পড়েননি; বরং তিনি নামায পড়েছেন উভয় মসজিদকে বাম দিকে রেখে কালো পাহাড় হতে দশ হাত নিচে নেমে। উল্লেখ্য, এটি স্বতন্ত্র্য কোনো মসজিদ নয়; বরং এটি হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থান।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এমনটি মনে হচ্ছে যে, যে সমস্ত স্থানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন ঐ স্থানসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযিলত রয়েছে। তাই সেখানে পৌছে নামায পড়ার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সেখান হতে খায়র ও বরকত হাসিল করা জায়েয ও মুস্তাহাব। যা তিনি ইবনে ওমর (রাযি.)-এর আমল দ্বারা প্রমাণ করছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) নিয়মতান্ত্রিকভাবে গুরুত্বের সাথে এ কাজটি করতেন। এমনিতেই সুন্নতের ইত্তেবায় ইবনে ওমর (রাযি.)-এর কঠোরতা ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। এমনকি যদি কোনো স্থানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব করতেন, ইবনে ওমর (রাযি.)-ও সেখানে প্রস্রাব করতে বসে যেতেন–যদিও তখন তাঁর প্রস্রাবের প্রয়োজন না হতো।

রশীদ আহমদ গাংগুহি (রহ.) হতেও এমন কওল বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এ শিরোনাম দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের সফরের স্থানসমূহে অবতরণ করার আলোচনা করা, যেন লোকেরা ঐ স্থানসমূহে নামায পড়ে ধন্য হতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب سُتْرَةِ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

পরিচ্ছেদ [৩৩০] : ইমামের সম্মুখে আড়াল দেয়া মুক্তাদিদের আড়াল দেওয়ার সমতুল্য (অর্থাৎ মুক্তাদিদের জন্য আলাদা আড়াল দেওয়া জরুরি নয়, ইমামের সুতরাই যথেষ্ট হবে)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭৫] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি আমার গাধীর ওপর সওয়ার হলাম। তখন আমি সাবালক হওয়ার পথে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়াল ছাড়া অন্য কিছুর আড়ালে মিনায় লোকজনকে নামায আদায় করাচ্ছিলেন। আমি বাহনসহ কাতারের এক অংশের সামনে দিয়ে পার হলাম। তারপর নেমে গাধীকে ছেড়ে দিলাম। সে ঘাস খেতে থাকলো, আমি কাতারে শামিল হলাম। কিন্তু কেউ আমাকে এই কাজে নিষেধ করলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ -অংশের সাথে। অর্থাৎ দেয়াল ছাড়া অন্য কিছুর দিকে মুখ করে তথা সুতরা বানিয়ে নামায পড়েছেন। উল্লেখ্য, এখানে দেয়ালের নফীর উপকারিতা তখনই হবে যখন অন্য কোনো কিছু বর্শা, লাঠি ইত্যাদিকে সুতরা বানানো হবে। সুতরাং শিরোনামের সাথে মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭, ৭১, ১১৯, ২৫০ ও ৬৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন : ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর ঘটনা থেকে এ কথা মেনে নেয়া আবশ্যক হয় যে, নবীজীও এ কর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অথচ এ না হয়েছে পিছনে, নবীজী ছিলেন সামনে। তা কীভাবে সম্ভব? তো এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কাস্তাল্লানী বলেন, নবীজী নামাযে সামনে পিছনে সমান দেখতেন। এটা তার বৈশিষ্ট। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই।

سُتْرَة : سترة-এর শাব্দিক অর্থ – مايستر به এমন বস্তু যা দ্বারা পর্দা বা আড়াল করা হয়।

আর ফোকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় এমন বস্তুকে সুতরা বলা হয় যা নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী হতে আড়াল করা হয়। যা উচ্চতায় এক হাত এবং দৈর্ঘ্যে এক আঙুল পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া সুতরা পূর্ণরূপে কপাল বরাবর না রাখা চাই; বরং একটু ডান-বামে রাখা চাই।

❖ ইমাম বুখারী (রহ.) মসজিদের আলোচনা হতে ফারেগ হওয়ার পর সুতরার আহকাম বর্ণনা শুরু করছেন। যেহেতু সাধারণতঃ মসজিদে সুতরার প্রয়োজন হয়, তাই মসজিদের আহকাম বর্ণনা শেষ করে সুতরার আহকাম বর্ণনা শুরু করছেন। কারণ, যদি মসজিদের বাইরে মাঠে-ময়দানে কোথাও নামায পড়তে হয় সুতরা স্থাপন করে নেওয়া চাই।

❖ ইমাম চতুষ্টয়ের সর্বসম্মত মতে সুতরা স্থাপন করা মুস্তাহাব। কেবলমাত্র ইমাম আহমদ হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

❖এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, জামাতের নামাযে ইমামের জন্য সুতরা স্থাপন করা যথেষ্ট হবে। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, ইমামের যে সুতরা তা-ই কি মুক্তাদিদের সুতরা; নাকি মুক্তাদিদের সুতরা হলো ইমাম সাহেব নিজে।

❖জুমহূর আইম্মায়ে ছালাছা তথা হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ তো একথাই বলেন যে, যে সুতরাটি ইমামের সেটিই মুক্তাদির সুতরা। কিন্তু ইমাম মালেকের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ উক্তি হলো ইমাম সাহেবের সামনে যে সুতরা স্থাপন করা হয়েছে তা ইমামের সুতরা, আর মুক্তাদিদের সুতরা হলো ইমাম সাহেব নিজে।

❖**সুতরার হেকমত:** সুতরার দু'টি হেকমত রয়েছে। ১. যাতে নামাযীর ধ্যান বিক্ষিপ্ত না হয়, এবং একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ থাকে, এবং নামাযে খুশু'-খুযু' নষ্ট না হয়। ২. দ্বিতীয় হেকমত হলো সীমানা-নির্ধারণ, অর্থাৎ মুসল্লী নিজের স্থানকে নির্দিষ্ট করে নেয়। তাই সে যেন নিজের আমল দ্বারা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে এটা বলে দিচ্ছে যে, এ স্থানটি সংরক্ষিত। এখানে গোলাম তার মনিবের সামনে পূর্ণ মর্যাদার সাথে দণ্ডায়মান হয়ে কথোপকথনের সৌভাগ্য অর্জন করছে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ ও বে-আদবী। তাই সুতরা স্থাপন করা হয়। আর একথা স্পষ্ট যে, এ হেকমতের দাবী হলো যেখানেই নামাযের সম্মুখ দিয়ে কারো অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকে সেখানেই সুতরা স্থাপন করা উচিত– তা মক্কায় হোক বা অন্য কোথাও।

إلى غير جدار : এখানে দেয়াল দ্বারা সুতরা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কোনো সুতরা ছিল না। তবে সুতরা ছিল কি না? সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। মূলতঃ সুতরা ছিল, কিন্তু দেয়ালের সুতরা নয়; বরং লাঠি ইত্যাদির সুতরা ছিল। কারণ যদি একেবারেই সুতরা না হত, তাহলে إلى غير جدار শব্দ অনর্থক হত। إلى غير سترة বলাই যথেষ্ট হতো। সুতরাং বলতে হবে এখানে শব্দ উহ্য রয়েছে, তা হলো– إلى سترة غير جدار

فلم ينكر ذلك عليَّ : কেউ আমার উপর অভিযোগ উত্থাপন করেনি। এ দ্বারা ইবনে আব্বাসের উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতামত খণ্ডন করা যারা বলেন যে, কুকুর, গাধা ও মহিলা নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে আছীর (রহ.) বলেন, এখানে حمار-এর পরে أتان শব্দ আনা দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্ত্রী গাধা অতিক্রম করার দ্বারা যেহেতু নামায নষ্ট হয় না, তাহলে মহিলা অতিক্রম করার দ্বারা আরো উত্তমরূপেই নামায নষ্ট হবে না।

হাদীসের শিক্ষা : এ হাদীস থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে পারি।

১. বালকের হাদীস গ্রহণ বা শ্রবণ বৈধ। এবং শ্রবণের জন্য বালেগ হওয়া শর্ত নয়; বরং পৌছানোর জন্য বালেগ হওয়া শর্ত।

২. শৈশবে ইলম শিক্ষা করে বড় হয়ে তা পৌছে দেওয়ার বৈধতা।

৩. বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা, যেমন নামাযের সম্মুখ দিয়ে গমন করা নিষেধ, আর জামাতে অংশগ্রহণ আবশ্যক। নামাযের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে জামাতে অংশগ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

৪. জামাতে নামায আদায়ের জন্য বাহনে করে যাওয়ার বৈধতা।

৫. খতীব সাহেব খোতবা দেওয়াকালীন খোতবা শ্রবণের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বসা জায়েয আছে, যদি মানুষের ঘাড় টপকে যেতে না হয়।

৬. গাধা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না।

৭. শিশুদের নামাযের বিশুদ্ধতা।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কিছু করলে তিনি যদি তা নিষেধ না করেন তা দলীলযোগ্য।

৯. ইমাম সাহেবের সুতরা মুসল্লিগণের সুতরা হিসেবে বিবেচ্য হবে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭৬] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন নামায আদায়ের জন্য বের হলে আমাদেরকে তার সামনে বল্লম গেঢ়ে রাখতে নির্দেশ দিতেন। নির্দেশ অনুসারে তা গেঢ়ে রাখা হতো। তিনি সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। এবং লোকজন তার পিছনে দাঁড়াতো। তিনি সফরেও এমন করতেন। এ থেকে শাসকগণ এ পন্থা অনুসরণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭১, ১৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৭৭] : হযরত আবু জুহাইফা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতহা নামক স্থানে তার সামনে বর্শা গেঢ়ে রেখে লোকজনকে নামায আদায় করান। যুহরের দুই রাকাআত ও আসরের দুই রাকাআত (কসর নামায)। এসময় তার সামনে দিয়ে নারী ও গর্দভ চলাচল করছিলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩১, ৫৪, ৭১, ৭২, ৮৮, ৫০২, ৫০৩, ৮৬১, ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন- غرض المؤلف من عقد هذا الباب ان سترة الامام كاف للقوم الخ অর্থাৎ জামাতের নামাযে সকলের জন্য আলাদা সুতরা লাগানোর প্রয়োজন নেই; বরং ইমামের জন্য যে সুতরা লাগানো হয়েছে তা-ই সকলের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, ইমামের সুতরা মুক্তাদিদের জন্য যথেষ্ট হবে। মুক্তাদিদের আলাদা সুতরা লাগানোর প্রয়োজন নেই।

بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩১] : নামাযী ও সুতরার মাঝে কতটুকু দূরত্ব হওয়া চাই?

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৪৭৮] : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের স্থান ও দেয়ালের মধ্যে একটি ছাগী চলার মত ব্যবধান থাকতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে–

كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭১, ১০৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৭৯] : হযরত সালামা (রাযি.) বলেন, মসজিদের দেয়াল মিম্বারের এতো কাছে ছিলো যে, উভয়ের মাঝখানে একটি ছাগল চলা কষ্টকর ছিলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا -অংশের সাথে।

ছুলাছিয়াতে বুখারী: এ হাদীসটি হলো ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছুলাছী রেওয়ায়েত। কারণ, এ হাদীসের সনদে ইমাম বুখারী (রহ.) ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে রাবী মাত্র তিনজন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, শিরোনামের দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযীর জন্য সুতরার যে দূরত্বের কথা উভয় বাবে বর্ণিত হয়েছে তা হতে অধিক দূরত্ব সৃষ্টি না করা চাই। অর্থাৎ সুতরা নামাযীর সিজদার স্থানের এতটুকু নিকটবর্তী হওয়া চাই যে, সেখান দিয়ে একটি বকরি কষ্টে অতিক্রম করতে পারে। এর দ্বারা একটি উপকারিতা এও হলো যে, চলাচলকারীদের জন্য রাস্তা সংকীর্ণ হলো না।

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩২] : অস্ত্রের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৮০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বল্লম গেড়ে রাখা হতো এবং তিনি তার দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭১, ১৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয় নিরসন করা। তা হলো– একটি সম্প্রদায় অস্ত্র পূজা করে। আর মূর্তি পূজার সদৃশ হতে বেঁচে থাকা শরীয়তের

https://e-ilm.weebly.com/

একটি মূলনীতি। যেমন আগুনের দিকে মুখ করে নামায পড়া নিষিদ্ধ। তাই এখানে সংশয় হতে পারে যে, অস্ত্রকে সুতরা বানানো এবং তার দিকে মুখ করে নামায পড়া জায়েয হবে না। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস পেশ করে তার বৈধতা প্রমাণ করে দিলেন। এমনকি সামনের শিরোনামের উদ্দেশ্যও এটিই।

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৩] : ছোট বর্শার দিকে মুখ করে নামায পড়া

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৮১] : হযরত আবু জুহাইফা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দুপুরের সময় আমাদের কাছে এলেন। তার কাছে অযুর পানি পেশ করা হলো। তিনি অযু করে আমাদেরকে যুহর ও আসরের নামায আদায় করালেন। তার সামনে বর্শা গেড়ে রাখা হয়েছিল। আর নারী ও গাধা তার অপর দিক দিয়ে চলাচল করছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩১, ৫৪, ৭১, ৭২, ৮৮, ৫০২, ৫০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৮২] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি ও একটি ছেলে তাঁর সাথে বের হতাম। আমাদের সাথে হয় ছড়ি না হয় লাঠি অথবা বর্শা এবং একটি পানির পাত্র থাকতো। তিনি প্রয়োজন শেষ করলে আমরা তাঁর কাছে পানির পাত্রটি এগিয়ে দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭, ৩৫, ৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সুতরা বড়-ছোট সব ধরনেরই হতে পারে। পূর্বের বাবে বড় বর্শার কথা ছিল, এ বাবে ছোট বর্শার কথা বলা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো এই যে, এক হাত লম্বা হলেও তা সুতরার জন্য যথেষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৩৪] : মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা স্থাপন করা

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সুতরার মাসআলায় মক্কা ও অন্যান্য স্থানের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমনিভাবে মক্কার বাইরে খোলা মাঠে নামায পড়ার জন্য সুতরা স্থাপন করা হয়, তেমনিভাবে মক্কায় নামায পড়ার প্রয়োজন হলে এবং সেখান দিয়ে মানুষ চলাচলের সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেখানে সুতরা স্থাপন করা উচিত।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৮৩] : হযরত আবু জুহাইফা (রাযি.) বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরের সময় আমাদের কাছে এলেন এবং বাতহা নামক স্থানে আমাদেরকে যুহর ও আসরের দুই রাকআত (কসরের নামায) করে নামায আদায় করালেন। তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হয়েছিল। তিনি অযু করলেন এবং লোকজন তাঁর অযুর পানি নিয়ে নিজেদের শরীর মাসেহ করতে লাগলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩১, ৫৪, ৭১, ৮৮, ৫০২, ৫০৩, ৮৬১, ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৫] : পিলারের দিকে মুখ করে নামায পড়া প্রসঙ্গে

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, নামায আদায়কারী ব্যক্তি স্তম্ভের অধিক যোগ্য- ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় যারা তার সাথে হেলান দিয়ে কথাবার্তা বলে। ইবনে ওমর (রাযি.) একজন লোককে দুটি খুঁটির মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখে তাকে ধরে এনে একটি খুঁটির নিকটবর্তী দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন এর দিকে মুখ করে নামায পড়ো।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

হাদীসের অনুবাদ [৪৮৪] : হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযি.) মসজিদে নববীর স্তম্ভের কাছে নামায আদায় করতেন, যেটি মুসহাফের পাশে স্থাপিত ছিল। তাকে প্রশ্ন করা হলো, হে আবু মুসলিম! আপনি এই স্ত

https://e-ilm.weebly.com/

খুটির পাশে নামায আদায়ের চেষ্টা করেন কেনো? তিনি জবাবে বললেন, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর পাশে নামায আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ

أُسْطُوَانَةِ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اساطين ; অর্থ, খুঁটি; স্তম্ভ; থাম্বা।

الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي: নামাযী অধিক উপযুক্ত/দাবীদার। আল্লামা আইনী লিখেছেন নামায আদায়কারী ও কথাবার্তাকারী উভয়েই খুঁটির প্রয়োজনে অংশীদার। অর্থাৎ কথাবার্তাকারীর হেলান দেওয়ার প্রয়োজন আর নামায আদায়কারীর সুতরা বানানোর প্রয়োজন। কিন্তু নামাযীর যেহেতু ইবাদতের জন্য প্রয়োজন তাই তারা অধিক দাবীদার।

السَّوَارِي : এটি سارية-এর বহুবচন। অর্থ, খুঁটি; থাম্বা।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৮৫] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি। তারা মাগরিবের সময় স্তম্ভের কাছে নামায আদায়ের জন্য তাড়াহুড়া করতেন। আনাস থেকে বর্ণিত, আরেক বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইরে চলে আসা পর্যন্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭২ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, সুতরার বিষয়ে ব্যাপকতা বর্ণনা করা। অর্থাৎ একে তো সুতরার জন্য বর্শা, নেযা বা লাঠি আবশ্যক নয়; বরং সুতরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সীমানা নির্ধারণ– তা যা দ্বারা-ই হোক।

দ্বিতীয়তঃ সুতরার প্রয়োজনীয়তা যদিও ময়দানে অধিক জরুরি, মসজিদে সুতরার পয়োজন কম, কিন্তু উত্তম ও মুস্তাহাব হলো ফরজের পূর্বে বা পরে সুন্নত-নফলেও কোনো খুঁটির আড়ালে পড়ে নিবে, যেন নামাযীদের বের হওয়া বা প্রবেশ করতে সহজ হয়। সুন্নত, নফল এদিকে খেয়াল রাখা চাই যে, কোনো খুঁটির নিকটবর্তী পড়বে, যেন যাতায়াতকারীদের সমস্যা না হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

পরিচ্ছেদ [৩৩৬] : দুটি খুঁটির মাঝে জামাত ছাড়া একাকী নামায আদায় করার বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৮৬] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার সাথে উসামা ইবনে যায়েদ, ওসমান ইবনে তালহা ও বিলাল ছিলেন। সেখানে তিনি অনেক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর বাইরে এলেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তার পিছনে কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিল। আমি বিলালকে প্রশ্ন করলাম, তিনি কোথায় নামায আদায় করলেন? তিনি বললেন, সামনের দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ৬৭, ৭২, ২১৭, ৪১৯, ৬১৪ ও ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বেলাল (রাযি.)-এর ফজিলত, মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

বেলাল ইবনু রাবাহ। উপাধি আবু আব্দুল্লাহ এবং মুআয্যিনুর রাসূল। ইসলামের প্রথম মুআযনি নসব হাবশী। তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের বনী জামহের গোলাম।

আকার-আকৃতি ও আদব-আখলাক

অত্যন্ত গন্ধমী বর্ণের, খুবই খর্বাকায় এবং ঘন চুলবিশিষ্ট ছিলেন। কখনও কোনো প্রশংসামূলক বাক্য শুনলে তাতে উচ্ছ্বসিত কিংবা উৎফুল্ল হতেন না। বরং মাথা ঝুঁকাতেন এবং দৃষ্টি অবনত করতেন। এসময় চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো এবং তিনি বলতেন–

إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا".

'আমি তো একজন হাবশী নগণ্য ব্যক্তি মাত্র, গতকালও গোলাম ছিলাম।'

বিনয়ের গুণ ছিল অত্যন্ত প্রখর। একদিন নিজের ও ভাইয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে কনের পিতাকে বললেন–

أنا بلال وهذا أخي، عبدان من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، إن تزوجونا فالحمد لله، وإن تمنعونا فالله أكبر

'আমি বেলাল, আর ইনি আমার ভাই। আমরা হাবশার দুই গোলাম। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আল্লাহ তাআলা হেদায়াত দান করেছেন। আমরা দুইজন গোলাম ছিলাম, আল্লাহ তাআলাই আযাদ করে দিয়েছেন। যদি আমাদের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে দেন তবে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি না দেন তবে আল্লাহু আকবার।'

ইসলাম গ্রহণ

তিনি হাবশী গোলাম ছিলেন। মক্কারা বনী জামহের গোলাম ছিলেন। তার মা ছিলেন এই গোত্রের দাসী। তার সন্তান বেলাল (রাযি.)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার শুরু

https://e-ilm.weebly.com/

করলে মক্কার কুরাইশ নেতারা তা বলাবলি করত। তিনি নেতা ও মুনিবদের কথাগুলো কান পেতে শুনতেন। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাযি.) লোকদের থেকে আড়াল হয়ে একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় সেখান দিয়ে বেলাল (রাযি.) অতিক্রম করছিলেন। তার সাথে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বকরির পাল। এই সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহা থেকে মাথা উত্তোলন করে বললেন, হে রাখাল! তোমার কাছে দুধ আছে কি? বেলাল (রাযি.) বললেন, আমার খাবার পরিমাণ একটি বকরির দুধ আছে। আপনি যদি চান তবে আমি আমার ওপর আপনাদেরকে প্রাধান্য দিব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বকরি নিয়ে এসো। এরপর একটি পাত্র আনতে বললেন এবং তাতে দুধ দোহন করলেন। এরপর তিনি নিজে তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। এরপর পুনরায় দোহন করে আবু বকর (রাযি.)-কে পান করতে দিলেন। তিনিও তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। এরপর বেলাল (রাযি.)-কে দিলেন। তিনিও তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। এরপর বকরিটা ছেড়ে দিলেন। তখন তার ওলানে পূর্বের চেয়েও বেশি দুধ অবস্থান করছিল।

এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন, আমি নবী। তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে? বেলাল (রাযি.) দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখার পরামর্শ দিয়ে সেদিন বিদায় জানালেন। বেলাল (রাযি.) তার বকরির পাল নিয়ে মুনিবের বাড়ি ফিরে এলেন।

সেদিন রাতযাপনের পর দেখা গেল বকরির দুধ আগের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। মুনিবের লোকজন বলল, তুমি ভালো চারণভূমির সন্ধান পেয়েছ, প্রতিদিন সেখানেই বকরি চরাও।

মুনিবের আদেশ মোতাবেক বেলাল (রাযি.) সেখানে তিনদিন বকরি চরালেন এবং সুযোগ করে করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দীন শিক্ষা করলেন। চতুর্থ দিন আবু জেহেল আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়ির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলল, তোমাদের বকরির দুধ দেখছি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটনা কী? তারা বলল, আমরা তিনদিন ধরে এরূপ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এর কারণ জানি না। আবু জেহেল বলল, কাবার প্রভুর কসম! তোমাদের গোলাম সম্ভবতঃ ইবনে আবি কাবশা (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্ধান পেয়েছে। সুতরাং তাকে ওই চারণভূমি থেকে বিরত রাখো।

ইসলাম প্রকাশ

হযরত বেলাল (রাযি.) একদিন কাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। কুরায়শরা তার পিছনে ছিল। কিন্তু তিনি তা দেখতে পান নি। তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে কোনো কাফের কুরায়শকে না দেখতে পেয়ে মূর্তির কাছে এলেন এবং তাতে থুথু নিক্ষেপ করতে করতে বলতে লাগলেন- خَابَ وخسرَ من عبدكُنّ 'যারা তোমাদের ইবাদত করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।' তার কথা শুনে কুরায়শরা তাকে ধাওয়া করল। কিন্তু তিনি ছুটে মুনিব আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে পৌঁছে লুকিয়ে পড়লেন। কুরায়শরা আব্দুল্লাহকে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল। মুনিব আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন বের হয়ে এলে তারা বলতে লাগল, তুমি কি ধর্ম ত্যাগ করেছ? আব্দুল্লাহ বলল, আমার মতো ব্যক্তিকে তোমরা এই অভিযোগ দিতে পারলে? লাত ও উযযার জন্য আমি আমার শত উট কুরবানী করব। তারা বলল, তোমার কালো গোলাম এরূপ এরূপ করেছে!

তাদের অভিযোগ শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন হযরত বেলাল (রাযি.)-কে আবু জেহেল এবং উমাইয়া ইবনে খালফের হাতে ন্যাস্ত করে বলল, আমি একে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। তোমরা তার সাথে যা মনে চায় ব্যবহার করতে পার। উমাইয়া ইবনে খালফ তাকে লক্ষ্য করে বলল-

إن شمس هذا اليوم لن تغرب إلا ويغرب معها إسلام هذا العبد الآبق!!

'আজকের দিনের সূর্য এই পলায়নপর গোলামের ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অস্ত যাবে না।'

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর শুরু হলো চরম নির্যাতন। দেহ থেকে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে বুকের ওপর প্রকাণ্ড পাথর চেপে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে শুইয়ে দেয়া হতো। কখনও কখনও গলায় রশি বেঁধে মক্কার শিশু-কিশোরদের হাতে রশি তুলে দিয়ে মক্কার পাহাড়-পর্বতের চতুর্দিক দিয়ে ঘুরানোর আদেশ করত আর লাত ও উযযার নাম উচ্চারণ করার আদেশ করত। কিন্তু তিনি হাজার নির্যাতনের মধ্যেও আহাদ আহাদ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শব্দ উচ্চারণ করতেন না। একারণে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) বলতেন–

كُلٌّ قد قال ما أرادوا ويعني المستضعفين المعذّبين قالوا ما أراد المشركون غير بلال

'মক্কায় নির্যাতিত প্রতিটি মজলুম মুসলমান (প্রাণ বাঁচানোর জন্য) মুশরিকরা যা বলতে বলেছে, তা বলেছেন। কিন্তু একমাত্র বেলাল (রাযি.) ব্যতিক্রম। কিন্তু আহাদ আহাদ ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না।' বর্ণিত আছে–

ومرّ به ورقة بن نوفل وهو يعذب ويقول" :أحد ...أحد". فقال " :يا بلال أحد أحد. والله لئن متّ على هذا لأتخذنّ قبرك حَنَاناً" . أي بركة.

'তাকে নির্যাতনের সময় একবার তার পাশ দিয়ে ওরাকা ইবনে নওফেল অতিক্রম করছিলেন। আর তিনি আহাদ আহাদ উচ্চারণ করছিলেন। তিনি বললেন, হে বেলাল! আহাদ আহাদ! আল্লাহর কসম! তুমি যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তবে তোমার কবরকে আমি বরকতের স্থানে পরিণত করব।'

মুক্তি লাভ

উমাইয়া একবার তাকে নির্যাতন করছিল এবং চামড়ার দড়ি দিয়ে পেটাচ্ছিল। আবু বকর (রাযি.) সেখান দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। নির্যাতন করতে দেখে বললেন, হে উমাইয়া! এই মিসকিনকে নির্যাতন করতে তোমার লজ্জা করে না? আল্লাহকে ভয় কর না তুমি? উমাইয়া বলল, তুমিই তার ধর্ম বরবাদ করেছ। সুতরাং তোমার যদি কষ্ট হয় তবে তুমিই তার মুক্তির ব্যবস্থা করো না কেন? উমাইয়া একথা বলেছিল বেলালের ইসলাম ত্যাগের বিষয়ে নিরাশ হয়ে। তার কথা শুনে আবু বকর (রাযি.) তাকে ক্রয় করার প্রস্তাব দিলেন এবং মূল্য বাবদ উমাইয়াকে তিন উকিয়া স্বর্ণ দিলেন। উমাইয়া বলল, লাত ও উযযার কসম! তুমি যদি মূল্য বাবদ মাত্র এক উকিয়াও দিতে তবু আমি তাকে ছেড়ে দিতাম। জবাবে আবু বকর (রাযি.) বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি তার মূল্য বাবদ একশ উকিয়াও দাবি করতে তবু আমি তাকে মুক্ত করতাম।'

হিজরত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তিনিও হিজরত করেন। মদিনায় আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন এবং মদিনায় আজানের বিধান প্রবর্তিত হলে তাকে মুআজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুআজ্জিন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

হযরত বেলাল (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতিটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফাতহে মক্কার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রবেশ করেন। আজানের সময় হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)-কে আজান দেয়ার আদেশ করেন। ফলে এখানেও তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জিনের দায়িত্ব পালন করেন।

বেলাল (রাযি.)-এর মর্যাদা ও সম্মান

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إني دخلتُ الجنة. فسمعت خشفةً بين يديّ. فقلتُ: يا جبريل ما هذه الخشفة؟ قال: بلال يمشي أمامك ".

আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সামনে সামনে কারো পায়ের শব্দ শুনে জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার পায়ের আওয়াজ? তিনি বললেন, বেলালের। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর বেলালের নিকট তার প্রিয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন, যখনই তিনি অজু করেন তখনই তাহিয়্যাতুল অজু দুই রাকাত নামায আদায় করেন তিনি।

আরেক হাদিসে বেলাল (রাযি.)-এর মর্যাদা ও সম্মান এভাবে ফুটে উঠেছে–

قال رسول الله "اشتاقت الجنّةِ إلى ثلاثة: إلى علي، وعمّار وبلال

'জান্নাত তিনজন লোকের কামনা করে। আলী, আম্মার এবং বেলাল।'

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وُزَرَاءَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ :حَمْزَةَ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَالْمِقْدَادُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةُ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَبِلَالٌ

আমার পূর্বে সব নবীকে সাতজন বিশেষ বুদ্ধিমান সহচর দান করা হয়েছে। আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। তাদের মধ্যে বেলালও একজন।

وقد دخل بلال على رسول الله وهو يتغدّى فقال له النبي " :الغداءَ يا بلال " فقال " :إني صائم يا رسول الله" . فقال " :نأكلُ رِزْقَنَا، وفضل رزقِ بلال في الجنة. أشعرتَ يا بلال أنّ الصائم تُسبّح عظامُهُ، وتستغفر له الملائكة ما أُكِلَ عندهُ."

একবার হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাচ্ছিলেন। সে সময় বেলাল (রাযি.) প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে বেলাল! আমাদের সাথে খাবারে অংশ নাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রোজাদার। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা আমাদের রিজিক ভক্ষণ করছি, আর বেলারের রিজিক জান্নাতে সঞ্চিত হচ্ছে। হে বেলাল! তুমি কি জানো, রোজাদারের জন্য তার হাড় দুআ করে এবং তার নিকট যা ভক্ষণ করা হয় সে জন্য ফেরেশতাগণ তার জন্য ইস্তেগফার পাঠ করতে থাকেন?

وقد بلغ بلال بن رباح أن ناساً يفضلونه على أبي بكر فقال " :كيف تفضِلوني عليه، وإنما أنا حسنة من حسناته." !

'কিছু লোক হযরত বেলাল (রাযি.)-এর মর্যাদা আবু বকর (রাযি.)-এর মর্যাদার চেয়েও বেশি মনে করতে লাগল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কীভাবে আমাকে তার ওপর মর্যাদা দিচ্ছ, অথচ আমি তো তার একটি নেক আমল মাত্র।'

বিবাহ বন্ধন

কিনানা কবিলার বনু বুকায়র আসল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। তারা বলল, আমাদের মেয়েকে অমুক লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কি বেলাল সম্পর্কে খবর আছে? তারা দ্বিতীয়বার আসল একই প্রস্তাব নিয়ে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আগের মতো বেলালের কথা বললেন। তৃতীয়বারও তারা একই প্রস্তাব নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জান্নাতী বেলালের খবর কি রাখো? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার বার তাগিদে তারা তাদের কন্যাকে বেলাল (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার হযরত বেলাল (রাযি.) আবু বকর (রাযি.)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। আবু বকর (রাযি.) বললেন, বেলাল! তুমি কী চাও? তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি বাকি জীবন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কাটিয়ে দিব। আবু বকর (রাযি.) বললেন, তবে আমাদেরকে আজান দিবে কে? তার কথা শুনে হযরত বেলাল (রাযি.)-এর চোখ ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি বললেন, إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله 'আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর অন্য কারো জন্য আজান দিতে পারব না।' আবু বকর (রাযি.) বললেন, বেলাল! তুমি বরং আমাদের মাঝে থেকে যাও এবং আজানের দায়িত্ব পালন করো। জবাবে বেলাল (রাযি.) বললেন, আপনি যদি আপনার নিজের জন্য আমাকে আজাদ করে থাকেন, তবে আপনি যা বলেন তাই হবে। আর যদি আমাকে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে আজাদ করে থাকেন, তবে আমাকে ছেড়ে দিন। আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তেই আজাদ করেছিলাম।

অবশ্য পরের অবস্থা সম্পর্কে মতবিরোধপূর্ণ রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, তিনি শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং আমৃত্যু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদে কাটিয়ে দেন। আর কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, আবু বকর (রাযি.)-এর অনুরোধে তিনি মদিনায় থেকে যান এবং উমর (রাযি.) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তার অনুমতিক্রমে জিহাদে বের হন।

সর্বশেষ আজান

হযরত বেলাল (রাযি.)-কে সর্বশেষ আজান ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিনের আজান। এরপর হযরত উমর (রাযি.) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করার পর মুসলমানগণ হযরত বেলাল (রাযি.)-কে এক ওয়াক্ত নামাযের আজান দেয়ার অনুরোধ করেন। লোকদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে হযরত উমর (রাযি.) বেলাল (রাযি.)-কে কাছে ডাকেন এবং নামাযের ওয়াক্ত হওয়ায় তাকে আজান দেয়ার অনুরোধ করেন। হযরত বেলাল (রাযি.) আজান দেয়া শুরু করলে যেসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বেলাল (রাযি.)-কে আজান দিতে শুনেছেন তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা ইতিপূর্বে এত কান্না কখনই করেন নি। সবচেয়ে বেশি ক্রন্দন করেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)।

ওফাত ও দাফন

হযরত বেলাল (রাযি.) ২০ হিজরি সনে শামে ওফাত লাভ করেন। তাকে শামের রাজধানী দামেশকে দাফন করা হয়। ওফাতের সময় স্ত্রী এসে বলতে থাকেন, হায় আফসোস! জবাবে হযরত বেলাল (রাযি.) বলেন–

لا تقولي واحزناه. وقولي وافرحاه

غدا نلقى الأحبة. محمدا وصحبه

'হায় আফসোস বলো না। বরং বলো, হায় আনন্দ। কেননা আমি আগামীকাল আমার প্রিয় হাবিব এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৮৭] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল ও ওসমান ইবনে তালহা হাজাবী কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ

https://e-ilm.weebly.com/

করার পর উমসান দরজাটি বন্ধ করে দিল। আর তিনি (রাসূল) সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তিনি বাইরে আসার পর আমি বিলালকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করলেন? বিলাল বললেন, তিনি একটি স্তম্ভ বাঁম দিকে, একটি স্তম্ভ ডান দিকে এবং তিনটি স্তম্ভ পিছনে রেখে নামায আদায় করলেন। সে সময় কা'বাঘরে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। বর্ণনান্তরে তিনি দু'টি স্তম্ভ ডান দিকে রাখলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন- ليس اي هي جائزة والكراهة في الصلوة بين السواري في الجماعة الا অর্থাৎ খুঁটিসমূহের মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়া জায়েয আছে। মাকরূহ হলো কেবলমাত্র জামাতে নামাযের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি একাকী নামায পড়তে চায়, তাহলে দুটি খুঁটির মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে غير جماعة-এর শর্ত লাগিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে যে খুঁটির মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার সম্পর্ক হলো জামাতের ক্ষেত্রে। ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে দুটি হাদীস উল্লেখ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের মধ্যে খুঁটিসমূহের মাঝে নামায পড়েছেন। বুঝা গেল, খুঁটির মাঝে একাকী নামায পড়া জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: এ হাদীসে আছে جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ এরই পর বলছেন وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ অর্থাৎ তিনটি খুঁটি তিনি পিছনের দিকে রেখেছেন। এভাবে সর্বমোট পাঁচটি খুঁটি হলো। অতঃপর বলছেন- وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ অর্থাৎ তৎকালীন যুগে বায়তুল্লায় ছয়টি খুঁটি ছিল। প্রশ্ন হলো আরেকটি কোথায়?

জবাব: মূলতঃ এক্ষেত্রে ইমাম মালেক হতে দু'ধরনের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। আল্লামা আইনী আল্লামা কিরমানী হতে এ জবাব উল্লেখ করেছেন যে, عمود শব্দটি হলো جنس যা এক, দুই সকলেরই সম্ভাবনা রাখে। যেমন ইমাম মালেকেরই অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- فقال عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه তাছাড়া মুসলিম শরীফেও একটি রেওয়ায়েতে আছে- عمودين عن يساره و عمودا عن يمينه সুতরাং বলা হবে মূলতঃ বামদিকে দু'টি খুঁটি ছিল। এভাবে মোট ছয়টি খুঁটিই হলো।

باب

পরিচ্ছেদ [৩৩৭] : (শিরোনামহীন)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي

https://e-ilm.weebly.com/

قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

হাদীসের অনুবাদ [৪৮৮] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণিত, তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করলে সোজা চলে যেতেন এবং দরজা পিছনে রেখে চলতে থাকতেন। এমন কি তার ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন হাত ব্যবধান থাকতে তিনি নামায আদায় শুরু করতেন। তিনি সেই স্থানে নামায আদায়ের চেষ্টা করতেন, যেখানে বিলালের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য কা'বাঘরের যে কোনো প্রান্তে ইচ্ছানুযায়ী নামায আদায় করতে আপত্তি নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : এটি হলো শিরোনামহীন বাব। যা كالفص من الباب السابق পূর্বের বাবের فصل সদৃশ। পূর্বের বাবে بين السواري [খুঁটির মাঝে] নামায পড়ার বর্ণনা ছিল, আর এ বাবের রেওয়ায়েতে بين السواري-এর আলোচনা নেই; তাই পূর্ণরূপে পূর্বের বাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দেয়াল হতে তিন হাত দূরে নামায পড়েছেন। আর এ জায়গাটি খুঁটির মাঝেই ছিল, তাই পূর্বের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ৬৭, ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কওল দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)-যে বিশেষ স্থানসমূহ দ্বারা বরকত হাসিল করেছেন তা ওয়াজিব ও জরুরি মনে করে নয়; বরং তিনি এগুলো করেছিলেন মুস্তাহাব মনে করে। যেমন তিনি বলেন- وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ বায়তুল্লাহর মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নামায পড়তে পারে।

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৮] : জানোয়ার, গাছ ও বাহনের ওপর নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتُ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৮৯] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উটকে সামনে আড়াআড়ি করে বসিয়ে তার দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। আমি (নাফে') বললাম, উটটি চলা শুরু করলে তিনি কি করতেন, আপনি বলতে পারেন কি? তিনি (ইবনে ওমর) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওদাটি নিয়ে সোজা করে রাখতেন এবং তার পিছনের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। ইবনে ওমর এটাই করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬১, ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নামাযীর জন্য সুতরার ব্যাপকতা আছে। যেমন গাছ বা দেয়ালকে সুতরা বানিয়ে নামায পড়া যেতে পারে, তেমনিভাবে উট ইত্যাদিকেও সুতরা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। প্রাণীকে সুতরা বানানো ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট মাকরূহ। কিন্তু হানাফী ও হাম্বলীদের সকলের মতে প্রাণীকে সুতরা বানানো জায়েয আছে, যা অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটিই হলো ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় হানাফী ও হাম্বলীদের সমর্থন করেছেন। যার সমর্থনে তিনি ইবনে ওমর (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا পেশ করে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) باب الصلوة الي الراحلة নামে স্বতন্ত্র্য বাব কায়েম করেছেন। এবং ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস ان النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي الي بعيره বর্ণনা করেছেন। – আবু দাউদ খ. ১. পৃ. ১০০

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

পরিচ্ছেদ [৩৩৯] : খাটের দিকে মুখ করে নামায পড়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي

হাদীসের অনুবাদ [৪৯০] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, তোমরা কি আমাদেরকে কুকুর ও গাধার মতো মনে করেছো? আমি সটান হয়ে চৌকির ওপর শুয়ে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতেন এবং চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। আমি সোজা উঠে বসা খারাপ মনে করতাম। তাই খাটের পায়ের দিকে নীরবে সরতে সরতে লেপ থেকে বের হয়ে পড়তাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৬, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১৩৬, ১৬১, ৯২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে সুতরা সংক্রান্ত আরো অধিক ব্যাপকতা বর্ণনা করতে চাইছেন যে, সুতরার জন্য লাঠি, বর্শা ছাড়া খাট, পালঙ্ক ইত্যাদিকে সুতরা বানিয়ে নামায পড়লেও জায়েয হবে।

بَاب يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

পরিচ্ছেদ [৩৪০] : নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যেতে লাগলে বাধা দেয়া প্রসঙ্গে

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ

ইবনে ওমর (রাযি.) আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় এবং কা'বার মধ্যে অতিক্রমকারীকে বাধাপ্রদান করেছেন, এবং বললেন যদি কোনো অতিক্রমকারী লড়াই করা ব্যতীত বিরত না হয় তাহলে তার সাথে লড়াই করতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

হাদীসের অনুবাদ [৪৯১] : হযরত সালেহ আস্ সাম্মান (রাযি.) বলেন, আমি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.)কে দেখলাম কোনো এক জুম'আর দিনে কিছু জিনিস সামনে রেখে, তার সাহায্যে নিজেকে মানুষ থেকে আড়াল করে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় আবু মুআ'ইত গোত্রের এক যুবক তার সামনে দিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। আবু সা'ঈদ তার বুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু যুবকটি তার সামনে দিয়ে যাওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ পেল না। সুতরাং সে পুনরায় যেতে উদ্যোগী হলো। আবু সা'ঈদ আগের তুলনায় আরও জোরে তাকে ধাক্কা দিলেন। ফলে সে আবু সা'ঈদকে অপমানিত করলো। তারপর সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবু সা'ঈদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করলো। আবু সা'ঈদও তার পিছনে পিছনেই মারওয়ানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মারওয়ান বললেন, হে আবু সা'ঈদ! আপনার ও আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের মধ্যে কি হয়েছে? আবু সা'ঈদ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিস সামনে রেখে লোকজনকে তা দিয়ে আড়াল করে নামায আদায় করে এবং সেই অবস্থায় কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তাতে যদি সে না থামে তাহলে সে যেনো তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে নিশ্চয়ই শয়তান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৩ ও ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যেহেতু হাদীস শরীফে فليدفعه শব্দের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এ امر টি কিসের জন্য? ১. হানাফীদের মতে বৈধতার জন্য, অর্থাৎ অনুমতি আছে। ২. আর ইমামত্রয়ের মতে মুস্তাহাবের জন্য। ৩. যাহেরীদের মতে ওয়াজিবের জন্য। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহূর তথা ইমামত্রয়ের মাযহাবের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ অতিক্রমকারীকে প্রতিহত করা মুস্তাহাব- ওয়াজিব নয়।

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে দুটি জিনিস উল্লিখিত হয়েছে। ১. دفع المار অর্থাৎ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে প্রতিহত করা; বাধাপ্রদান করা। ২. مقاتلة অর্থাৎ অতিক্রমকারী যদি ইশারা-ইঙ্গিত বা তাসবীহ দ্বারা বিরত না হয় তাহলে কঠোরতা করে তাকে বিরত করতে হবে অর্থাৎ প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে তাকে বিরত করতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

অতিক্রমকারীকে প্রতিহত করার একটি উপকারিতা হলো মুসল্লীর। কেননা, তাঁর খুশু বিদূরীত হবে না। আর দ্বিতীয় উপকারিতা হলো অতিক্রমকারীর। অর্থাৎ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার গুনাহ হতে বেঁচে গেল।

দ্বিতীয় জিনিস হলো مقاتلة; এ সম্পর্কে কাজী ইয়ায বলেন- اجمعوا علي انه لا تلزمه مقاتلته بالسلاح الخ هلاكه بما يؤدي الي, অর্থাৎ অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রসদৃশ বস্তু যা দ্বারা ধ্বংস করা হয় এমন জিনিস দ্বারা প্রতিহত করা আবশ্যক নয়; কেননা, এমতাবস্থায় আমলে কাছীর হবে, যা নামায ভঙ্গকারী হবে।

তাই এটি তাবীলের মুখাপেক্ষী। তা হলো-

১. এটি হলো কঠোরতাস্বরূপ ইঙ্গিত করা; মূলতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুমতিপ্রদান উদ্দেশ্য নয়।

২. কিতাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অভিশম্পাত।

৩. এটি মনসূখ হয়ে গেছে। এটা তখনকার কথা যখন নামাযে কাজ করা ও কথা বলা জায়েয ছিল। কিন্তু যখন আয়াত قوموا لله قانتين অবতীর্ণ হলো তখন এ সব কিছু রহিত হয়ে যায়।

৪. কারো কারো মতে, নামাযের পরবর্তীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ নামাযের পরে সতর্ক করে দিবে। মোটকথা নামাযীকে তো নামাযরত অবস্থায় دفع المار হতেও বিরত থাকা চাই, কিতাল ও ফ্যাসাদ তো দূরের কথা।

بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

পরিচ্ছেদ [৩৪১] : নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার গুনাহ সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

হাদীসের অনুবাদ [৪৯২] : হযরত আবু জুহাইম (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী এটা তার জন্য কত বড় গুনাহের কাজ, যদি জানতো তাহলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। বর্ণনাকারী আবুন-নযর বলেন, (আমার শিক্ষক বুসর) চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমি জানি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে-

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবের হাদীসে ছিল فليدفعه তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. মুসল্লীর ফায়েদা, যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট না হয় এবং নামাযের খুশু'-খুযু' নষ্ট না হয়। ২. অতিক্রমকারীর ফায়েদা, যেন তার গুনাহ না হয়। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব সেটিই মনে হচ্ছে। যেমনটি তরজমা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝে আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম প্রমাণের জন্য হাদীসের শব্দ ماذا عليه اي من الاثم উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ অতিক্রমকারী যদি মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। তাই সেই গুনাহ ও গুনাহের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য فليدفعه-র নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কোনো অন্ধ ব্যক্তি পথ অতিক্রম করছে, আর তার সম্মুখে রয়েছে কূপ, যাতে তার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন ঐ মুসল্লীর নামায ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। তেমনিভাবে এখানে যেহেতু অতিক্রমকারী একটি জঘন্য ক্ষতির সম্ভাবনাগ্রস্ত–তাকে বাঁচানো জরুরি। তাই নির্দেশ হয়েছে–فليدفعه

ব্যাখ্যা: أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

এখানে রেওয়ায়েতে অস্পষ্টতা রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে যেমন মুসনাদে বাযযারে ইবনে উয়াইনা সূত্রে আছে– لكان ان يقف اربعين خريفا এর দ্বারা বুঝা গেল যে, চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা পছন্দ করবে।

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদীস–

(١) عن ابي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي اخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطا

(٢) عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا : ان الذي يمر بين يدي المصلي عمدا يتمني يوم القيامة انه شجر يابسة

(٣) لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه

(٤) قال عمر (رض) لكان يقوم حولا خير له من مروره

(٥) وقال كعب ابن احبر : لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه

بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

পরিচ্ছেদ [৩৪২] : নামাযীর দিকে মুখ করে বসার বর্ণনা সম্পর্কে

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ

হযরত উসমান (রাযি.) নামাযীর দিকে মুখ করে বসাকে অপছন্দ করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এ অপছন্দনীয়তা ঐ সূরতে হবে যখন নামাযীর ধ্যান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি নামাযীর ধ্যান নষ্ট না হয় তাহলে হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযি.) বলেছেন 'আমি এটার পরোয়া করি না। কারণ, পুরুষের সম্মুখ দিয়ে আসা পুরুষের নামাযকে নষ্ট করে না।'

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ

https://e-ilm.weebly.com/

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৯৩] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তাঁর কাছে যেসব বিষয় নামায নষ্ট করে দেয় সেগুলোর আলোচনা করা হলো। লোকজন বললো, কুকুর, গাধা ও নারী নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর বানিয়ে দিলে? আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়া অবস্থায় তার ও কেবলার মাঝখানে চৌকির ওপর শুয়ে থাকতাম এবং আমার কোনো প্রয়োজন হলে তার সামনে দিয়ে যাওয়া খারাপ মনে করতাম বলে নীরবে বের হয়ে যেতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৬, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১৩৬, ১৬১, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মহিলা নামাযীর সম্মুখে হওয়া নামায ভঙ্গকারী নয়।

ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: শিরোনামে আছে استقبال الرجل الرجل অর্থাৎ পুরুষ পরুষের সম্মুখে হওয়া, আর রেওয়ায়েতে আছে মহিলা পুরুষের সম্মুখে হওয়া। বাহ্যত অসামঞ্জস্য মনে হয়?

জবাব: যখন মহিলা পুরুষের সম্মুখে হলে নামায নষ্ট না হয়, তাহলে পুরুষ ব্যক্তি সামনে হওয়ার দ্বারা আরো উত্তমভাবেই নামায নষ্ট হবে না।

بَاب الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

পরিচ্ছেদ [৩৪৩] : ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৯৪] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করতেন এবং আমি তার বিছানার ওপর আড়াআড়ি শুয়ে ঘুমাতাম। তিনি যখন বিতর আদায় করতে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগাতেন। আমি (তার সাথে) বিতর আদায় করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ يُصَلِّي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৬, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১৩৬, ১৬১, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যেহেতু আবু দাউদ, ইবনে মাজাহর রেওয়ায়েতে ঘুমন্ত ও নামাযী ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায়, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) স্পষ্ট করে দিলেন যে, এ নিষেধাজ্ঞাটা সাধারণভাবে

https://e-ilm.weebly.com/

নয়; বরং তা বিশ্লেষণমূলক। অর্থাৎ যদি ঘুমন্ত ব্যক্তির কোনো আচরণ দ্বারা নামাযী ব্যক্তির ধ্যান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবু দাউদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে- قال النبي (صلى الله عليه وسلم) لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ঘুমন্ত ব্যক্তি ও কথোপকথনরত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ো না। (আবু দাউদ খ. ১, পৃ. ১০১)

ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে রেওয়ায়েত রয়েছে- نهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان يصلي خلف المتحدث والنائم 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ রেওয়ায়েতসমূহেও ঐ ব্যাখ্যা করতে হবে। উদাহরণতঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি জোরে জোরে নাক ডাকছে। অথবা আলাপরত ব্যক্তি জোরে জোরে কথা বলছে। যা দ্বারা নামাযীর ধ্যান নষ্ট হয়ে যায়। অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে বায়ু ইত্যাদি নির্গত হতে পারে। যা দ্বারা খুশু'তে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে এমন সূরতসমূহে নামায না পড়া চাই। কারণ, এতে নামাযের মধ্যে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ঘুমন্ত বা আলাপরত ব্যক্তি হতে এ ধরনের কোনো কাজের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে নামায পড়া জায়েয হবে। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন, এরকম হাদীস আরো সামনে আসছে।

ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: শিরোনাম হলো الباب خلف النائم 'ঘুমন্ত পুরুষের পিছনে নামায পড়া' আর হাদীসে আছে خلف النائمة 'ঘুমন্ত মহিলার পিছনে নামায পড়ার কথা' তাহলে উভয়ের মধ্যে মুনাসাবাত হলো কিভাবে?

জবাব:

১. শরিয়তের বিধিবিধানে পুরুষ-মহিলা সমান। কিন্তু ঐ সমস্ত বিধান ব্যতিক্রম যা দলীল দ্বারা হয়েছে।

২. যখন ঘুমন্ত মহিলার পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে, তাহলে ঘুমন্ত পুরুষের পিছনে নামায পড়া তো আরো উত্তমরূপেই জায়েয হবে।

৩. শিরোনামের خلف النائم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো خلف الشخص 'ব্যক্তির পিছনে' সে পুরুষ হোক বা মহিলা।
- ওমদাতুল কারী

بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ [৩৪৪] : স্ত্রীকে সামনে রেখে নফল নামায আদায় প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

হাদীসের অনুবাদ [৪৯৫] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঘুমাতাম। আমার পা দুটো তার কিবলার দিকে থাকতো। তিনি সিজদার সময়

https://e-ilm.weebly.com/

আমার পায়ে চাপ দিতেন। আমি পা দুটি কুঁকড়ে নিতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন, আমি পা দুটি প্রশস্ত করতাম। আয়েশা বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি মহিলা সামনে শুয়ে থাকে তাহলে তার পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ বৈধতা তো ফরজ, নফল সকল নামাযের জন্যই প্রযোজ্য। তাহলে এখানে নফলকে বিশিষ্ট করার কারণ কি?

জবাব: যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামায সর্বদা মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন, ঘরে শুধুমাত্র সুন্নত, নফল ইত্যাদি পড়তেন। বুঝা গেল কিছু কিছু লোক যারা মহিলার পিছনে নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করেন ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মত মানতে রাজি নন। তাই বিষয়টি তিনি বিভিন্ন শিরোনাম গঠন করে বিভিন্নভাবে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অথবা এটা হবে যে, মাকরূহ হবে তখন, যখন নামাযীর খুশু-খুযূ'তে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। নতুবা নয়। উপরন্তু এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, মহিলাকে স্পর্শ করা দ্বারা অজু নষ্ট হয় না।

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

পরিচ্ছেদ [৩৪৫] : ঐ সমস্ত লোকের দলীল সম্পর্কে যারা বলেন যে, কোনো কিছুই নামাযকে ভঙ্গ করে না

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৯৬] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, তার কাছে আলোচনা করা হলো, কুকুর, গাধা ও নারী নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করলে? আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায় অবস্থায় তার ও কিবলার সামনে আড় হয়ে শুয়ে থাকতাম। আর আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে আমি নীরবে তার পা দু'টির পাশ দিয়ে সরে পড়তাম। তাঁর কষ্ট হবে মনে করে আমি তার সামনে বসা অপছন্দ করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ -অংশের সাথে। অর্থাৎ হাদীসের বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, কোনো কিছুই সামনে আসা বা অতিক্রম করা দ্বারা নামায নষ্ট হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের পূর্বে অনেকবার অতিবাহিত হয়েছে এবং এখানে ৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ

প্রশ্নঃ মুসলিম শরীফ ইত্যাদির হাদীস রয়েছে–

يقطع الصلوة المرأة و الحمار والكلب وبقي ذلك مثل موخرة الرحل

জবাবঃ ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন যে–

قال مالك و ابو حنيفة رضي الله عنهم والجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلوة بمرور هؤلاء ولا من غيرهم

জুমহূর ওলামা এ রেওয়ায়েতসমূহের তাবীল করেন। তা হলো– ১. قطع صلوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও নামাযের খুশু' নষ্ট হওয়া। ২. নামায ভঙ্গ সম্পর্কিত হাদীসগুলি ইসলামের শুরু যুগের জন্য প্রযোজ্য, আর لا يقطع الصلوة شئ হলো পরবর্তী সময়ের। সুতরাং নামায ভঙ্গ সম্পর্কিত হাদীসগুলি মানসূখ হয়ে যাবে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৪৯৭] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন এবং আমি তাঁর বিছানায় তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়া-আড়ি শুয়ে থাকতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের পূর্বে অনেকবার অতিবাহিত হয়েছে এবং এখানে ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহূরের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করা, যারা বলেন যে, (অতিক্রমকারী) কোনো কিছুই নামায ভঙ্গকারী নয়। যা যাহেরীদের পরিপন্থি।

بَاب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৩৪৬] : যদি নামাযের মধ্যে ছোট কন্যা শিশুকে ঘাড়ে নেয় (তাহলে নামায নষ্ট হবে না)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৪৯৮] : হযরত আবু কাতাদা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যা যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবিয়ার ঔরষজাত উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামায আদায় করতেন। সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতেন কাঁধে তুলে নিতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো كان يصلى وهو حامل امامة بنت زينب-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৪, ৮৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন-

اراد البخاري ان حمل المصلي الجارية اذا كان لا يضر الصلوة فمرورها بين يديه لا يضر الخ

অর্থাৎ যখন মেয়েকে বহন করা দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না, তাহলে তারা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার দ্বারা আরো উত্তমরূপেই ভঙ্গ হবে না। মূলতঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এর বৈধতা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন।

আল্লামা কাস্তাল্লানী বলেন-

انما فعل ذلك علي الصلوة والسلام لبيان الجواز وهو جائز لنا وشرع مستمر الي يوم الدين وهذا مذهبنا الخ

এটিই জুমহুর ওলামায়ে কেরাম হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব। তারা বলেন এ সূরতে নামায ভঙ্গ হবে না। এবং এটি আমলে কাছীরও নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঘাড়ে ওঠা-নামা করতে নিজের হাত লাগানোরও প্রয়োজন হতো না; বরং উমামা নিজেই উঠে যেতেন এবং রুকু-সিজদায় যাওয়ার সময় পড়ে যাওয়ার ভয়ে নেমে যেতেন। আবার সিজদা হতে ওঠার সময় ঘাড়ের উপর বসে যেতেন। আমলে কাছীর তো তখন হবে যদি উভয় হাত ব্যবহার করা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আমলের কাছীরের একটি উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে যে, যদি কেউ নামাযের মধ্যে তীর নিয়ে তীর ছোড়ে, তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কেউ যদি ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করায় তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ, এতে আমলে কাছীর হবে। আর যদি দুধ পান না করায় তাহলে নামায ফাসেদ হবে না। এ যুগেও এ ধরনের কাজ আমাদের কারো জন্য করা মাকরূহ হবে না। যদি তা করা হয় প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এ ধরনের করা কাজ মাকরূহ হবে।

ইমাম মালেক বলেন, এ ধরনের কাজ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে করেছেন। তিনি বলেন ফরজ নামাযে এ ধরনের কাজ জায়েয হবে না।

আল্লামা নববী (রহ.) এর জবাবে বলেন- هذا التاويل فاسد কারণ, হাদীসের শব্দ يؤم الناس [যখন তিনি নামাযের ইমামতি করতেন] দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, ফরজ নামাযেই তিনি শিশুদেরকে কাঁধে নিতেন। কারণ, সাধারণতঃ তিনি ফরজ নামাযেরই ইমামতি করতেন।

ফরজ নামাযে তিনি উমামাকে কাঁধে নিতেন, এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হাদীসসমূহ হলো-

(১)عن ابي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علي عاتقه

(২)وعن ابي قتادة قال: بينما نحن ننتظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للصلوة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة . اذ خرج الينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته علي عنقه فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مصلاه وقمنا خلفه ....

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, কোনো মালেকীগণ এমনকি ইমাম মালেকও এ সমস্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন– ১. এগুলি মানসূখ হয়ে গেছে। ২. এটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, তাদের এ সমস্ত তাবীল অযথা ও বাতিল। কারণ, তাদের মতের কোনো দলীল নেই, তাছাড়া এ ধরনের তাবীলের কোনো প্রয়োজনও নেই। বরং ফরজ নামাযের ব্যাপারে হাদীসগুলি সহীহ এবং স্পষ্ট। এবং এটা শরিয়তের মূলনীতিরও পরিপন্থি নয়। কারণ, মানুষ পবিত্র এবং তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তাও ক্ষমার্হ। তেমনিভাবে শিশুদের কাপড় এবং তাদের শরীর পবিত্র। আর শরিয়তের দলীলসমূহ একথাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ কাজ নামাযের মধ্যে নামাযকে নষ্ট করে না। আর রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধতা বর্ণনা করা এবং সতর্ক করার জন্য তা নিজে করেছেন। – ওমদাতুল কারী

بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ [৩৪৭] : যদি এমন বিছানার দিকে মুখ করে নামায পড়া হয় যাতে হায়েযরত মহিলা শায়িত থাকে (তাহলে নামায সহীহ হবে)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي

হাদীসের অনুবাদ [৪৯৯] : উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রাযি.) বলেন, আমার বিছানা রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুসাল্লা বরাবর হতো। অনেক সময় তার কাপড় আমার ওপর পড়তো। অথচ আমি বিছানায় অবস্থান করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي -অংশের সাথে। এ হাদীসে যদিও হায়েযের শব্দ নেই; কিন্তু পরবর্তী হাদীসে হায়েযের কথা স্পষ্ট রয়েছে। যা একথার দলীল যে, এ হাদীসও দ্বিতীয়টির উপর প্রয়োগ হবে। কারণ-الحديث يفسر بعضه بعضا 'এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করে।'

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ وَأَنَا حَائِضٌ

হাদীসের অনুবাদ [৫০০] : উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করতেন। অথচ আমি তার পাশে ঘুমিয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন, তার কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করতো। আমি সে সময় ঋতুবতী ছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ. وَأَنَا حَائِضٌ -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি হায়েযগ্রস্ত মহিলা নামাযীর পার্শ্বে বা সম্মুখে থাকে তাহলে নামায ফাসেদ হবে না। সুতরাং মহিলা অতিক্রম করার দ্বারা আরো উত্তমরূপেই ফাসেদ হবে না । শিরোনামে الى শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ বিছানার দিকে মুখ করে। সম্ভবত الى টি عام হবে। চাই বিছানা সামনে হোক বা বাম দিকে, নামায হয়ে যাবে।

بَاب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ

পরিচ্ছেদ [৩৪৮] : পুরুষরা সিজদার জন্য স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে কি না?

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا

হাদীসের অনুবাদ [৫০১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার পর্যায়ে মনে করে খুব অন্যায় করেছো। আমি রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের অবস্থায় দেখেছি। অথচ আমি তার ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম। তিনি সিজদার সময় আমার পায়ে চাপ দিতেন এবং আমি তা গুটিয়ে নিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৫-৫৬, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১৩৬, ১৬১, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, যখন স্ত্রীকে স্পর্শ করা নামায ভঙ্গকারী নয়, তাহলে শুধুমাত্র সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা দ্বারা আরো উত্তমরূপেই নামায ভঙ্গকারী হবে না।

بَاب الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

পরিচ্ছেদ [৩৪৯] : মহিলা যদি নামাযীর শরীর হতে নাপাক বস্তু সরিয়ে দেয় (তাহলে তার কি হুকুম?)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّورَمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا فَيَجِيءُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ

https://e-ilm.weebly.com/

إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً

হাদীসের অনুবাদ [৫০২] : হযরত আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কা'বা ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। সে সময় কুরাইশদের দলবল তাদের মজলিসে উপস্থিত ছিলো। এমন সময় তাদের একজন বললো, তোমরা কি এই ভণ্ডকে (নাউযুবিল্লাহ) দেখছো না? তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উট জবাই করার স্থানে গিয়ে তার গোবর, রক্ত জরায়ু আনতে পারে এবং সুযোগ মতো সিজদায় যাওয়ার সময় সেগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখতে পারে? এ কথা শুনে তাদের মধ্যকার চরম পাষণ্ড ব্যক্তিটি (উকবা) উঠে গেলো। (এবং তা নিয়ে এলো) আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তার দুই কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় রয়ে গেলেন। তারা হাসতে লাগলো। এমন কি হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর গিয়ে পড়তে লাগলো। এই অবস্থা দেখে একজন পথচারী ফাতেমার কাছে গেল। তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলেন। তখনও রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় অবনত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেগুলো তার ওপর থেকে ফেলে দিলেন এবং তাদেরকে গাল-মন্দ বলতে থাকলেন। আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তিনবার বললেন, হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশদেরকে গ্রেফতার করো। তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, হে আল্লাহ, তুমি আমর ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবি'য়া, শায়বা ইবনে রাবি'য়া, অলীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ, উকবা ইবনে আবু মু'আইত এবং আমারাহ ইবনে অলীদকে গ্রেফতার করো। আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাদের সবাইকে বদরের দিন লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বদরের অন্ধকার কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। এরপর আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই কূপের অধিবাসীদের প্রতি চিরকালের জন্য অভিশাপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৭, ৭৪, ৪১১, ৪৫২, ৫৪৩-৫৪৪, ৫৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, মহিলারা পুরুষের সম্মুখে হওয়া দ্বারা তাদের নামায ফাসেদ হয় না। শুধু এই নয়; বরং নামাযীর শরীর হতে কোনো ভারী জিনিস সরানোর প্রয়োজন হলে, যেদিক থেকেই সহজ হয়, সামনের দিক থেকে হলেও সরিয়ে দিতে পারবে। এতে নামায ফাসেদ হবে না। এ দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, মহিলারা নামাযীর সামনে হওয়া বা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা দ্বারা নামায ভঙ্গকারী নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

২. অধিক সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে- مس المرأة তথা নারী স্পর্শ করা অজু ভঙ্গকারী নয়। যেটি হানাফীদের মাযহাব। তখন এ শিরোনাম দ্বারা তিনি হানাফীদের মাযহাব সমর্থন করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ

صَرْعَى : শব্দটি صريع-এর বহুবচন। অর্থ হলো ভূপাতিত, ধরাশায়ী। এখানে অর্থ হলো-

مطروحين بين القتلي في المصارع التي عينها رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل القتال

অর্থাৎ তারা নিহতের মাঝে ঠিক ঐ স্থানে ভূপাতিত ছিল, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে নির্ধারিত বধ্যভূমি দেখিয়েছিলেন।

فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ : তাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্টতম ব্যক্তি উকবা বিন আবী মুআইত আবু জাহলের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করল। এখানে তাকে أَشْقَى বলা হয়েছে। অথচ বাহ্যত আবু জাহেল ছিল সর্বাধিক নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি। এর কারণ এই যে, এ লোকটি আবু জাহলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছে। যদিও মূল হোতা ছিল আবু জাহেলই। যেমন কুরআনে হযরত সালেহ (আ.)-এর ঘটনায় রয়েছে- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ' ছামূদ সম্প্রদায় নিজেদের দুষ্টামীর দরুন [সালেহকে] অবিশ্বাস করেছে। যখন সে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি [উটনীকে বধ করার জন্য] দাঁড়াল।' এ হতভাগার নাম ছিল কুযার বিন সালিফ। সম্প্রদায়ের সকলেই হতভাগা ছিল, পরামর্শ ও আন্দোলনে সকলেই অংশীদার ছিল; কিন্তু তাকে اشقى বলা হয়েছে উটকে হত্যা করার কারণে।

اللهم عليك بأبي جهل ...وعقبة بن أبي معيط: সেই বদদোয়ার ফলেই দীর্ঘ পনের বছর পর বদর যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছে।

কে কাকে হত্যা করে? শাইবাকে হত্যা করেন হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাযি.), উতবাকে হত্যা করেন হযরত উবাইদ বিন হারিছ, তবে ইবনে হিশাম-এর বর্ণনামতে, তার হাত্যাকারী হলেন উবাইদ, হামযা ও আলী (রহ.)। ওয়ালিদকে হত্যা করেন। আর আবু জাহলকে হত্যা করেন, হযরত মু'আয ইবনে জামূহ, মু'আয ইবনে আফরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আনা হয়েছিল।

ফায়েদাঃ আল্লাহর নিকট দোয়া করলে তা বিফলে যায় না; যদিও কোনো কারণবশত কখনো কবুল হতে বিলম্ব হয়। দেখুন, কাফিরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বদদোয়া কবুল হয়েছিল পনের বছর পরে। নবীর দোয়া কবুল হতে যদি এত বিলম্ব হয় তাহলে উম্মতের কি অবস্থা হতে পারে? তাই দোয়া করতে কখনো অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। তাহলে তিনি কাফিরদের হিদায়েতের দোয়া না করে তাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করলেন কেন?

জবাবঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বদদোয়া রহমতের পরিপন্থি নয়; বরং সম্পূর্ণ অনুকূল। কারণ, নিয়ম হলো বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করতে হয়। তেমনিভাবে এ গুটিকতেক লোকের অনিষ্ট দ্বারা বৃহৎ জনগোষ্ঠী কষ্ট পাচ্ছিল। তাই বিশ্ব মানবতার শান্তি ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করে এই কতক দুষ্কৃতিকারীর জন্য বদদোয়া করাটা সমীচীন হয়েছে। বিষয়টি ঠিক এরকমই যেমন ডাক্তার গোটা দেহকে রক্ষার খাতিরে দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অপারেশন করে কেটে ফেলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আর তাদের জন্য হিদায়েতের দোয়া না করার কারণ হলো তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এরা কখনও ঈমান আনবে না, তাই তাদের হিদায়েতের জন্য দোয়া করাটা অনর্থক হবে তাই তিনি তাদের হিদায়েতের জন্য দোয়া করেন নি। হযরত নূহ (আ.)ও এরকম ক্ষেত্রে বদদোয়া করেছিলেন–

وقال نوح رب لا تذر علي الارض من الكافرين ديارا

প্রশ্ন: তায়েফ এবং উহুদেও তো আরো অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তাহলে সেখানে তিনি বদদোয়া করলেন না কেন?

জবাব:

১. তায়েফ ও উহুদে যে কষ্ট পেয়েছিলেন তা ছিল ব্যক্তিগত শারীরীক কষ্ট। আর ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কারো জন্য বদদোয়া করা বা কারো থেকে প্রতিশোধ নেওয়াটা ছিল তাঁর নীতির পরপিন্থি। পক্ষান্তরে নামাযের অবস্থায় যে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল সেটা ছিল ধর্মীয় কষ্ট। তাই তিনি ধর্মীয় কারণে তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন।

২. তাছাড়া তায়েফ ও উহুদবাসীদের ঈমানগ্রহণের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন। তাই তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি। পক্ষান্তরে এদের ঈমানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাশ, তাই তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ

অধ্যায় ঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে

بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৫০] : নামাযের ওয়াক্তসমূহ ও তার ফযিলত সম্পর্কিত আলোচনা

وَقَوْلِهِ {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} مُوَقَّتًا وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ

এবং (এ সম্পর্কিত) আল্লাহ তা'আলার বাণী– 'নিশ্চয় নামায মুমিনদের জন্য ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে'

প্রশ্নঃ كتاب ও باب-এর মধ্যে পার্থক্য হওয়া জরুরি। অথচ এখানে কিতাবও مواقيت الصلوة আবার বাবও مواقيت الصلوة তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি হলো?

জবাবঃ 'আওকাতে সালাত' দু'প্রকার। এক. اوقات فضيلة দুই. اوقات جواز ; সুতরাং কিতাবের মধ্যে جنس وقت উদ্দেশ্য, যার মধ্যে উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত। আর বাবের মধ্যে তার একটি প্রকার অর্থাৎ আওকাতে ফযিলত উদ্দেশ্য। – ফযলুল বারী

এ ব্যাপারে সকল সীরাত ও হাদীস বিশারদগণ একমত যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মি'রাজের রাতে ফরজ হয়। তবে মি'রাজ কোন বছরে হয় এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মতপার্থক্য আছে। নবুয়তের ৫ম থেকে ১০ম বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। জুমহুরের মত হলো, নবুওয়াতের ৫ম বছর। এরপর এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিল যে, মি'রাজের রাতের পূর্বে কোনো নামায ফরজ ছিল কি না?

অধিকাংশ আলেমের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে অন্য কোনো নামায ফরজ ছিল না। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে তাহাজ্জুদের নামায এর পূর্বে ফরজ ছিল। সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতগুলো এর প্রমাণ। এ সূরাটি মক্কা শরীফে ইসলামের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়। এর উত্তরে কতক আলেম বলেন, সূরা মুয্যাম্মিলের নামাযের বিধানটি মাদানী বা মদিনায় অবতীর্ণ। এর প্রমাণ, ঐ সূরারই শেষের এ আয়াত–

واخرون يقاتلون فى سبيل الله

(আর অপর একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে) যুদ্ধ শুরু হয় মদিনায়।

কিন্তু এ উত্তরটি সঠিক নয়। কারণ এখানে যুদ্ধের কথাটি এ প্রসঙ্গে এসেছে–

علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون فى سبيل الله.

'আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। –সূরা মুযযাম্মিল : ২০

এ আয়াতে স্পষ্টতই ইস্তেকবালের সীগাহ (ভবিষ্যতের অর্থ প্রদানকারী ক্রিয়া) বিদ্যমান, যা একথাই বুঝাচ্ছে যে, বিধানটি পূর্বেই দেওয়া হয়েছে এবং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যুদ্ধের প্রচলন ছিল না। তাই এ সূরাকে মাক্কী মেনে নেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। অতএব ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রমাণকরণটি সঠিক। কতক

https://e-ilm.weebly.com/

আলেমের ভাষ্যমতে তাহাজ্জুদ নামায কেবল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপরই ফরজ ছিল; সাধারণ মুসলমানদের উপর নয়। অতঃপর এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিল যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়ার পূর্বে সাধারণ মুসলমানগণ কোনো নামায আদায় করতেন কি না?

কতক আলেমের মতে মি'রাজের পূর্বে ফজর ও ইশার নামায মুসলমানদের জন্য ফরজ ছিল। যার প্রমাণ, কুরআনের এ আয়াত- وسبح بحمد ربك بالعشى والابكار এ আয়াতটি মি'রাজের পূর্বে নাজিল হয়েছে এবং এতে দুই নামাযের কথাই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ মি'রাজের পূর্বেই ফজর ও ইশার নামায নিয়মিত আদায় করতেন, এটা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন সূরা জিনের মধ্যে জিনদের যে তেলাওয়াত শ্রবণের কথাটি কুরআনে উল্লেখ আছে তা ফজরের নামাযেরই কুরআন তেলাওয়াত ছিল। আর জিনদের এ ঘটনা মি'রাজের পূর্বের বলেই মনে করা হয়। কিন্তু এ দুটি নামায রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর ফরজ ছিল, না তিনি নফল স্বরূপ পড়তেন? এর কোনো প্রমাণ বা স্পষ্ট ঘোষণা হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ أَوَأَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

হাদীসের অনুবাদ [৫০৩] : হযরত ইবনে শিহাব (রাযি.) বলেন, একদিন ওমর ইবনে আবদুল আযীয দেরি করে নামায আদায় করলে উরওয়া ইবনে যুবায়ের তার কাছে গেলেন এবং তাকে জানালেন যে, ইরাকে অবস্থানের সময় মুগীরাহ ইবনে শু'বা একদিন নামায দেরি করে আদায় করলে আবু মাস'উদ আনসারী তার কাছে গিয়ে বলেন, মুগীরাহ, এ কেমন ব্যাপার? তুমি কি জানো না যে, জিবরাঈল (আঃ) এসে নামায আদায় করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও নামায আদায় করলেন। তিনি পুনরায় নামায আদায় করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও পুনরায় নামায আদায় করলেন। তিনি পুনরায় নামায আদায় করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও নামায আদায় করলেন। তিনি পুনরায় নামায আদায় করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও পুনরায় নামায আদায় করলেন। এবার জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এভাবে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এসব কথা শুনে) ওমর (ইবনে আবদুল আযীয) উরওয়াকে বললেন, তুমি কি বলছো তা জেনে-শুনে বলো বা উপলব্ধি করো। জিবরাঈল (আঃ) কি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নামাযের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন? জবাবে 'উরওয়া বললেন, বাশীর ইবনে আবু মাস'উদ তার পিতার কাছ থেকে এমনই বর্ণনা করতেন। উরওয়া বলেন, আয়েশা (রাযি.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তার কামরার মধ্যে থাকতো। অর্থাৎ তখনও সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যায়নি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ৪৫৭, ৫৭১-৫৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথমে কিবলার দিকে মুখ করা সম্পর্কিত অনেকগুলি বাব কায়েম করেছিলেন– যা ছিল নামাযের একটি শর্ত। এরপর কিবলা সংরক্ষণের জন্য সুতরার কয়েকটি বাব গঠন করেছেন। এবার নামাযের দ্বিতীয় শর্ত নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযের ওয়াক্তসমূহ ফরজ হওয়া এবং তার ফযিলত বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যাঃ

আমাদের ভারত-বাংলাদেশী কপিতে এরকমই অর্থাৎ بسم الله الرحمن الرحيم-এর পরে كتاب مواقيت الصلوة আছে। তেমনিভাবে ওমদাতুল কারী, ইরশাদুস-সারী ইত্যাদিতে এরকমই আছে। কিন্তু মুসতামলীর কপিতে আছে আগে كتاب مواقيت الصلوة তারপরে بسم الله الرحمن الرحيم তবে কোনো কোনো কপিতে আছে كتاب مواقيت وفضلها–باب مواقيت الصلوة

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে এ কপিটিই অধিক পছন্দনীয়, অর্থাৎ كتاب=-এর মধ্যে مواقيت ও فضل উভয়টিই হওয়া উত্তম ও অগ্রগণ্য। কারণ, كتاب হলো সকল বিষয়বস্তুকে সমন্বয়কারী। তাই তার মধ্যে مواقيت ও فضل উভয়টিই হবে। কিন্তু যদি এ আমাদের দেশীয় কপি হয় তখনও কোনো ইশকাল হবে না; কারণ ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে فضل مواقيت ও مواقيت উভয়টিই উল্লেখ করছেন। مواقيت হলো আবু মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা। কারণ, উরওয়া ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে নামায বিলম্ব করার কারণে অভিযোগ করেছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই।

أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا : একদিন বিলম্ব করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এটা তার অভ্যাস ছিল না; বরং একদিন কোনো কাজের ব্যস্ততার কারণে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। যদিও তার বংশের লোকদের অর্থাৎ বনু উমাইয়াদের অভ্যাস ছিল নামাযে বিলম্ব করা। এটা ছিল আসরের নামায। যেমন বুখারী বদউল খলকে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন– اخر العصر شيئا ; তাছাড়া شيئا শব্দ দ্বারা এটাও জানা গেল যে, অধিক বিলম্ব ছিল না; বরং সামান্য বিলম্ব করেছিলেন। তিনি সাধারণতঃ মুস্তাহাব সময়ে পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন, তা হতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।

এটা ছিল তখনকার ঘটনা যখন তিনি ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ হতে মদিনার আমীর বা শাসক ছিলেন। এ বিলম্বের কারণে উরওয়া উমর বিন আব্দুল আযীযের নিন্দা করেছেন যে, আপনার কি জানা নেই যে, একবার হযরত মুগীরা বিন শু'বা নামাযে বিলম্ব করেছিলেন। তখন আবু মাসউদ আনসারী তার নিকট গিয়ে বললেন–!ما هذا يا مغيرة তুমি কি জাননা যে, নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (রাযি.)-কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করে নামাযের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারপরও কেন এই অবহেলা?

وَهُوَ بِالْعِرَاقِ : এটাও আসরের নামাযের ঘটনা। হযরত মুগীরা বিন শু'বা আসরের নামাযে বিলম্ব করেছিলেন। যেমনটি কিতাবুল মাগাযী ৫৭১ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে আছে اخر مغيرة بن شعبة العصر وهو امير

https://e-ilm.weebly.com/

الكوفة উল্লেখ্য, এখানে ইরাক ও কূফা দ্বারা প্রশ্ন না জাগা চাই, কারণ কূফা হলো ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আর মুগীরা বিন শু'বা ছিলেন আমীরে মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে কূফার গভর্নর।

أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى : মাগাযীবিদ মুহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.) মি'রাজ রজনীর ফজরের সময় এসেছিলেন। আর ফজর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মি'রাজ রজনী অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী আগত দিন। আর সর্বপ্রথম তিনি জোহরের নামায পড়ে ছিলেন। যেমনটা তিরমিযীর রেওয়ায়েতে স্পষ্ট রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

امني جبرئيل عند البيت مرتين فصلي الظهر في الاولي منهما

প্রশ্নঃ ফজরের নামায কেন পড়েননি?

জবাবঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাস হতে ফজর নামায পড়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। ২. এটা নিশ্চিত যে, নামায হয়েছিল রাতের বেলা। কিন্তু তা সকলকে বর্ণনা করার পূর্বে ওয়াজিব হয়েছিল না। আর ফজরের সময় হতে বর্ণনা এজন্য শুরু করেননি যে, তখন হলো অলসতা ও ঘুমের সময়, তাই তখন সকলের উপস্থিতি কষ্টসাধ্য ছিল। আর উদ্দেশ্য ছিল বর্ণনাটা এমন সময় হতে শুরু করা হবে যেন তখন সকলেই উপস্থিত থাকে। তাই বর্ণনার জন্য ফজরের নামাযের পরিবর্তে জোহরের নামাযের সময়কে নির্বাচন করা হয়েছিল।

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ف-টি تعقيب مع الوصل [সংলগ্ন-বিলম্বের অর্থের] জন্য আসে। কিন্তু এখানে বিলম্ব নামাযের রুকন হিসেবে হবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজ জিবরাঈল (আ.)-এর করার পর করছিলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে নামায পড়েছেন। যেমনটা তিরমিযীর রেওয়াতে উল্লেখ রয়েছে- امني جبرئيل

ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى : ثم আসে تراخي-এর জন্য। যার অর্থ এই হলো যে, পৃথক পৃথক বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর নামাযের সময়ের ফযিলতও প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট নামাযের সময়ের এত গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যে, তার নির্ধারণের জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলেন।

প্রশ্নঃ রেওয়ায়েতে নামাযের ওয়াক্তসমূহের বাহ্যতঃ বর্ণনা নেই। বরং শুধুমাত্র জিবরাঈলের নামায এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদার কথা উল্লেখ আছে?

জবাবঃ রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) পাঁচবার এসেছেন। এই আসা নামাযের সময় নির্ধারণের জন্যই ছিল। বিস্তারিত বিবরণ আবু দাউদ ইত্যাদিতে আছে।

এ হাদীসটিকে হাদীসে ইমামতে জিবরাঈল' বলা হয়। এটি নামাযের সময় সংক্রান্ত হাদীসগুলোর ভিত্তি। আল্লাহ চাইলে নামাযের সময় মৌখিকভাবেও জানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এজন্য করেছেন, যেন তা মানুষের অন্তরে অধিক বদ্ধমূল হয়। এ হাদীস দ্বারা এ মাসআলাটিও প্রমাণিত হলো যে, প্রয়োজনে সম্মানী ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার চেয়েও নিম্নস্তরের কোনো ব্যক্তির ইমামতি করা জায়েয আছে। যেমনটি এখানে ঘটেছে– হযরত জিবরাঈলের চেয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক সম্মানী হওয়া সত্ত্বেও হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রয়োজনের খাতিরেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইমাম হয়েছিলেন।

কতক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী এ হাদীস দ্বারা اقتداء المفترض خلف المتنفل (নফল আদায়কারী ব্যক্তির পেছনে ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির এক্তেদা করা) বৈধ বলে প্রমাণ করেন। কিন্তু তাদের এ

https://e-ilm.weebly.com/

প্রমাণ পেশ করা এজন্য ঠিক হবে না যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) -কে যখন ইমামতি করার আদেশ করা হলো, তখন ঐ দুদিনের নামায তার উপর ফরজ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তিনি নফল আদায়কারী ছিলেন না, বরং ফরজ আদায়কারীই ছিলেন। তাইতো তিনি বলেছেন-أُمِرْتُ আমি আদিষ্ট হয়েছি।

اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ : اِعْلَمْ শব্দটি امر-এর সীগাহ। তবে عِلْم এবং اعلام এ উভয় মাসদার হতেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি علم থেকে হয় তখন অর্থ হবে তুমি যা বলছ বুঝে শুনে বল, বা তুমি চিন্তা-ভাবনা করে নাও, তুমি কি বলছ? এটা বলার কারণ এই ছিল যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তখনও জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামতি বিষয়ক হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তাই তার প্রশ্ন জেগেছে যে, ইমামতি তো হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান। আর জিবরাঈল হলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা কম মর্যাদাবান।

আর যদি اعلام হতে امر-এর সীগাহ হয়, তখন উদ্দেশ্য হবে তুমি কি বলছ তার সনদ বর্ণনা কর। তাই উরওয়া এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করে দিলেন-

قَالَ عُرْوَةُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

আর উমর বিন আব্দুল আযীযের এ বাক্য أَوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্বারা এটিই সঙ্গত মনে হয়। কারণ, উরওয়া তারপর সনদ বর্ণনা করে দিয়েছেন, এবং সনদ বর্ণনার পর অতিরিক্ত বলে দিলেন- وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ অর্থাৎ আমাকে হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যখন সূর্যের আলো তার ঘরেই থাকত- তখনও (দেয়ালের) উপর উঠত না। এ আছরটি উল্লেখ করর কারণ এই যে, উরওয়া যে প্রশ্ন করেছিলেন তার সম্পর্ক আসরের নামাযের সাথেই ছিল। আর আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল শুরু ওয়াক্তে পড়া। তাই তার সমর্থনে উরওয়া হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত উল্লেখ করে দিয়েছেন।

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا :

জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত যে, তা সূর্য হেলার সাথে সাথেই শুরু হয়। কিন্তু জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সীমা ও আসরের ওয়াক্ত- শুরুর সময় নিয়ে মতভেদ আছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (রহ.) ও জুমহুরের মতে কোনো বস্তুর ছায়া এক মিছ্‌ল হলে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। অবশ্য ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি মত এমনও পাওয়া যায় যে, বস্তুর ছায়া এক মিছ্‌ল হওয়ার পরের চার রাকাতের সময়টুকু জোহর ও আসরের সম্মিলিত ওয়াক্ত। এর পরে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

২. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক মত জুমহুরের ন্যায়। সাহেবাইনের মতও এটিই। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর আরেকটি মত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, দুই মিছ্‌ল পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত। এর পরে আসর শুরু হয়। তৃতীয় মতটি হাসান ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম মিছ্‌ল থেকে দ্বিতীয় মিছ্‌ল পর্যন্ত সময়টুকু কোনো ওয়াক্তেরই নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে চতুর্থ আরেকটি মত হলো, প্রথম মিছ্‌ল থেকে দ্বিতীয় পর্যন্ত সময়টুকু জোহর ও আসরের সময়ের মধ্যে গণ্য। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্য এ মতটিকেই মুফতাবিহী (যথার্থ) বলেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত দ্বিতীয়টিই অর্থাৎ দুই মিছ্‌ল পর্যন্ত যোহরের সময়। অধিকাংশ হানাফী-এর উপরই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। জুমহুর এর বিপরীতে হাদীসে বাব দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। যার মধ্যে প্রথম মিছলের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

দালায়েল: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দ্বিতীয় মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো পেশ করা হয়।

১. তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত মারফূ হাদীস :

اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم

'যখন গরম তীব্র হয় তখন ঠাণ্ডা সময়ে নামায আদায় কর, কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নাম উত্তপ্ত হওয়ার কারণে হয়। এ হাদীস থেকে এভাবে প্রমাণ করা হয় যে, হিজায অঞ্চলের গরমের সময়ে ঠান্ডা প্রথম মিছ্লে হয় না।

২. তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ যর (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীস–

ان رسول الله ﷺ كان فى سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله ﷺ ابرد فى الظهر قال حتى رأينا فيئ التلول ثم اقام فصلى فقال رسول الله ﷺ ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلوة.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সফরে ছিলেন। তার সাথে বেলাল ছিলেন। বেলাল (রাযি.) একামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠাণ্ডা কর (একটু দেরি কর)। অতঃপর আবার একামত দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জোহরের ওয়াক্তে ঠাণ্ডা কর (দেরি করো)। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি আমরা টিলার ছায়া দেখলাম। অবশেষে তিনি একামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয় গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপেরই কিছু অংশ। অতএব তোমরা ঠাণ্ডা করে নামায আদায় কর। (গরম কমে আসার জন্য নামায পড়তে দেরি কর)।

এ হাদীসটিই বুখারী শরীফে এসেছে। তাতে حتى ساوى الظل التلول বাক্যটি রয়েছে, যার অর্থ হলো, যখন টিলাগুলোর ছায়া সেগুলোর সমান হয়ে গেছে।

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায এমন সময়ে পড়েছেন যখন টিলাগুলোর ছায়া এক মিছ্ল হয়ে গিয়েছিল। আরব ভূখণ্ডের টিলাগুলো যেহেতু সাধারণত প্রশস্ত হয় তাই সেগুলোর ছায়া দেরিতে পড়ে। সুতরাং সেগুলোর ছায়া এক মিছ্ল তখনই হয় যখন অন্যান্য জিনিসের ছায়া এক মিছলের সামান্য বেশি হয়।

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত আছে।

انه سمع رسول الله ﷺ يقول انما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس. اوتى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلوة العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القران فعملناالى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اى- ربنا اعطيت قؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا اكثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجركم من شيئ ؟ قالوا لا قال وهو فضلى اوتيه من اشاء.

অর্থঃ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের পূর্বের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাওরাত ওয়ালাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছে। তারা তদনুসারে আমল করেছে। অবশেষে যখন অর্ধ দিবস হলো, তখন তারা অক্ষম হয়ে পড়ল। ফলে তাদেরকে এক ক্যারেট এক ক্যারেট করে প্রতিদান দেয়া হলো। অতঃপর ইঞ্জিল ওয়ালাদেরকে ইঞ্জিল কিতাব দেয়া হলো। তারা আসরের নামায পর্যন্ত আমল করল। অতঃপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ল। ফলে তাদেরকে এক ক্যারেট এক ক্যারেট করে প্রদান করা হলো। অতঃপর আমাদেরকে কুরআন দান করা হলো। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করলাম। ফলে আমাদেরকে দুই ক্যারেট দুই ক্যারেট করে প্রদান করা হলো। তখন পূর্বোক্ত দুই আহলে কিতাব বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তাদেরকে দুই ক্যারেট করে প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে প্রদান করেছেন এক ক্যারেট করে। অথচ আমরা অধিক আমলদার। মহান আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের প্রতিদানের ব্যাপারে কোনো জুলুম করেছি? তারা বলল, না। তিনি বললেন, এটা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তা দান করি।

এমনই অর্থজ্ঞাপক একটি হাদীস ইমাম মুহাম্মদ ও মুয়াত্তা তাফসীর পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসে আসর ও মাগরিবের মাঝের সময়টুকুকে জোহর ও আসরের মাঝের সময়ের বিপরীতে অল্প সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন আসরের সময়কে দুই মিছল থেকে শুরু ধরা হবে। যদি আসরের সময় প্রথম মিছল থেকে ধরা হয় তবে আসরের সময় জোহরের সময় থেকে বেড়ে যায়।

হানাফীদের পক্ষ থেকে জোহরের সময় দুই মিছলের পর শেষ হওয়ার ব্যাপারে সাধারণত : তিনটি দলিল পেশ করা হয়। কিন্তু ন্যায্য কথা এটাই যে, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো হাদীসই নামাযের সময়-সীমার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশক নয়। এর বিপরীতে হাদীসে জিবরাঈলের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রথম দিনের আসরের নামায প্রথম মিছলে পড়ার আলোচনা উল্লেখ রয়েছে। তাই এ হাদীসগুলো হাদীসে জিবরাঈলের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। এ জন্যই কতক হানাফী প্রথম মিছল বিশিষ্ট হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। যেমনটি দুররে মুখতার কিতাবে রয়েছে। আর কতক হানাফী ওয়াক্তে মুহমালকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলেন, এক্ষেত্রে ছহীহ এটাই যে, দুই মিছলের মাঝের সময়টুকু জোহর ও আসরের যৌথ সময়। আর অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্য বিশেষ করে এ সময়ে উভয় নামাযই জায়েয।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) ইলমে হাদীসে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন প্রথমে মদীনায় মুহাদ্দিস সালেহ ইবনে কায়সানের নিকট হাদীস ও দীনি ইলম শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তদানীন্তন মনীষীদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন, পারস্পারিক চর্চা ও আলোচনার পূর্ণ সুযোগ পান এবং হাদীসের অনন্য সাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি যখন মদিনা থেকে চলে গেলাম, তখন আমার চেয়ে (হাদীসে) বড় আলেম আর কেউ ছিল না। তিনি ১০১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হাফেয যাহাবী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন–

كان فقيها مجتهدًا عارفا بالسنن كبيرَ الشأن ثبتًا حجّةً حفظا قانتًا لله أواها منيبًا.

অর্থাৎ, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ফিকহবিদ, মুজতাহিদ, সুন্নাত ও হাদীসে পারদর্শী, বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাদীস-অভিজ্ঞ, গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী, হাদীসের হাফেয, আল্লাহর হুকুম পালনকারী, আল্লাহভীরু ও বিনয়ী লোক ছিলেন।[১১]

---

[১১] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৫, পৃ: ৫৭৬]

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب قَوْلُ اللهِ تَعَالَى {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

পরিচ্ছেদ [৩৫১] : মহান আল্লাহর বাণী–

'তোমরা আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাঁরই প্রদত্ত যোগ্যতার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ভয় কর এবং নামাযের পাবন্দী কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত থেকো না।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ

হাদীসের অনুবাদ [৫০৪] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আপনার ও আমাদের মাঝখানে এই রাবী'য়া গোত্রের অবস্থান। সুতরাং নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। এ কারণে আপনি আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আমরা নিজেরাও গ্রহণ করবো এবং যারা আসতে পারেনি তাদেরকেও সেদিকে আহ্বান জানাবো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের চারটি কাজ করতে নির্দেশ দিচ্ছি, আর চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার। তিনি তাদের কাছে (এভাবে) ঈমানের ব্যাখ্যা করলেন। ঈমান হলো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল– এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা আর যা 'গনিমত' লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আমার কাছে প্রদান করবে। (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করবে)। আর তোমাদেরকে নিষেধ করছি লাউ পাত্র, সবুজ রঙের কলস, তেলে মোড়ানো পাত্র এবং কাঠের গুড়ি দিয়ে প্রস্তুত করা পাত্র ব্যবহার করা থেকে। (এসব পাত্রে হেস যুগে মদ প্রস্তুত করা হতো বিধায় সে সময় এসব পাত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ছিলো)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো স্পষ্ট। তা এভাবে যে, উল্লিখিত আয়াতে নামায কায়েম করাকে শিরক না করার সাথে যুক্ত করা হয়েছে, আর হাদীসে তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রমাণের কথা নামায কায়েমের সাথে করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) দশ স্থানে উল্লেখ করেছেন। সে স্থানগুলো হলো– ১৩, ১৯, ৭৫, ১৮৮, ৪৩৬-৪৩৭, ৪৯৮, ৬২৬, ৬২৭, ৯১২, ১০৭৯ ও ১১২৮ নং পৃষ্ঠাসমূহ।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযের গুরুত্ব ও নামাযের সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করা। কেননা, নামায হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এবং কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্যকারী। এমনকি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) নামায তরককারীকে কাফের মনে করেন। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

ব্যাখ্যা:

ان وفد عبد القيس الخ : আব্দুল কায়েস গোত্র বাহরাইনে বসবাস করত, সেই গোত্রের ব্যবসায়ী মুনকিয বিন হাইয়ান মদিনায় বস্ত্র ও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত

https://e-ilm.weebly.com/

করে মদিনায় আগমন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাহরাইনের অবস্থা জানতে চাইলেন। বাহরাইনের নেতৃবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত লোকদের নাম নিয়ে নিয়ে তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। বিশেষত ঐ গোত্রের সর্দার মুনযির বিন আ-ইয ওরফে মুনযির আল আসাজ্জ এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আর এই মুনযির ছিলেন মুনকিযের শত্তর। তাই তিনি ভীষণ আশ্চার্যান্বিত হলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কোনোদিন বাহরাইন যাননি। তাহলে বাহরাইনের এ সব বিস্তারিত অবস্থা কিভাবে জানতে পারলেন? অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে মুনকিয রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে থাকেন। ফলে তিনি ভীষণ প্রভাবিত হন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এতে তিনি ইসলামগ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনকিযকে সূরা ফাতিহা ও সূরা 'আলাক শিক্ষা দেন। মুনকিয স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোত্রপ্রধানদের নামে পত্র প্রেরণ করেন। মুনকিয দেশে ফিরে গিয়ে নিজের ইসলামের বিষয়টি প্রকাশ করেন নি। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তবে নামাযের সময় হলে ঘরে নামায আদায় করে নিতেন। তার স্ত্রী ছিলেন মুনযিরের কন্যা। তার অন্তরে বিষয়টি নিয়ে খটকা লাগল। তিনি তার পিতার নিকট মুনকিযের চাল-চলন সম্পর্কে অবহিত করলেন যে, এবার মুনকিয মদিনা থেকে আসার পর থেকে তার চাল-চলনে পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। সে হাত, মুখ ও পা ধৌত করে। অতঃপর কিবলার দিকে মুখ করে কখনো দাঁড়ায়, কখনো ঝুঁকে পড়ে, আবার কখনো মাটিতে কপাল ঠেকায়। মুনযির এ অবস্থা শুনে জামাতা মুনকিযের নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, নতুন কিছু ঘটেছে কি? তিনি সকল বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করলেন, এবং এও বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে আপনার কথা জানতে চেয়েছেন। এতদশ্রবণে মুনযির মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর মুনকিযের দাওয়াতের ফলে একদল লোক মুসলমান হয়ে যায়। এবং ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مرحبا بالوفد স্বাগতম হে প্রতিনিধি দল! বলে তাদেরকে সংবর্ধনা জানান। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সম্মানিত মাস ব্যতীত অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। কারণ, আমাদের ও আপনার মাঝখানকার এলাকায় কাফির মুদার গোত্র বাস করে। সুতরাং আমাদেরকে আপনি সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো নির্দেশ দিন। আমরা তা অন্যদেরকে জানিয়ে দেবো। আর তার মাধ্যমে আমরা যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পানীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করলো। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন।

প্রশ্ন : এখানে اجمال ও تفصيل-এর মধ্যে অমিল রয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলেছেন চারটি বিষয় তিনি বলবেন, অথচ বিবরণ দিয়েছেন পাঁচটির। সেগুলি হলো ঈমান, সালাত, যাকাত, রোযা ও গনিমতের পঞ্চমাংশ প্রদান করা। এরূপ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

১. আল্লামা বায়যাবী (রহ.) বলেন, এখানে বিবরণে সেই চারটির মধ্য হতে মাত্র একটির কথা উল্লেখ হয়েছে। তা হলো ঈমান, বর্ণিত বাকিগুলি হলো এই ঈমানের ব্যাখ্যা। আর বাকি তিনটির কথা বর্ণনাকারী হয়ত ভুলে বা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেননি।

২. আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, ভাষাবিদদের নীতি হলো, আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় এলে তা হিসেবে গণ্য করা হয় না। শুধু মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। আব্দুল কায়েস গোত্রের এ প্রতিনিধি দল যেহেতু মুসলমান ছিলেন, যেমন তাদের উক্তি الله ورسوله اعلم দ্বারা তা স্পষ্ট, তাই তারা ঈমান সম্পর্কে উত্তমরূপেই অবহিত ছিলেন। অতএব شهادتين-এর উল্লেখ ছিল প্রাসঙ্গিক ও বরকতস্বরূপ, তাই তা গণনায় আসবে না। সুতরাং মূল বিষয় চারটিই বর্ণনা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. অথবা বলা যায় যে, خُمُسا من المغنم এটি পৃথক কোনো বিষয় নয়; বরং এটি যাকাতেরই একটি প্রকার। কারণ এটিও যাকাতের ন্যায় সম্পদের হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৪. অথবা বলা যায় যে, ঈমান, সালাত, যাকাত ও সিয়াম এ চারটিই হলো প্রতিশ্রুতি বিষয়। আর خُمُسا من المغنم হলো অতিরিক্ত, যা প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই তা হিসেবে গণ্য হবে না।

৫. ইবনে সালাহ বলেন, وَأَن تُعطوا الخُمُسَ-এর আত্ফ হয়েছে اربع-এর উপর। তখন ইবারত হবে اَمَرَهُم بِاَربَعٍ وبِاعطاءِ الخُمُس অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চারটি বিষয় এবং গনিমতের মালের পঞ্চমাংশ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন : এ হাদীসে হজ-এর উল্লেখ নেই কেন? অথচ তাও ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি।

উত্তর : এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দেওয়া হয়েছে।

১. এটি ছিল ষষ্ঠ হিজরির ঘটনা, আর হজ ফরজ হয়েছিল ৯ম হিজরিতে। সুতরাং তখনও হজ ফরজ হয়নি, তাই তার বর্ণনা করা হয়নি।

২. আর যদি ঘটনাটি ৯ম হিজরির ধরা হয়, তখন বলা হবে সম্ভবত তাদের আগমনের পরে হজ ফরজ হয়েছে। তাই বর্ণনা করা হয়নি।

৩. আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তখন হজ ফরয হয়েছিল, তথাপি হজের কথা বর্ণনা না করার কয়েকটি কারণ হতে পারে।

ক. কাফের মুদার গোত্রের কারণে তাদের পক্ষে হজ করা অসম্ভব ছিল। তাই তার বর্ণনা করা হয়নি।

খ. হজ প্রত্যেকের উপর ফরজ নয়, বরং কারো কারো উপর ফরজ হয়ে থাকে।

গ. হজ জীবনে মাত্র একবার ফরজ, পক্ষান্তরে নামায – যা দৈনিক পাঁচবার, রোযা–যা বছরে এক মাস, যাকাত – যা প্রতি বছর একবার। তাই তাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যা অত্যাবশ্যক ছিল সেগুলি বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

৪. ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) কয়েকটি রেওয়ায়েত এনেছেন যাতে হজের কথাও উল্লেখ হয়েছে। তাহলে তো এ প্রশ্নই উত্থাপিত হবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حَنْتَم : এর অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত।

ক. আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন: সবুজ কলসী।

খ. ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন: যে কোনো কলসী।

গ. হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, চিকন গলাবিশিষ্ট লাল কলসী, যা দিয়ে মুদার থেকে মদ আনা হতো।

ঘ. আতা (রহ.) বলেন, মাটি, চুল ও রক্ত মিশিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের কলসী।

دُبَّاء : শব্দটি বহুবচন, একবচনে دُبَّاءَة অর্থ : শুকনো লাউয়ের খোলস। লাউকে গাছে শুকিয়ে ভিতর থেকে বীচি বের করে তৈরি পাত্রবিশেষ।

نَقِير : শব্দটি এখানে منقور অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, খেজুর গাছের গোড়া খোদাই করে তৈরি পাত্র।

المُزَفَّتُ : কোনো কোনো রেওয়ায়েতে مزفت-এর পরিবর্তে مُقَيَّر আছে। উভয়টির অর্থ একই, অর্থাৎ আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র। مزفت শব্দটি নির্গত হয়েছে زفت থেকে, আর مقير শব্দটি নির্গত হয়েছে قار বা

https://e-ilm.weebly.com/

زيت থেকে। আলকাতরাজাতীয় এক প্রকার তৈল, যা বসরা থেকে আসত, এবং তা নৌকা ইত্যাদির ছিদ্র বন্ধের কাজে ব্যবহৃত হতো।

মাসআলা : শাফেয়ী ও হানাফীদের মতে এ সমস্ত পাত্রের নিষেধাজ্ঞার বিধান রহিত হয়ে গেছে। মালেকী ও হাম্বলীদের মতে এখনও সেগুলির নিষেধাজ্ঞার বিধান বহাল রয়েছে। তাদের দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) যখন বসরার গভর্নর ছিলেন, তখন তার নিকট লোকেরা এর বিধান জিজ্ঞেস করার পর তিনি এ হাদীসটি শুনিয়েছিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এটি রহিত হয়নি।

হানাফী ও শাফেয়ীগণের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

রহিত হওয়ার দলীল হলো মুসলিম শরীফের একটি হাদীস

كنت نهيتكم عن الانتباذ في الاسقية الا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا

মালেকী ও হাম্বলীদের দলিলের জবাব হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) সম্ভবত তখনো এ হাদীস রহিত হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৩৫২] : নামায কায়েম করার উপর বায়আত গ্রহণের বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

হাদীসের অনুবাদ [৫০৫] : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে উপদেশ দানের জন্য আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৩, ১৪, ৭৫, ১৮৮, ২৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযের ফযিলত বর্ণনা করা। এটা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নামাযের এত অধিক গুরুত্ব ছিল যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট হতে নামায কায়েম করার ব্যাপারে বাইআত নিতেন।

আর ইকামাতে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নমাজের যাবতীয় শর্তাবলী, রুকনসমূহ ও আদবসমূহ সহকারে আদায় করা।

ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের পর নামাযের বায়আত নিতেন। কেননা নামায হলো দৈহিক সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত। এরপর যাকাতের বায়আত নিতেন। কারণ, যাকাত হলো আর্থিক সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত। যেহেতু জারীর ছিলেন গোত্রের নেতা, তাই তাকে সকল মুসলমানের সাথে কল্যাণমূলক আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আব্দুল কায়েস গোত্রের লোকদেরকে গনিমতের এক পঞ্চমাংশ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু এরা ছিল মুজাহিদ, মুযার গোত্রের কাফেরদের সাথে তাদের অহরহ যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে থাকত।

https://e-ilm.weebly.com/

এর দ্বারা এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাশায়েখগণ বায়আত গ্রহণকালে সকল ব্যক্তির উপযুক্ত বিষয়টি উল্লেখপূর্বক বায়আত গ্রহণ করা উচিত। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাশায়েখগণ এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকেন।

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাযি.)-এর মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

জারির বিন আব্দুল্লাহ্ বিন জাবের আল-বাজালী মালেকী। কুনিয়াত আবু আমর। কেউ কেউ বলেন, আবু আব্দুল্লাহ বাজালী। তিনি ছিলেন নিজ কওমের সর্দার। অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। হযরত উমর (রাযি.) বলতেন, 'জারির ইবনে আব্দুল্লাহ এই কওমের ইউসুফ।' হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারির (রাযি.) মজলিসে আগমন করে তাকে সম্মান করার আদেশ করতেন। তিনি বলতেন–

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه

'যখন কওমের সম্ভ্রান্ত (নেতা) আগমন করে তখন তোমরা তাকে সম্মান করবে।'

তিনি অত্যন্ত সুঠাম ও স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেন–

حدثنا سفيان حدثني ابن لجرير بن عبد الله قال كانت نعل جرير بن عبد الله طولها ذراع

'জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর এক ছেলে বলেন, জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর জুতা ছিল এক গজ (দুই হাত) লম্বা।'

সুনানে ইবনে মাজাহর আলোচ্য হাদিসে তার এই স্থূলতার কথাই বলা হয়েছে। তিনি এই স্থূলতার কারণে ঘোড়ার ওপর স্থির থাকতে পারতেন না। হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ করেন যাতে ঘোড়ার স্থির থাকতে পারেন।

ইসলাম গ্রহণ

তার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ৪০ দিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। কেননা তাকে সম্বোধন করে বিদায় হজের সময় বলেছিলেন استنصت الناس। আর বিদায় হজের ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ৮০ দিনেরও আগে। আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) নিশ্চিত করে বলেছেন, জারির (রাযি.) দশম হিজরিতে রমজান মাসে প্রতিনিধিদলের সাথে মদিনায় আসেন। কিন্তু এই দাবিও সঠিক নয়। কেননা হযরত জারির (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাজ্জাশী বাদশার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে শুনেছেন। এই বর্ণনা প্রমাণ করে, জারির (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ৬ষ্ঠ হিজরিরও আগে। কেননা নাজ্জাশী বাদশা এর আগে ইন্তেকাল করেছিলেন।

ইসলামের জন্য অবদান

আলোচ্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ করে বলেছেন, হে আল্লাহ! তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দুআ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বিশেষ করে যিল খালছা নামক মূর্তির পীড়া থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুক্ত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন–

يَا جَرِيرُ . أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ

'হে জারির! তুমি কি আমাকে যিল খালাছার কষ্ট থেকে মুক্ত দিবে না?'

যিল খালছার মূর্তির ঘরকে মুশরিকরা 'ইয়ামানী কাবা' বলে অভিহিত করত। হযরত জারির (রাযি.) ৫০জন সঙ্গী নিয়ে মূর্তি ও মূর্তির ঘরটাকে ভেঙে তছনছ করে দিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ পাওয়ার পর জারির (রাযি.) এবং তার সঙ্গীদের জন্য অনেক দুআ করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ওফাত

হযরত জারির (রাযি.) ৫১ হিজরি মতান্তরে ৫৪ হিজরিতে কাদীদ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। ইয়াকুত হামাবী (রহ.) বলেন, কাদীদ হচ্ছে মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

بَابُ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

পরিচ্ছেদ [৩৫৩] : নামায গুনাহের কাফ্ফারা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ

হাদীসের অনুবাদ [৫০৬] : হযরত হুযাইফা (রাযি.) বলেন, আমরা ওমর (রাযি.)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মনে রেখেছেন এমন কেউ কি আপনাদের মধ্যে আছেন? হুযাইফা বলেন, আমি বললাম আমি আছি। এবং যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই মনে রেখেছি। ওমর বললেন, হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আপনার সাহসিকতা আশা করা যায়। আমি বললাম, এক ব্যক্তির জন্য যে ফিতনা তার স্ত্রী-পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর মধ্যে দেখা দেয়। নামায, রোযা, সাদকা, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেয়। এসব কথা শুনে ওমর বললেন, আমি এ ফিতনার কথা বলতে চাচ্ছি না বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে ও তোলপাড় করে ফেলবে, তারই কথা বলছি। হুযাইফা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এতে আপনার কোনো ক্ষতি বা ভয় নেই। কারণ, এই ফিতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। ওমর বললেন, আচ্ছা সেই বন্ধ দরজাটি ভেঙে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযাইফা বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। ওমর বললেন, তাহলে আর কোনোদিন তা বন্ধ করা যাবে না বা বন্ধ হবে না। (লোকজন বলেছে) আমরা হুযাইফাকে প্রশ্ন করলাম, 'ওমর কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন, যেমন সকালের পর সন্ধ্যার আগমন তোমরা নিশ্চিতভাবে জনো। আমি তাকে (ওমরকে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি যা মোটেই মিথ্যা নয়। আমরা তো এ ব্যাপারে হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। তাই মাসরুককে বললে তিনি হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, (দরজাটি কে?) জবাবে তিনি বলেছিলেন, দরজাটি হলেন 'ওমর স্বয়ং।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ১৬৩, ২৫৪, ৫০৭, ১০৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নামাযের বহুত বড় ফযিলত বর্ণনা করছেন যে, নামায এত বড় ও ফযিলতপূর্ণ ইবাদত যে, তা দ্বারা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- ان الحسنات يذهبن السيئات

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেছেন মুরজিয়ারা এ বাবের উভয় হাদীসের বাহ্যিক দ্বারা দলীলগ্রহণ করেছেন যে, সৎকর্ম বা নেক আমল কবিরা-সগীরা সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। কিন্তু জুমহূর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলেন, নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কেননা, কোনো রেওয়ায়েতে এটি স্পষ্ট আছে। যেমন- اذا اجتنب الكبائر

তাছাড়া কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারাও এটি বুঝা যায়-

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

মোটকথা, কবিরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য নিয়ম হলো তওবা করা। যেমন আল্লাহর বাণী-

يا ايها الذين امنوا توبوا الي الله توبة نصوحا عسي ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে তওবা ছাড়াও কবীরা গুনাহ মাফ হতে পারে, তবে নিয়ম হলো তওবা করা।

قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ : সম্ভাবনা রয়েছে যে, হযরত ওমর (রাযি.) كسر দ্বারা ইঙ্গিত নিয়েছেন হত্যা, আর فتح দ্বারা ইঙ্গিত নিয়েছেন মৃত্যু।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِي هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ

হাদীসের অনুবাদ [৫০৭] : হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেছেন, এক ব্যক্তি একটি বেগানা মেয়েকে চুমু দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তা জানালে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, 'দিনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ সকালে ফজর সন্ধ্যায় মাগরিব এবং রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হলে (ইশার) নামায কায়েম করো। নেক ও সৎ কাজসমূহ অবশ্যই অসৎ কাজসমূহকে মুছে দেয়।' এরপর লোকটি বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ নির্দেশ ও ঘোষণা কি শুধু আমার জন্য?' তিনি বললেন, 'আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এ নির্দেশ।'

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ১৬৩, ২৫৪, ৫০৭, ১০৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ : এ আয়াতে রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে তাকে ও তার সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে তাফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ

https://e-ilm.weebly.com/

একমত যে,আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরজ নামায, [বাহরে মুহীত ও তাফসীরে কুরতুবী] এবং একামাতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দির সাথে নিয়মিত ভাবে নামায আদায় করা। কোনো কোনো আলেমের মতে নামায কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত ও মোস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া واقم الصلوة -এর তাফসীর প্রসঙ্গে উপরিউক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলত এটা কোনো মতানৈক্য নয়। বস্তুতঃ আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবে।" দিনের দু' প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন, তা মাগরীবের নামায। কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগিরবের নামায পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এটিই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়; বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয় زلفا শব্দ বহুবচন; তার একবচন زلفة যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা। وزلفا من الليل অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা, যাহহাক প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে যে, وزلفامن الليل মাগরিব ও এশার নামায। তাফসীরে ইবনে কাছীর অনুসারে طرفى النهار অর্থ ফজর ও আছরের নামায এবং وزلفا من الليل অর্থ মাগরিব ও এশার নামায। অতএব, অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামায। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে اقم الصلوة لدلوك الشمس "নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে"।

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- ان الحسنات يذهبن السيات অর্থাৎ পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।শ্রদ্ধেয় তাফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামায, রোজা, হজ, জাকাত, সদকা, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বুঝানো হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গুনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াত এবং রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে - ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم অর্থাৎ তোমরা যদি বড় (করীরা) গুনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গুনাহগুলো মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামায দ্বারা এক জুমা পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং এক রমজান দ্বারা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গুনাহ নামায, রোজা, দান খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে "বাহরে মুহীত" নামক তাফসীরে উসূল শাস্ত্রের মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথা সগীরা গুনাহও মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে। والله اعلم,

التنوير بصلوة الفجر افضل : আল্লামা আইনি (রহ.) বলেন, কুরআনে কারীমের আয়াত **اقم الصلاة طرفى النهار** -এর মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মাযহাবের প্রমাণ বিদ্যমান। তা হলো-ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফজরের নামায **اسفار** করে আর আসরের নামাযে **تاخير** করে পড়া উত্তম বলেন। আর উল্লিখিত আয়াতেও এটা বুঝা যায়, কেননা দিনের দুটি কিনারা আছে। উদয় ও অস্ত। সরাসরি এ দুটি সময়ে নামায পড়া সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরুহে তাহরীমি। অথচ আয়াত বলছে এ দু'সময় নামায পড়তে। সুতরাং আয়াতের **طلوع** ও **غروب** দ্বারা **مجازى معنى** মুরাদ নিতে হবে। তা হলো, **قريب طلوع** ও **غروب** আর **قريب طلوع** হয় **اسفار** এর সময় এবং **قريب غروب** হয় **تاخير** করে পড়ার সময়। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ কথাই বলেন। তাছাড়া আয়াতে **زلفا من الليل** এ **زلف** শব্দটি **زلفة** এর **جمع قلت** যার সর্বনিম্ন পরিমাণ। তিন অর্থাৎ রাতে কমপক্ষে তিনটি নামায পড়তে হবে। তো মাগরিব ইশা আর বিতির হিসাবে তিন ওয়াক্ত পাওয়া যায়। বিধায় বুঝা গেল এখানে **زلف** দ্বারা আসরের নামায মুরাদ নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

ফকিহুল উম্মাহ, হালিফু বনী যুহরাহ, প্রবীণত মুহাজির, সাহেবে যিল কিবলাতাইন ও যিল হিজরতাইন, সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কিরাত আদায়কারী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর পূর্ণ নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন গাফিল বিন শামস বিন মাখুযম বিন সাহেলা বিন কাহেল বিন হারেছ বিন তামীম বিন সাদ বিন হুযাইল বিন মুদরিকা বিন ইলয়াস বিন মুদার বিন নেযার বিন মাদান বিন আদনান।

উপনাম আবু আব্দুর রহমান আল-হুযালী।

আকার-আকৃতি

অত্যন্ত খর্বকায় দেহের অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খেজুর পাড়তেন, কিন্তু অতিশয় খাটো হওয়ার কারণে সহজে লাগাল পেতেন না। একবার অন্য সাহাবীগণ তার দুই পায়ের খর্বতার কারণে হাসাহাসি করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

لَرِجْلُ عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة مِن جبل أُحُد

নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহর এক পায়ের ওজন কেয়ামত দিবসে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারি প্রমাণিত হবে।

বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার বাহক' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অত্যন সুরেলাকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। মধুর স্বরে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করার সময় অন্যরা তার তিলাওয়াত শোনার জন্য সমবেত হতেন। তার নিজের দুচোখ বেয়ে অঝোরধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলাম গ্রহণ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, আমি উকবা ইবনে আবি মুঈতের বকরি চরাতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাযি.) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বৎস! তোমার নিকট কি দুধ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু তা তো আমানতের। জবাবে তিনি বললেন, তবে তোমার কাছে কি এমন কোনো বকরি আছে কি, যার সাথে এখনও কোনো নর বকরির মিলন হয়নি? (অর্থাৎ যে বকরি এখনও বাচ্চা দেয়নি এবং ওলানে দুগ্ধও নেই)। আমি তখন একটি দুগ্ধহীন বকরি তাঁর সামনে উপস্থিত করলাম। তিনি বকরির ওলান স্পর্শ করলেন। এতে তাতে দুধ আসলে তা দোহন করলেন এবং নিজেও পান করলেন, আবু বকর (রাযি.)-কেও পান করতে দিলেন। পান করার পর বকরির স্তনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দুধ বন্ধ করে দাও।' ফলে দুধ বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর আমি তার নিকট গেলাম এবং বললাম, আমাকে এই বাণী শিক্ষা দিন। আমার কথায় তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন- আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন। তুমি একজন বুদ্ধিমান গোলাম। ফলে আমি তাঁর কাছ থেকে ৭০টি সূরা শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। যা শেখার সময় আমার সাথে কেউ শরিক ছিল না।

তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হাবশা এবং মদিনা দুইবার দুইস্থানে হিজরত করার গৌরব অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) অতুলনীয় গুণাবলী, চরিত্রমাধুর্য, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরম আনুগত্য ইত্যাদি কারণে তাঁর পরম নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সক্ষম হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ঘরের সদস্যের মতো সদস্য হতে। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বলতেন-

لقد رأيت رسول الله وما أرى ابن مسعود إلا من أهله

আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি ইবনে মাসউদকে নিজ পরিবারের একজন সদস্যের মতোই মনে করতেন।

কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান (রাযি.) বলেন- ইবনে মাসউদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড় পরিধান করাতেন, জুতা পরিধান করাতেন এবং তাঁর লাঠি মোবারক হাতে নিয়ে সামনে সামনে হাঁটতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিসে আসতেন, তখন ইবনে মাসউদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা খুলে নিজের জামার আস্তিনে ঢুকিয়ে নিতেন এবং তাঁর হাতে লাঠি দিতেন। মজলিস শেষ করে যখন তিনি জুতা পরিধান করতে চাইতেন তিনি আগে গিয়ে পায়ে জুতা পরিধান করিয়ে দিতেন। লাঠি নিয়ে আগে আগে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই হুজরা মোবারকে প্রবেশ করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন, গোসলের সময় আড়াল হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতাবাহক, মেসওয়াকধারণকারী এবং বালিশের ব্যবস্থাপনাকারী।

সর্বোপরি মহান আল্লাহ তাআলার নিকট তিনি অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সাহাবী। হররত সাদ (রহ.) বলেন, একবার আমরা ছয়জন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমি, ইবনে মাসউদ এবং আরও চারজন। এসময় মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি এদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিন, আমরা আপনার কথা শুনব। তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিছুটা এধরনের ইচ্ছা মনের মধ্যে স্থান দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন-

https://e-ilm.weebly.com/

{ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ }

'যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করে দিবেন না।'[১২]

ইলমী যোগ্যতা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ইলমী যোগ্যতা প্রবাদতুল্য। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মোবারক থেকে ৭০টি সুরার তালিম হাসিল করার গৌরব অর্জন করেন। অধিকমাত্রায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বলা হয়ে থাকে, মক্কায় সর্বপ্রথম তিনিই উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد

'যে ব্যক্তি যেভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তিলাওয়াত শ্রবণ করতে চায় তবে সে যেন ইবনে উম্মে আবদ (ইবনে মাসউদ)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে।'

হযরত আলী (রাযি.) বলতেন–

لقد قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه فقيه في الدين عالم بالسنة

তিনি কুরআন পাঠ করেছেন এবং কুরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন। তিনি দীনের বিজ্ঞ ফকিহ এবং সুন্নাতের আলেম।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেন–

ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله يقول (استقرئوا القرآن من أربعة ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ولم يكن عبد الله بن مسعود عالما فحسب بل كان مع العلم العبادة

এই ব্যক্তিকে আমি তখন থেকে প্রচণ্ড ভালোবাসতে শুরু করেছি, যেদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে শুনেছি, তোমরা ইবনে মাসউদ (রাযি.), সালেম, উবাই ইবনে কাব এবং মুআজ ইবনে জাবাল এই চারজন ব্যক্তির কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করো।

তিনি আরও বলেন, ইবনে মাসউদ (রাযি.) শুধু আলেমই ছিলেন না, বরং ইলমের সাথে সাথে ইবাদতগোজারও ছিলেন।

ইলম আর আমলকে যে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন এর প্রমাণ তার নানা রকম বৈশিষ্ট্য ও হেকমতপূর্ণ বক্তব্য। তিনি বলতেন– القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن অন্তর হচ্ছে পাত্র। সুতরাং তোমরা কুরআনের ইলম দ্বারা এই পাত্রকে পূর্ণ করো। তিনি আরও বলতেন–

ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية

'অধিক বর্ণনা করার নাম ইলম নয়। ইলম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ভয়।'

জিহাদে অংশগ্রহণ

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সহ সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধে দুই বালক আবু জাহেলকে ঘায়েল করার পর তিনিই তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

---

[১২]. সূরা আনআম : আয়াত ৫২

https://e-ilm.weebly.com/

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দেন। এই সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা প্রকাশ করেন। অহুদের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের কদম বিচলিত হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন-

ما بقي مع رسول الله يوم أحد إلا أربعة: أحدهم ابن مسعود

অহুদ যুদ্ধে যে চারজন ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করেন নি তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনে মাসউদ (রাযি.)।

কিছু অমূল্য বাণী

ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق

তুমি যতক্ষণ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে ততক্ষণ তুমি নামাযের মধ্যেই আছ, যদিও তুমি বাজারে অবস্থান কর না কেন।

من كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم

যার কাছে কোনো বিষয়ের জ্ঞান আছে সেই যেন সে বিষয়ে কথা বলে। আর যদি ইলম না থাকে তবে সে যেন বলে الله أعلم (আল্লাহ সর্বজ্ঞাত)।

ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنةً

'তুমি মানুষের আকল-বুদ্ধি যাচাই না করে কথা বললে তাদের মধ্যে শুধু ফিতনাই সৃষ্টি করবে।'

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد

সর্বনিকৃষ্ট লোক তারাই, যাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করবে।

বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা

ইবনে মাসউদ (রাযি.) المتوسطون তথা হাদিসের সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৮৪৮টি। বুখারী ও মুসলিম (রহ.) সম্মিলিতভাবে ৬৮টি, বুখারী (রহ.) এককভাবে ২১টি, মুসলিম (রহ.) ৩৫টি হদিস উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট ৭২৪টি হাদিসের অন্যান্য মুসান্নিফগণ উল্লেখ করেছেন।

ওফাত

এই মহান সাহাবী ৩২ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।

بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৫৪] : সঠিক সময়ে নামায আদায় করার মর্যাদা

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৫০৮] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মা'সউদ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয়?' তিনি বললেন, 'ঠিক সময়ে নামায আদায় করা।' তিনি (আব্দুল্লাহ) পুনরায় বললেন, এরপর কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পিতামাতার সেবা ও আনুগত্য করা। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন কাজটি? জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আব্দুল্লাহ ইবনে মা'সউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এগুলোর কথাই বললেন। আমি আরো বেশি জানতে চাইলে তিনি আরো বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫-৭৬, ৩৯০, ৮৮২, ১১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবে বর্ণনা করা হয়েছিল- الصلاة كفارة এ বাবে ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, ঐ নামায গুনাহের কাফফারা হবে যা সময়মত আদায় করা হবে। যেমনটি তিনি শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট করেছেন- لوقتها দ্বারা। আর যদি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করা হয় তাহলে এ ফযিলত ও পুরষ্কার পাওয়া তো দূরের কথা, তাকে ইস্তিগফার করা উচিত।

শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে এ শিরোনামটি মূলত شارحه তথা ব্যাখ্যাকারী। কারণ, হাদীসে الصلاة على وقتها আছে। এ জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) বলে দিলেন যে, على টি لام এর অর্থে। এ হিসাবে ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য হলো, এ কথা বর্ণনা করা যে, নামায সময় মত পড়া হবে। কাযা করা যাবে না।

ব্যাখ্যা: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ

প্রশ্ন: কোন আমল উত্তম? এ ধরনের প্রশ্নসম্বলিত বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবার একই জাতীয় প্রশ্নের জবাবও বিভিন্নভাবে এসেছে। কোনো এক হাদীসে একটি বিষয়কে উত্তম বলা হয়েছে। আবার একই ধরনের অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে অপর একটি আমলকে উত্তম বলা হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : ওলামাগণ বিভিন্নভাবে এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন-

১. আল্লামা কাসতাল্লানী বলেন- قد اجيب بان اختلاف الاجوبة في ذلك لاختلاف الاحوال والاشخاص الخ, অর্থাৎ উত্তরের বিভিন্নতা ব্যক্তি ও অবস্থার বিভিন্নতার কারণে ছিল। পরিভাষায় কখনও বলা হয় অমুক বস্তুটি সর্বোত্তম, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সর্ব দিক থেকে সর্বাবস্থায়, সকল ব্যক্তির জন্য উত্তম; বরং উদ্দেশ্য থাকে বিশেষ অবস্থায় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমতা হয়ে থাকে।

২. اختلاف الاجوبة لاختلاف احوال المخاطبين শ্রোতাদের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে জবাবের বিভিন্নতা হয়েছে। অর্থাৎ কারো নামাযে অবহেলা অনুভব করেছেন, তাই তাকে- الصلوة لوقتها সময়মত নামাযকে উত্তম বলেছেন। কারো সম্পর্কে পিতা-মাতার অধিকারের অবহেলার আশঙ্কা করেছেন, তাই তাকে বলেছেন- بر الوالدين পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ হলো সর্বোত্তম আমল।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. اختلاف الاجوبة لاختلاف شؤن المتكلم : বক্তা তথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে জবাবে বিভিন্নতা হয়েছে। কারণ যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন শান ও অবস্থা হয়ে থাকে, তেমনিভাবে নবীগণেরও বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে।

৪. অনেক সময় কালের পার্থক্যের কারণে একই আমল উত্তম ও অনুত্তম হয়ে যায়। এক সময় একটি আমল উত্তম আবার অন্য সময়ে অন্য আমল উত্তম। যেমন দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের সময় সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে আহার করানো। আবার যখন জিহাদের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন জিহাদ হচ্ছে উত্তম আমল।

وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي : যদি আমি আরো অধিক আমল ও বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, তাহলে তিনি আরো কিছু বলতেন। কিন্তু বিরক্তির কথা চিন্তা করে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা হতে বিরত হয়ে গেলাম।

بَاب الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ للخطايا اذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها

পরিচ্ছেদ [৩৫৫] : পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যদি সেগুলি জামাতের সাথে (বা ওজরের কারণে) জামাত ছাড়া সময়মত আদায় করা হয়

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا

হাদীসের অনুবাদ [৫০৯] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'তোমরা বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সম্মুখে একটি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ধরনের ময়লা থাকবে? জবাবে সকলেই বললো, না, তার শরীরে কোনো ধরনের ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারটিও অনুরূপ। এর সাহায্যে আল্লাহ গুনাহসমূহ মুছে দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৬ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, নামায পড়া ফযিলতের বিষয় এবং তা গুনাহের জন্য কাফফারা, যদি তা সময়মত আদায় করা হয়। এর পূর্বের বাবে خمس-এর উল্লেখ ছিল না, এখানে خمس উল্লেখ করেছেন। বুঝা গেল পূর্বের বাবটি হলো عام আর এটি হলো خاص সুতরাং বলা যাবে না যে, বাব تكرار হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

وغيرها في الجماعة : ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে বলেছেন وغيرها في الجماعة অর্থাৎ নামাযগুলি জামাতের সাথে পড়া হোক বা জামাত ছাড়া পড়া হোক, সর্বাবস্থায় তা গুনাহের জন্য কাফফারা হবে। সুতরাং

https://e-ilm.weebly.com/

নামায গুনাহের জন্য কাফফারা হওয়াটা হলো عام; কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ ব্যাপকতা তিনি কোথা হতে উৎসারণ করলেন?

ব্যাখ্যাতাগণ এর জবাবে লিখেছেন যে, হাদীসে صلاة শব্দটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে। জামাত ইত্যাদির শর্তারোপ করা হয়নি। তাই তিনি হাদীসের এ ব্যাপকতা হতে এটা উৎসারণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন তিনি এটা উৎসারণ করেছেন হাদীসের শব্দ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ হতে। কারণ, এখানে বলা হয়েছে নহরটি হলো তার ঘরের দরজার সামনে। সুতরাং দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এ হতে (ইমাম বুখারী (রহ.) উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি ঘরে থেকেই নামায পড়ে নেয়, যা সাধারণতঃ জামাত ছাড়াই হয়ে থাকে, তখনও তা গুনাহের জন্য কাফফারা হবে।

لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ : হাদীসে যে باب-এর কয়েদ লাগানো হয়েছে তার একটি সূক্ষ্ম কারণ এই যে, পরিচ্ছন্নতার বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও মুবালাগা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা, নহর বা নদী যদি দূরে হয় তাহলে গোসল করে আসার সময় রাস্তায় কোনো না কোনো ময়লা বা ধুলাবালি লেগে যেতে পারে। এ কারণে বলা হয়েছে নহরটিও দূরে নয়; বরং একেবারে দরজার সামনে অবস্থিত। এমন নহরে গোসল করলে শরীর কি পরিমাণ পরিচ্ছন্ন হবে?

بَاب تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৫৬] : অসময়ে আদায় করে নামাযকে নষ্ট করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا

হাদীসের অনুবাদ [৫১০] : হযরত হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যেটি যেমন ছিল তেমনটি এখন আর একটিও দেখতে পাই না। বলা হলো, কেনো নামায তো ঠিকই আছে। আনাস বললেন, সেখানেও যা করার তা কি তোমরা করছো? (অর্থাৎ ঠিক সময়মত নামায় আদায় না করে অসময়ে আদায় করছো।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا -অংশের সাথে।

ব্যাখ্যাঃ

উল্লেখ্য, এ রেওয়ায়েতটি এখানে সংক্ষিপ্ত। মুসনাদে আহমদে এ হাদীসটি আরো বিস্তারিত রয়েছে। তা হলো–

سمعت انس بن مالك يقول ما اعرف شيئا مما عهدت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليوم فقال ابو رافع يا ابو حمزة ولا الصلوة فقال اوليس قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلوة

আমি হযরত আনাস বিন মালেক (রাযি.)-বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন আজ আমি ঐ জিনিসসমূহের একটিও সুরক্ষিত পাচ্ছিনা, যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পেয়েছিলাম। তখন আবু রাফে' বললেন, হে আবু হামযা! নামাযকেও না? তখন তিনি বললেন তোমরা কি জাননা, হাজ্জাজ নামাযকে কি করেছে?
– মুসনাদে আহমদ খ. ৩. পৃ. ২০৮

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশ্ন: বুখারী (রহ.)-এর এ রেওয়ায়েত দ্বারা তো বুঝা গেল যে, নামাযও সঠিক ছিল না; কিন্তু বুখারী (রহ.)-এর ১০০ পৃষ্ঠার হাদীসে হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে- ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف

সুতরাং বাহ্যতঃ উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ, এ বাবের রেওয়ায়েতের দাবী হলো তারা সবকিছুই নষ্ট করে দিয়েছিল। আর ১০০ পৃষ্ঠার হাদীসের দাবী হলো সবকিছু ঠিক ছিল, একমাত্র কাতার সোজা করার ব্যাপারে সমস্যা ছিল।

জবাব: এ বাবের রেওয়াতের সম্পর্ক হলো দামেস্কের সাথে। আর ১০০ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতের সম্পর্ক হলো মদিনার সাথে। তার সূরত হলো এই যে, হযরত আনাস (রাযি.) এ নিয়তে দামেস্ক গিয়েছিলেন যে, সেখানে গিয়ে ওয়ালিদ বিন মালিকের নিকট হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, তারা (বনু উমাইয়ার লোকেরা) যেমনিভাবে অন্যান্য জিনিসকে ধ্বংস করেছে, তেমনিভাবে নামাযকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা নামায সময়মত আদায় করত না। এ দৃশ্য দেখে হযরত আনাস (রাযি.) কাঁদতে লাগলেন। এবং বললেন- لا اعرف الخ অতঃপর যখন সেখান থেকে মদিনা তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন লোকেরা তাকে বলল, আপনি অনেক দিন পর এসেছেন, আমাদের মধ্যে কোনো কিছু পরিবর্তন দেখতে পরিচ্ছন্ন তো? তখন তিনি বললেন, সবই তো দেখছি ঠিকঠাক আছে, তবে এতটুকু সমস্যা দেখছি যে, তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর না।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫১১] : হযরত যুহরী (রাযি.) বলেন, দামেস্কে আমি আনাস ইবনে মালেক (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে কাঁদছেন! বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় যা যা দেখেছি তার মধ্যে এই নামাযই আজ পর্যন্ত ঠিকমত অবশিষ্ট ছিলো (ঠিক সময়ে আদায় করা হতো)। কিন্তু নামাযও এখন নষ্ট হতে চলেছে।'

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত . وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ -অংশের সাথে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ১. ইমাম বুখারী (রহ.) এর পূর্বে বলেছিলেন, নামাযসমূহ সময় মত পড়া বড়ই ফযিলতের বিষয় এবং তা গুনাহের জন্য কাফফারা হবে। এখন তিনি তার পুরাতন স্বভাব অনুযায়ী এর বিপরীত জিনিস বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ যে নামায সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করা হবে তার জন্য গুনাহ হবে।

২. অথবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সূরা মারইয়ামের আয়াত- فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট মুস্তাহাব ওয়াক্ত হতে বিলম্ব করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো নামাযের সময় পূর্ণরূপে শেষ হওয়ার পর কাযা আদায় করা। সুতরাং তিনি বলে দিলেন এরা আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ [৩৫৭] : নামাযী নামাযের মধ্যে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

হাদীসের অনুবাদ [৫১২] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করতে দাঁড়ায়, সে তখন তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলে। সুতরাং তখন ডান দিকে থুথু নিক্ষে করবে না বরং (প্রয়োজন হলে) বাঁম পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৮, ৫৮, ৫৯, ৭৬, ১৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫১৩] : হযরত আনাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাযের সিজদায় ভারসাম্য সৃষ্টি করো। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত তার দুই বাহু ছড়িয়ে না দেয়। আর যখন থুথু নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হবে তখন সে সামনে বা ডানে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কারণ, নামায অবস্থায় সে তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলতে থাকে।

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لَا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ

وَقَالَ شُعْبَةُ لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

আর সাঈদ ইবনে আবি আরুবা হযরত কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসল্লি তার সামনে থুথু ফেলবে না, বরং তার বামে অথবা দুই পায়ের নীচে। আর শেবা (রহ.) বর্ণনা করেন যে, মুসল্লি তার সামনে থুথু ফেলবে না এবং ডানেও ফেলবে না। বরং বামে বা পায়ের নীচে।

হুমাইদ হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসল্লি তার কিবলার দিকে থুথু ফেলবে না এবং ডান দিকেও না। বরং বামে বা পায়ের নীচে ফেলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ-অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৬, ৭৬, ১৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো যখন নামাযী নামাযের মধ্য আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলা ও মুনাজাতেরন সৌভাগ্য অর্জন করে। আর এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে কথা বলা একটি মহান ফযিলতপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। যা একথাকে আবশ্যক করে যে, নামাযী ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, নামাযের জন্য প্রতিযোগিতা করবে। ফরজ নামাযসমূহ যথাসময়ে পূর্ণ হকসহ আদায় করবে। আর নামায সময়ের মধ্যেই আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন- ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا বিশেষতঃ সিজদা অবস্থায় সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জিত হয়। তাই পূর্ণ শর্তাবলী ও আদাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। নাক ও কপাল মাটিতে রাখবে, এবং উভয় হাতের তালু মাটিতে রেখে বাহুদ্বয় উঠিয়ে রাখবে।

ব্যাখ্যা:

ইমাম বুখারী (রহ.) বিভিন্ন সনদে নামায অবস্থায় সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করার নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করার নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো আল্লাহর সাথে কথোপকথন আর ডান দিকের নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো ফেরেশতার অবস্থান।

بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

পরিচ্ছেদ [৩৫৮] : তীব্র গরমের সময় যোহর নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়া

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৫১৪] : হযরত আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) উভয়েই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন গরম অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় (তখন নামায আদায় না করে বরং) দেরি করে পরিবেশ একটু ঠাণ্ডা হলে নামায আদায় করো। কারণ, জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তার জন্য গরমের- প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। (অথবা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের অংশ বিশেষ।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৬, ৭৭, ৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

ইমাম বুখারী (রহ.) নামাযের ফযিলত বর্ণনার পর নামাযের সময় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পৃথক পৃথক সময় বিস্তরিতভাবে বর্ণনা শুরু করেছেন। এবং সর্বপ্রথম জোহরের নামাযের আলোচনা করেছেন। কারণ, امامت جبرئيل-এর হাদীসে জানা গেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম জোহরের নামায পড়িয়েছেন।

প্রশ্ন: নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে জোহর নামাযের বর্ণনা করতেন, তারপর ابراد بالظهر [জোহর নামাযকে ঠাণ্ডা করার কথা বলতেন। কেননা, ابراد بالظهر হলো أوصاف [গুণাগুন] আর মূলনীতি হলো اوصاف- তার موصوف-এর অনুগামী হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

জবাবঃ এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন–

১। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন–انما قدم ابراد بالظهر علي باب وقت الظهر للاهتمام به অর্থাৎ জোহর নামাযকে ঠাণ্ডা সময়ে পড়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তিনি একে আগে এনেছেন।

২। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, এর কারণ হলো পূর্বের বাবে ইমাম বুখারী (রহ.) মুনাজাতের বাব গঠন করেছিলেন। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়, নামায হলো মুমিনের মে'রাজ স্বরূপ। সুতরাং এ বাব হলো পূর্বের বাবের পরিসমাপ্তি স্বরূপ। অর্থাৎ যখন নামায হলো আল্লাহর সাথে মুনাজাত ও কথোপকথন, সুতরাং তা ঠাণ্ডার সময় হওয়া চাই, কারণ তা হলো প্রশান্তির সময়–যা গরমের তীব্রতার সময় হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। কারণ, তখন মনের প্রশান্তি থাকে না। তাছাড়া গরমের তীব্রতা হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ। তাই ঐ সময় বিলম্ব করে ঠাণ্ডা ও প্রশান্তির সময় পড়া মুস্তাহাব। এটিই হলো হানাফীদের কওল।

فان شدة الحر من فيح جهنم : এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে। প্রশ্নটি হলো, গরম ও ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ তো সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব। তাহলে জাহান্নামের আগুন তেজস্বী হওয়াকে গরম ঠাণ্ডার কারণ কিভাবে সাব্যস্ত করা হলো?

জবাবঃ এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে একটি উত্তর হলো এই যে, কারণ গুলোর মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। একটি জিনিষের একাধিক কারণ হতে পারে। সুতরাং গরমেরও বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব ছাড়া সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, ভূমির রুক্ষতা ও কোমলতা, এবং বায়ুমন্ডলের দিক পরিবর্তনের কারণে মওসুমের পরিবর্তন হয়ে থাকে। নচেত সূর্যের নৈকট্যই যদি গরমের কারণ হত তবে সিব্বী ও কোয়েটার মওসুমের মধ্যে এত পার্থক্য হত না। যখন উভয়টাই পরস্পর নিকটবর্তী এবং উভয়টার অক্ষরেখাও এক। অতএব গরমের যখন অনেক কারণ হতে পারে, তখন জাহান্নামের আগুন তেজস্বী হওয়াটাও একটি কারণ হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যদি উষ্ণতার কারণ কেবল সুর্যকেই ধরা হয় তবে সূর্যের উষ্ণতার কারণ فيح جهنم কে বলা যেতে পারে। এভাবে فيح جهنم (জাহান্নামের উত্তাপ) পৃথিবীর উষ্ণতার سبب السبب (কারণের কারণ) হবে। যেন পৃথিবীর উষ্ণতার سبب قريب (নিকটবর্তী কারণ) হলো সূর্য এবং জাহান্নাম হলো سبب بعيد (দূরবর্তী কারণ)। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর উষ্ণতার কারণ হলো জাহান্নাম।

এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তখনই হবে, যখন من فيح جهنم -এর মধ্যে من কে سببيه (কারণ প্রকাশক) এর অর্থে ধরা হবে। কিন্তু কতক লোক এই من কে تشبيهية (উপমা প্রকাশক) এর অর্থে ধরেছেন। তখন অর্থটা হবে, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের মত। এ ব্যাখ্যাটি আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে অধিক যুক্তিসংগত। কারণ এক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন হয় না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ

হাদীসের অনুবাদ [৫১৫] : হযরত আবুযার (রাযি.) বলেন, (গরমের দিনে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযীন যুহরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, ওহে (পরিবেশ) ঠান্ডা হতে দাও, ঠান্ডা হতে দাও। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছেন, অপেক্ষা করা, অপেক্ষা করো। তিনি আরো

https://e-ilm.weebly.com/

বলেছেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তা থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেলে ঠান্ডায় (যুহরের) নামায পড়। এমনকি আমরা পাহাড়ের টিলায় ছায়া দেখতাম (তারপর যুহরের নামায আদায় করতাম)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৬-৭৭, ৭৭, ৮৭-৮৮, ৪৬১-৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ

হাদীসের অনুবাদ [৫১৬] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেলে (যুহরের) নামায বিলম্ব করে ঠান্ডায় আদায় করো। কারণ, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তেজস্ক্রিয়তার জন্য বৃদ্ধি পায়। জাহান্নামের আগুন তার প্রভুর কাছে অভিযোগ করে বললো, হে আমার প্রভু! আমার এক অংশ আরেক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং তিনি (আল্লাহ) জাহান্নামকে একবার শীতে ও একবার গ্রীষ্মে মোট দু'বার শ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করলেন। আর তাই হচ্ছে প্রচণ্ডতম গরম, যা তোমরা গ্রীষ্মকালে অনুভব করে থাকো এবং প্রচণ্ডতম শীত যা শীতকালে অনুভব করে থাকো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৬, ৭৭, ৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا : জাহান্নামের অভিযোগ বাস্তব নাকি রূপক এ সম্পর্কে দু'ধরনের বক্তব্য রয়েছে-

আল্লামা আইনী বলেন- يكون بطريق الحقيقة অর্থাৎ এ অভিযোগ হবে মৌখিক। কাজী ইয়ায, কুরতুবী, নববী (রহ.) প্রমুখ ওলামায়ে কেরামেরও এ মত। শায়খ তুরপুশতি বলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ যে কোনো কিছুকে কথা বলার ক্ষমতা প্রদানে সক্ষম। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হুদহুদের ঘটনা এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তেমনিভাবে জাহান্নামকে বলা হবে- هل من مزيد

কারো কারো মত হলো জাহান্নামের এ অভিযোগ হলো রূপকার্থে তার উত্তেজনার জন্য, এবং একাংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলাটিও রূপক। এবং জাহান্নাম শ্বাঁস নেওয়াটিও রূপক।

প্রশ্ন: জাহান্নাম অভিযোগ কেন করল?

জবাব: এর মূল কারণ তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে তা এ জন্য বলে দেওয়া হয়েছে যেন জাহান্নামের ভয়াবহতা বুঝা যায়। এবং বান্দা এর ভয়ে আমলে লিপ্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশ্ন: এখানে অভিযোগকারী ও শ্বাসগ্রহণকারী হলো আগুন। যেমনটি হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে- اشتكت النار الى ربها. فاذن لها نفسين এখন আগুনের মধ্যে শুধু গরমই গরম। সেখানে আবার زمهرير অর্থাৎ শীতলতা বা ঠাণ্ডা এলো কিভাবে?

জবাব: এর দুটি উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে। যথা-

১. এখানে نار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো محل نار বা জাহান্নাম। জাহান্নামকে দুটি শ্বাস ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর জাহান্নামের মধ্যে দুটি স্তর আছে। এক. طبقه نار [আগুনের স্তর] দুই. طبقه زمهرير [ঠাণ্ডার স্তর] উভয় প্রকার শাস্তি তার মধ্যে রয়েছে। সুতরাং শ্বাসের সম্পর্ক উভয়ের সাথে পৃথক পৃথকভাবে রয়েছে। (গ্রীষ্মকালে শ্বাসের সম্পর্ক আগুনের স্তরের সাথে, যার কারণে দুনিয়াতে ভীষণ গরম পড়ে, আর শীতকালে শ্বাসের সম্পর্ক হলো শীতের স্তরের সাথে। যার কারণে তখন দুনিয়াতে ভীষণ শীত পড়ে।) যেন প্রত্যেক স্তর হতে তার প্রভাব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন উহ্য ইবারত হবে-

أشد ما تجدونه من الحر: فمن حرها. وأشد ما تجدونه من الزمهرير يرأي شدة البرد: فمن زمهريرها

২. অথবা বলা হবে যে, نفسين দ্বারা উদ্দেশ্য একটি হলো বাহিরের দিকে নির্গতকারী শ্বাস। আর অপরটি হলো ভিতরের দিকে গ্রহণকারী শ্বাস। যেমন মানুষ শ্বাসগ্রহণ ও নির্গমন করে থাকে। অর্থাৎ যেমনিভাবে মানুষের দু'ধরনের শ্বাস হয়ে থাকে। একটি নির্গমনকারী তথা যা দ্বারা ভিতরের শ্বাস বাহিরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। আর অপরটি হলো গ্রহণকারী, তথা যা দ্বারা বাহির হতে তাজা হাওয়া নিয়ে ভিতরে পৌছানো হয়। তেমনিভাবে জাহান্নামের আগুন নিজের ভিতরের শ্বাস বাইরের দিকে ছয় মাস পর্যন্ত ছাড়তে থাকে। যার কারণে দুনিয়াতে গরম ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তার ভিতর যে উষ্ণতাই উষ্ণতা রয়েছে তা শ্বাসের সাথে বের হয়ে যায়। তেমনিভাবে গ্রহণকারী শ্বাসও ছয় মাস পর্যন্ত নিতে থাকে। যার কারণে বাইরের দিকে (দুনিয়াতে) শীতলতা ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, তখন তার ভিতর হতে অতিরিক্ত কোনো উষ্ণতা বের হয় না। হুবহু এরকমই যেমন মানুষের দুটি শ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তখন উহ্য ইবারত হবে-

أشد ما تجدونه من الحر: فمن نفس النار أي الخارجي. واشد ما تجدونه من الزمهرير: فمن نفس النار أي الداخلي

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

হাদীসের অনুবাদ [৫১৭] : হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যুহরের নামায দেরি করে ঠাণ্ডায় আদায় করো। কারণ, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের (আগুনের) অংশ বিশেষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ" -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭, ৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতবাদ খণ্ডন করা যারা সর্বাবস্থায় যোহর নামাযকে আউয়াল ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব এবং ঠাণ্ডা সময়ে পড়াকে মাকরূহ মনে করেন।

এবং ঐ সমস্ত লোকদের মতও খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যারা ঠাণ্ডায় পড়ার জন্য শর্তারোপ করেন, যেমন– ১. যার বাড়ি মসজিদ হতে দূরে এবং রাস্তা ছায়াদার নয়। ২. এলাকা গরম হওয়া। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী বলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মতকে খণ্ডন করছেন যে, একাকী হোক বা জামাত, দূর হোক বা কাছে, এ সবের কোনো শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ঠাণ্ডা করার কারণ একমাত্র গরমের তীব্রতা। তাইতো ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম শর্তহীন রেখে এটা বলে দিলেন যে, যখন তীব্র গরম হবে তখনই ابراد করা উত্তম। তা যেখানেই হোক-যখনই হোক, একাকী নামায হোক বা জামাতের নামায হোক। সর্বাবস্থায় তীব্র গরমের সময় ঠাণ্ডা করে পড়া মুস্তাহাব।

সুতরাং এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহুর বিশেষতঃ আহনাফদের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করছেন।

بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ [৩৫৯] : সফরে জোহরের নামায ঠাণ্ডার সময় পড়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {تَتَفَيَّأُ} تَتَمَيَّلُ

হাদীসের অনুবাদ [৫১৮] : হযরত আবু যার গিফারী (রাযি.) বলেন, এক সফরে আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। মুয়াযযীন যুহরের নামাযের জন্য আযান দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। (কিছুক্ষণ পরে) সে পুনরায় অনুমতি চাইলে তিনি এবারও বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। এভাবে এত দেরি করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের অংশ বিশেষ। সুতরাং গরম প্রচণ্ড হলে (যুহরের) নামায দেরি করে ঠাণ্ডায় আদায় করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ. فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْرِدْ" -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৬, ৭৭, ৮৭-৮৮, ৪৬১-৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সম্ভবত ইমাম শাফেয়ীর মত খণ্ডন করা। কেননা, ইমাম শাফেয়ী انتياب من البعيد-এর শর্তারোপ করে থাকেন। অর্থাৎ ابراد তখনকার জন্য প্রযোজ্য হবে যখন লোকেরা দূর হতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসে। তাদের প্রতি লক্ষ্য করে নামায বিলম্ব করা উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের হাদীস উল্লেখ করে তার মত খণ্ডন করে দিলেন এভাবে যে, এটি হলো সফরের সময়ের ঘটনা। আর সফরে انتياب من بعيد-এর প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, সফরে সকল নামাযী তো সাথেই ছিলেন। দূর হতে কারো আসার সম্ভাবনাই ছিল না। তা সত্তেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাযি.)-কে বারবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন اَبْرِدْ اَبْرِدْ ;

ইমাম তিরমিযী শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বলেন–

قال ابو عيسي معني من ذهب الي تاخير الظهر في شدة الحر هواولي واشبه بالاتباع واما الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس فان في حديث ابى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعى .... فلو كان الامر على ماذهب اليه الشافعى لم يكن للابراد فى ذلك الوقت معنى لاجتماعهم فى السفر وكانوا لا ينتابون من البعد

ব্যাখ্যা:

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর তাবীল: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর তাবীল করেন যে- كان ذلك في السفر فلعله اخَّرَ الظهر حتي يجمعها مع العصر তিনি বলেন, এটি হলো সফরের ঘটনা, তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ছিল জোহরের নামায আসরের সময় পড়া। অর্থাৎ এ বিলম্ব ছিল جمع بين الصلوتين-এর জন্য। এ জন্য নয় যে, জোহরের সময় مثلين পর্যন্ত থাকে।

জবাব: আমরা বলি তাঁর এ তাবীল মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এ তাবীলের না তো রেওয়ায়েতে কোনো ইঙ্গিত রয়েছে–আর নাতো শিরোনামে। এখানে তো ইমাম বুখারী (রহ.) সফরে জোহরের নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়ার ব্যাপারে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। যেমন পূর্বের বাবে ছিল ابراد في الحضر [নিবাসে জোহরের নামায ঠাণ্ডা করা।] তাছাড়া হাদীসের শব্দের মধ্যে চিন্তা করলেও স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, এখানে اَبْرِدْ اَبْرِدْ বলা হয়েছে। যদি নবীজীর উদ্দেশ্য হতো جمع بين الصلوتين তাহলে তিনি বলতেন اَخِّر حتي نجمع

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একটি উত্তম অভ্যাস: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একটি অভ্যাস হলো যদি কোনো হাদীসে এমন শব্দ আসে যা কুরআনেও আছে তখন তিনি ঐ শব্দেরও তাফসীর করে দেন। এখানে হাদীসে এসেছে فَيْءَ ; আর এ মূলবর্ণে কুরআন মাজিদের সূরা নাহলে আছে- يَتَفَيَّؤُ ظِلٰلُهُ ; তাই তার তাফসীর বর্ণনা করে দিয়েছেন وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَفَيَّأُ تَتَمَيَّلُ অর্থাৎ তার ছায়া ডান-বামে ঝুঁকে পড়ে।

تُلُول শব্দটি تَل-এর বহুবচন। অর্থ, টিলা। হযরত আবু যর (রাযি.) বলেন, حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ : অতঃপর বিলাল (রাযি.) এত বিলম্ব করেছেন যে, আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেয়েছি। আর তা এজন্য দেখতে পেয়েছেন যে, টিলা হয়ে থাকে বিস্তৃত ও ছড়ানো। তার ছায়া বিলম্বে প্রকাশ পায়।

বুখারী (রহ.)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে حتي ساوي الظل التلول অর্থাৎ টিলার ছায়া টিলা বরাবর হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এক মিছল হয়ে গিয়েছিল। তখন নামায পড়েছেন। যা দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, নামায দ্বিতীয় মিছলে হয়েছিল। আর জোহরের সময় দুই মিছল পর্যন্ত থাকে। এটিই হলো হানাফীদের ফতোয়াযোগ্য কওল।

https://e-ilm.weebly.com/

আবু যর (রাযি.)-এর ফজিলত, মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু যর গিফারী (রাযি.)। পূর্ণ নাম জুন্দুব ইবনে জুনাদা ইবনে সুফয়ান (جندب بن جنادة بن سفيان)। নসব গিফারী কিনানী। উপাধি হচ্ছে আবু যর এবং মুহামিল ফুকারা। তিনি ইয়াছরাবের গিফার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জুনাদা আল-গিফারী। মাতার নাম রামলা বিনতে ওয়াকিয়া।

তবে নামের ব্যাপারে তিনটি মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, জুন্দুব। কারো মতে সাকান এবং কারো কারো মতে তার আসল নাম বারীর। তার পিতার নামের ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, জুনাদাহ, কেউ বলেন আব্দুল্লাহ, কেউ বলেন সাকান, কারো কারো মতে তার নাম আশরাকা। তবে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে প্রথমটি।

ইসলাম গ্রহণ

তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী ৪র্থ এবং মতান্তরে ৫ম ব্যক্তি।

عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن أبي ذر قال كنت في الإسلام خامسا

হযরত আতা (রহ.) থেকে বর্ণিত...আবু যর (রাযি.) বলেন, আমি ইসলামের ৫ম ব্যক্তি।[১৩]

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন- أنا رُبُع الإسلام 'আমি ইসলামের চতুর্থ ব্যক্তি।'

অর্থাৎ তিনি ছিলেন কিবারে সাহাবা তথা প্রবীণ সাহাবীদের অন্যতম।

জাহেলী যুগে আবু যর (রাযি.)

আবু যর (রাযি.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি জাহেলী যুগেও শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন।

حدثني نجيح أبو معشر قال كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام

আবু মাশার (রহ.) বর্ণনা করেন, 'হযরত আবু যর (রাযি.) জাহেলি যুগেও ইলাহ মানতেন। তিনি বলতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাহ।' আর তিনি কখনই মূর্তি পূজা করতেন না।'[১৪]

ইসলাম গ্রহণ

আবু যর (রাযি.) কখনই মূর্তি পূজা করতেন না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তার বংশের ঐতিহ্য ছিল ডাকাতী ও রাহজানী করা। তিনি যখন রাস্তায় চলতেন একাই এক জামাতের মতো মনে হতো। সিংহের মতো সাহসী ও দুর্ধর্ষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী আসার পর জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। সে বলল, হে আবু যর! মক্কায় একজন ব্যক্তি তোমার মতোই لا إله إلا الله বলছেন। তিনি নিজেকে নবীও দাবি করেন। আবু যর (রাযি.) বললেন, তিনি কোন গোত্রের? লোকটি বলল, কুরাইশ গোত্রের। একথা শুনে আবু যর (রাযি.) সামান্য কিছু পাথেয় সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌছে সর্বপ্রথম দেখা হলো আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে। তিনি দেখলেন, আবু বকর (রাযি.) লোকদের মেহমানদারী করছেন। তিনিও তাদের সাথে বসে পড়লেন। খাবার খেলেন। পরের দিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি মক্কার কোনো লোকের কোনো বিষয় অস্বীকার করেন? বনী হাশেমের একজন বলল, আমার চাচাতো ভাই لا إله إلا الله বলেন এবং তিনি নিজেকে নবীও দাবি করেন। আবু যর (রাযি.) বললেন, আমাকে তাঁর ঠিকানায় পৌছে দাও। তিনি তাঁর ঠিকানায় পৌছে বললেন, আপনি যা বলেন তা আমাকে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কোনো মানুষের কবিতা আবৃতি করি না, বরং আমি যা বলি তা কুরআন। আমি তা নিজের তরফ থেকে বলি না, বরং সবই আল্লাহ তাআলার কথা। একথা

---

[১৩]. তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৩০

[১৪]. তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৩০

https://e-ilm.weebly.com/

বলে তিনি তার সামনে কুরআনের একটি সুরা তিলাওয়াত করলেন। হযরত আবু যর (রাযি.) কোনো কিছু না ভেবে বলে উঠলেন–

أشهد الا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسوله

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? আবু যর (রাযি.) বললেন গিফার কবিলার।

তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই আশ্চর্য হলেন। কেননা এই কবিলার লোকদের প্রধান পেশা হচ্ছে ডাকাতি ও রাহজানী করা। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, إن الله يهدي من يشاء 'এভাবেই আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান করেন।'

তিনি তখনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করছিলেন। সে সময় হযরত আবু বকর (রাযি.) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবু যর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিলেন। আবু বকর (রাযি.) বললেন, তুমি আমার গতকালের মেহমান না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমার সাথে চলো। একথা বলে তিনি তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন এবং দুটি কাপড় পরিধান করতে দিলেন।

এরপর তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন বায়তুল্লাহ এক নারীকে তাওয়াফ করতে দেখলেন। মহিলাটি সে সময় খুবই উত্তম দুআ করছিল। বলছিল, আমাকে এটা দাও, ওটা করে দাও। শেষে বলল, হে ইসাফ! হে নায়েলা!

আবু যর (রাযি.) মূর্তি দুটির নাম শুনে বললেন, এদের একজনকে আরেকজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। তার কথা শুনে মহিলা উত্তেজিত হলো এবং তাকে ঝাপটে ধরে বলল, তুমি ধর্মত্যাগী? মহিলার চেচামেচিতে কুরাইশদের কয়েকজন যুবক জড়ো হলো এবং তাকে মারধর করতে লাগল। এদিকে বনি বকরের কতিপয় লোক এসে বাধা দিল এবং তাকে উদ্ধা করল। এই ঘটনার পর হযরত আবু যর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশদের নিকট থেকে প্রতিশোধ না গ্রহণ করে আমি ছাড়ব না।

এরপর তিনি উসফান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। নিজ গোত্রের লোকদের বলে রাখলেন, কুরাইশদের প্রতিনিধিদল এখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সব রসদপত্র একত্রিত করবে এবং لا إله إلا الله না বলা পর্যন্ত তাদেরকে গমের দানা ছুঁতে দিবে না। ফলে কোনো কুরাইশ প্রতিনিধিদল কালিমার স্বীকারোক্তি ছাড়া তাদের হাত থেকে ছাড়া পেত না।[১৫]

তিনি কুরাইশদের রসদপত্র আটক করে বলতেন– যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'র স্বীকারোক্তি না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের রসদপত্র ফিরিয়ে দেয়া হবে না। ফলে যারা একথার স্বীকারোক্তি দিত তাদের রসদপত্র ফিরিয়ে দেয়া হতো, আর যারা স্বীকার করত না তাদের রসদপত্র ফিরিয়ে দেয়া হতো না।

মদিনায় হিজরত

এভাবেই চলছিল হযরত আবু যর (রাযি.)-এর জীবন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন। বদর ও অহুদ যুদ্ধের ঘটনাও ঘটে যায়। এই দুই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর

---

[১৫]. তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৩০

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবু যর (রাযি.) মদিনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে বসবাস করতে শুরু করেন।

ফজিলত ও মানাকেব

তিনি ইসলামের প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামী তরিকার বর্তমান পদ্ধতির অভিবাধন (সালাম) করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন–

فكنتُ أوّل من حيّاه بتحيّة الإسلام

'আমিই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের অভিবাধন তথা সালাম প্রদানকারী প্রথম ব্যক্তি।'

এবং তিনি সেই ব্যক্তি যিনি, হিজরতের পূর্বেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। ইলমী যোগ্যতায় তাকে ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সমকক্ষ মনে করা হতো। আবুদ দারদা (রাযি.) বলেন–

كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يبتدئ أبا ذر إذا حضر، ويتفقده إذا غاب

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর (রাযি.)-কে দিয়ে শুরু করতেন, যদি তিনি উপস্থিত থাকতেন। আর তাকে খোঁজ করতেন, যদি তিনি অনুপস্থিত থাকতেন।'

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কারো ব্যাপারে যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হতো, অমুকে পিছনে পড়ে রয়েছে, তখন তিনি বলতেন, ছেড়ে দাও। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করে দিবেন। আর যদি তার মধ্যে কোনো কল্যাণ না থাকে, তবে তার হাত থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রেহাই দিয়েছেন। এই যুদ্ধে আবু যর (রাযি.) প্রথমে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিঠে রসদপত্র তুলে পদব্রজেই রওয়ানা হন। একজন মুসলমান তাকে দূর থেকে দেখে ওই যে লোকটি রাস্তায় চলছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আবু যরই হবে। লোকেরা ভালো করে দেখে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবু যর। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

يَرْحَمُ اللهُ أَبَا ذَرٍ. يَعِيشُ وَحْدَهُ، ويموتُ وَحْدَهُ، وَيُحْشَرُ وَحْدَهُ

'আল্লাহ তাআলা আবু যর (রাযি.)-এর প্রতি রহম করুন। সে একাকী জীবনযাপন করবে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে এবং হাশরে একাকী উত্থিত হবে।'

হযরত আলী (রাযি.) বলতেন–

لم يبقَ اليومَ أحد لا يبالي في الله لومةَ لائم غير أبي ذر. ولا نفسي". ثمّ ضرب بيده على صدره.

'আজ আর আবু যর ব্যতিত আল্লাহ তাআলার জন্য ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা উপেক্ষাকারী কেউ নেই। আমি নিজেও নই। একথা বলে তিনি নিজের বুক চাপড়ালেন।'

আলী (রাযি.)-কে আবু যর (রাযি.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন–

وكان شحيحًا حريصًا، شحيحًا على دينه حريصًا على العلم

'তিনি দীনের ব্যাপারে খুবই কৃপণ। কাউকে এবিষয়ে কোনো ছাড় দেন না। আর লোভাতুর। অর্থাৎ ইলমের জন্য লোভাতুর।'

وقال عراك بن مالك: قال أبو ذر: "إني لأُقَرِّبُكُم مجلسًا من رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يوم القيامة؛ وذلك أني سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول: أُقَرِّبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ تَرَكْتُهُ فِيهَا

https://e-ilm.weebly.com/

ইরাক ইবনে মালেক (রহ.) বলেন, আবু যর (রাযি.) বলতেন, 'আমিই হবো কেয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কাছাকাছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামত দিবসে সেই ব্যক্তিই হবে আমার মজলিসের অধিক নিকটবর্তী, যে দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় গ্রহণ করেছে, যেভাবে আমি তাকে দুনিয়াতে রেখে গিয়েছি।'

আর তার অন্যতম মহৎ গুণ ছিল সততা। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তার সততার সেই গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যুহদ ও দুনিয়া বিমুখতা

আবু যর (রাযি.) কোন খান্দান থেকে এসেছেন তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বড় বিস্ময়ের ব্যাপারে এখানে যে, যে ব্যক্তি ছিলেন ডাকাত-রাহাজানীতে উস্তাদদের কবিলার একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, সেই আবু যর (রাযি.)-ই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়ে সবচেয়ে বড় দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

মালেক ইবনে দিনার (রহ.) বর্ণনা করেন–

وقال مالك بن دينار قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنِّي لَأُقَرِّبُكُمْ مَجْلِسًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ تَرَكْتُهُ فِيهَا وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ تَشَبَّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِي

'একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার সাথে সেভাবে সাক্ষাত করবে, যেভাবে আমি তাকে রেখে যাবো? আবু যর (রাযি.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্যিই বলেছ। বাচনিক সত্যবাদিতায় আবূ যরের চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তিকে আসমান ছায়াদান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকে ধারণ করেনি। যে ব্যক্তি ঈছা ইবনে মারয়াম (আ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা দেখতে চায়, সে যেন আবু যর (রাযি.)-কে দেখে। আল্লাহর কসম! আমি ব্যতিত তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার দুনিয়ার কোনো অংশ বৃদ্ধি পায়নি।'

অন্য বর্ণনায় আছে–

إن أحبكم إلي وأقربكم مني الذي يلحقني على العهد الذي عاهدته عليه. وكلكم قد أصاب من الدنيا وأنا على ما عاهدني عليه

...আমি আমার চুক্তিতে অটল আছি। তোমাদের প্রত্যেকের কোনো না কোনোভাবে দুনিয়া অর্জিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, আমি সেই কৃত চুক্তির ওপর অটল আছি।

বর্ণিত আছে, 'আবু মুসা আশআরী (রাযি.) আবু যর (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তার সান্নিধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। আশআরী (রাযি.) ছিলেন খুবই শীর্ণদেহের বেঁটে মানুষ। আর আবু যর (রাযি.) ছিলেন, কালো ও ঘন চুলের অধিকারী। আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বললেন, 'মারহাবা, আমার ভাই।' আবু যর (রাযি.) বললেন, তুমি আমার ভাই ছিলে তুমি গভর্নর হওয়ার আগে, এখন নও। এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাকে বললেন, আপনি কি আপনার বাড়ি উঁচু করেছেন, কিংবা কোনো বাগান অথবা চাষাবাদ বৃদ্ধি করেছেন? আবু হুরায়রা (রাযি.) বললেন, না। তখন আবু যর (রাযি.) বললেন, আপনিই আমার ভাই, আপনিই আমর ভাই।'

গালেব ইবনে আব্দুর রহমান বলেন–

لقيتُ رجلًا قال: كنتُ أصلّي مع أبي ذر في بيت المقدس فكان إذا دخل خلع خُفَّيه فإذا بزق أو تنخع تَنَخَّع عليهما. قال ولو جُمِعَ ما في بيته لكان رِداء هذا الرجل أفضل من جميع ما في بيته

https://e-ilm.weebly.com/

'আমি একজন ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম, যিনি বলেন, বায়তুল মাকদাসে আমি আবু যর (রাযি.)-এর সাথে নামায আদায় করলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করার সময় মোজা খুলতেন এবং থুথু বা শ্লেষ্মা ফেলার প্রয়োজন হলে তাতেই ফেলতেন। তিনি আরও বলেন, তার ঘরের যাবতীয় রসদপত্র একত্রিত করলে এই ব্যক্তির চাদরও তার চেয়ে মূল্যবান সাব্যস্ত হবে।'

আবু ঈছা ইবনে উমায়লাতুল কাযারী বলেন, যিনি আবু যর (রাযি.)-কে দেখেছেন তিনি আমাকে বলেছেন, 'আবু যর (রাযি.) বকরির দুধ দোহন করে আগে প্রতিবেশি ও মেহমানদেরকে দান করতেন। বহু রাত ও দিন এমন হয়েছে যে, তিনি প্রতিবেশি ও মেহমানদেরকে খাওয়ানোর পর কোনো কিছু মুখে না দিয়েই দিনরাত পার করে দিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহান সাহাবীর শানে বলেছেন–

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وُزَرَاءَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ :حَمْزَةَ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَالْمِقْدَادُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةُ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَبِلَالٌ

পূর্বের প্রত্যেক নবীর সাতজন করে বিশেষ সহচর থাকে। আমাকে চৌদ্দজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বন্ধু ও উজির দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে আবু যরও একজন।

ওফাত ও দাফন

ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তার স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি কান্নার কারণ জানতে চাইলে স্ত্রী বললেন, আমি কেন কাঁদব না, অথচ আপনার মৃত্যু হচ্ছে জনমানবহীন স্থানে এবং আমার নিকট কিংবা আপনার নিকট এমন কোনো কাপড়ও নেই, যা দিয়ে আপনার কাফনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে! তিনি স্ত্রীকে স্বান্তনা দিয়ে বললেন, তুমি শান্ত হও। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির দুই কিংবা তিনটি সন্তান মারা যাবে, আর সে তাতে ধৈর্য্যধারণ করবে এবং সওয়াবের আশা করবে, আগুন থাকে স্পর্শ করবে না।

এবং তিনি একদল লোককে বললেন–যে দলে আমিও ছিলাম– তোমাদের মধ্যে একজন জনমানবহীন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে। যার জানাযায় হাজির হবে একদল মুমিন।

তিনি স্ত্রীকে সতর্ক করে বললেন, কোনো আমির, শাসক, মাতব্বর কিংবা নেতা যেন আমাকে কাফন না পরায়।

যাহোক, ৩১ মতান্তরে ৩২ হিজরি সনে হযরত উসমান গনী (রাযি.)-এর খেলাফতকালে তিনি রাবযা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু নিকটবর্তী দেখে তিনি তাঁর স্ত্রী ও গোলামকে অসিয়ত করে বলেন, মৃত্যুর পর আমাকে গোসল ও কাফন পরিয়ে রাস্তার মাঝখানে রাখবে এবং পথিকদের প্রথম যে দলের সাথে সাক্ষাত হবে তাদেরকে বলবে, ইনি হলেন আবু যর।

তার কথা মোতাবেক তাই করা হলো। সে সময় কুফা থেকে এক সওয়ার দল এদিকে আসছিলেন। তার লাশের এত কাছে আসলেন যে, যেন বাহনে তা মাড়াবেন। পথিকদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.)ও ছিলেন। তিনি বাহন থেকে নেমে বললেন, এটা কী? বলা হলো, আবু যর (রাযি.)-এর লাশ। কথাটা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন–

صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَرْحَمُ اللهُ أَبَا ذَرٍّ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিকই বলেছেন; আবু যর একাই চলে একাই মারা যাবে এবং একাই উত্থিত হবে।'

https://e-ilm.weebly.com/

একথা বলে তিনি জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করলেন এবং মদীনায় গিয়ে উসমান (রাযি.)-কে ঘটনা জানালেন। তারা হযরত আবু যর (রাযি.)-এর সন্তানাদীকে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন। উসমান (রাযি.) তার সন্তানকে নিজের সন্তানের সাথে মিলিয়ে নিলেন। রাবযা নামক এই স্থানটি বর্তমানে মদিনায় মুনাওয়ারা থেকে দুইশত কি.মি. পূর্বদিকে অবস্থিত।

بَاب وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

পরিচ্ছেদ [৩৬০] : সূর্য হেলার সময় থেকে জোহরের সময় (শুরু হয়)

وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ

হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায দ্বি-প্রহরের গরমের সময় পড়তেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ

হাদীসের অনুবাদ [৫১৯] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত। একদিন সূর্য ঢলে পড়ার পর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলেন এবং যুহরের নামায আদায় করে মিম্বারে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের বর্ণনা শুরু করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। এরপর তিনি বললেন, আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে করো। তোমরা যে প্রশ্নই করো না কেনো, আমি যতক্ষণ এ স্থানে থাকবো ততক্ষণ এর জবাব দিতে থাকবো। এ কথা শুনে লোকজন খুবই কাঁদলো আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও বারবার বলতে থাকলেন, আমাকে প্রশ্ন করো। এই সময় আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহ্মী দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, বলুন, আমার পিতা কে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা হলো হুযাফা।' এরপরেও তিনি আবারো বলতে থাকলেন, আমাকে তোমরা প্রশ্ন করো। তখন ওমর জানুর ওপর ভর করে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, আমরা আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মদাকে নবী হিসেবে স্বীকার করেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বললেন, এইমাত্র ওই দেওয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি এতটা অধিক উত্তম (জান্নাত) এবং এতটা শোচনীয় খারাপ (জাহান্নাম) জিনিস আর কোনোদিন দেখিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০, ৭৭, ৭৯, ৬৬৫, ৯৪১, ৯৬০, ১০৫০, ১০৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযি.) দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন আমার পিতা কে?

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এ রেওয়ায়েতে কিছু শব্দ উহ্য রয়েছে। যা অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

والتقدير خرج فسئل فاكثروا عليه فغضب فقال سلوني فقام عبد الله بن حذافة الخ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরীফ আনলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচুর প্রশ্ন করা হতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, যা মনে চায় তাই প্রশ্ন কর। তখন হযরত উমর (রাযি.) দুটি জিনিস অবলম্বন করলেন। প্রথমতঃ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাটু গেড়ে আদব সহকারে বসলেন। দ্বিতীয়তঃ এ বাক্যগুলি বলতে থাকলেন–رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا কোনো রেওয়ায়েতে আছে وبالقرآن اما অর্থাৎ এখন আমাদের আর প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত উমর (রাযি.)-এর অনুধাবন : ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন, এ সমস্ত বাক্যে হযরত উমর (রাযি.)-এর বুঝ, অন্তদৃষ্টি, জ্ঞান ও গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত উমর (রাযি.) যখন বুঝতে পারলেন যে, এ সমস্ত প্রশ্নাবলী হঠকারিতামূলক, বিরুদ্ধাচরণ, সংশয় ও অবাধ্যতার ভিত্তিতে এবং কষ্ট দেওয়ার জন্য করা হয়েছে, তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। না জানি এর কারণে আজাব অবতীর্ণ হয়ে পড়ে। উমর (রাযি.)-এর এ সমস্ত বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, এবং তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেল।

হযরত উমর (রাযি.)-এর এ সমস্ত বাক্যাবলি যেখানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শিষ্টাচার ও মর্যাদা প্রদর্শন ছিল, সেখানে মুসলমানদের প্রতি স্নেহ-মমতার আবেগ ছিল। যেন মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত না হয়–

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا (احزاب)

যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে কষ্ট দেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশম্পাত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন। – আহযাব

এর দ্বারা সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত যেন শিক্ষকের সম্মুখে প্রয়োজনীয় ছাড়া অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করে। অর্থাৎ এমন প্রশ্নাবলী যা দ্বারা নিজের যোগ্যতা ও বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ উদ্দেশ্য থাকে বা অপরকে অপদস্থ ও অপমান করা উদ্দেশ্য হয় তা নিষিদ্ধ। নতুবা এটা তো স্বীকৃত বিষয় যে, فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। অর্থাৎ জানা না থাকলে ফরয বিষয়াদি জিজ্ঞেস করা ফরয, ওয়াজিব বিষয়াদি জিজ্ঞেস করা ওয়াজিব, মুস্তাহাব বিষয়াদি জিজ্ঞেস করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ

হাদীসের অনুবাদ [৫২০] : হযরত আবু বারযাহ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পাশের ব্যক্তিকে চিনতে পারতো। এতে তিনি ষাট থেকে একশটি আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। সূর্য মাথার ওপর থেকে ঢলে পড়লে যুহরের নামায আদায় করতেন, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ মদিনার দূরপ্রান্তে যেয়ে ফিরে আসতে পারতো এবং সূর্য তখনো অবিকৃত থাকতো। (বর্ণনাকারী আবু মেনহাল বলেন) মাগরিব সম্পর্কে তিনি (আবু বারযাহ) কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গিয়েছি। আর ইশার নামায আদায়ের জন্য রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করতে কোনো দ্বিধা করতেন না। আবু যারযাহ এরপর বললেন, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত দেরি করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। মু'আয বর্ণনা করেন, শু'বা বলেছেন, পরে আমি আরেকবার আবু মেনহালের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধা করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭, ৭৮, ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنَ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ

হাদীসের অনুবাদ [৫২১] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে যুহরের নামায আদায় করতাম, তখন অত্যাধিক গরমের জন্য কাপড়ের ওপর সিজদা করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৬, ৭৭, ১৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা যারা যাওয়ালের পূর্বেই জোহরের নামাযের সময় হওয়ার প্রবক্তা। যেমন এটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এ মত বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ বলেন-

اتفقوا علي ان اولي وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال الا خلافا شاذا روي عن ابن عباس والا ماروي من الخلاف في صلوة الجمعة علي ما سيأتي

অর্থাৎ জোহরের সময়ের সূচনা হয় যাওয়ালের সময় থেকে, অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার সাথে সাথেই সময় হয়ে যায়। আইম্মায়ে আরবা'আ এ ব্যাপারে একমত। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)

https://e-ilm.weebly.com/

বলেন-الاجماع عليه استقر الذي هو ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে عند الزوال-এর কয়েদ বৃদ্ধি করে যাওয়ালের পূর্বের প্রবক্তাদের মতকে খণ্ডন করেছেন।

২. তাছাড়া ঐ সমস্ত লোকদেরও মত খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলে যে, যাওয়ালের সাথে সাথে জোহরের সময় শুরু হয় না; বরং যাওয়ালের পর জুতার ফিতা পরিমাণ ছায়া সরার পর জোহরের সময় শুরু হয়।

মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জুমহুরের মতের সমর্থন করছেন যে, যাওয়ালের পর সাথে সাথেই জোহরের সময় শুরু হয়ে যায়। যেমন বাবের হাদীসে حين زاغت (صلى الله عليه وسلم) خرج رسول الله الخ فصلي الظهر الشمس বুঝা গেল যে, فا শব্দটি تاخير بلا تعقيب-এর জন্য আসে। অর্থাৎ তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার সাথে সাথেই জোহরের নামায আদায় করেছেন।

৩. তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করাও হতে পারে যে, পূর্বের বাবে যে ابراد بالظهر-এর কথা বলা হয়েছে, তা হলো মুস্তাহাব নির্দেশ।

তাছাড়া বাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, জোহরের সময় যাওয়ালের পর বিনা বিলম্বেই শুরু হয়ে যায়। আর যাওয়ালের পূর্বে না জোহর জায়েয না জুমআ।

بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ [৩৬১] : জোহরের নামায আসর পর্যন্ত বিলম্ব করা

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى

হাদীসের অনুবাদ [৫২২] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, মদিনাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর এবং আসরের আট রাকাআত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাকাআত (নামায) একসাথে আদায় করেছেন। (বর্ণনাকারী) আইয়ুব (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী জাবের ইবনে যায়েদকে) বললেন, বোধ হয় মেঘলা দিনে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন। (জাবির ইবনে যায়েদ জবাবে বললেন,) তাই হবে হয়ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭, ৭৯, ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবে ইমাম বুখারী (রহ.) জোহরের শুরু ওয়াক্ত বর্ণনা করেছিলেন। এ বাবে জোহরের শেষ ওয়াক্ত বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। তাই তিনি শিরোনাম কায়েম করেছেন- تاخير الظهر الي العصر জোহরের নামাযের সময় আসর পর্যন্ত থাকে। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করেছেন যারা জোহর ও আসরের মাঝে একটি وقت مشترك আছে বলে মনে করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলে

https://e-ilm.weebly.com/

দিলেন যে, জোহরের সময় আসর পর্যন্ত থাকে। অর্থাৎ জোহরের শেষ ওয়াক্ত তখন হয় যখন আসরের ওয়াক্ত শুরু। বুঝা গেল জোহর ও আসরের মাঝে না কোনো وقت مشترك আছে না وقت مهمل; বরং জোহরের সময় শেষ হওয়ামাত্রই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। যেমন রেওয়ায়েতে আছে- وقت الظهر ما لم يحضر العصر

২. অধিক সম্ভাবনা এটা রয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো جمع صوري-এর আলোচনা করা। যার প্রবক্তা হলো হানাফীগণ। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাব দ্বারা হানাফীদের সমর্থন করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জোহরের শেষ সময় : জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত যে, তা সূর্য হেলার সাথে সাথেই শুরু হয়। কিন্তু জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সীমা ও আসরের ওয়াক্ত- শুরুর সময় নিয়ে মতভেদ আছে।

১। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (রহ.) ও জুমহুরের মতে কোনো বস্তুর ছায়া এক মিছ্‌ল হলে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। অবশ্য ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি মত এমনও পাওয়া যায় যে, বস্তুর ছায়া এক মিছ্‌ল হওয়ার পরের চার রাকাতের সময়টুকু জোহর ও আসরের সম্মিলিত ওয়াক্ত। এর পরে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক মত জুমহুরের ন্যায়। সাহেবাইনের মতও এটিই। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর আরেকটি মত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, দুই মিছ্‌ল পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত। এর পরে আসর শুরু হয়। তৃতীয় মতটি হাসান ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম মিছ্‌ল থেকে দ্বিতীয় মিছ্‌ল পর্যন্ত সময়টুকু কোনো ওয়াক্তেরই নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে চতুর্থ আরেকটি মত হলো, প্রথম মিছ্‌ল থেকে দ্বিতীয় পর্যন্ত সময়টুকু জোহর ও আসরের সময়ের মধ্যে গণ্য। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্য এ মতটিকেই মুফতাবিহী (যথার্থ) বলেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত দ্বিতীয়টিই অর্থাৎ দুই মিছ্‌ল পর্যন্ত আসরের সময়। অধিকাংশ হানাফী-এর উপরই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। জুমহুর এর বিপরীতে হাদীসে বাব দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। যার মধ্যে প্রথম মিছলের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

দালায়েল: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দ্বিতীয় মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো পেশ করা হয়।

১. তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত মারফূ হাদীস :

اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم

'যখন গরম তীব্র হয় তখন ঠাণ্ডা সময়ে নামায আদায় কর, কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নাম উত্তপ্ত হওয়ার কারণে হয়। এ হাদীস থেকে এভাবে প্রমাণ করা হয় যে, হিজায অঞ্চলের গরমের সময়ে ঠান্ডা প্রথম মিছ্‌লে হয় না।

২. তিরমিযী শরীফের হযরত আবূ যর (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীস-

ان رسول الله ﷺ كان فى سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله ﷺ ابرد فى الظهر قال حتى رأينا فيئ التلول ثم اقام فصلى فقال رسول الله ﷺ ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلوة.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সফরে ছিলেন। তার সাথে বেলাল ছিলেন। বেলাল (রাযি.) একামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠাণ্ডা কর (একটু দেরি

কর)। অতঃপর আবার একামত দিকে চাইলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জোহরের ওয়াক্তে ঠাণ্ডা কর (দেরি করো)। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি আমরা টিলার ছায়া দেখলাম। অবশেষে তিনি একামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয় গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপেরই কিছু অংশ। অতএব তোমরা ঠাণ্ডা করে নামায আদায় কর। (গরম কমে আসার জন্য নামায পড়তে দেরি কর)।

এ হাদীসটিই বুখারী শরীফে এসেছে। তাতে حتى ساوى الظل التلول বাক্যটি রয়েছে, যার অর্থ হলো, যখন টিলাগুলোর ছায়া সেগুলোর সমান হয়ে গেছে।

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায এমন সময়ে পড়েছেন যখন টিলাগুলোর ছায়া এক মিছ্‌ল হয়ে গিয়েছিল। আরব ভূখণ্ডের টিলাগুলো যেহেতু সাধারণত প্রশস্ত হয় তাই সেগুলোর ছায়া দেরিতে পড়ে। সুতরাং সেগুলোর ছায়া এক মিছ্‌ল তখনই হয় যখন অন্যান্য জিনিসের ছায়া এক মিছলের সামান্য বেশি হয়।

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত আছে।

انه سمع رسول الله ﷺ يقول انما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس ـ اوتى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلوة العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القران فعملناالى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اى- ربنا اعطيت قؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن ونحن كنا اكثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجركم من شيئ ؟ قالوا لا قال وهو فضلى اوتيه من اشاء.

অর্থঃ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের পূর্বের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাওরাত ওয়ালাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছে। তারা তদনুসারে আমল করেছে। অবশেষে যখন অর্ধ দিবস হলো, তখন তারা অক্ষম হয়ে পড়ল। ফলে তাদেরকে এক ক্যারেট এক ক্যারেট করে প্রতিদান দেয়া হলো। অতঃপর ইঞ্জিল ওয়ালাদেরকে ইঞ্জিল কিতাব দেয়া হলো। তারা আসরের নামায পর্যন্ত আমল করল। অতঃপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ল। ফলে তাদেরকে এক ক্যারেট এক ক্যারেট করে প্রদান করা হলো অতঃপর আমাদেরকে কুরআন দান করা হলো। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করলাম। ফলে আমাদেরকে দুই ক্যারেট দুই ক্যারেট করে প্রদান করা হলো। তখন পূর্বোক্ত দুই আহলে কিতাব বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তাদেরকে দুই ক্যারেট করে প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে প্রদান করেছেন এক ক্যারেট করে। অথচ আমরা অধিক আমলদার। মহান আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের প্রতিদানের ব্যাপারে কোনো জুলুম করেছি? তারা বলল, না। তিনি বললেন, এটা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তা দান করি।

এমনই অর্থজ্ঞাপক একটি হাদীস ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায়ায়ে তাফসীর পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসে আসর ও মাগরিবের মাঝের সময়টুকুকে জোহর ও আসরের মাঝের সময়ের বিপরীতে অল্প সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর এটা তখনই সম্ভব, যখন আসরের সময়কে দুই মিছ্‌ল থেকে শুরু ধরা হবে। যদি আসরের সময় প্রথম মিছ্‌ল থেকে ধরা হয় তবে আসরের সময় জোহরের সময় থেকে বেড়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

হানাফীদের পক্ষ থেকে জোহরের সময় দুই মিছলের পর শেষ হওয়ার ব্যাপারে সাধারণত : তিনটি দলিল পেশ করা হয়। কিন্তু ন্যায্য কথা এটাই যে, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো হাদীসই নামাযের সময়-সীমার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশক নয়। এর বিপরীতে হাদীসে জিবরাঈলের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রথম দিনের আসরের নামায প্রথম মিছলে পড়ার আলোচনা উল্লেখ রয়েছে। তাই এ হাদীসগুলো হাদীসে জিবরাঈলের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। এ জন্যই কতক হানাফী প্রথম মিছল বিশিষ্ট হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। যেমনটি দুররে মুখতার কিতাবে রয়েছে। আর কতক হানাফী ওয়াক্তে মুহমালকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলেন, এক্ষেত্রে ছহীহ এটাই যে, দুই মিছলের মাঝের সময়টুকু জোহর ও আসরের যৌথ সময়। আর অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্য বিশেষ করে এ সময়ে উভয় নামাযই জায়েয।

جمع بين الصلوتين : এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত যে, কোনো ওযর ছাড়া দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা জায়েয নেই। ইমামত্রয়ের (ইমাম মালেক শাফেয়ী, আহমদ) মতে ওজর থাকা অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামায একসাথে আদায় করা জায়েয আছে। তারপর ওযরের তাফসীল নিয়ে এই মতপার্থক্য যে, শাফেয়ী মাযহাব ও মালেকী মাযহাবে ওযর হলো সফর ও বৃষ্টি- বাদল। আর ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে রোগ বা অসুস্থতাও ওযর হিসেবে গণ্য। তারপর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সফরকালীন পুরো সময়টাকেই ওজর সাব্যস্ত করেন। (অর্থাৎ, সফরকালে চলাও থামা যে কোনো অবস্থায় দুই নামায একত্রে পড়া যাবে।) পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন– মুসাফির ব্যক্তি চলন্ত থাকে বা ভ্রমণরত থাকে, তখনই কেবল দুই নামায একত্রে পড়া জায়েয। একদিনের জন্যও যদি মুসাফির ব্যক্তি কোথাও থেমে যায় বা অবস্থান করে তাহলে তখন তার জন্য দুই নামায একত্রে পড়া জায়েয নয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেকের মতে সাধারণ ভ্রমণ অবস্থাও যথেষ্ট নয়। বরং যখন কোনো কারণে অতিদ্রুত ভ্রমণের বা পথ চলার প্রয়োজন হয়, তখনই মুসাফিরের জন্য শুধু দুই ওয়াক্তের নামাযে একত্রে পড়া জায়েয হবে অন্যথায় নয়।

এ সকল ইমামের মতে **جمع تقديم** (পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযকে এগিয়ে এনে পূর্বের ওয়াক্তের নামাযের সাথে আদায় করা) এবং **جمع تأخير** (পূর্ববর্তী ওয়াক্তের নামায পিছিয়ে) নিয়ে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের সাথে আদায় করা) উভয়ই জায়েয। তবে তাদের মতে **جمع تأخير**-এর জন্য শর্ত হলো পূর্ববর্তী নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে দুই নামায একত্রে আদায়ের নিয়ত করে নিতে হবে। আর **جمع تقديم**-এর জন্য শর্ত হলো প্রথম নামায শেষ করার পূর্বেই দুই নামায একত্রে আদায়ের নিয়ত করে নিতে হবে। এ ব্যতীত দুই নামায একত্রে পড়া জায়েয নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব হলো- প্রকৃতপক্ষেই একত্রে আদায় করা কেবল আরাফা ও মুযদালিফার ময়দানে জায়েয। এছাড়া অন্য কোথাও জায়েয নেই। এবং এ ব্যাপারে কোনো ওযর থাকা না থাকার বিষয়টি মোটেও ধর্তব্য নয়। তবে **جمع صوري** (বাহ্যিকভাবে দুই নামায একত্রে পড়া প্রকৃতপক্ষে নয়) জায়েয আছে। একে **جمع فعلي**ও বলা হয়। (কার্যত একত্রীকরণ) **جمع صوري**-এর পদ্ধতি হলো- জোহরের নামাযকে একেবারে শেষ ওয়াক্তে এবং আছরের নামাযকে একেবারে ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করা। ফলে উভয় নামায নিজ নিজ ওয়াক্তেই আদায় হবে। কিন্তু পাশা-পাশি একসাথে আদায় হওয়ার কারণে একে- দুই নামায একত্রীকরণ বলা হয়েছে।

ইমামত্রয় দলিল পেশ করেন হযরত আনাস ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)–এর সেসব রেওয়ায়েত দ্বারা যেগুলোতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের সময় জোহরও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। এ জাতীয় রেওয়ায়েতে হাদীসের প্রায় সকল সহীহ কিতাবেই

https://e-ilm.weebly.com/

বিদ্যমান আছে। আবূ দাউদ শরীফও অন্যান্য কিতাবে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) হতেও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যা থেকে جمع تقديم ও জায়েয বলে মনে হয়।

হানাফী মাযহাবের দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী–

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সূরা নিসা - ১০৩।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون অর্থাৎ, সুতরাং দুর্ভোগ সে নামাযীদের জন্য, যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন। সূরা মাউন- ৪-৫।

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى - অর্থাৎ তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি- সূরা বাকারা- ২৩৮।

এসব আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নামাযের ওয়াক্তসমূহ সুনির্ধারিত এবং সেসব ওয়াক্তের প্রতি যত্নবান হওয়া ওয়াজিব। বিপরীত করা আযাব বা শাস্তির কারণ। প্রকাশ থাকে যে, এ সকল আয়াত- قطعى الثبوت এবং قطى الدلالة অর্থাৎ, এ আয়াতগুলো কুরআনের আয়াত হওয়ার বিষয়টি অকাট্য এবং নিজ নিজ অর্থ বুঝানোর ব্যাপারটিও অকাট্য বা খবরে ওয়াহেদ সমূহ এসব আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। বিশেষত যখন খবরে ওয়াহেদ গুলোতে সঠিক ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে।

২. বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত আছে–

مارأيت النبى ﷺ صلى صلوة لغير ميقاتها الاصلوتن جمع بين المغرب و العشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)বলেন-আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো নামায ওয়াক্ত ছাড়া পড়তে দেখিনি, তবে দু'টি নামায ছাড়া। মাগরিব ও এশার নামায তিনি একসাথে পড়েছিলেন। এবং ফজরের নামায পড়েছিলেন তার ওয়াক্তের পূর্বে। (অন্যান্য দিন যে সময়ে পড়তেন সে সময়ের পূর্বে।)

৩. সুনানের গ্রন্থকারগণ হযরত আবূ কাতাদা (রাযি.)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী রয়েছে–

ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة بان يؤخر صلوة إلى وقت أخرى

ঘুমন্ত অবস্থায় কোনো শিথিলতা নেই। শিথিলতা হলো জাগ্রত অবস্থায় যে,এক ওয়াক্তের নামায বিলম্ব করে অন্য ওয়াক্তে আদায় করা হয়।

৪. নামাযের ওয়াক্তসমূহের পরিসীমাগুলো تواتر দ্বারা প্রমাণিত। خبر واحد সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এসব দলিলের আলোকে ইমামত্রয়ের সমস্ত দলিলের জবাব হলো এই যে, দুই নামায একত্রে পড়া সম্পর্কিত যে ঘটনাগুলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে প্রকৃত একত্রীকরণ উদ্দেশ্য নয়। বরং বাহিক্যভাবে একত্রীকরণ উদ্দেশ্য। বাহ্যিকভাবে একত্রীকরণ উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ সাক্ষী।

https://e-ilm.weebly.com/

১. সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত।

قال رأيت النبى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا اعجله السير فى السفر يؤخر صلوة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليهما ثلاثا ثم حتى يقيم العشاء.

অর্থাৎ- তিনি (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন – আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, সফরকালে যখন তাকে খুব বেশি দ্রুত চলতে হতো, তখন তিনি মাগরিবের নামাযকে বিলম্ব করতেন। এমন কি মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করতেন। সালেম বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরও এরূপ করতেন। যখন তাকে খুব দ্রুত চলতে হতো। তখন তিনি ইকামত দিয়ে তিন রাকাত মাগরিবের নামায আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ইশার নামাযের ইকামত বলতেন। এ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) মাগরিবের নামায শেষ করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। তারপর তিনি ইশা পড়তেন। এ অপেক্ষার কোনো অর্থ নেই এছাড়া যে, তিনি এর দ্বারা ইশার ওয়াক্ত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইতেন। স্বয়ং ইবনে হাজার (রহ.)ও স্বীকার করেছেন যে, এ হাদীসটি جمع صوري বা বাহ্যিকভাবে একত্রীকরণের দলিল। (ফাতহুল বারী খ: ২, পৃ: ৪৬৫।)

২. এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট রেওয়ায়েত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ হতে নাফে-(রহ.) সূত্রে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে–

ان مؤذن ابن عمر قال الصلوة قال سر سر حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان اذا عجل به امر صنع مثل الذى صنعت.

অর্থাৎ, ইবনে ওমরের মুয়ায্যিন বললেন- নামাযের সময় হয়েছে। ইবনে ওমর বললেন- চলো, চলো, এরপর যখন (পশ্চিম আকাশের শুভ্র) আভা অস্তমিত হওয়ার সময় হয়ে গেল তখন তিনি (বাহন থেকে) নামলেন এবং মাগরিবের নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এক পর্যায়ে যখন আভা অস্ত মিত হয়ে গেল তখন তিনি এশার নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বললেন– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কারণে তাড়াতাড়ি ভ্রমণ করতেন, তখন তিনি এরূপই করতেন, যেরূপ আমি করেছি।

৩. সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস আছে-

قال صليت مع النبى ﷺ ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا ابى الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك.. وانا اظن ذلك.

অর্থাৎ- তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আট রাকাত একত্রে পড়েছি, সাত রাকাত একত্রে পড়েছি। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম,হে আবূশ শা'সা। আমি মনে করি তিনি জোহরের নামায বিলম্বে পড়েছেন আর আছরের নামায তাড়াতাড়ি পড়েছেন এবং মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়েছেন আর ইশার নামায তাড়াতাড়ি পড়েছেন। তিনি বললেন- আমিও তাই মনে করি। এ রেওয়ায়েতে দু'জন হাদীস বর্ণনাকারীর অভিমত হুবহু হানাফীদের মতামতসদৃশ। এ সকল হাদীস جمع صوري ব্যাপারে একেবারেই স্পষ্ট।

https://e-il...m.weebly.com/

৪. তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে–

قال من جمع بين الصلوتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো ওযর ব্যতীত দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করল সে এক প্রকার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো। যদিও এ হাদীসটি সনদের বিবেচনায় দুর্বল, কারণ এর মাদার হলো হানাশ ইবনে কায়সের উপর। যার সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেছেন–

وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه احمد وغيره তিনি হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে দুর্বল। ইমাম আহমদ প্রমুখ তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু মুয়াত্তা মুহাম্মদের একটি রেওয়ায়েত দ্বারা পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতটির সমর্থন পাওয়া যায়।

قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب فى الافاق ينهاهم ان يجمعوا بين الصلوتين ويخبرهم ان الجمع بين الصلوتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ বলেন, আমাদের কাছে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) সম্পর্কে এ খবর পৌঁছেছে যে, তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে চিঠি পাঠান, সে চিঠিতে তিনি দুই নামায একত্রে পড়তে নিষেধ করেন এবং তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এক ওয়াক্তে দুই নামায একত্রে আদায় করা এক প্রকার কবীরা গুনাহ।

৫. যারা جمع حقيقي-এর প্রবক্তা, তারাও কখনো কখনো جمع صوري-এর অর্থে প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এ হাদীসে-

قال جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر

যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় অবস্থানকালে কোনো প্রকার ভয় ও বৃষ্টিপাত ছাড়াই জোহর আসর এবং মাগরিব ইশা একত্রে পড়েছেন। এ হাদীসে অন্যান্য ইমামগণও জমায়ে ফে'লী বা جمع صوري-এর অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। শুধু ইমাম আহমদ বলেছেন- এটা অসুস্থতা জনিত কারণে ছিল। কিন্তু এটাও একটা অসম্ভব ব্যাপার যে, তখন সারা এলাকার লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত যখন ইবনে আব্বাস (রাযি.) কে প্রশ্ন করা হলো–এরকম একত্রে নামায পড়ার দ্বারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর উদ্দেশ্য কি ছিল? তখন তিনি উত্তরে শুধু এতটুকু বলে ছিলেন– ان لا تحرج امته - যাতে তার উম্মতের কষ্ট না হয়। অতএব যদি তা অসুস্থতা জনিত কারণে হতো, তাহলে ইবনে আব্বাস (রাযি.) অবশ্যই তা বলতেন। এ কারণেই হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ফাতহুল বারীতে স্বীকার করেছেন যে, এ রেওয়ায়েতটি جمع صوري-এর অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম। আর বাস্তবতাও এটাই যে, جمع صوري ছাড়া আলোচ্য হাদীসটির অন্য কোনো ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই। আর এ রেওয়ায়েতে যেহেতু جمع صوري উদ্দেশ্য, তাই অন্যান্য রেওয়ায়েতকেও جمع صوري-এর অর্থেই প্রযোজ্য করা আবশ্যক।

৬. জমা বা একত্রীকরণ বলে যদি جمع صوري তথা বাহ্যিক একত্রীকরণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতের মাঝে মুনাসাবাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি জমায়ে হাকীকী তথা প্রকৃত একত্রীকরণ উদ্দেশ্য

https://e-ilm.weebly.com/

হয় তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর আলোচ্য হাদীস এবং বুখারীতে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হাদীস -ما صلى رسول الله ﷺ صلوة لغير ميقاتها কে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করতে হয়। আর এটা স্পষ্ট কথা যে ব্যাখ্যার দ্বারা সকল রেওয়ায়েতের মাঝে মুনাসাবাত সৃষ্টি হয়, সে ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য।

আল্লামা ওসমানী (রহ.) ফাতহুল মুলহিমে جمع صوري উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে একটি চমৎকার কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি বলেন- হাদীস শরীফের যেখানেই দুই নামায একত্রে পড়ার কথা এসেছে সেখানেই শুধু জোহর ও আসর কিংবা মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ার কথা এসেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো দুই নামায একত্রে পড়ার কথা হাদীসেও আসেনি, কোনো ইমামও তা জায়েয হওয়ার কথা বলেন না। তাই ইমামত্রয় কেবল জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ার প্রবক্তা, কিন্তু ফজর জোহর আসর মাগরিব কিংবা ইশা ফজর একত্রে পড়া তাদের কারো মতেই জায়েয নয়। এবং কোনো রেওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত নয়। এখন যদি جمع বলতে جمع حقيقي উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ পার্থক্যের কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ বুঝে আসে না যে, জোহর-আসর একত্রে পড়া জায়েয হলো কিন্তু আসর মাগরিব একত্রে পড়া জায়েয হবে না কেন? পক্ষান্তরে যদি জমা বলতে جمع صوري উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ পার্থক্যের একটি যুক্তিযুক্ত কারণ বুঝে আসে। সেটি এই যে, ফজর এবং জোহরের মাঝে جمع صوري সম্ভব নয়। কারণ এ দুই নামাযের ওয়াক্তের মাঝে একটি সুদীর্ঘ ফাঁকা ওয়াক্ত প্রতিবন্ধক রয়েছে। আসর মাগরিব ও ইশা ফজরের মাঝে جمع صوري সম্ভব নয়। কারণ আসর ও ইশার শেষ ওয়াক্তটুকু মাকরূহ। এর দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুই নামায একত্রে পড়েছেন,তা মূলত বাহ্যিকভাবে একত্রীকরণ ছিল। প্রকৃত একত্রীকরণ নয়। যদি প্রকৃত একত্রীকরণ হতো, তাহলে সকল নামাযের ক্ষেত্রেই তা জায়েয হতো

بَاب وَقْتُ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ [৩৬২] : আসরের সময়ের বর্ণনা

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا

হাদীসের অনুবাদ [৫২৩] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসরের নামায আদায় করতেন সূর্য কিরণ তখনও তার কামরার মধ্যে থাকত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৫২৪] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে সূর্যরশ্মি তার ঘরে থাকতো এবং তখনও ঘরের মধ্যে ছায়া দেখা যেতো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭-৭৮, ৭৮, ৪৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

والشمس فى حجرتها لم يظهر الفئ من حجرتها : لم يظهر শব্দটি ظهر থেকে গঠিত। ظهر বাবে فتح থেকে। শাব্দিক অর্থ- পিঠের উপর চড়া। উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময়ে আদায় করেছেন যখন রোদ হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কক্ষের মেঝের উপর ছিল, দেয়ালের উপর ওঠেনি। শাফেয়ীগণ এ হাদীসটি আসরের নামায জলদি আদায় করা মুস্তাহাব- এ মতের সমর্থনে পেশ করেন। কিন্তু হাদীসটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়। তাদের এ প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। কারণ حجرة শব্দটি মূলত ছাদহীন ঘরের জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কখনো ছাদযুক্ত ঘরের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে উভয়টার সম্ভাবনাই রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এখানে ছাদযুক্ত ঘরই উদ্দেশ্য। আর এ কক্ষ দ্বারা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কক্ষ উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট যে, সূর্যের আলো কক্ষের অভ্যন্তরে পৌঁছার পথ কেবল দরজাই হতে পারে। হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কক্ষের দরজা ছিল পশ্চিমে। তবে যেহেতু ছাদ নীচু ছিল এবং দরজা ছিল ছোট। তাই সূর্যের আলো এ কক্ষে তখনই পৌছতে পারে যখন সূর্য পশ্চিমে কিছুটা নীচুতে এসে পড়ে। অতএব এ হাদীস হানাফী মতানুসারে আসরের নামায বিলম্বে আদায় করার প্রমাণ হলো, জলদি আদায় করার নয়। আর যদি এর দ্বারা ছাদহীন ঘর উদ্দেশ্য নেয়া হয়- যেমন আল্লামা সামহূদী (রহ.) وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى নামক কিতাবে লিখেছেন, এ হাদীছে حجر দ্বারা ছাদহীন ঘর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সূর্যের আলো ঘরে পৌছার পথ ছাদের দিক থেকে হবে। তবে যেহেতু দেয়ালগুলো ছোট ছিল, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত সূর্য কক্ষের উপরে থাকত। সূর্যের আলো দেয়ালে ওঠা একেবারে শেষ সময়ে হত। তাই এর দ্বারা আসরের নামায জলদি আদায় করার প্রমাণ দেয়া যায় না।

আসরের নামায বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব- হানাফীদের এ মতের দলিল–

১. হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর এ হাদীস–

قالت كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের চেয়ে জোহরের নামায অধিক জলদি আদায় করতেন, আর তোমরা তার চেয়ে অধিক জলদি আসরের নামায আদায় কর।

২. মুসনাদে আহমাদে উল্লিখিত হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাযি.) হাদীস, যদ্বারা আসরের নামায বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব বুঝা যায়। হাদীসটি এরূপ :

ان رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يامر بتاخير صلاة العصر.

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায বিলম্বে আদায় করার নির্দেশ দিতেন।

৩. মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.)-এর আমল- তিনি আসরের নামায বিলম্বে আদায় করতেন। আল্লামা হায়ছামী (রহ.) মাজমাউয যাওয়ায়েদ কিতাবে লিখেছেন- رجاله موثقون এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এছাড়াও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ইত্যাদিতে হযরত আলী (রাযি.)-এর অনুরূপ আমলের কথা পাওয়া যায়।

৪. কুরআনের আয়াত- وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها তোমরা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের পূর্বে আপন প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ কর। সূর্যাস্তের পূর্বে ফজরের নামায, আর সূর্যোদয়ের পূর্বে আসরের নামায পড়া হয়। পরিভাষায় قبل ও بعد দ্বারা সংযুক্ত কালই উদ্দেশ্য হয়। অধিক পূর্ব বা পর বুঝায় না। এ আয়াতের দাবী হলো ফজর ও আসর বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব হওয়া। যা হানাফীদের মাযহাব।

৫. اقم الصلوة طرفي النهار অর্থাৎ দিনের দুই প্রান্তে নামায কায়েম কর। এ দ্বারাও আসর বিলম্বে পড়া বুঝা যায়।

৬. কিয়াস- অর্থাৎ কিয়াসের দাবীও হলো আসর বিলম্বে পড়া। কারণ, আসরের পরে নফল নামায নিষিদ্ধ। তাই তার বিলম্বের সূরতে নফল নামাযের জন্য অধিক সময় পাওয়া যায়। আর আসর তাড়াতাড়ি পড়ার সূরতে নফল নামাযের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

হাদীসের অনুবাদ [৫২৫] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, তখন আমার কামরার মধ্যে সূর্যের আলো থাকতো এবং ঘরের মধ্যে ছায়া পড়তো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ৭৭, ৭৮ , ৪৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৫২৬] : হযরত সাইয়্যার ইবনে সালামাহ (রাযি.) বলেন, আমি এবং আমার পিতা আবু বারযা আসলামীর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কিভাবে কখন ফরয নামাযসমূহ আদায় করতেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায যাকে তোমরা আল-উলা বলে থাকো ঠিক সেই সময় আদায় করতেন, যখন সূর্য মাথার ওপর থেকে ঢলে পড়তো। আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ ইচ্ছা করলে মদিনার প্রান্তভাগে তার বাসস্থানে যেয়ে সূর্যের তেজ থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসতে পারতেন। সাইয়্যার বলেন, মাগরিব সম্পর্কে আবু বারযাহ কি বলেছিলেন, আমি তা ভুলে গিয়েছি, ইশার নামায-যাকে তোমরা আতামাহ বলো- আদায়ে বিলম্বকে তিনি উত্তম বলে মনে করতেন। এর আগে নিদ্রা যাওয়া বা পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। আর ফজরের নামায আদায় করে যখন ফিরতেন তখন মানুষ তার পাশের জনকে চিনতে পারতো। তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশ' আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত . وَيُصَلِّي الْعَصْرَ. ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮৪, ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ হাদীসে আছে ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ মসজিদে নববীতে আসরের নামায পড়ে তারা তাদের বাসস্থানে যেয়ে সূর্যের তেজ থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসত। মূলতঃ এ হাদীসের আলোকে আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাবের উপর দলীল দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, তাদের বাসস্থান ছিল কুবায়। যা মসজিদে নববী হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। যা অতিক্রম করতে বেশি থেকে বেশি এক ঘণ্টা সময় লাগার কথা। সুতরাং দুই মিছলে আসরের নামায পড়ে গিয়ে অতি সহজেই আবার সেখান হতে ফিরে আসা সম্ভব।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ

হাদীসের অনুবাদ [৫২৭] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আমরা আসরের নামায আদায় করার পর লোকজন বনী আমর ইবনে 'আওফ গোত্রের এলাকা পর্যন্ত পৌছেও দেখতো তারা আসরের নামায় আদায় করছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৮, ১০৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ হাদীসে আছে إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ- তারা বনী আমর বিন আউফের মহল্লায় যেত, সেখানে গিয়ে দেখত যে, তারা আসরের নামায পড়ছে। হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখ লিখেছেন যে, তারা কাজ-কামে লিপ্ত ছিল তাই তারা আসরের নামায বিলম্বে পড়ত। এ হাদীস দ্বারাও আসরের নামায সাধারণভাবে তাড়াতাড়ি পড়া প্রমাণ হয় না। যদি তাই হতো তাহলে বনী আমর বিন আওফের লোকেরা কেন এত বিলম্বে তা আদায় করছিলেন। বুঝা গেল যে, কাজ-কামের ব্যস্ততা থাকলে বিলম্বে পড়াই সঙ্গত। সুতরাং ঐ যুগের লোকেরা যদি কাজের ব্যস্ত তার কারণে বিলম্বে আদায় করতে পারে, তাহলে বর্তমান যুগের লোকদের অবস্থা কি হতে পারে। সাধারণ

https://e-ilm.weebly.com/

লোকদের অবস্থা কি হতে পারে? এটা স্পষ্ট যে, আজকাল লোকদের ব্যস্ততা অধিক বেশি, এবং ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহ কম। তাই বিলম্বই উত্তম।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫২৮] : হযরত আবু উমামা (রাযি.) বলেন, আমরা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সাথে জুহরের নামায আদায় করে বের হলাম এবং আনাস ইবনে মালেকের কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি আসরের নামায আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চাচাজান! আপনি এ কোন ওয়াক্তের নামায আদায় করলেন? তিনি বললেন, আসর। আর এভাবেই আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ১৬৩, ২৫৪, ৫০৭, ১০৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ : মূলতঃ এ ঘটনাবলীতে কখনও তো জোহরের নামায বিলম্বে হয়েছিল। কেননা, এটা তখনকার ঘটনা যখন ওমর বিন আব্দুল আযীয আব্দুল মালিকের পক্ষ হতে মদিনার গভর্নর ছিলেন। ওমর বিন আব্দুল আযীযও তখন বনী উমাইয়া খলিফাদের ন্যায় يميتون الصلوة [নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে অলসতা তথা বিলম্ব করে থাকতে পারেন] যেমন ইমামতে জিবরাইলের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত উরওয়া আসরের নামায বিলম্বের কারণে তাদের সমালোচনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৫২৯] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময়ে আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্য তখনো (আকাশের) অনেক ওপরে থাকতো। সুতরাং পথচারী মদিনার উপকণ্ঠে আওয়ালী নামক স্থানের দিকে যাত্রা করতো এবং সেখানকার লোকজনের কাছে পৌছার পরও সূর্য (আকাশে) অনেক ওপরে থাকতো। অথচ মদিনার (উপকণ্ঠে অবস্থিত) আওয়ালী নামক জায়গার কোনো কোনো অংশ মদিনা থেকে চার মাইল বা অনুরূপ দূরত্বে অবস্থিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩০] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমন সময় আসরের নামায আদায় করতাম যে নামাযের পর আমাদের কেউ কুবা পর্যন্ত গিয়ে সেখানকার লোকজনের সাথে মিলিত হতো কিন্তু তখনও সূর্য (আকাশে) অনেক ওপরেই থাকতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ -অংশের সাথে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবে এটা অতিবাহিত হয়েছে যে, জোহরের ওয়াক্ত শেষ হতেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সেখানে আছে- وقت الظهر ما لم يحضر العصر, যা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব ও ঝোঁক বুঝা গেছে যে, জোহর ও আসরের মাঝে না কোনো সম্মিলিত ওয়াক্ত আছে না আছে কোনো অস্পষ্ট ওয়াক্ত। বরং জোহরের ওয়াক্ত শেষ হতেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) আসরের আউয়াল ওয়াক্ত বর্ণনা করে দিয়েছেন, এখন এ বাবে তিনি মুস্তাহাব ও উত্তম ওয়াক্ত সম্পর্কে আলোচনা করছেন যে, আসরের নামাযে তাড়াতাড়ি উত্তম না বিলম্ব?

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক বাহ্যতঃ তাড়াতাড়ির দিকেই মনে হচ্ছে। তিনি এ বাবে আটটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ রেওয়ায়েতসমূহের কোনো একটি রেওয়ায়েত এমন নেই যা তাড়াতাড়ি বা আউয়াল ওয়াক্তে পড়ার কথা স্পষ্ট আছে।

ব্যাখ্যা:

الْعَوَالِي : এটি عالية-এর বহুবচন। অর্থ, উঁচু। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মদিনার আশপাশের জনপদসমূহ, যা নজদের দিকে উপরের দিকে অবস্থিত। এর বিপরীত তিহামার দিককে سوافل বলা হয়।

أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ : এটি হলো ইমাম যুহরীর কওল। আর এটা স্পষ্ট যে, সকল বস্তীই চার মাইল দূরে ছিল না। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে দুই বা তিন মাইলের কথা স্পষ্ট রয়েছে। তাছাড়া এটা মানুষের চলার গতির উপর নির্ভর করে। দ্রুতগামী ব্যক্তির জন্য এক ঘণ্টায় চার মাইল অতিক্রম করা কঠিন কিছু নয়। তাছাড়া গরমকাল ও শীতকালের পার্থক্য হবে। প্রবল ধারণা যে, عوالي দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো কুবা। তাহলে তো আর কোনো প্রশ্নই থাকে না।

بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

পরিচ্ছেদ [৩৬৩] : আসরের নামায কাযা করার গুনাহ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩১] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার আসরের নামায ফউত (কাযা) হলো তার যেন পরিবার ও সম্পদ সবই ধ্বংস হয়ে গেলো।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৮ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ বাব এবং সামনে আগত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আসরের নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করা। বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদানের কারণ হলো আসরের নামাযকে صلوة الوسطي বলা হয়েছে। যার সংরক্ষণের জন্য পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে নির্দেশ রয়েছে-حافظوا علي الصلوات والصلوة الوسطي

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আসরের নামাযের বিশেষত্বের কারণ: আসরের সময়টি হলো সকল মৌসুমে ব্যস্ততার সময়। ব্যবসায়ী বা কৃষক, শ্রমিক হোক বা কারিগর সবশ্রেণীর লোকের ব্যস্ততার সময়। তাছাড়া এটি হলো ফেরেশতাদের উপস্থিতি এবং বরকত অবতীর্ণ হওয়ার সময়। তাই শরয়ী ওজর ও অপরাগতা ব্যতীত আসরের নামায ফওত হওয়া গুনাহের কারণ। এ নামাযে গাফলতী ও অবহেলার উপর শাস্তির ধমক এসেছে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

وتر: فكانما وتر اهله وماله দু'টি অর্থ। এক-ছিনিয়ে নেয়া। এক্ষেত্রে শব্দটি একটি মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হয় (সকর্মক ক্রিয়া)। এখানে এ অর্থটি উদ্দেশ্য হলে اهله وماله তে পেশ হবে। দ্বিতীয় অর্থ-হ্রাস করা। এমতাবস্থায় শব্দটি দু'টি মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হয় (দ্বিকর্মক ক্রিয়া)। যেমন- لن يتركم اعمالكم। যদি এখানে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য হয়, তবে وتر ক্রিয়ার সর্বনামটি নায়েবে ফা'য়েল হবে এবং اهله وماله দ্বিতীয় মাফউল হিসেবে মানসূব (যবর বিশিষ্ট) হবে।

الَّذِي تَفُوتُهُ : فوت দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ইমাম আওযায়ী হাদীসের فوت শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন"فوت الى اصفرار الشمس" অর্থাৎ সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করার সময় পর্যন্ত ফওত হওয়া। কিন্তু জুমহুরের মতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফওত হওয়া উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বুরায়দা ও নওফাল ইবনে মুয়াবিয়া (রাযি.) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন: এ ধমক ও গুনাহ ইচ্ছাকৃত ফওতকারীর না অনিচ্ছাকৃত ফওতকারীর জন্য?

জবাব: অধিকাংশের মতে এটি ساهي তথা ভুলক্রমে ফওতকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। এর কারণ হলো ইমাম তিরমিযী এ হাদীসের উপর বাব গঠন করেছেন- باب ماجاء في السهو عن وقت العصر তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁকও সেদিকেই মনে হচ্ছে। কারণ, ইচ্ছাকৃত ফওতকারীর জন্য তিনি নিচেই পৃথক বাব কায়েম করেছেন+- باب اثم من ترك العصر

এ দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের অভিযোগও খণ্ডন হয়ে যাবে, যারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উপর শিরোনাম বারংবারের অভিযোগ করে থাকেন। কেননা, প্রথম শিরোনাম হবে অনিচ্ছাকৃতের জন্য, আর পরের বাবটি হবে ইচ্ছাকৃত ফওতকারীর জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশ্নঃ যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য অনিচ্ছাকৃত ফওতকারী হয় – যা একটি غير اختياري বিষয়। তাহলে ناسي-র উপর গুনাহ হওয়ার কি উদ্দেশ্য? যে সম্পর্কে হাদীসে এসেছে- ان الله رفع عن امتي الخطاء والنسيان

জবাবঃ ফওত যদিও অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু যে সমস্ত কারণে অবহেলা হয়েছে সেই কারণগুলি তো অনিচ্ছাকৃত নয়। ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ইত্যাদির জন্য ব্যস্ততা এ কারণে না হওয়া চাই যে, এর কারণে আসরের নামায ফওত হয়ে যায়। তাই তো যে দুটি কারণে এ অবহেলা হয়েছে হাদীসে তাদেরই আলোচনা হয়েছে- وتر, اهله, ماله

بَابُ إِثْمِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

পরিচ্ছেদ [৩৬৪] : যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার গুনাহ সম্পর্কে

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আসরের নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করা। বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদানের কারণ হলো আসরের নামাযকে صلوة الوسطي বলা হয়েছে। যার সংরক্ষণের জন্য পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে নির্দেশ রয়েছে- حافظوا علي الصلوات والصلوة الوسطي

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩২] : হযরত আবুল মালীহ (রাযি.) বলেন, কোনো এক যুদ্ধে এক বৃষ্টির দিনে আমরা বুরাইদার সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি করে তোমরা আসরের নামায আদায় করে নাও। কারণ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার সকল আমল নষ্ট হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৮, ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, উভয় বাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন করার হুকুম বর্ণনা করেছেন। পূর্বের বাবের রেওয়ায়েতে আছে- وتر اهله , ماله ; আর এ বাবে আছে- حبط عمله আর একথা স্পষ্ট যে, حبط اعمال [আমল ধ্বংস হওয়া] ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা জঘন্য ও কঠিন বিষয়। কেননা, পূর্বের বাবে পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের ক্ষতির কথা ছিল, যা হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষতি। আর এ বাবে حبط اعمال বা আমল সম্পর্কিত ক্ষতির কথা রয়েছে, যা হলো নিজের ক্ষতি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশ্নঃ নামায ইচ্ছাকৃত তরক করা কবিরা গুনাহ। আর حبط اعمال বা আমল ধ্বংস হওয়া এটি হলো শিরক ও কুফরের শাস্তি? কারণ, আল্লাহর বাণী- ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله অন্যত্র আছে- ولو اشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون আর একথা স্পষ্ট যে, নামায তরক করা শিরক ও কুফরি নয়।

জবাবঃ এর কয়েকটি হতে পারে। যথা-

১. এখানে নামায তরক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো علي سبيل الانكار অস্বীকারবশতঃ তরক করা।

২. অথবা, علي سبيل الاستهزاء উপহাসস্বরূপ।

৩. অথবা, একথাটি ধমকের জন্য প্রযোজ্য হবে। যেমন হাদীসে আছে- من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر

بَاب فَضْلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ [৩৬৫] : আসরের নামাযের ফযিলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} قَالَ إِسْمَاعِيلُ افْعَلُوا لَا تَفُوتَنَّكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩৩] : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, এক সময় আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এই সময় রাতে তিনি (পূর্ণিমার রাতে) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই চাঁদকে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছো, ঠিক তেমনি তোমাদের প্রভুকেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে গিয়ে তোমাদের কোনো ভিড়াভিড়ি হবে না। সুতরাং সূর্য উদিত হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার আগে (শয়তানের ওপর বিজয়ী হয়ে) যদি তোমরা ঠিক সময়ে নামায আদায় করতে পারো তবে তাই করো। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন-{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} সূর্য উদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে তুমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা কাফ-৩৯)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَقَبْلَ غُرُوبِهَا -অংশের সাথে। কারণ, সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযই পড়া হয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭৮, ৮১. ৭১৯. ১১০৫, ১১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لَيْلَةً : বুখারী (রহ.)-এর অপর এক হাদীসে স্পষ্ট আছে ليلة البدر [পূর্ণিমার রাত] তাই তর্জমায় পূর্ণিমার রাত কথাটি ব্রাকেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

لَا تُضَامُّونَ : আল্লামা খাত্তাবী বলেন, এ শব্দটি দুভাবে পঠিত হতে পারে। ১. تُضَامُّونَ তখন এটি ضيم হতে গৃহিত হবে। যার অর্থ হলো تعب ২. تُضَامُّونَ তখন অর্থ হবে الضم ; আল্লামা খাত্তাবী বলেন, প্রথম

https://e-ilm.weebly.com/

কেরাত অর্থ হবে- لا يضام بعضكم بعضا كما تفعله الناس في طلب الشئ الخفي الذي لا يسهل دركه অর্থাৎ সাধারণতঃ লোকেরা যেরকম কোনো গোপন বস্তু-যা সহজে দেখা যায় না, তা দেখার ক্ষেত্রে কষ্ট স্বীকার করে, তোমাদের সেরকম কষ্ট হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকেই যার যার অবস্থানে থাকবে, আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে তাদের কোনো সমস্যা হবে না। আর দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী অর্থ হবে لا يضيم بعضكم بعضا في رؤيته অর্থাৎ আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না যে, কেউ দেখতে পারবে আর কেউ দেখতে পারবে না।

আল্লামা তাইমী বলেন- انكم لا تختلفون الي بعض فيه حتي تجتمعوا للنظر : مراده আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কোনো মতানৈক্য করবে না, অর্থাৎ এমন হবে না যে, কেউ বলবে আমি দেখেছি, আর কেউ বলবে আমি দেখিনি। যেমনটা নতুন চাঁদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

অথবা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ভিড়াভিড়ির কোনো সম্ভাবনা নেই যে, তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে না।

سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ : এই চাঁদকে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছো, ঠিক তেমনি তোমাদের প্রভুকেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার ব্যাপারে কোনো ধরনের ভিড়াভিড়ি করবে না।

আল্লাহর দর্শন: এ মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে ইযাম (রাযি.) তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতৈক্য রয়েছে যে, আল্লাহকে দেখা যাবে। কারণ, এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস স্পষ্ট দলীল রয়েছে। খারেজী ও মুতাযিলারা কেবলমাত্র এ ব্যাপারে মতানৈক্য করে।

দলীল: কুরআনের আয়াত-

১. وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [এবং]স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকাতে থাকবে।] এ স্পষ্ট আয়াতের পর ঈমানদারগণের আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সকলেই এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, পরকালে জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে।

২. كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ [কখনো এরূপ নয়, এ সমস্ত লোক সেদিন তাদের প্রভু [এর দর্শন লাভ] হতে প্রতিরুদ্ধ থাকবে।] এ আয়াতে বর্ণিত محجوبون তথা হিজাব, প্রতিবন্ধকতা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং মু'তাজিলাদের মতানুযায়ী যদি মুমিনগণও প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহলে কাফেরদেরকে বিশিষ্টকরণটা অনর্থক হয়ে যাবে- যা বালাগাত ও ভাষাশৈলীর পরিপন্থি। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন- في الآيات دلالة علي ان اولياء الله يرون الله

হাদীস দ্বারা দলীল:

১. اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ (বুখারী, ৭৮) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে- سترون ربكم عيانا (বুখারী, ১১০৫-১১০৬) অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষে দেখবে।

২. এক হাদীসে আছে- واعلموا انكم لن تروا ربكم حتي تموتوا এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, মৃত্যুর পর তথা পরকালে আল্লাহর দীদার হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আছে- فيكشف الحجاب فما أُعطوا شيئا احب اليهم من النظر الي ربهم অর্থাৎ অতঃপর পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন জান্নাতীদের জন্য কোনো জিনিসই আল্লাহকে দেখা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবে না।

মুতাযিলাদের দলীল:

১. لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ [তাঁকে তো কারো দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না, এবং তিনি সকল দৃষ্টিকেই পরিবেষ্টন করে আছেন, এবং তিনিই অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।] **জবাব:** এখানে দুনিয়ার কথা বলা হয়েছে। পরকালে দেখার কথা বলা হয়নি।

২. قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ [আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না] **জবাব:** এখানে দুনিয়ার কথা বলা হয়েছে। পরকালে দেখতে পারবে না তা বলা হয়নি।

৩. وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ [আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা কখনো ঈমান আনব না তোমার কথায়, যাবৎ না আল্লাহকে দেখতে পাই প্রকাশ্যে, অতঃপর তোমাদের উপর বাজ পড়ল এবং তোমরা দেখছিলে।]

তাদের দলীলের জবাব: তাদের দলীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো তারা যে সমস্ত দলীল দিয়েছেন তার সবগুলিই দুনিয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে। বরং তারা পরকালের বিষয়কে দুনিয়ার উপর কিয়াস করেছেন। যা কোনোভাবেই সঠিক নয়। কারণ, পরকালের নিয়ম-কানুন দুনিয়াতে চলে না।

বিঃদ্রঃ এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার জন্য আকায়িদের কিতাব দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কাছে যেসব ফিরিশতা আসে রাতে এবং দিনে তাদের এক দল আসে এবং আর এক দল যায়। ফজর ও আসরের নামাযে তারা (দুই দল) একত্রিত হয়। এরপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী ফিরিশতা দল আকাশে উঠে যায়। তখন তাদের প্রভু মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় দেখে এসেছো? অথচ তিনি তাদের সব কিছুই ভালোভাবে অবগত আছেন। জবাবে ফিরিশতারা বলেন, আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি। আবার যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখন তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় পেয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ৪৫৭, ১১০৫, ১১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আসরের নামাযের বিশেষ ফযিলত বণনা করা। মূলনীতি হলো- الرهبوت خير من الرحموت

https://e-ilm.weebly.com/

তাই ইমাম বুখারী (রহ.) আসরের নামায ফওত ও তরকের ক্ষতির দিকসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করা বা ভীতিপ্রদর্শনের পর আসরের নামাযের বিশেষ ফযিলত অর্থাৎ উৎসাহপ্রদান বিষয়ক আলোচনা করছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- اي علي جميع الصلوات الا الصبح অর্থাৎ এ নামায ফজর ব্যতীত সকল নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লামা আইনী বলেন- لو قال باب فضل صلوة الفجر والعصر لكان اولي অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে একটির আলোচনাকে যথেষ্ট মনে করে والفجر-কে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। এরকম বিলুপ্ত করার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে আছে- سرابيل تقيكم الحر এখানে শুধুমাত্র গরমের আলোচনার উপর যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। নতুবা এখানে শীতও উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে এখানেও فجر অন্তর্ভুক্ত।

অথবা বলা যায় যে, এখানে যেহেতু আসরের নামাযই উদ্দেশ্য। কারণ বাবের হাদীসে যে ধমক ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে তা কেবলমাত্র আসরের নামায ফওত হওয়ার কারণেই বলা হয়েছে। তাই এখানে শুধুমাত্র আসর নামাযই উদ্দেশ্য। ফজরের বাব যখন আসবে তখন ফজরের আলোচনা করা হবে।

ব্যাখ্যা:

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ : ফেরেশতা তোমাদের নিকট একের পর এক আসে।

প্রশ্ন: এখানে ملائكة হলো يتعاقبون-এর فاعل, যা হলো مظهر সুতরাং ফে'ল واحد আনা উচিত ছিল।

জবাব: এটা البدل علي وجه হয়েছে। অর্থাৎ يتعاقبون-এর যমীর হলো مبدل منه আর ملائكة হলো بدل;

২. অথবা বলা হবে যে, এটা রাবির সংক্ষেপ। মূলতঃ ইবারত হবে- يتعاقبون ملائكة بالليل , ملائكة بالنهار বুখারী (রহ.)-এর বদউল খলকে এ শব্দেই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন: تعاقب ও اجتماع হলো পরস্পর পরিপন্থি; তাহলে উভয়টি কিভাবে একত্র হবে?

জবাব: দুটি দু' সময়ে হবে।

আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের হেকমত: وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ আল্লাহ তা'আলা হলেন সবজান্তা ও সর্বজ্ঞ, তিনি ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক জানেন, তারপরও তিনি কেন ফেরেশতাদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন?

জবাব: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাদের থেকে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি নেওয়া যে, বনী আদমের মধ্যেও তোমাদের ন্যায় তাসবীহ-তাহলীলকারী আছে। যার সাক্ষী তোমরাই। মূলতঃ আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সময় ফেরেশতারা বলেছিল- اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الخ তাছাড়া ফেরেশতারা নিজেদের যোগ্যতা জাহির করার জন্য বলেছিল- نحن نسبح بحمدك ونقدس لك الخ সুতরাং তাদের নিকট বনী আদমের বিষয়ে জিজ্ঞেস করে এ সবগুলির জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

১. অথবা বান্দাদের উপর অনুগ্রহ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي এখানে প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তা'আলা- كيف وجدتم عبادي حين اتيتم এমনটি কেন বললেন না?

জবাবঃ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করা, পুরস্কৃত করা। তাই উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করেছেন।

فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ : যেহেতু ফেরেশতা বুঝে গেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন, তাই তাদের নিকট প্রশ্ন ছিল একটি; কিন্তু তারা উত্তর দিয়েছেন দু'টি।

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

পরিচ্ছেদ [৩৬৬] : ঐ ব্যক্তির বর্ণনা যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত পেল

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩৫] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা। আবার অনুরূপভাবেই কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ৮২, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে ادرك ركعة উল্লেখ করে হাদীস পাকের তাফসীর করে দিয়েছেন যে, سجدة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাকআত।

আল্লামা আইনী (রহ.)ও একই কথা বলেছেন- قلت المراد من السجدة الركعة সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাকআত। তাছাড়া এ বুখারী (রহ.)-এরই ৮২ পৃষ্ঠার হাদীসে আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে سجدة-এর পরিবর্তে ركعة আছে।

সিজদা দ্বারা রাকআত উদ্দেশ্য নেওয়ার কারণ হলো সিজদার পূর্বে যেহেতু রাকআত অসম্পূর্ণ থাকে, তাই সিজদা বলে রাকআত বলে দেওয়া হয়েছে। আর রাকআত এ কারণেই বলা হয় যে, তা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন, যদি রুকু না পায় তাহলে রাকআত ফওত হয়ে যায়। এ কারণেই তাকে রাকআত বলা হয়।

প্রশ্নঃ হাদীসে আসর এবং ফজর উভয়টির কথাই রয়েছে, কিন্তু শিরোনামে শুধুমাত্র আসরের কথা বলা হলো কেন?

জবাবঃ আল্লামা আইনী বলেন- ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে একটির আলোচনাকে যথেষ্ট মনে করে والفجر-কে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। এরকম বিলুপ্ত করার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে আছে- سرابيل تقيكم الحر

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে শুধুমাত্র গরমের আলোচনার উপর যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। নতুবা এখানে শীতও উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে এখানেও فجر অন্তর্ভুক্ত।

فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ : অর্থাৎ - فليؤدها علي وجه التمام তথা সে যেন তার নামায পূর্ণ পড়ে। যদি হাদীসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, উদ্দেশ্য পরিষ্কার। যদি কোনো ব্যক্তি সিজদা পরিমাণ সময়ও সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সময় পায় অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের সময় পায়, তাহলে সে وجوب صلاة পেয়েছে, তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে, তার উপর নামায ফরজ হয়ে গেছে।

এ হাদীসে রাকাতের শর্তও নেই; বরং সিজদার কথা রয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ রাকআত উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো নামাযের কোনো অংশ।

এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কেউ যদি তাকবীরে তাহরীমা পরিমাণ সময়ও পায় তাহলে তার উপর ঐ নামায ফরজ হয়ে যাবে। এবং পূর্ণ নামায পড়তে হবে। উদাহরণতঃ কোনো হায়েযগ্রস্ত মহিলা হায়েয হতে পবিত্র হল, বা নাবালক সাবালক হল অথবা অমুসলিম মুসলমান হল, তাহলে তার নামায ফরজ হয়ে যাবে। এবং সহীহ ওয়াক্তে ঐ নামায আদায় করতে হবে।

এ বক্তব্যের সারমর্ম হলো এই যে, হাদীস শরীফে ادراك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ادراك وقت [ওয়াক্ত পাওয়া।] এবং তার قرينة হলো قبل ان تطلع الشمس ও قبل ان تغرب الشمس; যা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, صلوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাযের ওয়াক্ত। তাহলে আর কোনো এশকাল থাকবে না।

কিন্তু ইমামত্রয় বলেন, ادراك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ادراك صلوة [নামায পাওয়া।] নামাযের সময় পাওয়া নয়; বরং নামায পড়া উদ্দেশ্য নেয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি আসরের এক রাকাত পড়ার পর সূর্য ডুবে গেল, তেমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত পড়ার পর সূর্য উঠে গেল, তখন ইমামত্রয় বলেন উভয়ের হুকুম এক। এবং নামাযী অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে নিবে। যার করিনা হলো হাদীসের শব্দ فليتم صلوته আবার কোনো রেওয়ায়েতে আছে فليضف আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে- فلم يفته العصر অর্থাৎ তার আসর ফওত হয়নি।

সর্বপ্রথম কথা হলো এ বিষয়টি মীমাংসা করা সহজ কাজ নয় যে, এ সকল বাক্যগুলি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন। বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাবীগণ হতে روايت بالمعني হিসেবে বিভিন্ন হয়ে গেছে। আর হাদীসের মূল শব্দ হলো ঐটা যা বুখারীতে আছে। আর হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এরই হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

এরই সংলগ্ন আরেকটি হাদীসে আছে - من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ

https://e-ilm.weebly.com/

الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩৬] : হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সালেমের পিতা আব্দুল্লাহ) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, পূর্ব যুগের উম্মতের অবস্থানের তুলনায় (এ পৃথিবীতে) তোমাদের অবস্থান আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সাথে তুলনীয়। ইয়াহূদীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করেছে। কিন্তু দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে পড়লে তখন তাদেরকে এক এক কিরাত (একটি বিশেষ পরিমাপ) করে (পারিশ্রমিক) প্রদান করা হলো। এরপর ইঞ্জিল অনুসারীদেরকে ইঞ্জিল দেয়া হলো। তারা (দুপুর থেকে) আসর পর্যন্ত কাজ করে অক্ষম হয়ে পড়লো। তাদেরকেও এক এক কিরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হলো। এরপর সর্বশেষে আমাদেরকে কোরআন দেয়া হয়েছে। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করেছি। এবং বিনিময়ে আমাদেরকে দুই দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। এতে (আপত্তি জানিয়ে) পূর্বের দুটি কিতাবের অনুসারীগণ বললো, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি এদেরকে দুই দুই কিরাত করে, অথচ কাজের তুলনায় আমরা বেশি কাজ করেছি। জবাবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে কি আমি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা সবাই বললো, 'না'। তখন আল্লাহ বললেন, 'এটি আমার মেহেরবানী, যাকে ইচ্ছা তাকে আমি দান করে থাকি।'

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ -অংশের সাথে। কারণ, এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আসরের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত, আর যে ব্যক্তি আসরের এক রাকাত পেল সূর্যাস্তের পূর্বে, তাহলে সে নামাযের ওয়াক্ত পেল, এবং তাকে ঐ নামায পূর্ণ করতে হবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ৩০২, ৪৯১, ৭৫১, ১১১২, ১১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ : আল্লামা আইনী ও আল্লামা কিরমানী বলেন- ظاهره ليس بمراد الخ অর্থাৎ যেহেতু فِي আসে ظرفية-এর জন্য, তাই হাদীসের বাহ্যিকতা হতে এ অর্থ বের হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অবস্থান বিগত উম্মতের যামানায় হয়েছে- মূলতঃ বিষয়টি এমন নয়। বরং এর অর্থ হলো-

انما معناه ان نسبتكم اليهم كنسبة وقت العصر الي تمام النهار

অর্থাৎ فِي টি اِلَي অর্থে হবে। এবং ইবারতে একটি মুযাফ উহ্য আছে। ইবারত হবে- انما بقاؤكم الي ماسلف الخ

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য এই হল যে, তোমাদের অবস্থানের নিসবত বিগত উম্মতের তুলনায় ঐ রকমই যা সারাদিনের তুলনায় আসরের সময় হতে মাগরিবের সময়টুকু খুবই কম।

এ হাদীস দ্বারা হানাফীদের মাযহাব অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত হয় যে, আসরের সময় দুই মিছ্‌ল অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ দিনকে তিনভাগে বণ্টন করেছেন। প্রথম অংশ ভোর হতে দুপুর পর্যন্ত, দ্বিতীয় অংশ দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত, আর তৃতীয় অংশ আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ইহুদিরা দুপুর পর্যন্ত কাজ করেছে, আর খ্রিস্টানরা কাজ করেছে দুপুর হতে আসর পর্যন্ত। আর তারা উভয়েই এ অভিযোগ করেছে যে- نحن اكثر عملا আমরা এ উম্মতের তুলনায় অধিক সময় কাজ করেছি। আর এ দাবী তখনই সঠিক হতে পারে যখন জোহর হতে আসর পর্যন্ত সময় অধিক মানা হবে যে, জোহরের সময় দুই মিছল পর্যন্ত। আর দুই মিছলের পর হতে আসরের সময় শুরু। নতুবা কতক মওসুমে আসরের সময় জোহর হতে অধিক হয়ে যায়, অথবা কম সে কম সমান হয়ে যায়।

التَّوْرَاة و الاِنْجِيل : এ দুটি শব্দ অনারবী শব্দ। কেননা, এক কেরাত অর্থাৎ হাসান বসরীর কেরাতে আছে اَنْجِيل (হামযায় যবর) যা এটি অনারব হওয়ার স্পষ্ট দলীল। কেননা اَفْعِيل-এর ওজনে আরবি ভাষায় কোনো শব্দ নেই। সুতরাং توراة-কে وري থেকে تَفْعَلَة এবং انجيل-কে اِفْعِيل-এর ওজনে نجل হতে মুশতাক মানাটা সহীহ হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩৭] : হযরত আবু মূসা (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মুসলিম, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদেরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায় যে, একদল লোককে এই বলে কাজে নিয়োগ করা হলো, তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করার পর বললো, তোমার পারিশ্রমিকের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। (এরপর তারা কাজ ছেড়ে চলে গেল) সুতরাং লোকটি আরেক দল লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করে বললো, দিনের অবশিষ্ট ভাগ পর্যন্ত কাজ করো, তোমাদের সাথে যে শর্ত করেছি তা অনুসারে তোমাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করবো। তারা কাজ করতে থাকলো। কিন্তু আসরের নামাযের সময় হলে তারা বললো, (এ পর্যন্ত) আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। সুতরাং লোকটি আরেক দল লোককে পুনরায় কাজে নিয়োগ করলো। তারা দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু কাজ করলো অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলো এবং আগের দুই দলের পারিশ্রমিকসহ দিনের পুরা পারিশ্রমিক নিয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো ইঙ্গিতার্থে, স্পষ্টভাবে নয়। এবং তা হবে হাদীসের মর্মার্থের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ৩০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন- غرض البخاري منه اثبات وقت العصر الي غروب الشمس অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। অর্থাৎ যারা বলে যে, আসরের শেষ সময় হলো اصفرار شمس পর্যন্ত, এবং اصفرار شمس-কে আসরের সময়ের বাইরে মনে করে, তাদের মত খণ্ডন করে তিনি বলছেন আসরের শেষ সময় হলো সূর্যাস্ত পর্যন্ত- সূর্য হলুদ-বর্ণ হওয়া পর্যন্ত নয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)ও কাছাকাছি এরকমই বলেছেন। তিনি বলেন- ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, কোনো ব্যক্তি যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এক রাকাত পড়ে নিল, এবং অবশিষ্ট রাকাতগুলি সূর্যাস্তের পরে পড়ল, তার নামায হয়ে যাবে। তা আর কাযা পড়ার প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা:

مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى : এ হাদীস এবং পূর্বের ইবনে ওমর (রাযি.) হতে বর্ণিত এ হাদীস দুটিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মতের একটি উপমা বর্ণনা করেছেন কাল বা যুগের কম-বেশি হওয়ার দিক থেকে। অতঃপর তিনি বলেন, এ উম্মতের সময়কাল কম হওয়া সত্ত্বেও এ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের হতে দ্বিগুণ সওয়াব দান করেছেন। কারণ, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে এক ক্যারেট দেওয়া হয়েছে, আর এ উম্মতকে দেওয়া হয়েছে দুই ক্যারেট। وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء,

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, হাদীসের ভাষ্য দ্বারা ইহুদি-নাসাদের তুলনায় মুসলিম জাতির অবস্থানের কাল কম বুঝে আসছে। অথচ বাস্তবতা হলো এর বিপরীত। কারণ, ইহুদিদের সময়কাল বেশি থেকে বেশি হলে দুই হাজার বছর। সেক্ষেত্রে তো এখন কোনো প্রশ্ন নেই, তবে নাসারাদের সময়কাল বেশি থেকে বেশি ছয়শত বছর। অথচ মুসলমানদের সময়কাল চৌদ্দশত বছর হয়ে গেল, কিয়ামত পর্যন্ত আরো কত কাল বাকি আছে, তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। আবার ইহুদি-খ্রিস্টানদের পক্ষ হতে রেওয়ায়েতে এটাও বলা হয়েছে যে, আমরা অধিক কাজ করেছি। তাই মুসলমানদের অবস্থানকাল কম হওয়া এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের অবস্থানকাল অধিক হওয়া প্রশ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

জবাব: এখানে উম্মতের সাথে উম্মতের তুলনা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো উম্মতের ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির তুলনা। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ব্যক্তির বয়সের গড় হাদীসের ভাষ্যমতে ৬০ - ৭০ এর মাঝামাঝি বর্ণিত আছে। যেমন হাদীসে আছে- قال رسول الله (ص) عمر امتي من ستين سنةً الي سبعين অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত। তাছাড়া আজকালকার রোগ-ব্যাধিও তখন ছিল না। জনশ্রুতি আছে যে, ফেরাউনের ৫০০ বছর পর্যন্ত মাথা ব্যাথাও হয়নি।

সুতরাং আমাদের জন্য পূর্ববর্তী উম্মতের মোকাবেলায় বয়স কম, এবং শক্তি-সামর্থ্যও কম। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের অসিলায় আমাদের প্রতিটি নেকীর বদলা দশগুণ করে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা একটি নেকী করলে একটি ছওয়াব পেত, আর আমরা একটি নেকী করলে কমপক্ষে দশটি নেকী পাই।

ব্যক্তির তুলনা ব্যক্তির সাথে হয়েছে, তার প্রমাণ হলো এখানে قيراط শব্দকে তাকরারের সাথে قيراطا قيراطا এবং قيراطين قيراطين বলা হয়েছে। যদি উম্মতের সাথে উম্মতের পর্যালোচনা হতো তাহলে قيراط একবার

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল। তাকরারের প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ সমগ্র উম্মতে এক কিরাত দেওয়া হবে না; বরং পূর্ববর্তী উম্মতের প্রত্যেকেই এক এক কিরাত করে পাবে। তেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার প্রত্যেকে দুই দুই কিরাত করে পাবে।

দ্বিতীয় দলীল হলো এক রেওয়ায়েতে আছে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির তুলনার কথাটি স্পষ্ট রয়েছে। যেমন ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আমরা আসরের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। তিনি বললেন- ما اعماركم في اعمار من مضي الا كما بقي من النهار فيما مضي منه বিগত উম্মতের বয়সের তুলনায় তোমাদের বয়স এরকমই যেরকম অতিক্রান্ত দিনের তুলনায় দিনের অবশিষ্টাংশ।

بَاب وَقْتُ الْمَغْرِبِ

পরিচ্ছেদ [৩৬৭৬] : মাগরিবের ওয়াক্তের বর্ণনা সম্পর্কে

وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

হযরত আতা (রহ.) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার নামায একত্র করে পড়বে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ هُوَ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩৮] : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজের মুক্ত করা দাস আতা ইবনে সুহাইব (রাযি.) বলেছেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজকে বলতে শুনেছি যে, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করতাম যে, আমাদের মধ্যকার কেউ কেউ ফিরে এসে (তীর নিক্ষেপ করতো এবং) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা দেখতে পেতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ- সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ১৫৭ বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মাগরিবের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত হতে শুরু হয়, এতে সকলেই একমত। তবে মাগরিবের শেষ সময় সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে একটি মত এমন পাওয়া যায় যে, মাগরিবের সময় শুধু ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণে পাঁচ রাকাত নামায পড়া যায়। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) উভয় দিন সূর্যাস্তের পরক্ষণেই মাগরিবের নামায আদায় করেছেন।

জুমহুর এর জবাব এভাবে দেন যে, এ আমলের উদ্দেশ্য ছিল মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। এ থেকে এও জানা গেল যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) নামাযের ওয়াক্তের সময়-সীমা নির্ধারণের পাশা-পাশি মুস্তাহাব সময়ের সীমাও নির্ধারণ করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মুফতাবিহী (চূড়ান্ত) মত হলো- মাগরিবের সময় শেষ হবে শাফাক (পূর্ব আকাশের শুভ্র আভা) অস্তমিত হলে আর এটাই ইশার ওয়াক্তের সূচনা। জুমহুর এর মতও এটাই। তবে শাফাক নির্ধারণে মতভেদ আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১. আইম্মায়ে ছালাছাহ ও সাহেবাইন (রহ.) شفق দ্বারা শাফাকে আহমার (লাল আভা) উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

২. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে شفق দ্বারা শাফাকে আবইয়াদ (শুভ্র আভা) উদ্দেশ্য। আবূ ছাওরের এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেক (রহ.)ও এর প্রবক্তা। মূলত মতবিরোধের কারণ হলো, হাদীসে شفق শব্দটি ব্যাপকরূপে এসেছে এবং এ শব্দের অর্থের ব্যাপারে অভিধানবিদগণের মতপার্থক্য আছে যে, এর অর্থ কেবল লালিমা হবে না এটি শুভ্রতাও বুঝায়। খলিল ইবনে আহমদের মতে শাফাক হলো লালিমা। তাই জুমহুর তার মতকে গ্রহণ করে এখানে লালিমা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রমাণ হলো, মুবাররাদ, ফাররা এবং সা'লাবের নিকট শাফাকের প্রয়োগ লালিমা ও শুভ্রতা উভয়টার উপর হয়। অতএব এ মতানুসারে শাফাকের অস্তমিত হওয়া তখনই নিশ্চিত হবে যখন লালিমা ও শুভ্রতা উভয়টি অদৃশ্য হয়।

এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা যাতে বলা হয়েছে–

اول وقت العشاء الاخيرة حين يغيب الافق- নিশ্চয়ই এশার প্রথম সময় হলো, যখন উফুক অস্তমিত হয়। এখানে شفق -এর স্থলে উফুক (দিগন্ত) অস্তমিত হওয়ার আলোচনা রয়েছে। এটি কেবল ঐ সময়ই সম্ভব, যখন শুভ্রতা অস্তমিত হয়। এ ছাড়া আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে মাগরিবের শেষ সময়ের বিবরণে এসেছে– حين يسود الافق যখন দিগন্ত কাল হয়।

এটা স্পষ্ট যে, শুভ্রতার বর্তমানে দিগন্ত কালো হয় না। আরো সুস্পষ্টভাবে ইমাম তাবারানী মু'জামে আওসাত গ্রন্থে হাসান সনদে হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ثم اذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق অতঃপর তিনি ইশার আজান দিলেন, যখন দিনের শুভ্রতা চলে গেল, আর এটাই হলো শাফাক)

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : আতা (রহ.) ছিলেন হাবশী গোলাম। কিন্তু ইলম, আমল, তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিক দিয়ে তিনি সৈয়দ বংশের তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য হতেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ইবনে সা'দের ভাষায়- كان ثقةً فقيها كثير الحديث كان يعلّم القران অর্থাৎ, তিনি ফকীহ এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

আতা (রহ.) ছিলেন প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস। ঐতিহাসিক যাহাবী (রহ.) তাঁকে প্রথম শ্রেণির হাফেযে হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে যোবায়ের, মুয়াবিয়া, উসামা ইবনে যায়েদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, যায়েদ ইবনে আরকাম, আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব, রাফে' ইবনে খাদীজ, আবু দারদা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা ও হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীর কাছ থেকে তিনি বিপুলসংখ্যক হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি হাদীসের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। হাদীস বর্ণনার মাঝখানে অন্য কোনো কথা বলা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। ইমাম বাকের (রহ.) লোকদেরকে এই বলে উৎসাহ দান করতেন যে, সম্ভব হলে তোমরা আতার কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করো। তিনি ১১৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।[১৬]

---

[১৬] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৫, পৃ: ৫৫২]

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

হাদীসের অনুবাদ [৫৩৯]ঃ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাযি.) বলেছেন, হাজ্জাজ মদিনায় আগমন করলে আমরা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। (কারণ, হাজ্জাজ বিলম্ব করে নামায আদায় করতেন) তিনি (জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ) বললেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন, যখন সূর্যের তেজ ও আলো অপরিবর্তিত থাকতো, মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাবার পর আদায় করতেন, ইশার নামায কোনো সময় দেরিতে এবং কোনো সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। যখন দেখতেন, সবাই উপস্থিত হয়েছে তখন তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং যখন দেখতেন সবাই দেরি করছে তখন দেরিতেই আদায় করতেন এবং ফজরের নামায লোকজন সবাই অথবা (বর্ণনা কারীর সন্দেহ) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ৮০, পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাযি.)-এর মর্যাদা, ফজিলত ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

হাসান বিন আলী (রাযি.)। মাতা ফাতেমাতু যাহরা বিনতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দৈহিক গঠন

মুখায়ববের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই কাছাকাছি। চেহারা ছিল লাল-মিশ্রিত শুভ্র। উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বলেন, একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হাসান (রাযি.)-কে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্য সন্তান, পিতা আলী (রাযি.)-এর সাদৃশ্য নয়।' একথা শুনে হযরত আলী (রাযি.) হাসছিলেন।

অবশ্য দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে পিতা আলী (রাযি.)-এর সাথে খুবই সাদৃশ্য ছিলেন। মাত্রাতিরিক্ত লম্বাটেও ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। আর চেহারার সাদৃশ্য ছিল নানা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে।

উপাধিসমূহ

হযরত হাসান (রাযি.)-এর বিশেষ গুণাবলীর কারণে নিম্নোক্ত উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। যথা, যাকী, মুজতাবা, কারিমু আহলিল বায়ত, রায়হানাতু রাসূলিল্লাহ।

পরিবার-পরিজন

পিতা আলী (রাযি.)। মাতা ফাতেমা (রাযি.)। ভাই হুসাইন (রাযি.), আব্বাস, উমর, মুহসিন, মুহাম্মাদ ও আবু বকর ইবনে আলী (রাযি.)। বোন যয়নব, উম্মে কুলসুম।

https://e-ilm.weebly.com/

বিভিন্ন সময় মিলে তিনি নয়জন মহিলার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রীগণ হলেন উম্মে কুলসুম বিনতে ফজল ইবনে আব্বাস (রাযি.), খাওলা বিনতে মানযূর, উম্মে বাশীর বিনতে আবু মাসউদ, জা'দা বিনতে আশআছ, উম্মে ওয়ালাদ কায়লা, উম্মে ওয়ালাদ যামইয়া, উম্মে ওয়ালাদ সাফিয়া, উম্মে ইসহাক বিনতে তালহা এবং যায়নব বিনতে ছুবাই বিন আব্দুল্লাহ।

তিনি মোট বিশ সন্তানের জনক ছিলেন বলে সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থে সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের নাম নিম্নে পেশ করা হলো।

১. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ২. আল-মুসান্না
৩. জাফর ৪. হামযা
৫. ফাতিমা ৬. মুহাম্মাদ
৭. যায়দ ৮. উম্মুল হাসান
৯. উম্মুল খায়র ১০. ইসমাঈল
১১. ইয়াকুব ১২. আল-কাসেম
১৩. আব্দুল্লাহ ১৪. হুসাইন
১৫. আব্দুর রহমান ১৬. উম্মে সালামা
১৭. উম্মে আব্দুল্লাহ ১৮. আব্দুল্লাহ
১৯. উমর ২০. আবু বকর ইবনুল হাসান।

জন্মগ্রহণ ও নামকরণ

বর্ণিত হয়েছে-

عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا قال فجاء النبي فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء النبي فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو حسين

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, যখন হাসান জন্মগ্রহণ করল, আমি তাঁর নাম রাখলাম হারব (যুদ্ধ)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং বললেন, আমার অধঃস্তন সন্তানকে উপস্থিত করো, তার কী নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, না, বরং তাঁর নাম হবে হাসান। এরপর হুসাইন জন্মগ্রহণ করলে অনুরূপ নাম রাখলাম হারব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং বললেন, আমার অধঃস্তন সন্তানকে উপস্থিত করো, তার কী নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, না, বরং তাঁর নাম হুসাইন।[১৭]

قال أبو أحمد العسكري سماه النبي الحسن وكناه أبا محمد ولم يكن يعرف هذا الإسم في الجاهلية وروى عن ابن الأعرابي عن المفضل قال إن الله حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي ابنيه الحسن والحسين

আবু আহমাদ আসকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন হাসান এবং উপনাম মুহাম্মাদ। তিনি আরও বলেন, জাহেলি যুগে এর আগে কেউ এই নাম শোনেনি। ইবনুল আরাবী (রহ.)

---

[১৭]. তুহফাতুল মাওদূদ বিআহকামিল মাওদূদ : ১/৭০, উসদুল গাবাহ : ২/১৫

https://e-ilm.weebly.com/

মুফাদদাল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা হাসান ও হুসাইন এই নাম দুটি গোপন রেখেছিলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই নাতীর এই নাম রাখেন।[১৮]

عن الدولابي، أخبرنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، أخبرنا عمرو بن حريث، عن عمران بن سليمان، قال: "الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة لم يكونا في الجاهلية".

দুলাবী (রহ.) ইমরান ইবনে সুলায়মান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন এই নাম দুটি জান্নাতী নাম। জাহেলী যুগে এই নামের কোনো সন্ধান জানত না কেউ।[১৯]

ইতিহাসবিদগণ লেখেন, তিনিই প্রথম শিশু, যার নাম খোদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দিয়েছিলেন।

হযরত হাসান (রাযি.) ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর প্রথম সন্তান। তিনি ১৫ রমজান, ৩ হিজরি, মোতাবেক ২৫ মার্চ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

উম্মুল ফজল (রাযি.) একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম, যেন আপনার দেহের একটি টুকরা আমার ঘরে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভালো। তুমি দেখেছ, ফাতেমা পুত্রসন্তান জন্ম দিবে, তুমি তাকে দুধ পান করাবে। এরপর হযরত ফাতেমা (রাযি.) হাসান (রাযি.)-কে জন্ম দেন এবং উম্মুল ফজল তাকে দুগ্ধদান করেন।[২০]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ-ভালোবাসা

হযরত হাসান (রাযি.) জন্মের পর সাত বছর পর্যন্ত বিশ্বজাহানের সর্দার নানা হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহে ও আদর-সোহাগে লালিত-পালিত হন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় তাকে কাঁধে তুলে নিতেন এবং বলতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّه فأَحِبَّه

'হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি। আপনিও তাকে ভালোবাসুন।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও দুআ করতেন–

من أحبّ الحسن والحسين فقد أحبّني، ومن أبغضهما فقد أبغضني

'যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসবে সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই ভালোবাসবে। আর যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে তারা মূলতঃ আমার সাথেই বিদ্বেষ পোষণ করবে।'

إبناي هذان إمامان، قاما أو قعدا

'আমার এই দুই সন্তান (নাতী) দুইজন ইমাম। চাই তারা দণ্ডায়মান থাকুক কিংবা উপবেশন থাকুক।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুইজনকে জান্নাতী যুবক হওয়ার ঘোষণা করেন–

الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة

'হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার।'

---

১৮. উসদুল গাবাহ : ২/১৫

১৯. বারাআতুল আসহাব : ১/১৬২

২০. প্রাগুক্ত

https://e-ilm.weebly.com/

সাহাবায়ে কেরামের স্নেহ-ভালোবাসা ও সম্মানপ্রদর্শন

যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত প্রিয় ও স্নেহের পাত্র, সেই হাসান (রাযি.) যে সাহাবায়ে কেরামের অত্যন্ত স্নেহ ও একই সাথে শ্রদ্ধার পাত্র হবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। ইতিহাসে হাজারও ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে তার প্রতি সাহাবাগণের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। যেমন–

وعن عمير بن إسحاق قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي في طرق المدينة. فلقينا أبا هريرة. فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. قال: فكشف عن بطنه فقبل سرته

উমায়ের ইবনু ইসহাক বলেন, একদা আমি মদিনার রাস্তায় হযরত হাসান (রাযি.)-এর সাথে চলছিলাম। পথিমধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সাথে আমাদের দেখা হলো। তিনি হাসান (রাযি.)-কে বললেন, আপনি নাভি উন্মুক্ত করুন, সেখানে চুম্বন করি, যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করেছেন। তিনি বলেন, হাসান (রাযি.) নাভি উন্মুক্ত করলে আবু হুরায়রা (রাযি.) তাতে চুম্বন করলেন।[২১]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর

মাত্র সাত বছর তিনি দোজাহানের সর্দারের স্নেহ-ভালোবাসা লাভ করেন। সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। নানার ইন্তিকালের পর তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ, তিবরিস্তান যুদ্ধ এবং পিতার সাথে জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন এবং বিশেষ করে খারেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

খেলাফত লাভ

পিতা হযরত আলী (রাযি.) শাহাদাতবরণ করার পর তিনি ছয়মাস মতান্তরে আট মাসের জন্য খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তার হাতে সর্বপ্রথম বায়আত গ্রহণ করেন কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদা আনসারী। তিনি বলেন–

أبسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال المخالفين.

আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল এবং আপনার বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আমরা আপনার হাতে বায়আত হই।

জবাবে হযরত হাসান (রাযি.) বলেন–

على كتاب الله وسنة رسوله فإنهما ثابتان

না, বরং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের ওপর বায়আত হবে। কেননা কেবল এই দুটিই সুপ্রমাণিত।

খেলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ ও মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হাসান (রাযি.) খলিফা নিযুক্ত হলেও অন্যদিকে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)ও ছিলেন খেলাফতের আসনে সমাসীন। ফলে মুসলমানগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ হযরত হাসান (রাযি.) মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছিলেন ফেদা। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে রক্তারক্তি হোক, তা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। তাই মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে খেলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ করেন। তার খেলাফত ত্যাগ করার ঘটনাটি ছিল ৪১ হিজরির রবিউল আওয়াল মতান্তরে রবিউস সানী মাসের এবং অপর মত অনুযায়ী ৪০ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ করার বদৌলতে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। তার এই অসামান্য ত্যাগের কারণে মুসলমানদের

---

[২১]. কিতাবু আবু হুরায়রা : ১/৩৪

https://e-ilm.weebly.com/

মধ্যে শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে আসে। বস্তুতঃ তার এই মহৎ উদ্যোগ ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পবিত্র বাণীরই প্রতিফলন। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন–

عَنِ الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا بَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপর বসা ছিলেন। হাসান (রাযি.)ও তাঁর পাশে বাস ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নাতীর দিকে, আরেকবার সমবেত লোকদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এই সন্তান (নাতী) সায়্যিদ। আল্লাহ তাআলা হয়ত তার দ্বারা মুসলমানদের দুটি বিবাদমান দলের মধ্যে সন্ধি ও ঐক্য করাবেন।'[২২]

তিনি যে বছর খেলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ করেন সেই বছরকে عام الجماعة তথা 'মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বছর।'

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার পর খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। এরপর রাজত্ব কায়েম হবে।' দেখা গেল, হযরত হাসান (রাযি.) যেদিন খেলাফতের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন সেদিন খেলাফতের বয়স ত্রিশে পূর্ণ হয়েছে।

দানশীলতা

প্রিয়নবীর দৌহিত্র হযরত হাসান (রাযি.) দানশীলতার গুণেও ছিলেন অনন্য। একদিন মসজিদে জনৈক ব্যক্তি দুআ করছিল, 'হে আল্লাহ! আমাকে দশহাজার দিরহামের ব্যবস্থা করে দিন।' হাসান (রাযি.) লোকটির পাশেই বসা ছিলেন এবং তার দুআর বাক্য তার কানে পড়ছিল। তিনি মসজিদ থেকে উঠে ঘরে গেলেন এবং দশহাজার দিরহামের একটি থলি এনে লোকটির হাতে তুলে দিলেন।

আরেকবার একটা ফকির মসজিদে প্রবেশ করে লোকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। জনৈক ব্যক্তি ফকিরকে মসজিদের সেই দিকের লোকদের কাছে সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দেন, যেদিকে হাসান (রাযি.) ছিলেন। ওইদিকে ছিলেন হাসান (রাযি.)। তিনি দেন ৫০ দিরহাম। হুসাইন (রাযি.), তিনি দেন ৪৯ দিরহাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযি.), তিনি দেন ৪৮ দিরহাম।

সহনশীলতা

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল ব্যক্তি। বর্ণিত আছে–

روي أنّ شاميا رأى الإمام راكباً فجعل يلعنه والحسن لا يردّ. فلمّا فرغ أقبل الحسن فسلّم عليه وضحك فقال: « أيّها الشّيخ أظنّك غريباً ولعلّك شبّهت. فلو استعتبتنا أعتبناك. ولو سألتنا أعطيناك. ولو استرشدتنا أرشدناك. ولو استحملتنا أحملناك. وإن كنت جائعاً أشبعناك. وإن كنت عرياناً كسوناك. وإن كنت محتاجاً أغنيناك. وإن كنت طريداً آويناك. وإن كان لك حاجة قضيناها ... فلمّا سمع الرّجل كلامه بكى. ثمّ قال: « أشهد أنّك خليفة الله في أرضه. الله أعلم حيث يجعل رسالته

একবার তিনি মদিনায় সওয়ারী হয়ে পথ চলছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পরিবারের আরও কয়েকজন লোক। পথেমধ্যে জনৈক সিরিয়াবাসী তাকে অভিশম্পাত করতে লাগল। কিন্তু হাসান (রাযি.) তার কোনো প্রতিউত্তর

---

২২. সহীহ বুখারী : হাদিস নং ৩৭৪৬

https://e-ilm.weebly.com/

করা থেকে বিরত থাকলেন। লোকটি গালমন্দ করা থেকে বিরত হলে তিনি হাসলেন এবং তাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে শায়খ! আমি আপনাকে মুসাফির মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনা আমাকে ভ্রমে ফেলেছেন। আর যদি আপনি আমাদের কাছে কিছু কামনা করেন তবে তা পূর্ণ করব। যদি পথ দেখাতে বলেন তবে পথ দেখাবো। যদি বাহন চান তবে বাহন দান করব। যদি ক্ষুধার্ত হন তবে খানা দেব। যদি বস্ত্রহীন হন তবে বস্ত্রের ব্যবস্থা করব। যদি অভাবী হন তবে অভাব পূরণ করব। যদি নিঃসঙ্গ হন তবে আশ্রয় দান করব। যদি বিশেষ কোনো হাজত থাকে তবে তা পূরণ করব।...

লোকটি হযরত হাসান (রাযি.)-এর মুখে এসব কথা শুনে কান্না জুড়ে দিল এবং বলতে লাগল, আমি সাক্ষী দিচ্ছি আপনি জমিনে আল্লাহ তাআলার খলিফা। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, কোথায় তিনি রেসালাত প্রদান করেন।

হযরত হাসান (রাযি.) ইন্তেকাল করার পর জানাযায় শরীক হয়ে মারওয়ান ইবনে হাকাম কান্না করছিলেন। তখন হুসাইন (রাযি.) বললেন, আপনি তার জন্য কাঁদছেন, অথচ আপনি তার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন, তা আপনি নিজেও জানেন। জবাবে মারওয়ান পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন–

إِنِّي كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا. وأشار بيده إلى الجبل.

'আমি এই পাহাড়ের চেয়েও ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির সাথে এরূপ আচরণ করেছি।'

অমূল্য উপদেশ বাণী

১. উত্তম চরিত্র দশটি বস্তুর মধ্যে। যথা, সত্য কথা বলা, বিপদের মধ্যেও সত্যের ওপর অটল থাকা, ভিক্ষুককে দান করা, উত্তম ব্যবহার, হাদিয়াদাতাকে হাদিয়া দেয়া, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা, প্রতিবেশির প্রতি দয়া করা, হকদারের হক সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, মেহমানদারী করা। আর এসবের মাথা হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

২. ঠাট্টা-মশকার মানুষের ব্যক্তিত্ব খেয়ে ফেলে। আর নীরব থাকার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩. অবকাশ দ্রুত শেষ হয়। কিন্তু খুবই শ্লথগতিতে হয়ত ফিরে আসে।

৪. তোমার ইলম অন্যকে শিক্ষা দাও এবং অন্যের ইলম তুমি শিক্ষা করো। তাহলে তোমার ইলমের ব্যাপারে ইতকান হাসিল হবে এবং যা জানো না তা জানা হয়ে যাবে।

৫. আল্লাহ তাআলা তোমাকে স্মরণ করেন, সুতরাং তুমিও তাঁকে স্বরণ করো। তিনি তোমাকে যবান দান করেছেন, সুতরাং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৬. নেয়ামত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ ভুলে থাকে। যখন চলে যায় তখন কদর বোঝে।

৭. যে কওম পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে তারা সঠিক পথ খুঁজে পায়।

৮. ভর্ৎসনাযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নেয়ামতের শোকরগোজার না করা।

৯. ওই কল্যাণ, যাতে কোনোরূপ অকল্যাণ নেই– তা হচ্ছে নেয়ামত লাভে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আপতিত বিপদে ধৈর্য্যধারণ করা।

১০. মানুষের ধ্বংস তিনটি বস্তুর মধ্যে। এক. অহংকার, দুই. লালসা এবং তিন. হিংসা। অহংকার দীনকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণেই শয়তান চির অভিশপ্ত হয়েছে। লালসা নফসের দুশমন। এর কারণেই আদি পিতা আদম (আ.) জান্নাত থেকে বহিষ্কার হয়েছেন। আর হিংসা সকল অকল্যাণের বাহক। এর কারণেই কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে।

১১. যার আকল নেই তার আদবও নেই। আর যার হিম্মত নেই তার মনুষ্যত্ব নেই। যার দীনদারী নেই তার লজ্জাশীলতা নেই। আকলের মগজ হচ্ছে মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

১২. অযোগ্য লোকের কাছে বাসনা করার চেয়ে অভাব পূরণ না হওয়াই উত্তম।

১৩. আমি হিংসুকের চেয়ে মজলুমের ন্যায় অসহায় জালেম আর কাউকে দেখিনি।

১৪. তিনি আরও বলতেন–

https://e-ilm.weebly.com/

من أراد عزا بلا عشرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته

'যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের সামর্থ ছাড়াই সম্মান এবং শাসকদের আনুকূল্য ছাড়াও প্রভাব-প্রতিপত্তি কামনা করে, সে যেন আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর যিল্লতি থেকে তাঁর আনুগত্যের সম্মানে প্রবেশ করে।'

১৫. মসজিদে প্রবেশ করে আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করে বলতেন–

إلهي! ضيفك ببابك لأنا دخلنا في المسجد فكأنا دخلنا في ضيافة الله لنأكل من مائدته مائدة الروح والقرب أليه سبحناه وتعالى والانفتاح عليه يا محسن! قد أتاك المسيء

'ইলাহী! তোমার অতিথি তোমার দরজায়। কেননা আমরা মসজিদে প্রবেশ করেছি। তাই যেন আমরা আল্লাহ তাআলার আতিথেয়তায় প্রবেশ করেছি, তাঁর দস্তরখানার খাবার গ্রহণের জন্য। আর তাঁর দস্তরখানায় আমাদের খাবার হচ্ছে রুহানী খাবার এবং তাঁর নৈকট্য লাভের খাবার। হে করুণাকারী! আপনার নিকট পাপী আগমন করেছে।'

১৬. বন্ধুত্ব গ্রহণের মাপকাঠি সম্পর্কে বলতেন–

يا بني! لا تواخ أحدا حتى تعرف موارده ومصادره

হে বৎস! ব্যক্তির ঘাঁট ও উৎস না জেনে তার সাথে বন্ধুত্ব করো না।

বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শানে ইরশাদ করেন–

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وُزَرَاءَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ :حَمْزَةَ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَالْمِقْدَادُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَبِلَالٌ

আমার পূর্বের সব নবী-রাসূলকে সাতজন করে বিশেষ বুদ্ধিমান উজির ও সহচর দেয়া হয়েছিল। আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। হামযা, জাফর, আলী, হাসান, হুসাইন...

ওফাত ও দাফন

৭ সফর ৫০ হিজরি খাবারে বিষ মিশিয়ে তাকে শহীদ করা হয়। মদিনার তৎকালীন আমীর সাঈদ ইবনুল আস তার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকিতে তিনি সমাহিত হন। কেউ কেউ বলেন, হাসান (রাযি.), সাদ (রাযি.) এবং আম্মাজান আয়েশা (রাযি.) একই বছর অর্থাৎ ৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আমর ইবনুল আলী বলেন, হাসান (রাযি.) ৪৯ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে ৪৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আলী ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, তিনি ৫১ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন।

আবু আওন (রহ.) বলেন–

عن ابن علية عن أبي عون . ووقف أبوهريرة قائما على مسجد رسول الله يوم مات الحسن بن على وهو ينادى بأعلا صوته : يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله فابكوا.

হাসান (রাযি.) ইন্তিকাল করলে আবু হুরায়রা (রাযি.) মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে মানবমণ্ডলী! আজ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় নাতী ইন্তিকাল করেছেন। সুতরাং তোমরা ক্রন্দ করো।[২৩]

---

[২৩]. বারাআতুল আসহাব : ১/১৬২

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৪০] : হযরত সালামাহ (রাযি.) বলেছেন, সূর্য যখন পর্দার আড়ালে চলে যেত অর্থাৎ অস্তমিত হত, তখন আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : এ হাদীসটি হলো ثلاثيات البخاري-এর চতুর্থ নম্বর। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে মাত্র তিনজন রাবী। এতে একথা স্পষ্ট রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম মাগরিবের নামায এমন সময় পড়তেন যখন সূর্য অস্ত যেত।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا

হাদীসের অনুবাদ [৫৪১] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ইশার নামায সাত রাকাআত এবং যুহর ও আসরের নামায আট রাকাআত একসাথে আদায় করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا-অংশের সাথে। অর্থাৎ সাত রাকাত, আর তা হলো মাগরিব ও ইশা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭, ৭৯, ১৫৭ হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মাগরিবের নামাযের সূচনা ও শেষ বর্ণনা করা। যেমন হযরত আতা বিন আবী রাবাহ (রহ.)-এর আছর বর্ণনা করে মাগরিবের নামাযে শেষ সময় বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তা ইশা পর্যন্ত বাকি থাকে।

আর মাগরিবের নামাযের শুরু হলো সূর্যাস্ত হতে । আর রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মাগরিবের নামায সূর্যাস্তের সাথে সাথে পড়তেন।

ব্যাখ্যা:

এ রেওয়ায়েত দ্বারা جمع بين الصلوتين বা দুই নামায একত্রিকরণ বুঝা যায়, যার আলোচনা উপরে অতিবাহিত হয়েছে। প্রয়োজনে সেখানে দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, কুনিয়াত ও উপাধি

নাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম। আবুল আব্বাস কুনিয়াত। পিতা আব্বাস, মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রাযি.) তাঁর আপন খালা।

উপাধিসমূহ

হিবরুল উম্মাহ, ফকিহুল উম্মাহ, ইমামুত তাফসির, তরজমানুল কুরআন ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) নানা দিক থেকেই সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন। রক্ত-সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। অগাধ জ্ঞান পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আরব জাতি তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'হিবর ও বাহর' (পূণ্যবান জ্ঞানী ও সমুদ্র) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকওয়া ও পরহিযগারীর তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দিনে রোযাদার, রাতে ইবাদাত গোযার এবং রাতের শেষ প্রহরে তাওবাহ ও ইসতিগফারকারী। আল্লাহর ভয়ে তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে, অশ্রুধারা তাঁর গণ্ডদ্বয়ে দু'টি রেখার সৃষ্টি করেছিল।

জন্ম

হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কার শিয়াবে আবী তালিবে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতুল হারিস আল-হিলালিয়্যা আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁকে কোলে করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র মুখ থেকে একটু থু থু নিয়ে শিশু আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে তাঁর তাহনীক করেন। এভাবে তার পেটে পার্থিব কোন বস্তু প্রবেশের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও কল্যাণময় থু থু প্রবিষ্ট হয়। আর সেইসাথে প্রবেশ করে তাকওয়া ও হিকমাত।

তাঁর পিতা হযরত আব্বাস হিজরি ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে স্বপরিবারে মদীনায় হিজরত করেন। আবদুল্লাহর বয়স তখন এগারো বছরের বেশি হবে না। কিন্তু তখনও তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে কাটাতেন। একবার বাড়ি ফিরে এসে তিনি বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যাকে আমি চিনি না।' হযরত আব্বাস (রাযি.) একথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে ডেকে নিজের কোলে বসান এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দুআ করেন; 'হে আল্লাহ! তাকে বরকত দিন এবং তার থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন।'

দরবারে নবুওয়াতে

তাঁর পিতা আব্বাস দৃশ্যতঃ মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে হিজরি ৮ম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন সাদের বর্ণনা মতে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার পর উম্মুল ফাদলই মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। তাই আবদুল্লাহ জন্মের পর থেকেই তাওহীদের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন এবং বুদ্ধি বিবেক হওয়ার পর এক মজবুত ঈমানের অধিকারী মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সাত বছর থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। অজুর প্রয়োজন হলে তিনি পানির ব্যবস্থা করতেন, নামাযে দাঁড়ালে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ইকতিদা করতেন এবং সফরে রওয়ানা হলে তিনি তাঁর বাহনের পেছনে আরোহন করে তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। এভাবে ছায়ার ন্যায় তিনি তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং নিজের মধ্যে সর্বদা বহন করে নিয়ে বেড়াতেন একটি সজাগ অন্তঃকরণ, পরিচ্ছন্ন মস্তিষ্ক এবং আধুনিক যুগের যাবতীয় রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি থেকে অধিক শক্তিশালী একটি স্মৃতিশক্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবদুল্লাহ যদিও স্বভাবগতভাবেই ছিলেন শান্তশিষ্ট, বুদ্ধিমান ও চালাক, তবুও তিনি জীবনের যে অধ্যায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভের সুযোগ লাভ করেন মূলতঃ সে বিষয়টি মানুষের জীবনের খেলাধূলার সময়। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন, আমি অন্য ছেলেদের সাথে গলিতে, রাস্তা-ঘাটে খেলা করতাম। একদিন পেছনের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসতে দেখলাম। আমি তাড়াতাড়ি একটি বাড়ির দরজার আড়ালে দিয়ে পালালাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেললেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন; 'যাও, মুয়াবিয়াকে ডেকে আন।' মুয়াবিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাতিব বা সেক্রেটারী। আমি দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'চলুন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডাকছেন।'

হেকমত ও প্রজ্ঞা লাভের ইতিহাস

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহর খালা হওয়ার কারনে অধিকাংশ সময়ে তাঁর কাছে কাটাতেন। অনেক সময় রাতে তাঁর ঘরেই শুয়ে পড়তেন। এ কারণে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন। রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় ও তাঁর অজুর পানি এগিয়ে দেওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন; একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি দ্রুত পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার কাজে তিনি খুব খুশী হলেন। নামাযে যখন দাঁড়ালেন তখন আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করে আমার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! আমার পাশে দাঁড়াতে কীসে তোমাকে বিরত রাখলো?' বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার দৃষ্টিতে আপনি মহাসম্মানিত এবং আপনি এতই মর্যাদাবান যে, আমি আপনার পাশাপাশি হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করিনি।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দুআ করলেন, اللهم اعطه الحكمة 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে হিকমাত বা বিজ্ঞান দান করুন।' আর একবার রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজুর পানি এগিয়ে দিলে তিনি আবদুল্লাহর জন্য দুআ করেন এই বলে- اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 'হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ফকীহ বানিয়ে দাও, তাকে তাবীল বা ব্যাখ্যা পদ্ধতি শিখাও।'

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবীর এ দুআ কবুল করেন এবং হাশেমী বালককে অধিক জ্ঞান দান করেন। যারফলে বড় বড় জ্ঞানীদের তিনি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন। তাঁর অগাধ জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার বিচিত্র ঘটনাবলী ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তিনি তের বছরের একজন কিশোর মাত্র। এতদসত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৬৬০ (দুই হাজার ছয়শত ষাটটি) হাদিস স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে মুসলিম জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন, বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যার অনেকগুলো বর্ণিত হয়েছে।

আকাবের সাহাবীগণের দৃষ্টিতে

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় আবদুল্লাহর বয়স ছিল তের বছর। এর সোয়া দুই বছর পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমারের খিলাফতকালে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। খলিফা উমর (রাযি.) তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন। তাকে গুরুত্বপূর্ণ

https://e-ilm.weebly.com/

মজলিসে বড় বড় সাহাবীদের সাথে বসার অনুমতি দিতেন। বদরী সাহাবীদের সাথেও বসার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়। মুহাদ্দিস ইবন আবদিল বার বলেন, উমর ইবন আব্বাসকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সান্নিধ্য দান করতেন।

বিধর্মীদের দৃষ্টিতে ইবনে আব্বাস (রাযি.)

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রাযি.) যুগে হিজরি ২৭ সনে মিসরের ওয়ালী আবদুল্লাহ ইবন আবী সারাহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ মদীনা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে আফ্রিকার বাদশাহ জারজীরের সাথে আলোচনা করেন। বাদশাহ তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেনঃ আমার ধারণা, আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।'

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

হিজরি ৩৫ সনে হযরত উসমান (রাযি.) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলে তিনি আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। সে বছর তারই নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। হজ্জ থেকে যখন মদীনায় ফিরে আসলেন, মদীনা তখন উত্তপ্ত। খলিফা উসমান (রাযি.) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং মদীনা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। তারা খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য হযরত আলী (রাযি.)-কে চাপ দিচ্ছে। হযরত আলী (রাযি.) আবদুল্লাহর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আবদুল্লাহ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর দয়িত্বভার গ্রহণ না করার জন্য আলী (রাযি.)-কে পরামর্শ দেন। হযরত আলী দায়িত্ব গ্রহণ করলে যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে তিনি ধারণা করেন, পরবর্তীকালে তা সবই সত্যে পরিণত হয়।

উটের যুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) হযরত আবদুল্লাহ হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে হিজাযী বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন। বসরা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে তিনি সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রাযি.)-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

বিতর্ক-বাহাসে অতুলনীয়

হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সময় আলী (রাযি.)-এর কিছু সঙ্গী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আলী (রাযি.)-কে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে তাদের কাছে গিয়ে একটু কথা বলার অনুমতি দিন।' তিনি বললেন, আমি তাদের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ির আশঙ্কা করছি।' আবদুল্লাহ বললেন, 'ইনশাআল্লাহ তেমন কিছু হবে না।'

আবদুল্লাহ তাদের কাছে গিয়ে উপলব্ধি করলেন তাদের চেয়ে এত বেশি একাগ্রচিত্তে ইবাদাতে নিমগ্ন অন্য কোনো সম্প্রদায় ইতিপূর্বে আর কখনও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তারা বলল, 'ইবন আব্বাস! আপনাকে খোশ আমদেদ! তবে আপনি কী জন্য এসেছেন?' বললেন, আপনাদের সাথে কিছু আলোচনার জন্য।' তাদের কেউ কেউ বলল, 'এর সাথে আলোচনার প্রয়োজন নেই।' তবে কেউ কেউ বলল, 'ঠিক আছে, বলুন, আপনার কথা আমরা শুনি।'

তিনি বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, তাঁর জামাই এবং তাঁর ওপর প্রথম পর্যায়ে ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি অর্থাৎ আলীর প্রতি এমন চরম মনোভাব পোষণ করছেন কেন?'

তারা বলল, আমরা তাঁর তিনটি কাজের বদলা নিতে চাই।' তিনি বরলেন, 'সে তিনটি কাজ কী কী?' তারা বলল–

১. সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু মুসা আশআরী ও আমর ইবনুল আসকে শালিশ নিযুক্ত করে তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করেছেন।

২. আয়েশা ও মুয়াবিয়ার সাথে তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের ধন-সম্পদ গনিমাত হিসাবে এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসাবেও গ্রহণ করেননি।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. মুসলমানরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁকে আমীর হিসাবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি পরিহার করেছেন।

জবাবে ইবন আব্বাস বললেন–

'যদি আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদিস থেকে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি যা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না, তাহলে আপনারা যে বিশ্বাসের ওপর আছেন তা থেকে কি প্রত্যাবর্তন করবেন?' তাঁরা সম্মতিসূচক জবাব দিলে তিনি বললেন, আপনাদের অভিযোগ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করে অপরাধ করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কোন কিছু শিকার করে, তাহলে তোমাদের অন্তর্গত দুইজন সুবিচারক সে সম্পর্কে যে আদেশ করে সে অনুযায়ী অনুরূপ একটি পশু বিনিময় হিসাবে কাবায় উপস্থিত করবে।' {মায়েদা : আয়াত ৯৫}

আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি, চার দিরহাম মূল্যের একটি নিহত খরগোশের ব্যাপারে বিচারক নিয়োগ করা থেকে মানুষের রক্ত ও জীবন রক্ষার চেয়ে তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত নয় কি?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, মানুষের রক্তের নিরাপত্তা ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারক নিয়োগ অধিক সঙ্গত।' ইবন আব্বাস বললেন, আমরা তাহলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

এরপর ইবন আব্বাস বললেন, আপনারা বলছেন, আলী যুদ্ধ করেছেন আয়েশা (রাযি.) ও মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের বন্দী করে দাস-দাসী বানাননি।' আপনারা কি চান আপনাদের মা আয়েশা (রাযি.)-কে দাসী বানানো হোক এবং অন্যান্য দাসীদের সাথে যেমন আচরণ করা হয় তাঁর সাথেও তেমন করা হোক? উত্তরে যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে আপনারা কাফির হয়ে যাবেন। (কারণ শরীয়াতে দাসীর সাথে স্ত্রীর ন্যায় আচরণ বৈধ।)'

আর যদি বলেন, আয়েশা' আমাদের মা নন, তাহলেও আপনারা কাফির হবেন। কারণ, আল্লাহ বলছেন–

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

'নবী মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁর সহধর্মিনীগণ তাদের জননী।'

এখন এ দুটি জবাবের যে কোন একটি আপনারা বেছে নিন। তারপর তিনি বললেন, আমরা তাহলে এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

সবশেষে তিনি বললেন, আলী আমীরুল মুমিনীন' উপাধিটি পরিহার করেছেন, আপনারা এ অভিযোগ তুলেছেন। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি লেখা হলে কুরাইশরা বলেছিল, আমরা যদি বিশ্বাসই করতাম আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা আপনার কা'বা শরীফে পৌছার পথে প্রতিবন্ধক হতাম না বা আপনার সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতাম না। আপনি বরং এ বাক্যটির পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ' কথাটি লিখুন। সেদিন কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএ কথা বলতে বলতে তাদের দাবী মেনে নিয়েছিলেন, আল্লাহর কসম, আমি সুনিশ্চিতভাবে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূল, তা তোমরা আমাকে যতই অস্বীকার করনা কেন।'

আলী ঠিক একই কারণে আমীরুল মুমিনীন' লকবটি পরিহার করেছেন। কারণ, মুয়াবিয়া যদি তাঁকে আমীরুল মুমিনীন' বলে স্বীকারই করে নিতেন তাহলে তো কোন বিরোধই থাকতো না।' একথার পর তিনি বললেন, 'তাহলে আমরা এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আলীর পক্ষত্যাগীদের সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের এ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাঁরা তৃপ্ত হলো এবং তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিকে তারা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল। এ সাক্ষাতকারের পর বিশ হাজার লোক আবার আলীর দলে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট চার হাজার লোক আলী (রাযি.)-এর শত্রুতার হঠকারী সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

জিহাদে অংশগ্রহণ

চরমপন্থী খারেজীদের সাথে 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে হযরত আলী (রাযি.)-এর যে যুদ্ধ হয় আবদুল্লাহ (রাযি.) বসরা থেকে সাত হাজার সৈন্যসহ এ যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত আলী বসরার সাথে অধিকৃত সমগ্র ইরানেও আবদুল্লাহকে ওয়ালী নিয়োগ করেন। তিনি ইরানের খারেজী বিদ্রোহ নির্মূল করেন।

একটি বর্ণনা মতে, (রাযি.)-এর খিলাফতকালেই হযরত আবদুল্লাহ বসরার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, বসরার কাজী আবূল আসওয়াদ দুয়ালী ও তাঁর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে, তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত বসরার ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতের সূচনাতে তিনি মক্কায় চলে যান এবং নির্জনে বসবাস করতে থাকেন।

হুসাইন (রাযি.)-কে সতর্কীকরণ

হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.) কূফাবাসীদের আমন্ত্রণে যখন মদীনা থেকে মক্কা হয়ে কূফায় রওয়ানা হচ্ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ তাঁকে কূফাবাসীদের গাদ্দারীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কারবালার ইমাম হুসাইনের সপরিবারে শাহাদাত বরণে হযরত আবদুল্লাহ ভীষণ আঘাত পান।

ইলম অন্বেষণে অক্লান্ত সাধনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) জ্ঞানার্জনের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সবধরনের পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি তাঁর অমিয় ঝর্ণাধারা থেকে দু'টি অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ওফাতের পর বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে থাকেন। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তিনি যে কত বিনয়ী ও কষ্টসহহিষ্ণু ছিলেন তাঁর নিজের একটি বর্ণনা থেকেই তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, আমি যখনই অবগত হয়েছি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট তাঁর একটি হাদিস সংরক্ষিত আছে, আমি তাঁর ঘরের দরজায় উপনীত হয়েছি। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হলে তাঁর দরজার সামনে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছি। বাতাস ধূলাবালি উড়িয়ে আমার জামা-কাপড় ও শরীর হয়তো একাকার করে ফেলেছে। অথচ আমি সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তখনই অনুমতি দিতেন। শুধুমাত্র তাঁকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যেই আমি এমনটি করেছি। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আমার এ দুরবস্থা দেখে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমাকে খবর দেননি কেন, আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে আসতাম।' বলেছি, আপনার নিকট আমারই আসা উচিত। কারণ জ্ঞান এসে গ্রহণ করার বস্তু, গিয়ে দেয়ার বস্তু নয়। তারপর তাঁকে আমি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।'

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস ছিলেন বিনয়ী। তিনি জ্ঞানীদের উপযুক্ত কদরও করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন কাতিবে ওহী ও বিচার, ফিকহ, কিরাত ও ফারায়েজ শাস্ত্রে মদীনাবাসীর নেতা যায়িদ বিন সাবিত (রাযি.) তাঁর বাহনের পিঠে আরোহণ করবেন, এমন সময় হাশেমী যুবক আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) মনিবের সামনে দাসের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বাহনের লাগাম ও জিনটি ধরে তাঁকে আরোহণ করতে সাহায্য করলেন। যায়িদ (রাযি.) তাঁকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, এ আপনি কি করছেন, ছেড়ে দিন।' ইবন আব্বাস বললেন, আমাদের উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যই আমরা আদিষ্ট হয়েছি।' যায়িদ (রাযি.) বললেন,

https://e-ilm.weebly.com/

আপনার একটি হাত বাড়িয়ে দিন।' তিনি একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে যায়িদ (রাযি.) ঝুঁকে পড়ে তাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, নবী-পরিবারের লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যও আমরা আদিষ্ট হয়েছি।'

ইলম বিস্তারে ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ভূমিকা

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যখন তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন তখন মানুষকে শিক্ষাদানের ব্রত কাঁধে তুলে নিলেন। আর তখন থেকেই তাঁর বাড়িটি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যে অর্থে আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ব্যবহার করে থাকি সে অর্থে তার বাড়িটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইবন আব্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যে পার্থক্য এখানে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন বহু শিক্ষক আর সেখানে ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর এক সঙ্গী বর্ণনা করেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর এমন একটি মাহফিল দেখেছি যা গোটা কুরাইশ গোত্রের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। দেখলাম তাঁর বাড়ির সম্মুখের রাস্তাটি লোকে লোকারণ্য। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বাড়ির দরজায় মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ের কথা জানালাম। তিনি অজুর জন্য পানি আনালেন। অজু করলেন। তারপর বসে বললেন, 'তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান লোকদের বল, যারা কুরআন ও কিরায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর এত বিপুল সংখ্যক লোক ভেতরে প্রবেশ করল যে, কক্ষটি এমনকি সম্পূর্ণ বাড়িটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারা যা কিছু জানতে চাইলো তিনি তাদেরকে অবহিত করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা চলে গেল।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'বাইরে গিয়ে বল, যারা কুরআনের তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে জানতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর লোকে ঘর ভরে গেল। তাদের সব জিজ্ঞাসারই তিনি জবাব দিলেন এবং অতিরিক্ত অনেক কিছুই অবহিত করলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা বেরিয়ে গেল।

তিনি আমাকে আবার বললেন, 'তুমি বাইরে গিয়ে যারা হালাল, হারাম ও ফিকহ সম্পর্কে জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে পাঠালাম। তাদের সংখ্যাও এত ছিল যে ঘরটি সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দানের পর তাদেরকে পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল।

তিনি আমাকে আবার পাঠালেন এবং ফারায়েজ ও তৎসংক্রান্ত মাসআলা সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে আহ্বান জানালেন। এবারও ঘরটি ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দানের পর পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল। তিনি আমাকে আবার পাঠালেন। বললেন, 'যারা আরবী ভাষা, কবিতা এবং আরবদের বিস্ময়কর সাহিত্য সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক তাদেরকে পাঠিয়ে দাও।' আমি তাদেরকে পাঠালাম। এবারো ঘর ভরে গেল। তিনি তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে তুষ্ট করে বিদায় দিলেন। বর্ণনাকারী মন্তব্য করেন, 'সমগ্র কুরাইশ গোত্রের গৌরব ও গর্বের জন্য এই একটিমাত্র সমাবেশই যথেষ্ট।'

এমন ভীড়ের কারণেই ইবন আব্বাস পরবর্তীকালে একেকটি বিষয়ের জন্য সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন। ফিকহ্, মাগাযী, কবিতা, প্রাচীন আরবের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করতেন। তাঁর এসব আলোচনার মজলিসে যত বড় জ্ঞানীই উপস্থিত হতেন না কেন, তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরতেন।

তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে আকাবেরগণের মন্তব্য

হযরত ইবন আব্বাস তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির কল্যাণে অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতে রাশেদার মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। হযরত উমর (রাযি.) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রবীণ ও বিদ্বান সাহাবীদের আহ্বান জানাতেন। সেই সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকেও ডেকে

https://e-ilm.weebly.com/

পাঠাতেন। তিনি উপস্থিত হলে হযরত উমর তাঁর যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন, আমরা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, তুমি ও তোমার মতো আর যারা আছ সমাধান বের কর।'

একবার প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মজলিসে হযরত উমর (রাযি.) অন্যদের তুলনায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে একটু বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিলেন। তখন আবদুল্লাহ একজন যুবক। এ ব্যাপারে তিনি প্রবীণ সাহাবীদের সমালোচনার সম্মুখীন হন। কেউ কেউ বলেন, আমাদেরও তো তার বয়সী ছেলে ও নাতিরা রয়েছে, আমরাও তো তাদেরকে নিয়ে আসতে পারি।' হযরত উমর তখন কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে আবদুল্লাহকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। তখন উমর বলেন–

ذاكم كهل الفتيان

'আবদুল্লাহ তো বৃদ্ধদের মতো যুবক। তার আছে একটি জিজ্ঞাসু যবান ও সচেতন অন্তঃকরণ।'

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়াহকে ইবন আব্বাসের জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ইবন আব্বাসের তুল্য জ্ঞানী লোক আমার নযরে পড়েনি।'

আমর ইবন হাবশী বলেন, আমি ইবন উমরকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি ইবন আব্বাসের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁদের মধ্যে তিনিই অধিক জ্ঞানী।'

তাফসীর শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়সমূহে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ ও সেবার সুযোগ। দ্বিতীয়তঃ তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ। তৃতীয়তঃ জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ এবং অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা।

যায়িদ ইবন সাবিত (রাযি.) ইন্তেকাল করলে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) মন্তব্য করেছিলেন 'এই উম্মাতের বিজ্ঞ আলিম মৃত্যুবরণ করলেন এবং আশা করি আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন।'

ছাত্র ও সাধারণ লোকদের প্রতি সদাচারণ

হযরত ইবন আব্বাস বিশিষ্ট ছাত্র ও ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে সাধারণ লোকদের সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। মাঝে মাঝে বিশেষ মাহফিলের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকে ওয়াজ-নসিহত করতেন।

আমল ও ইবাদত-বন্দেগী

তিনি ছিলেন দিনে রোযাদার ও রাতে ইবাদাত গোযার। আবদুল্লাহ ইবন মুলাইকা বলেন, 'একবার আমি ইবন আব্বাসের সাথে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফর করলাম। সফরে নিয়মিত তিনি রাতের একটি বিশেষ অংশ নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। অথচ অন্য সফরসঙ্গীরা তখন ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন। একদিন রাত্রে একাগ্রচিত্তে তাঁকে আমি পাঠ করতে শুনলাম–

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

'এবং মৃত্যুর বিকার সত্যভাবেই সমুপস্থিত। এ হচ্ছে তা-ই, যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।'

বারবার তিনি এ আয়াতটি আওড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি এভাবে কাটিয়ে দিলেন।"

ওফাত

মক্কায় অবস্থান করলেও হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রাযি.)-এর হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তাঁকে খিলাফতের হকদার বলে মনে করতেন। বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে তাঁর মক্কায় অবস্থান কিছুটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তিনি তায়েফে চলে যান এবং ৬৮ হিজরি মুতাবিক ৬৮৬/৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই তায়েফ নগরীতেই তিনি ইনতিকাল করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছিল একাত্তর বছর। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তায়েফ নগরে 'মসজিদে ইবন আব্বাস' নামক বিশাল মসজিদটি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। এ মসজিদেরই পেছনের দিকে এক পাশে এ মহান সাহাবীর কবর। তাঁকে কবরে সমাহিত করার পর কুরআনের এ আয়াতটি পঠিত হয়েছিল–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

'হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'

بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

পরিচ্ছেদ [৩৬৮] : যে ব্যক্তি মাগরিবকে ইশা বলা মাকরুহ মনে করেন

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৪২] : হযরত আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অশিক্ষিত ও গ্রাম্য আরবগণ যেন মাগরিবের নামাযের নামের ব্যাপারে তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বিজয়ী না হয়। কারণ, অশিক্ষিত গ্রাম্যগণ মাগরিবকে ইশা বলে থাকে। (গ্রাম্য আরবগণ মাগরিবের পরবর্তী সময়কে ইশা এবং ইশার সময়কে আতামাহ্ বলতো)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যেমনিভাবে মাগরিব ও ইশার আভিধানিক অর্থ পৃথক। মাগরিব অর্থ হলো সূর্যাস্তের সময়; আর عِشاء অর্থ হলো اول ظلام الليل অর্থাৎ রাতের অন্ধকারের সূচনা, যার সূচনা شفق অস্ত যাওয়া হতে শুরু হয়। তেমনিভাবে শরিয়তের পরিভাষায় মাগরিব ও ইশা ভিন্ন ভিন্ন দুটি নামাযের নাম, যার আহকামও ভিন্ন ভিন্ন, এবং সময়ও নির্দিষ্ট। যেহেতু মাগরিবকে ইশা বলাটা সংশয়ের কারণ হবে, তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়েছেন যে, তোমাদের মাগরিবের নামের উপর যেন গ্রাম্য লোকেরা প্রবল হতে না পারে। (অর্থাৎ তোমরা গ্রাম্য লোকদের অনুসরণে মাগরিবকে ইশা বলো না)

আল্লামা আইনী বলেন, এ কারণে মাগরিবকে ইশায়ে উলা বলা মাকরূহ হবে না। যার প্রমাণ হলো তারা ইশাকে বলত ইশা আখিরাহ।

হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্যের ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে শিরোনাম দৃঢ়তাবোধক শব্দ দ্বারা কায়েম করতে পারতেন। যেমন এটা বলতে পারতেন- باب كراهية ان يقال للمغرب العشاء কিন্তু তিনি তা না বলে বলেছেন باب من كره الخ যার দ্বারা বাহ্যতঃ সংশয় বুঝা যায়। তাইতো ইবনুল মুনীর ইমাম বুখারী (রহ.)-এর

শিরোনামের উপর সমালোচনা করেছেন, যা হাফেজ ইবনে হাজারও তার কিতাব ফতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনিও এ সমালোচনা কে সমর্থন করেন।

ব্যাখ্যাঃ

الأَعْرَابُ : ইমাম কুরতুবী বলেন- اَعراب الاعراب من كان من اهل البادية وان يكن عربيا অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকদেরকে বলা হয় যারা গ্রাম বা পল্লীতে বসবাস করে, তারা আরব হোক বা অনারব। আর عربي বলা হয় আরবের অধিবাসীদেরকে তারা গ্রামে বসবাস করুক বা শহরে। - ওমদাতুল কারী

بَاب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

পরিচ্ছেদ [৩৬৯] : ইশা ও আতামার আলোচনা সম্পর্কে, এবং যারা ইশাকে আতামা বলা জায়েয মনে করেন।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسٌ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, মুনাফিকদের উপর ইশা ও ফজরের নামায অন্য সকল নামায অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। তিনি আরো বলেন 'যদি লোকেরা জানত যে, আতামাহ [ইশা] ও ফজর নামাযের কি ফযিলত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত।' অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, উত্তম হলো ইশার নামাযকে ইশা-ই বলা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (সূরা নূরে) বলেছেন- من بعد صلوة العشاء

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমরা ইশার নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালাক্রমে যেতাম, (একবার এমন হলো যে,) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযে বিলম্ব করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায অন্ধকারে পড়েছেন। কোনো কোনো রাবী হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতামার নামায (ইশার নামায) বিলম্বে আদায় করেছেন। হযরত জাবির (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়তেন। হযরত আবু বারযাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযে বিলম্ব করতেন। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) عشاء الآخرة পরবর্তী ইশার নামায বিলম্বে পড়েছেন। আর

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে ওমর, আবু আইউব ও ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ইশার নামায পড়েছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

হাদীসের অনুবাদ [৫৪৩] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, কোনো এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইশার নামায আদায় করালেন। যে নামাযকে লোকজন আতামাহ বলে থাকে। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, আজকের এই রাত সম্পর্কে তোমরা কি বলো? আজকের এই রাতে যারা এই পৃথিবীতে জীবিত আছে (ঠিক এই রাত থেকে নিয়ে) একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ এই পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا-অংশের সাথে। অর্থাৎ সাত রাকাত, আর তা হলো মাগরিব ও ইশা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮০,২২,৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য তার বাক্য দ্বারা এটাই স্পষ্ট বুঝে আসে যে, তার মতে ইশাকে ইশা-ই বলা হবে। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বাণী- ومن بعد صلوة العشاء অর্থাৎ ইশাকে আতামাহ বলা জায়েয তবে উত্তমতার পরিপন্থি।

অথবা এটা বলা হবে যে, যেহেতু কিছু কিছু রেওয়ায়েতে ইশাকে আতামা বলা হয়েছে। যার কারণে ইশাকে আতামাহ বলা জায়েয বুঝায়। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস রয়েছে- لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حَبْوًا কিন্তু কতক রেওয়ায়েত দ্বারা তা বলার নিষেধাজ্ঞা বুঝে আসে। যেমন-

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا تغلبنكم الاعراب علي اسم صلوتكم العشاء فانها في كتاب الله العشاء وانها تعتم مجلاب الابل

যা হোক, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের উত্তম পন্থা হলো এই যে, নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে আধিক্যের উপর প্রয়োগ করা হবে, অর্থাৎ সর্বদা তোমরা ইশাকে আতামাহ বলো না, যার দ্বারা গ্রাম্য লোকদের প্রাধান্য হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে আতামাহ বললে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন : যেহেতু মাগরিবকে ইশা আর ইশাকে মাগরিব বলার মধ্যে এক ধরণের নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান তথা لا تغلبنكم الاعراب তখন ইমাম বুখারী(রহ.) শিরোনামে পার্থক্য করে বললেন কেন?

জবাব : পার্থক্যের ১ম কারণ হলো, মাগরিবকে ইশা বলার প্রমাণ কোনো বর্ণনায় নেই। দ্বিতীয় কারণ হলো, মাগরিবকে ইশা বললে, ইলতিবাছ হবে। কারণ, মাগরিবের সময় হয় غروب الشمس থেকে আর ইশার সময় হয় غروب شمس দ্বারা। অর্থাৎ দুটির সময় ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই তো পূর্বের বাবে বিষয়টি كراهت প্রকাশ করেছেন। আর এ বাবে যেহেতু ইশাকে আতামা বলা রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। তাই كراهت এর কথা স্পষ্ট বলেননি। বরং ইযতিরাব বলেছেন। অর্থাৎ ইশা বলা উত্তম। পক্ষান্তরে যারা মাকরুহ বলেন, এর দ্বারা মাকরুহে তানজিহী মুরাদ। যা জায়েযের অনুকূল।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের তা'লীকাত : এ বাবের সব তা'লীকাতই মুত্তাসিল সনদ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) সংক্ষেপের জন্য তা'লীক করেছেন। যেমন ১ম তা'লীকের জন্য ৯০ পৃ. আর দ্বীতিয় তা'লীকের জন্য ৮৬ পৃ. দ্রষ্টব্য।

ويذكر عن ابى موسى : এ তা'লীকটি ইমাম বুখারী এ পৃষ্ঠারই باب فضل العشاء এর অধীনে মারফু' উল্লেখ করেছে।

প্রশ্ন : তাহলে এখানে صيغه تمريض দ্বারা উল্লেখ করলেন কেন?

জবাব : صيغه تمريض এর বর্ণনা দুই প্রকার। এক প্রকারের সনদ দুর্বল। আরেক প্রকারের সনদ দুর্বল নয়। উপরন্তু যদি সেটি বুখারী শরীফে থাকে, তাহলে تمريض এর কারণ হয় তো সংক্ষেপের জন্য। তাছাড়া ইমাম বুখারীর অভ্যাস হলো কোনো বক্তব্যের একাংশ উল্লেখ করলেও তিনি صيغه تمريض ব্যবহার করেন।

অতএব বুঝা গেল বুখারী শরীফে صيغه تمريض থাকাটা সনদ দুর্বলতার কারণে নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ : 'তোমরা কি এ রাতটি দেখেছো?' অর্থাৎ তোমরা এ রাতের কথা মনে রেখ। কিন্তু পরিভাষায় এর উদ্দেশ্যমূলক অর্থ হলো اخبروني তোমরা আমাকে বল। যেহেতু দর্শন ইলমের কারণ ও মাধ্যম হয়ে থাকে। আর জ্ঞানের সাথেই সংবাদ দানের সম্পর্ক। তাই যখনই বর্ণনাযোগ্য কোনো বিষয় সামনে আসে তখন এর গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য এরূপ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাও এরূপ বিষয় দেখলে অবশ্যই বর্ণনা করে দিতে।

فان رأس مائة سنة الخ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, তোমাদের এই রাত থেকে একশ বছরের শেষ দিকে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। এর দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

১. ঐ রাতে পৃথিবীতে যত লোক ছিল তারা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
২. অথবা ঐ মজলিসে যারা ছিলেন শুধু তারাই উদ্দেশ্য।
৩. অথবা মদীনাতে যত লোক ছিল শুধুমাত্র তারা উদ্দেশ্য।
৪. অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য।

এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী। যা বাস্তবিকই প্রতিফলিত হয়েছিল। কারণ যখন তিনি এ বক্তব্য দিয়েছিলেন তখন ছিল ১১ হিজরি। ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এর ১০০ বছর পর কোনো সাহাবী জীবিত থাকেনি। আর যদি দুনিয়ার সকল লোক উদ্দেশ্য হয় তাও হতে পারে যে, ঐ দিন দুনিয়াতে যত মানুষ ছিল ১০০ বছরের মধ্যে তারা সকলেই মারা গিয়েছিল।

প্রশ্ন: হযরত ঈসা (আ.) তো জীবিত আছেন?

জবাব: এখানে হাদীসে على وجه الارض আছে, আর তিনি তো হলেন আকাশে।

প্রশ্ন: ইবলীস তো জীবিত আছে।

উত্তর : ইবলীস ভূপৃষ্ঠে নয়; বরং সে থাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে অথবা জাহান্নামে। অথবা مَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষ। সুতরাং ইবলীস এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত খাযির (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা:

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ঐ সমস্ত লোক যারা খাযির (আ.)-এর মৃত্যুর পক্ষে তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যে ভূ-পৃষ্ঠে যত লোক ছিল তারা সকলেই ১০০ বছরের মধ্যে মারা যাবে। তার মধ্যে তো খাযির (আ.)ও আছেন, তাহলে তিনিও মারা গেছেন। কিন্তু জুমহূর এর বিপক্ষে। তারা এর উত্তরে বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন الارض علي وجه স্থলের কথা, আর খাযির (আ.) থাকেন সমুদ্রে। অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র ঐ মজলিসের লোক বা মদিনার লোক। সুতরাং খাযির (আ.) এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

পরিচ্ছেদ [৩৭০] : ইশার নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা, যখন লোকেরা (দ্রুত) জমা হয়ে যায় অথবা বিলম্ব করে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ

হাদীসের অনুবাদ [৫৪৪] : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.) বলেন, আমরা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায দুপুরে সূর্যের তেজ অপরিবর্তিত থাকতেই আসরের নামায এবং সূর্য অস্তমিত হলে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। আর বেশি লোক উপস্থিত হলে দ্রুত এবং কম লোক উপস্থিত হলে দেরি করতেন এবং অন্ধকার থাকতে থাকতে ফজরের নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ. وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা, যারা ইশা ও আতামার মাঝে এমনভাবে পার্থক্য করেন যে, যদি ইশার নামায দ্রুত পড়া হয় তখন তার নাম হবে ইশা, আর যদি বিলম্বে পড়া হয় তখন তাকে বলা হয় আতামাহ।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেছেন ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মত খণ্ডন করে বলেন যে, তাড়াতাড়ি পড়া হোক বা বিলম্বে পড়া হোক সবগুলোর উপরই ইশা প্রযোজ্য হবে।

আল্লামা আইনী বলেন- هذا كلام واهٍ এটি একটি অনর্থক কথা। অর্থাৎ আল্লামা আইনী ইবনে হাজার (রহ.)-এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, শিরোনামের মধ্যে ঐরকম কিছুর ইঙ্গিতও নেই; বরং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা করা। আর তা নামাযীদের সমবেত হওয়া ও আধিক্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি নামাযীরা তাড়াতাড়ি জমা হয়ে যায় তখন শুরু ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব, আর যদি বিলম্বে জমা হয় তাহলে বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব ও উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب فَضْلِ الْعِشَاءِ - ৫৬৫

পরিচ্ছেদ [৩৭১] : ইশার নামাযের ফযিলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلاَمُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৫৪৫] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায় করতে দেরি করলেন। এটা করেছিলেন ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভের পূর্বে। তিনি ততক্ষণ এলেন না যতক্ষণ না ওমর গিয়ে বলেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে মসজিদে উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা ছাড়া সারা দুনিয়ার আর কেউ-ই আজ এ নামাযের জন্য অপেক্ষা করছে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮০, ৮০-৮১, ১১৯, ১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً : এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ইশার নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لاَ يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৪৬] : হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেন, আমি ও আমার সাথীরা যারা আমার সাথে জাহাজে ছিল, বাকী-এ-বূতহান নামক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। প্রত্যেক রাতে ইশার নামাযের পর লোকজন এক এক দল করে পালাক্রমে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতো। একদিন আমি ও আমার সাথীরা সবাই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলাম। কিন্তু তিনি নিজের কিছু কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন যে, ইশার নামাযে আসতে অনেক দেরি করলেন, এমনকি এভাবে অর্ধেক রাত হয়ে গেল। পরে এসে সকলকে সাথে করে নামায আদায় করলেন। যারা (নামাযে) উপস্থিত ছিল, নামায শেষে তাদেরকে বললেন, সবাই নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা করো। সুসংবাদ শোন, এটা আল্লাহর একটা অনুগ্রহ

https://e-ilm.weebly.com/

যে, এ সময়ে তোমরা ছাড়া মানব সমাজে কেউ-ই নামায আদায় করছে না। এ দুটি বাক্যের মধ্যে কোনটি বলেছিলেন (বর্ণনাকারী বলেন) তা আমি জানি না। আবু মূসা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনলাম, তাতে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইশার নামাযের ফযিলত বর্ণনা করা। যেমন আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করার অনুমতি দিয়েছেন, এবং নামাযের জন্য অপেক্ষাকারীদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমাদের ব্যতীত নামাযের জন্য অপেক্ষারত নেই। মোটকথা, ইশার নামায এমন ফযিলতপূর্ণ নামায, যার জন্য অপেক্ষা করা বিধিসম্মত। পক্ষান্তরে অন্য নামাযসমূহের জন্য অপেক্ষা করার কথা নেই। ২. অথবা এর এদিকে ইঙ্গিত করাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ইশার নামায এ উম্মতের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত। যেমন একটি রেওয়ায়েতে আছে- فانكم قد فضلتم بها علي الامم ولم تصلها امة قبلكم

এ রেওয়ায়েতে ইশার নামায এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য হওয়া স্পষ্ট বুঝে আসে। যা ইশার নামাযের ফযিলতের স্পষ্ট দলীল।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ [৩৭২] : ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

হাদীসের অনুবাদ [৫৪৭] : হযরত আবু বারযাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমানো এবং (ইশার নামাযের) পরে কথাবার্তা বা গল্প-গুজব মাকরূহ বা অপছন্দ মনে করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮০, ৮৪ ও ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, এশার পূর্বে ঘুমানো সাধারণভাবে নিষেধ নয়; বরং ঐ ঘুম নিষেধ/মাকরূহ যা দ্বারা ইশার জামাত ছুটে যাওয়া বা মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়া বা নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আল্লামা আইনী বলেন, ইমাম তহাবীর নিকট ইশার ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে ঘুমানোর অনুমতি রয়েছে। والكراهة علي ما بعد دخوله,

তাছাড়া যদি জাগিয়ে দেওয়ার কেউ থাকে তাহলেও মাকরূহ হবে না।

ব্যাখ্যা:

ওলামায়ে কেরামের মাঝে একথাটি খুবই প্রসিদ্ধ যে- فقه البخاري في تراجمه 'ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান তার শিরোনামের মধ্যে বিদ্যমান'- এটি সতঃসিদ্ধ কথা। কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.) যে

https://e-ilm.weebly.com/

সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা, গভীর জ্ঞানগর্ভ ও বিচক্ষণতার সাথে শিরোনাম কায়েম করেন, তা কেবলমাত্র তারই পক্ষে শোভা পায়। এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) এটা বলেননি যে, ইশার পূর্বে ঘুমানো সাধারণভাবে মাকরূহ; বরং তিনি বলছেন- مايكره من النوم ঐ ঘুম যা ইশার পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ।

এ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইশার পূর্বে ঘুমানো কোনো সূরতে মাকরূহ, আর কোনো সূরতে মাকরূহ নয়।

তাছাড়া যদি জাগ্রত করার মত কোনো লোক থাকে তাহলে ঘুমানোতে কোনো সমস্যা নেই।

মোটকথা, মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো জামাত ছুটে যাওয়া, মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়া বা নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যদি থাকে তাহলে ইশার পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ।

وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا : ইশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ। তবে যদি দীনি ও দুনিয়াবী স্বার্থমুক্ত অর্থাৎ অনর্থক কথা ও কিসসা-কাহিনী বলে তাহলে মাকরূহ হবে। কিন্তু ইলমে দীন পড়া, পড়ানো, ওয়াজ-নসিহত করা, মোটকথা, দীনি স্বার্থ-বিষয়ক বা দুনিয়াবী কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় হলে তা কোনোভাবেই মাকরূহ হবে না।

بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

পরিচ্ছেদ [৩৭৩] : নিদ্রার প্রবলতা হলে ইশার পূর্বে ঘুমানো সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৪৮] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায় করতে অনেক দেরি করলেন। শেষ পর্যন্ত ওমর তাঁকে ডেকে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) নামাযের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ, অনেক রাত হওয়ার কারণে নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন তিনি এলেন, এবং বললেন, এ নামাযের জন্য আজ তোমরা ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠে আর কেউ অপেক্ষা করছে না। আবু হুরাইরা বলেন, সেই সময় মদিনা ব্যতীত আর কোথাও নামায আদায় করা হতো না। তিনি আরো বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দৃশ্যমান লালিমা মিলিয়ে যাবার পর থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশের মধ্যে (ইশার) নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮০-৮১, ৮০, ১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ

https://e-ilm.weebly.com/

يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءٌ كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا

হাদীসের অনুবাদ [৫৪৯] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে ইশার নামাযে আসতে তার খুব দেরি হয়ে গেল। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে জাগলাম এবং আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে যখন আবার জাগলাম তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, তোমরা ছাড়া এ ভূপৃষ্ঠের কোনো অধিবাসীই নামাযের জন্য (এমনভাবে) অপেক্ষা করছে না। ইবনে ওমর ঘুমের চাপের ফলে সঠিক ওয়াক্তে ইশার নামায আদায় করা যাবে না, এ আশঙ্কা না থাকলে ইশার নামায দেরি করে পড়লেন, না পূর্বেই পড়লেন এ ব্যাপারে কোনো পরোয়া করতেন না। ইশার নামায আদায় করার পূর্বে তিনি কোনো কোনো সময় ঘুমিয়ে নিতেন।

ইবনে জুরায়েজ বলেন, এ বিষয়টি আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায় করতে অনেক দেরি করলেন। এমনকি লোকজন সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। তারা জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। পরে যখন আবার জাগলো তখন ওমর ইবনে খাত্তাব উঠে গিয়ে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের জন্য সবাই প্রস্তুত। আতা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস বলেন, এরপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি, তার মাথা থেকে ফোটা ফোটা পানি ঝরছে আর তিনি মাথার ওপর নিজের হাত স্থাপন করে আছেন। তিনি এসে বললেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে যদি আমি মনে না করতাম তবে তাদের এভাবে ইশার নামায আদায় করতে নির্দেশ দিতাম। ইবনে জুরায়েজ বলেন, ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তার মাথার ওপর হাত রেখেছিলেন তা বাস্তবে জানার জন্য আমি আতার কাছে কথাটির ব্যাখ্যা চাইলাম। আতা তার হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করলেন এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগেরগুলো মাথা এক পাশে রেখে (চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে) একত্রিত করলেন। আর এভাবে মাথার ওপর দিয়ে টেনে কানের যে পাশ চেহারার সাথে সংলগ্ন এমনভাবে সেদিকে নিয়ে গেলেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের পার্শ্ব স্পর্শ করে দাড়ির সাথে লেগে গেলো। যখন তিনি মাথা থেকে পানি ঝাড়তেন বা তাড়াহুড়ো করতেন তখন এমনই করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করলে আমি তাদেরকে এভাবেই ইশার নামায আদায় করতে নির্দেশ দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১, ১০৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ বাব পূর্বের বাব হতে ইসতিছনার পর্যায়ে। অর্থাৎ যদি নিদ্রা প্রবল হয় তাহলে ঘুমাতে পারবে। অর্থাৎ যেহেতু এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত দু'ধরনের আছে, মাকরূহ হওয়া বা অনুমতি বিষয়ক। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় ধরনের রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন, যদি কারো নিদ্রা প্রবল হয় যে- لعله يستغفر فيسب نفسه অর্থাৎ দোয়ার স্থলে বদদোয়া মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, তাহলে এমতাবস্থায় ঘুমানোর অনুমতি আছে। যেমন বাবের হাদীসে আছে, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাসত্ত্বেও তাদের বিরোধিতা বা নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। এ দ্বারা-ই ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম উৎসারণ করেছেন।

তাছাড়া পূর্বের বাবে ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়েছে যে, যদি জাগ্রত হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে তাহলে জাগ্রতকারীর ব্যবস্থা করে ঘুমায়, তাহলে তার জন্যও ঘুমানোর অনুমতি রয়েছে। আর মাকরূহ ঐ সূরতে হবে যদি জামাত বা নামায ফওত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ [৩৭৪] : ইশার নামাযের ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত থাকা প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا

আবু বারযাহ (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায বিলম্ব করা পছন্দ করতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ

হাদীসের অনুবাদ [৫৫০] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায় করতে অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরি করলেন। পরে (এসে) নামায আদায় করে তিনি বললেন, অন্য সবাই নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, (একমাত্র তোমরাই জেগে আছ) জেনে রাখো, যতক্ষণ তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ নামাযরত অবস্থায়ই ছিলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১, ৮৪, ৯১, ১১৭, ৮৭২ হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ আল্লামা নববী (রহ.) বলেন- معناه وقت لادائها اختيارا اما وقت الجواز فيمتد الي طلوع الفجر

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা করা, কিন্তু জায়েয ওয়াক্ত হলো ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। এটিই আল্লামা কিরমানীর মত। তিনি বলেন- قلت المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء অর্থাৎশিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা করা।

https://e-ilm.weebly.com/

তবে এখানে শিরোনামে মুস্তাহাব ও জায়েয উভয় সূরতই উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন হযরত আবু বারযার তা'লীক দ্বারা মুস্তাহাব ওয়াক্ত অর্থাৎ অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। আর বাবের হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ইশার নামাযের ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত মাকরূহ ছাড়া জায়েয।

এটিই অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ, ইমামচতুষ্টয় ও জুমহূর বলেন যে, شفق অস্ত যাওয়ার পর ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ফজর উদিত হওয়া তথা সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তা বাকি থাকে। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হলো মুস্তাহাব ওয়াক্ত। আর অর্ধরাত পর্যন্ত মাকরূহ ব্যতীত জায়েয। আর অর্ধরাতের পর হতে মাকরূহসহ জায়েয। আর এ মাকরূহ হলো মাকরূহ তানযীহী। কেননা, এ সংক্রান্ত সকল রেওয়ায়েতের উপর দৃষ্টি বুলালে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ইশার সময় شفق অস্ত যাওয়া হতে পূর্ণ রাত তথা সুবহে সাদিক পর্যন্ত বাকি থাকে।

যেমন বাবের হাদীসে হযরত আনাস (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। ثم صلي অর্থাৎ অতঃপর তিনি অর্ধরাতের পর নামায পড়েছেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন- اعتم النبي (صلى الله عليه وسلم) حتي ذهب عامة الليل الخ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়তে এত বিলম্ব করেছেন যে, রাতের বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে।

এ সমস্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, ইশার ওয়াক্ত পূর্ণ সুবহে সাদিক পর্যন্ত। অর্থাৎ অর্ধ রাতের পরও নামায আদায় হবে, কাযা হবে না। এটিই হলো হানাফীদের মাযহাব। এবং এটিই জুমহূরের মাযহাব।

তবে ইসতাখরী শাফেয়ী বলেন, ইশার নামাযের সময় অর্ধরাত পর্যন্ত বাকি থাকে। অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর ইশার ওয়াক্ত ফওত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা:

أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ :এ হাদীসের ভিত্তিতে কতক আলেম বলেন, ইশার ওয়াক্ত রাতের একতৃতীয়াংশে শেষ হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ইশার শেষ ওয়াক্ত হলো অর্ধ রাত্র। এর প্রমাণ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস। তাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- وان اخر وقتها حين ينتصف الليل (নিশ্চয় তার শেষ ওয়াক্ত হলো যখন রাত অর্ধেক হয়।)

হানাফী আলেমদের মত হলো, ইশার নামায রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধরাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয। এর পরে আদায় করা মাকরূহে তানযিহী। তবে ওয়াক্ত শেষ হয় সুবহে সাদিক উদিত হলে। হানাফীদের প্রমাণ একক পূর্ণাঙ্গ কোনো হাদীস দ্বারা দেয়া যায় না। বরং হানাফীদের মাযহাব এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীসের সমষ্টির উপর নির্ভরশীল। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রাতের এক তৃতীয়াংশের পূর্বেও নামায পড়ার কথা পাওয়া যায় এবং অর্ধরাতের পরেও। ইমাম তহাবী (রহ.) এ সকল হাদীস সংকলন করেছেন। যেমন হযরত আনাস (রাযি.)-এর হাদীস-

اخر رسول الله ﷺ الصلاة ذات ليلة الى شطر الليل

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অর্ধরাত পর্যন্ত ইশার নামায বিলম্ব করালেন।

اعتم النبى ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى.

https://e-ilm.weebly.com/

একবার রাতের বেশির ভাগ অতিক্রান্ত হলো, মসজিদের লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে) বের হয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। শায়খ ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, এ সকল হাদীস প্রমাণযোগ্য। ইমাম ত্বহাবী (রহ.) বলেন, এ সকল হাদীসের প্রতি লক্ষ করলে বুঝা যায়, ইশার ওয়াক্ত সুবহে সাদিক পর্যন্ত বাকি থাকে।

আর কতক সাহাবীর উক্তি দ্বারাও হানাফীদের মাযহাব সুদৃঢ় হয়। যেমন–

عن نافع بن جبير قال كتب عمر الى ابى موسى وصل العشاء اى الليل شئت ولا تغفلها

'নাফে' ইবনে জুবাইর বলেন, হযরত ওমর (রাযি.) আবূ মূসা-এর নিকট চিঠি লিখলেন– আর ইশার নামায রাতের যে কোন অংশে ইচ্ছা আদায় করে নিও। তা থেকে উদাসীন হয়ো না। অনুরূপ হযরত উবায়দ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, انه قال لابى هريرة (رض) ما افراط صلوة العشاء قال طلوع الفجر 'নাফে' ইবনে জুবাইর বলেন, হযরত ওমর (রাযি.) আবূ মূসা-এর নিকট চিঠি লিখলেন–আর এশার নামায রাতের যে কোন অংশে ইচ্ছা আদায় করে নিও; তা থেকে উদাসীন হয়ো না। অনুরূপ হযরত উবায়দ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত,

انه قال لابى هريرة (رض) ما افراط صلوة العشاء قال طلوع الفجر

তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করলেন, ইশার নামাযের সীমালঙ্ঘন কী? তিনি বললেন, সুবহে সাদিক উদয় হওয়া। হানাফীদের নিকট শাফেয়ীদের প্রমাণ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীসটি بيان جواز-এর জন্য প্রযোজ্য।

بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْحَدِيث

পরিচ্ছেদ [৩৭৫] : ফজরের নামাযের ফযিলত এবং এতদসংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُّونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}

হাদীসের অনুবাদ [৫৫১] : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদিন (পূর্ণিমার রাতে) আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন, তোমরা যেমন এ পূর্ণিমা-রাতের চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো, আবশ্যই তেমনভাবে তোমাদের প্রভু (মহান আল্লাহ তা'আলা)-কেও দেখতে পাবে। তাকে দেখার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ বা অপস্পষ্টতা থাকবে না। সুতরাং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বেই নামায (ফজর ও আসরের নামায) আদায়ের ব্যাপারে যাতে তোমরা (শয়তান কর্তৃক) পরাভূত না হও তার ব্যবস্থা করো। এরপর তিনি (কোরআনের আয়াত) পাঠ করলেন, 'সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ো বা পবিত্রতা ঘোষণা করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ-অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৮, ৮১, ৭১৯, ১১০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ

سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ : এই চাঁদকে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছো, ঠিক তেমনি তোমাদের প্রভুকেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার ব্যাপারে কোনো ধরনের ভিড়াভিড়ি করবে না।

আল্লাহর দর্শনঃ এ মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে ইযাম (রাযি.) তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতৈক্য রয়েছে যে, আল্লাহকে দেখা যাবে। কারণ, এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। খারেজী ও মুতাযিলারা কেবলমাত্র এ ব্যাপারে মতানৈক্য করে।

বিঃ দ্রঃ এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ باب فضل صلوة العصر অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا

হাদীসের অনুবাদ [৫৫২] : হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা (রাযি.) তার পিতা (আবু মূসা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি ঠাণ্ডা ওয়াক্তের নামায (ফজর ও আসরের নামায ঠিক সময় মতো) আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ-অংশের সাথে। কারণ, দুই ঠাণ্ডার নামাযের একটি হলো ফজরের নামায।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ : দুই ঠাণ্ডার নামায দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজর ও আসরের নামায। একে بَرْدَيْن এ জন্য বলা হয় যে, এ দুটি নামায দিনের দুই প্রান্তে অবস্থিত, যখন আবহাওয়া প্রাশান্তিদায়ক হয়ে থাকে, তাছাড়া তখন গরমও থাকে না।

প্রশ্নঃ হাদীসের বাহ্যিকতা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র দু ওয়াক্তের নামায পাবন্দীর সাথে আদায় করলেই তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

জবাবঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ দু'ওয়াক্তের ফযিলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা। যেহেতু ফজরের সময় হলো শান্তি ও আরাম বরং সুখনিদ্রার সময়। আর আসরের সময় ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বানিজ্য ও দোকানদারির ব্যস্ত তার সময়। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'ওয়াক্তের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন, যে যদি কোনো ব্যক্তি এ দু'ওয়াক্তের নামাযকে পাবন্দীর সাথে আদায় করবে তাহলে সে তো অন্য নামাযগুলি আরো উত্তমরূপেই আদায় করবে।

অর্থাৎ ফজর ও আসরের পাবন্দী অন্য ওয়াক্তসমূহের পাবন্দীকে আবশ্যক করে। এর অর্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র দু'ওয়াক্ত নামায আদায় করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৫৫৩] : ইসহাক ইবনে মানসূর- হিব্বান বিন হিলাল- হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া আবু জামরাহ নাসর বিন ইমরান- আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস তার পিতা আবু মূসা আশআরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ঐরূপই (উপরের হাদীস) রেওয়ায়েত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مِثْلَهُ -অংশের সাথে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হলো- فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ আর দ্বিতীয় অংশ হলো- والحديث,

প্রথম অংশ একেবারেই স্পষ্ট, তা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ এখানে ফজরের নামাযের ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য। তবে দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে জটিলতা রয়েছে।

আল্লামা আইনী বলেন- وقع في ر واية ابي ذر ولم يقع في رواية غيره, আবু যরের কপিতে এ শব্দটি রয়েছে, তবে অন্যদের কপিতে এটি উল্লেখ নেই।

আল্লামা কিরমানী বলেন, অর্থাৎ والحديث, দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজর নামাযের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করা হবে। কিন্তু এটা বলার প্রয়োজন কি ছিল? কারণ, প্রতিটি বাবে এরকমই আছে যে, বাবের অধীনে বাব সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন।

কারো কারো মতে, এটি লিপিকারের ভুল। মূলতঃ এখানে والعصر, হবে। অর্থাৎ ফজর ও আসরের ফযিলত বর্ণনা করা হবে। কিন্তু এটিও সঠিক বলে মনে হয় না; কারণ বিনা দলীলে এটা কিভাবে বলা হবে যে, এটা লিপিকারের ভুল।

শায়খুল হিন্দ (রহ.) এর সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, এখানে সম্ভবত তিনি অন্য একটি মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইবারত হবে- باب فضل صلوة الفجر و الحديث بعد العشاء এ বাব হলো ফজরের নামাযের ফযিলত এবং ইশার নামাযের পর কথা বলার বৈধতা সম্পর্কে। তা এভাবে যে- إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদ এত উঁচুতে যখন হবে যে, তা মাথার উপর থাকবে। নিশ্চয় তা ইশার পরে হবে। (বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পরে কথা বলেছেন।) সুতরাং এর দ্বারা ইশার পর কথা বলা প্রমাণিত হলো। - ফযলুল বারী

بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ [৩৭৬] : ফজরের নামাযের সময় সম্পর্কে বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً ح

হাদীসের অনুবাদ [৫৫৪] : হযরত কাতাদাহ (রাযি.) আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস (রাযি.) বলেছেন, যায়েদ ইবনে সাবেত তাকে জানিয়েছেন যে, এক রাতে তারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://e-ilm.weebly.com/

ওয়াসাল্লামের সাথে সাহ্‌রী খেয়ে ফজরের নামাযে দাঁড়ালেন। আনাস বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ও দুটোর মধ্যে অর্থাৎ সাহ্‌রী ও ফজরের নামাযের মধ্যকার (সময়ের) পার্থক্য কতটুকু ছিলো? জবাবে যায়েদ বললেন, আনুমানিক পঞ্চাশ অথবা ষাটটি আয়াত তিলাওয়াত করার মত সময়ের পার্থক্য ছিলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১, ৮২, ১৫২, ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

তাঁর মূল নাম হলো কাতাদা ইবনে দিয়ামা ইবনে কাতাদা আস-সাদুসী। তাঁর উপনাম আবুল খাত্তাব। তিনি ছিলেন অন্ধ এবং তাঁর স্মরণশক্তি ছিল খুবই প্রখর। বকর ইবনে আবদুল্লাহ বলতেন, এ যুগে যদি কেউ অত্যধিক স্মরণশক্তি সম্পূর্ণ কোনো ব্যক্তির সাক্ষাতৎ লাভ করতে চায়, তবে সে যেন কাতাদা ইবনে দিয়ামাকে দেখে নেয়। কেননা, তাঁর চেয়ে অধিক স্মরণশক্তি সম্পূর্ণ কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমরা অদ্যাবধি পাইনি। স্বয়ং কাতাদা (রহ.) বলতেন, যে কথা একবার আমার কানে আসত তা আমার অন্তর সংরক্ষণ করে রাখত। ফলে তা আমি কখনো ভুলে যেতাম না। তিনি একথাটি প্রায়ই বলতেন, "যে-কথা মোতাবেক আমল করা হয় না, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যার আমল ভালো হবে আল্লাহ তাঁর কথা কবুল করবেন।" তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস ও আনাস ইবনে মালেক এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস-এর কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে আইয়ুব, শো'বা ও আবু আওয়ানা প্রমুখ মুহাদ্দিস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

হাদীসের অনুবাদ [৫৫৫] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যায়েদ ইবনে সাবেত (এক রাতে) এক সাথে সাহ্‌রী খেলেন এবং উভয়ের সাহ্‌রী খাওয়া শেষ হলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের) নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামায শেষ করলেন। (কাতাদাহ বলেন) আমরা আনাসকে প্রশ্ন করলাম সাহ্‌রী শেষ করে নামায আরম্ভ করার মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান ছিলো? জবাবে তিনি বললেন, যে সময়ের মধ্যে এক ব্যক্তি পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ -অংশের সাথে। কারণ, দুই ঠাণ্ডার নামাযের একটি হলো ফজরের নামায।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১-৮২, ১৫২, ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

---

[২৪] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ: ৯০]

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৫৬] : হযরত সাহল ইবনে সা'আদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি বাড়িতে আমার পরিবারের লোকজনের সাথে সাহ্‌রী খেতাম এবং তারপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায়ের জন্য আমাকে তাড়াহুড়া করতে হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ -অংশের সাথে। মূলত এখানে হাদীসের সাথে ইঙ্গিতার্থে মুনাসাবাত হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২, ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي : আমি ঘরে সাহরী খেয়ে অতিদ্রুত মসজিদে নববীতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযে অংশগ্রহণ করতাম। বুঝা গেল যে, রমজান মাসে ফজরের নামায সাহরীর সাথে সাথেই হত, আরো বুঝা গেল যে, সাহরী বিলম্বে করা মুস্তাহাব, এবং রমজান মাসে ফজর নামায غلس তথা অন্ধকার থাকতেই আদায় করা উচিত। কেননা, হানাফীদের নিকট ফজরের নামায ফর্সা করে পড়ার কারণ হলো জামাতে মুসল্লীদের অধিক পরিমাণ অংশগ্রহণ করা। আর রমজানে সাহরীর তাৎক্ষণিক পরে নামাযীদের আধিক্য আবশ্যক। শোয়ার পরে নামায ফওত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৫৭] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, ঈমানদার নারীরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করার জন্য চাদরে সমস্ত শরীর আবৃত করে জামা'আতে উপস্থিত হতো এবং নামায আদায় করে বাড়িতে ফিরে যেত। কিন্তু (তখনো) শেষ রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারের কারণে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত নেই। তবে হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে মুনাসাবাত হতে পারে। তা এভাবে যে হাদীসের শব্দ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ অর্থাৎ ফজরের শুরু ওয়াক্তে দ্রুততার সাথে যাওয়া একথারই দলীল যে, শুরু ওয়াক্তে মুস্তাহাব।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৪, ৮২, ১২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ফজরের নামাযের ওয়াক্ত কখন থেকে শুরু হয় তা বর্ণনা করা। তিনি বলেন, ফজরের সময় সাহরীর পর অর্থাৎ সুবহে

https://e-ilm.weebly.com/

সাদিক উদয় হওয়া থেকে সাহরীর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, এবং ফজর নামাযের সময় শুরু হয়ে যায়। কেননা, ৫০ আয়াত তিলাওয়াত করার পরিমাণ সময় থেমে নামায শুরু করা একথার দলীল যে, ফজর নামাযের সময় সুবহি সাদিক। এটিই ওলামায়ে ইসলামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, সুবহি সাদিক উদয় হওয়া থেকে ফজর নামাযের সময় শুরু হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা:

مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ : অন্য বর্ণনায় متلفعات এসেছে। উভয় শব্দের অর্থ একই। অর্থাৎ, চাদর গায়ে দেয়া। تلفع শব্দটি لفاع শব্দ থেকে উদ্ভূত; আর تلفف শব্দটি لفافة থেকে উদ্ভূত; এবং لفافة এবং لفاع উভয়টির অর্থই চাদর। অবশ্য কতক ভাষাবিদ এ পার্থক্য করেন যে, لفافة ঐ চাদরকে বলা হয়, যার দ্বারা মাথা ঢেকে যায় এবং لفاع ঐ চাদরকে বলে যার দ্বারা মাথা ঢাকে না।

بمروطهن : এটি مِرْط - এর বহুবচন। এর অর্থও চাদর।

الْغَلَسِ : غلس -এর আভিধানিক অর্থ ظلمة الليل বা রাতের আঁধার। এর প্রয়োগ সেই আঁধারের উপরও হয় যা ঊষা উদয়ের কিছুক্ষণ পরও বাকি থাকে। এখানে এই আঁধারই উদ্দেশ্য।

ফজর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত: ফজর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্তের ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

১.ইমামত্রয়- ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (রহ.)-এর মতে ফজর নামাযে تغليس তথা অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব। যেমন ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

وفي هذه الاحاديث استحباب التبكير بالصبح وهو مذهب مالك و الشافعي واحمد

২. পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান ছওরী, ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) প্রমুখের মতে ফজর নামায اسفار তথা ফর্সা করে পড়া মুস্তাহাব। তবে এমন ওয়াক্তে নামায শেষ করা চাই যেন নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন হলে ইতমিনানের সাথে সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া সম্ভব হয়।

৩. ইমাম মুহাম্মদের এক রেওয়ায়েত ও ইমাম ত্বহাবীর মত হলো غلس-এ শুরু করে اسفار-এ শেষ করা উত্তম। এতে করে উভয় রেওয়ায়েতের উপর আমল হয়ে যায়।

ائمة ثلاثة-এর দলিল : এক্ষেত্রে তাদের দলীলসমূহ নিম্নরূপ-

১. বাবের হাদীস- لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ অর্থাৎ অন্ধকারের কারণে ঐ মহিলাদেরকে চিনা যেত না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামায এত সকালে পড়তেন যে, নামায শেষ হওয়ার পরও মহিলাদেরকে চিনা যেত না।

জবাব: হানাফীগণ আলোচ্য হাদীসের উত্তর এভাবে দেন যে, মূলত من الغلس অংশটি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর নয়। বরং তার কথা مايعرفن পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মহিলারা চাদর জড়িয়ে আসতেন বলে তাদেরকে কেউ চিনত না। কোনো রাবী মনে করেছেন, না চেনার কারণ আঁধার ছিল। এজন্য তিনি من الغلس অংশটি সংযোজন করেছেন। এটা কেমন যেন- ادراج من الراوى (বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে অংশ বিশেষ প্রবিষ্টকরণ।) একথার প্রমাণ হলো এ হাদীসটিই ইবনে মাজাহ -এর باب صلوة الفجر -এর অধীনে সহীহ সনদে এ শব্দমালার সাথে বর্ণিত হয়েছে যে,

https://e-ilm.weebly.com/

عن الزهرى عن عروة عن عائشة رض قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبى (صلى الله عليه وسلم) صلوة الصبح ثم يرجعن الى اهلهن فلا يعرفهن احد تعنى من الغلس.

এ হাদীসে تعنى শব্দটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, এটা রাবীর নিজস্ব ধারণা। এমনকি কতক ইমাম যেমন ইমাম ত্বহাবী (রহ.) এ হাদীসটি এ শব্দমালায় উল্লেখ করেছেন। ثم يرجعن الى اهلهن ومايعرفهن احد অতঃপর তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতেন। তখন তাদেরকে কেউ চিনত না। এখানে من الغلس অংশটি উল্লেখ নেই। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এটা مدرج من الراوى বা রাবীর পক্ষ থেকে সংযোজন। যা মাসআলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ভিত্তি হতে পারে না। আর যদি عدم معرفت (না চেনা) দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় যদিও তা অসম্ভব, তবে এর উত্তর এই হবে যে, عدم معرفت (না চেনা) টা চাদরের কারণে ছিল, আঁধারের কারণে নয়। তারপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, মূল হাদীসেই من الغلس অংশটি বিদ্যমান।

তবুও এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যথেষ্ট হবে না। কেননা এক্ষেত্রে কতক ইমাম এ উত্তর দিয়েছেন যে, আসলে সেকালে মসজিদে নববীর দেয়ালগুলো ছোট ছিল এবং ছাদ নীচু ছিল। তাতে কোনো জানালাও ছিল না। তাই প্রভাত আলোকময় হলেও সেখানে আঁধার থেকে যেত। এ কারণেই মহিলাদেরকে চেনা যেত না।

তাদের দ্বিতীয় দলিল :

ঐ সকল হাদীস যেগুলোতে اول وقتها الصلوة لاول (নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা হবে) কে সর্বোত্তম আমল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অদ্রূপ ঐ সকল হাদীসও তারা প্রমাণরূপে উল্লেখ করেন, যেগুলোতে مسارعة الى الخير (সৎ কর্মে অগ্রগামী হওয়া) এর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

উত্তর : হানাফীগণের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো, সেখানে مسارعة (অগ্রগামী হওয়া) বা اول وقت (প্রথম ওয়াক্ত) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথমাংশ। যেমন ইশার নামাযের ব্যাপারে স্বয়ং শাফেয়ীগণও এ অর্থ উদ্দেশ্য নিতে বাধ্য।

তাদের তৃতীয় দলিল :

শাফেয়ীগণ তৃতীয়ত আবূ দাউদ ও ত্বহাবী শরীফে উল্লিখিত আবূ মাসউদ আনসারী (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الغداة فغلس بها ثم صلاها فاسفر ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله عز وجل.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আঁধার থাকতে আদায় করেছেন। অতঃপর তা আলোকময় প্রভাতে আদায় করেছেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনো আলোকময় প্রভাতে আদায় করেন নি।

এ হলো ত্বহাবী শরীফের শব্দমালা। আর আবূ দাউদের শব্দাবলী এরূপ-

وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة اخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر.

https://e-ilm.weebly.com/

আর তিনি একবার আঁধারে ফজরের নামায আদায় করেছেন। আরেকবার আদায় করেছেন আলোকময় প্রভাতে। এরপর তার নামায ছিল মৃত্যু পর্যন্ত আঁধারেই। আলোকময় প্রভাত হওয়ার দিকে ফিরে আসেন নি।

জবাব: এর উত্তর এই যে, মূলত এটি সুদীর্ঘ একটি হাদীছের অংশ বিশেষ। এর ওয়াক্ত সম্পর্কিত অংশটিকে معلول (ত্রুটিপূর্ণ)। সাব্যস্ত করেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে উসামা বিন যায়েদ (রহ.) ছাড়া মামার (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহ.) শুআইব ইবনে আবী হামযা (রহ.) লাইছ ইবনে সা'দ ও অন্যান্য হাফেজে হাদীছও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে উসামা ইবনে যায়েদ লাইছী ব্যতীত অন্য কেউই ওয়াক্ত সম্পর্কিত অংশটি বর্ণনা করেননি। এটি কেবল উসামা ইবনে যায়দ লাইছী এর একার বর্ণনা। সুতরাং তার এ বর্ণনা অন্য ইমামদের বর্ণনার বিপরীতে معلول (ত্রুটিপূর্ণ)। কেননা উসামা ইবনে যায়েদকে ثقة (নির্ভরযোগ্য) ধরা হলেও অন্য রাবীগণ তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া এ হাদীসেই জোহরের নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, ربما اخرها الظهر اذا اشتد الحر কখনো প্রচণ্ড গরমের সময় জোহরের নামায তিনি বিলম্বে আদায় করেছেন। অথচ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এটি সমর্থন করেন না।

সুতরাং হানাফী মাযহাবের স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ প্রমাণাদির বিপরীতে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য দলিল হতে পারে না।

তাদের চতুর্থ দলীল: তাঁরা চতুর্থ দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, হযরত আবূ বকর (রাযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.) আঁধার থাকা অবস্থায় নামায আদায় করতেন।

জবাব: এর উত্তর এই যে, শাফেয়ীগণের এ প্রমাণ তখনই ধর্তব্য হবে, যখন এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা আঁধার থাকতে নামায শুরু করে আঁধার থাকা অবস্থাতেই নামায শেষ করতেন।

কিন্তু এটা প্রমাণিত নয়, বরং এর উল্টোটাই প্রমাণিত। যেমন- মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে বর্ণিত এ হাদীস-

عن انس ان ابا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة فقال له مر حين فرغ كربت الشمس ان تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, আবূ বকর (রাযি.) ফজরের নামাযে সূরা বাকারা পাঠ করলেন। নামায শেষে ওমর (রাযি.) তাকে বললেন, সূর্য প্রায় উদিত হলো'। তিনি বললেন, যদি সূর্যোদয় হয়, তবে তুমি আমাদেরকে উদাসীন পাবে না।

হানাফীগণের প্রমাণাদি নিম্নরূপ :

১. রাফে ইবনে খাদী হতে বর্ণিত মারফূ' হাদীস, যা সিহাহ সিত্তার (বিশুদ্ধতম ছয়টি গ্রন্থ) সকল গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীসটি এই-

عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر

[তোমরা আলোকময় প্রভাতে ফজরের নামায আদায় কর কেননা তা অধিক ছওয়াবযোগ্য]

এ হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট অর্থবোধক।

শাফেয়ীগণ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, এখানে اسفار (আলোকিত হওয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, وضوح فجر (সুবহে সাদিক স্পষ্ট হওয়া)। কিন্তু এ ব্যাখ্যা প্রথমত ظاهر তথা স্পষ্ট উক্তির বিপরীত। দ্বিতীয়ত এ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসেরই কতক ভিন্ন সূত্র এ ব্যাখ্যাকে রহিত করছে। কেননা নাসায়ী শরীফে বিশুদ্ধ সূত্রে এ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- ما اسفرتم بالصبح فانه اعظم بالاجر

ফজরের নামায যত বেশি আলোকময় প্রভাতে পড়বে তত বেশি ছওয়াব হবে। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) -এর গ্রন্থ আল মাতালিবুল আলিয়াতে এ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال اصبحوا بصلوة الفجر فانكم كلما اصبحتم بها كان اعظم للاجر

২. সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ বারযাহ আসলামী (রাযি.)-এর একটি সুদীর্ঘ হাদীস আছে। তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বর্ণনা করেন-

وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه

"তিনি ফজরের নামায শেষে তখন ফিরে যেতেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারত।

একথা স্পষ্ট যে, মসজিদে নববীর দেয়ালগুলো ছোট ছিল এবং ছাদ ছিল নীচু। সুতরাং তার ভেতরে পাশে উপবিষ্ট লোককে চেনা তখনই সম্ভব ছিল যখন মসজিদের বাইরে দিবস আলোকময় হয়েছে।

৩. মু'জামে তাবারানী, কামিলে ইবনে আদী, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুস্তাদরাকে হাকিম ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.) কে বলেছেন-

نور بصلوة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار

ফজরের নামায তুমি এমন আলোকময় প্রভাতে আদায় কর যখন গোত্রের লোকজন আলোকময় প্রভাতের কারণে তাদের তীর ছোড়ার স্থান দেখতে পায়।

এ প্রকারের হাদীছ হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)ও তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে (১/১৮৩) বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেন নি। তবে এটুকু বলেছেন যে, এ হাদীস হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বর্ণনার পরিপন্থি। সেখানে তিনি বলেছেন-

ما صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلوة لوقتها الاخر حتى قبضه الله

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত নামায শেষ ওয়াক্তে আদায় করেননি। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর এ আপত্তি এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, প্রথমত এ হাদীসটি দুর্বল। আর যদি এর কোনো সূত্র সঠিকও হয় তাহলেও এ হাদীস দ্বারা তাদের প্রমাণ পেশ করা ঠিক হবে না। কেননা এতে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর উদ্দেশ্য হলো, তাঁর সাধারণ রীতির বর্ণনা দেওয়া যে, তিনি একেবারে শেষ ওয়াক্তে সাধারণত নামায পড়তেন না। আর ইসফার (আলোকময় প্রভাত) একেবারে শেষ ওয়াক্ত নয়।

৪. শায়খাইন (ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, যা ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন। তাতে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন,

ما رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الا لوقتها الا بجمع (اى المزدلفة) فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلوة الصبح من الغد قبل وقتها.

আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াক্ত ছাড়া কোনো নামায আদায় করতে দেখিনি, কেবল মুযদালিফার সমাবেশ ছাড়া। এ সমাবেশে তিনি মাগরিব ও ইশাকে একত্র করেছেন এবং পরবর্তী দিন সকালে ফজরের নামায তার ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে قبل وقتها দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে قبل وقتها المعتاد (তার স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে) উদ্দেশ্য। আর এটা প্রমাণিত যে, মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায অন্ধকারাচ্ছন্ন ভোরে আদায় করেছিলেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযি.) একে 'স্বাভাবিক সময়ের পূর্বের সময়' বলে ব্যক্ত করেছেন। যদ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাভাবিক নিয়ম ছিল, আলোকময় প্রভাতে ফজরের নামায আদায় করা।

৫. ইমাম ত্বহাবী (রহ.) হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) -এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন-

ما اجتمع اصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شيئ ما اجتمعوا على التنوير.

'সাহাবীগণ অন্য কোনো বিষয়ে এরূপ একমত হননি, যেরূপ একমত হয়েছেন দিবস আলোকিত হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় করার ব্যাপারে।

হানাফীদের মত প্রনিধানযোগ্য হওয়ার এটাও একটা কারণ যে, তাদের দলিলগুলো قولى (বাচনিক) ও এবং فعلى (কর্মবাচক) ও। পক্ষান্তরে শাফেয়ীদের দলিল শুধুই فعلى (কর্মবাচক)। আর قولى (বাচনিক) হাদীস প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) আলোকময় প্রভাতে নামায পড়া উচিত, না অন্ধকারাচ্ছন্ন ভোরে উত্তম- এ বিষয়ে হাদীসের বৈপরীত্য অবসানের জন্য একটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, আসল হুকুম তো এটাই যে, আলোকময় প্রভাতে নামায পড়া উত্তম। যেমন হযরত রাফে- এর সূত্রে বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্ধকারেও তিনি অনেক বার নামায পড়েছেন।

এর কারণ এই ছিল যে, প্রায় সকল সাহাবী তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। আর যখন তাহাজ্জুদ গুজারদের সংখ্যা অধিক হয়, তখন তাদের সুবিধার জন্য অন্ধকারে নামায পড়া উত্তম হয়ে থাকে। যেমন স্বয়ং হানাফীদের মতে রমযানে অন্ধকারে নামায পড়া উত্তম। (কারণ অন্ধকারে যদি জামাত তৈরি হয়ে যায়, বা অন্ধকারে নামাযীদের সংখ্যা অধিক হয় তখন হানাফীগণও অন্ধকারে নামায পড়া উত্তম বলেন।) সুতরাং এ বিশেষ আমল (তাহাজ্জুদের নামায) এর কারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকারেই ফজরের নামায অধিক আদায় করেছেন। কিন্তু যেখানে ব্যাপকভাবে তাহাজ্জুদের এ আমল থাকবে না, সেখানে আসল হুকুম অর্থাৎ, আলোকময় প্রভাতে নামায আদায়ের হুকুমটাই কার্যকর হবে।

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

পরিচ্ছেদ [৩৭৭] : যে ব্যক্তি (সূর্যোদয়ের পূর্বে) ফজরের এক রাকাত পেল তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৫৮] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য উদয়ের পূর্বে কেউ যদি ফজরের এক রাকাআত নামায আদায় করতে পারে সে ফজরের পূর্ণ নামায আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আসরের এক রাকাআত নামায পেলো সে পূর্ণ আসরকেই আদায় করলো।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৯, ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, ফজর নামাযের সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত। যেহেতু পূর্বের বাবে ফজর নামাযের শুরু ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সাহরীর ওয়াক্ত শেষ হলে ফজর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়, তাই এ বাবে তিনি ফজর নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ফজর নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। একথাটিই শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন-

غرض البخاري منه بيان آخر وقت الفجر كما يدل عليه قبل ان تطلع الشمس

২. কতক ওলামা বলেন, ফজরের ওয়াক্ত اسفار পর্যন্ত। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মতকে খণ্ডন করে জুমহুরের মতকে সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করছেন যে, ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয় পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা:

আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর এ রেওয়ায়েতটি কয়েকটি বাব পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এর অর্থও স্পষ্ট যে, ادراك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো وقت বা সময় পাওয়া। যার উপর স্পষ্ট قرينة হলো قبل ان تغرب الشمس অর্থাৎ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পরিমাণ (অর্থাৎ নামাযের কোনো অংশ) পায়, তাহলে فقد ادرك العصر পূর্ণ নামায তার উপর ফরজ হয়ে যাবে। যেমন নাবালক সাবালক হয়ে গেল বা হায়েযগ্রস্ত মহিলা হায়েয হতে পবিত্র হল, বা অমুসলিম মুসলমান হলো, তাহলে আসরের নামায তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে, এবং পূর্ণ নামায তাকে আদায় করতে হবে।

بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

পরিচ্ছেদ [৩৭৮] : যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল (তার হুকুম)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৫৯] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ কোনো নামাযের এক রাকাআত পেলে সে পুরো নামাযই পেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যেহেতু রেওয়ায়েতসমূহে অধিক পরিমাণে এসেছে-

من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الفجر فقد ادرك الفجر

এর দ্বারা এ সন্দেহ হতে পারে যে, এ হুকুমটি ফজর ও আসরের জন্যই নির্দিষ্ট। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) সতর্ক করে দিলেন যে, এ হুকুমটি শুধুমাত্র এ দু ওয়াক্তের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং যে কোনো ওয়াক্তের জন্যই তা

https://e-ilm.weebly.com/

প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি সময়ের মধ্যে এক রাকাত পায় তাহলে তার উপর পূরা নামায ফরজ হবে। – তাকরীরে বুখারী

ব্যাখ্যা:

উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়েছে যে, যদি কোনো নাবালক সন্তান সাবালক হওয়ার পর কেবলমাত্র এক রাকাত নামায পড়ার পরিমাণ সময় বাকি রয়েছে, তাহলে তার উপর পূরা নামায ফরজ হবে। তেমনিভাবে এমন সময়ে যদি কোনো কাফের মুসলমান হয়, অথবা হায়েযগ্রস্ত মহিলা পবিত্র হয় তাহলে সহীহ ওয়াক্তে তাকে পূরা নামায আদায় করতে হবে।

এ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা গেল যে, যে সমস্ত হাদীসে ফজর ও আসরের قيد احترازي তা قيد নয়; বরং যোহর ও ইশারও এই হুকুম।

আল্লামা কিরমানী বলেন- اجمعوا علي انه ليس علي ظاهره অর্থাৎ সকল ওলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, এ হাদীসটি তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রযোজ্য নয়, যে কেবলমাত্র এক রাকাত পড়ার দ্বারা পূর্ণ নামায পেয়ে গেল, এবং সে এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিবে। বরং এতে তাবীল করতে হবে। তা হলো-

من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك حكم الصلوة

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো- من ادرك مع الامام ركعة فقد ادرك فضل الجماعة অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত পেল সে জামাতের ছওয়াব পেল। তাছাড়া রাকাত দ্বারা পূর্ণ রাকাতও উদ্দেশ্য নয়; বরং নামাযের অংশ উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পূর্বে শেষ বৈঠকে শামিল হলো তাহলে সেও জামাত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং জামাতের ছওয়াব পাবে।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

পরিচ্ছেদ [৩৭৯] : ফজর নামাযের পর সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত নামায পড়ার বর্ণনা (অর্থাৎ তার কি হুকুম?)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৬০] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, কিছু সংখ্যক জনপ্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তি যাদের মধ্যে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব হলেন ওমর। তিনি আমার কাছে বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পরে সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২, ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-il...m.weebly.com/

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারী (রহ.) নিষিদ্ধতার হুকুম স্পষ্ট বলেননি। কারণ, নিষিদ্ধতার নির্ধারণ নিয়ে ইখতিলাফ আছে যে, নির্দিষ্ট নামায নিষিদ্ধ? না সব নামায নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন: বর্ণনাসমূহে তো ফজর ও আসর দু'টির কথাই আছে। তো ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে শুধু ফজরের কথা উল্লেখ করলেন কেন?

জবাব : যেহেতু অধিকাংশ রেওয়ায়েতে প্রথমে ফজরের কথা উল্লেখ আছে। তাই তিনি শিরোনামে ফজরের কথা উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا

হাদীসের অনুবাদ [৫৬১] : হযরত কাতাদা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়া থেকে শুনেছি। তিনি ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে শুনেছেন, ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আমাকে কতিপয় লোক এই হাদীস (উপর্যুক্ত) বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা: এই সনদটি উল্লেখ করার দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো, আবুল আলিয়া থেকে কাতাদার শ্রবণ প্রমাণিত করা। কারণ, কেউ কেউ কাতাদার উপর তাদলসের অভিযোগ করে থাকে।

আর হাদীসটি যেহেতু হুবহু পূর্বের হাদীসই তাই এর মধ্যে ব্যাখ্যাযাগণ কেউই নম্বর দেননি। তাই আমিও ছেড়ে দিলাম।

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ : নামাযের মাকরূহ ও নিষিদ্ধ ওয়াক্ত সম্পর্কে বিশদ বিবরণ ও ইমামগণের মাযহাব নিম্নরূপ–

এ মাসআলার বিশদ ব্যাখ্যা হলো, মাকরূহ ওয়াক্ত দু'ধরনের।

১. তিন ওয়াক্ত অর্থাৎ সূর্যোদয়, ঠিক দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময়। এ প্রকারের বিধান সম্পর্কে হানাফীদের মত হলো, এ সময়ে সব ধরনের নামায নাজায়েয। ফরয হোক বা নফল। এমনকি জানাযার নামায এবং তিলাওয়াতের সিজদাও নাজায়েয। কেননা, এ সময়টির মধ্যে মন্দত্ব বা নিকৃষ্টতা আছে। রেওয়ায়েতে আছে এ সময় শয়তান সূর্যকে তার দুই শিংয়ের মাঝে রাখে। এবং এ সময়টি হলো সূর্যপূজারীদের ইবাদতের সময়। তবে ইমামত্রয়ের মতে ফরয জায়েয, নফল নাজায়েয। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে কারণ বিশিষ্ট নফলগুলোও জায়েয।

২. ফজর ও আসরের নামাযের পরবর্তী সময়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এ সময়েও ফরজ ও নফল উভয়টাই নাজায়েয। অবশ্য এ সময়ে কারণবিশিষ্ট নয় কেবল এমন নফল নামায মাকরূহ। কারণ, বিশিষ্ট নফল নামাযের ব্যাখ্যা তার মতে-এমন নফল, যার কারণ বান্দার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো জিনিসও হয়। যেমন, তাহিয়্যাতুল অজু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, শোকরানা নামায, ঈদের নামায সূর্য গ্রহণের নামায ইত্যাদি। হানাফীদের মতে এ সময়ে ফরজ নামায জায়েয। কিন্তু নফল কারণবিশিষ্ট হোক বা না হোক, উভয়টাই নাজায়েয। আবার শাফেয়ীদের নিকট মক্কার হেরেম শরীফে কারণবিশিষ্ট নয় এবং নফল নামাযও জায়েয। কিন্তু হানাফীদের মতে এ ব্যতিক্রমেরও কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বরং এসব সময়ে সবখানে সবধরণের নফল নামাযে নাজায়েয।

ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে اوقات مكروهه চারটি। তিনি نصف النهار কে গন্য করেন না। তাই তার মতে نصف النهار এ নামায জায়েয।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একদিকে সেসব হাদীস এর ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যার মধ্যে তাহিয়্যাতুল ওজু, তাহিয়্যাতুল মসজিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাতে ওয়াক্তে মাকরূহ বা গায়রে মাকরূহ কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

তাফসীল বর্ণিত হয়নি। আবার হেরেম শরীফের মাসআলায় হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাযি.)-এর এ মারফূ' হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

يابنى عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف هذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار

হে আবদে মানাফের সন্তানরা! বায়তুল্লায় কাউকে তওয়াফ করতে নিষেধ করো না এবং এখানে রাতে হোক বা দিনে, যে কোনো সময়ে কাউকে নামায পড়তে নিষেধ করো না।

এর বিপরীতে হানাফীগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস ও সেই সব হাদীসের ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যার মধ্যে ফজরের পর ও আসরের পর নামায পড়াকে সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হানাফীগণ তাহিয়্যাতুল মসজিদ সংক্রান্ত হাদীসমূহ ও উল্লিখিত لا تمنعوا احدا الخ হাদীসটিকে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা খাস মনে করেন (অর্থাৎ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।)

وجوه ترجيح : হানাফীগণের মাযহাবের প্রাধান্যের কারণ হলো, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস প্রচুর। তাই সতর্কতার দাবি হলো, নিষিদ্ধতার উপর আমল করা। আর يابنى عبد مناف لا تمنعوا احدا এই হাদীসের ব্যাপারে কথা হলো, প্রথমত ত্বহাবী (রহ.)-এর মতে এর সনদে اضطراب রয়েছে।

দ্বিতীয়ত এ রেওয়ায়েতটি সহীহ হলেও এর উদ্দেশ্য হলো, কেবল হেরেমের রক্ষকদেরকে হেরেম শরীফ সর্বদা খোলা রাখা এবং তাওয়াফ ও নামাযের উপর বিধিনিষেধ আরোপ না করার জন্য দিকনির্দেশনা দেওয়া। মোটেই এ উদ্দেশ্য নয় যে, হেরেম শরীফে নামায আদায়কারীর জন্য কোনো মাকরূহ ওয়াক্ত নেই। (এরকমই বর্ণিত হয়েছে আসারুস সুনান, নীমভী, পৃষ্টা- ১৯১।) হানাফীগণের এ উত্তর শক্তিশালী হয় ছহীহ ইবনে হিব্বানের উল্লিখিত এ হাদীসের শব্দাবলি দ্বারা যথা–

يابنى عبد المطلب ان كان لكم من الامر شيئ فلا اعرفن احدا منكم ان يمنع من يصلى عند البيت اى ساعة شاء من الليل او نهار.

'হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। যদি তোমাদের কোনো কর্তৃত্ব থেকে থাকে, তবে আমি যেন তোমাদের কারো ব্যাপারে বায়তুল্লাহর নিকট রাত-দিনের যেকোনো সময়ে কাউকে নামায আদায়ে নিষেধ করতে কখনও না জানি।

হানাফী মাযহাবের প্রাধান্যের আরেকটি। কারণ এটিও যে, বুখারী শরীফে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত আছে।

وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذى طوى.

ওমর (রাযি.) ফজরের নামাযের পর তাওয়াফ করলেন অতঃপর সওয়ার হলেন এবং যিতুয়া নামক স্থানে এসে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। এটা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, এসব ওয়াক্তে কারণ বিশিষ্ট নফল নামাযও জায়েয নেই। অন্যথায় হযরত ওমর (রাযি.) হেরেমে কা'বার ফযিলত ত্যাগ করার মতো ব্যক্তি ছিলেন না।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ تَابَعَهُ عَبْدَةُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৬২] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য উদয়কালে এবং অস্ত যাবার সময় তোমরা নামায আদায়ের উদ্যোগ নিও না। উরওয়া বলেছেন, ইবনে ওমর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্যের প্রান্ত ভাগ দৃষ্টিগোচর হলে তা উদিত হয়ে উর্ধ্বে না ওঠা পর্যন্ত নামায আদায়ে দেরি করো এবং সূর্যের প্রান্ত ভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলে যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় ততক্ষণ নামায আদায়ে দেরি করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৬৩] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয়, দুই ধরনের পোশাক ও দুই সময়ে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সাম্মা এবং এক কাপড়ে এমনভাবে শরীর আবৃত করতে নিষেধ করেছেন যাতে ওপরের দিক থেকে লজ্জাস্থান খোলা থাকে। আর বাই-য়ে মুনাবাযা ও বাই-য়ে মুলামাসা নিষেধ করেছেন। (মুনাবাযা হলো, ক্রেতা কর্তৃক ছুড়ে দেয়া পাথর যে পণ্যের ওপর পড়ে তার বেচাকেনা। আর মুলামাসা হলো, ক্রেতা কর্তৃক স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়যোগ্য দ্রব্য নির্ধারণ করা। নবীজী এসব নিষেধ করেছেন।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহ বর্ণনা করা। এবং তিনি নামাযের শুরু, শেষ ও মুস্তাহাব ওয়াক্তসমূহ বর্ণনা করার পর এখান থেকে ঐ সমস্ত ওয়াক্তের কথা বর্ণনা করছেন যখন নামায পড়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে ছয়টি জিনিসের নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ হয়েছে। দুই ধরনের বেচা-কেনা, بيع ملامسة ও بيع منابذة যার আলোচনা কিতাবুল বুয়ূ'-তে আসবে ইনশাআল্লাহ! আর لِبْسَتَيْنِ বা দুই ধরনের পোশাক সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। যার আলোচনা কিতাবুল লিবাসে আসবে ইনশাআল্লাহ! আর وَعَنْ صَلَاتَيْنِ বা দুই ধরনের নামাযের আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

اشتمال الصماء শব্দটির মধ্যে সিফাতের ইযাফত মওসুফের দিকে হয়েছে। اشتمال এর অর্থ আগেই বর্ণিত হয়েছে। ২৪৬ নং বাবের শেষ হাদিসটি দেখা যেতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ এমনভাবে চাদর পেঁচানো থেকে নিষেধ করেছেন যা صماء অর্থাৎ চাদর এভাবে পেঁচানো যে, কোন ফাঁক থাকবে না। হাত আবদ্ধ হয়ে যাবে- বের করা কষ্টসাধ্য হবে। এরূপ অবস্থায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং ক্ষতিকর কোন কিছুকে প্রতিহতও করতে পারবে না। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেবশতঃ এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ان يحتبى الرجل الخ ـ ان শব্দটি মাসদারিয়া। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহতিবা করা থেকে নিষেধ করেছেন। ইহতিবা হল, নিতম্বের উপর বসে উভয় হাঁটুকে দাঁড়িয়ে করিয়ে হাত দ্বারা পায়ের গোছা বেঁধে নিবে অথবা কোন কাপড় দ্বারা পিঠ এবং পায়ের গোছা বেঁধে নিবে।

এই ইহতিবা নিষেধ তখন, যখন তার নিাঙ্গে কোন পাজামা বা লুঙ্গি না থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে লজ্জাস্থান খোলা থাকার কারণে তা হারাম। কিন্তু যদি এরূপ কোন কিছু দ্বারা ঢাকা থাকে তবে এভাবে বসা নিষেধ নয়।

এ হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুত্তাফসীর দেখুন।

بَاب لَا تَتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

পরিচ্ছেদ [৩৮০] : (আসরের নামাযের পর) সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে কোনো নামায পড়ার ইচ্ছা করবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

হাদীসের অনুবাদ [৫৬৪] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সূর্য উদয়ের সময় বা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামায আদায়ে উদ্যোগী না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২, ৮৩, ১৫৯, ২২১, ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৬৫] : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেন, ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উদিত হয়ে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোনো প্রকার নামায আদায় করা চলবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ -এর সাথে, তবে এখানে ইঙ্গিতার্থে শিরোনাম প্রমাণিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, শিরোনাম প্রমাণিত করে এভাবে যে, নির্দিষ্ট নামায সহীহ নয়; যা একথাকে আবশ্যক করে যে, কেউ তার ইচ্ছা করবে না। কারণ, অসাধারণ ব্যক্তি অনির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত হয় না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৬৬] : হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বলেছেন, হে লোকজন! তোমরা এমন এক নামায আদায় করো যা আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদায় করতে দেখিনি। অথচ আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেছি। তিনি ঐ দুই রাকআত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পরে যে দু'রাকআত নামায আদায় করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো لَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ৫৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

এখানে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) আসরের পরের দু রাকআত পড়ার অস্বীকার করছেন না, যা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতের সাথে বিরোধপূর্ণ। তবে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তার স্বচক্ষে দেখার অস্বীকার করছেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' রাকআত পড়েছেন ঘরের মধ্যে। তাই হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তা জানতে পারেননি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুআবিয়া (রাযি.)-এর সাহচর্য অল্প সময়ের।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৬৭] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সময়ে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করতে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে নামায আদায় করতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: تَحَرِّي শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর ইচ্ছা করা। ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম কায়েম করেছেন আসরের নামায আদায়ের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ার ইচ্ছা করবে না। সুতরাং এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে বিভিন্ন কওল রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

https://e-ilm.weebly.com/

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আসরের পরে ইচ্ছাহীনভাবে নামাযে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তুকেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় নামায পড়লে মাকরূহ হবে। এর কারণ হলো এই যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে লাগাতার কয়েকটি বাব কায়েম করে চলছেন। পূর্বের শিরোনাম হলো بعد الفجر এর পূর্বের বাব হলো الصلوة قبل غروب الشمس অর্থাৎ আসরের পরে। এবং উভয়ের ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পূর্বের বাবের হাদীসে রয়েছে–

نهي عن الصلوة بعد الصبح حتي تشرق الشمس وبعد العصر حتي تغرب

এ উভয় নামাযের নিষেধাজ্ঞা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যখন রেওয়ায়েতসমূহের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই; বরং সেগুলির পদ্ধতি একই রকম, তাহলে ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম কেন পরিবর্তন করেছেন? যেমন প্রথমে باب صلوة الفجر-এ তো সাধারণ/নিঃশর্ত বাব কায়েম করেছেন, সেখানে تحري উল্লেখ করেননি, কিন্তু এ প্রথম বাবের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটিতে تحري উল্লেখ রয়েছে। আর এ দ্বিতীয় বাবে যে صلوة العصر-এর বাব কায়েম করেছেন, এর শিরোনামে تحري শব্দ উল্লেখ করেছেন, অথচ হাদীসের দাবী হলো উভয় বাব একইরকম হওয়া।

জবাব- ১: تحري অর্থ হলো ইচ্ছা করে নামায আদায় করা। আর নামায হলো ইচ্ছাধীন কর্ম, সুতরাং تحري অর্থও এই হলো যে, কোনো ব্যক্তি এ ওয়াক্তসমূহে যেন নামায না পড়ে। আর শিরোনামের বিভিন্নতা ইবারতের বিভিন্নতামাত্র। নতুবা একথা স্পষ্ট যে, আসরের পরে নামায পড়া হলো ইচ্ছাধীন কর্ম। তাহলে যেখানে তা পড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাহলে تحري-এর নিষেধাজ্ঞা হয়ে গেল।

জবাব–২: হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথম বাবে (تحري বিহীন) জুমহূরের মাযহাব অবলম্বন করেছেন। যাদের মাযহাব হলো ফজরের পরে নামায পড়া সাধারণভাবে নিষেধ। (এমনটি যদি ফজরের দুই রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা ফওত হয়ে যায় তাও সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে)

আর بعد العصر এর মাসআলায় ইমাম বুখারী (রহ.) কতক যাহেরীদের মাযহাব অবলম্বন করেছেন। যাদের মাযহাব হলো যখন تحري করা নিষিদ্ধ তখন যদি ইচ্ছাকৃত তাহাররী করে তাহলে তা নিষিদ্ধ ও মাকরূহ হবে।

জবাব–৩ : কতক আকাবির হতে বর্ণিত আছে যে, আসরের পর নামায নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইচ্ছাকৃত আসরের পরে নফল নামায না পড়া; কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে নফল নামায পড়ে ফেলে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। উদাহরণতঃ কেউ কাযা নামায আদায় করছে, এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে এমন কোনো ত্রুটি সংঘটিত হয়ে গেল যা দ্বারা নামাযের ফরযিয়্যাতের গুণ বাতিল হয়ে গেল, যার পরিপ্রেক্ষিতে নামায নফলে পরিণত হয়ে গেল। তো যেহেতু তাতে তাহাররীর কোনো ইচ্ছা নেই, তাই তাতে কোনো সমস্যা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ [৩৮১] : যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আসর ও ফজরের (ফরজের) পর নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করে তার সম্পর্কে

رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ

হযরত ওমর, ইবনে ওমর, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাযি.) এ কথা বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

হাদীসের অনুবাদ [৫৬৮] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আমাদের সাথী ও বন্ধুদের আমি যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি ঠিক সেভাবে নামায আদায় করে দেখাচ্ছি। দিনে হোক বা রাতে আমি কাউকে নামায আদায় করতে নিষেধ করছি না। তবে সূর্য ওঠার সময় ও অস্ত যাবার সময় কেউ নামায আদায় করতে ইচ্ছা করো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ১৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন- يعني يجوز الصلوة وقت الاستواء الخ অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, ইমাম মালেক (রহ.) استواء তথা দ্বি-প্রহরের সময় নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) জুমআর দিন পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, তারও একটি ভিত্তি আছে। অবৈধতার হুকুম শুধুমাত্র সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় এবং ফজরের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্বের জন্য প্রযোজ্য হবে। استواء তথা দুপুরের সময় নামায পড়া জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা:

ঠিক দ্বি-প্রহরে নামায পড়া সম্পর্কিত বিধান:

مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَّا : ইমাম বুখারী (রহ.) এ حصر বা সীমাবদ্ধ বাক্য দ্বারা ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তার মতে استواء বা ঠিক দুপুরের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়। তাদের দলীল হলো বাবের হাদীস- لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ. غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا এখানে শুধুমাত্র সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়কে ইসতিছনা বা ব্যতিক্রম করা হয়েছে। সুতরাং এতদুভয় ব্যতীত সকল সময় নামায পড়া জায়েয, যার মধ্যে দ্বি-প্রহরও আছে।

মাকরূহ প্রবক্তাদের দলীল: ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ (রহ.)-এর মতে এ সময় নামায পড়া মাকরূহ। তাদের দলিল হলো হযরত উকবা বিন আমের জুহানী (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীস-

https://e-ilm.weebly.com/

ثلاث ساعات كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتي تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب (مسلم اول)

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, দ্বি-প্রহরের সময় নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত রয়েছে, তা সত্ত্বেও ইমাম মালেক (রহ.) এ সময় নামায পড়া জায়েয হওয়ার প্রবক্তা। (এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার)

এর দ্বারা এটা বুঝা গেল যে, যদি কোনো বিষয়ে কারো কওল তার রেওয়ায়েতের পরিপন্থি হয় তখন আমরা এটা নির্দ্বিধায় বলে দেই যে, সম্ভবত তার নিকট এ রেওয়ায়েত পৌছায়নি। এটা বলা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। দেখুন! এখানে ইমাম মালেকের নিকট এ হাদীস পৌছেছে তা সত্ত্বেও তিনি এটিকে বর্জন করেছেন।

মূলতঃ কথা এই যে, ইমামগণ কোনো কারণে কোনো প্রাধান্যের ভিত্তিতে কোনো রেওয়ায়েতের বিপরীত অন্য রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। উদাহরণতঃ ইমামগণের নিকট প্রাধান্যের কারণ বিভিন্ন কিছু হয়ে থাকে। সেরকমই ইমাম মালেকের নিকট এখানে মদিনাবাসীদের আমল প্রাধান্যের কারণ। যেহেতু আহলে মদিনার [মদিনাবাসীর] আমল এ সময় নামায পড়ার পক্ষে ছিল। তাই ইমাম মালেক একে প্রাধান্য দিয়েছেন।

হানাফীদের নিকট প্রাধান্যের কারণ اوفق بالقرآن ও রাবী افقه হওয়া, আর শাফেয়ীগণের মতে সনদ শক্তিশালী হওয়া বা রাবী নির্ভরযোগ্য হওয়া।

بَاب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ [৩৮২] : আসরের নামাযের পর কাযা নামায বা তার ন্যায় অন্য নামায (যেমন জানাযা ইত্যাদি) পড়ার বর্ণনা।

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

হযরত কুরাইব (রহ.) হযরত উম্মে সালামা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দুই রাকাত পড়েছেন। তিনি বলেন, আব্দুল কায়েস প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে জোহরের পরের দুই রাকাত পড়তে পারিনি।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৫৬৯] : হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি তাঁকে (আল্লাহর রাসূলকে) উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (আসরের পরে) দুই রাকাআত নামায আদায় পরিত্যাগ করেননি। আর অতিরিক্ত নামায আদায় করার কারণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এমন অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। আসরের পর যে দুই রাকাআত নামায তিনি আদায় করতেন তা

https://e-ilm.weebly.com/

অধিকাংশ সময়ই বসে বসে আদায় করতেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুই রাকাআত নামায মসজিদে আদায় না করে এ ভয়ে বাড়িতে আদায় করতেন যে, তাঁর উম্মতের জন্য তা কঠিন ও কষ্টকর হবে। (যদি তা তাঁর উম্মতের জন্য ফরজ করে দেয়া হয়)। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য সহজসাধ্য জিনিসই সবসময় পছন্দ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ৮৩, ২২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ

অনুবাদ: [৫৭০] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) তাঁর ভাগ্নে উরওয়াকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ভাগ্নে! আমার কাছে অবস্থানের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দুই রাকাআত নামায আদায় করা কখনো ত্যাগ করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুবাদ: [৫৭১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনোভাবেই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাআত নামায আদায় ত্যাগ করতেন না। এবং তা হলো ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাআত নামায এবং আসরের পর দুই রাকাআত নামায।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৭২] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, কোনোদিন যখনই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর আমার কাছে আসতেন তখনই দুই রাকাআত নামায আদায় করতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে।

مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ বাবের দু' বাব পূর্বে মাকরূহ ওয়াক্তসমূহের আলোচনায় এটা বলা হয়েছিল যে, মাকরূহ ওয়াক্ত দুই প্রকার। এবং উভয় প্রকারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া পূর্বের বাব দ্বারা আসরের নামাযের পর নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা জানা গেছে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আসরের পর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা নফল নামাযের জন্য প্রযোজ্য হবে। কাযা নামায পড়া জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা:

একাধিক রাবী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পরে দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অপর রেওয়ায়েতের বিপরীত, তিনি আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তবে এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ কেননা তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু'রাকাতের পুনরাবৃত্তি করেন নি। ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীসের অনুরূপ যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযি.) থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে আয়েশা (রাযি.) থেকেও একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর বরাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিনই আসরের পর তার নিকট এসেছেন, দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন। তারই সূত্রে উম্মে সালামা (রাযি.)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত নামায আদায় করা মাকরূহ। তবে এ থেকে ব্যতিক্রম নামাযগুলো মাকরূহ নয়। যেমন, আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত ও ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাওয়াফের পর মক্কা শরীফে নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াফের পর এ দুই সময়ে নামায আদায় করার অনুমতি বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলেমদের অভিমতও এটাই। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের একদল আলেম মক্কার ক্ষেত্রেও আসর ও ফজরের পর নামায আদায় করা মাকরূহ বলে অভিমত দিয়েছেন। ইমাম সুফয়ান ছাওরী, মালেক ইবনে আনাস ও কূফার কোনো কোনো আলেম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আসরের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'রাকাত নামায আদায় সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো পরস্পরবিরোধী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'রাকাত শুধু একবারই পড়েছেন। মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর এবং মুসনাদে আহমদে হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) -এর একটি হাদীস দ্বারাও এটা জানা যায় যে, তিনি এ নামায কেবল একবার আদায় করেছেন। অবশ্য বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর একটি রেওয়ায়েত এ বাবে আছে–

ما كان النبى ﷺ يأتينى فى يوم بعد العصر الا صلى ركعتين.

এ ছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতে আসরের পর দু'রাকাতের কথা উল্লেখ আছে। যাতে (اى داوم عليهما) (اثبتهما) এ দু'রাকাত তিনি স্থায়ীভাবে আদায় করেছেন শব্দও আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

-এর দ্বারা সার্বক্ষণিক এ আমল করেছেন বলে বুঝা যায়। এ ছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ভিন্ন একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে-

عن عائشة قالت ماترك رسول الله صلى الله عليه سلم ركعتين بعد العصر عندى قط

আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও আমার নিকট আসরের পরে দু'রাকাত নামায পরিহার করেননি।) এর দ্বারাও এটি দায়েমী আমল বুঝা যায়।

দ্বন্দ্ব নিরসনঃ এ বিরোধ নিরসনের জন্য কেউ পূর্ণ মনোযোগ দেননি। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) এ দিকে কিছু ইঙ্গিত করেছেন। সমস্ত রেওয়ায়েত একত্র করলে বুঝা যায়, সর্বদা এ আমল করার বিষয়টি যেসব রেওয়ায়েতে বিদ্যমান, সেগুলো অধিক সহীহ। আর যেসব রেওয়ায়েতে কেবল একবার পড়ার কথা উল্লেখ আছে, সেগুলোর বেশিরভাগের সনদ দুর্বল। যেমন ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণিত হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাসান সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিস এর উপর এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ হাদীসটি জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ-আতা ইবনুস সাইব সূত্রে বর্ণিত। আর একথা স্বীকৃত যে, জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ যে সময় আতা ইবনুস সাইব থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন সে সময় তার স্মৃতিতে গন্ডগোল দেখা দিয়েছিল। তাই এ হাদীসটি দুর্বল। এটি হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণিত সহীহ হাদীসের মোকাবিলা করতে পারে না।

তাই বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাযি.) -এর সাথে এ রেওয়ায়েতের বিরোধ থেকে যায়। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) এ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য المثبت مقدم على النافى নীতি অবলম্বন করেছেন, হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) -এর নামায না পড়ার কথাটা তার জানা অনুসারে এবং হযরত আয়েশা (রাযি.) যে নামায পড়ার কথা বলেছেন, সেটা তার জানা অনুসারে। এ উত্তরটি প্রশান্তিদায়ক হতে পারত, কিন্তু এর উপর এক শক্তিশালী প্রশ্ন হয় মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হযরত কুরাইব হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর আজাদকৃত দাস এর একটি রেওয়ায়েত দ্বারা - তিনি বলেন।

ان عبدالله بن عباس وعبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمة ارسلوه الى عائشة زوج النبى ﷺ فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر

.....قال يا ابنة ابى امية. سألت عن الركعتين بعد العصر انه اتانى اناس من بنى عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুর রহমান ইবনে আযহার ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা কুরাইবকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন। তারা বললেন, তুমি গিয়ে তাঁর নিকট আমাদের সবার সালাম বলো এবং তাকে আসর পরবর্তী দু'রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর এবং বল, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি এ নামায আদায় করেন। অথচ আমাদের নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ নামায থেকে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আর আমি ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) -সহ লোকজনকে এ নামায থেকে ফিরাতাম। কুরাইব বলেন, অতঃপর আমি আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, এবং তাদের প্রেরিত সংবাদ পৌঁছালাম। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মে সালামা (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করো। তখন আমি তাদের নিকট চলে এলাম এবং আয়েশা (রহ.) -এর কথা তাদের কাছে বললাম। তারা আমাকে উম্মে সালামা (রাযি.)-এর নিকট সেই সংবাদ নিয়ে পুনরায় পাঠালেন, যেরূপ পাঠিয়েছিলেন, আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট। উম্মে সালামা (রাযি.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'রাকাত সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি। আবার তাকে এ দু'রাকাত পড়তেও দেখেছি। তবে এ দু'রাকাত তিনি তখন আদায় করেছেন, যখন আসরের নামায

https://e-ilm.weebly.com/

আদায় করেছেন, তারপর আমার নিকট আসলেন। আমার কাছে তখন আনসারী গোত্র বনু হারামের কিছু সংখ্যক মহিলা ছিলেন। তখন তিনি সে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। আমি তার নিকট একজন বাঁদি প্রেরণ করলাম। বললাম, তুমি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে থাক এবং তাঁকে বলো, উম্মে সালামা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এ দু'রাকাত আদায়ে নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ আপনাকে দেখছি, আপনি এ দু'রাকাত আদায় করেছেন। তখন যদি তিনি হাতে ইশারা করেন, তবে তার কাছ থেকে পেছনে সরে আসবে। উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, বাদিটি তাই করল। তিনি হাতে ইঙ্গিত করলেন। তাই সে পেছনে সরে এলো। অতঃপর তিনি নামায থেকে ফিরে এসে বললেন, হে আবূ উমাইয়ার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পর দু'রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। আসলে ব্যাপার হলো, বনু আব্দুল কায়সের কিছু লোক মুসলমান হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে। তারা আমাকে জোহর পরবর্তী দু'রাকাত থেকে বিরত রেখেছে। এ হলো সেই দু'রাকাত।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আয়শা (রাযি.)-এর এ সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তি ও হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) ছিলেন। কেননা তিনি হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। এ ছাড়া ত্বহাবীতে একটি হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عن عبد الرحمن بن ابى سفيان ان معاوية ارسل الى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر فقالت ليس عندى صلاهما.

আব্দুর রহমান ইবনে আবূ সুফয়ান থেকে বর্ণিত যে, হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন, আসরের পর দু'রাকাত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য। উত্তরে তিনি বলেন, তিনি এ দু'রাকাত আমার নিকট পড়েন নি। তবে উম্মে সালামা (রাযি.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ দু'রাকাত তার নিকট আদায় করেছেন। তারপর মু'আবিয়া (রাযি.) উম্মে সালামা (রাযি.)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন। উম্মে সালামা বললেন, এ দু'রাকাত নামায রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আদায় করেছেন। তবে এবারের পূর্বে ও পরে এ দু'রাকাত নামায তাকে আমি পড়তে দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, আসরের পর যে, দু'রাকাত নামায আদায় করলেন, সেটি কোনো নামায? এ দু'রাকাত তো আপনি এর আগে ও পরে আর আদায় করেন নি। এতদশ্রবনে তিনি বললেন, এ দু'রাকাত নামায আমি জোহরের পর পড়তাম। সেই সময় আমার নিকট সদকার কিছু তাগড়া উটনী আসল। ফলে আমি সেই দু'রাকাতের কথা ভুলে যাই এবং আসর পড়ে ফেলি। এর পর যখন তা মনে পড়ল, তখন মসজিদে তা পড়তে আমি অপছন্দ করলাম। কারণ লোকজন আমাকে দেখবে। তাই তোমার নিকট সেই দু'রাকাত নামায আদায় করলাম।

এ হাদীস দ্বারা একথা পরিপূর্ণ স্পষ্ট হয় যে, হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর জানার ভিত্তি ছিল হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) এখন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে দায়েমী আমলের বর্ণনাটি বোধগম্য নয়।

এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর অধম কোনো কিতাবে খুঁজে পায়নি। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে যেটি বুঝে আসে সেটি হলো, সর্বপ্রথম এ ঘটনা হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) এর সামনে সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, ليس عندى صلاهما ولكن ام سلمة حدثتنى انه صلاهما عندها.

আমার নিকট সেই দু'রাকাত তিনি আদায় করেন নি। তবে উম্মে সালামা আমাকে বলেছেন, তিনি এ দু'রাকাত নামায তার নিকট আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কোনো আমল শুরু করতেন, তখন তা নিয়মিত করতেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর নিকট একবার আসর বাদ দু'রাকাত নামায আদায় করার পর এ আমলটিও হয়ত অব্যাহত রেখেছেন। আর এ অব্যাহত রাখার বিষয়টি হযরত আয়েশা (রাযি.)–এর জানা ছিল, হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর জানা ছিল না। ফলশ্রুতিতে হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন,

https://e-ilm.weebly.com/

ماترك رسول الله النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين بعد العصر عندى قط.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দু'রাকাত নামায আমার নিকট কখনো পরিহার করেন নি। এ ব্যাখ্যার আলোকে বেশির ভাগ রেওয়ায়েতের মাঝে মুনাসাবাত বিধান হয়ে যায়। সাধারণ উম্মতের ক্ষেত্রে আসর পরবর্তী দু'রাকাতের মর্যাদা কিরূপ এ ব্যাপারে সামান্য মতভেদ আছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এটাকে জায়েয বলেন। তিনি প্রমাণস্বরূপ সেই হাদীসগুলোকে পেশ করেন, যেগুলোতে এ আমলটি দায়েমী হওয়ার বিষয়টি এসেছে।

২. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে আসর পরবর্তী দু'রাকাত উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণিত সেই সব রেওয়ায়েত যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আমলটি দায়েমীভাবে করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে সেটাকে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রমাণ সেই সব হাদীস যাতে অসর পরবর্তী দু'রাকাত নামায নিষিদ্ধের কথা রয়েছে। এ আমলটি বিশেষত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং উম্মতের জন্য জায়েয না হওয়ার বিষয়ে হানাফীদের কয়েকটি দলিল নিম্নরূপ :

---

১. ত্বহাবী মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসরের পর দু'রাকাত আদায় করলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, يا رسول الله اقتضيهما اذا فاتتا قال لا ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দু'রাকাত ছুটে গেলে তা কি আমরা কাযা করব? তিনি বললেন, না। এ হাদীসটি উক্ত আমল নবীজীর জন্য খাস হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

(হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ দু'রাকাত যদি ছুটে যায় তাহলে কি আমরা তা কাযা আদায় করব? তিনি বললেন, না।

(قال ابن حبان... عن ام سلمة افتصليهما اذا فاتتا قال لا.

(ইবনে হিব্বান বলেছেন) আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না- উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, এ দু'রাকাত ছুটে গেলে তা কি আপনি কাযা আদায় করেন? উত্তরে তিনি বললেন, না।

২. সুনানে আবূ দাউদে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত আছে–

ان رسول الله ﷺ كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর নামায পড়তেন। অথচ অন্যদেরকে তা নিষেধ করতেন। তিনি একাধারে রোযা রাখতেন অথচ অন্যদেরকে এ রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। এ রেওয়ায়েতটিও উক্ত আমল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য খাস হওয়া এবং উম্মতের জন্য অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

২. সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাযি.) আসর পরবর্তী দু'রাকাত সম্পর্কে বলেন, وكان اذا اصلى صلاة اثبتها (তিনি যখন কোনো নামায পড়তেন, তখন তা স্থায়ীভাবে আদায় করতেন।) এ রেওয়ায়েতের পূর্বাপর আলোচনা ও উক্ত আমলটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

পরিচ্ছেদ [৩৮৩] : বৃষ্টিময় দিনে নামায সকাল সকাল পড়ার বর্ণনা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৭৩] : আবুল মালীহ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, এক বৃষ্টির দিনে আমরা বুরায়দার সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সকাল সকাল (আসরের) নামায আদায় করে নাও। কারণ, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল (ছুটে গেল) তার সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৮, ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনামের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, তা হলো বৃষ্টির দিনে নামায তাড়াতাড়ি পড়ার প্রতি তাকিদ প্রদান করা।

ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: শিরোনাম হলো বৃষ্টির দিনে যে কোনো নামায তাড়াতাড়ি পড়ার কথা। সুতরাং হাদীসটি দুটি কারণে বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এক. শিরোনামের সাথে মুনাসাবাত হয় বুরাইদার কওলের সাথে, হাদীসের সাথে নয়।

দুই. হাদীসে আছে আসরের কথা, আর শিরোনামে যে কোনো নামাযের কথা।

জবাব: বুরাইদার কওল দ্বারা ইঙ্গিতার্থে অন্য নামাযগুলিও বুঝে আসে। কারণ, বুরাইদার কওলের উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টির দিনে বিলম্ব করতে গেলে নামায কাযা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ফরযিয়্যাতের ক্ষেত্রে সকল নামাযই সমান। সুতরাং বলতে হবে যে, শিরোনামের সাথে ইঙ্গিতার্থে মিল হয়েছে; স্পষ্ট শব্দ দ্বারা নয়। – ওমদাতুল কারী

প্রশ্ন: নামায ইচ্ছাকৃত তরক করা কবিরা গুনাহ। আর حبط اعمال বা আমল ধ্বংস হওয়া এটি হলো শিরক ও কুফরের শাস্তি? কারণ, আল্লাহর বাণী- ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله অন্যত্র আছে- ولو اشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون আর একথা স্পষ্ট যে, নামায তরক করা শিরক ও কুফরি নয়।

জবাব: এর কয়েকটি জবাব হতে পারে। যথা-

৪. এখানে নামায তরক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো علي سبيل الانكار অস্বীকারবশতঃ তরক করা।

৫. অথবা, علي سبيل الاستهزاء উপহাসস্বরূপ।

৬. অথবা, একথাটি ধমকের জন্য প্রযোজ্য হবে। যেমন হাদীসে আছে- من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

পরিচ্ছেদ [৩৮৪] : ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আজান দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى

হাদীসের অনুবাদ [৫৭৪] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাদাতাহ (রাযি.) তার পিতা আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। কেউ কেউ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! শেষ রাতে আপনি যদি আমাদের সাথে আরাম করতেন (ঘুমাতেন) তাহলে কতোই না ভাল হতো! তিনি বললেন, আমি তোমাদের ঘুমিয়ে নামায কাযা করার আশঙ্কা করি। তখন বিলাল বললেন, আমি আপনাদের সকলকে জাগিয়ে দেবো। সুতরাং সবাই শুয়ে পড়লো কিন্তু বিলাল তার উটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে রইলো। তার দুটি চোখ বন্ধ হয়ে এলে সেও ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে সূর্যের প্রান্তরেখা দেখা দিলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন এবং বিলালকে ডেকে বললেন, বিলাল, তুমি যা বলেছিলে তা কোথায়? বিলাল বললো, কোনোদিনও আমাকে এমন ঘুমে পায়নি। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর যখন ইচ্ছা তোমাদের রুহকে কবজ করে নিয়েছিলেন এবং যখন ইচ্ছা ফেরত দিয়েছেন। হে বিলাল, যাও, নামাযের জন্য আজান দাও। এরপর তিনি অজু করলেন এবং সূর্য কিছু ওপরে উঠলে এবং চারদিক আলোকিত হয়ে পড়লে তিনি উঠে নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ-অংশের সাথে। কারণ, দুই ঠাণ্ডার নামাযের একটি হলো ফজরের নামায।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১১৩ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে لَيْلَةَ التَّعْرِيسِ-এর হাদীস এনেছেন। উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, যদি পূর্ণ জামাতের নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে আজান দেওয়া জায়েয। এটিই হলো হানাফীদের মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে হানাফী ও হাম্বলীদের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করছেন।

ব্যাখ্যা:

ইমামগণের মতামত:

১. হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে ফওত হওয়া নামাযের জন্য আজান ও ইকামত উভয়টিই দিতে হবে। এটিই হলো ইমাম শাফেয়ীর প্রাচীন কওল। সুতরাং তাদের মতে যদি পূরা জামাতের নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আজান ও ইকামত দিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়তে পারবে। তবে তা জামে মসজিদের বাইরে হতে হবে, চাই ঘরে হোক বা ময়দানে।

https://e-ilm.weebly.com/

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর নতুন কওল হলো ফওত হওয়া নামাযের জন্য আজান নেই, শুধুমাত্র ইকামত দিলেই চলবে।

عَرَّسْتَ : তারীছ অর্থ ভ্রমণ হতে শেষ রাতে বিশ্রাম নেওয়া। التعريس لَيْلَة-এর ঘটনা কি একবার সংঘটিত হয়েছিল না একাধিকবার? সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট মতবিরোধ রয়েছে।

কারো কারো মতে তা মাত্র একবার সংঘটিত হয়েছিল– একাধিকবার নয়।

কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরাম যেমন কাজী ইয়ায, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.), আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখের মতে তা একাধিকবার সংঘটিত হয়েছিল। যেমন ইবনুল আরাবী বলেন التعريس لَيْلَة-এর ঘটনা তিনবার হয়েছিল।

হাদীস ও রেওয়ায়েত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে একাধিকবার হওয়াই বুঝে আসে। উদাহরণতঃ এ রেওয়ায়েতে আছে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ইমরান বিন হুসাইনের রেওয়ায়েতে আছে সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়েছিলেন হযরত আবু বকর (রাযি.)। এরপর অমুক অমুক, অতঃপর ওমর (রাযি.) জাগ্রত হয়ে জোরে তাকবীর বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। সুতরাং এটিই বলতে হবে যে একাধিকবার সংঘটিত হয়েছিল; নতুবা রেওয়ায়েতসমূহের মাঝে সমন্বয়সাধন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

পরিচ্ছেদ [৩৮৫] : সময় চলে যাওয়ার পর লোকদেরকে জামাতের সাথে নামায পড়ানোর বর্ণনা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৭৫] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় এক দিন সূর্যাস্তের পর ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে কুরাইশ গোত্রের কাফিরদের গালি দিতে লাগলেন। তিনি (ওমর) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এখন পর্যন্ত আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। কারণ, আমি আসরের নামায আদায় করার মতো অবস্থায় ছিলাম না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ, আমিও আসরের নামায আদায় করিনি। (ওমর বলেন) সুতরাং আমরা উঠে বুতহানের দিকে অগ্রসর হলাম। সেখানে তিনি নামাযের জন্য অজু করলেন। আমরাও অজু করলাম এবং সূর্যাস্তের পর তিনি আসরের নামায আদায় করলেন এবং এর পরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১৮৩-৮৪, ৮৪, ৮৯, ১২৯, ৫৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে, যদি পূরা জামাতের নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে তা জামাতের সাথে আদায় করা উচিত। তিনি এ মাসআলাটি উৎসারণ করেছেন - فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ. فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. وَتَوَضَّأْنَا لَهَا হতে।

ব্যাখ্যা:

مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ : আমি আসরের নামাযের কাছে যেতে পারিনি। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ওমর ফারূক (রাযি.) পড়েছিলেন না পড়েননি? আল্লামা আইনী (রহ.) পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন, এবং মূলনীতিমূলক নিজের মতামত পেশ করেছেন যে, হযরত ওমর (রাযি.) পড়েননি। কারণ, যখন তিনি قرب صلوة[নামাযের কাছে যাওয়ার] نفي করছেন, তাহলে তো নামায আদায়ের نفي উত্তমভাবেই হবে। অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযি.) নামায পড়েননি। আল্লামা কাস্তাল্লানী (রহ.) বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

اي ما صليت حتي غربت الشمس لان كاد اذا تجردت عن النفي كان معناها اثباتا وان دخل عليها نفي كان معناها نفيا لان قولك كاد زيد يقوم معناه اثبات قرب القيام وقولك ماكاد زيد يقوم معناه نفي قرب الفعل وههنا نفي قرب الصلوة فانتفت الصلوة بالطريق الاولي

মোটকথা, এটিই প্রাধান্য ও সহীহ কওল। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে-

(اذا اخرج يده لم يكد يراها (سورة نور

যদি নিজ হাত বের কর তাহলে (দেখা তো দূরের কথা) দেখার সম্ভাবনাও নেই।

এ সমস্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এটা বুঝা গেল যে, হযরত ওমর (রাযি.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, তিনি আসরের নামাযের কাছেও যেতে পারেননি; অর্থাৎ নামায পড়তে পারেননি, এমনকি সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করেছে।

এর আরো অতিরিক্ত দলীল এক বাব পরেই হাদীস আসছে। যাতে আছে- حتي غربت الشمس এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

বুদ্ধিগতভাবেও বুঝা যায় যে, হযরত ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে একাকী নামায পড়ে নিবেন। অথচ আল্লাহর বাণী-

يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (حجرات)

হযরত ওমর (রাযি.) কাফেরদেরকে গালি দেওয়া, আফসোস করাও একথার ইঙ্গিত করে যে, তিনি নামায পড়েননি। যদি তিনি পড়তেন তাহলে আফসোস ও গালি-গালাজের কোনো কারণ ছিল না; কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে ওমর! আমিও তো এখনো নামায পড়িনি।

এরপর হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, আমরা বুতহান উপত্যকার দিকে গেলাম। সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নামাযের জন্য অজু করলেন, আমরাও করলাম। এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায পড়লাম।

প্রশ্ন: হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, খন্দক যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র আসরের নামায কাযা হয়েছিল। তাছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রাযি.) হতে রেওয়ায়েত আছে-

https://e-ilm.weebly.com/

شغلونا عن الصلوة الوسطي صلوة العصر (مسلم اول)

কিন্তু তিরমিযী শরীফে একটি রেওয়ায়েত আছে–

ان المشركين شغلوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن اربع صلوات يوم الخندق حتي ذهب من الليل (ترمذي اول)

তিরমিযী শরীফের এ রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা– এ চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিল। এ হাদীস বাহ্যতঃ বাবের হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ।

জবাব: ১. কেউ কেউ এগুলোকে একই ঘটনা সাব্যস্ত করে মুনাসাবাত বিধানের জন্য حفظ كل عالم يحفظ الاخر (প্রত্যেকেই এমন কিছু স্মরণ রেখেছেন, যা অন্যজন স্মরণ রাখতে পারেননি।)- এ মূলনীতি কাজে লাগিয়েছেন। তা এভাবে যে, মূলত তিন ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিল। কিন্তু কোনো বর্ণনাকারী হয়ত একটি বা দুটির কথা আলোচনা করেছেন, অবশিষ্টটির কথা উল্লেখ করেননি।

২. ইমাম নববী (রহ.) বলেন–

طريق الجمع بين هذه الروايات ان واقعة الخندق بقيت اياما فكان هذا في بعض الايام وهذا في بعضها

খন্দকের যুদ্ধের ব্যস্ততা এক দিন ছিল না; বরং তা কয়েকদিন একাধারে অব্যাহত ছিল। মুশরিকদের লাগাতার তীর ও পাথর নিক্ষেপের কারণে কয়েকবার নামায কাযা হয়েছিল। কোনো দিন এক ওয়াক্ত শুধুমাত্র আসরের নামায, আবার অন্য দিন জোহর ও আসর দুই ওয়াক্ত, যেমন মুয়াত্তার রেওয়ায়েতে আছে। আবার কোনো দিন চার ওয়াক্ত, যেমন তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে। যেহেতু আসর সম্পর্কিত রেওয়ায়েতটি বুখারী (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী ছিল তাই তিনি শুধুমাত্র এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

তাছাড়া তিরমিযীর রেওয়ায়েতে চার ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়াটা ব্যাপকার্থে বলা হয়েছে। কেননা, তখন মাত্র তিন ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিল। জোহর, আসর ও মাগরিব। তবে ইশার নামায যেহেতু স্বাভাবিক ওয়াক্ত হতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল তাই তিরমিযীর হাদীসে تغليب-এর ভিত্তিতে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা মূলতঃ ইশার নামায কাযা হয়নি। যেমন তিরমিযীর রেওয়ায়েতের শব্দ একথাকে স্পষ্ট করে– حتى ذهب من الليل ما شاء الله (এমনকি রাতের একটি অংশ কেটে গিয়েছিল।)

নামায কাযা হওয়ার কারণ: নামায কাযা হওয়ার কারণ ছিল শত্রুপক্ষের শক্ত অবস্থান ও তাদের ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিহতকরণ। যদিও সামনাসামনি যুদ্ধ হয়নি; কিন্তু দশ সহস্রাধিক শত্রুসেনার তীরান্দাজী ও প্রস্তরনিক্ষেপের কারণে সুযোগ পাননি। যেমন তিরমিযীর হাদীসের শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে–ان المشركين شغلوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ

আর ভয়ের নামাযের বিধান এ যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছিল। নতুবা দুটি জামাত করে নামায আদায় করে নিতে পারত।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ

পরিচ্ছেদ [৩৮৬] : যে ব্যক্তি কোনো নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে সে তা যখন স্মরণ হয় তখন আদায় করবে, এবং শুধুমাত্র ঐ নামাযকে আদায় করবে; (অন্য নামায নয়)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ

ইবরাহীম নখয়ী বলেন, যে ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামায তরক করে রেখেছে সে শুধুমাত্র ঐ এক

(নামাযই কাযা করবে। (অর্থাৎ ঐ নামায একবারই কাযা আদায় করবে, একাধিকবার নয়

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৭৬] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ কোনো নামাযের কথা ভুলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবে তখন আদায় করে নিবে। উক্ত নামাযের কাফফারা এছাড়া আর কোনো কাফ্ফারা নেই। কারণ আল্লাহ বলেছেন, আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৪ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কিছু লোকের ভুল ধারণা নিরসন করা। নাসাঈ শরীফের একটি রেওয়ায়েত ও আবু দাউদের একটি দীর্ঘ হাদীসের শেষে রয়েছে- فليصلها حين ذكرها ومن الغد للوقت হাদীসের এ শব্দের কারণে কেউ কেউ এ শব্দের বাহ্যিকতা দ্বারা এর উদ্দেশ্য এমন বুঝেছেন যে, যখন স্মরণ হবে তখন একবার পড়বে, আবার পরের দিন যখন ঐ নামাযের সময় হবে তখন আবার পড়তে হবে। এমনই একটি রেওয়ায়েত মুসলিম শরীফ (খ.১, পৃ. ২৩৯)-এ আছে, যার শব্দ হলো- فليصلها حين ينبه لها فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها অর্থাৎ যখন স্মরণ হবে তখন পড়বে, এবং পরবর্তী দিন যখন এ ওয়াক্তের সময় হবে তখন ঐ সময় নামায পড়বে।

হাদীসে এ শব্দের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা কেউ কেউ এটা বুঝেছেন যে, ফওত হওয়া নামায দু'বার পড়তে হবে। একবার স্মরণ হওয়ার সময়, আবার পরের দিন ঐ নামাযের সময়।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের এ মতকে খণ্ডন করছেন- لا يعيد الا تلك الصلوة বলে।

ومن الغد للوقتএর আসল ও সঠিক উদ্দেশ্য হলো এই যে, পরবর্তি দিন যখন নামাযের সময় হবে তখন নিয়ম অনুযায়ী সময়মত নামায পড়বে। এ অর্থ নয় যে, ফওত হওয়া নামায পুনরায় পড়বে।

সুতরাং যদি কোনো দিন কারো ঘুমের কারণে বা ভুলে যাওয়ার কারণে নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে জাগ্রত হলে বা স্মরণ হলে সাথে সাথে ঐ নামায পড়ে নিতে হবে। (তবে শর্ত হলো নিষিদ্ধ ওয়াক্ত না হওয়া)

https://e-ilm.weebly.com/

তবে এমন যেন না হয় যে, পরের দিনও আবার কাযা হয়ে যায়; বরং من الغد الوقت অর্থাৎ পরবর্তী দিন ঐ নামায সময়মত পড়বে।

তবে যদি মাকরূহ ওয়াক্তে স্মরণ হয় বা ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তাহলে হানাফীদের মতে সে অপেক্ষা করবে সহীহ ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত। এটিই হলো জুমহূর ইমামগণের মাযহাব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এর বিপক্ষে। তিনি বলেন যখন স্মরণ হবে তখনই আদায় করবে, যদিও তখন মাকরূহ ওয়াক্ত হয়।

ব্যাখ্যাঃ

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا : কোনো ব্যক্তি যদি নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে বা নামায আদায় করতে ভুলে যায়, অতঃপর সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় বা নামাযের কথা স্মরণ হয় এমন সময়ে, যে সময়টি নামাযের ওয়াক্ত নয়, তবে সে ব্যক্তির করণীয় কি এ সম্বন্ধে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কতক আলেম বলেন, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় হলেও যখনই তার স্মরণ হবে বা ঘুম ভাঙ্গবে, তখনই নামায আদায় করে নিবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক, শাফেয়ী ও মালেক (রহ.) -এর অভিমত এটা।

কতক আলেম বলেন, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পূর্ণরূপে না হওয়া পর্যন্ত সে নামায আদায় করবে না।

ليس فى النوم تفريط -আমি হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর রচিত কোনো গ্রন্থে দেখেছি, তিনি বলেন, এটা ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন ব্যক্তি নামাযের সময়ের মধ্যে জাগ্রত হওয়ার পূর্ণ গুরুত্ব এবং ব্যবস্থা করে ঘুমায় এর পরও সে চোখ খুলতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যবস্থা না করে ও ঘুম ভাঙ্গার কোনো উপকরণ সংগ্রহ না করে, তাহলে সে এ হাদীসের আওতায় আসবে না। যেমন তা'রীসের হাদীসে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযি.) কে এ আদেশ দিয়ে ঘুমুতে যান যে, বেলাল যেন তাকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু বেলালও ঘুমিয়ে পড়েন এবং কেউ চোখ খুলতে পারেননি।

فليصلها اذا ذكرها. এসব শব্দের ব্যাপকতার দ্বারা প্রমাণ পেশ করে তিন ইমামের মাযহাব হলো কাযা নামায ঠিক ঐ সময়েই পড়া জরুরি যখন মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় বা তার নামাযের কথা স্মরণ হয়। যদিও সেটা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত বা মাকরূহ কোনো ওয়াক্ত হয়। এ সকল ইমাম মাকরূহ ওয়াক্তে নামায আদায় করা নিষেধসূচক হাদীসগুলোকে এ ব্যাপকতা থেকে ব্যতিক্রম ও সুনির্দিষ্ট মনে করেন। পক্ষান্তরে হানাফীদের নিকট কাযা নামায ওয়াজিব হয় ব্যাপকভাবে। অর্থাৎ স্মরণ হওয়া বা জাগ্রত হওয়ার পর যে কোনো সময়েই নামায আদায় করা যেতে পারে। সুতরাং মাকরূহ ওয়াক্তে তা আদায় করা ঠিক নয়। হানাফীগণ মাকরূহ ওয়াক্তে নামায আদায় নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে প্রমাণরূপে পেশ করেন। আর অনুচ্ছেদের হাদীসটিকে এসব হাদীস দ্বারা খাসকৃত মনে করেন। হানাফীগণের মত প্রণিধানযোগ্য হওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ :

১. এ অনুচ্ছেদের হাদীসের কার্যত ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'রীস রজনীতে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই তা'রীসের হাদীস এ ঘটনায় মূলের ভূমিকা রাখে। সেখানে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়েই সেখানে নামায পড়ার পরিবর্তে সেখান থেকে সফর করে কিছু দূর সামনে গিয়ে অবস্থান করেন এবং সেখানে নামায আদায় করেন, যখন সূর্য যথেষ্ট পরিমাণ উঁচুতে উঠেছিল।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর উত্তর এভাবে দেয়ার চেষ্টা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য নামাযকে বিলম্বিত করেননি যে, সেটা মাকরূহ ওয়াক্ত ছিল। বরং এ বিলম্বি করণ ও যাত্রা এ কারণে ছিল, যেন সেই উপত্যকা থেকে বেরিয়ে পড়েন। যার মধ্যে শয়তানের প্রভাব ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি - فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان (কেননা এটা এমন এক মঞ্জিল যেখানে আমাদের নিকট শয়তান উপস্থিত হয়েছিল)।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু এ জওয়াবটি দুর্বল। কারণ, কোনো স্থানে শয়তানের প্রভাব বিস্তার নামাযকে তার ওয়াজিব সময় থেকে বিলম্বিত করার কোনো শরয়ী কারণ নয়। বরং নামাযই শয়তানী প্রভাবের ঔষধ। তাই ঘটনা এটাই যে, নামাযকে বিলম্বিত করা হয়েছিল এ কারণে, যেন মাকরূহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়। এ দিকে জায়েয ওয়াক্তের অপেক্ষায় যে সময়টুকু অতিক্রান্ত হয় সে সময়টুকু ঐ উপত্যকায় অতিবাহিত করাকে তিনি পছন্দ করেননি। তাই সামনে অগ্রসর হয়েছেন এবং কারণ এটাই বর্ণনা করেছেন- فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان (কারণ এটা এমন এক মঞ্জিল,যেখানে শয়তান আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে।)

২. মাকরূহ ওয়াক্তে নামায নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। এ সময়ে সব ধরনের নামায আদায় নাজায়েয সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ অবৈধতার ব্যাপকতায় কাযা নামাযও শামিল হয়ে যায়।

৩. স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনুচ্ছেদের হাদীসের শব্দগুলো فليصلها اذا ذكرها এর ব্যাপকতার উপর আমল করেন না। কেননা তার মতেও কতক অবস্থায় নামাযকে বিলম্বিত করা জরুরি হয়ে যায়। যেমন কোনো মহিলার ঋতুবতী থাকা অবস্থায় নামাযের কথা স্মরণ হলো। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতেও ঐ মহিলার জন্য পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করা জরুরি। যেন এ স্থানে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)ও এ হাদীসকে খাস করে নিতে বাধ্য। সুতরাং যখন এক স্থানে ব্যাপকতা শেষ হয়ে গেল, তখন মাকরূহ ওয়াক্তগুলোকেও খাস করে নিতে অসুবিধা কোথায়? মূলত হাদীসের উদ্দেশ্যটা কেবল এতটুকু যে, স্মরণ হওয়ার পর শরিয়তের নিয়ম-নীতি অনুসারে নামায আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি শরিয়তের নীতির আলোকেই বিলম্বিত করার কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে, তবে বিলম্বিত করা ওয়াজিব হবে।

৪. আল্লামা বাহরুল উলুম লাখনভী (রহ.) রাসালুল আরকান' গ্রন্থে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে অনুচ্ছেদের হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, اذا ذكرها বাক্যেاذا শব্দটি যেমনিভাবে জরফের (অধিকরণের) অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনিভাবে শর্তের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- কবির উক্তিতে আছে –

اذا تصبك خصاصة فتجمل যদি তোমার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তুমি উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করো। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে اذاذكرها কে যদি ان ذكرها -এর অর্থে গ্রহণ করা হয় তবে কোনো প্রশ্ন থাকে না। কেননা তখন অর্থ হবে- যদি স্মরণে এসে যায়, তাহলে নামায পড়ে নিও। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এই স্মরণ আসা ওয়াক্তের সাথে শর্তায়িত হবে না।

৫. হযরত আল্লামা গাংগুহী (রহ.) বলেছেন, আলোচ্য হাদীসটি নামায আদায়ের বিবরণে 'নস্' ও সময়ের বর্ণনায় 'জাহের'। 'জাহেরের উপর 'নস'এর প্রধান্য লাভ করার বিষয়টি সুনির্ধারিত। (আল কাউকাবুদ দুররী, ১/১০০

بَاب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

পরিচ্ছেদ [৩৮৭] : কাযা নামাযসমূহ তারতীবের সাথে পড়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৭৭] : হযরত জাবির বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় এক দিন সন্ধ্যায় ওমর (রাযি.) কুরাইশ কাফিরদেরকে গালি দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, তাদের কারণে সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। জাবির বলেন, পরে আমরা বুতহান নামক স্থানে গেলাম এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন এবং তারপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ৮৪, ৮৯, ১২৯, ৫৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, তা হলো যদি কারো একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে সেগুলি আদায়ের ক্ষেত্রে তারতীব জরুরি ও ওয়াজিব। সুতরাং এ মাসআলায়ও ইমাম বুখারী (রহ.) হানাফী ও মালেকীদের সমর্থন ও আনুকূল্যে রয়েছেন। যাদের মাযহাব হলো কাযা নামাযগুলি তারতীবের সাথে আদায় করতে হবে।

ব্যাখ্যা:

فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى : যদি কারো কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে সেগুলি আদায়ের ক্ষেত্রে তারতীব জরুরি কিনা সে বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী ও আবূ সাওর (রহ.)-এর মতে এ তারতীব মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়।

২. ইমামত্রয় ও জুমহুরের মতে কাযা নামায আদায়ের এ তারতীব ওয়াজিব। আবার হানাফীদের মতে কাযা নামায অধিক হলে, সময় সংকীর্ণ হলে এবং ভুলে গেলে তারতীব বাতিল হয়ে যায়। ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে তারতীব সময় সংকীর্ণতা ও বিস্মৃতির কারণে বাদ হয়ে যায়, কিন্তু কাযা নামাযের আধিক্যের কারণে তারতীব বাতিল হয় না। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে বিস্মৃতির কারণেও তারতীব বাতিল হয় না। বরং তারতীব বাতিল হওয়াটা শুধু সময়ের সংকীর্ণতার উপর নির্ভরশীল।

জুমহুরের দলীল:

১. বাবের হাদীস। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সূর্যাস্তের পর আগে আসরের নামায কাযা আদায় করেছেন, তারপর মাগরিবের নামায আদায় করেছেন।

২. তিরমিযীর হাদীস–

فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে কেবল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বর্ণিত হয়েছে যে, যা নিঃসন্দেহে তারতীব অনুযায়ীই ছিল। এ আমলটি মুস্তাহাব বলেই গণ্য হবে। কেননা ওয়াজিব হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

ইমামত্রয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলকে ওয়াজিবের উপর প্রযোজ্য ধরেছেন। এর দু'টি আলামত রয়েছে।

১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি ইরশাদ রয়েছে, যদ্দারা বুঝা যায়, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলটি ওয়াজিবরূপেই ছিল। সেই ইরশাদটি হলো– صلوا كما رأيتموني اصلي (আমাকে যেরূপে নামায আদায় করতে দেখ, তোমরা সেরূপ নামায আদায় করো।)

https://e-ilm.weebly.com/

এ নির্দেশটি উজ্জুবের (আবশ্যক করণের) জন্য ।

২. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, যদ্বারা তারতীব ওয়াজিব বোঝা যায় ।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ [৩৮৮] : ইশার পর গল্প-গুজব করা মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৭৮] : হযরত আবু মিনহাল (রাযি.) বর্ণনা করেন । আমি ও আমার পিতা আবু বারযা আসলামীর কাছে গেলাম । আমার পিতা তাকে বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে (কখন কখন) ফরয নামাযসমূহ আদায় করতেন তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন । তিনি (আবু বারযা আসলামী) বললেন, তিনি জুহরের নামায যাকে তোমরা আলউলা বলে থাকো এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে পড়তো, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ (ইচ্ছা করলে নামাযের পর) মদিনার প্রান্ত ভাগে তার বাসস্থানে পরিবার-পরিজনদের কাছে গিয়ে সূর্যের উষ্ণতা থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসতে পারতো । (আবুল মিনহাল বলেন,) মাগরিব সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি । ইশার নামায দেরিতে আদায় করা তিনি উত্তম মনে করতেন এবং এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো বা পরে কথাবার্তা বলা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন । আর ফজরের নামায আদায় করে যখন ফিরতেন তখন লোকে তার পাশের ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পারতো । তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতেন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا -অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮৪ ও ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো বাবে বর্ণিত হাদীসাংশের ব্যাখ্যা করা । তাহলো- وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে السمر শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, ইশার পর কথা বলার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা যে কোনো কথা উদ্দেশ্য নয়; বরং নিষিদ্ধ ও মাকরূহ হলো سمر তথা গল্প-গুজব বা অনর্থক কথাবার্তা, যাতে কল্যাণের কোনো দিকই নেই, না দীনী না দুনিয়াবী না সমাজগঠনমূলক । বরং তা জাহিলীযুগের ন্যায় অনর্থক কল্প-কাহিনী ইত্যাদি হয় ।

السَّامِرُ مَنَ السَّمَرِ و الجَمِيعُ السُّمَّارُ و السَّامِرُ هٰهُنَا فِي مَوضِعِ الجَمِيعِ

https://e-ilm.weebly.com/

سَامِر শব্দটি (কুরআনের সূরা মুমিনূনের শব্দ) سمر হতে উদ্ভূত। যার বহুবচন سُمَّار ও سَامِر ; এ আয়াতে বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

السَّمَر বা السَّمْر অর্থ الحديث بالليل قبل النوم বা ঘুমের পূর্বে রাতের গল্প। মূলতঃ سمر অর্থ চাঁদের আলো। যেহেতু আরবের লোকেরা চাঁদের আলোতে বসে বসে কিস্‌সা বলত তাই এর অর্থ হয়ে গেছে রাতের গল্প।

ব্যাখ্যা:

আল্লামা আসকালানী (রহ.) বলেন- المراد بالسمر في الترجمة ما يكون في امر مباح الخ অর্থাৎ শিরোনামের শব্দ سمر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জায়েয কথা বলা মাকরূহ হওয়া। নতুবা হারাম কথা-বার্তা তো সবসময়ই নিষিদ্ধ। যেমন গীবত, মিথ্যা ইত্যাদি।

السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ : যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.) হলেন একজন বিশেষজ্ঞ হাফেজুল কুরআন। তাই যখন হাদীসের মধ্যে কোথাও কুরআনের শব্দ এসে যায় তখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জেহেন সেদিকে দ্রুত ধাবিত হয়। এবং স্বীয় স্বভাবসূলভ তার তাফসীরের প্রতি মনোনিবেশ করেন। যেমন এ শব্দটি সূরা মুমিনূনে আছে+-

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ

[আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনানো হতো, তখন তোমরা পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হতে। অহংকার করতে করতে, কুরআনকে খোশ-গল্পের উপকরণে পরিণত করতে করতে, (এবং এর প্রতি) অযথা উক্তি করতে করতে।]

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, আয়াতে কারিমায় যে سامر শব্দ এসেছে তা سمر হতে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো রাতের বেলা কিস্‌সা-কাহিনী বলা। তিনি আরো বলেন কুরআনে শব্দটি এর বহুবচন سامر-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

بَاب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ [৩৮৯] : দীনি মাসআলা-মাসায়েল ও কল্যাণমূলক কথাবার্তা ইশার পরে বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسٌ نَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৭৯] : হযরত কুররা ইবনে খালেদ (রাযি.) বলেন, আমরা একদিন হাসান (বসরী)-এর জন্য (মসজিদে) অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আসতে এত দেরি করলেন যে, মসজিদ থেকে তাঁর বিদায় নেয়ার সময় হয়ে হলো। এরপর তিনি এসে বললেন, আমার এ প্রতিবেশীরা আমাকে ডেকে নিয়েছিল, (এ জন্যে

https://e-il...m.weebly.com/

আমার আসতে দেরি হয়েছে)। এরপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, এক রাতে আমরা (মসজিদে বসে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত হবার উপক্রম হলো। এরপর তিনি এসে আমাদর নামায আদায় করালেন এবং নামায শেষে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, জেনে রাখো। অন্য সবাই নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যতক্ষণ থেকে তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসে আছ ততক্ষণ থেকে নামাযরত অবস্থায় আছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ خَطَبَنَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১, ৮৪, ৯১, ১১৭, ৮৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে এক রাতে ইশার নামায আদায় করে সালাম ফিরে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা কি বলো? আজ যারা এ ভূ-পৃষ্ঠে আছে আজ থেকে ঠিক একশত, বছরের প্রান্তে তাদের কেউই থাকবে না। ইবনে ওমর বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটির মর্ম উপলব্ধি করতে লোকেরা ভুল করেছে এবং একশত, বছরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা হলো, আজ যারা এ ভু-পৃষ্ঠে আছে তাদের কারো (আজ থেকে একশত, বছর পূর্তির মাথায়) অস্তিত্ব থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে

فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২, ৮০, ৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো পূর্বের বাবে سمر بعد العشاء [ইশার পরে কথাবার্তা বলা মাকরুহ] হওয়ার অধীনে কল্যাণমূলক কথাবার্তা, দীনী ইলম,ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। কেননা, কল্যাণমূলক কাজের পরামর্শ ইত্যাদি করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বাবের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পর লোকদের সম্বোধন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

فقال ارايتكم : 'তোমরা কি এ রাতটি দেখেছো?' অর্থাৎ তোমরা এ রাতের কথা মনে রেখ। কিন্তু পরিভাষায় এর উদ্দেশ্যমূলক অর্থ হলো اخبروني তোমরা আমাকে বল। যেহেতু দর্শন ইলমের কারণ ও মাধ্যম হয়ে থাকে। আর জ্ঞানের সাথেই সংবাদ দানের সম্পর্ক। তাই যখনই বর্ণনাযোগ্য কোনো বিষয় সামনে আসে তখন এর গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য এরূপ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাও এরূপ বিষয় দেখলে অবশ্যই বর্ণনা করে দিতে।

في آخر حياته : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে মৃত্যুর এক মাস পূর্বে।

فان رأس مائة سنة الخ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, তোমাদের এই রাত থেকে একশ, বছরের শেষ দিকে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। এর দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

১. ঐ রাতে পৃথিবীতে যত লোক ছিল তারা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

২. অথবা ঐ মজলিসে যারা ছিলেন শুধু তারাই উদ্দেশ্য।

৩. অথবা মদীনাতে যত লোক ছিল শুধুমাত্র তারা উদ্দেশ্য।

৪. অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য।

এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী। যা বাস্তবিকই প্রতিফলিত হয়েছিল। কারণ যখন তিনি এ বক্তব্য দিয়েছিলেন তখন ছিল ১১ হিজরি। ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এর ১০০ বছর পর কোনো সাহাবী জীবিত থাকেনি। আর যদি দুনিয়ার সকল লোক উদ্দেশ্য হয় তাও হতে পারে যে, ঐ দিন দুনিয়াতে যত মানুষ ছিল ১০০ বছরের মধ্যে তারা সকলেই মারা গিয়েছিল।

প্রশ্ন: হযরত ঈসা (আ.) তো জীবিত আছেন?

জবাব: এখানে হাদীসে على وجه الارض আছে, আর তিনি তো হলেন আকাশে।

প্রশ্ন: ইবলীস তো জীবিত আছে।

উত্তর : ইবলীস ভূপৃষ্ঠে নয়; বরং সে থাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে অথবা জাহান্নামে। অথবা مَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষ। সুতরাং ইবলীস এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

খাযির (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা: ইমাম বুখারী (রহ.) ও ঐ সমস্ত লোক যারা খাযির (আ.)-এর মৃত্যুর পক্ষে তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, ভূপৃষ্ঠে যত লোক ছিল তারা সকলেই ১০০ বছরের মধ্যে মারা যাবে। তার মধ্যে তো খাযির (আ.)ও আছেন, তাহলে তিনিও মারা গেছেন। কিন্তু জুমহূর এর বিপক্ষে। তারা এর উত্তরে বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন على وجه الارض স্থলের কথা, আর খাযির (আ.) থাকেন সমুদ্রে। অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র ঐ মজলিসের লোক বা মদীনার লোক। সুতরাং খাযির (আ.) এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب السَّمَرِ وَالْأَهْلِ مَعَ الضَّيْفِ

পরিচ্ছেদ [৩৯০] : রাতের বেলা (ইশার পর) মেহমান ও পরিবার-পরিজনের সাথে কথাবার্তা বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتْ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا فَقَالَ وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮১] : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.) বলেছেন, আসহাবে সুফফাগণ ছিলেন দরিদ্র। এ কারণে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সকলকে) বলে দিয়েছিলেন যে, যাদের কাছে দুইজন মানুষের খাদ্য রয়েছে, তারা আসহাবে সুফ্ফার মধ্য থেকে একজনকে নিয়ে গিয়ে (তাদের আহারে) তৃতীয় জনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। চারজনের খাদ্য থাকলে (আসহাবে সুফফার একজন বা দুইজনকে নিয়ে গিয়ে তাদের আহারে) পঞ্চম বা ষষ্ঠ জনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। (এক দিন) আবু বকর তিন জনকে এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ জনকে নিয়ে এলেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমি আমার পিতা (আবু বকর) ও আমার মা ছিলাম (আমাদের পরিবারে)। (আবু উসমান বলেন,) জানি না তিনি এ কথাও বলেছিলেন কি না যে, আমার স্ত্রী এবং খাদেমও ছিল, যে আমার ও আবু বকর উভয়ের গৃহে কাজ করতো। আবু বকর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওখানেই রাতের খাবার গ্রহণ করে কিছু সময় সেখানে কাটালেন এবং সেখানেই ইশার নামায আদায় করেন। এর পরও তিনি এতক্ষণ দেরি করে ফিরলেন যে, ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা আরামও করে নিলেন। তারপরে আল্লাহর ইচ্ছামত রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, তোমার মেহমানদের অথবা (বর্ণনকারীর সন্দেহ) তোমার মেহমানের থেকে কে তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল? (অর্থাৎ তাদের কথা ভুলে বসেছিলে)। আবু বকর বললেন, তুমি কি তাদেরকে (রাতের) খাবার দাওনি? তিনি বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত

https://e-ilm.weebly.com/

তারা খেতে অস্বীকার করেছে। খাদ্য তো তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আব্দুর রহমান বলেন, আমি (তখন ভয়ে) আত্মগোপন করলাম। আবু বকর রাগান্বিত হয়ে হে গুনসার বলে সম্বোধন করলেন এবং ভাল-মন্দ অনেক কিছু বললেন। এরপর তাদেরকে (আহলে সুফফার লোকজনকে) বললেন, আপনারা কোনো দ্বিধা না করে খেয়ে নিন।

তারপর বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো খাবো না। (আব্দুর রহমান বলেন), আল্লাহর শপথ, আমরা যখনই কোনো লোকমা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে তার নীচে ঐ পরিমাণের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আব্দুর রহমান বলেন, সকল মেহমানই তৃপ্তি সহকারে খেলেন কিন্তু খাদ্য পূর্বাপেক্ষাও বেশি অবশিষ্ট থাকলো। আবু বকর খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা পূর্বের মত বা তার চাইতে অধিক রয়ে গেছে। তাই তিনি (বিস্ময়ের সাথে) স্ত্রীকে বললেন, ওহে বনী ফিরাসের বোন! এ কি কান্ড দেখছি! তিনি বললেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ, এগুলো নিঃসন্দেহে এখন পূর্বের চাইতে তিন গুণ অধিক। তখন আবু বকর ঐ খাদ্য থেকে খেলেন এবং বললেন, আমার পূর্বের ঐ কথা অর্থাৎ না খাওয়ার শপথ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছে। এর পরে তিনি আরো এক গ্রাস মুখে নিলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন এবং সকালেই তিনি সেখানে পৌছলেন। আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল এবং তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমরা বারো ব্যক্তিকে পৃথক করে দিলাম। এদের প্রত্যেকের সাথে আবার কিছু সংখ্যক লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কত জন করে লোক ছিল। যাই হোক, তাঁরা সবাই উক্ত খাদ্যগ্রহণ করলো

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো আবু বকর (রাযি.) তার স্ত্রীকে বলেছিলেন أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ-এবং মেহমানদেরকে বলেছিলেন- كُلُوا لاَ هَنِيئًا কারণ, এ সবগুলিই বৈধ سمر-এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৪-৮৫, ৫০৬, ৯০৬-৯০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবে গেছে যে ইশার পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ হওয়া থেকে ইলমী আলোচনা ও ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি ব্যতিক্রম। এখন এ বাবে একথা বর্ণনা উদ্দেশ্য যে, ইশার নামাযের পর কল্যাণমূলক কথাবার্তা ও দীনী প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ছাড়াও যদি সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কিত বিষয়ে পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন হয় বা মেহমান এসে পড়ে এবং তাদের জন্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় তখনও কথাবার্তা বলার অনুমতি রয়েছে। মূলতঃ ইশার নামাযের পর কথাবার্তা বলার যে নিষেধাজ্ঞা তা হলো অনর্থক ও কল্প-কাহিনী ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যেন অযথা সময় নষ্ট করা না হয়। কিন্তু দীনী প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য কথাবার্তা বলা জায়েয আছে। মূল নিষেধাজ্ঞা ও মাকরুহ হওয়ার ভিত্তি হলো এর উপর যেন ফজর নামায ফওত হয়ে না যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الأذان ঃ আজান পর্ব

পূর্বের باب-এর সাথে এ বাবের মুনাসাবাত : ইমাম বুখারী (রহ.) নামাযের ওয়াক্তসমূহের আলোচনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর আজান সম্পর্কিত বাবসমূহ উল্লেখ করেছেন। কারণ, ওয়াক্ত হওয়ার পরই আজান দেওয়া হয়।

اذان শব্দের আভিধানিক অর্থ: আল্লামা আইনী ((রহ.) ওমদাতুল কারীতে اذان-এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন- والأذان في اللغة: الإعلام. قال الله تعالي: وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

অর্থাৎ اذان শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ঘোষণা করা, এ'লান করা; অবগত করা। যেমন আল্লাহর বাণী- আল্লাহ ও তার রাসূল-এর পক্ষ হতে ঘোষণা।

اَذَان শব্দটি বাবে تفعيل-এর মাসদার। اَذَانًا و تَاذِينًا يُؤَذِّنُ اَذَّنَ যেমন كلم يكلم تكليما و كلاما অর্থাৎ كلام ও سلام-এর ওজনে এটি মাসদারে কিয়াসী।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: وفي الشريعة: الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة

অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা নামাযের ঘোষণা দেওয়া।

আজানের বিধান: ১. জুমহূর আহনাফ ও শাফেয়ীগণ এবং ইমাম আহমদের এক কওল মতে আজান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ২. হাম্বলী এবং শাফেয়ী তাদের প্রত্যেকের অপর কওল হলো ফরজে কেফায়া। ৩. ইমাম আওযায়ী এবং দাউদে যাহেরীদের নিকট ফরজ।

আজানের হেকমত: আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন وذكر العلماء في حكمة الاذان اربعة اشياء ওলামায়ে কেরাম আজানের চারটি হেকমত উল্লেখ করেছেন। ১. ইসলামের শি'আর প্রকাশ করা, ২. কালিমায়ে তাওহীদের প্রকাশ করা। ৩. নামাযের ওয়াক্ত ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করা। ৪. জামাতের দিকে আহ্বান করা।

بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

পরিচ্ছেদ [৩৯১] : আজানের সূচনা প্রসঙ্গে

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} وَقَوْلُهُ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}

মহান আল্লাহর বাণী- আর যখন তোমরা নামাযের জন্য [আজান দ্বারা] আহ্বান কর, তখন তারা তার [ঐ ইবাদতের] সাথে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, এটার কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক যে, মোটেই জ্ঞান রাখে না। [মা-ইদা ৫৮] আল্লাহ আরো বলেন- হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে (জুমার) নামাযের জন্য আজান দেওয়া হয়, [তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও]

https://e-ilm.weebly.com/

আজানের প্রবর্তন কখন হয়েছে? তিরমিযীর হাদীসে আছে ان هذا لرؤيا حق ; এ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে আজানের বিধান মদিনা তাইয়্যিবায় প্রবর্তিত (مشروع) হয়েছে। আর অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) طبرانى এবং ابن مردويه -এর সূত্রে এমন কিছু রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যেগুলোর সারমর্ম হলো, আজানের শিক্ষা মক্কা মুকাররমাতেই দেয়া হয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গমন করেছিলেন তখন জিবরাঈল (আ.) তাঁকে আজান শিখিয়েছিলেন। আর নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদেরকেও আজান দিতে শুনেছিলেন। কিন্তু প্রথম কথা এই যে, হাফেজ সাহেব (রহ.)-এর তাহকীক অনুযায়ী সেই রেওয়ায়েতগুলো সনদের বিবেচনায় দুর্বল।

দ্বিতীয়ত : যদি এ রেওয়ায়েতগুলো সহীহ বলে মেনেও নেওয়া হয় তাহলে আল্লামা সুহায়লী (রহ.) روض الأنف গ্রন্থে (উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মাঝে এই (تطبيق) মুনাসাবাত বর্ণনা করেছেন যে, মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কেবল আজানের শব্দ মালা শোনানো হয়েছিল, আজানের বিধি-মালা প্রদান করা হয়নি। কিন্তু যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) কে স্বপ্নের মাধ্যমে আজান শিক্ষা দেওয়া হয় তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বাক্যমালা স্মরণ হয়েছিল যেগুলো তিনি মিরাজ রজনীতে ফিরিশতাদের মুখে শুনেছিলেন। এ কারণেই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ইরশাদ করলেন- ان هذا الرؤيا حق নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। মোটকথা, বিধিবদ্ধরূপে আজানের সূচনা হয়েছে মাদিনা তাইয়্যিবাহয়।অতঃপর এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, আজান শিক্ষাদানের ঘটনাটি কত হিজরি সনে ঘটেছিল? হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন- আজান শেখানো হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরি সনে। কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.)-এর মতে এটি প্রথম হিজরির ঘটনা। আর এক্ষেত্রে উভয়েরই আপন মতের স্বপক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী (রহ.)এর কর্মপন্থা থেকে অনুমতি হয় যে, (তার মতে) আজানের مشروعيت) প্রবর্তন হিজরতের পরপরই হয়েছিল। এ কারণেই তিনি কুরআনের আয়াত (সূরা জুমআ : ৯. মাদানী)

يايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. -এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কেননা হিজরতের পরপরই (অবিলম্বে) জুম'আ ফরজ হয়েছিল।

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮২] : হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, (নামাযের জন্য কিভাবে আহ্বান করা হবে সে আলোচনা প্রসঙ্গে) সাহাবায়ে কেরাম আগুন জ্বালানো অথবা ঘন্টা বাজানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ দু'টোকে ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রথা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর বিলালকে আযানের বাক্য দুইবার করে এবং ইকামতের বাক্য একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৫, ৮৫, ৮৫, ৪৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

النَّاقُوسَ : ঘন্টাবিশেষ এক প্রকার বড় কাঠ যার উপর ছোট কাঠ দ্বারা আঘাত করলে শব্দ বের হয়। বড়টিকে ناقوس এবং ছোটটিকে بيل বলা হয়। খ্রিস্টানরা তাদের ইবাদতের সময় এটি বাজিয়ে থাকে।

فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى : এ রেওয়ায়েতটি এখানে সংক্ষিপ্ত। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত রেওয়ায়েতটি হলো-

فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذاك للنصاري. فقالوا : لو اتخذنا بوقا. فقال : ذاك لليهود . فقالوا: لو رفعنا نارًا! فقال: ذاك للمجوس

فَأُمِرَ بِلَالٌ : أُمِرَ মাজহূলের সীগাহ। সুতরাং এর দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, নির্দেশদাতা নবী নন-অন্য কেউ। কিন্তু আল্লামা কিরমানী বলেন-

والصواب وعليه الأكثر: أنه مرفوع لأن اطلاق مثله ينصرف عرفا الي صاحب الأمر و النهي. وهو رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

তবে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে নসবের সাথেও আছে- فَأَمَرَ بِلَالاً সুতরাং এখানে নির্দেশদাতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮৩] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, মুসলমানরা মদিনায় আগমন করার পর নামাযের সময় অনুমান করে মসজিদে জমায়েত হতেন। সে সময় নামাযের জন্য আহ্বান করা হতো না। একদিন তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কিছুসংখ্যক সাহাবী বললেন, নাসারাদের মতো ঘন্টা বানিয়ে নাও। অপর কয়েকজন মত প্রকাশ করলেন, না, তা নয় বরং ইহুদিদের শিঙ্গার মত শিঙ্গা বানিয়ে নাও। এ সময় ওমর বললেন, এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক সে নামাযের সময় লোকজনকে আহ্বান করবে। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে নামাযের জন্য আহ্বান করার নির্দেশ দিলেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭ ও ১০২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আজানের সূচনা কোথায় হয়েছে? কখন হয়েছে? তা বর্ণনা করা।

ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাবসুলভ এ শিরোনামেও দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এ আয়াত দুটি উল্লেখ করে বরকত গ্রহণের পাশাপাশি এদিকেও ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, আজানের অস্তিত্ব কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত। এবং আজানের সূচনা মদিনাতে হয়েছে। কেননা, উভয় আয়াতই মাদানী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

يَتَحَيَّنُونَ: শব্দটি يَتَقَبَّلُون-এর ওজনে, حين হতে উদ্ভূত; যার অর্থ সময় অনুমান করা।

https://e-ilm.weebly.com/

بُوقًا : আল্লামা আইনী বলেন-وهو الذي ينفخ فيه যার মধ্যে ফূঁ দেওয়া হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে-بل قرنا বরং সিঙ্গা। আবার একে شَبُّور ও বলা হয়। এ তিনটিই প্রায় কাছাকাছি জিনিস। ইহুদিরা এগুলি ব্যবহার করত। যাকে ইদানিং সিঙ্গা বলা হয়, যা মূলতঃ শিঙের আকৃতির একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। যাতে ফূঁ দিলে আওয়াজ বের হয়।

সহীহ রেওয়াতেসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মে'রাজ রজনীতে মক্কায় ফরজ হয়েছিল। কিন্তু তখন আজান হতো না। কারণ, মক্কায় নামায আদায় ছিল দুস্যাধ্য কাজ। তাই আজান যা একটি সাধারণ ঘোষণা তা কিভাবে দেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু যখন সাহাবায়ে কেরাম মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করে এলেন, তখন শুরুতে জামাতের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। যেমন ইবনে মাজার রেওয়ায়েতে আছে-

ان النبي (صلى الله عليه وسلم) استشار الناس لما يهمهم الي الصلوة

তাই কিছু কিছু সাহাবী পরামর্শ দিলেন নামাযের জন্য ঝাণ্ডা উড়ানো হোক, যা দেখে নামাযীরা একে অপরকে জানিয়ে দিবেন। আবার কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন আগুন প্রজ্বলিত করা হোক, আবার কেউ بوق বা সিঙ্গায় ফূ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএ সকল পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। কারণ, আগুন জ্বালানো এটি হলো অগ্নিপূজকদের এবং ناقوس ও بوبق এগুলি হলো খ্রিস্টানদের নিদর্শন ও তাদের পদ্ধতি।

হযরত ওমর (রাযি.) পরামর্শ দিলেন যে, কোনো ঘোষণাকারী নিযুক্ত করে দেওয়া হোক, সে গিয়ে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে ঘোষণা দিয়ে আসবে যে, নামাযের সময় হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাযি.)-কে নির্দেশ দিলেন-قُمْ فناد بالصلوة

এখানে نداء দ্বারা আজান উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الصلوة جامعة শব্দ। যা-হোক এর উপর কয়েকদিন পর্যন্ত আমল চলতে লাগল। কিন্তু এতে বিলাল (রাযি.) এর ভীষণ কষ্ট হতে লাগল, শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা দিতে হতো। এবং সমস্যারও সমাধান হলো না। কারণ, তিনি যে মহল্লায় আগে পৌছতেন সেখানকার লোকেরা মসজিদে আগে এসে যেত, আর যেখানে পরে পৌছতেন সেখানের লোকেরা পরে পৌছত। যার কারণে লোকদের পেরেশানী পোহাতে হতো। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে ناقوس বাজানোর নির্দেশ দিয়ে দিলেন। কারণ, এটা নাসারাদের নিদর্শন, আর নাসারারা ইহুদিদের তুলনায় মুসলমানদের অধিক নিকটবর্তী।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম ناقوس-এর চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, তা কিভাবে সংগ্রহ করবেন। যেমন আবু দাউদে বিষয়টি স্পষ্ট আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন-

لما امر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلوة الخ

তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি এক হাতে নাকূস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বললাম হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এটি বিক্রয় কর? সে বলল, তুমি এটি দিয়ে কি করবে? আমি বললাম আমি এটি দিয়ে লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকব। সে বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বাক্য শিখিয়ে দিব? (যা দ্বারা

https://e-ilm.weebly.com/

তুমি লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকবে।) আমি বললাম, কেন নয়, অবশ্যই বলে দিন। তারপর সে নির্দিষ্ট আজানের বাক্যগুলি বলে দিল।

এ স্বপ্নটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

ان هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فانه اندي و امد صوتا منك فألقِ عليه ما قيل لك الخ (ترمذي)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি একটি বিলকুল সত্য স্বপ্ন। তুমি বিলালের নিকট গিয়ে, তাকে এ বাক্যগুলি শিখিয়ে দাও। কারণ, তার আওয়াজ তোমার চেয়ে সুন্দর ও উচ্চ। এরপর যখন বিলাল এ বাক্যগুলি দ্বারা আজান দিতে লাগলেন, তখন তা শুনে হযরত ওমর (রাযি.) চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমিও এ স্বপ্ন দেখেছি, যা বিলাল বলছে (অর্থাৎ আজান দিয়েছে) তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–فلله الحمد فذلك اثبت

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোনো কোনো জাহেল সূফী এই হাদীসটিকে আওলিয়া কেরামের স্বপ্ন (حجة) প্রমাণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। কেননা, এ ঘটনায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ان هذا الرؤياحق (নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন।) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ استدلال মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আজানের مشروعية আমাদের কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি বরং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যায়ন ও অনুমোদনের কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ, এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় এ বাক্যমালা বলার আদেশ করেছেন এবং এই স্বপ্নটির সত্যায়ন করেছিলেন। কেননা যদি রাসূল ছাল্লাল্লাহু এ স্বপ্নের সত্যায়ন না করতেন এবং তদনুযায়ী আমল করার নির্দেশ না দিতেন তাহলে এর উপর আমল চালু হত না। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু কোনো ব্যক্তির জন্য স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান (علم يقيني) অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই দীনী বিষয়ে স্বপ্ন কোনো (حجة) প্রমাণ নয়। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) এর স্বপ্নের সত্যায়ন এ কারণেই করেছেন যে, মিরাজ রজনীতে ফেরেশতাদের মুখ থেকে শ্রুত বাক্যমালা তাঁর স্মরণে এসেছিল।

প্রশ্নঃ অন্য-নবীদের স্বপ্ন শরিয়তের দলীল নয়। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্ন দ্বারা শরিয়তের একটি বিধানের প্রচলন কিভাবে হলো?

জবাবঃ

১. শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্ন দ্বারা এটি চালু হয়নি; বরং এটি চালু হয়েছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন ও সত্যায়নের দ্বারা। তিনি বলেছিলেন–ان هذه لرؤيا حق

২. আজানের প্রচলন অহীর দ্বারা হয়েছে। যেমন উবাইদ ইবনে ওমায়েরের রেওয়ায়েতে আছে, যখন হযরত ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার স্বপ্নে কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– قد سبقك بذلك الوحي (مراسيل ابوداؤد)

৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রজনীতে আজানের এ বাক্যগুলি শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তখন তার নির্দেশ হয়নি, তাই তার উপর আমল চালু হয়নি। এ কারণে সম্ভবত তখন তিনি এগুলি ভুলে গিয়েছিলেন। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের মুখে শোনার পর তার এগুলি মনে হয়ে গিয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

পরিচ্ছেদ [৩৯২] : আজানের শব্দমালা দুই দুই বার করে বলা প্রসঙ্গে

তারজী' সম্পর্কে ইমামগণের মতামত:

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে আজানে তারজী উত্তম।

২. হাম্বলীও হানাফী মাজহাব মতে আজানের তারজী' না করা উত্তম। (তাই তাদের মতে আজানের বাক্য পনেরোটি। আর আজানের শুরুতে তাকবীর চারবার।)

শাফেয়ীদের দলীল: মালেক এবং শা'ফেয়ীগণ ترجيع সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.)-এর হাদীসটি পেশ করে থাকেন।

ان رسول الله ﷺ اقعده والقى عليه الاذان حرفا حرفا قال ابراهيم مثل اذا ننا. قال بشر فقلت له اعد على فوصف الاذان بالترجيع

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বসালেন এবং তাকে একটি শব্দ করে আজান শিক্ষা দিলেন, ইবরাহীম বলেন, আমাদের আজানের ন্যায় (আজান দিলেন) বিশর বলেন, আমি তাকে বললাম আপনি তা (সে কাজগুলো) আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করুন অতঃপর তিনি তারজীসহ আজানের বর্ণনা দিলেন।

অদ্রূপ আবূ মাহযূরা (রাযি.)-এর অন্য রেওয়ায়েতটিও তারা পেশ করেন। তা হলো–

ان النبى ﷺ علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة.

হানাফীদের দলীল:

১. হানাফী এবং হাম্বলীগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) এর রেওয়ায়েতটির মাধ্যমে দলিল পেশ করে থাকেন। যেখানে তাকে স্বপ্নযোগে আজান শিক্ষা দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাতে ترجيع বিবরণ নেই।

২. তাছাড়া হযরত বেলাল (রাযি.) শেষ জীবন পর্যন্ত তারজী ছাড়াই আজান দিতেন। যেমন হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রহ.) বর্ণনা করেন-سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى

৩. হানাফীদের তৃতীয় দলিল হলো তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) -এর রেওয়ায়েতটি।

قال: كان اذان رسول الله ﷺ شفعا شفعا فى الأذان والإقامة.

৪. নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)–এর রেওয়ায়েত-

قال: كان الإذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى

জবাব: ১. আর আবূ মাহযূরা (রহ.)-এর রেওয়ায়েতের উত্তরে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন-وكان مارواه ترجيعا تعليما فظنه অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'লীমের উদ্দেশ্যে শাহাদাতাইনের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু আবূ মাহযূরা সেটাকে ترجيع তথা আজানের অংশ মনে করেছেন।

২. আর কেউ কেউ এভাবে উত্তর দিয়েছেন যে, ইমাম ত্বাবারানী (রহ.) মু'জামে আওসাত গ্রন্থে হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.)–এর আজান তারজী বিহীন বর্ণনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. আরেকটি জবাব দিয়েছেন আল মুগনী এর গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী (রহ.)। যার সারমর্ম হলো, হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.) ছিলেন ছোট বাচ্চা। তিনি তখনও অমুসলিম ছিলেন। তখন তায়েফ থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনকালে তাদের জনপদের নিকটবর্তী স্থানে মুসলিমগণ অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে মুসলমানরা আজান দিলেন। তখন আবূ মাহযূরা এবং তার সহচর বালকরা ঠাট্টাস্থলে আজান নকল করতে আরম্ভ করল। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আওয়াজ কার ছিল? জানা গেল যে, হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.)-এর আওয়াজ সবচেয়ে উঁচু ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মাহযূরাকে সুউচ্চ ও সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী দেখতে পেয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।এর বরকতে তার অন্তরে ঈমান প্রবিষ্ট হয়ে গেল।এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইসলামের দীক্ষিত করার পাশা-পাশি আজানও শিক্ষা দিলেন। অতএব প্রথম শাহাদাতাইন দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করা। আর দ্বিতীয়বার শাহাদাতাইন বলার উদ্দেশ্য ছিল আজান শিক্ষা দেওয়া। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কা মু'আযযমার মুওয়াজ্জিন নিয়োগ করলেন তখন নিজেই তার আজানের মাঝে ترجيع কে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং এভাবে চারবার শাহাদাতাইন পাঠ করাকে বাকি রেখেছিলেন। কারণ এর বদৌলতেই তার ঈমান নসীব হয়েছিল। তাই এ ঘটনার স্মৃতি স্বরূপ তার আজানে তারজী বাকি রাখা হয়। কিন্তু এটা ছিল আবূ মাহযূরা (রহ.)-এর বৈশিষ্ট্য। এটা সাধারণ বিধি ছিল না।

এর প্রমাণ এই যে, এ ঘটনার পরও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযি.)-এর আজানে কোনো পরিবর্তন ঘটাননি। বরং একথা প্রমাণিত যে হযরত বেলাল (রাযি.) শেষ জীবন পর্যন্ত তারজী ছাড়াই আজান দিয়েছেন। যেমন ইতঃপূর্বে সুয়াইদ ইবনে গাফালার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে। মোটকথা, ইবনে কুদামার বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, তারজী ছিল হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.)-এর (خصوصيت) বৈশিষ্ট্য

৩. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন–

ان الاختلاف فى كلمات الاذان كالاختلاف فى احرف القران كلها

আজানের বাক্যমালা প্রসঙ্গে যে মতবিরোধ তা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের শব্দাবলীর (পাঠরীতিতে) মতভিন্নতার সমতুল্য। যার প্রতিটিই নির্ভুল। অর্থাৎ, আজানের এ উভয় প্রকার বাক্যসমূহ শুরু থেকেই আল্লাহর তরফ থেকে নাজিলকৃত ছিল। তাই হযরত বেলাল (রাযি.)-এর আজানের মাঝে তারজী ছিল না। কিন্তু হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.)-এর আজানে তা ছিল।

وجوہ ترجیح : অবশ্য হানাফীগণ তারজী পরিহার করাকে প্রথমতঃ এ কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, হযরত বেলাল (রাযি.)-এর সাধারণ আমল ছিল তারজী ছাড়া আজান দেয়া আর তিনি সফরে ও হাযারে সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থেকেছেন। তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) -এর রেওয়ায়েতটিও তারজীবিহীন। আর এ রেওয়ায়েতটিই আজান প্রসঙ্গে মূল ভিত্তির মর্যাদা রাখে। অতএব বোঝা যায় যে, ترجيع পরিহার করাই শ্রেয়তর। অবশ্য ترجيع বৈধ হওয়ার বিষয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। والله اعلم وعلمه اتم واحكم।

আজানের বাক্য কয়টি:

১. ইমাম শাফেয়ীর মতে আজানের বাক্য ঊনিশটি। কারণ, তাদের মতে আজানে তারজী' আছে আবার আল্লাহু আকবারও চারবার।

https://e-ilm.weebly.com/

২. ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে আজানের বাক্য সতেরোটি। তার কারণ, আজানের শুরুর তাকবীর যা জুমহূরের নিকট চারবার, তা মালেকীদের নিকট দুইবার। এদিকে তাদের নিকট তারজী' আছে তাই আজানের বাক্য ১৭টি হয়ে যায়।

৩. হানাফী ও হাম্বলীদের নিকট আজানের বাক্য ১৫টি। কারণ, তাদের নিকট আজানে তারজী' নেই, আবার শুরুতে তাকবীর চারবার।

ইমাম মালেকের দলীল: শুরুতে তাকবীর দু'বার হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.) -এর রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করেন। অর্থাৎ امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة এখানে- شفع শব্দের অর্থ একটি বাক্যকে দু'বার করে বলা। আর তাকবীর এর বাক্যও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

জবাব: এর উত্তরে জুমহুর সে সকল হাদীসকে পেশ করেন যেগুলোতে স্পষ্টভাবে চারবার তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই যে সকল রেওয়ায়েতে হযরত আবূ মাহযূরা, হযরত বেলাল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ এবং হযরত সা'দ আল কুরয (রাযি.) -এর আজান শব্দে শব্দে বর্ণিত হয়েছে সেখানে চারবার তাকবীর বলার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সকল রেওয়ায়েত আবূ দাউদ ইবনে মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব شفع الاذان -এর অর্থ দুই শাহাদাত এবং দুই হাইয়া আলা দু'বার করে পড়া। কিংবা এটাও হতে পারে যে, যেহেতু দু'বার আল্লাহু আকবার এক শ্বাসে বলা হয়ে থাকে তাই দু'টি তাকবীরকে এক তাকবীর এবং চারটি তাকবীরকে شفع বা জোড়া বলা হয়েছে। যেন এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, চার তাকবীরকে (ইকামতের ক্ষেত্রে) এক শ্বাসে আদায় করা উচিত।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮৪] : হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং 'ক্বাদ্‌কা মাতিস্ সালাহ্' ব্যতীত ইকামতের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলার জন্য বিলালকে আদেশ দেয়া হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭ ও ১০২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮৫] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা নামাযের সময়ের জন্য এমন কোনো চিহ্ন নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিলেন যার সাহায্যে নামাযের জামাআত প্রস্তুত এ কথা বুঝা যায়। এ সময় কেউ কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক অথবা ঘণ্টা বাজানো হোক। তখন বিলালকে আজানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার আদেশ দেয়া হলো।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো স্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭ ও ১০২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।
শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. আজানে ترجيع প্রবক্তাদের মতকে খণ্ডন করা। কেননা, ترجيع-এর সূরতে শাহাদাইনের বাক্য চারবার হয়ে যায়।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.) ترجيع-এর প্রবক্তা।

পক্ষান্তরে হানাফী ও হাম্বলীগণের নিকট ترجيع না করা উত্তম। যদিও করা জায়েয আছে। অর্থাৎ এ ইখতিলাফটি শুধুমাত্র افضلية বা উত্তমতা-অনুত্তমতার ইখতিলাফ, জায়েয-না-জায়েযের নয়।

ترجيع [তারজী'] অর্থ হলো আজানের মধ্যে শাহাদাতায়নের বাক্যদ্বয় প্রথমে দু'বার ছোট আওয়াজে বলার পর পুনরায় উচ্চ আওয়াজে বলা। ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে হানাফী ও হাম্বলীদের সমর্থন করছেন যে, আজানের বাক্য দুই দুই বার করে বলতে হবে, তাতে তারজী' নেই।

২. অথবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো বাবের হাদীসে উল্লিখিত يشفع الاذان-এর তাফসীর করা। অর্থাৎ এটি হলো ব্যাখ্যামূলক শিরোনাম। شفع অর্থ হলো الضم বা মিলানো। তাই কেউ যেন এটা বুঝে না বসে যে, এক বাক্যকে অপরটির সাথে মিলানো উদ্দেশ্য। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এটা বলে দিলেন যে, এখানে شفع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مثني অর্থাৎ দুই দুই বার বলা।

مثني শব্দটি اثنين হতে تحقيقي عدل

بَاب الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ

পরিচ্ছেদ [৩৯৩] : قد قامت الصلوة ব্যতীত ইকামতের শব্দমালা একবার বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮৬] : হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করছেন, আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার জন্য বিলালকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। ইসমাইল বলছেন, আমি আইয়ুবের কাছে এ কথা বলার পর তিনি বললেন, ঠিকই, তবে 'ক্বাদ্‌কা মাতিস্ সালাহ্' দুই বার বলতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো ان يوتر الاقامة-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭ ও ১০২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।
শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাদীসের শব্দ الاقامة يوتر-এর উদ্দেশ্য নির্ণয় করা। কারণ, وتر শব্দটি হলো একবচন অপেক্ষা

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাপক। সুতরাং শিরোনামে তিনি واحد শব্দ এনে নির্দিষ্ট করে দিলেন যে, এখানে যে কোনো বিজোড় যেমন তিন, পাঁচ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নয়।

এ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) হানাফীদের বিরোধিতা এবং শাফেয়ীদের আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন। কেননা, হানাফীদের মতে ইকামতের বাক্য قد قامت الصلوة ও দুই-দুই বার।

তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) শেষে الا الإقامة দ্বারা ইছতিসনা উল্লেখ করে মালেকীদের মাযহাবও খণ্ডন করে দিয়েছেন, কারণ তাদের মতে ইকামতের মধ্যে قد قامت الصلوة ও একবার করে।

অর্থাৎ হানাফীদের মতে ইকামতের শব্দও আজানের শব্দের ন্যায়, পার্থক্য শুধুমাত্র তাতে قد قامت الصلوة বৃদ্ধি করতে হয়। সুতরাং আমাদের মতে ইকামতের শব্দ ১৭টি। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর মতে ১১টি। এবং ইমাম মালেকের নিকট ১০ টি। কারণ, তিনি قد قامت الصلوة ও একবার বলার প্রবক্তা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

ইকামতের বাক্য কয়টি?

১. এ হাদীসের ভিত্তিতে أئمة ثلاثة ইকামতের কালেমাগুলো একবার করে বলার বিধান অবলম্বন করেছেন। অতঃপর তাদের মাঝেও সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। যথা- শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে ইকামতের বাক্য এগারোটি। এর মাঝে شهادتين এবং حيعلتين শুধু একবার করে বলা হয়।

২. ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে ইকামতের বাক্য মোট দশটি। কেননা তিনি قد قامت الصلوة বাক্যটিকেও একবার করে বলার প্রবক্তা। যাহোক, ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার সপক্ষে তাঁদের সকলের দলিল হলো পূর্বের বাবে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. .....فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ

যার মাঝে স্পষ্টভাবেই ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার কথা রয়েছে। অবশ্য শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ قد قامت الصلوة বাক্যটিকে এর থেকে ব্যতীক্রমী গণ্য করেছেন। এ বাবের হাদীসটি মালেকী মাযহাবের বিপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। কারণ এতে আছে قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ إِلاَّ الإِقَامَةَ

কারণ, আইউব বলেছেন তবে اقامة তথা قد قامت الصلوة ব্যতীত।

৩. হানাফীদের মতে ইকামতের বাক্য মোট সতেরোটি, এর মাঝে شهادتين (দুই শাহাদাত) حيعلتين (দুইটি) এবং قد قامت الصلوة -এর প্রতিটি দু'বার করে, আর শুরুতে তাকবীর চারবার করে বলা হবে। এককথায় আজানের পনেরোটি বাক্যের সঙ্গে কেবল দু'বার قد قامت الصلوة অতিরিক্ত যোগ করতে হবে।

হানাফী মাযহাবের দলিলসমূহ নিম্নরূপ-

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিরমিযীর হাদীস-

قال: كان اذان رسول الله ﷺ شفعا شفعا في الأذان والإقامة

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজান ও ইকামতের শব্দগুলো ছিলো জোড়া জোড়া।

https://e-ilm.weebly.com/

২. ইমাম ত্বহাবী (রহ.) সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীস-

عن عبد الرحمن بن ابى ليلى.... فأتى النبى ﷺ فأخبره فقال علمه بلالا. فأذن مثنى مثنى وأقامة مثنى مثنى وقعد قعدة.

৩. ত্বহাবী শরীফ এবং মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ইত্যাদি গ্রন্থের বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) কে স্বপ্নে আজানের সাথে ইকামতও শেখানো হয়েছিল। আর সেটিও ছিল আজানের মতই (شفع) জোড়া জোড়া। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় বর্ণিত হয়েছে-

حدثنا ابو عبد الرحمن .. ....فأذن مثنى وأقام مثنى وقعد قعدة قال : فسمع ذلك بلال فقام فاذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة.

আলোচ্য অনুচ্ছেদের এ হাদীসটি আজান ও ইকামতের ক্ষেত্রে হানাফীদের একটি মজবুত প্রমাণ।

৪. হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালার রেওয়ায়েত যেটি ইমাম ত্বহাবীর হাওয়ালায় পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে- سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى আমি বেলালকে দু'বার দু'বার করে আজান ও ইকামত দিতে শুনেছি।

৫. ত্বহাবী শরীফে হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.)-এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন-

علمنى رسول الله ﷺ الإقامة سبع عشرة كلمة.

জবাব: তাদের দলীলসমূহের উত্তর হলো-

১. এ সকল রেওয়ায়েতে ايتار (বিজোড় করণ) দ্বারা উদ্দেশ্য দু'টি বাক্য এক শ্বাসে আদায় করা। বস্তুত একারণেই তো ইমাম শাফেয়ী (রহ.) নিজেও الله اكبر বাক্যের ক্ষেত্রে ايتار -এর এ অর্থই গ্রহণ করেছেন।

২. ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধ কথা এই যে, সহীহ হাদীস সমূহে تشفيع (জোড় জোড় বলা) ও ايتار (একবার করে বলা) উভয়টিই প্রমাণিত। এজন্য এর বৈধতা প্রসঙ্গে কারো সন্দেহ-সংশয় নেই। অবশ্য বিবেচনার বিষয় হলো, কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। হানাফীগণ সতেরো বাক্যের রেওয়ায়েতটিকে এজন্য প্রাধান্য দিয়েছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.)-এর.রেওয়ায়েত, যেটি আজান ও ইকামতের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তির মর্যাদা রাখে তাতে تشفيع (জোড় সংখ্যার বিষয়টি) প্রমাণিত আছে। যেমনটি পূর্বেই বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : যেটি আজান ও ইকামতের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তির মর্যাদা রাখে তাতে تشفيع (জোড় সংখ্যার বিষয়টি) প্রমাণিত আছে। যেমনটি পূর্বেই বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত : হযরত বেলাল (রাযি.)-এর সর্বশেষ আমল ছিল ইকামতে تشفيع জোড় জোড়) করা। যেমন পিছনে উল্লিখিত হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালার রেওয়ায়েতগুলো থেকে বোঝা যায়। তাছাড়া হযরত বেলাল (রাযি.)-এর ইকামতে تعارض (বৈপরিত্য) দেখার পর আমরা যখন হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.) এর ইকামতের দিকে তাকাই তখন সেটিকে সতেরো বাক্য বিশিষ্ট দেখতে পাই। যেমন পিছনের অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে জানা যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. আর হযরত আবূ মাহযূরা (রাযি.) থেকে ইকামতের কালেমাগুলো একবার বলার যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেটি দুর্বল। যেমন-ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থে আল্লামা উসমানী (রাযি.) তাহকীক করেছেন। অতএব, এটাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, হযরত বিলাল (রাযি.) প্রথম দিকে একবার করে ইকামত দেওয়ার উপর আমল করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে تَشْفِيع -এর উপর আমল করতে আরম্ভ করেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমরা ইতঃপূর্বেই বলে এসেছি, এক্ষেত্রে মতভেদটি বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়ে নয়। বরং (اجراء) শ্রেয়তর হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে।

بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

পরিচ্ছেদ [৩৯৪] : আজান দেওয়ার ফযিলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

হাদীসের অনুবাদ [৫৮৭] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন নামাযের আজান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতাস ছাড়তে ছাড়তে এত দূরে চলে যায় যেখান থেকে আজান শোনা যায় না। আজান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। যখন ইকামত বলা হয়, তখন আবার দূরে চলে যায়। ইকামত শেষ হলে লোকজনের মনে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবার ফিরে আসে। যেসব কথা মনে নেই (শয়তান) এসে সেসব কথা স্মরণ করতে বলে। বলে, ঐ যে ঐ কথাটি স্মরণ করো। ঐ কথাটি স্মরণ করো। এর ফলে একজন মুসল্লী কয় রাকআত নামায পড়েছে তা তখন তার মনে থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ-অংশের সাথে। কারণ, আজানের ফযিলতের কারণেই শয়তান পালিয়ে যায়, আর আজানের যদি এত ফযিলত হয়, তাহলে আজান দাতার ফযিলতও উত্তমরূপে প্রমাণিত হবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৫, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আজানের ফযিলত (অর্থাৎ মুয়াযযিনের ফযিলত) বর্ণনা করা যেমন শিরোনামের শব্দ فضل التاذين দ্বারা একথাটি স্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, বাবের হাদীস দ্বারা তো আজানের ফযিলত প্রমাণিত হয়, আজানদাতার নয়।

জবাব: তার উত্তর হলো এই যে, হাদীস দ্বারা যখন আজানের ফযিলত প্রমাণিত হলো তাহলে আজানদাতার ফযিলতও প্রমাণিত হয়ে গেল। ২. শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, আমার মতে ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় স্বভাবসুলভ শিরোনাম দ্বারা ঐ সমস্ত রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা তার শর্ত অনুযায়ী নয়; কিন্তু হাদীসটি সহীহ। এবং সে হাদীস দ্বারা মুয়াযযিনের ফযিলত প্রমাণিত হয়। তা হলো- المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة (ابن ماجة)

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَلَهُ ضُرَاطٌ : কাজী ইয়ায বলেন- يمكن حمله على ظاهره অর্থাৎ এটি জাহেরী ও বাস্তব অর্থের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। আবার রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন এটি আজানের প্রতি শয়তানের তীব্র ঘৃণা বা ব্যস্ততার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ তখন সে নিজেকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখে যার কারণে আজান শুনতে না পায়।

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ শব্দাবলীর মাঝে অত্যধিক ফযিলত ও মাহাত্ম রেখেছেন, যে ভয়ে তার বায়ু নির্গত হতে থাকে।

মোটকথা, আজান শুনে শয়তান এমনভাবে পলায়ন করে যেমন চোর পুলিশ দেখে পালায়, এবং এতদূর চলে যায় যেন আজানের ধ্বনি তার কানে না পৌছায়। বলা হয় আজানের দ্বারা যেহেতু নামাযের জন্য ডাকা হয়, আর নামাযে সিজদা আছে। তাই শয়তানের নিজের ঘটনা মনে পড়ে যায় যে, এই সিজদা না করার কারণেই তো আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হতে হয়েছে। তাই শয়তান আজান শুনতে চায় না। কেউ কেউ বলেন, পরকালে আজানের সাক্ষ্য দিতে হবে। যেমন হাদীসে আছে যতদূর পর্যন্ত আজানের শব্দ যায় ততদূর পর্যন্ত সকলকে এর সাক্ষ্য দিতে হবে। তাই শয়তান তা শ্রবণ করে এ দায়িত্বের ভার বহন করতে অক্ষম হয়ে দূরে গিয়ে পালায়। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আছে শয়তান روحاء পর্যন্ত পালিয়ে যায়, যা মদিনা হতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। মোটকথা, অনেক দূর পর্যন্ত সে পালিয়ে যায়।

প্রশ্নঃ নামায শ্রেষ্ঠ ইবাদত, অথচ তার ভয়ে শয়তান পালায় না; বরং নামাযের মধ্যে এসে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। যেমন এ হাদীসেই আছে- حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ , পক্ষান্তরে আজান হলো একটি সুন্নত আমল, যার ভয়ে পালাতে থাকে। এর কারণ কি?

জবাবঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ সম্পর্কে চারটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তবে এগুলির মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো যা শাহ ওয়ালিউল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- আজানের মধ্যে প্রকাশ্যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা হয়। এবং তার মধ্যে প্রকাশ্যে তাওহীদ, রিসালাতের সাক্ষ্য রয়েছে। সুতরাং এর উপকারিতা হলো ব্যাপক। কিন্তু নামায যতই খুশু'-খুযুর সাথে পড়া হোক, তা হলো একটি গোপন কাজ। আর তার উপকারিতা হলো সীমিত। তাই আজানের মধ্যে এক ধরনের ভয়-ভীতির বস্তু আছে। কেননা, তার মধ্যে পাঁচবার ইসলামের মৌলিক কালিমার ঘোষণা এবং প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। তাইতো আমরা মানুষরূপী শয়তান তথা কাফেরদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করি যে, তারা আজানের ধ্বনিকে যত ভয় পায় নামাযে তত ভয় পায় না।

দ্বিতীয় কথা হলো, যতদূর পর্যন্ত আজানের ধ্বনি পৌছে, এবং যত জিনিসই এর আওয়াজ শুনতে পায়, কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই উক্ত মুয়াযযিনের জন্য সাক্ষী দিবেন। তাই শয়তান এ জন্যও পালায় যেন আওয়াজ শুনে সাক্ষী দিতে না হয়। তাছাড়া নিজের শত্রুর পক্ষে সাক্ষী দিতে কে-ইবা সন্তুষ্টচিত্তে রাজি থাকে? তাই তো কতক ওলামা লিখেছেন ضراط ও সম্ভবতঃ এ কারণেই হয়ে থাকে, যেন তার শব্দের মধ্যে মশগুল হয়ে আজানের ধ্বনি শোনার দিকে শ্রবণশক্তি মনোনিবেশ না করে।

اُذْكُرْ كَذَا، اُذْكُرْ كَذَا :শয়তান নামাযের মধ্যে এসে এমন জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে যা স্মরণ আসার কথা নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে সম্পদ পুঁতে রেখেছিল। কিন্তু কোথায় রেখেছিল তা ভুলে গিয়েছিল। কোনোক্রমেই তার স্মরণ করতে পারছিল না যে, তা কোথায়

https://e-ilm.weebly.com/

রেখেছিল। লোকটি ইমাম আবু হানিফার নিকট এলো তদবীর ইত্যাদির জন্য। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, তুমি বাড়িতে গিয়ে সারারাত নফল নামায পড়, এবং পূর্ণ খুশু-খুযু'র সাথে পড়ার চেষ্টা করবে। সে গিয়ে এরকমই করতে লাগল, তখন শয়তান এটা মনে করে যে, এ তো সারারাত পূর্ণ খুশু'-খুযু'র সাথে নফল নামায পড়ে একরাতেই আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হয়ে যাবে। তাই সে দ্রুত প্রোথিত সম্পদের স্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এবং সে নামায শেষ করেই উক্ত স্থান খনন করতেই প্রোথিত সম্পদ বেরিয়ে এল।

মুহাদ্দিসে কেরাম আজানের ফযিলত সম্পর্কে অনেকগুলি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনী লিখেছেন– যদি কোনো জনপদে আজান দেওয়া হয় তখন ঐ দিন ঐ জনপদ আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপদ করে দেন। আর এ সমস্ত ফযিলতের কারণেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) আজান দেওয়াকে ইমামতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে ইমামতি উত্তম, আজান অপেক্ষা। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ।

تَثْوِيب - حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ শব্দের আভিধানিক অর্থ (الاعلام بعد الإعلام -ঘোষণার পর পুনরায় ঘোষণা দেওয়া। আর শরয়ী পরিভাষায় এর প্রয়োগ হয় দুটি জিনিসের উপর।

১. আজানের পর ইকামত বলা।

২. ফজরের আজানে حى على الصلوة حى على الفلاح-এর পর الصلوة خير من النوم বলা। আর এ تثويب ফজরের নামাযের সঙ্গে খাছ। এবং অন্যান্য নামাযে এটি জায়েয নয়।

৩. আজান ও ইকামতের মাঝখানে الصلوة جامعة حى على الصلوة বা এ জাতীয় অন্য কোনো বাক্য ব্যবহার করা। এই অর্থের বিবেচনায় অধিকাংশ আলেম تثويب কে বিদআত ও মাকরূহ বলেছেন। কারণ রেসালাত যুগে এটি প্রমাণিত নয়।

অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইলমী ব্যস্ততায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটা পছন্দ করতেন যে, ইকামতের কিছু সময় পূর্বে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে তার এ অভিমতটির যুক্তি এই যে, মূলত : এ প্রকারের সতর্কীকরণ বৈধই ছিল। কেননা শরয়ী নস-সমূহে এ প্রসঙ্গে আদেশ-নিষেধ কোনোটিই বর্ণিত হয়নি। কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলে এ تثويب কে সুন্নত রূপে গ্রহণ করা হয়। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম একে বিদআত অভিহিত করেছেন। কিন্তু যদি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সুন্নত বা ইবাদত মনে না করে এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয় তাহলে সেটি মুবাহ হবে এবং এতে কোনো অসুবিধা থাকবে না। বস্তুত: এ প্রসঙ্গে এটিই হলো মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত। এজন্যই আল্লামা শামী (রহ.) প্রমুখ লিখেছেন যে, বিচারক মুফতী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য تثويب (পুনরায় আহ্বান) করার অবকাশ রয়েছে।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

পরিচ্ছেদ [৩৯৫] : আজানের ক্ষেত্রে আওয়াজ উঁচু করার বর্ণনা

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) (জনৈক মুয়াযযিনকে) বলেন একেবারে সাদাসিধে আজান দাও; নতুবা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। (অর্থাৎ গানের ন্যায় সুর ও তাল মিলানোবিহীন বিলকুল সহজ-সরল পদ্ধতিতে আজান দাও)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৮৮] : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) একজন লোককে বললেন, তুমি দেখছি বন জঙ্গলে ছাগল চরাতে ভালবাসো। সুতরাং তুমি যখন বন জঙ্গলে থাকো এবং নামাযের জন্য আজান দাও, তখন উচ্চস্বরে আজান দিবে। কারণ জ্বিন মানুষ অথবা অন্য যে কোনো বস্তুই আযানের শব্দ শুনবে, কিয়ামতের দিন সে মুয়াযযীনের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। আবু সাঈদ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথা শুনেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৫-৮৬, ৪৫৬, ১১২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আজানের উদ্দেশ্য যেহেতু তাওহীদ-রিসালাতের সাক্ষ্যের পাশাপাশি এটি একটি ইসলামের নিদর্শনের ঘোষণা। তাই এর জন্য সুউচ্চ ধ্বনি কাম্য। কেননা, জিন-ইনসান, বৃক্ষ-তরুলতা, পাথর-মাটি সকলেই কিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে। এ কারণেই আজানের মধ্যে কানের মধ্যে আঙুল প্রবেশ করানোর হেকমতও বুঝা যায়। কেননা, যখন কানের মধ্যে আঙুল প্রবেশ করাবে তখন তার নিকট আওয়াজ কম অনুভূত হবে, তখন মুয়াযযিন নিজের আওয়াজকে আরো উঁচু করার চেষ্টা করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

انى اراك تحب الغنم : কোনো বুযুর্গের ধারণা হলো, এটি مرفوع তথা নবীজীর কথা। আসলে তা হলো موقوف তথা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি) এর কথা।-আইনী ও কাস্তাল্লানী

প্রশ্ন : যাবতীয় আমলের সাক্ষী হিসাবে তো আল্লাহই যথেষ্ট। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন-وكفى بالله شهيدا-তাহলে ভিন্ন সাক্ষীর কী প্রয়োজন?

জবাব : হতে পারে আল্লাহ তাআলা ওখানে দুনিয়ার কানুন জারি করবেন। আর এসব কিছুর সাক্ষীর উদ্দেশ্য হলো, মুয়াজ্জিনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা।

بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

পরিচ্ছেদ [৩৯৬] : আজানের কারণে রক্তপাত বন্ধ করে দেওয়া হয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ

أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}

হাদীসের অনুবাদ [৫৮৯] : হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমাদের নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না, অপেক্ষা করতেন। যদি আজান শুনতে পেতেন তাহলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর আজান শুনা না গেলে আক্রমণ করতেন। যথা নিয়মে আমরা খায়বারের লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা হলাম। আমরা রাতে সেখানে পৌছলাম। যখন ভোর হলো এবং আজান শুনা গেল না, তখন তিনি (আল্লাহর রাসূল) সওয়ার হলেন এবং আমিও আবু তালহার পিছনে সওয়ার হলাম। এতে আমার পা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা স্পর্শ করছিলো। আনাস বলেন, তখন খায়বারের লোকজন তাদের থলে ও কাস্তে কোদাল নিয়ে আমাদের কাছে এসে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বলে উঠলো, মুহাম্মাদ! খোদার কসম এ যে মুহাম্মাদ! তাঁর সৈন্যবাহিনী এসে গেছে। আনাস আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে বলে ওঠলেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। খায়বার ধ্বংস হোক! আমরা যখন কোন জাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই তখন সতর্ককৃতদের দিনের সূচনা মন্দই হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৩-৫৪, ৮৬, ১২৫, ২৭৯, ২৯৮, ৪০৪, ৪০৫, ৪১৩, ৪১৪, ৪২০, ৫১২, ৬০৩, ৬০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আজানের ফযিলত ও ফলাফল বর্ণনা করা। কারণ, আজান হলো ইসলামের মহত্তর নিদর্শন। এর দ্বারা জনপদ সুরক্ষিত হয়ে যায়। রিসালাতের যুগে আজানের কারণেই আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত হতো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল কাফেরদের বস্তীতেও আক্রমণ করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সকাল হত। যদি সকাল হওয়ার পর আজানের আওয়াজ আসত, তখন তিনি তাদের উপর আক্রমণ করতেন না। আর যদি আজানের আওয়াজ না শুনতেন তখন তাদের উপর আক্রমণ করতেন। এর দ্বারা আজানের বহুত বড় ফযিলত ও উপকারিতা বুঝা গেল, যে কেবলমাত্র আজানেরই কারণে আক্রমণ হতে রক্ষা পেল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مَسَاحِي : শব্দটি مسحاة-এর বহুবচন। অর্থ, কৃষিযন্ত্র। যেমন কুড়াল, বেলচা ইত্যাদি।

مَكَاتِل : শব্দটি مكتل-এর বহুবচন। অর্থ, ওড়া, ঝুড়ি, টুকরি।

الخميس : পূর্ণাঙ্গ বাহিনীকে خميس বলা হয়। যার অর্থ হলো পাঁচের সমষ্টি। কারণ একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনীতে পাঁচটি অংশ থাকে। ১. مقدمة - (সম্মুখভাগ), ২. ميمنة - (ডান অংশ), ৩. ميسرة - (বাম অংশ), ৪. قلب - (মধ্যের অংশ), ৫. ساقة - (পিছনের অংশ) ইহুদিরা দূর থেকে মুসলিম বাহিনী দেখতে

https://e-ilm.weebly.com/

পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল-الخميس والله محمد মুহাম্মদ। আল্লাহর শপথ মুহাম্মদ তাঁর পূর্ণবাহিনীর সাথে এসে গেছে।

خَرِبَتْ خَيْبَرُ : খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রশ্নঃ ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বললেন ধ্বংস হয়ে গেছে?

জবাবঃ

১. এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা। তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, খায়বার ধ্বংস হবে। তাই তিনি একথা বলেছিলেন।

২. অথবা বলা যায় যে, তাদের হাতে কোদাল, বেলচা, ঝুড়ি ইত্যাদি দেখে এ থেকে শুভলক্ষণ গ্রহণ করে তিনি একথাগুলি বলেছিলেন। কারণ এগুলি হলো ভবন ইত্যাদি ধসানোর উপকরণ।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ

পরিচ্ছেদ [৩৯৭] : আজান শোনার সময় কি বলবে?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৯০] : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন আজান শুনতে পাও, তখন মুয়াযযীন যা কিছু বলে তোমরাও তা-ই বলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ-অংশের সাথে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আজানের জবাবের হুকুম এবং ইমামগণের উক্তিঃ আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-

احتج بقوله 'فقولوا' اصحابنا (اي الاحناف) ان اجابة المؤذن واجبة علي السامعين لدلالة الامر علي الوجوب وبه قال ابن وهب من اصحاب مالك والظاهرية الخ

আমাদের (হানাফীদের) নিকট আজানের জাওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, হাদীসের শব্দ فقولوا এটি হলো امر-এর সীগাহ। যা ওয়াজিব হওয়াকেই বুঝায়।

মূলতঃ আজানের জওয়াব দুই প্রকার। ১. اجابت بالقول [উক্তিগত জবাব] ২. اجابت بالاقدام [কর্মগত জবাব] সুতরাং উক্তিগত জবাব জুমহূর আইম্মায়ে ছালাছার নিকট মুস্তাহাব।

আল্লামা আইনী লিখেছেন-

وقال مالك و الشافعي و احمد و جمهور الفقهاء الامر في هذا الباب علي الاستحباب دون الوجوب وهو اختيار الطحاوي ايضا وقال النووي تستحب اجابة المؤن بالقول

https://e-ilm.weebly.com/

হানাফী মাশায়েখগণের এ ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে প্রাধান্য উক্তি হলো ওয়াজিব না হওয়া। যেমন ইমাম ত্বহাবী হানাফীর মাযহাব উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া শামসুল আইম্মা হালওয়ানীও ওয়াজিব না হওয়ার প্রবক্তা। ফতওয়ায়ে কাজীখানেও এটিই উল্লেখ আছে-اجابة المؤذن فضيلة وان تركها لا يأثم হানাফীদেরও مفتي به কওল হলো ওয়াজিব না হওয়া। উভয় কওলের মধ্যে মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, اجابت হলো ওয়াজিব, আর اجابت بالقول হলো মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৯১] : ঈসা ইবনে তালহা (রাযি.) বর্ণনা করছেন, তিনি মুআবিয়াকে একদিন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত তেমনিভাবে বলতে শুনেছেন যেমনিভাবে মুয়াযযীন বলেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقَالَ مِثْلَهُ -অংশের সাথে ;

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৯২] : হযরত ইয়াহইয়া (রাযি.) বলেছেন, কোনো কোনো ভাই আমার কাছে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুয়াযযীন যখন হাই-ইয়া আ'লাস সালাহ বলেছে, তখন মুআবিয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ বলেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে বলতে শুনেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত نَحْوَهُ. عَنْ يَحْيَى -অংশের সাথে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, আজানের শব্দ শ্রবণকারী তার জবাবে কি বলা উচিত? তিনি রেওয়ায়েত উল্লেখ করে এটা বলে দিলেন যে, مثل ما يقول المؤذن [মুয়াযযিনের অনুরূপ] বলবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন দিলেন না অথবা প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা একটি অস্পষ্ট কথা কেন বললেন?

জবাব: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিয়ম হলো যদি কোনো ক্ষেত্রে রেওয়ায়েত ও ইমামগণের উক্তি বিভিন্ন হয় তখন তিনি সে ব্যাপারে চূড়ান্ত হুকুম লাগান না। এখানে যেহেতু একটি রেওয়ায়েতে আছে-اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن যা দ্বারা বুঝা যায় যে, মুয়াযযিনের হুবহু শব্দাবলী সে পুনরাবৃত্তি করবে।

পক্ষান্তরে অন্য একটি রেওয়ায়েত আছে (বাবের তৃতীয় হাদীস) حيعلة-এর জবাবে حوقلة (লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) বলতে হবে। যেহেতু উভয় রেওয়ায়েতই সহীহ, তাই তিনি কোনো চূড়ান্ত হুকুম

https://e-ilm.weebly.com/

বর্ণনা করেননি। কিন্তু বুখারী (রহ.)-এর পদ্ধতি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি জুমহুরের সমর্থন করছেন। কেননা, জুমহুরের মাযহাব হলো حيعلتين। حي علي الفلاح ، حي علي الصلوة ব্যতীত অন্য সকল বাক্যই মুয়াযযিনের অনুরূপ বাক্য পুনরাবৃত্তি করা।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক/মনোভাব এভাবে জানা গেল যে, প্রথমে তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে আছে- اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن যার দাবী হলো পূরা আজানেই মুয়াযযিনের অনুরূপ বাক্য পুনারাবৃত্তি করবে। অর্থাৎ এ পুনরাবৃত্তির হুকুমটি عام বা ব্যাপক।

কিন্তু তারপর ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। যাতে حيعلتين-এর জবাবে حوقلة-কে খাস করা হয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, খাসকে আমের উপর মুকাদ্দাম করা হয়। এবং প্রথম রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য হবে আজানের বাক্যসমূহের অনুরূপ অধিকাংশ বাক্য বলবে। তাহলে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক (রহ.) থেকে একটি রিওয়ায়াত এই যে, তাঁরা এ হাদীসের বাহ্যিক ব্যাপকতার (عموم) উপর আমল করতে গিয়ে বলেন- حى على الصلوة حى على الفلاح-এর উত্তরও অনুরূপ বাক্য দ্বারাই দেওয়া হবে। কিন্তু হানাফী ও হাম্বলী এবং অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মাযহাব হলো حيعلتين-এর উত্তরে حوقلة তথা لا حول ولا قوة الا بالله পড়তে হবে। এ মাযহাবটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ওমর (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে حيعلتين-এর উত্তরে حوقلة পাঠ করার বিষয়টি স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেই হাদীসটি (مفسر) ব্যাখ্যাকৃত' হওয়ার কারণে তা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটিকে (مخصص)। 'খাছ' করে দেয়। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) এটাকেই জুমহুরের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন। যদ্বারা বোঝা যায় যে শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের (مفتى به) ফতোয়াও প্রকৃতপক্ষে এ মতটির উপর।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

পরিচ্ছেদ [৩৯৮] : আজানের দোয়া সম্পর্কে

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যেহেতু হাদীসে এসেছে আজানের পর দোয়া কবুল হয়, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনামে এটা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, আজানের পরের দোয়াটি কি? তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে বলে দিলেন যে, সেই দোয়াটি হলো- اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৫৯৩] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনে এ দোআ পড়বে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ-দাওয়াতিত্ তা-ম্মাহ ওয়াস-সলাতিল কা-ইমাহ আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাহ ওয়াবয়াছহু মাকা-মাম মাহমুদানিললাযী ওয়াদতাহ।' কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফাআত লাভের অধিকারী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৬, ৬৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এবং নাসায়ী - আজান : ২/২৬-২৭, সালাত : ৫২৯, ইবনে মাজাহ আজান : ৭২৭।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : হে আল্লাহ, এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত সালাতের তুমিই মালিক। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দান কর জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। আর তাকে অধিষ্ঠিত কর তোমার প্রতিশ্রুত মাক্বামে মাহমূদ এ (প্রশংসিত স্থানে)।

قوله: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ

دعوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওহীদের বাক্য; আজানের বাক্য।

تامة: এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

১. تامة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না; বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

২. কারো মতে, যেহেতু আজানের বাক্যমালা ইসলামের বুনিয়াদী আকিদা (তাওহীদ, রেসালাতের সাক্ষ্য)-কে সমন্বয়কারী। তাই একে تامة বলা হয়েছে।

৩. ইবনুত্তীন বলেন- دعوة-কে تمام দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে, কারণ, আজানের মধ্যে আছে أتم القول[সর্বাধিক পূর্ণ কওল] তাহলো- لا اله الا الله

৪. কারো মতে- التامة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الكاملة; আর তার পূর্ণতা হলো তার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি প্রবেশ না করা।

৫. تامة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো صلوة قائمة-র দাওয়াত। তাই তাকে دعوة التامة বলা হয়েছে।

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ : আল্লামা আইনী এর ব্যাখ্যায় বলেন-

الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة وانها قائمة مادامت السموات والارض

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ قائمة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো دائمة চিরস্থায়ী, কারণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে, কোনো জাতি তাতে পরিবর্তন করতে পারবে না, এবং কোনো শরিয়ত তা রহিত করতে পারবে না। যতদিন আসমান-জমিন থাকবে, ততদিন তা বহাল থাকবে।

আল্লামা জীবী (রহ.) বলেন আজানের শুরু বাক্য الله اكبر হতে محمد رسول الله পর্যন্ত হলো دعوة التامة আর الصلوة القائمة হলো حي علي الصلوة حلي علي الفلاح

الْوَسِيلَةَ : وسيلة শব্দের অর্থ নিম্নরূপ-

الوسيلة لغة هي ما يتقرب به الى الكبير والمراد ههنا ما يتقرب به الى الله تعالى

অর্থাৎ- ওয়াসীলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো এমন মর্যাদা যার মাধ্যমে বড় কারো নৈকট্য অর্জন করা যায়। তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য যদ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। কারো কারো মতে এটি জান্নাতের একটি সুউচ্চ স্তরের নাম। কোনো কোনো কিতাবে এরপর والدرجة الرفيعة অংশটিও বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) প্রমুখ বলেন : এ অংশটির কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু আল্লামা ইবনে সুন্নী (রহ.) عمل اليوم والليلة গ্রন্থে নাসায়ী শরীফের বরাতে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। যার মাঝে এ শব্দগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সুনানে নাসায়ীতে এ রেওয়ায়েতটি বিদ্যমান নেই। অবশ্য ইমাম নাসায়ী (রহ.)-এর ও عمل اليوم والليلة নামে একটি কিতাব রয়েছে। সম্ভবত এ অতিরিক্ত অংশটি সেখানে রয়েছে। - দরসে তিরমিযী

مَقَامًا مَحْمُودًا :'মাকামে মাহমূদ' দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

১. অধিকাংশের মত হলো شفاعة ;

২. কারো কারো মতে আরশে উপবেশন করা।

৩. আবার কারো মতে কুরসিতে উপবেশ করা।

৪. মাকামে মাহমূদ এমন স্থান, সেখানে আরোহণকারীর সকলেই প্রশংসা করবে, এবং সকলেই তাকে চিনতে পারবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বণিত আছে-

مقام يحمدك فيه الأولون والآخرون. و تشرف فيه علي جمع الخلائق تسأل فتعطي و تُشَفَّع فتشفع ليس احد الا تحت لوائك

তেমনিভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে-هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي - ওমদাতুল কারী

حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ : মুসলিম শরীফ কিতাবুল ঈমানে হাদীস রয়েছে, যার সারমর্ম হলো কিয়ামতের দিন আউয়ালিন-আখিরীন সকল পয়গাম্বরগণের নিকট আবেদনের পর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছবে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের নিচে পৌছে আল্লাহর নিকট শাফাআত করবেন, এবং তার শাফাআত কবুল করা হবে। এটিই হলো শাফাআতে কুবরা-মাকামে মাহমূদ।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা কাশ্মিরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের احمد[প্রশংসা]-র সাথে বিশেষত্ব আছে। তার নাম محمد ও احمد। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের নাম হলো حمادون; কিয়ামতের দিন তার ঝাণ্ডার নাম হবে الحمد। এবং তার মাকাম হলো 'মাকামে মাহমূদ'।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাঁকে এ মাকাম দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী–عسي ان يبعثك ربك مقاما محمودا আর একথা সতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই। তাহলে তাঁর জন্য আমাদের দোয়ার অর্থ কি?

জবাবঃ এরও কয়েকটি উত্তর হতে পারে। যথা–

১. প্রতিশ্রুত জিনিসটির স্থায়ীত্বের জন্য।

২. অন্যের জন্য দোয়া করার বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য।

৩. এর উপকারিতা দোয়াকারীর জন্য হবে। তারা শাফাআতের হকদার হবে। যেমন হাদীসেই রয়েছে–

حلت (اي وجبت) له شفاعتي তার জন্য শাফাআত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ হাদীসে আছে ان الشفاعة للمذنبين [শাফাআত হবে গুনাহগারদের জন্য] তাহলে এ দোয়া পাঠকারীদের জন্য শাফাআত কিভাবে হবে?

জবাবঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত কয়েক প্রকার হবে। ১. বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশ করানো। ২. মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। ৩. জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য। সুতরাং যার যার অবস্থা হিসেবে তার জন্য শাফাআত করা হবে। – ওমদাতুল কারী

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الِاسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ

পরিচ্ছেদ [৩৯৯] : আজানের জন্য লটারি দেওয়া প্রসঙ্গে

وَيُذْكَرُ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ

বর্ণিত আছে কিছু লোক আজানের জন্য মতবিরোধে লিপ্ত হলে হযরত সা'দ (রাযি.) তাদের মাঝে লটারির ব্যবস্থা করেছিলেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

হাদীসের অনুবাদ [৫৯৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকজন যদি আজান দেয়ার ও (নামাযে) প্রথম কাতারে (দাঁড়ানোর) ফযিলত জানতো এবং সেই সাথে এ কথাও জানতো যে, লটারীর সাহায্য ছাড়া তা লাভ করা সম্ভব নয় তাহলে অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিত। আর তারা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযিলত কত বেশি তাহলে অবশ্যই তারা ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই (নামাযের জন্য) আসতো। আর তারা যদি জানতো ইশা ও ফজরের নামায (জামা'আতে) পড়ার ছওয়াব কত বেশি, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও (জামা'আতে) আসতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৬, ৯০, ১০০, ৩৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোরনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আজানের ফযিলত, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করা। তিনি বলতে চাচ্ছেন যদি কয়েকজন লোক আজান দিতে আগ্রহী হয় তাহলে তাদের মতবিরোধ দূর করার জন্য প্রয়োজন হলে লটারির মাধ্যমেও তা দূর করা যাবে।

২. তাছাড়া এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাদীসের শব্দ استهام-এর অর্থ নির্ণয় করা। কারণ, এ শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। **এক.** লটারি করা, **দুই.** তীর নিক্ষেপ করা। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) বলে দিলেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো লটারি করা।

بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ

পরিচ্ছেদ [৪০০] : আজানের মধ্যে কথা বলা প্রসঙ্গে

وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

সুলায়মান বিন সুরাদ আজানের মধ্যে কথা বলতেন। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আজান বা ইকামত বলার সময় হাসলে কোনো সমস্যা নেই

হাসান বসরী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : তাঁর মূল নাম হাসান ইবনে আবুল হাসান আল-বসরী। তবে তিনি হাসান আল-বসরী নামেই সমধিক পরিচিত। হাসান বসরী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিপুলসংখ্যক সাহাবী পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন। তখন সর্বত্র ইলমে রিসালাতের আওয়াজে মুখরিত ছিল। ইবনে সা'দ (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন-

كان الحسنُ جامعًا عالمًا رفيعًا فقيهًا مأمونًا عابدًا ناسكًا كبيرَ العلم فصيحًا جميلًا وسيمًا.

অর্থাৎ, হাসান বসরী একজন অতি বড় আলেম, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ফিকহবিদ, ফেতনা থেকে মুক্ত, বড় আবেদ, পরহেযগার, বিশাল জ্ঞানের অধিকারী, শুদ্ধভাষী, মিষ্টভাষী, সুন্দর ও অমায়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইলমে হাদীসে তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

হাফেয যাহাবীর ভাষায় তিনি ছিলেন বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ও ইলমের সমুদ্র। তিনি হযরত ওসমান, আলী, আবু মুসা আশয়ারী, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক প্রমুখ বড় বড় সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ১১০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৫]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ

---

[২৫] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৫, পৃ: ৪৫৬]

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৫৯৫] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিছ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, শীতকালের মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে একদিন বক্তৃতা করছিলেন। এমন সময় মুয়াযযীন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলল, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ বলার জন্য। অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে নামায করে নাও। (এ কথা শুনে) লোকজন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। এ সময় ইবনে আব্বাস বললেন, আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এটাই উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৬, ৯২, ১২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আজানের মধ্যে হাসার বৈধতা প্রমাণ করা। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি আজানের মধ্যে হেসে দেয় তাহলে ঐ আজান পুনরায় দিতে হবে না। ইমাম বুখারী (রহ.) তার মনোভাব প্রমাণের জন্য সুলায়মান বিন সুরাদের আছর এবং ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করে সেদিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আজানের মধ্যে কথা বলার বিধান:

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে মাকরূহে তানযীহী অর্থাৎ অনুত্তম।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে আজানের মধ্যে কথা বলা জায়েয।

তবে আজানের মধ্যে দীর্ঘ কথা-বার্তা আজান ভঙ্গের কারণ হবে। আজান পুনরায় দিতে হবে।

وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ : اي الجمعة واجبة – ওমদাতুল কারী, কিরমানী

بَاب أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

পরিচ্ছেদ [৪০১] : অন্ধ ব্যক্তি আজান দেওয়া, যদি তাকে সময় সম্পর্কে অবহিতকারী কেউ থাকে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

হাদীসের অনুবাদ [৫৯৬] : হযরত সালেম তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিলাল রাতে আজান দেয়। অতএব উম্মে মাকতুমের আজান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে পারো। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। ভোর হয়েছে-ভোর হয়েছে এ কথা না বলা পর্যন্ত তিনি আজান দিতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ-অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৬, ৮৭, ৮৭, ২৫৭, ৩৬২, ১০৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি অন্ধ ব্যক্তির নিকট কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সময় সম্পর্কে অবহিতকারী কেউ থাকে, তাহলে তার আজান দেওয়া মাকরূহ ব্যতীত জায়েয। আল্লামা শামী লিখেছেন- ومتى كان ذلك يكون تاذينه وتاذين البصير سواء অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তি ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উভয়ের আজান সমান। যদি দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি তাকে সময় বলে দেওয়ার থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ : ইবনে হাবীব, ইবনে আব্দুল বার ও উসাইলী প্রমুখ বলেন أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ অর্থ হলো قاربت الصباح সকাল নিকটবর্তী হয়েছে।

প্রশ্ন: قاربت الصباح অর্থ কি? এ হাদীসে পানাহারের শেষ সময় নির্ধারণ হতো আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযি.)-এর আজান দ্বারা। এবং তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ না বলা হতো ততক্ষণ তিনি আজান দিতেন না। তাহলে তার আজান সকালের নিকটবর্তী সময়ে হতো। এখন সকালের নিকটবর্তী দ্বারা যদি সকালের পূর্বে উদ্দেশ্য হয় তাহলে হযরত বিলাল (রাযি.)-এর আজান ও তার আজানের মধ্যে পার্থক্য কি হলো? কারণ, ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযি.)-এর আজানও সকালে হয়েছে; যদিও সকালের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। আর যদি এটা বলা হয় যে, সকাল হওয়ার পরে আজান দিতেন তাহলে এমতাবস্থায় বড় ধরনের প্রশ্ন জাগে যে, পানাহার/সাহরী কি সকালের পরে জায়েয হবে? যা জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতের পরিপন্থি।

জবাব: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-قاربت الصبح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবনে উম্মে মাকতূম (রহ.) এমন সময় আজান দিতেন যে, এদিকে ফজর উদিত হচ্ছে, এবং তিনি আজান দিচ্ছিলেন, তাই পানাহার (সাহরী) তো সকালের পূর্বেই হয়েছে; পরে নয়।

بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ [৪০২] : ফজর উদিত হওয়ার পরে আজান দেওয়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

হাদীসের অনুবাদ [৫৯৭] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমাকে হাফসা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যখন সকালে আজান দেয়ার জন্য (মুয়াযযীন) দাঁড়াতো এবং আজান হয়ে যেত, তখন তিনি নামাযের আগে দুই রাকাআত হাল্কা নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ-অংশের সাথে। এখানে اعتكف অর্থ প্রতীক্ষা করা; আর بدا الصبح-এর ওয়াওটি হলো حالية সুতরাং মুনাসাবাত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুয়াযযিন সকাল হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকত, আর প্রভাত উদিত হওয়ার পর আজান দিত।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি:হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

হাদীসের অনুবাদ [৫৯৮] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করছেন, সকালের আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত হাল্কা নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো ইঙ্গিতার্থে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন তা ছিল আজান ও ইকামতের মাঝে। যা একথা বুঝায় যে, তিনি তা ফজর উদিত হওয়ার পর আদায় করেছেন। তাহলে আজানও ফজর উদিত হওয়ার পরে দিয়েছেন। সুতরাং এভাবে শিরোনামের সাথে মুনাসাবাত প্রমাণিত হবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি:হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

হাদীসের অনুবাদ [৫৯৯] : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিলাল রাতে আজান দেয়। অতএব উম্মে মাকতুমের আজানের পূর্ব পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পারো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ এর ইঙ্গিতার্থে। অর্থাৎ এ হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের আজান পর্যন্ত সাহরি খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর যখন হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের আজান শুরু হয়ে যেত, তখন পানাহার বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের আজান ফজর উদিত হওয়ার পরে হয়েছে। এভাবে মুনাসাবাত প্রমাণিত হয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি:হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৬, ৮৭, ২৫৭, ৩৬২, ৩০৬, ২০৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ফজরের আজান সুবহে সাদিকের পরেই হওয়া উচিত। কেননা, আজানের আসল উদ্দেশ্য হলো নামাযের সময়ের ঘোষণা দেওয়া; কিন্তু যদি সময় না হয় তাহলে এটি اعلان নয়; বরং اضلال [বিভ্রান্তিকরণ]। এমনকি যদি ভুল ঘোষণার উপর ভিত্তি করে কেউ অসময়ে নামায পড়ে নেয়, তাহলে তার নামায পুনরায় পড়তে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا :এ হাদীসের অধীনে তিনটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে–

প্রথম আলোচ্য বিষয়: এ হাদীসের অধীনে প্রথম আলোচ্য বিষয় এই যে, এ হাদীসে হযরত বেলাল (রাযি.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি রাত্রিকালে আজান দিতেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দিতেন সুবহে সাদিকে (ফজরের সময়ে)। কিন্তু ফতহুল বারী গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) সহীহ ইবনে

https://e-ilm.weebly.com/

খুযায়মা,সহীহ ইবনে হিব্বান, ইবনে মুনযির এবং ত্বহাবীর হাওয়ালায় হযরত উনায়সা (রাযি.) থেকে এর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, এটা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.) রাত্রে আজান দিতেন আর বেলাল (রাযি.) সকালে (ফজরের সময়ে)। নাসায়ী শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়েতটিও একে সমর্থন করে। আর এর শাহেদ হলো হারেস ইবনে উসামার সূত্রে উরওয়ার মুরসাল রেওয়ায়েত-

ان رسول الله ﷺ قال: لا تغتر واباذان ابن ام مكتوم ولكن اذان بلال (رض)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান শুনে ধোঁকায় পড়ো না। বরং বেলালের আজান (অনুসরণ কর)।

দ্বন্দ্বের সমাধানঃ এ تعارض বা বৈপরিত্যের সমাধান এই যে, প্রকৃত পক্ষে দু'টি রেওয়ায়েত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, প্রথম দিকে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযি.) রাত্রে আজান দিতেন। আর হযরত বেলাল (রাযি.) আজান দিতেন সকালে। কিন্তু হযরত বেলাল (রাযি.)-এর দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। যার ফলে তিনি দু'একবার ধোঁকায় পড়ে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আজান দিয়ে ফেলেন। যেমন একবার এমন হলো যে, তিনি ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আজান দিয়ে ফেললেন তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ভুলের সংশোধণের জন্য তাঁকে দিয়ে ঘোষণা দেওয়ালেন।

عن ابن عمر (رض) ان بلا لا أذن بليل فأمره النبى ﷺ ان ينادى ان العبد قد نام (اى سها عن وقت صلوة الصبح)

বস্তুতঃএ সময়েই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ইরশাদ করেছিলেন যে, لايغرنكم اذان بلال فان فى بصره شيئ

মোটকথা যখন বেলাল (বা.)-এর ভুল বেশি হতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ্জিনের তারতীব পাল্টে দিলেন। হযরত বেলাল (রাযি.)-কে রাতের আজানের জন্য নিয়োগ করলেন। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযি.) যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই তিনি নিজে দেখে ফজরের আজান দিতেন না। বরং যখন লোকজন তাঁকে সুবহে সাদিক হওয়ার সংবাদ দিতেন তখন তিনি আজান দিতেন। এ কারণেই বুখারী শরীফের এ রেওয়ায়েতে আছে–

وكان رجلا اعمى لاينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت, তিনি ছিলেন অন্ধ ব্যক্তি। তিনি আজান দিতেন না যতক্ষণ না তাকে বলা হত, সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে।

মোটকথা এ পরিবর্তনের পর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি ইরশাদ হয়েছে-"إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ বস্তুত: এটাই হলো এ প্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েত সমূহের মাঝে মুনাসাবাত বিধানের সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়: এ হাদীসের অধীনে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হলো (طلوع الفجر) সুবহে সাদিকের পূর্বে ফজরের আজান দেওয়া যায় কি না? এ প্রসঙ্গে আইম্মায়ে ছালাছা, ইমাম আবূ ইউসুফ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মাযহাব হলো ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বেও ফজরের আজান দেওয়া যায়। এবং এক্ষেত্রে ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর উক্ত আজানের পুনরাবৃত্তিও ওয়াজিব হয় না। তবে এটা কেবল ফজরের নামাযের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো নামাযে এমনটি করার অবকাশ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

পক্ষান্তরে ইমাম আযম (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ ও সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-এর মাযহাব হলো, অন্যান্য নামাযের মতই ফজরের আজানও ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে জায়েয হয় না। যদি সময়ের পূর্বে আজান দেওয়া হয় তাহলে তার পুনরাবৃত্তি ওয়াজিব হবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি দ্বারা আইম্মায়ে ছালাছা দলিল পেশ করে থাকেন, যার মাঝে হযরত বিলাল (রাযি.) কর্তৃক রাত্রে আজান দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এ হাদীস দ্বারা তাঁদের পেশকৃত প্রমাণ (مدعا) পূর্ণাঙ্গ হয় না। কেননা তাঁদের এ প্রমাণ তখনই যথাযথ হত যদি রেসালাত যুগে কেবল রাত্রিকালীন আজানকে যথেষ্ট মনে করে ক্ষান্ত করা হতো। অথচ যে সকল রেওয়ায়েতে রাত্রিকালীন আজানের কথা বর্ণিত হয়েছে সেখানে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার আজান দেওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

হানাফীদের দলিল প্রমাণ

১. আবূ দাউদ শরীফে হযরত বেলাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

أن رسول الله ﷺ قال له : لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر.

আর বায়হাকীর রেওয়ায়েতে যার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য বর্ণিত শব্দগুলো নিম্নরূপ–

انه ﷺ قال يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر

ত্বহাভী শরীফে হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতে আছে–

أن رسول الله ﷺ كان اذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح

৩. হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (রহ.) আত-তামহীদ নামক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর এ হাদীস বর্ণনা করেছেন–

قالت : ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر

৪. আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) -এর হাদীস-

ان بلالا اذن بليل فأمره النبى ﷺ ان ينادى ان العبد قد نام

এ রেওয়ায়েতটি ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছাড়াও ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ত্বহাভী (রহ.) ও দারাকুতনী (রহ.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

এ রেওয়ায়েতটি হানাফীদের মাযহাবের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রাত্রিকালীন আজান যথেষ্ট নয়।

মোটকথা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস তথা إن بلالا يؤذن بليل -এর মাধ্যমে استدلال ائمة ثلاثة পরিপূর্ণ হতে পারে না। কেননা গোটা হাদীসভাণ্ডার থেকে তাঁরা একটি রেওয়ায়েতও এমন পেশ করতে পারবেন না যার মাঝে শুধু রাত্রিকালীন আজানের উপর (اكتفاء) ক্ষান্ত করার বিবরণ পাওয়া যায়। বিস্ময়ের ব্যাপারে হলো, এতজন বড় বড় ইমাম কীভাবে এমন একটি প্রসঙ্গে একমত হয়ে গেলেন, যার উৎসস্বরূপ একটি সুস্পষ্ট রেওয়ায়েতও পাওয়া যায় না?

মোটকথা, এ মাসআলায় হানাফী মাযহাবের অবস্থান খুবই শক্তিশালী। কেননা (قياس) যুক্তিগত বিবেচনায়ও এ বিষয়টি স্পষ্ট যে আজানের মূল লক্ষ্য হলো নামাযের সময় সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া। আর রাত্রি বাকি থাকতে (ফজরের) আজান দিলে ঘোষণা দেওয়া হয় না; বরং বিভ্রান্ত করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ঃ এ হাদীসের অধীনে তৃতীয় আলোচ্য প্রসঙ্গ হলো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেন রাতে আজান দেওয়া হত? এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন, এটি ছিল তাহাজ্জুদের আজান। কিন্তু এ উত্তরটি তাঁদের মাযহাব অনুযায়ী সঠিক হতে পারে যারা তাহাজ্জুদের আজানকে (مشروع) বিধিবদ্ধ বলে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ হানাফী আলেম নফল নামাযের জন্য আজান দেওয়া (مشروع) বিধিবদ্ধ মনে করেন না। অতএব তাঁদের মতে এ উত্তর সঠিক হতে পারে না। এ কারণেই অধিকাংশ হানাফী আলেম এক্ষেত্রে এই জবাব দিয়ে থাকেন যে, দু'বার আজান দেওয়ার এ রীতি কেবল রমাযান মাসেই অবলম্বন করা হত। এর (অর্থাৎ প্রথম আজানের) উদ্দেশ্য ছিল সাহরীর জন্য (লোকজনকে) সজাগ করা। শায়খ আনওয়ার (রহ.) এ উত্তরটিকে পছন্দ করেছেন। তদ্রূপ আছারুস সুনান গ্রন্থে আল্লামা নিমভী (রহ.)ও এটি অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের- فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن ام مكتوم - এ বাক্যটিও এ বিষয়টি প্রমাণ করছে। তাছাড়া অন্য কোনো হাদীসে এটি সুস্পষ্টভাবেও বর্ণিত আছে যে, ليُنبه نائمكم (তোমাদের নিদ্রিতদের সজাগ করার জন্য।)

بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ [৪০৩] : ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে আজান দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأُصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৬০০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিলালের আজান শুনে তোমরা কেউ সাহরী খাওয়া বন্ধ করবে না। কারণ সে রাতে আজান দিয়ে থাকে, যাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করছে এমন ব্যক্তি অবসর পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠতে পারে। এতে ফজর হয়েছে এবং ভোর হয়ে গেছে এ কথা যেন কেউ না বলে। আর তিনি আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। আঙুল একবার ওপরের দিকে উঠালেন আবার নীচের দিকে নামালেন (তিনি দেখালেন কিভাবে পূর্ব আকাশে সাদা রেখা প্রসারিত হলে ভোর হয়) যুহাইর নিজের দুই হাতের শাহাদাত আঙুলের একটি অপরটির ওপর রেখে পরে দুটাকেই ডানে ও বামে প্রসারিত করে (ভোর হবার সময় পূর্ব আকাশের অবস্থার দৃশ্য) দেখালেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ -অংশের সাথে। কারণ, তিনি এ আজান দিতেন সাহরী খাওয়ার জন্য, যা অবশ্যই সুবহে সাদিকের পূর্বে ছিল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃহাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ৭৯৮, ১০৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

হাদীসের অনুবাদ [৬০১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিলাল রাতে আজান দিয়ে থাকেই অতএব ইবনে উম্মে মাকতুম আজান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পারো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ -অংশের সাথে। কারণ, তা ছিল রাতের বেলা ফজরের নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি:হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া। তা হলো– ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্বের বাবে ফজরের নামাযের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যে, ফজরের নামাযের জন্য যে আজান দেওয়া হয় তা সুবহে সাদিকের পর দিতে হয়, যেমনটি অন্যান্য চার ওয়াক্ত নামাযের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সময় প্রবেশের পর দিতে হয়।

সুতরাং প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, যখন ফজরের নামাযের আজান সুবহে সাদিকের পর দিতে হয়, তাহলে সুবহে সাদিকের পূর্বে অর্থাৎ সময় হওয়ার পূর্বে রাতের বেলা হযরত বিলাল (রাযি.) এর আজানের উদ্দেশ্য কি?

জবাব: ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীসে আছে– ليرجع قائمكم وليتبه نائمكم

অপর এক রেওয়ায়েতে ইবনে ওমর (রাযি.)-হতে বর্ণিত আছে "যেন লোকেরা সাহরী খেতে পারে।"

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হযরত বিলাল (রাযি.) রাতের বেলা যে আজান দিতেন তা ফজরের নামাযের জন্য ছিল না; বরং তা ছিল শুধুমাত্র তাহাজ্জুদগুজার ও ঘুমন্তদেরকে সাহরী খেতে জাগ্রত করার জন্য যে, ঘুমন্তরা উঠে যাবে, আর তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা আরাম করবে।

بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الْإِقَامَةَ

পরিচ্ছেদ [৪০৪] : আজান ও ইকামতের মাঝে কতক্ষণ বিরতি হওয়া উচিত

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ

হাদীসের অনুবাদ [৬০২] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি চায়, তাহলে আজান ও ইকামতের মাঝখানে কিছু নামায পড়ে নিতে পারে। এ কথা তিনি তিন বার বললেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি:হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ৮৭, ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لِمَنْ شَاءَ : বুঝা গেল যে, এ দু' রাকাত জরুরি নয় । যার ইচ্ছা সে পড়বে, যার ইচ্ছা সে পড়বে না ।

ইমামগণের মতামত: এ ব্যাপারে তো সকলেই একমত আছেন যে, মাগরিব ব্যতীত সকল নামাযেই আজান ও ইকামতের মাঝে সুন্নত বা মুস্তাহাব নামায আছে । তবে মাগরিবের আজান ও ইকামতের মাঝে নামাযের ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে ।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, আমাদের শাফেয়ীদের নিকট এ ব্যাপারে দু'ধরনের উক্তি রয়েছে । তন্মধ্যে মশহূর হলো মুস্তাহাব না হওয়া, তবে বিশুদ্ধতর হলো মুস্তাহাব হওয়া । তিনি আরো লিখেছেন চার খলিফা, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম মালেক ও অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের নিকট তা মুস্তাহাব নয় । এটিই হলো হানাফীদের মাযহাব, যেমনটি আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন । যদিও কোনো কোনো কিতাবে মাকরূহ হওয়ার কথাও আছে । কিন্তু রেওয়ায়েতের কারণে সঠিক ঐটিই যা ইবনে হুমাম লিখেছেন ।

بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ : এখানে দুই আজান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আজান ও ইকামত । ইকামতের জন্য আজানের প্রয়োগ تغليب হিসেবে । যেমন বলা হয়- قمرين . والدين ইত্যাদি । মূলতঃ ইকামত হলো নামাযের মধ্যে প্রবেশের ঘোষণা, আর আজান হলো নামাযের ওয়াক্ত প্রবেশের ঘোষণা ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ

হাদীসের অনুবাদ [৬০৩] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত । মুয়াযযীন আজান দিলে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে কিছু সংখ্যক সাহাবী (মসজিদের) খুটির কাছে গিয়ে মাগরিবের আগে দুই রাকআত নামায পড়ে নিতেন । অথচ আজান ও ইকামতের মাঝখানে কোন সময়ের ব্যবধান থাকতো না । উসমান ইবনে জাবালাহ ও আবু দাউদ শু'বা এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, এই দুয়ের (ইকামত ও নামাযের) মাঝখানে সময়ের ব্যবধান থাকতো অতি সামান্য ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ -অংশের সাথে । কারণ, মাগরিবের পূর্বে যে নামায পড়া হয়েছে তা নিশ্চয়ই আজান ও ইকামতের মাঝে ছিল ।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, আজান ও ইকামতের মাঝে কিছুক্ষণ হলেও বিরতি দেওয়া প্রয়োজন । কেননা আজানের উদ্দেশ্য হলো নামাযের ঘোষণা দেওয়া যে, আজান শোনামাত্রই লোকদের নামাযের জন্য আসা উচিত ।

https://e-ilm.weebly.com/

তিরমিযীতে হযরত জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل الخ অর্থাৎ আজান ও ইকামতের মাঝে এতটুকু বিরতি হওয়া চাই যেন পানাহারকারী তার পানাহার হতে, মল-মূত্র ত্যাগকারী তার কর্ম হতে ফারেগ হতে পারে। এ রেওয়ায়েতটি যেহেতু বুখারীর শর্ত অনুযায়ী নয়; কিন্তু হাদীসটি সহীহ তাই তিনি তার মূলনীতি অনুযায়ী সেদিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। এবং بين كل اذانين صلوة দ্বারা তার সমর্থন করে দিয়েছেন। আর যেহেতু মাগরিবের নামাযে বিরতির কথা প্রমাণিত হলো তাহলে অন্য নামাযে তো আরো উত্তমরূপেই বিরতি হবে।

بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ

পরিচ্ছেদ [৪০৫] : ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা যে (আজান শোনার পর) ইকামতের জন্য অপেক্ষা করে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৬০৪] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, মুয়াযযীন যখন ফজরের আজান শেষ করতো, তখন তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে সুবহে সাদেকের পর দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। এরপর ইকামতের জন্য মুয়াযযীন তাঁর কাছে না আসা পর্যন্ত তিনি ডান কাতে শুয়ে আরাম করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ১৩৫, ১৫৬, ৯৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইকামতের জন্য অপেক্ষা তো করবে ইমাম সাহেব। আর মুক্তাদিদের উচিত হলো প্রথম কাতারের ছওয়াব হাসিলের জন্য تبكير তথা তাড়াতাড়ি করা। কিন্তু তিনি এ বাবে এটা বলতে চাচ্ছেন যে, যদি কোনো মুক্তাদির ঘর মসজিদের নিকটবর্তী হয়, তাহলে তার জন্যও এ সুযোগ রয়েছে সে ইকামতের অপেক্ষা করবে, ইকামত শুনে ঘর হতে বের হয়ে গিয়ে নামাযে শামিল হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ :অর্থাৎ যখন মুয়াযযিন আজান দিয়ে ফারেগ হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নত হালকা পড়তেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে তিনি অধিকাংশ সময় প্রথম রাকাতে قل يا ايها الكافرون এবং দ্বিতীয় রাকাতে قل هو الله احد সূরা পড়তেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

পরিচ্ছেদ [৪০৬] : দুই আজান (আজান ও ইকামাত)-এর মধ্যবর্তী সময়ে নামায আদায় প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

হাদীসের অনুবাদ [৬০৫] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি দুই আজানের (আজান ও ইকামত) মধ্যে রয়েছে এক নামায। প্রতি দুই আজানের মধ্যে রয়েছে এক নামায। (এ কথা দুইবার বলে) তৃতীয়বার বলেন, যদি কেউ আদায় করতে চায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) كم بين الاذان والاقامة শিরোনাম কায়েম করে এ হাদীসটিই এনেছিলেন। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এখানে শিরোনাম তাকরারের অভিযোগ করা যাবে না। কারণ, পূর্ববর্তী বাবে হাদীসের বিষয়বস্তুর আলোকে শিরোনাম কায়েম করা হয়েছিল। আর এখানে হাদীসের শব্দ দিয়েই শিরোনাম কায়েম করেছেন।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, সুন্নত নামায সম্পর্কে فعلي ও قولي রেওয়ায়েতের কারণে সেগুলিকে ওয়াজিব মনে না করা চাই। কারণ হাদীসে لمن شاء উল্লেখ আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ :এ হাদীসের ব্যাপকতার কারণে বাহ্যতঃ সকল নামাযই এর অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে মাগরিব নামাযও। কিন্তু অনেক ওলামা এ থেকে মাগরিব নামাযকে ব্যতিক্রম করেছেন। কারণ, মাগরিবের আজান ও ইকামতের মাঝে কোনো বিরতি থাকে না। তাই বলে একে মাকরূহ বলাও যাবে না। এ ব্যাপারে সঠিক কথা বলেছেন ইবনে হুমাম। অর্থাৎ বিশুদ্ধতর মত হলো মুস্তাহাব হওয়া।

بَاب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

পরিচ্ছেদ [৪০৭] : ঐ সমস্ত লোকদের দলীল যারা বলেন যে, সফরে একই মুয়াযযিন আজান দিবে

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬০৬] : হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাযি.) বর্ণনা করছেন, আমি এবং আমাদের গোত্রের একদল লোক আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা সেখানে বিশ দিন অতিবাহিত করলাম। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি যখন অনুভব করতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা আপন আপন পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান করো। তোমরা তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দেবে (যথারীতি) নামায আদায় করাবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের কেউ আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বড় (দীনদারী ও বয়স উভয় দিক দিয়ে) তিনি তোমাদের ইমাম হবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি:হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৫, ১১৩, ৩৯৯, ৮৮৮, ১০৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকগুলি মন্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

১. হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন– كانه يشير الي ماروا ه عن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر اذانين অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ রেওয়ায়েতটির খণ্ডন করা যা ইবনে ওমর (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে নামাযের জন্য দুই আজান দেওয়াতেন। সুতরাং তার উদ্দেশ্য হলো যে, বরং এক আজানই যথেষ্ট। তবে হযরে যদি আশ-পাশের লোকদেরকে অবহিত করার প্রয়োজন হয় তাহলে একাধিক আজানের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সফরে যেহেতু সকল নামাযী সমবেত থাকে তাই এক আজানই যথেষ্ট। অধিক আজানের প্রয়োজন নেই।

২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, সফরের قيد টি اتفاقي قيد; উদ্দেশ্য হলো মুকিম অবস্থায়ও এক আজান যথেষ্ট। হারামাইন শরীফাইনে যে, একাধিক আজান দেওয়া হয় তা জরুরি ও আবশ্যক নয়।

সামনে একটি বাবে একটি হাদীস আছে- اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ হাদীসের ব্যাখ্যা করা। কারণ, এ হাদীসের বাহ্যিকতা দ্বারা বুঝে আসছে যে, উভয়কে আজান দিতে হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলছেন যে, উভয়কে আজান দিতে হবে না; বরং হাদীসের অর্থ হলো يؤذن احدهما তাদের একজন আজান দিবে। অথবা অর্থ হল يؤذن احدكما ويجيب الآخر একজন আজান দিবে অপরজন আজানের জওয়াব দিবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ :তবে ইমামতির বিষয়টি যেহেতু সেক্ষেত্রে উভয়ই সমান, কেননা একসাথে হিজরত করেছে,একই সাথে মুসলমান হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বিশদিন একসাথে থেকেছে। তাই ইমামতির ক্ষেত্রে বড়জনকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন।

আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইমামতির মর্যাদা আজান অপেক্ষা উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ

وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ

পরিচ্ছেদ [৪০৮] : মুসাফিরের জন্য জামাতবদ্ধ অবস্থায় [নামাযের উদ্দেশ্যে] আযান ও ইকামাত দেওয়ার বর্ণনা; এভাবে আরাফা ও মুযদালিফার অবস্থানকালে [আযান-ইকামাত দেওয়া] এবং প্রচণ্ড শীত বা বর্ষণমুখর রাতে মুয়াজ্জিনের الصلاة فى الرحال [নিজ আবাসে নামায পড়ে নাও!] বলে ঘোষণা প্রদান প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৬০৭হাদীস নং ৫৯৩: হযরত আবুযার (রাযি.) বর্ণনা করছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমরা এক সফরে গিয়েছিলাম। মুয়াযযীন যখন (যুহরের নামাযের) আযান দিতে চাইলো, তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, (দুপুরের প্রখর তাপ) একটু ঠান্ডা হতে দাও। সে আবার আযনা দিতে চাইলে তিনি আবার তাকে বললেন, একটু ঠান্ডা হতে দাও। সে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি আবার তাকে বললেন, একটু ঠান্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুয়াযযীন আবার আযান দিতে চাইলে এবারও তিনি বললেন, একটু ঠান্ডা হতে দাও। এতক্ষণে (রোদের) ছায়া টিলা বরাবর হয়ে গেছে। তখন আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (সূর্য) তাপের প্রখরতা জাহান্নামের তীব্র উত্তাপের অংশ বিশেষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হচ্ছে, মুয়াজ্জিন আযান দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাপ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে তিনবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আযান ত্যাগ করতে বলেননি। এতে বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুসারে সাহাবি ঠাণ্ডা হওয়ার পর আযান-ইকামাত দিয়েছেন। আর তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদেরকে নিয়ে কোনো এক সফরে ছিলেন। সুতরাং এ দিক থেকে শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি এখানে ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায়, পূর্বে ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় ও সামনে باب الإبراد بالظهر فى السفر পরিচ্ছেদে ৪৬১-৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

হাদীসের অনুবাদ [৬০৮] : হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাযি.) বর্ণনা করছেন, দুইজন লোক সফরের উদ্দেশে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা যখন সফরে যাবে, তখন নামাযের সময় হলে আযান দেবে এবং ইকামত বলে তোমাদের মধ্যে যিনি (পরহেযগারী ও বয়স উভয় দিক দিয়ে) বড় তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُرِيْدَانِ السفرَ فقال النبى صلى الله عليه وسلم---------- الخ অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি এখানে ৮৮ পৃষ্ঠায়, পূর্বে ৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এক্ষুনি আবার ৮৮, ৯০, ৯৫, ৩৯৯, ৮৮৮ ও ১০৭৬ পৃষ্ঠায় আসছে। এ ছাড়া তিরমিযী শরীফের ২৮-২৯ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬০৯] : হযরত আবু কিলাবাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মালেক (রাযি.) বর্ণনা করছেন: আমরা আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা সবাই কাছাকাছি বয়সের যুবক ছিলাম। হুযুর (সঃ)-এর খেদমতে আমরা বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি যখন অনুভব করলেন, আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের পেছনে রেখে আসা পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের সাথ অবস্থান করো। তবে তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দিবে এবং ভাল কাজ ও ভাল কথার আদেশ করবে। তিনি আরো কতকগুলো বিষয়ের উল্লেখ করলেন। মালেক বলেছেন, বিষয়গুলো হয়ত আমার স্মরণে আছে অথবা সবগুলো বিষয় স্মরণ করতে পারছি না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বলেন, তোমরা যেভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখেছো, সেভাবে নামায আদায় করবে। যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের এক ব্যক্তি আযান দিবে আর তোমাদের মধ্যে যিনি (পরহেযগার ও বয়সের দিক দিয়ে) বড় তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ এ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি এখানে ৮৮, ৮৭, ৯০, ৯৫, ৩৯৯, ৮৮৮ ও ১০৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

হাদীসের অনুবাদ [৬১০] : হযরত নাফে (রহ.) বর্ণনা করছেন, ইবনে উমর (রাযি.) এক শীতের রাতে দাজ্‌নান নামক টিলার ওপর উঠে আযান দিলেন এবং আযানের পর ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের নিজ নিজ

https://e-ilm.weebly.com/

স্থানে নামায আদায় করে নাও। তিনি আমাদেরকে জানালেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফররত অবস্থায় শীত ও বৃষ্টির রাতে মুয়াযযীনকে আযানের আগে ও পরে এই বলে ঘোষণা করতে আদেশ দিতেন যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায আদায় করে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি এখানে ৮৮ ও ৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

হাদীসের অনুবাদ [৬১১] : হযরত আবু হুজাইফা (রাযি.) বর্ণনা করছেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আবতাহ নামক স্থানে দেখলাম। সেখানে তাঁর কাছে বিলাল এসে তাঁকে নামাযের সংবাদ দিয়ে হাতে করে একটি বর্শা নিয়ে গেলেন এবং আবতাহের এক স্থানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গেড়ে দিলেন। এরপর নামাযের ইকামত দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কেননা এতে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে সফরে থাকা অবস্থায় আযান ও ইকামাত দিয়ে নামায আদায়ের বিষয়টি উল্লেখ আছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি এখানে ৮৮, পূর্বে ৩১, ৫৪, ৭১ ও ৭২ এবং সামনে ৫০২, ৫০৩, ৮৬১ ও ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ পরিচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

* হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, আযানের হুকুমটি জামাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা আযান জামাত কায়েমের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। যাতে সবাই একত্র হতে পারে। তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেন ইবনে ওমর (রাযি.) এর উক্তি أنه كان يقولُ إنما التأذين لجيشٍ او رَكبٍ عليهم أميرٌ --------- الخ অর্থাৎ 'আযান দেওয়া হবে সফররত সৈন্য বাহিনী বা কাফেলার মধ্যে কোনো আমির উপস্থিত থাকলে'। যেমনটি ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিরোনামের ভাষ্য إذا كانوا جماعةً দ্বারা প্রতিভাত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ইমাম মালেক (রহ.) এর মাযহাব সমর্থন করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) এর মাযহাব হল, যদি মুসাফির ব্যক্তি একাকী হয় ও নামায পড়তে চায়, তাহলে তার আযানের প্রয়োজন নেই; ইকামতই যথেষ্ট।

* হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন: এটা অসম্ভব। কেননা কয়েক পরিচ্ছেদ পূর্বে ৩৯৫নং পরিচ্ছেদে ৫৮৮ নং হাদীসে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) এর বর্ণনা উল্লেখ করে এসেছেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) শাগরিদকে বলেছেন : إني اراكَ تُحبُّ الغنمَ والباديةَ فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ فأذَّنتَ بالصلاةِ فارفَعْ صوتَكَ بالنِّداءِ। আর শাগরিদ একাই ছিল। -(তাকরীরে বুখারী)।

https://e-ilm.weebly.com/

কাজেই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন, وذهبَ الائمةُ الثلاثةُ والثَّوريُّ وغيرُهُم الى مَشرُوعيةِ الاذانِ لكلِّ أحَدٍ (ফাতহুল বারী)।

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) এরপর বলেন, আমার মতে ইমাম বুখারী (রহ.)এর উদ্দেশ্য হল, ইমাম মালেক (রহ.) এর মাযহাব প্রত্যাখ্যান করা। সুতরাং তিনি মালেকি মাযহাব প্রত্যাখ্যানে বলেছেন, আযান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়। এটা আমিরের উপর মাওকুফ নয়। তিনি আরো বলেন, আমার এ অভিমতের পক্ষে দলিল হল, ইমাম বুখারী (রহ.) এর এ বাক্য وكذالك بعرفة وجمع

মাসআলা : সফরে আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ না হওয়ার ব্যাপারে চার ইমামই একমত অর্থাৎ মুসাফিরের জন ইকামত দেওয়াই যথেষ্ট। তবে আযান-ইকামাত দুটোই ছেড়ে দেওয়া মাকরুহ। অবশ্য এতে আহলে জাহিরদের ভিন্নমত রয়েছে।

মাসআলা : আযান একাকী ব্যক্তির জন্যও মুস্তাহাব। কেননা আযানের কল্যাণ ও উপকারিতা অপরিসীম। তাই জামাত না হলেও আযান কল্যাণকর ও মুস্তাহাব।

باب الاذان للمسافر : অর্থাৎ মুসাফিরের জন্য আযান দেওয়ার বিধান প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ। অধিকাংশ নুসখাতে للمسافر শব্দটি একচনই উল্লেখ আছে। এমতাবস্থায় এর শুরুর الف لام টি جنسى হবে। ফলে তারপরে উল্লিখিত বাক্য اذا كانوا جماعة এর সাথে সামঞ্জস্যে কোনো আপত্তি থাকে না। অবশ্য 'কাশ্মিনি'তে শব্দটি বহুবচন للمسافرين রয়েছে। আইনি ইত্যাদিতে তা-ই বলা হয়েছে।

والاقامة : শেষে জর হিসেবে যের দিয়ে পঠিত; اذان উপর عطف করে।

وكذالك بعرفة : অর্থাৎ এমনিভাবে আরাফায়ও আযান-ইকামাত দিতে হবে।

وجمع : জিমে যবর, সিন সাকিন। উদ্দেশ্য হল, মুযদালিফা।

عرفة : শব্দটি স্থান-কাল উভয়ের উপরেই প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ময়দানে আরাফাকে যেমনিভাবে عرفة বলা হয়, তেমনি ৯ই যিলহজের দিনকেও عرفة বলা হয়। একে جمع تقديم বলে। আর جمع মুযদালিফা উদ্দেশ্য, যেখানে ঈদের রাতে হাজিগণ একত্র হন এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসঙ্গে ইশার ওয়াক্তে আদায় করেন। একে جمع تاخير বলে।

وقول المؤذن : এখানে শেষে জর হিসেবে যের দিয়ে পঠিত; الاقامة এর উপর عطف করে।

الصلاة : শব্দটি যবর দিয়ে পঠিত। তখন উহ্য اَدُّوْهَا এর مفعول হবে। অথবা পেশ দিয়ে পঠিত। তখন এটি হবে মুবতাদা। আর فى الرحال হবে তার খবর। رحال শব্দটি (ح) সাকিন। رِحْلٌ এর বহুবচন। অর্থ হল, মানযিল বা বাসস্থান।

হাদীস নং ৬০৭ ঃ হাদীসটি হানাফি মাযহাবের জোরালো সমর্থন করে যে, গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায সামান্য বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। এ হাদীসটি ৩৫৯ নং পরিচ্ছেদে ৫১৯ নম্বরেও এসেছে।

এ হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, সফরে আযান দেওয়া হয়েছে এবং বেশ গুরুত্বসহ। আর সুস্পষ্টত যখন আযানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তখন একামত তো নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছে। আর হানাফিদের মাযহাবও এটাই অর্থাৎ সফরে আযান-ইকামাত দুটোই বলবে। তবে কেবল ইকামত দেওয়াও যথেষ্ট এবং জায়েয হলেও দুটোই ছেড়ে দেওয়া মাকরুহ।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীস নং ৬০৮ ঃ এ হাদীসটি এক্ষুনি পূর্বের অনুচ্ছেদে গত হলো। অধিকন্তু এ দ্বিতীয় হাদীসটির বিশ্লেষণ তৃতীয় হাদীস ৬০৯ নং হাদীসে রয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে, اتى رجلان (দুজন লোক আসল)। এর দ্বারা বুঝা যায়, সফরকারী ছিল দুজন। একজন তো হাদীসের রাবী; অপরজন সহযাত্রী চাচাতো ভাই। তাই বর্ণিত আছে তিরমিযী-১-২৯পৃষ্ঠায়।

পক্ষান্তরে তৃতীয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সফরে জামাত ছিল। এতে বাহ্যত বিরোধ মনে হলেও মূলত কোনো বিরোধ নেই। কেননা দুইকেও বহুবচন অনেক সময় বলা হয়। অতএব কোনো বিরোধ নেই।

হাদীস নং ৬০৯ ঃ أحفظها او لا أحفظها এ ইবারতে উল্লিখিত او হরফটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ নাকি প্রকার বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত, এতে মতভেদ রয়েছে। যেমন, হাফেয আসকালানী (রহ.) বলেন, এর উদ্দেশ্য আমার কিছু কথা স্মরণে আছে; আর কিছু ভুলে গিয়েছি।

হাদীস নং ৬১১ ঃ এ বর্ণনাটি ৩৩০ নং পরিচ্ছেদে ৪৭৮ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ

পরিচ্ছেদ [৪০৯] : মুয়াযযিন কি আযানে তার চেহারা এদিক-ওদিক (ডানে বামে) ফেরাতে পারবেন, তিনি কি আযান দেওয়ার সময় এদিক-ওদিক তাকাতে পারবেন?

وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ عَطَاءٌ الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

অর্থ : হযরত বিলাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি দু'কানে আঙ্গুল রাখতেন আর ইবনে ওমর (রাযি.) কানে আঙ্গুল রাখতেন না। ইবরাহিম (রহ.) বলেন, ওযুবিহীন আযান দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই, আতা ইবনে আবি রাবাহ (রাহ.) বলেন, আযানে ওযু শরয়ীভাবে প্রমাণিত। এটি সুন্নাত। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই আল্লাহর যিকির করতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ

হাদীসের অনুবাদ [৬১২] : হযরত আবু হুজাইফা (রাযি.) বর্ণনা করছেন, আযান দেয়ার সময় আমি বিলালকে এদিক ওদিক মুখ ফিরাতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি এখানে ৮৮ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদে ৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শায়খুল মাশাইখ হযরত ওয়ালি উল্লাহ (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য হল, নামাযের হুকুমের সাথে আযানের হুকুম যুক্ত নয় প্রমাণ করা অর্থাৎ এ দুয়ের হুকুমের মাঝে পার্থক্য আছে। যেমন, কেবলামুখী হওয়া অজু করা ইত্যাদি আযানের শর্ত নয়। আর এভাবেই শিরোনামে উল্লিখিত আছারগুলোর শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য : মুয়াজ্জিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফিরাবে কি না? এ বিষয়ে জুমহুর আলেমদের মতে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় ডানে ও বামে মুখ ফিরানো উচিত।

শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, এখানে আযানের পরিচ্ছেদ শেষ হতে যাচ্ছে। সামনের পরিচ্ছেদ থেকে জামাতের আলোচনা শুরু হবে। কাজেই যেমনিভাবে অধিকাংশ মুসান্নিফ পরিশেষে বিবিধ মাসআলার জন্য একটি পরিচ্ছেদ কায়েম করেন, তেমনি ইমাম বুখারী (রহ.) এ অনুচ্ছেদে বিবিধ মাসায়েল আলোচনা করেছেন। শিরোনামে উল্লিখিত আছার দ্বারা মুসান্নিফের উদ্দেশ্য শুধু চেহারা ঘুরানোর হুকুম বলা নয় বরং এর দ্বারা বিবিধ মাসায়েল বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ الخ : আল্লামা আইনি (রহ.) ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, উছাইলির বর্ণনায় يُتْبِعُ শব্দটি بَاب افعال থেকে ইয়ায় পেশ দিয়ে ও তা সাকিন করে اِتْبَاعٌ থেকে فعل مضارع এর ছিগাহ হিসেবে ব্যবহৃত। আরেক অনুলিপিতে শব্দটি بَابِ تفعل থেকে يَتَتَبَّعُ ফেলে মুযারে. এর ছিগাহ। আর এটাই বহুল্য ব্যবহৃত।

الْمُؤَذِّنُ : শব্দটি يتتبع এর ফায়েল সাব্যস্ত করে মারফু এবং فَاهُ শব্দটিকে মাফউল পড়া হলে অর্থ হবে, মুয়াজ্জিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় ডানে-বামে ফিরবে কি না? পক্ষান্তরে الْمُؤَذِّنُ শব্দটিকে মাফউল সাব্যস্ত করে মানসূব পড়া হলে বাক্যটির অর্থ হবে, আযান শ্রবণকারী কি মুয়াজ্জিনের সাথে নিজের মুখ ডানে-বামে ফেরানোয় মুয়াজ্জিনের অনুসরণ করবে? আল্লামা কিরমানী (রহ.) তাই বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম এ মর্মার্থকেই স্পষ্ট বলেছেন। কেননা হযরত আবু জুহাইফা (রাযি.) বলেন, আমিও হযরত বেলাল (রাযি.) এর মতো আমার চেহারাকে এদিক-ওদিক ফিরাতাম।

এবার বর্ণিত হাদীস ও শিরোনমের মধ্যে সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। নয়তো পরস্পর বিরোধ হয়ে যাবে। কেননা শিরোনাম ছিল, মুয়াজ্জিন নিজ চেহারা এদিক-ওদিক ঘুরাতে পারবে আর বর্ণনায় রয়েছে, আযান শ্রবণকারী মুয়াজ্জিনের অনুসরণ করবে।

পক্ষান্তরে প্রথম ব্যাখ্যামতে পরিচ্ছেদের সঙ্গে হাদীসের মিল হবে এভাবে যে, শিরোনামে মুয়াজ্জিনের কথা আছে আর বর্ণিত হাদীসে আছে শ্রবণকারীর নিজের চেহারা ঘুরানোর কথা। সুতরা সুস্পষ্টত শ্রবণকারী নিজ চেহারা তখনই ডানে-বামে ঘুরাবে, যখন মুয়াজ্জিন নিজের চেহারা ডানে-বামে ঘুরাবে।

আযানে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় ডানে বামে মুয়াজ্জিনের চেহারা ঘুরানো মুস্তাহাব। শুধু ইবনে সিরিন (রহ.) এটাকে মাকরুহ বলেন। কারণ, হিসেবে তিনি বলেন, আযান মূলত নামাযের ভূমিকাস্বরূপ। আর নামাযে কেবলামুখী হতে হয়। অতএব আযানেও কেবলামুখী হয়েই আযান দিতে হবে।

هَلْ يَلْتَفِتُ فِى الْاَذَانِ : বাক্যটি মূলত প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ। এতে বুঝা গেল, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় চেহারা ডানে-বামে ফিরাতে হবে। তবে শুধু চেহারাই ফিরাবে; বক্ষ ফিরানো থেকে বিরত থাকবে।

وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ : আযান দেওয়ার সময় কানে আঙ্গুল দেওয়ার হুকুম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই হযরত বেলাল (রাযি.) কে দেখিয়েছিলেন। আর এর কারণ হল, এর দ্বারা আওয়াজ উঁচু হয়। এজন্য চার ইমামের মতেই কানে আঙ্গুল দেওয়া মুস্তাহাব। (ইবনে মাজাহ-৫২)

https://e-ilm.weebly.com/

وكان ابن عمر : কানে আঙ্গুল দেওয়া ফরয-ওয়াজিব নয় বিধায় হতে পারে-

১) হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) এর আওয়াজ এমনিতেই উঁচু ছিল।

২) অথবা জায়েয বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল।

৩) কিংবা এ হাদীস তার জানা ছিল না।

وقال ابراهيم : ইবরাহিম নাখয়ি (রহ.) বলেন, অজু ছাড়া আযান দিলে কোনো সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য : لَا يَأْسَ-এর প্রয়োগ সেখানেই হয়, যেখানে কিছু بَأْس তথা ত্রুটিও হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে অজজু ছাড়া আযান দিলে আযান তো হয়ে যাবে ঠিকই; কিন্তু মাকরুহসহ। এজন্য অজু ছাড়া আযান না দেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (রহ.) পৃথক একটি পরিচ্ছেদ باب ماجاء فى كراهية الأذان بغير وضوء রচনা করে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يُؤَذِّنُ إلا مُتَوَضِّئٌ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অজু বিহীন ব্যক্তি যেন আযান না দেয়। (তিরমিযী-১/২৮)

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে, এ আছারটি বিবিধ মাসআলা স্বরূপ। দ্বিতীয়ত এভাবেও শিরোনামের সাথে মিল নির্ণয় করা যায়, অজু দ্বারা প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। আর প্রফুল্লতার সঙ্গে যে কাজ করা হয়, তাতে শক্তি ও প্রাণবন্ততা তৈরি হয়। সুতরাং কানে আঙ্গুল দেওয়া যেমনিভাবে আওয়াজ উচ্চ করায় সহায়ক ছিল, তেমনি অজু করাও শক্তি-প্রফুল্লতা সৃষ্টির কারণে আওয়াজ উচ্চ করায় সহায়তা করবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে হযরত আতা ইবনে রবাহের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আযান ওদয়ার জন্য অজু করা শরীয়তে প্রমাণিত ও সুন্নাত।

وقالت عائشة : এ উক্তি বর্ণনার দ্বারা অনুমতি হয়, ইমাম বুখারী (রহ.) এর মনোভাব ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) এর সাথে অর্থাৎ অজু ছাড়া আযান দেওয়া বিনা মাকরূহ জায়েয। তবে হানাফি ও শাফেয়ীদের মতে মাকরূহ।

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

পরিচ্ছেদ [৪১০] : কারো 'আমাদের নামায ছুটে গেছে' বলা [বৈধ]।

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ

ইবনে সিরিন (রহ.) মাকরূহ জ্ঞান করেন এবং বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে 'আমরা নামায পাইনি' বলা উচিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদই বিশুদ্ধতম।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

হাদীসের অনুবাদ [৬১৩] : হযরত আবু কাতাদাহ (রাযি.) বলেছেন, একদিন আমরা আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকজনের কোলাহল শুনতে পেলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

নামায শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছিলো? তারা বললো, আমরা নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করেছিলাম। তিনি বললেন, এমন করো না। যখন নামাযের জন্য আসবে ধীরস্থির ভাবে আসবে। (নামাযের) যতটা পাবে তা আদায় করবে এবং যতটা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত। وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি এখানে ৮৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরীফের ১/২২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য ইবনে সিরীনের মতকে খণ্ডন করা। ইবনে সিরীন (রহ.) নিঃসন্দেহে অনেক বড় মাপের একজন তাবিয়ী ছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। তাবিয়ী হোক বা সাহাবি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর বিপরীত কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে সিরীনের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলতে চাচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেহেতু ما فاتكم فأتموا-'নামাযের যেটুকু ছুটে গেছে, তোমরা তা পূরণ করো' বর্ণিত রয়েছে। তাই এটা মাকরূহ হতে পারে না। আল্লামা আইনী ৯রহ.) বলেন, هذا الكلامُ من البخارى رَدٌّ على ابنِ سيرِين الخ-ইমাম বুখারী (রহ.) এর এ উক্তিটি মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনের কথা প্রত্যাখ্যান স্বরূপ।

হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এতক্ষণ যাবৎ আযানের পরিচ্ছেদসমূহ আলোচনা করছিলেন, এখন জামাতের পরিচ্ছেদ আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, আযান শুনার পর মুসল্লির কয়েক অবস্থা হতে পারে। যথা–

১) মুসল্লি পুরো নামাযই ইমামের পিছনে ধরতে পারবে।
২) অথবা কোনো অংশই পাবে না।
৩) কিছু অংশ পাবে আর কিছু অংশ পাবে না।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চান, যদি কারো পুরো নামাযই ছুটে যায়, একেবারেই যদি জামাতে শরিক হতে না পারে, তবে সে ব্যক্তি فاتتنا الصلاة [নামায ছুটে গেছে] বলতে পারবে কি না? ইবনে সিরীন (রহ.) এটাকে মাকরূহ বলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) এটা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বলা প্রমাণিত আছে বিধায় সেই ব্যক্তিও বলতে পারবেন। উল্লিখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝা যায়, এখানে صح শব্দটি 'ছহীহ/বিশুদ্ধতম' অর্থে ব্যবহৃত। আর ইবনে সিরীন (রহ.) এর মাকরূহ বলাটা সঠিক নয়। অবশিষ্ট ব্যাখ্যা সামনে আসবে।

بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

পরিচ্ছেদ [৪১১] : নামাযের দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে।

وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا: قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমরা ইমামের সাথে যতটুকু নামায তোমরা (ইমামের সাথে) পাও তা পড়ে নাও, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (পরবর্তিতে) পূর্ণ করে নাও। এ কথাটি আবু কাতাদাহ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا آدَمُ. قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح وَعَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ. وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".

হাদীসের অনুবাদ [৬১৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে তখন নামাযের জন্য ধীরস্থিরভাবে যাবে–দৌড়াবে না। যতটা নামায পাবে আদায় করে নিবে। আর যতটা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৮, ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, আসল তো হলো আজান শোনার সাথে সাথেই নামাযী মসজিদের দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু যদি কোনো কারণবশতঃ বিলম্ব হয়ে যায় তাহলে ইকামত শোনার পর দৌড়াদৌড়ি বা তাড়াহুড়া করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং ধীরস্থীরভাবে গিয়ে নামাযে শামিল হবে। এতে যদি জামাতের নামাযের কিছু অংশ ছুটে যায় তাহলে যতটুকু ইমামের সাথে পাবে তা ইমামের সাথে আদায় করে নিবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা পরে আদায় করে নিবে।

قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ : এতে قال-র ফায়েল হলো প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু কাতাদাহ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর পূর্বের বাবের হাদীসটি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ : ইমাম যুহরী (রহ.) এ হাদীসটি দু'জন হতে শুনেছেন। প্রথমতঃ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব হতে, দ্বিতীয়তঃ আবু সালামাহ হতে, এবং এরা উভয়েই হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে শুনেছেন।

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا : যার নামায এক রাকাত বা ততোধিক ছুটে যায় অর্থাৎ ইমামের এক রাকাত বা একাধিক রাকাত হয়ে যাওয়ার পর অংশগ্রহণ করে তাকে মাসবূক বলা হয়।

মাসবূকের নামায ইমামের সাথে প্রথম নামায না শেষ নামায? এ সম্পর্কে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর মতে ইমামের সাথে আদায়কৃত মাসবূকের নামায হলো প্রথম নামায তথা ছুটে যাওয়া নামায।

২. ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে তা হলো শেষ নামায।

৩. ইমাম মালেক (রাযি.)-এর প্রসিদ্ধ মত এবং ইমাম মুহাম্মদের মতে কর্মগতভাবে প্রথম নামায আর উক্তিগতভাবে শেষ নামায।

ইমামগণের মতপার্থক্যের কারণ হলো এই যে, এ হাদীসটি দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এক. ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا দুই. صَلِّ ما ادركتَ واقضِ ما سبقك তাছাড়া আবু দাউদে আছে – فصلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم ;

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম শাফেয়ীর দলীল হলো فأتموا কারণ, এখানে পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, اتمام কোনো কিছুর পরে হয়ে থাকে। বুঝা গেল ঐ ব্যক্তির নামাযের শেষাংশ বাকি ছিল, যা সে পূর্ণ করবে।

আর ইমাম আবু হানিফা প্রমুখের দলীল হলো فاقضوا দ্বারা। কারণ, কাযার সম্পর্ক হলো পূর্বের ছুটে যাওয়া নামাযের সাথে। বুঝা গেল যে, তার নামাযের শুরু অংশ রয়ে গিয়েছিল, আর নামাযের শেষাংশ তো সে ইমামের সাথে পড়ে নিয়েছে। সুতরাং ইমামের সালাম ফিরানোর পর সে তার নামায পড়বে।

মতবিরোধের ফলাফল এটা বের হবে যে, 'প্রথম নামায' প্রবক্তাদের নিকট যে সমস্ত রাকাতে মাসবূক হয়েছে জাহরী নামাযে সেগুলি জেহের করবে না। আর যারা 'শেষ নামায' হওয়ার প্রবক্তা তাদের মতে মাসবূকের নামায হলো 'প্রথম নামায' তাই সে এখন জেহের করবে।

দ্বিতীয় ফলাফল এই বের হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি চার রাকাতবিশিষ্ট নামায, উদাহরণতঃ ইশার নামায ইমামের সাথে শুধুমাত্র এক রাকাত পেয়েছে, এখন এ ব্যক্তি ইমামের সালাম ফিরানোর পর শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে এক রাকাত পড়ে তাশাহহুদের জন্য বৈঠক করবে। এবং শুধুমাত্র ঐ রাকাতে কেরাত করবে, এ এক রাকাতের দ্বারা তার প্রথম দুই রাকাত আদায় হলো। এ ব্যক্তি বাকি দুই রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে, কেননা, এটি তার শেষ দুই রাকাত।

আর ইমাম আবু হানিফা প্রমুখের মতে এ লোকটি একাধারে দুই রাকাত পড়ে বসবে, এবং উভয় রাকাতেই কেরাত পূর্ণ করবে।

ইমাম মালেক প্রমুখের মতে সে এক রাকাত পড়ে তাশাহহুদের জন্য বসবে। যাতে কেরাত পড়বে, এবং তার পরবর্তী রাকাতে কেরাত পূর্ণ করবে। হানাফীদের আমল এর উপর, এবং এটিই مفتي به কওল।

بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

পরিচ্ছেদ [৪১২] : ইকামত বলার সময় যদি লোকেরা ইমামকে দেখে ফেলে তাহলে তারা কখন দাঁড়াবে?

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ".

হাদীসের অনুবাদ [৬১৫] : হযরত কাতাদাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে দুটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। প্রথম বাক্যে প্রশ্নবোধক, অর্থাৎ ؟متى يقوم الناس; আর দ্বিতীয় বাক্যে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। তা হলো اذا رأوا الامام

এখন বিষয়টি দু অবস্থা হতে খালি নয়। ইমাম লোকদের সাথে মসজিদের ভিতর আছেন না নেই? যদি তিনি মসজিদের ভিতরেই থাকেন তাহলে মুক্তাদিরা কখন দাঁড়াবে? এ সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি বিভিন্ন।

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ইকামত শেষ হওয়ার পর দাঁড়াবে।

২. ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে যখন মুকাব্বির قد قامت الصلوة বলবে, তখন দাঁড়াবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. হানাফীদের মতে حي على الصلوة বলার সময় দাঁড়াবে।

৪. ইমাম মালেক (রাযি.)-এর মতে ইকামত শুরু হওয়ার সাথেই দাঁড়াবে।

আর যদি ইমাম সাহেব মসজিদের মধ্যে না থাকেন, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সাহেবকে মসজিদে আসতে না দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াবে না। যেমনটি কোনো কোনো হাদীসে আছে- حتى ترونى قد خرجت

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক ও মনোভাব ইমাম মালেক (রাযি.)-এর সমর্থন করা। এবং আজকাল হানাফী ওলামাগণও এর উপর আমল করছেন, যেন কাতার সোজা করা যায়।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৮, ৮৮, ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب لاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

পরিচ্ছেদ [৪১৩] : নামাযের জন্য দ্রুততা ও তাড়াহুড়া করে যাবেনা; বরং প্রাশান্তি ও ধীরস্থীরভাবে যাবে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ". تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ.

হাদীসের অনুবাদ [৬১৬] : হযরত আবু কাতাদাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন নামাযের জন্য ইকামত বলা হয় আমাকে না-দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। শান্ত ভাব অবলম্বন করা তোমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৮-৮৯, ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম দ্বারা কুরআনের আয়াত – اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, বাহ্যতঃ আয়াত ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ, আয়াতে বাহ্যতঃ আজানের সময় দৌড়ানোর নির্দেশ বুঝে আসছে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এ আয়াতে سعي দৌড়ানোর অর্থে ব্যবহৃত নয়; বরং سعي দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ গুরুত্বের সাথে যাওয়া।

আল্লামা কিরমানীও এরকমই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন- في الآية بعني الذهاب وفي الحديث بمعني الاسراع অর্থাৎ হাদীসে দৌড়ানোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ, নামাযের জন্য গমনকারী ব্যক্তি নামাযেরই হুকুমে। তাই শিষ্টাচার বজায় রেখে,.নামাযের আদব রক্ষা করে প্রশান্তি ও ধীরস্থীরতা জরুরি। তবে অধিক গুরুত্বপ্রদানের লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে চলাতে কোনো সমস্যা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

পরিচ্ছেদ [৪১৪] : কোনো কারণে মসজিদে হতে বের হতে পারবে কি না?

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ " عَلَى مَكَانِكُمْ ". فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدِ اغْتَسَلَ

হাদীসের অনুবাদ [৬১৭] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বাইরে গেলেন, (অথচ) সে সময় নামাযের জন্য ইকামত হয়ে গেছে এবং কাতারও সোজা করা হয়েছে। তিনি মুসাল্লার ওপরও দাঁড়ালেন। আমরা তাঁর তাকবীর বলার অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। সে অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। (কিছুক্ষণ পর) তিনি আমাদের কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে ফোটা ফোটা পানি ঝরছিল, তিনি গোসল করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত انْصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৯, ৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, প্রয়োজনের কারণে মসজিদ হতে বের হওয়া জায়েয হবে। প্রয়োজন স্বভাবগত হোক, যেমন মল-মূত্র ত্যাগ করা, বা জুনুবী অথবা মুহদিস ব্যক্তি ভুলে মসজিদে এসে পড়েছিল, তাদের জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া জায়েয আছে। অথবা প্রয়োজনটা শরয়ী হোক, যেমন অন্য কোনো মসজিদে ইমামতি করতে হবে। এ সমস্ত প্রয়োজনের কারণে মসজিদ হতে বের হওয়া জায়েয আছে। যদিও ইকামত হয়ে যায়।

আর যে সমস্ত রেওয়ায়েতে মসজিদ হতে বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা হলো বিনা প্রয়োজনের বের হওয়া।

প্রশ্ন: হাদীসে যেহেতু মসজিদ হতে বের হওয়ার কথা স্পষ্ট রয়েছে, তারপরও ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে সংশয়মূলক শব্দ (هل)ব্যবহার করলেন কেন?

জবাব: হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তাই তার মধ্যে এ সম্ভাবনা ছিল যে, এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া এ সম্ভাবনাও ছিল যে, বের হওয়ার অনুমতি শুধুমাত্র জুনুবীর জন্য প্রযোজ্য হবে। এ সমস্ত সম্ভাবনার কারণে তিনি هل শব্দ ব্যবহার করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

পরিচ্ছেদ [৪১৫] : ইমাম যদি (মুক্তাদিদেরকে) বলেন যে, তোমরা নিজ স্থানে অবস্থান কর, আমি না আসা পর্যন্ত, তাহলে মুক্তাদিরা তার জন্য অপেক্ষা করবে ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ " عَلَى مَكَانِكُمْ ". فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ.

হাদীসের অনুবাদ [৬১৮] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, (একবার) নামাযের জন্য ইকামত বলা হয়েছে, উপস্থিত লোকজন কাতার ঠিক করেছে, এ সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এগিয়ে এলেন। তখন তাঁর ফরয গোসলের প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি লোকজনকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে বলে ফিরে গিয়ে গোসল করলেন। পরে বাইরে এলেন। এ সময় তার মাথা থেকে ফোটা ফোটা পানি ঝরছিল। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৮, ৮৮, ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য:এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো যদি ইমামের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং প্রয়োজনের কারণে মসজিদ থেকে বাইরে যায়, তাহলে মুক্তাদিদের তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইমাম যদি কথার মাধ্যমে বা ইঙ্গিতের মধ্যে বলে যায় যে, তোমরা যেভাবে আছে সেভাবেই থাক, আমি এক্ষুণি আসছি, এমতাবস্থায় মুক্তাদিদের বাইরে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই, আবার অন্য একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করারও প্রয়োজন নেই। বরং তাদের উচিত হলো তার জন্য অপেক্ষা করা।

আল্লামা কিরমানী বলেন– কোনো কোনো কপিতে এতটুকু বৃদ্ধি আছে যে, কেউ ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করল যে, যদি আমাদের কারো এমন পরিস্থিতি হয় তাহলে আমরা কি করব? উত্তরে তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তোমরাও তাই করবে। তারা আবার জিজ্ঞেস করল, মুক্তাদিরা ইমামের অপেক্ষা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে না বসে বসে? ইমাম বুখারী (রহ.) বললেন, যদি তাকবীরে তাহরীমা হয়ে যায় তাহলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। আর যদি তাকবীরের পূর্বে হয় তাহলে বসতে পারবে।

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّيْنَا

পরিচ্ছেদ [৪১৬] : মানুষ একথা বলা যে, আমি নামায পড়িনি (অর্থাৎ এটা বলা জায়েয আছে)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৬১৯] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিনে ওমর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর শপথ, আমি এখনো আসরের নামায পড়িনি, অথচ সূর্য ডুবে গেছে। এমন সময় ওমর একথা বললেন, যখন রোযাদাররা ইফতার করে ফেলেছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ আমিও তো আসরের নামায পড়িনি। তিনি তখন বুতহান নামক স্থানে নেমে এলেন এবং আমিও (ওমর) তাঁর সাথে এলাম। তিনি অযু করলেন এবং সূর্য ডোবার পর আসরের নামায আদায় করে তারপর মগরিবের নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ৮৪, ৮৯, ১২৯, ৫৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ এ হাদীসের বিশ্লেষণের জন্য من صلي بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت-এর অধীনে হাদীসে দ্রষ্টব্য।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ইবনে বাত্তাল বলেছেন যে, এ শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো ইবরাহীম নখয়ীর মত খণ্ডন করা। ইবরাহীম নখয়ী لم نصل বলাকে মাকরূহ মনে করতেন। তিনি বলতেন বরং তোমরা نصلي বলবে (অর্থাৎ এটা বলবে যে, আমি নামায পড়ব)

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) নিজেই ইবনে বাত্তালের মতের সাথে একমত নন। কারণ, ইবরাহীম নখয়ীর মত খণ্ডন করা উদ্দেশ্য হলে তিনি তার নাম স্পষ্ট করে বলতেন। যেমনটি তিনি পাঁচ বাব পূর্বে باب قول الرجل فاتتنا الصلوة-এর অধীনে ইবনে সিরীনের নাম স্পষ্ট করেছেন।

তাই সঠিক কথা হলো এই যে, ইবরাহীম নখয়ী থেকে যে মাকরূহ হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে তা সাধারণভাবে নয়; বরং নামাযের অপেক্ষারত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকে তাহলে সে নামাযের মধ্যেই পরিগণিত হবে। যেমন হাদীসে আছে-انكم لم تزالوا في صلوة ما انتظرتم الصلوة

ইবরাহীম নখয়ীর উদ্দেশ্য এটাই যে, নামাযের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তির জন্য ما صلينا বলা মাকরূহ। কিন্তু যদি কারো নামায ফওত হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ما صلينا বলা জায়েয হবে। বুঝা গেল ইবরাহীম নখয়ীর মাকরূহ বলা শুধুমাত্র নামাযের অপেক্ষমান ব্যক্তির জন্য- সকলের জন্য নয়।

بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

পরিচ্ছেদ [৪১৭] : ইকামতের পরে যদি ইমাম সাহেব কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হন

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৬২০] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, একবার নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা গেল মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে নিচু স্বরে কথা বলছেন। কিছু লোক তন্দ্রাচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযে এসে দাঁড়ালেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلاً -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৯, ৮৯, ৯৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইকামতের পর যদি ইমাম সাহেব কোনো প্রয়োজনের কারণে নামায শুরু করতে বিলম্ব করেন তাহলে তা জায়েয আছে। অর্থাৎ ইকামতের পর সাথে সাথে নামাযে দাঁড়ানো ইমামের জন্য জরুরি নয়; তবে ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যদি অধিক বিলম্ব হয় তাহলে ইকামত পুনরায় বলতে হবে।

ব্যাখ্যা:

يُنَاجِي رَجُلاً : এ লোকটি কে ছিল তার নাম জানা যায়নি। তবে সম্ভবত তিনি ছিলেন সম্প্রদায়ের নেতা বা সম্মানিত কেউ। তার মন জয় করার জন্য এবং তার ইসলাম গ্রহণের আশায় তিনি তার সাথে কথা বলেছেন। রেওয়ায়েতে আছে লোকটি বলেছিল- فقال يا رسول الله ان لي اليك حاجة [হে আল্লাহর রাসুল, আপনার সাথে এমন জরুরি প্রয়োজন আছে] অথবা তিনি ছিলেন মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতা। তাই আনাস (রাযি.) বলছেন একজন লোক।- ওমদাতুল কারী

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

পরিচ্ছেদ [৪১৮] : ইকামতের সময় কথা বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

হাদীসের অনুবাদ [৬২১] : হযরত হুমাইদ বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পরও যে ব্যক্তি কারো সাথে কথা বলে তার সম্পর্কে আমি সাবিত বুনানীর কাছে প্রশ্ন করলে তিনি আমার কাছে আনাস ইবনে মালেকের এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, একবার নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয় এবং নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পরও সে কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আটকে রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৯, ৯৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা যারা এ সময় কথা বলাকে সাধারণভাবে মাকরূহ বলেন। আল্লামা আইনী

লিখেছেন হানাফীদের নিকট ইকামত ও তাকবীরে তাহরীমার মাঝে কথা বলা তখনই মাকরূহ হবে যদি তা বিনা প্রয়োজনে হয়। কিন্তু যদি কোনো শরয়ী ও দীনী প্রয়োজনে কথা বলে তাহলে মাকরূহ হবে না। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কথা বলা প্রয়োজনের কারণে ছিল। সুতরাং বুঝা গেল প্রয়োজনের কারণে কথা বলা যাবে।

بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ [৪১৯] : জামাতের সাথে নামায আদায় ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنْ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যদি কারো মাতা স্নেহ-মমতার কারণে ইশার নামায জামাতে পড়তে নিষেধ করেন, তাহলে তার কথা মান্য করা যাবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

হাদীসের অনুবাদ [৬২২] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমি মনস্থ করেছি, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার আদেশ দিব। তারপর নামায আদায় করার নির্দেশ দিব। নামাযের ইকামত বলা হবে এবং লোকজনের ইমামতি করার জন্য কোনো একজনকে নির্দেশ দিব। এরপর আমি লোকজনকে পিছনে রেখে (নামাযে অনুপস্থিত) লোকজনের বাড়ি যাবো এবং বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিব। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যদি তাদের কেউ জানে যে, সে একটি মাংসল হাড় অথবা ছাগলের দুটি ভাল খুর পাবে তাহলে অবশ্যই সে ইশার নামাযের জামাআতে হাজির হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ -অংশের সাথে। কারণ, ওয়াজিব তরক করার কারণেই কেবল এমন শাস্তির ধকম দেওয়া যেতে পারে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৯, ৯০, ৩২৬, ১০৭২-১০৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নামায জামাতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে ওয়াজিব হওয়ার দলীল স্পষ্ট ছিল, যেমন হাসান বসরীর আছর, যা তিনি শিরোনামে বর্ণনা করে নিজের উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ ওলামাগণের নিকট ওয়াজিব দ্বারা ফরজ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে জামাতের সাথে নামায আদায় করা ফরজে আইন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَرْقًا سَمِينًا : আল্লামা আইনী বলেন- ان العرق العظم الذي اخذ اكثر مما بقي عليه وبقي عليه شئ يسير- অর্থাৎ যে হাড়ের উপর হতে অধিকাংশ গোশত খসানো হয়েছে, এবং তার উপর সামান্য গোশত অবশিষ্ট রয়েছে, তাকে عرق বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

تثنية مرماة ظِلف الشاة او مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ : مرماتين-এর সংজ্ঞায় আল্লামা কাস্তাল্লানী (রহ.) বলেন- مرماة শব্দটি ما بين ظلفها من اللحم-এর দ্বি-বচন, অর্থ হলো বকরির খুর বা বকরির খুরের গোশত। এ দ্বিতীয় অর্থটি ইমাম বুখারী (রহ.) হতেও বর্ণিত হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন مرماتين এমন দুটি তীরকে বলা হয় যা দ্বারা তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়। এখানে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে।

ইমামগণের মাযহাব: জামাতের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি বিভিন্ন-

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাসলাক হলো- জামাতে হাজির হওয়া ফরজে আইন। যেমনটি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনায় এমনও আছে- কেউ যদি ওজর ব্যতীত একা একা নামায পড়ে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আতা ইবনে আবী রাবাহ, আওযায়ী, ইবনে খুযাইমা, আবু ছাওর ও ইবনে হিব্বান এ কথারই প্রবক্তা।

২. দাউদে যাহেরীর নিকট নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামাত শর্ত। যদি জামাত তরক করা হয় তাহলে নামাযই হবে না।

৩. ইমাম ত্বহাবী, ইমাম কারাখী, কতিপয় শাফেয়ী ও মালেকীর মতে জামাত ফরজে কেফায়া।

৪. আইম্মায়ে ছালাছাহ (ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী)-র মতে জামাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ইমামত্রয়ের রাজেহ কওল এটিই।

ফরজ/ওয়াজিব প্রবক্তাদের দলীল: তাদের দলীল হলো বাবের হাদীস। কারণ, এখানে জামাত তরককারীদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর ফরজ বা ওয়াজিব তরক করা ব্যতীত এমন শাস্তির কথা দয়ার নবী বলতে পারেন না।

তাদের দলীলের জবাব: এ দলীলের কয়েকটি উত্তর নিম্নরূপ-

১. স্বয়ং এ হাদীস দ্বারা-ই প্রমাণিত হয় যে, জামাত ফরজ নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, আমি কাউকে জামাতের নির্দেশ দিব, এবং নিজে কিছু লোক নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হব। এর দ্বারা স্বয়ং জামাত বর্জন করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এ উত্তরটি সঠিক নয়। কারণ, আহকামের তাবলীগ করা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব। অধিক সম্ভাবনা এটাই যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জামাতের বিষয়টির প্রতি সতর্ক করা। তাছাড়া তিনি জামাত ত্যাগ করার ইচ্ছা এরূপ করেছেন যে, কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সুতরাং যেহেতু তার সাথেও লোকজন রয়েছে, তাই মিশন সেরে এসে তিনি তাদেরকে নিয়ে জামাত করে নিবে।

২. দ্বিতীয় উত্তর এই দেওয়া হয় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো শুধুমাত্র ইচ্ছা করেছেন। তা-তো কার্যে পরিণত করেননি। কিন্তু এ উত্তরও সঠিক নয়। কারণ, তিনি এমন কাজেরই ইচ্ছা করতে পারেন যার উপর আমল করা জায়েয হবে। আর মুসলমানদের ঘর-বাড়ি জ্বালানো একমাত্র কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণেই হতে পারে।

৩. তৃতীয় জবাব এই দেওয়া হয় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে বলেছেন যারা জামাত সম্পূর্ণরূপেই বর্জন করেছিল।

৪. চতুর্থ জবাব এই যে, এ হুকুমটি ছিল মুনাফিকদের জন্য।

৫. পঞ্চম জবাব হলো এ হুকুমটি ধমক ও কঠোরতার উপর প্রযোজ্য হবে।

হযরত আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন- ইমামগণের পূর্বোক্ত ইখতেলাফটি কেবলই বর্ণনাগত। ফলাফলের দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কেননা একদিকে কিছু রেওয়ায়েতে জামাতের ব্যাপারে অতি কঠোরতা ও সীমাহীন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু রেওয়ায়েতে সাধারণ ওজরের কারণে জামাত ত্যাগ করার অনুমতিও বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথম প্রকারের রেওয়ায়েতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয় জামাতের হুকুম হয়ত ফরজ অথবা ওয়াজিব, এর নীচে নয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের রেওয়ায়েতগুলোর দিকে তাকালে ততটা গুরুত্ব অনুভব হয় না। তাই হাম্বলী ও হানাফীগণ প্রথম প্রকারের রেওয়ায়েতগুলোকে মূল ধরে জামাত ফরজ বা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের রেওয়ায়েতগুলোর দিকে তাকিয়ে জামাত ত্যাগ করার ওজরের ফিরিস্ত অতি দীর্ঘ করে দিয়েছেন। এর বিপরীতে শাফেয়ীগণ জামাতকে সুন্নত সাব্যস্ত করতঃ ওজরের গণ্ডি সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। অতএব ফলাফলের দিক থেকে দুই মতের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ [৪২০] : জামাআতে নামাযের ছওয়াব

وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً

হযরত আসওয়াদ (রহ.) যখন (এক মসজিদে জামাত না পেতেন) তখন অন্য মসজিদে চলে যেতেন। (সেখানে গিয়ে জামাতে নামায পড়তেন) আর হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) এক মসজিদে এসে দেখলেন যে, সেখানের লোকেরা নামায পড়ে ফেলেছে। অতঃপর তিনি আজান দিলেন এবং ইকামত বলে জামাতে নামায পড়লেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

হাদীসের অনুবাদ [৬২৩] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একাকী নামায আদায় করার চাইতে জামাআতে নামায আদায়ের ফযিলত সাতাশ গুণ অধিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৯, ৯০, ২৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জামাতের ফযিলত বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যা:

بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً : এ হাদীসে ২৭ গুণের কথা আছে। এর পরের দুটি হাদীসে আছে-بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً তথা ২৫ গুণের কথা। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফাতহুল বারীতে সাতাশের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লামা বুলকীনী হতে এক সুন্দর কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জামাত বলে কমপক্ষে তিন জনকে বুঝানো হয়। অতএব, জামাতে প্রথমত তিনটি নেকী থাকে। আর প্রতি নেকি দশ গুণ বৃদ্ধি পায়, সে হিসেবে তিন নেকি ত্রিশ নেকীর বরাবর হয়। এবং এ ত্রিশ হলো আসল ও ফযিলত দুয়ের সমষ্টি। এবার এ ত্রিশ হতে আসল তিন নেকী বিয়োগ করলে ফযিলতের সাতাশ থেকে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

এ ব্যাখ্যাটি সাতাশের রেওয়ায়েত সমূহের অনুকূল। পঁচিশের রেওয়ায়েতসমূহের সাথে খাপ খায় না।

অতপর যেসব রেওয়ায়েতে সাতাশ গুণের কথা উল্লেখ হয়েছে আর যেসব রেওয়ায়েতে পঁচিশ গুণের কথা উল্লেখ আছে, উভয়ের মাঝে বাহ্যিকভাবে বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়। এ বিরোধ দূরীকরণের জন্য এবং দু'রকম রেওয়ায়েতের মাঝে মুনাসাবাত বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন- ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে না। কেউ কেউ বলেছেন,পঁচিশ সাতাশের পার্থক্য খুত খুযুর বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করে হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন- পঁচিশ গুণ মহল্লার মসজিদের ক্ষেত্রে, আর সাতাশগুণ জামে মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরেকটি জবাব দিয়েছেন যা আল্লামা বুলকীনী (রহ.)-এর উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ। জবাবটি এই,জামাত সর্ব নিম্ন দু'জনে হতে পারে। একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদী, অতএব, যেসব রেওয়ায়েতে পঁচিশের কথা উল্লেখ আছে সেসব রেওয়ায়েতে শুধু ফযিলতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আর যেসব রেওয়ায়েতে সাতাশের কথা রয়েছে, সেসব রেওয়ায়েতে ফযিলতের পাশা-পাশি দু'ব্যক্তির আসল ছওয়াবের পরিমাণও সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে তা সাতাশে দাঁড়িয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

হাদীসের অনুবাদ [৬২৪] : হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, একাকী নামায আদায়ের চাইতে জামা'আতে নামায আদায় করার ফযিলত সাতাশ গুণ বেশি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ

হাদীসের অনুবাদ [৬২৫] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘরে এবং বাজারে নামায আদায় করার চাইতে জামাআতের নামাযে পঁচিশ গুণ ছওয়াব বেশি। কোনো এক লোক যখন ভালোভাবে অজু করে মসজিদের দিকে বের হয় এবং একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই সে মসজিদে যায়, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের জন্য তার একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মাফ করে দেয়া হয় তার একটি গুনাহ। নামায আদায় করে সে যতক্ষণ মুসাল্লায় অবস্থান করে ফিরিশতাগণ তার জন্য ততক্ষণ এ বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ! তাকে তোমার রহমত দান করো, তার প্রতি অনুগ্রহ করো। আর তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে ততক্ষণ নামাযের মধ্যে আছে বলে গণ্য হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৩, ৬৯, ৮৯-৯০, ৯০, ২৮৪-২৮৫, ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: মসজিদে দ্বিতীয় জামাতের বিধান: وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ-এর ভিত্তিতে কতক ওলামা (ইমাম আহমদ, ইসহাক (রহ.) মসজিদে দ্বিতীয় জামাত জায়েযের উপর দলিল দিয়ে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন-

قالوا الاباس ان يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه وبه يقول احمد واسحق وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى يختارون الصلوة فرادى

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমামগণের মধ্য হতে কেবলমাত্র ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) জায়েয হওয়ার প্রবক্তা। কিন্তু ইমামত্রয় ও জুমহূর মহল্লাহর মসজিদে (অর্থাৎ যে মসজিদে ইমাম-মুয়াযযিন নিযুক্ত আছে এবং নামাযীও জানা) মহল্লাবাসী জামাতে নামায পড়ার পরে দ্বিতীয় জামাত মাকরূহ তাহরীমী।

কিন্তু রাস্তার পাশে অবস্থিত মসজিদ যেখানে ইমাম-মুয়াযযিন নিযুক্ত নেই, এবং নামাযীও নির্দিষ্ট নয়, এবং মহল্লার মসজিদে অ-মহল্লার লোকেরা জামাত করে ফেলেছে তাহলে এ দুই সূরতেই সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় জামাত করা জায়েয বরং উত্তম।

তৃতীয় কওল হলো ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর, তিনি বলেন মসজিদের এক কোণে অর্থাৎ ইমামের স্থান পরিবর্তন করে ডাকাডাকি না করে দ্বিতীয় জামাত করা জায়েয আছে।

জায়েয প্রবক্তাদের দলীল: জায়েয প্রবক্তা তথা হাম্বলীদের দলীল হলো-

১. শিরোনামে বর্ণিত হযরত আনাস (রাযি.)-এর ঘটনা,যা ইমাম বুখারী (রহ.) তা'লীকরূপে বর্ণনা করেছেন। وجاء انس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه فأذن واقام وصلى جماعة. অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) এক মসজিদে উপস্থিত হলেন, যেখানে নামায হয়ে গেছে। তথাপি আজান দিলেন, ইকামাত দিলেন এবং জামাতসহ নামায আদায় করলেন। এ হাদীস বায়হাকীতে ও বর্ণিত আছে। এবং সেখানে একথাও উল্লেখ আছে যে, আনাস (রাযি.)-এর সাথে লোক ছিল ২০ জন।

জবাব: এর জবাব হলো এখানে অনেকগুলি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. সেটি 'মসজিদে তরীক' ছিল তথা রাস্তার পাশের মসজিদ ছিল। এর দলিল হলো, মুসনাদে আবূ ইয়াযীতে স্পষ্ট শব্দে বলা আছে সে সেটি বনী ছা'লাবার মসজিদ ছিল। আর এ নামে মদিনার ভিতরে কোনো মসজিদ নেই। এর দ্বারা বুঝা যায় এটি 'মসজিদে তরীক' ছিল, অন্যথায় মদিনার ছোট থেকে ছোট মসজিদের আলোচনাও কিতাবে বিদ্যমান আছে। ২. হযরত আনাস যে মসজিদে গিয়েছিলেন সেখানে প্রথম জামাত মহল্লাবাসী করেনি; বরং বাইরের লোকেরা করেছিল। সুতরাং মূলনীতি হলো اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ৩. হযরত আসওয়াদ নিজের মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে গিয়েছিলেন। যদি দ্বিতীয় জামাত জায়েয হতো তাহলে তিনি অন্য মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন কি ছিল?

২. তাদের দ্বিতীয় দলীল হলো আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েত এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় এলেন যখন জামাত হয়ে গেছে, এবং সে একাকী নামায পড়তে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

https://e-ilm.weebly.com/

তোমাদের মাঝে কে আছে, যে তার সাথে নামায পড়ে পুণ্য অর্জন করবে? فقام رجل একজন উঠে দাঁড়াল, বায়হাকীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। এটি দ্বিতীয় জামাত ছিল। একে দলিল বানিয়ে হাম্বলী ও আহলে যাহেরগণ দ্বিতীয় জামাত জায়েয হওয়ার প্রবক্তা।

জবাব: এ হাদীসের জবাবে জুমহুরের পক্ষ থেকে বলা হয়, সে জামাতটি মাত্র দুজনের ছিল, তাও কোনোরূপ ঘোষণা ছাড়া। আর ঘোষণা ছাড়া দ্বিতীয় জামাত আমাদের মতেও জায়েয- যদি কদাচিৎ হয়। অথবা বলা যায় যে, এ জামাতে হযরত আবূ বকর (রাযি.) ছিলেন নফল আদায়কারী। অথচ আলোচনা চলছে এমন জামাত নিয়ে যে জামাতের ইমাম মুক্তাদী উভয়ই ফরজ আদায়কারী হয়।

জুমহুরের দলীল: ইমামত্রয়ের দলিল হলো-

১. হযরত আবূ বাকরা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত, যা তাবারানীর মুজামে কাবীর ও মুজামে আওসাতে বর্ণিত আছে এভাবে-

ان رسول الله ﷺ اقبل من نواحى المدينة يريد الصلوة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع اهله فصلى بهم.

অর্থাৎ,রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার কোনো এক প্রান্ত হতে এসে নামায পড়তে চাইলেন, কিন্তু ততক্ষণে লোকজন জামাতসহ নামায আদায় করে নিয়েছে। তাই তিনি তার গৃহে চলে গেলেন। এবং পরিজনকে একত্র করে তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। আল্লামা হায়ছামী (রহ.) মাজমাউয যাওয়ায়েদ এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করার পর লেখেন رجاله ثقات-এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। বলা বাহুল্য, যদি দ্বিতীয় জামাত জায়েয অথবা মুস্তাহাব হতো, তাহলে নবী কখনো মসজিদে নববীর ফযিলত ছাড়া করতেন না। অতএব, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে গিয়ে নামায আদায় করাটাই দ্বিতীয় জামাত মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল।

২. কেউ কেউ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর একটি রেওয়ায়েত দ্বারাও দলিল পেশ করেন, যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে-

عن النبى ﷺ قال لقد هممت ان أمر فتيتي ان يجمعوا حزم الحطب ثم أمر بالصلوة فتقام ثم احرق على اقوام لا شهدون الصلوة.

অর্থাৎ, আমার মনে চায়, যুবকদের আদেশ করি লাকড়ি জমানোর জন্য, অতঃপর আদেশ করি ইকামত দিয়ে নামায আরম্ভ করার জন্য। এবং আমি সেসব লোকদের বাড়ি-ঘর জালিয়ে দিই, যারা জামাতে হাজির হয় না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রথম জামাতে হাজির হওয়াই জরুরি। যদি দ্বিতীয় জামাত জায়েয হতো, তাহলে তাদের এ ওজর পেশ করার সুযোগ ছিল যে, আমরা দ্বিতীয় জামাতে হাজির হবো।

৩. এ বিষয়ে আরেকটি দলিল হলো এই যে,স্বয়ং হযরত আনাস হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন-

ان اصحاب رسول الله ﷺ كانوا اذا فاتتهم الجماعة صلوا فى المسجد فرادى রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের যদি কখনো জামাত ছুটে যেত, তাহলে তারা মসজিদে একা নামায পড়ে নিতেন। এটি, দ্বিতীয় জামাত নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি।

তাছাড়া তাদের প্রদত্ত হাদীসের এ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া গোটা হাদীস- ভাণ্ডারে কোথাও এমন পাওয়া যায় না যে, মসজিদে নববীতে কখনো দ্বিতীয় জামাত হয়েছে। আর বাস্তবতাও এটাই যে, দ্বিতীয় জামাতের অনুমতি থাকলে, প্রথম জামাতের যথাযথ গুরুত্ব বজায় থাকে না, অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয়, সে এলাকায় পুন

https://e-ilm.weebly.com/

জামাতের প্রচলন হয়ে যায়, যে এলাকার লোকজন প্রথম জামাতে শরীক হতে অলসতা করে। কারণ, মসজিদে সব সময়, জামাত হতেই থাকে। তাছাড়া পুন জামাতের অনুমতি থাকলে জগড়া ঝাটির প্রবল আশংকা রয়েছে।

তাছাড়া মুবাহ ও মাকরূহের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে মাকরূহ প্রাধান্য পায়। এটাও ভেবে দেখার বিষয় যে, সাহাবীদের মাঝে কারো ব্যাপারে এমনটি প্রমাণিত নেই যে, তিনি দ্বিতীয় জামাতের উপর আমল করেছেন। অথচ বিষয়টি যদি সাধারণভাবে অনুমোদিত বিষয় হতো, তাহলে সাহাবীগণ অবশ্যই সে মোতাবেক আমল করতেন।

এ মাসআলার তাহকীকের জন্য হযরত গাঙ্গুহীর রচিত - القطوف الدانيه فى كراهت الجماعة الثانيه নামক রিসালাটি পরিচ্ছেদনযোগ্য।

بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

পরিচ্ছেদ [৪২১] : ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ছওয়াব

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

হাদীসের অনুবাদ [৬২৬] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একাকী নামাযের চাইতে জামাআতের নামাযে পঁচিশ গুণ ছওয়াব বেশি। রাতের ও দিনের ফিরিশতারা ফজরের নামাযে সমবেত হন। আবু হুরাইরা এরপর বলতেন যদি চাও (এর প্রমাণ হিসেবে কোরআনের এই আয়াত) পাঠ করো- {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} ফজরের কুরআন পাঠ হচ্ছে (ফিরিশতাদের) উপস্থিতির সময়। শুআইব বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে তাঁর কাছে নাফে বর্ণনা করেছেন, একাকী নামায আদায় করার চাইতে জামাআতের নামাযে সাতাশগুণ ছওয়াব বেশি হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯০, ৬৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا

হাদীসের অনুবাদ [৬২৭] : হযরত উম্মেদ্ দারদা (রাযি.) বলেন,একবার আব্দুল্লাহ (উম্মুদ্ দারদার স্বামী) ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে এলেন।আমি তাঁর রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এক সাথে জামাআতে নামায আদায় করেন, এর চাইতে বেশি আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি জানি না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِلاَّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯০ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ

হাদীসের অনুবাদ [৬২৮] : হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে বাস করে লোকজনের মধ্যে (দূর থেকে এসে জামাআতে নামায আদায় করার কারণে) তারই ছওয়াব বেশি হয়। আর চাইতে যে আরো দূরে থাকে তার ছওয়াব আরো বেশি হয়। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে তার চাইতে ঐ ব্যক্তির ছওয়াব বেশি যে ইমামের সাথে নামায আদায় করার জন্য অপেক্ষা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো ফজরের নামায জামাতে পড়ার ফযিলত ও ছওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা করা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে তিনটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। ১. আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত। ২. উম্মে দারদা (রাযি.)-এর রেওয়াযেত। ৩. আবু মূসা আশআরী (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত। বাহ্যতঃ এ তিনটি রেওয়ায়েতের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম রেওয়াযেতটি দ্বারা ফজর নামাযের ফযিলত প্রমাণিত হয়। তা এভাবে যে, হাদীসের প্রথমাংশে রয়েছে- تَفْضُلُ صَلَاةُ وَعِشْرِينَ جُزْءًا الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ এর দ্বারা জামাতের ফযিলত প্রমাণিত হলো। আর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে- وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ এর দ্বারা ফজরের ফযিলত প্রমাণিত হলো। কারণ, ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। সুতরাং এ রহমত ও বরকত অতিরিক্ত ছওয়াবের কারণ হবে। সুতরাং উভয় অংশকে মিলালে উভয়ের সমষ্টি দ্বারা ফজরের নামাযের ফযিলত প্রমাণিত হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় রেওয়ায়েতের সাথে বাহ্যতঃ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, এ উভয় রেওয়ায়েতে না ফযিলতের কথা আছে না ফজরের কথা।

জবাব: হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) বলেন-هذا باب في الباب অর্থাৎ এটি স্বতন্ত্র বাব নয়; বরং এটি হলো পূর্বের باب فضل الجماعة-এর অধীনস্থ বাব। অর্থাৎ শেষ দুটি রেওয়ায়েতের সম্পর্ক হলো জামাতের ফযিলতের সাথে।

আসল উদ্দেশ্য তো হলো জামাতের ফযিলত বর্ণনা করা, কিন্তু যেহেতু এ বাবের কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা একটি নতুন ফায়েদা বা নতুন বিষয় প্রমাণিত হয় তাই নতুন ফায়েদা হিসেবে এ জন্য স্বতন্ত্র বাব কায়েম করে

https://e-ilm.weebly.com/

দিয়েছেন। কেউ কেউ লিখেছেন ফযরের সময় আরামের নিদ্রা ছাড়তে হয় তাই কষ্টের অনুভব অধিক ও প্রতীয়মান হয়। তাই যেহেতু ফজরের নামাযে কষ্ট অধিক, আর মূলনীতি হলো- اجركم على قدر المؤنة. المثوبة 'কষ্ট যত, মিষ্টি তত।' সুতরাং যখন কেউ কষ্টে শরীক হবে, তখন জামাত ও কষ্ট উভয়ের ছওয়াব সে অর্জন করবে।

بَاب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

পরিচ্ছেদ [৪২২] : জোহরের নামাযের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার ফযিলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَه ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

হাদীসের অনুবাদ [৬২৯]ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাস্তায় চলতে চলতে একটি লোক পথের ওপর একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পেয়ে সেটা সরিয়ে ফেললো। এতে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন। এরপর তিনি বললেন, শহীদ পাঁচ প্রকার। প্লেগে বা মহামারীতে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, চাপা পড়ে মৃত এবং আল্লাহর পথে শহীদ। তিনি আরো বললেন, লোকজন যদি জানতো আজান দেয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর কি ছওয়াব তাহলে (সেই ছওয়াব পাবার জন্য) লটারী ছাড়া অন্য উপায় না পেলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করার ছওয়াব জানতো তাহলে অবশ্যই তারা এজন্য দৌড়ে যেতো। যদি তারা ইশা ও ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ার ছওয়াব জানতো, তাহলে তারা এজন্য অবশ্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯০, ৩৩৬, ১০০, ৩৯৭, ৮৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়ার ফযিলত বর্ণনা করার পর জোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার বাব কায়েম করেছেন। যেহেতু উভয় নামাযের মধ্যে কষ্ট সমান। ফজরের নামাযে ভোরের মিষ্টি ঘুম ছাড়তে হয় তেমনিভাবে জোহরের নামাযও কায়লুলা ছেড়ে যেতে হয়।

تهجير অর্থ হলো تبكير সকাল সকাল যাওয়া, শুরু সময়ে যাওয়া। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জোহরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়ার ফযিলত বর্ণনা করা।

আল্লামা আইনী মাসআলা উদ্ভাবনের অধীনে লিখেছেন ইমাম বুখারী (রহ.) تهجير الى الظهر-এর ফযিলত শিরোনাম করেছেন। এর দ্বারা ابراد ظهر-এর হাদীসের সাথে কোনো বিরোধ হবে না। কেননা- براد عند

https://e-ilm.weebly.com/

اشتداد الحر অর্থাৎ ابراد হলো প্রচণ্ড গরমের সময়। তাইতো বুখারী ৭৬ পৃষ্ঠায় যে বাব কায়েম করেছেন সেখানে আছে - باب الابراد بالظهر في شدة الحر বুঝা গেল প্রচণ্ড গরমের সময় জোহরের নামায বিলম্বে পড়া হলো رخصت কিন্তু তার মূল ওয়াক্ত হলো تهجير

শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, যেহেতু الابراد - বাবের রেওয়ায়েতের মধ্যে ابردوا بالصلوة নির্দেশবাচক শব্দে বর্ণিত। তাই কেউ যেন এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) বলে দিলেন বিষয়টি এমন নয়; বরং তা হলো উত্তম। অন্য ওয়াক্তেও পড়া যাবে।

ব্যাখ্যা:

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : এ হাদীসে পাঁচ প্রকার শহীদের কথা রয়েছে। পক্ষান্তরে মুয়াত্তা ইমাম মালেক, আবূ দাউদ, নাসাঈ ইত্যাদিতে আছে الشهداء سبعة ; তেমনিভাবে ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে ثمانية; অন্যসূত্রে تسعة অন্য সূত্রে احد عشر রয়েছে।

জবাব: এর উত্তর হলো–রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যেটি জানতে পেরেছেন তখন তার কথা বলেছেন। সুতরাং এগুলির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

الْمَطْعُونُ : যারা প্লেগ বা মহামারিতে মারা যায়।

الْمَبْطُونُ : যারা উদরাময়, ডায়রিয়া বা যে কোনো পেটের পীড়ায় মারা যায়।

صَاحِبُ الْهَدْمِ : ভারী কোনো কিছুর চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি।

بَاب احْتِسَابِ الْآثَارِ

পরিচ্ছেদ [৪২৩] : ভালো কাজের জন্য প্রতি পদক্ষেপে ছওয়াব পাওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} قَالَ خُطَاهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرُوا فَقَالَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ يُمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৩০] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে বনী সালমার লোকজন! তোমরা কি (মসজিদে আসতে) তোমাদের পদক্ষেপের ছওয়াব কামনা করো না? ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে ইবনে আবি মরিয়ম আনাস থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, বনী সালমা গোত্রের লোকেরা নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মদিনার উপকণ্ঠ শূন্য করে আসাটা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। সুতরাং তিনি বললেন, তোমরা কি পায় হেঁটে এসে তোমাদের পদক্ষেপের ছওয়াব কামনা করো না?

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, সূরা ইয়াসীনে وآثارهم দ্বারা জমিনে চলার সময় পায়ের পতিত চিহ্ন উদ্দেশ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯০, ২৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: اِحْتِسَابِ অর্থ যে কোনো নেক কাজের জন্য ছওয়াবের নিয়ত করা। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, যদি নেক কাজ করার সময় ছওয়াবের নিয়ত মনে থাকে তাহলে এর দ্বারা প্রতিটি কদমে ছওয়াব দ্বিগুণ পাওয়া যাবে। এক হলো আমলের ছওয়াব, দ্বিতীয় হলো নিয়ত করার।

২. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে মুসান্নিফ (রহ.) একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো এই যে, পূর্বের বাবে تهجير-এর ফযিলত প্রমাণ করেছেন, আর মূলনীতি হলো যখন রৌদ্রের মধ্যে কোনো ব্যক্তি পথ চলে তখন লম্বা লম্বা কদম ফেলে চলে। এর পূর্বের হাদীসে গেছে যে, عليكم السكينة والوقار সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো মুনাসাবাত পাওয়া যাচ্ছে না।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, রৌদ্রের মধ্যে চলার সময় কষ্ট হয়; কিন্তু কষ্টসত্ত্বেও লম্বা লম্বা কদম না ফেলা উচিত। কেননা, এ পদক্ষেপসমূহও আল্লাহর নিকট ছওয়াবের কারণ হবে। তাই এ সামান্য কষ্টের কারণে তোমরা এ ছওয়াব হাতছাড়া করো না। বরং প্রশান্তি ও ধীরস্থীর পদক্ষেপে চলে নামাযের জন্য যাবে।

ব্যাখ্যা:

أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا : বনী সালামাহ গোত্র মসজিদে নববী হতে এক মাইল দূরে সালা' পাহাড়ের নিকট অবস্থান করত। তাদের মসজিদে নববীতে আসার জন্য এক মাইল পথ হেঁটে আসতে হতো। হযরত জাবির (রাযি.) হতে রেওয়ায়েত আছে যে, যখন মসজিদে নববীর আশপাশে কিছু জায়গা খালি হলো, তখন বনী সালামার লোকেরা ইচ্ছা করল যে, তারা মসজিদে নববীর নিকট স্থানান্তরিত হয়ে আসবে। এ সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছল তখন তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও? তারা বলল জি হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এরকম ইচ্ছা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বনী সালামাহ তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাক। কারণ, তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ছওয়াব লেখা হয়।

قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ : যেহেতু কুরআনের সূরা ইয়াসিনের একটি আয়াত আছে- ونكتب ما قدموا وآثارهم, আর এখানে হাদীসেও آثار শব্দ এসেছে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) স্বভাবসুলভ এর তাফসীর করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এক রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, এ আয়াতটি বনী সালামার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন: সূরা ইয়াসিন হলো মক্কী। আর বনু সালামাহ মদিনাতে থাকত। তাহলে এটি বনু সালামাহ সম্পর্কে কিভাবে অবতীর্ণ হলো?

জবাব: পূর্ণ সূরা মাক্কী। কিন্তু এ আয়াতটি মাদানী। তাহলে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب لِمَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ [৪২৪] : ইশার নামায জামাতে পড়ার ছওয়াব

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ

হাদীসের অনুবাদ [৬৩১] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের জন্য ফজর ও ইশার নামাজের চাইতে অন্য কোনো নামায কঠিন নয়। তারা যদি এ দুই ওয়াক্তের নামাযের ছওয়াব জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এই দুই ওয়াক্তের নামাযে আসতো। আমি সংকল্প করেছিলাম মুয়াযযীনকে আজান দেয়ার আদেশ করবো এরপর কাউকে ইমামতি করতে বলবো এবং যারা এখনো নামাযে শরীক হয়নি আমি আগুন দিয়ে তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৯, ৯০, ৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইশার নামায জামাতের সাথে পড়ার ফযিলত বর্ণনা করা। আর كتاب المواقيت-এ (পৃ. ৮০) باب فضل العشاء দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইশার নামাযের ফযিলত বর্ণনা করা বা ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযিলত বর্ণনা করা। কারণ, ইশার নামায হলো এ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। আর এখানে ইশার নামায জামাতে পড়ার ফযিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং এটা বলা সহীহ হবে না যে, বাব تكرار [বারংবার] হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ : এ হাদীসেও ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকমির কথা রয়েছে। যাদের ঘর জ্বালানোর কথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করেছিলেন তারা শুধুমাত্র মুনাফিকই ছিল না; বরং মুসলমানও ছিল। তাদের অবহেলার কারণে তাদেরকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল। এবং এ আমলকে মুনাফিকদের আমল বলে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে।

بَاب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

পরিচ্ছেদ [৪২৫] : দুই জন বা ততোধিক হলে জামাত হবে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৬৩২] : হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন লোককে বিদায় দেয়ার সময় বলেছেন, নামাযের সময় হলে তোমরা আজান ও ইকামত দিবে তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই ইমামতি করে নামায আদায় করাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৪-৯৫, ১১৩, ৩৯৯, ৮৮৮, ১০৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা আবু মূসা আশআরী (রাযি.) থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে- قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اثنان فما فوقهما جماعة

কিন্তু যেহেতু এ রেওয়ায়েতটির শব্দাবলী ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী হয়নি, তাই তিনি এটি উল্লেখ করেননি। কিন্তু যেহেতু হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ তাই ইমাম বুখারী (রহ.) একে শিরোনামে এনে হাদীসের মাফহূমের সমর্থন করেছেন।

এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জামাত শব্দটির প্রয়োগ যদিও তিনজনের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু কখনও দুই জনের জন্যও হয়ে থাকে। বিশেষ করে নামাযের জামাতের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যদি লোক দুই জন হয়, একজন ইমাম অপরজন মুক্তাদি, তাহলেই যথেষ্ট হবে, এবং জামাতের ছওয়াব পাবে।

بَاب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

পরিচ্ছেদ [৪২৬] : যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকে, এবং মসজিদের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ

হাদীসের অনুবাদ [৬৩৩] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি অজু সহকারে নামাযের অপেক্ষায় মুসাল্লায় বসে থাকে, তখন ফিরিশতারা তার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকেন, হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি রহম করো। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির নামাযই তাকে বাড়িতে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে নামাযরত আছে বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ -অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯০-৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

হাদীসের অনুবাদ [৬৩৪] : হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (এই সাত প্রকার লোক হচ্ছে) ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. যে যুবক তার প্রভুর (আল্লাহর) দাসত্ব করতে করতে বড়ো হয়েছে ৩. যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা ৪. যে দুটি লোক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. যে ব্যক্তি মর্যাদাসম্পন্না রূপসী নারীর আহ্বানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯১, ১৯১, ৯৫৯, ১০০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ

প্রশ্ন: আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থানকারীদের সংখ্যা এখানে ৭ জনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য হাদীসে আছে যারা ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দিবে বা ঋণ মওকুফ করে দিবে সেও আরশের নিচে স্থান পাবে। তাহলে এখানে সাতজনের কথা বলা হলো কেন?

জবাব: আল্লামা আইনী বলেন-التنصيص بالعدد في شئ لا ينفي الحكم عما عداه কোনো কিছুর জন্য হুকুম আরোপ করা তা ব্যতীত অন্যের জন্য হুকুম আরোপকে অস্বীকার করে না। অর্থাৎ এখানে এ সাত সংখ্যা حصر বা সীমাবদ্ধের জন্য নয়; বরং অন্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ:

প্রশ্ন: ছায়া হয় দেহবিশিষ্ট জিনিসের। আর আল্লাহ তা'আলা منزّه من الاجساد

জবাব: ১. في ظله-এর মধ্যে আল্লাহর দিকে ছায়ার ইযাফতটি হলো اضافة الملك কারণ, সবকিছুই তো তার মালিকানাধীন। ২. এ ইযাফতটি হলো اضافة تشريف সম্মানবোধক ইযাফত। যেমন কা'বাকে বলা হয় بيت الله ; অথচ সকল মসজিদই আল্লাহর মালিকানাধীন। ৩. কেউ কেউ বলেছেন আল্লাহর ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আরশের ছায়া। যেমন একটি হাদীসে বিষয়টি স্পষ্ট আছে سبعة يظلهم الله في ظل عرشه- ওমদাতুল কারী

https://e-ilm.weebly.com/

مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ; কারণ, হরফে জার একটি مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ : এখানে فِي টি بِ অর্থে হবে। অর্থাৎ অন্যটির অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো রেওয়ায়েতে আছে متعلق তখন অর্থ হবে شدة تعلق قلبه بالمساجد মসজিদের সাথে গভীর সম্পর্ক হবে, যদিও সে মসজিদের বাইরে থাকে। আর মসজিদের সাথে গভীর সম্পর্ক থাকাটার ইঙ্গিতার্থ হলো নামাযের ওয়াক্তের অপেক্ষায় থাকা। সুতরাং সে এক নামায পড়ে বের হয়ে অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। – ওমদাতুল কারী

আবার মসজিদের ভিতর থেকেও অপেক্ষা করতে পারে।

وَرَجُلَانِ تَحَابَّا:

প্রশ্ন: এখানে যেহেতু দুইজনের কথা আছে, তাহলে তো লোক ৮ জন হয়ে গেল। অথচ হাদীসে আছে ৭ জনের কথা?

জবাব: এর অর্থ হলো একজন অপরকে মহব্বত করে। আর মহব্বত হলো একটি আপেক্ষিক বিষয়, সুতরাং তার জন্য দুইজন তো আবশ্যক হবেই। এ কারণেই বলা হয়েছে رجلان;

فِي اللَّهِ : আল্লামা আইনী বলেন- اي لاجل الله لا لغرض دنياوي আর এখানে فِي টি سببية-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম ব্যবহার হাদীসেও আছে- في النفس المؤمنة مائة ابل অর্থাৎ بسبب قتل النفس المؤمنة

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ : এর তিনটি সূরত হতে পারে-

১. উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় মহব্বত বাকি থাকে। শুধুমাত্র মৌখিক ভালোবাসার দাবিদার নয়।

২. মৃত্যু পর্যন্ত মহব্বত বাকি থাকে।

৩. যখন উভয়ে মিলিত হয় অর্থাৎ যখন তাদের মাঝে মহব্বত হয়েছে তখনও আল্লাহর জন্য হয়েছে। উদাহরণতঃ তার দীনদারী দেখে মহব্বত হয়েছে। আর যদি সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তাও আল্লাহর জন্য হয়। মোটকথা, মিলিত হওয়া বা বিচ্ছিন্ন হওয়া তথা বন্ধুত্ব বা শত্রুতা উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, নিজের নফসের সন্তুষ্টির জন্য না হয়। – ফযলুল বারী

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلْ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৩৫] : হযরত হুমাইদ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আনাসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংটি পরতেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একদিন তিনি দেরি করে অর্ধ রাতে ইশার নামায আদায় করলেন। নামায আদায় করার পর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, লোকেরা নামায আদায় করে ঘুমায়। (কিন্তু যতক্ষণ তারা নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ততক্ষণ তারা নামাযের মধ্যেই ছিল বলে গণ্য হবে। আনাস (রাযি.) বলেছেন, আমি এ সময় তাঁর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করেছিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ التَّكَرْتُمُونِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১,৮৪,৯১, ১১৭, ৮৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এটা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, মসজিদে বসা ছওয়াবের কারণ তখনই হবে যদি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে।

২. মসজিদে গিয়ে মুক্তাদিদের যদি কিছুক্ষণ দেরিও হয়ে তাহলে বিরক্ত না হওয়া উচিত। বরং পূর্ণ প্রশান্তি ও ধৈর্যের সাথে বসে থাকবে, যেন জামাতের সংখ্যা অধিক হয়। কেননা জামাতে লোকের সংখ্যা যত অধিক হবে ছওয়াব তত বেশি হবে। এমতাবস্থায় দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। ১. নামাযের জন্য অপেক্ষার কারণে, ২. জামাতের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে।

بَاب فَضْلِ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

পরিচ্ছেদ [৪২৭] : মসজিদে আসা-যাওয়া করার ফযিলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৩৬] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততোবারের মেহমানদারীর সামগ্রী প্রস্তুত করে রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ-অংশের সাথে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এর পূর্বের বাবে অতিবাহিত হয়েছে- رجل قلبه معلق في المساجد

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এর ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ যার অন্তর মসজিদের দিকে ঝুঁকে থাকবে সে অবশ্যই অধিকহারে অর্থাৎ সকল নামাযের সময় মসজিদে যাওয়া-আসা করবে। আর যেহেতু মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর, তাই যে কেউ এবং যতবারই তার ঘরে হাজিরা দিবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে আপ্যায়ণের সামগ্রী প্রস্তুত করে রাখেন।

ব্যাখ্যা: হযরত গাংগুহি (রহ.) বলেন- لعل المراد بالغدوة والروحة اذا كانتا لفريضة والا فالافضل في التطوع ان يكون في البيت সম্ভবত غدوة ও روحة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরজ নামাযের জন্য যাওয়া। নতুবা নফল নামায বাড়িতে পড়াই উত্তম।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ শিরোনামটি আমাদের পাক-ভারত-বাংলাদেশের কপিতে আবু-যরের কপির ন্যায়। কিন্তু অধিকাংশ কপিতে আছে- باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح আছে। যেমন ওমদাতুল কারী,

https://e-ilm.weebly.com/

ফতহুল বারী ইত্যাদি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- هكذا للاكثر موافقا للفظ الحديث في الغدو والرواح ولابي ذر بلفظ خرج بدل الخ (فتح الباري)

السير في اول النهار الي الزوال والرواح السير من الزوال - غَدَا শব্দটি غدو থেকে গৃহিত, যার অর্থ হলো : الي آخر النهار (كرماني، عمدة)

আল্লামা আইনী বালেন- وقد يستعملان في الخروج والرجوع

অর্থাৎ غدو অর্থ যদিও প্রভাতে যাওয়া, কিন্তু কখনও خرج অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে- من خرج কপিটিই অধিক বিশুদ্ধ। এবং এ থেকেই راح অর্থ رجع প্রত্যাবর্তন করা। এখন বাবের উদ্দেশ্য হবে মসজিদে যাওয়া ও মসজিদ হতে প্রত্যাবর্তন করা উভয়টিই ছওয়াবের কারণ।

যেহেতু বাহ্যত এ সংশয় হতে পারে যে, মসজিদে যাওয়ার ছওয়াব আছে। কেননা, সে তো ইবাদতের জন্য যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মসজিদ হতে বের হওয়া এবং প্রত্যাবর্তন করার ছওয়াব হবে না। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) সতর্ক করে দিলেন যে, এর জন্যও ছওয়াব হবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিয়ম হলো তিনি শিরোনাম দ্বারা হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে মুসলিম শরীফ ও আবু দাউদের রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, যার সারমর্ম হলো এক সাহাবী অনেক দূর থেকে মসজিদে এসে জামাতে নামায পড়তেন। কোনো নামাযই ছুটত না। হযরত কা'ব বিন উবাই (রাযি.) বলেন, আমি তাকে বললাম, একটি গাধা ক্রয় করে নিন। তিনি বললেন, আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার ঘর মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হোক। যখন এ সংবাদটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছল তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা চাই যে, আমার মসজিদে আসা ও যাওয়া সবই ইবাদতের মধ্যে লেখা হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- اعطاك الله ذلك كله

بَاب إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

পরিচ্ছেদ [৪২৮] : যখন নামাযের ইকামত বলা হবে তখন ফরজ ব্যতীত অন্য কোনো নামায নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَالَ وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ * وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ * وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৬৩৭] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রাযি.) নামের আযদ গোত্রের একজন ব্যক্তি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর এক ব্যক্তিকে দুই রাকাআত নামায আদায় করতে দেখতে পান। যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন, লোকেরা তখন ঐ ব্যক্তিকে ঘিরে ধরলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাকাআত? ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাকাআত?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا-অংশের সাথে। কারণ এ বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকটির নামাযকে অস্বীকার করেছেন, যে লোকটি ইকামত বলার পর দুই রাকাত সুন্নত পড়ার পর ইমামের সাথে দুই রাকাত ফরজ আদায় করেছে। এটাই হলো ফজর চার রাকাত বলার উদ্দেশ্য। তাহলে বুঝা গেল ইকামতের পর ফজর ব্যতীত কোনো নামায নেই।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, মসজিদে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হলো ফরজ আদায় করা। তাই যখন ইকামত শুরু হয়ে যায় তখন ফরজ নামায ব্যতীত সুন্নত ইত্যাদি পড়ার অনুমতি নেই। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করার দিকে ইঙ্গিত করা যারা কিছু শর্তসাপেক্ষে ফজরের সুন্নত পড়ার অনুমতি দেন।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ শিরোনামটি হুবহু হাদীসের অংশ। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة

কিন্তু যেহেতু এর সনদ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে এটি মারফূ' না মাওকূফ? কারণ, এর রাবী হাম্মাদ বলেন, আমি আমর বিন দীনারের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম لقيت عمرو فحدثني ولم يرفعه তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ শব্দাবলীকে শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক এটাই যে, রেওয়ায়েতটি মাওকূফ।

ব্যাখ্যা:

ইমামগণের মাযহাব: ইকামতের পর অর্থাৎ যদি জামাত দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সুন্নত পড়তে পারবে কি না? এ ব্যাপারে তো সকল ইমাম একমত যে, ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সকল নামাযের ইকামতের পর সুন্নত পড়া মাকরূহ।

তবে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

১. জাহেরীদের মতে নামাযের ইকামতের পর ফজরের সুন্নতও বাতিল হয়ে যাবে। যদি জামাত শুরু হওয়ার পূর্বেই সুন্নত পড়ছিল তখনও সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরীক হতে হবে। এ কওল কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহর বাণী- لا تبطلوا اعمالكم

২. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে জামাত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সুন্নত পড়া জায়েয নয়; বরং মাকরূহ হবে। কিন্তু যদি পূর্ব থেকে পড়ছিল, এরপর জামাত শুরু হয় তাহলে তাড়াতাড়ি সুন্নত শেষ করে জামাতে শরীক হবে। সুন্নত আদায় হয়ে যাবে, তা পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই।

৩. ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট দুটি শর্তে ফজরের সুন্নত পড়তে পারবে। ১. ফজরের দুই রাকাতই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। ২. মসজিদের বাইরে পড়বে। অর্থাৎ যদি এক রাকাতও ফওত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সুন্নত পড়ার অনুমতি নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. হানাফীদের নিকটও দুটি শর্তের সাথে পড়ার অনুমতি আছে। ১. যদি জামাত দাঁড়িয়ে যায়, এবং এক রাকাত বা কমপক্ষে তাশাহহুদ পাওয়ার একিন থাকে তাহলে সুন্নত পড়বে, নতুবা নয়। অর্থাৎ যদি পূর্ণ জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সুন্নত পড়ার অনুমতি নেই।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় শাফেয়ী ও হাম্বলীদের সাথে রয়েছেন।

বাবের হাদীসটি বাহ্যতঃ হানাফী ও মালেকীদের বিপক্ষে। সুতরাং তাদের পক্ষ হতে এ হাদীসের জবাব নিম্নরূপ–

জবাবঃ ১. যেহেতু লোকটি জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নত পড়ছিল, তাই তাকে নিষেধ করা হয়েছে। হানাফী ও মালেকীরাও এটাই বলেন–اذا اقيمت الصلوة-এর মধ্যে اذا হলো ظرف مكان অর্থাৎ যে মসজিদে ইকামত বলা হয়েছে, যে স্থানে জামাত হচ্ছে সেখানে সেই স্থানে ফরজ ব্যতীত কোনো সুন্নত পড়া যাবে না। ২. দ্বিতীয় উত্তর হলো আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর একটি হাদীসে ফজরের সুন্নতকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। যে হাদীসটি আল্লামা আইনী (রহ.) সনদসহ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো–

عن عطاء عن ابي هريرة ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة

الا المكتوبة الا ركعتي الفجر

এ হাদীসের সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও হযরত ইবনে মাসউদ ও আবুদ-দারদা (রাযি.)-এর আমল দ্বারা তার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হয়ে গেছে।

ফজরের সুন্নতের বৈশিষ্ট্যঃ ফজরের সুন্নতের বৈশিষ্ট্য হলো ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে রেওয়ায়েতে বিশেষ তাকীদ রয়েছে। এমনকি হাসান বসরী (রহ.) একে ওয়াজিব বলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নফলের এত গুরুত্ব দিতেন না, যতটা গুরুত্ব দিতেন ফজরের পূর্বের দু রাকাতের।

এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– لا تدعوهما وان طردتكم الخيل তোমরা ফজরের এ রাকাত সুন্নতকে কোনো অবস্থাতেই ছাড়বে না; যদিও তোমাদেরকে ঘোড়া পদদলিত করে। (আবু দাউদ পৃ. ১৭৯)

সনদ বর্ণনায় ত্রুটিঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসটি দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন।

১. عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينَة

২. দ্বিতীয় সনদ– سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ ابْنُ بُحَيْنَةَ এ সনদে দুটি ভুল হয়েছে। এক. এর দ্বারা তো বুঝা যাচ্ছে যে, এ রেওয়ায়েতটি মালিক বিন বুহায়না হতে বর্ণিত। অথচ এ মালেক বিন বুহায়না মুসলমানও হয়নি। সাহাবী হওয়া তো দূরের কথা। রাবী হলেন মালিকের ছেলে আব্দুল্লাহ (রাযি.)। দুই. দ্বিতীয় ভুল হলো এতে বুহায়নাকে বলা হয়েছে যে, সে মালিকের মাতা, অথচ বুহায়না হলো মালিকের স্ত্রী, এবং আব্দুল্লাহর মাতা।

আল্লামা আইনী প্রমুখ এ ভুলটি উল্লেখ করেছেন এবং এ ভুল হয়েছে হযরত শু'বা (রহ.) হতে।

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমামুল মাগাযী ইসহাকের সনদে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মূলতঃ হবে আব্দুল্লাহ ইবনে বুহায়না, আর মালিক ইবনে বুহায়না হলো ভুল।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

পরিচ্ছেদ [৪২৯] : রুগ্ন ব্যক্তি জামাতে হাজির হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا

হাদীসের অনুবাদ [৬৩৮] : হযরত আসওয়াদ (রাযি.) বলেন, আমরা আয়েশার কাছে বসে নিয়মিত নামায পড়া ও নামাযের যথাযথ মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এ সময় তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, যে রোগে তিনি মারা গিয়েছিলেন, সে সময় একদিন নামাযের সময় হলে আজান দেয়া হলো। তিনি বললেন, তোমরা আবু বকরকে নামায পড়াতে বলো। তাঁকে বলা হলো, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। আপনার স্থলে তিনি দাঁড়িয়ে লোকজনের নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি আবার বললেন এবং লোকেরাও আবার একই কথা বললো। তিনি তৃতীয় বার বললেন, তোমরা তো ইউসূফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আবু বকরকে বলো লোকজনের নামায পড়াতে (তাঁকে বলা হলো) তিনি নামায পড়ানোর জন্য বের হলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের কিছুটা উপশম বোধ করলেন। তখন তিনি দুইজন লোকের ওপর ভর দিয়ে বের হলেন। হিঁচড়ে চলছেন। আবু বকর পিছনে হটতে চাইলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারায় নিজ জায়গায় থাকতে বললেন। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিনি গিয়ে আবু বকরের পাশে বসলেন। আমাশকে জিজ্ঞসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন এবং আবু বকর তাঁর নামাযের অনুসরণ করছিলেন আর লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করছিল? আমাশ তাঁর মাথার ইশারায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আবু মুআবিয়া আরো একটু যোগ করে বলেছেন, তিনি আবু বকরের বাম দিকে বসলেন এবং আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩২-৩৩, ৯১-৯২, ৯৩, ৯৮-৯৯, ৩৫২, ৪৩৭, ৬৩৯, ৮৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা:

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুরোগের ঘটনা। এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের ইমামতির জন্য হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

فَقِيلَ لَهُ : قيل-এর কায়েল হলো হযরত আয়েশা (রাযি.) যেমনটি কোনো কোনো রেওয়ায়েতে স্পষ্ট রয়েছে। মোটকথা, আবু বকর (রাযি.) হলেন নরমদিল ও দুঃখভারাক্রান্ত লোক। যার উপর দুঃখ, বিষণ্নতা ও কান্নার প্রবলতা রয়েছে।

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে বললেন 'আবু বকরকে বল নামাযের ইমামতি করতে'। তখন হযরত আয়েশা (রাযি.) হাফসা (রাযি.)-কে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল, তিনি যেন হযরত ওমর (রাযি.)-কে নামায পড়াতে নির্দেশ দেন। কেননা, আবু বকর (রাযি.) হলেন নরমদিল মানুষ। এবং তার মধ্যে কান্নার প্রবলতা রয়েছে, নামাযের ইমামতি করার সময় কান্নার কারণে জোরে আওয়াজ করতে পারবেন না, তাই লোকেরা তার আওয়াজ শুনতে পারবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বারংবার একই কথা বলতে লাগলেন আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

কোনো রেওয়ায়েতে আছে তিনি হযরত বিলালকে বলেছিলেন, যাও আবু বকরকে বল নামাযের ইমামতি করতে। বিলাল গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ইমামতি করতে বলেছেন। فقال ابوبكر , وكان رجلا رقيقا. يا عمر! صل بالناس فقال له عمر : أنت احق بذلك তবে একই কথা হযরত আয়েশাও বলেছেন।

إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ : صَوَاحِب শব্দটি যদিও বহুবচন, কিন্তু এখানে একবচন অর্থাৎ একমাত্র যুলেখা উদ্দেশ্য। আর সম্বোধন যদিও হাফসাকে করা হয়েছে; কিন্তু انكن দ্বারা হযরত আয়েশা উদ্দেশ্য। কেননা, হযরত আয়েশা (রাযি.)-ই তো হাফসা (রাযি.)-কে এটা বলতে বলেছিলেন। আবার হযরত আয়েশা এবং হাফসা উভয়-ই উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-র এ ঘটনাকে যুলেখার ঘটনার সাথে তুলনা করার কারণ:

১. যুলেখা মিশরের মহিলাদেরকে বাহ্যতঃ খাবারের দাওয়াত দিয়েছিল-আপ্যায়ণের বাহানা দিয়ে তাদেরকে বাসায় এনেছিল; কিন্তু তার উদ্দেশ্য আপ্যায়ণ ছিল না; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য তাদেরকে দেখানো। তারা যেন ইউসুফের সৌন্দর্য দেখতে পায়, এবং আমি যে ইউসুফ (রাযি.)-কে ভালোবাসি সে ব্যাপারে যেন তারা আমাকে তিরস্কার না করে, আমাকে যেন অপারগ মনে করে। বুঝা গেল তার উদ্দেশ্য, বাহ্যতঃ ছিল আপ্যায়ণ; কিন্তু ভিতরে অন্য কিছু। তেমনিভাবে হযরত আয়েশা বাহ্যতঃ বলছেন যে, আবু বকর বিষণ্ন ও নরমদিল মানুষ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুসাল্লায় (নামাযের স্থানে) দেখতে না পেলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। ফলশ্রুতিতে কান্না শুরু করে দিবেন। কিন্তু তার অন্তরে ছিল ভিন্ন কিছু। তা হলো লোকেরা আবু বকরের ইমামতিকে অশুভ মনে না করে। (যে, আবু বকর হুজুরের স্থানে নামায পড়ানোর পর তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে)।

২. অথবা তাশবীহ এ হিসেবেও হতে পারে যে- যেমনিভাবে মিশরের মহিলারা হযরত ইউসুফ (রাযি.)-কে তার ইচ্ছার পরিপন্থি কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছিল, তেমনিভাবে তোমরাও আমাকে আমার ইচ্ছার পরিপন্থি নির্দেশ জারি করাতে চাইছো।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. অথবা এর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা হলে ইউসুফ (আ.)-এর صواحب অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহিলাদের ন্যায়, যাদেরকে যুলেখা দাওয়াত দিয়েছিল। বাহ্যিকভাবে তারা যুলেখাকে তিরস্কার করছিল, আর অন্তরে ইউসুফ (আ.)-কে দেখা এবং তাঁকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইছিল। তেমনিভাবে হযরত হাফসা (রাযি.) যদিও বাহ্যিকভাবে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর মতকে সমর্থন করছিল, কিন্তু সম্ভবত তার অন্তরেও এ খেয়াল ছিল যে, আমার পিতা (ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়–এ সৌভাগ্য তার ভাগ্যে জুটে যায়।

উম্মতের কার কার পিছনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছিলেন:

এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ উক্তি হলো দু'জনের পিছনে তিনি নামায আদায় করেছিলেন।

১. আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাযি.),

২. আবু বকর (রাযি.)। তন্মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আউফের বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, তিনি তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাযি.)-এর বিষয়টি অনিশ্চিত; বরং না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, সহীহাইনের হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত তা হলো যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় আবু বকর (রাযি.) নামায পড়াচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ দু'জনের ঘাড়ে ভর করে গিয়ে জামাতে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আবু বকর সরে যান, এবং রাসূলুল্লাহই ইমামতি করেন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

হাদীসের অনুবাদ [৬৩৯] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, যখন রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলো তখন আমার ঘরে তাঁর রোগ সেবার জন্য স্ত্রীদের অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি দিলেন। (নামাযের সময় হলে) তিনি দু'জন লোকের ওপর ভর করে নামাযের জন্য বের হলেন। তাঁর পা দুটি মাটিতে হিঁচড়ে চলছিল। তিনি আব্বাস এবং অপর এক ব্যক্তির ওপর ভর দিয়ে চলছিলেন। উবাইদুল্লাহ বলেছেন, আয়েশা আমার কাছে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন আমি ইবনে আব্বাসের কাছে সে কথা ব্যক্ত করলে তিনি আমাকে বললেন, অপর যে ব্যক্তির নাম আয়েশা বলেননি তুমি জানো সে ব্যক্তি কে ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, অপর ব্যক্তি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩২-৩৩, ৯১-৯২, ৯৩, ৯৮-৯৯, ৩৫২, ৪৩৭, ৬৩৯, ৮৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনামে حد শব্দটির ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. حَدّ যা حِدَّة তীব্রতার অর্থে ব্যবহৃত। তখন এটি জামাতে হাজির হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহপ্রদান অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ

https://e-ilm.weebly.com/

যদিও রোগ-ব্যাধি জামাত তরক করার একটি ওজর হিসেবে বিবেচিত, এবং রোগের কারণে জামাত তরক করলে গুনাহ হবে না; জামাত ছাড়ার অনুমতি থাকা সত্তেও যথাসম্ভব জামাতে শরীক হওয়া উচিত। ২. حَدّ তার আসল অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ সীমা; সীমানা। এখন প্রশ্ন হলো কিসের সীমা উদ্দেশ্য? মুস্তাহাবের সীমা না বৈধতার সীমা?

জবাব: উভয়টি হওয়ার ব্যাপারে মতামত রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, রোগীকে একটি বিশেষ সময়-সীমা পর্যন্ত জামাতে হাজির হওয়া মুস্তাহাব। আর সেই বিশেষ সীমা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত রোগী নিজে চলাফেরা করতে পারে। আর নিজে চলাফেরা করতে না পারলে যদি তাকে চলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার কেউ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুস্তাহাব। অন্যথায় জামাতে শরীক হওয়া লাগবে না।

৩. কোনো কোনো কপিতে আছে جِدّ; তখন উদ্দেশ্য হবে জামাতে হাজির হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ। অর্থাৎ রোগী রুগ্ন হওয়া সত্ত্বেও যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্ন অবস্থায় জামাতে শরীক হয়েছেন। আর যদি রোগ এ সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন জামাতে অংশগ্রহণ না করা মুস্তাহাব; যদিও অংশগ্রহণ করা জায়েয।

ব্যাখ্যা :

اِسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ : এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে قسم তথা তাদের পালায় সমতা রক্ষা করা আবশ্যক ছিল কি না? আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন যে, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীজীর উপরও স্ত্রীদের সাথে পালা বণ্টনে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক ছিল। নতুবা তাদের নিকট অনুমতি গ্রহণের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু নির্ভরযোগ্য মত হলো তাঁর জন্য এটা জরুরি ছিল না। তাদের সাথে পালা বণ্টন করা না করা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল। তাঁকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিল যাকে ইচ্ছা তার পালা আগ-পিছ করতে পারেন। কুরআনে আছে - ترجي من تشاء منهن تؤوي اليك من تشاء ঐ সকল স্ত্রীদের যাকে ইচ্ছা করেন আপনার থেকে দূরে রাখেন আর যাকে ইচ্ছা করেন আপনার নিকট রাখেন।"

এর দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (স া.)-এর জন্য স্ত্রীদের অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা জরুরি ছিল না। স্ত্রীদের সাথে পালা রক্ষা করা না করা তার অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনে এ ইচ্ছা প্রয়োগ করেননি। অনুগ্রহ হিসেবে তিনি সবার সাথে পালা বণ্টন করে যেতেন। এমনকি অসুস্থতাবস্থায়ও তা রক্ষা করতেন যেন তা উম্মতের জন্য নমুনা হয়ে থাকে। কিন্তু অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখনও তিনি অনুমতি নিয়েই হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ঘরে তাশরীফ আনেন।

وبين رجل اخر : রোগের দিনগুলিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুই জনের কাঁধে ভর করে নামাযের জামাতে অংশগ্রহণ করেছেন তারা ছিলেন হযরত আলী ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। কিন্তু হযরত আয়েশা শুধুমাত্র একজনের নাম উল্লেখ করেছেন আর অপরজনের নাম উল্লেখ না করে وبين رجل اخر বললেন কেন?

জবাব: এর কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম নানান উক্তি করেছেন। তন্মধ্যে-

১. যে দুব্যক্তির উপর ভর করেছেন, তন্মধ্যে একপাশের জন সর্বদা নির্দিষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, কিন্তু অপর পাশের জন নির্দিষ্ট ছিলেন না; বরং তিনি পরিবর্তন হয়েছেন। কখনো হযরত আলী, কখনো ফযল ইবনে আব্বাস, কখনো উসামা আবার কখনো ছওবান (রাযি.) ছিলেন। সুতরাং যিনি সবসময়

https://e-ilm.weebly.com/

ছিলেন তাঁর কথা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, আর যিনি সবসময় ছিলেন না তার কথা তিনি وبين رجل اخر বলে দিয়েছেন। আল্লামা আইনী বলেন- فيه نظر لأن عليا كان الزم لرسول الله في كل حاله من غيره অর্থাৎ এ জবাব সঠিক নয়; কারণ হযরত আলী সর্বদা ছিলেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন যে, اِفْك-এর ঘটনায় হযরত আলী (রাযি.) হযরত আয়েশা সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করেননি; তাই রাগবশত তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। কারণ, তিনিও মানবীয় গুণের উর্ধ্বে নন।

প্রশ্নঃ (উক্ত দুব্যক্তি সম্পর্কে) এক হাদীসে আছে তারা ছিলেন 'ফযল ইবনে আব্বাস ও অপর এক ব্যক্তি', অপর হাদীসে আছে 'দুব্যক্তি তন্মধ্যে একজন হলেন উসামা', আরেক হাদীসে আছে 'উসামা ও ফযল', অপর হাদীসে আছে 'ফযল ও ছওবান'। সুতরাং রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান।

জবাবঃ এ দ্বন্দ্বের সমাধান করেছেন ওলামায়ে কেরাম এভাবে যে, মূলত কাঁধে ভর করে বের হওয়ার ঘটনা একাধিকবার হয়েছিল। সুতরাং একেকবার একেকজনের কাঁধে ভর করেছিলেন। তাই রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাযি.) ফজিলত, মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আবদে মানাফ। উপাধি বা লকব আবুল ফজল। অত্যন্ত সুদর্শন এবং লম্বা গড়নের অধিকারী ছিলেন তিনি।

জন্মগ্রহণ

তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই বছর আগে ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে হারিয়ে গেলে তার মানত করেন, যদি তাকে পাওয়া যায় তবে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফ রেশমি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবেন। পরে তাকে পাওয়া গেলে তার মা সেই মানত পূর্ণ করেছিলেন। সুতরাং তার মা নাতিলা ছিলেন বায়তুল্লাহকে রেশমি কাপড়ে প্রথম আচ্ছাদনকারী।

পরিবার-পরিজন

পিতা আব্দুল মুত্তালিব। মাতা নাতিলা বিনতে জনাব বিন কুলাইব বিন মালেক। স্ত্রী উম্মুল ফজল লুবাবা বিনতে হারেছ। সন্তানগণ হলেন ফজল ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, কাছাম ইবনে আব্বাস, আব্দুর রহমান ইবনে আব্বাস, মাবাদ ইবনে আব্বাস, হারেছ ইবনে আব্বাস, কাছির ইবনে আব্বাস, আওন ইবনে আব্বাস, তাওন ইবনে আব্বাস।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কার অন্যতম কুরাইশ নেতা ছিলেন। মসজিদে হারামের 'ইমারত', বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে হজ করতে আসা হাজীদের পানি পানের ব্যবস্থা করা- এই দুটি মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব তার হাতে ন্যাস্ত ছিল। বায়তুল্লাহ শরীফে কাউকে গালমন্দ করতে না দেয়া, সম্মানহানী না করা, অশ্লীল ও ফালতু কথা বলতে না দেয়া- ইত্যাদি কাজের তদারকি করাকে ইমারতে মসজিদে হারাম বলা হতো। তিনি এই দায়িত্ব পালন করতেন। কুরাইশরা মসজিদে হারামের সম্মান রক্ষার্থে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং আব্বাস (রাযি.)-কে এর দায়িত্ব প্রদান করেছিল।

মদিনার আনসারগণ বায়আতে আকবায় অংশগ্রহণ করলে হযরত আব্বাস (রাযি.)ও সেখানে হাজির হয়েছিলেন আনসারদের চুক্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য, অথচ সে সময় পর্যন্ত তিনি মুশরিক ছিলেন। মক্কার মুশরিকদের চাপাচাপিতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন। মদিনায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আপন চাচার এই নিদারুণ কষ্টে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়েছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলাম গ্রহণ

বলা হয়ে থাকে, তিনি হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা গোপন রেখেছিলেন। মক্কায় অবস্থান করে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কার কুরাইশদের বিভিন্ন খবর ও তথ্য প্রেরণ করতেন। মক্কায় কিছু দুর্বল মুসলমান ছিলেন, যারা বিভিন্ন কারণে হিজরত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তারা হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর সহযোগিতায় কাফেরদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিলেন। তিনি মদিনায় হিজরত করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার জন্য বর্তমানে মক্কায় থাকাতেই কল্যাণ। তাঁর আদেশে তিনি মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তোমাদের যার সাথে আব্বাস (রাযি.) সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়, সে যেন তাকে হত্যা না করে। কেননা তিনি কাফেরদের পীড়াপীড়িতে যুদ্ধ করতে এসেছেন। একারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন–

أنت آخر المهاجرين كما أنني آخر الأنبياء

'আপনি হলেন সর্বশেষ হিজরতকারী। আমি যেমন সর্বশেষ নবী।'

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়–

حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال استأذن العباس بن عبد المطلب النبي في الهجرة فقال له يا عم أقم مكانك الذي أنت به فإن الله تعالى يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة ثم هاجر إلى النبي وشهد معه فتح مكة وانقطعت الهجرة

'আবু হাযেম হযরত সাহল ইবনে সাদ আস-সায়েদী (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের আবেদন করলে তিনি তাকে বললেন, চাচাজান! আপনি আপাতত যেখানে আছেন সেখানেই অবস্থান করুন। কেননা আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে হিজরতের সিলসিলার সমাপ্তি ঘটাবেন। যেভাবে আমার দ্বারা নবুওয়াতের সিলসিলার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অতঃপর পরবর্তীতে তিনি মদিনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা বিজয়ে অংশ নেন। আর তার মাধ্যমেই হিজরতের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে।'[২৬]

এরপর আব্বাস (রাযি.) মদিনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফাতহে মক্কায় অংশগ্রহণ করেন। হুনাইন যুদ্ধে প্রাথমিক অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামের পা পিছলে গেলে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবিচল থাকেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে আব্বাস (রাযি.)-এর সম্মান

হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আব্বাস (রাযি.)-কে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। আর আব্বাস (রাযি.) ছিলেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং সদাচারী। তার সিদ্ধান্ত ও ফয়সালাও ছিল অত্যন্ত মজবুত ও যুক্তিসঙ্গত। গভীর জ্ঞান ও মেধার অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শানে বলতেন–

هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها وقال هذا بقية آبائي

এই আব্বাস (রাযি.) হলেন কুরাইশদের সবচেয়ে বড় দাতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। তিনি আরও বলতেন, ইনি হচ্ছেন আমার পূর্বপুরুষদের সর্বশেষ ব্যক্তি।

---

২৬. উসদুল গাবা : ৩/১৬৪

https://e-ilm.weebly.com/

তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার নজীর হলো আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদিস। এধরনের অর্থবোধক হাদিস আরেক সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

أن العباس دخل على النبي مغضبا وأنا عنده فقال ما أغضبك فقال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه

...রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বলেন, আল্লাহর কসম! কোনো ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না, যাবত না তারা আপনাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ভালোবাসবে। অতঃপর বললেন, হে মানবমণ্ডলি! যে ব্যক্তি আমার চাচাকে কষ্ট দেয় সে মূলতঃ আমাকেই কষ্ট দেয়। কেননা ব্যক্তির চাচা তার পিতাতুল্য।[২৭]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চাচার এই মর্যাদার বিষয়টি সাহাবীগণ গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। একারণে সাহাবীগণ তাকে বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী প্রবীণ ব্যক্তি।

وعن أبي سفيان بن الحارث، عن أبيه، قال: كان العبّاس أعظم الناس عند رسول الله محمد عليه السلام، والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه، ويأخذون رأيه

আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্বাস (রাযি.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিরাট মর্যাদার অধিকারী। সাহাবীগণও তার এই বিপুল মর্যাদা স্বীকার করতেন, তার সাথে পরামর্শ করতেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[২৮]

وعن علي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالعباس خيراً، فإنه عمي، وصنو أبي

হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আব্বাস (রাযি.)-এর সাথে সদাচার করো। কেননা তিনি আমার চাচা। আর চাচা পিতৃতুল্য হয়ে থাকে।

وعن أم المؤمنين عائشة قالت: ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يجل أحداً ما يجل العباس أو يكرِم العباس.

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আব্বাস (রাযি.)-কে সম্মান ও ইজ্জত করেছেন, তা অন্য কাউকে করতে দেখিনি।

وعن ابن أبي الزناد: عن أبيه عنِ الثقة قال: كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزلا حتى يجاوِزهما إجلالاً لعم رسول الله صلوات الله عليه .وروى: ثمامة. عن أنس: قال عمر: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك محمد صلّى الله عليه وسلّم فاسقنا

আবুয যিনাদ (রহ.) বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রাযি.) উমর (রাযি.) ও উসমান (রাযি.)-

---

২৭. উসদুল গাবা : ৫/২১৭

২৮. আল-ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা

https://e-ilm.weebly.com/

এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার সম্মানার্থে তারা বাহন থেকে নেমে যেতেন এবং অতিক্রম না করা পর্যন্ত তারা পদব্রজেই চলতেন।

وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر مولى غفرة، وعن محمد بن نفيع، قالوا :لما استخلف عمر، وفتح عليه الفتوح، جاءه مال، ففضل المهاجِرين والأنصار. ففرض لمن شهد بدراً خمسة آلاف، خمسة آلاف، ولمن لم يشهدها وله سابقة أربعة آلاف. أربعة آلاف؛ وفرض للعباس اثني عشر ألفاً.

যায়দ ইবনে আসলাম স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করতেন, হযরত উমর (রাযি.) খলিফা নিযুক্ত হলে এবং বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা বিজিত হতে থাকলে প্রচুর পরিমাণ গনিমত আসতে লাগল। হযরত উমর (রাযি.) গনিমতের মালে আনসার ও মুহাজিরদেরকে প্রাধান্য দিতেন। বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে দিতেন পাঁচহাজার করে দিরহাম। আর যে বদরে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু ইসলামের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য, তাকে দিতেন চারহাজার। আর হযরত আব্বাস (রাযি.)-কে দিতেন বারো হাজার দিরহাম।

وعن صهيب مولى العباس، قال :رأيت علياً يقبل يد العباس ورِجله ويقول: يا عم، ارض عني

'আব্বাস (রাযি.)-এর গোলাম সুহাইব (রাযি.) বলেন, আমি আলী (রাযি.)-কে দেখেছি, তিনি আব্বাস (রাযি.)-এর হাত ও পা চুম্বন করতেন এবং বলতেন, হে চাচা! আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।'

ওফাত ও দাফন

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত চাচা ও মর্যাদাবান এই প্রবীণ সাহাবী ৮৬ বছর বয়সে ৩২ হিজরির রজব মতান্তরে রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রাযি.) তার জানাযার নামায পড়ান। জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।

بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

পরিচ্ছেদ [৪৩০] : বৃষ্টি ও কোনো ওজরের কারণে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪০] : হযরত নাফে (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, ঠাণ্ডা ও বাতাস প্রবাহিত রাতে ইবনে ওমর নামাযের জন্যে আজান দিয়ে পরে বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামায আদায় করে নাও। এরপর তিনি বললেন, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযযীনকে (আজান দেয়ার পর) একথা বলার জন্য আদেশ দিতেন, হে লোকেরা তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামায আদায় করে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৮, ৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যাঃ

ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ : বৃষ্টি সর্বসম্মতিক্রমে ওজর। তবে আরো কারণ আছে। আল্লামা শামী (রহ.) গ্রহণযোগ্য ওজরের সংখ্যা ২০টি উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪১] : হযরত মাহমুদ ইবনে রবী আনসারী (রাযি.) বর্ণনা করছেন। ইতবান নামক একজন সাহাবী তার কওমের ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। (একদিন) তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো অন্ধ, (যখন) অন্ধকার থাকে এবং বৃষ্টি পড়তে থাকে (আমি তখন জামাআতে আসতে পারি না) অতএব আপনি আমার ঘরের কোনো এক জায়গায় নামায পড়ুন। আমি সে জায়গাটিকে মুসাল্লা (নামাযের জায়গা) বানিয়ে নেব। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে এসে বললেন, তুমি কোন জায়গাটি আমার নামায আদায় করার জন্য পছন্দ করো? তিনি ঘরের একটি জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জায়গায় নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬০, ৯২, ৯৫, ১১৬, ১৫৭, ৮১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরানাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, ওজরের কারণে জামাত তরক করা জায়েয আছে।

পুর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রোগের একটা বিশেষ পরিমাণ জামাত তরক করার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ওজরের বিষয়টির ব্যাপকতা প্রমাণ করা। অর্থাৎ রোগ ছাড়াও অন্যান্য কারণ যেমন বৃষ্টি, ঝড়-তুফান, শৈত্যপ্রবাহ এ সবকিছুও জামাত তরক করার কারণ হতে পারে। এখন ঘরে নামায জামাতে পড়বে না একাকী তা নির্ভর করে ঘরের অবস্থার উপর। যা-হোক ঝড়-তুফান ও শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদিতে জামাত তরক করা এটা হলো রুখসত, তবে উত্তম ও আযীমত হলো মসজিদে যাওয়া।

ব্যাখ্যা :

أَنْكَرْتُ بَصَرِي : অধিকাংশ রেওয়ায়েত দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যেমন ১১৬, ১৫৮ পৃষ্ঠার হাদীস দ্বারা তাই বুঝা যায়। প্রক্ষান্তরে বুখারী শরীফের বাবের হাদীসে আছে كان يؤم قومه وهو اعمى; এ দু'ধরনের রেওয়ায়েতের মধ্যে বাহ্যতঃ দ্বন্দ্ব বিরাজমান।

জবাবঃ ১. انكار بصارة কখনো দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা আবার কখনো দৃষ্টিহীনতা তথা অন্ধত্বের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ২. দ্বিতীয় উত্তর হলো وهو اعمى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অধিকাংশ দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। তাই তাকে অন্ধ বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে পৌঁছেই প্রথমে বললেন নামাযের জন্য কোন জায়গাটি তুমি পছন্দ কর। এ বাড়িতে গিয়ে তিনি প্রথমে নামায পড়েছিলেন, পরে খাবার খেয়েছিলেন। কিন্তু উম্মে সুলাইমের ঘরে গিয়ে তিনি প্রথমে খাবার খেয়েছিলেন পরে নামায পড়েছিলেন।

এর কারণ হলো হযরত ইতবান (রাযি.)-এর বাড়িতে মূল উদ্দেশ্য ছিল নামায পড়ানো, তাই আগে তা সম্পন্ন করেছেন।পক্ষান্তরে উম্মে সুলাইমের ঘটনায় মূলতঃ খাবারের দাওয়াত ছিল। তাই আগে খাবার খেয়েছেন। আর বরকতের জন্য আনুসঙ্গিকভাবে নামায পড়েছেন।

بَاب هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

পরিচ্ছেদ [৪৩১] : বৃষ্টির দিনে যারা মসজিদে উপস্থিত হতে পেরেছে, ইমাম সাহেব কি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন? এবং জুমআর দিন বৃষ্টির মধ্যে খুতবা পড়বেন কি না?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ

وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُؤْثِمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪২] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (রাযি.) বলেন, এক ঝড় বৃষ্টির দিনে ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মুয়াযযীন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (নামাযের জন্য এসো) এই বাক্যে পৌঁছলো, তখন তিনি তাকে এই বলতে আদেশ করলেন, তোমরা নিজ নিজ আবাসে নামায আদায় করে নাও। এই শুনে লোকজন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। তারা যেন এটা খারাপ মনে করছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, মনে হচ্ছে তোমরা এটাকে খারাপ মনে করছো। আমার চাইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তো এমন করেছেন অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।এ কথা সত্য যে আজান হলে মসজিদে আসা ওয়াজিব কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টির দিনে আমি তোমাদেরকে বাইরে আনা ভালো মনে করিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ -অংশের সাথে। কারণ, এ দিনটি ছিল জুমআর দিন এবং বৃষ্টির দিন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৬, ৯২, ১২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৬৪৩] : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, একবার বৃষ্টি এলে ছাদ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। ছাদ ছিল খেজুর ডালের তৈরী। এ সময় নামাযের ইকামত হলো। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম কাদামাটির ওপর সিজদা করছেন। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদামাটির চিহ্নও দেখতে পেলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে–

جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ১১২, ১১৫, ২৭০, ২৭১, ২৭২-২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪৪] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, একজন আনসারী আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমি আপনার সাথে নামায আদায় করতে অক্ষম। লোকটি ছিল মোটা। সে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরী করলো এবং তার বাড়িতে তাঁকে দাওয়াত দিল। তাঁর জন্য একটি চাটাই পেতে দিয়ে চাটাইয়ের এক প্রান্তে পানি ছিটিয়ে মুছে দিল। তিনি এর ওপর দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন। জারুদ পরিবারের এক ব্যক্তি আনাসকে জিজ্ঞেস করলো আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশতের নামায আদায় করতেন? তিনি বললেন, ঐ দিন ছাড়া আর কোনো দিন তাঁকে এই নামায আদায় করতে দেখিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا-অংশের সাথে। শিরোনামের প্রথমাংশের সাথে মিল হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্ধ লোকটির অনুপস্থিতিতে অন্যদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ১৫৭, ৮৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ

পরিচ্ছেদ [৪৩২] : খাবার উপস্থিত হলে এবং নামাযের ইকামত হয়ে গেলে (তখন কি করণীয়?)

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে ওমর (রাযি.) এমতাবস্থায় আগে রাতের খাবার খেয়ে নিতেন। হযরত আবুদ-দারদা (রাযি.) বলেন, মানুষের সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় হলো প্রথমে নিজের প্রয়োজন মিটানোর প্রতি মনোনিবেশ করবে, (অর্থাৎ আগে নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে) যেন যখন সে নামাযে অংশগ্রহণ করবে তখন যেন তার অন্তর খালি থাকে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪৫] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন খাবার সামনে রাখা হয় এবং নামাযেরও ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২-৯৩, ৮২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ :

ইমামগণের মতামত: সকল ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, খাবার উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যদি খাবার রেখে নামায পড়া হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ জুমহূরের মতে মুস্তাহাবের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১. ইবনে হাযাম (রহ.) হাদীসের যাহেরের ভিত্তিতে এতটুকু বলে দিয়েছেন যে, আগে খাবার খেয়ে নেওয়া ওয়াজিব, এমনকি যদি কেউ খাবার রেখে নামায পড়ে নেয় তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

২. সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক (রহ.) প্রমুখ বলেন, আগে খাবার খেয়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

৩. ইমাম মালেক(রহ.)-এর মতে আগে নামায পড়ে নেওয়া উত্তম। তবে শর্ত হলো খাবারের প্রতি আগ্রহ না থাকা। সে রোজাদার হোক বা না হোক। যদি প্রচুর ক্ষুধা থাকে তাহলে আগে খাবার খাওয়া মুস্তাহাব। কারণ, এর দ্বারা খুশু' নষ্ট হয়ে যায়।

৪. হানাফী ও হাম্বলীগণেরও এ মত। এবং ইমাম শাফেয়ীর মতও এর কাছাকাছি।

তবে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে এ হুকুমের ইল্লত নিয়ে মতবিরোধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আগে খানা খাওয়ার হুকুম কেন দেয়া হয়েছে -এ নিয়ে। ইমাম গাযযালী (রহ.) এ হুকুমের ইল্লত বর্ণনা করেছেন, খানা সামনে আসার পর যদি নামাযে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে খানা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) ওকী ইবনুল জাররাহ-এর বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন। তাই তাঁর মতে, যদি খানা নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে নামাযে শরীক হয়ে যাওয়াই উত্তম হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের কারো কারো থেকে বর্ণিত আছে, তাদের নিকট ইল্লত হচ্ছে মুহতাজ প্রয়োজন থাকা। অর্থাৎ যে ব্যক্তির খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং পরে খানা পাওয়ার আশা না থাকে তাহলে তার জন্য এ হুকুম। আর মালেকীগণ থেকে বর্ণিত আছে, ইল্লত হলো খানার স্বল্পতা। অর্থাৎ এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন খাবার কম হবে এবং এ আশংকা হয় যে, নামাযের পরে খানার জন্য কিছু থাকবে না। -হাশিয়া কাওকাব্দী ১/১৬৪

কিন্তু হানাফীগণের মতে ইল্লত হচ্ছে, খানা না খেয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে খানার প্রতি মন পড়ে

https://e-ilm.weebly.com/

থাকা এবং নামাযের মধ্যে একাগ্রতা না আসা। যেমন মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেরকাত ২/৬৯-এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

لأن يكون طعامى كله صلاة احب الى من ان يكون صلاتى كلها طعاما

'আমার পুরা খানা নামায হয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়, আমার পুরা নামায খানা হয়ে যাওয়ার চাইতে।'

এ কারণে দুররে মুখতারে এসেছে, নামায তখন মাকরূহ হবে যখন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হবে এবং মনে হবে যে, নামাযে মন থাকবে না।

হানাফীগণ কর্তৃক বর্ণিত এ ইল্লতটি হাদীস ও আছার দ্বারা সমর্থিত। যার ফলে ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ পরিচ্ছেদের মধ্যেই হযরত ইবনে আব্বাসের যে অছরটি বর্ণনা করেছেন–সেটিও এরই সমর্থন করে। আছরটি হলো-لا نقوم الى الصلاة وفى انفسنا شئ 'আমাদের মনে কোনো চাহিদা রেখে আমরা নামাযে দাঁড়াই না।' আর হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) থেকেও বর্ণিত আছে- لأن اجعل طعامى صلاة احب الى من ان اجعل صلاتى طعاما 'আমি আমার খানাকে নামায বানানোটা আমার কাছে বেশি উত্তম, আমার নামাযকে খানা বানানোর চেয়ে।' –মিশকাতুল মাসাবীহ

এছাড়া একটি মারফূ' হাদীস দ্বারাও এ ইল্লতটি সমর্থিত হয়। সহীহ ইবনে হিব্বান, মুজামে আওসাতে তবারানী ও ইমাম ত্বহাভীর মুশকিলুল আছার কিতাবে হযরত আনাস (রাযি.) মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন–

اذا اقيمت الصلاة واحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب. ذكره الهيثمى فى مجمع[29] الزوائد عن الطبرانى، وقال: رجاله رجال الصحيح.

'যখন নামাযের ইকামত দেওয়া হয়, আর তোমাদের কেউ রোজাদার হয়, তাহলে সে যেন মাগরিবের নামাযের আগে খানা খেয়ে নেয়। হায়ছামী (রহ.) হাদীসটি মাজমাউয যাওয়ায়েদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ 'সহীহ'-এর বর্ণনাকারী

এ হাদীসের মধ্যে হুকুমটি শুধু রোজাদারের জন্য বলা হয়েছে। এর কারণ এটাই যে, রোজাদার সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর সন্ধ্যায় খানার প্রতি তার চাহিদা বেশি অনুভূত হয়। অন্যথায় রোজাদারের জন্য বিশেষভাবে বলার কোনো অর্থ হয় না। এর দ্বারা বোঝা গেল, আসল ইল্লত হচ্ছে, খানার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, অতএব যেখানে এই ইল্লত থাকবে না সেখানে এটাই হুকুম যে, নামায পরে পড়া হবে না। যার দরুন সুনানে আবূ দাউদে হযরত জাবের (রাযি.) থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে- لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره 'খাওয়ার জন্য বা অন্যকিছুর জন্য নামায দেরি করা হবে না।'

এ হাদীস যদি সহীহ সাব্যস্ত হয় তাহলে তা সে অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যখন খানার চাহিদা এত বেশি হবে না যার দ্বারা নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। আর হযরত গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররুহু বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যেহেতু খুব অল্প খানা খেতেন তাই তাদের চাহিদা অনেক বেশি থাকত এবং খাওয়া দাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত। তাই আজকাল আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে তুলনা করে খানা সামনে আসার পর সবসময় নামায দেরিতে পড়া উচিত নয়। শুদুমাত্র তখনই নামায পরে পড়বে যখন খানার চাহিদা এত প্রচণ্ড হবে যে, নামাযে মন না বসার আশংকা হয়। আল কাওকাবুদ দুররী পৃ. ১৬৪।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪৬] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের খাবার যখন সামনে রাখা হয়, তখন মাগরিবের নামায আদায় করার আগে খাবার খেয়ে নাও। আর খেতে গিয়ে তাড়াহুড়া করো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ৮২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন পূর্বের হাদীসে واقيمت الصلوة-এর মধ্যে صلوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাগরিবের নামায। কারণ হাদীসের ভাষ্য হলো- فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ আর عَشَاء বলা হয় রাতের খাবারকে। তেমনিভাবে এ হাদীসে রয়েছে قبل ان تصلوا صلوة المغرب ; আর মূলনীতি হলো الحديث يفسر بعضه بعضا আবার কেউ কেউ রোজাদারের জন্য প্রয়োগ করেছেন। আল্লামা ফাকিহানী বলেন, একে عام রাখাই কাম্য। মূল বিষয় হলো খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকা না থাকা। তা যে কোনো ওয়াক্তেই হতে পারে। কারণ, ক্ষুধার সময় নামাযের খুশু' নষ্ট হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ "

وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪৭] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো সামনে খাবার রাখা হয়, আর এমনি সময় নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খেয়ে নেবে এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়া করবে না। ইবনে ওমরের অভ্যাস ছিল, যখন তাঁর সামনে খাবার রাখা হত তখন নামাযের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে খাবার শেষ না করে নামাযে যেতেন না। অথচ তিনি ইমামের কিরাত শুনতে পেতেন।

যুহাইর- নাফে'- ইবনে ওমর থেকে আরো বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খেতে বসে যাবে, পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়া করে খাওয়া শেষ করবে না। এমনকি নামাযের ইকামত হয়ে গেলেও না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২-৯৩, ৮২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিরোনামে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। বরং অস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইকামত অবস্থায় মানুষের কি করণীয়? খাবার এসে গেলে নামাযে শরীক হবে নাকি খাবার খেয়ে নিবে? কোনটা আগে করবে? কেননা, اذا حضر الطعام এ বাক্যটি হলো শর্ত, এর جزاء উল্লেখ নেই। মোটকথা ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী বলেন- تقديره يقدم الطعام على الصلوة অর্থাৎ নামাযের পূর্বে খাবার খেয়ে নিবে।

যুবাইর ইবনুল মুনীর বলেন- যেহেতু এ ব্যাপারে বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে তাই তিনি এখানে جزاء উল্লেখ করেননি।

হযরত গাংগুহি (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে হযরত আবুদ-দারদার উক্তি বর্ণনা করে এ বাবের রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, কোনো রেওয়ায়েতে খাবার আগে খেয়ে নেওয়ার কথা রয়েছে। যেমন এখানে ইবনে ওমর (রাযি.)-এর আমল এবং বাবের শেষ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, لا تؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره খাবার বা কোনো কিছুর জন্য নামায বিলম্ব করা যাবে না। (আবু দাউদ খ. ২, পৃ. ৫২৭)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক এদিকে মনে হচ্ছে যে, যদি অন্তর খালি এবং শান্ত থাকে তাহলে আগে নামায আদায় করে নিবে, কিন্তু যদি ক্ষুধার তীব্রতার কারণে খাবারের দিকে ভীষণ আগ্রহ থাকে এবং অন্তর ফারেগ না থাকে; বরং ক্ষুধার প্রবলতা থাকে, তখন যেহেতু খুশু' থাকবে না, তাই আগে খাবার খেয়ে নেওয়া উত্তম।

بَابُ إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

পরিচ্ছেদ [৪৩৩] : যখন ইমামকে নামাযের জন্য ডাকা হবে, এমতাবস্থায় যে, তার হাতে খাবারের বস্তু থাকে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪৮] : হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি পাঁজরের হাড় থেকে গোশত কেটে কেটে খেতে দেখলাম। এমন সময় তাঁকে নামাযের জন্য ডাকা হলো। তিনি ছুরি নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়ালেন এবং অযু না করেই নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত হাদীসের অর্থের সাথে স্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৪, ৯৩, ৪০৯, ৮১৪, ৮১৫, ৮২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যথা-

১. হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এটা বলতে চাচ্ছেন যে, পূর্বের বাবের হাদীসে فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ-র হুকুমটি ওয়াজিবের জন্য নয়; বরং তা মুস্তাহাবের জন্য।

২. ইবনে হাজার (রহ.) আরো বলেন- ويحتمل تقييده في الترجمة الخ অর্থাৎ যেহেতু এ বাবে امام-এর কয়েদ রয়েছে। তাই হতে পারে পূর্বের হাদীসের فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ-এর হুকুমটি মুক্তাদিদের জন্য হবে। এবং এ বাবে ইমামের হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এমতাবস্থায় ইমামকে মসজিদে চলে যাওয়া উচিত। কারণ হলো মুক্তাদিদের খাবারে লিপ্ত থাকার দরুন কারো কোনো সমস্যা হয় না; পক্ষান্তরে ইমাম খাবারে লিপ্ত হওয়ার দরুন অনেকেরই সমস্যা হতে পারে- সকল মুসল্লী তার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকবে।

৩. এক উত্তর এও দেওয়া হয় যে فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ-এর হুকুমটি ঐ সময়ের জন্য যখন ক্ষুধা তীব্র থাকে- নামাযের খুশু' নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি ক্ষুধা তীব্র না থাকে তাহলে মসজিদে চলে যাওয়া উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনমত কিছু খেয়ে নিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা: يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا

প্রশ্ন: এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ গোশত ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছিলেন। অথচ কোনো কোনো হাদীসে আছে- لا تقطعوا اللحم بالسكين الخ তোমরা গোশত ছুরি দিয়ে কেটে খেয়ো না। (আবু দাউদ পৃ. ৩৫০)

জবাব:

১. আবু দাউদের হাদীসের একজন রাবী আছে আবু মা'শার। যিনি দুর্বল রাবী। তাই বুখারী (রহ.)-এর রেওয়ায়েত প্রাধান্য পাবে।

২. অথবা বলা যায় যে, গোশত যদি পূর্ণরূপে রান্না করা থাকে যা হাত বা দাঁত দ্বারা ছিড়ে খাওয়া যায়, তাহলে অযথা ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়া খ্রিস্টানদের সদৃশ হবে, যা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি গোশত অর্ধ-রান্না হয় তাহলে প্রয়োজনের কারণে ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

পরিচ্ছেদ [৪৩৪] : যে ব্যক্তি ঘরের কাজ-কামে ব্যস্ত থাকে, এদিকে নামাযের ইকামত বলা হয় তাহলে নামাযের জন্য বেরিয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৪৯] : আসওয়াদ (রাযি.) বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি সংসারের কাজ করতে থাকতেন এবং যখন নামাযের সময় হত নামাযে চলে যেতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে- فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৩, ৮০৮, ৮৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: আল্লামা আইনী ও হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, খাবারের ন্যায় দুনিয়ার সকল কাজ-কাম একরকম নয়। যদি দুনিয়ার সকল কাজ-কামকে খাবারের হুকুমে করে দেওয়া হয়, তাহলে যেহেতু দুনিয়ার অন্যান্য কাজ-কামের ধান্ধা দিনরাত চলতেই থাকে, তাহলে নামাযের জন্য কোনো সময় বাকি থাকবে না। শরিয়তে প্রয়োজনের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু কিছু প্রয়োজন এমন আছে যার দ্বারা নামাযের খুশু' নষ্ট হয়ে যায়, যেমন তীব্র ক্ষুধা। সুতরাং খাবার সামনে থাকলে আগে খাবার খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

আবার কিছু প্রয়োজন এমন আছে যার দ্বারা মুল নামাযই নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন প্রস্রাব-পায়খানার প্রচণ্ড বেগ। সুতরাং এমতাবস্থায়ও নামায বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য কাজ-কাম ছেড়ে নামাযে যাওয়া জরুরি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজেই নিজের কাপড় সেলাই করে নিতেন, জুতা ঠিক করে নিতেন, তাছাড়া ঘরোয়া কাজ-কামে পরিবারের সহযোগিতা করতেন। কিন্তু জামাতের সময় সকল কাজ ছেড়ে মসজিদে চলে যেতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ

পরিচ্ছেদ [৪৩৫] : ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা যে, লোকদেরকে শুধুমাত্র এ জন্য নামায পড়ায় যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায এবং তাঁর সুন্নত শিক্ষা দিবেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

হাদীসের অনুবাদ [৬৫০] : হযরত আবু কিলাবা (রাযি.) বলেছেন, আমাদের এই মসজিদে মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ এসে বললেন, আমি তোমাদের সামনে এই উদ্দেশ্যে নামায পড়ে দেখাচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায আদায় করতেন তা তোমাদেরকে দেখাবো। আমি (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) আবু কিলাবাকে বললাম, তাহলে তিনি কিভাবে নামায আদায় করতেন। তিনি বললেন, আমাদের এই শেখ (আমর ইবনে সালামা) এর মত। এই শেখের অভ্যাস ছিল, যখন তিনি প্রথম রাকাআতের সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন দাঁড়ানোর আগে বসে পড়তেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে-

إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৩, ১১০, ১১৩, ১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন–

مقصوده عن هذا الباب انه ليست هذه الصلوة صلوة المرائي بل فيه ثواب الصلوة للمصلي مع ثواب التعليم ايضا

অর্থাৎ এ বাব গঠন করা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি লোকদেরকে নামায কার্যগতভাবে বা হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার ও নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নামায পড়িয়ে দেখায়, তাহলে এটা রিয়াকারী বা লৌকিকতা নয়; বরং এমতাবস্থায় শিক্ষাদাতা নামাযের আমলের সাথে শিক্ষাদানের ছওয়াবও পাবে।

ব্যাখ্যা: وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ :

প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন জাগে যে, নামাযের জন্য নিয়ত শর্ত, আর যখন তিনি নামাযের ইচ্ছা-ই করেনি, তাহলে নামায কিভাবে হবে?

জবাব: এখানে নিয়ত ও ইচ্ছার নিষেধ করা হয়নি; বরং উদ্দেশ্য হলো এ সময়টি যদিও কোনো ফরজ ওয়াক্ত নয়, তাই আমি ইমামতির ইচ্ছা করছি না; বরং আমার ইচ্ছা হলো এই যে, তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দিব।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়ে গেল যে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নামায পড়ানো, বা পড়িয়ে দেখানো জায়েয আছে।

قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দ্বারা جلسة استراحت-এর উপর দলীল পেশ করেন। ইমাম শাফেয়ীর নিকট প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সিজদার পর جلسة استراحت সুন্নত। কিন্তু জুমহূর (ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদ) প্রমুখের নিকট جلسة استراحت সুন্নত নয়; বরং সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তম। এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে। ইনশাআল্লাহ

بَابُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ [৪৩৬] : ইলম ও ফযলওয়ালা ইমামতির সর্বাধিক হকদার।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৫১] : হযরত আবু মূসা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন। যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হলেন এবং তাঁর রোগ খুব বেড়ে গেলো তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকজনের নামায আদায় করাতে বলো। এতে আয়েশা বললেন, তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী,

https://e-ilm.weebly.com/

আপনার স্থলে তিনি দাঁড়ালে লোকজনকে নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে লোকজনের নামায আদায় করাতে বলো। তিনি (আয়েশা) আবার একই কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে লোকজনের নামায আদায় করাতে বলো। তোমরা তো ইউসুফ এর সঙ্গিনী সেই নারী জাতি। এরপর আবু বকরের কাছে সংবাদদাতা এসে সংবাদ দিলে তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই লোকজনকে নামায আদায় করালেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ-অংশের সাথে। কারণ, আবু বকর (রাযি.) ছিলেন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৩ ও ৪৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

হাদীসের অনুবাদ [৬৫২] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুখের সময় বললেন, আবু বকরকে লোকজনকে নামায আদায় করাতে বলো। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকজনকে (নিজ কণ্ঠ) শুনাতে পারবেন না। সুতরাং ওমরকে আদেশ দিন লোকজনের নামায আদায় করাতে। আয়েশা আরো বলেন, আমি হাফসাকে বললাম, আপনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন যে, আবু বকর তাঁর জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে নিজ কণ্ঠ লোকজনকে শুনাতে পারবেন না। অতএব ওমরকে বলুন লোকজনের নামায আদায় করাতে। হাফসা তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থাম, তোমরা তো ইউসুফ সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টিকারী নারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আবু বকরকে বলো লোকজনের নামায আদায় করাতে। তখন হাফসা আয়েশাকে বললেন, আমি কখনো তোমার কাছ থেকে কল্যাণ পেলাম না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ-অংশের সাথে। কারণ, আবু বকর (রাযি.) ছিলেন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩২, ৯১, ৯৩, ৯৯, ৪৭৯, ১০৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ

https://e-ilm.weebly.com/

فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৫৩] : হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী (রাযি.) যিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামী, খাদেম ও সাহাবী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন আবু বকর লোকজনের নামায আদায় করাতেন। অবশেষে সোমবার দিন সবাই নামাযে কাতার বেঁধে দাঁড়ালো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের পর্দা তুলে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারা তখন কোরআনের পৃষ্ঠার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি মৃদু হাসছিলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার খুশীতে আমাদের (নামায ছেড়ে) বেরিয়ে আসার উপক্রম হচ্ছিলো। কাতারে শামিল হবার জন্য আবু বকরও পিছনে সরে এলেন। তিনি অনুমান করছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য বাইরে আসছেন। এ সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইশারায় বললেন, তোমাদের নামায পূর্ণ করো। এরপর তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন। এই দিনই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৩-৯৪, ১০৪, ১৬০, ৬৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৫৪] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, (মৃত্যুর পূর্বে রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন বলে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন বাইরে আসেননি। একদিন নামাযের একামত হয়েছে এবং (নামায পড়ানোর জন্য) আবু বকর এগিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা উঠালেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার এতো সৌন্দর্য এর আগে আর আমরা কখনো দেখিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে এগিয়ে যাবার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা ছেড়ে দিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আর (বাইরে আসতে) সক্ষম হননি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৮, ৮৮, ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي فَعَاوَدْتُهُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ * تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৫৫] : হযরত আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলে নামাযের ইমামতি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আবু বকরকে বলো লোকজনের নামায আদায় করাতে। আয়েশা বললেন, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। নামাযে কুরআন পড়ার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। তিনি বললেন, তাঁকেই নামায আদায় করাতে বলো। আয়েশা দ্বিতীয় বার ঐ একই কথা বললেন। তিনি আবার বললেন, তাঁকেই নামায আদায় করাতে বলো। তোমরা তো ইউসুফের সঙ্গিনী সেই নারীদের মতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত: শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ-অংশের সাথে। কারণ, আবু বকর (রাযি.) ছিলেন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৪, ১০৪, ১৬০, ৬৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য হলো ঐ ব্যক্তি যিনি ইলম ও উত্তম গুণের অধিকারী। অর্থাৎ যার মধ্যে যত বেশি ইলম থাকবে, তিনি তত অধিক ইমামতির যোগ্য হবেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ : এখানে একটি আলোচ্য বিষয় হলো ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি কে?

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতপার্থক্যও নেই যে, ইমামতি একটি সম্মানিত ও পবিত্র পদ। যার জন্য পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্র ও উন্নত গুণাবলীসম্পন্ন লোক প্রয়োজন। সেই গুণাবলী অনেক যার কারণে লোকদের মাঝে সম্মানিত ও নিষ্কলুষ মনে করা হয়। সেগুলি হলো নিম্নরূপ–

১. ইলম ও ফযল (অর্থাৎ দীনী মাসায়েল, বিশেষ করে নামাযের মাসায়েল) সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

২. ইলমে কিরাত (তাজবীদ ও কেরাত) সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

৩. তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুণ থাকা।

ফিকহের কিতাবে আছে–

https://e-ilm.weebly.com/

واولي الناس بالامامة اعلمهم بالسنة فان تساووا فاقرأهم فان تساواو فأورعهم فان تساواو فاسنّهم (هداية باب الامامة)

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, উপরিউক্ত গুণাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো علم و قراءة কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে কোনটি অগ্রগণ্য? সে সম্পর্কে ইমামগণের মতামত বিভিন্ন।

১. ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে ইলম-এর প্রাধান্য হবে কেরাতের উপর। মালেকী ও শাফেয়ীগণেরও একটি মত এরূপ। অর্থাৎ জুমহুর আইম্মায়ে ছালাছার মতে ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য হলো اَعْلَمُ [অধিক ইলমের অধিকারী] ও اَفْقَهُ [ফিকহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী] অতঃপর اقرأ [ভাল ক্বারী]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) শাফেয়ী বলেন- قال النووي قال اصحابنا الأفقه مقدّم علي الأقرأ الخ

ইমাম বুখারী (রহ.)ও এর প্রবক্তা। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় হানাফীদের সমর্থন করছেন।

২. ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন- ভাল কারী ব্যক্তি ইমামতির জন্য অধিক উপযুক্ত এবং সে ভাল আলেমের চেয়েও অগ্রগামী। ভাল কারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি তাজবীদ ও কেরাত সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ হয়। এবং কুরআন শরীফ অধিক পরিমাণে মুখস্ত থাকে।

ইমাম বুখারী (রহ.) احق بالامامة সম্পর্কে ইলম ও ফযলকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য পাঁচটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। এবং প্রতিটি রেওয়ায়েতে আবু বকর (রাযি.)-এর ইমামতির ঘটনা রয়েছে। বাবের প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে আছে- مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, আবু বকর (রাযি.)-কে ইমামতির নির্দেশ দিয়েছেন তা কিসের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন? যদি এ নির্দেশের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটাই হতো যে, জামাত হয়ে যাক, তাহলে তো কোনো সমস্যাই ছিল না। হযরত ওমর, উবাই বিন কা'ব (রাযি.) বা অন্য কোনো সাহাবী নামায পড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখানে হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাযি.)-এর বারবার আবেদনের পরও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বলছিলেন যে, আবু বকরকেই বল, নামায পড়াতে। শুধু এতটুকুই নয়; বরং আবেদনাকরীকে রীতিমত ধমক দিয়ে বলেছেন আবু বকরকেই বল ইমামতি করতে। নিশ্চয়ই ঐ সময়ের ইমামতি কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের কারণে ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য হলো নিজের স্থলবর্তী বানানো এবং খেলাফতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করা। এর এ নির্দেশ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। যেমন এক হাদীসে আছে-

ادعي لي ابا بكر فاني اخاف ان يتمني ويقول قائل ان اولي ويابي الله والمؤمنون الا ابا بكر (مسلم ثاني)

হে আয়েশা! তোমার পিতা আবু বকর ও তোমার ভাই আব্দুর রহমানকে আমার নিকট ডেকে আন। আমি একটি ডকুমেন্ট লিখে দিব। আমি আশঙ্কা করছি কোনো কামনাকারী কামনা করে বসবে। এবং প্রবক্তা বলে বসবে যে, আমি অধিক উপযুক্ত। (খেলাফতের) অথচ আল্লাহ ও মুমিনগণ আবু বকরকে ব্যতীত কাউকে পছন্দ করবে না।

তাছাড়া বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডে باب الاستخلاف-এ একটি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে, যার শেষাংশ এমন-

لقد اردتُ ان ارسل الي ابي بكر وابنه فاعهد الخ (بخاري ثاني) অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আবু বকর ও তার ছেলে ডেকেকে পাঠাবো, এবং আবুবকরকে খলিফা নির্বাচিত করব। এমন যেন না হয় যে, (আমার মৃত্যুর পর) কোনো আবেদনকারী, বা প্রবক্তা আকাঙ্ক্ষা করে বসে। (অর্থাৎ খলিফা হতে চাইবে) অতঃপর আমি

https://e-ilm.weebly.com/

মনে মনে বললাম আল্লাহ তা'আলার আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে খলিফা বানানোর ইচ্ছা নেই, আর না তো মুসলমানরা অন্য কাউকে খলিফা বানানো পছন্দ করবে। তাই পূর্ব থেকেই খলিফা বানানোর প্রয়োজন নেই।

মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফারর সমর্থন করছেন। এবং হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যে, اعلم অধিক জাননেওয়ালা ব্যক্তি اقرأ-এর উপর প্রাধান্য পাবে। ভাল কারীকে প্রাধান্য দেওয়া যদি উত্তম হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.) কে ইমাম বানাতেন। কারণ, তিরমিযীতে আছে-اقرأهم ابي بن كعب الخ

এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে অগ্রগণ্য করা বা প্রাধান্য দেওয়া اعلم হওয়ার কারণে ছিল। যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে- كان ابو بكر هو اعلمنا আবু বকর আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। (বুখারী পৃ. ৫১৬)

রইল হাম্বলীগণের দলীল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত احقهم بالامامة اقرأهم। ইমামতি অধিক হকদার হলো ভালো ক্বারী সাহেব।

এর উত্তর এই যে, ইসলামের শুরু লগ্নে কুরআনে কারীমের হাফেজ ও কারী যখন ছিলেন। কুরআনের এতটুকু অংশ সকলের মুখস্ত ছিল না, যার দ্বারা মাসনূন কেরাতের হক আদায় করা যায়। তখন কুরআন পড়া ও তা মুখস্ত করার বিষয়ে লোকদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইমামতির ক্ষেত্রে ভাল কারীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন কুরআনের বেশ প্রচলন হয়ে গেল তখন ইমামতির হকদার হওয়ার বিষয়ে اعلمهم বা বড় আলেমকেই প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দান করা হয়েছে। কারণ اقرأ বা ভাল কারীর প্রয়োজনীয়তা কেবল নামাযের এক রুকনে তথা কেরাতের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে ভাল আলেম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নামাযের সকল রুকনের মধ্যে বিদ্যমান।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অন্তিম অসুস্থতা কালে হযরত আবূ বকর (রাযি.) কে ইমাম হিসেবে নির্ধারণের বিষয়টি তিনি বড় আলেম হওয়ার ভিত্তিতেই হয়েছিল। আর এ ঘটনাটি যেহেতু একবারে শেষ সময়ের তাই এটা পূর্ববর্তী যে সব হাদীসে ভাল কারীর অগ্রগণ্য উল্লেখ রয়েছে, সেসব হাদীসের জন্য নাসেখ বা রহিতকারীর মর্যাদা রাখে। তাই তো আল্লাহর স্মরণযোগ্য- انما يخشى الله من عباده العلماء আল্লাহ আরো বলেন- ان اكرمكم عند الله اتقاكم বুঝা গেল আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার সম্পর্ক علم-এর সাথে রয়েছে।

তাদের দলীলের আরেকটি জবাব হলো সাহাবীদের যুগে ভাল কারী ও ভাল আলেমের মাঝে পার্থক্য করা হতো না। যিনি ভাল কারী হতেন, তিনি ভাল আলেমও হতেন। কেমন যেন ভাল কারী ও ভাল আলেমের মাঝে নিসবতে তাসাবী (সমতার সম্পর্ক) ছিল। কিন্তু এ জবাবটি কয়েক কারণে সঠিক নয়। যেমন বড় কারী হলেই যদি বড় আলেম হতেন তাহলে اقرأهم ابى بن كعب -এর অর্থ হবে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.) সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। অথচ এটা ইজমার পরিপন্থি। তাই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলেন- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কারী সাহাবা তাদেরকেই বলা হতো - যারা কুরআনে কারীমের হাফেজ হতেন। যেমন বীরে মাউনার যুদ্ধে এবং ইমামার যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের জন্য قراء (قارى -এর বহুবচন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে اقرأ ও اعلم শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক বলা হয়েছে। এটা এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, اقرأ এবং اعلم এক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ

পরিচ্ছেদ [৪৩৭] : যে ব্যক্তি কোনো ওজরের কারণে ইমামের পাশে দাঁড়ায়

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

হাদীসের অনুবাদ [৬৫৬] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রোগের সময় আবু বকরকে লোকজনের নামায আদায় করাতে আদেশ করলেন। তিনি লোকজনকে নামায আদায় করাতে লাগলেন। উরওয়াহ বলছেন, ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের কিছুটা উপশম অনুভব করলেন। তিনি বাইরে এলেন। এ সময় আবু বকর লোকজনের ইমামতি করছিলেন। আবু বকর তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে যেতে চাইলেন। তিনি তাঁকে যেভাবে আছেন সেভাবে থাকতে ইশারা করলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের পাশে বসলেন। তখন আবু বকর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে নামায পড়ছিলেন আর লোকেরা আবু বকরকে অনুসরণ করে নামায পড়ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৪, ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন-اي هو جائز لعلة الخ অর্থাৎ জামাত হওয়া সত্ত্বেও যদি মুক্তাদি কোনো প্রয়োজন ও ওজরের কারণে ইমামের পাশে দাঁড়ায় তাহলে তা জায়েয হবে।

ব্যাখ্যা: জামাতের বিষয়ে আসল মাসআলা তো এটিই যে, যদি মুক্তাদি অনেক হয় তাহলে তারা ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। আগে থাকার অধিকার একমাত্র ইমামের। কিন্তু কিছু সূরত এমনও রয়েছে ইমামের অগ্রগামীতা থাকে না; বরং মুক্তাদিরাও ইমামের বরাবর দাঁড়িয়ে যায়। সেগুলি হলো-

১. যদি মুক্তাদি শুধুমাত্র একজন হয়, তাহলে সে ইমামের ডানদিকে দাঁড়াবে।
২. যদি জায়গা সংকীর্ণ হয়, তাহলেও ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াতে পারবে।
৩. যদি সকল লোক বিবস্ত্র হয়, তখন ইমাম সকলের মাঝে দাঁড়াবে।

মোটকথা, জামাতে অগ্রগামিতার অধিকার শুধুমাত্র ইমামের রয়েছে। বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব কোনো মুক্তাদিকে নিজের পার্শ্বে দাঁড় করাতে পারবেন।

فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ : এখানে ما টি মাউসূলাহ, এবং انتَ হলো মুবতাদা, তার খবর হলো عليه বা فيه যা উহ্য রয়েছে, আর كاف টি তাশবীহের জন্য। ইবারত হবে এরকম-اي يكون حالك في المستقبل مشابها لحالك في الماضي অথবা কাফটি অতিরিক্ত হবে। তখন ইবারত হবে-اي الزم الذي انت عليه وهو الامام

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশ্ন: শিরোনামে রয়েছে قام الى جنب الامام আর রেওয়ায়েতে আছে يجلس رسول الله (ص) حذاء ابي بكر الى جنبه الخ তাহলে হাদীসের সাথে শিরোনামের মুনাসাবাত কিভাবে হলো?

জবাব: আল্লামা কিরমানী বলেন- لا شك انّ في الابتداء كان قائما ثم صار جالسا (كرماني)

৩. তবে এর সবচেয়ে উত্তম জবাব হলো, মূলত এখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইমাম, আর আবু বকর ছিলেন মুক্তাদি। যিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। সুতরাং শিরোনামের সাথে উত্তমরূপেই মুনাসাবাত প্রমাণিত হলো।

بَاب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلاَتُهُ

পরিচ্ছেদ [৪৩৮] : যদি কোনো ব্যক্তি ইমামতি শুরু করে দেয়, এরপর আসল (নিযুক্ত) ইমামও এসে যায়, তখন প্রথম ব্যক্তি পিছনে হটে যাক (অর্থাৎ মুক্তাদিদের কাতারে গিয়ে মিলিত হবে) অথবা না হটে যাক, উভয় অবস্থাতেই তার নামায জায়েয হবে।

فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৫৭] : হযরত সাহল ইবনে সা'আদ আস-সাঈদী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে (একটা বিষয়) মীমাংসা করাতে। ইতোমধ্যে নামাযের সময় হলো। তখন আবু বকরের কাছে মুয়াযযীন এসে বললো, আপনি কি লোকজনের নামায আদায় করাবেন? আমি তাহলে একামত দেই। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর নামায শুরু করলেন। এ সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। লোকেরা তখন নামাযে ছিল। তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এতে লোকেরা হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করতে লাগলো। আবু বকর নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেন না। কিন্তু লোকেরা যখন বেশি আওয়ায করতে লাগলো তিনি পাশে তাকালেন এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারায় নির্দেশ দিলেন, তোমার জায়গায় স্থির থাকো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশে আবু বকর হাত তুলে আল্লাহর শোকর করলেন। তারপর তিনি পিছনে সরে এসে কাতারে শামিল হলেন। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে গিয়ে নামায পড়ালেন। নামায থেকে ফিরে তিনি বললেন, হে আবু বকর, আমি যখন তোমাকে আদেশ করলাম তখন (নিজের জায়গায়) স্থির থাকতে কি বাধা ছিল? আবু বকর বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের শোভা পায় না যে সে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে নামায পড়ায়। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন কি ঘটেছিল যে, তোমরা হাতের পিঠে এত শব্দ করছিলে? নামাযে কারো কোনো সন্দেহ হলে সুবহানাল্লাহ বলবে। কারণ যখন সে সুবহানাল্লাহ বলবে, তখন তার দিকে লক্ষ্য করা হবে। হাত মেরে শব্দ করা শুধু নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৪, ১৬০, ১৬২, ১৬৫, ৩৭০, ৩৭১, ১০৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনামে اول শব্দটি দু'বার এসেছে। তন্মধ্যে فجاء الامام الاول-এর মধ্যে এর উদ্দেশ্য হলো নিযুক্ত/বেতনভুক্ত ইমাম। আর দ্বিতীয় فتأخر الاول-এর মধ্যে اول দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্থলবর্তী ইমাম। মোটকথা, যদি বেতনভুক্ত/নিযুক্ত ইমাম কোনো প্রয়োজনের কারণে কোথাও গিয়ে থাকেন, এবং কাউকে নামায পড়ানোর জন্য স্থলাভিষিক্ত করে যান, এবং সময় হওয়ার পর স্থালাভিষিক্ত ইমাম নামায শুরু করে দেয়, এবং ইতোমধ্যে নিযুক্ত ইমামও এসে পড়েন, তাহলে এক্ষেত্রে দুটি সূরত হতে পারে। ১. স্থলাভিষিক্ত ইমাম পিছনে হটে যাবে। কেননা, নিযুক্ত ইমামের অনুপস্থিতিতে তাকে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এখন যেহেতু নিযুক্ত ইমাম এসে গেছেন তাই স্থলাভিষিক্ত ইমামকে পিছনে হটে যাওয়া চাই। সুতরাং নিযুক্ত ইমাম এখন ইমামতি করবেন। ২. দ্বিতীয় সূরত হলো স্থলাভিষিক্ত ইমাম যেহেতু অনুমতিসাপেক্ষে ইমামতি শুরু করেছিল, তাই তিনি পিছনে হটবেন না; বরং নিযুক্ত ইমাম এখন নায়েবে ইমামের পিছনে নামায আদায় করবেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো উভয় সূরতই জায়েয আছে।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দলীল হলো প্রথমতঃ হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীস, যা পূর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) فيه عائشة বলে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আয়েশা (রাযি.)-এর সেই রেওয়ায়েতটি আছে- فلما رآه ابو بكر استأخر فاشار اليه أن كما انت সুতরাং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি أَنْ كَمَا انتَ দ্বারা বুঝা গেল যে, নিযুক্ত ইমাম এসে যাওয়ার পরও নায়েবে ইমাম নামায পড়াতে পারবে।

এবং الخ (صلى الله عليه وسلم) فجلس رسول الله অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.)-এর বরাবর বসে ইমামতি করেছেন, এর দ্বারা বুঝা গেল যে, নিযুক্ত ইমাম নামায পড়াতে পারবেন,

https://e-ilm.weebly.com/

এমতাবস্থায় নায়েবে ইমাম সেখান থেকে সরে যাবেন। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ও মাযহাব প্রমাণিত হয়ে গেলে যে, উভয় সূরতই জায়েয আছে। তিনি দ্বিতীয় দলীল দিয়েছেন বাবের হাদীস দ্বারা। যা একেবারেই স্পষ্ট। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ–

ঘটনাটি ঘটেছিল দ্বিতীয় হিজরিতে। আনসারদের একটি গোত্র ছিল বনু আমর বিন আওফ। তারা কোবায় অবস্থান করত। তাদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি জোহরের নামাযের কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মীমাংসার জন্য কোবায় গেলেন। যাওয়ার সময় বিলাল (রাযি.)-কে বলে গেলেন, যদি আমি আসরে আসতে না পারি, তাহলে আবুবকরকে দিয়ে নামায পড়িয়ে নিও। এদিকে আসরের সময় হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়মত এসে পৌছতে পারলেন না; তাই আবু বকর (রাযি.) নামায শুরু করে দিলেন। তখনও তিনি প্রথম রাকাতেই ছিলেন, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন, এবং কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে পৌছে গেলেন। লোকেরা আবু বকরকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য تصفيق [ডান হাতের পিঠ বাম হাতের তালুতে মেরে শব্দ] করলেন। কিন্তু আবু বকরের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায পড়তেন। কোনো দিকে ধ্যান সরাতেন না। কিন্তু যখন লোকেরা প্রচুর পরিমান হাত দ্বারা শব্দ করতে লাগল, তখন তিনি পাশে তাকিয়ে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। তাই তিনি পিছনে সরে যেতে চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করে বললেন–امكث مكانك নিজ স্থানে থেকে নামায পড়াতে থাক। বাস! ইমাম বুখারী (রহ.) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করলেন যে, নায়েবে ইমাম নামায পড়াতে পারবে। কিন্তু আবু বকর তা মানতে পারলেন না, তিনি পিছনে সরে গিয়ে কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন। এর দ্বারা দ্বিতীয় অংশও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নায়েবে ইমাম পিছনে সরে যাওয়া এবং নিযুক্ত ইমাম নামায পড়ানো জায়েয আছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় শাফেয়ীদের মাযহাব সমর্থন করছেন। কারণ, তাদের মতে উভয় সূরতই জায়েয।

পক্ষান্তরে জুমহুর তাদের মতের সাথে একমত নন। তারা বলেন এক নামাযে দু'জন ইমামের এক্তেদা বিনা ওজরে জায়েয নেই। বাবের হাদীসের জবাবে তারা বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) বলেন, ওলামাগণের এ বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে যে, একই নামাযে দু'জন ইমামের এক্তেদা জায়েয নেই। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ তাঁর বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হবে। তবে যদি প্রথম ইমামের উপর বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি নামায পড়াতে পারবে। যেমন এখানে এমন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কারণে আবু বকরের উপর বাধা পতিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ

تصفيق শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো হাততালি/করতালি দেওয়া; তালি বাজানো। এখানে فَصَفَّقَ النَّاسُ : তাসফীক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাম হাতের পিঠ দ্বারা ডান হাতের দু' আঙ্গুলের উপর মারা, এর দ্বারা যে শব্দ হবে, তা শুনে ইমাম সতর্ক হবে। কিন্তু আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে হাততালি বা করতালি দেওয়া হয়, যার দ্বারা শব্দ জোরে হয় তা ইসলামে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর একক মতবাদঃ হাফেজ আসকালানী (রহ.) লিখেছেন وفيه جواز احرام المأموم قبل الامام الخ অর্থাৎ এ হাদীস দ্বারা ইমামের পূর্বে মুক্তাদি তাকবীরে তাহরীমা

https://e-ilm.weebly.com/

বাঁধার বৈধতা পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি একাকী নামায শুরু করে, অতঃপর ইকামত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি জামাতের নামাযে ঐভাবেই শামিল হয়ে যাবে। নামায ভেঙ্গে পুনঃরায় নতুন তাকবীরে তাহরীমা বলে জামাতে শরীক হওয়ার প্রয়োজন নেই। (ফতহুল বারী, দ্বিতীয় খণ্ড)

কিন্তু এটি জুমহূরের মতে সঠিক নয়। জুমহূরের মত হলো ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে মুক্তাদির তাকবীরে তাহরীমা সঠিক নয়, এটা এক্তেদার পরিপন্থি। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اذا كبّر الامام فكبّروا যখন ইমাম তাকবীর বলবে তারপর তোমরা তাকবীর বল।

بَابٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

পরিচ্ছেদ [৪৩৯] : যদি কিছু লোক কেরাতের দিক দিয়ে সমান হয় তাহলে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৫৮] : হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাযি.) বলেছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা ছিলাম সমবয়সী যুবক। আমরা তাঁর খেদমতে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন স্নেহপরায়ণ। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে লোকদের দ্বীনের শিক্ষা দিবে। তাদেরকে নামাযের সময় ও নিয়ম-কানুন জানিয়ে বলবে, এ সময় এমনিভাবে এবং এ সময় এমনিভাবে নামায আদায় করতে হয়। তোমাদের একজন আজান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশি সে ইমাম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ-অংশের সাথে। হযরত গাংগুহী (রহ.) বলেন, শিরোনামে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হাদীসে যে বয়সে বড় ব্যক্তিকে ইমামতির যোগ্য বলা হয়েছে এটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন উপস্থিতদের মধ্যে সকলেই ইলম ও কেরাতের দিক দিয়ে সমান হয়। নতুবা শুধুমাত্র বয়সে বড় ব্যক্তি ইমামতির জন্য অগ্রগণ্য হবে না। মূলতঃ শিরোনাম দ্বারা হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং হাদীস দ্বারাও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

যেহেতু এ লোকগুলি ইলম ও কেরাতের দিক দিয়ে সমান ছিল। কেননা, তাদের সকলেই একসাথে হিজরত করেছে, একই সাথে মুসলমান হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বিশদিন একসাথে থেকেছে। তাই ইমামতির ক্ষেত্রে বড়জনকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। আর এ মাসআলা অতিবাহিত হয়েছে যে, জুমহূর আইম্মায়ে ছালাছা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখের মতে أَعْلَم [অধিক ইলমের অধিকারী] ব্যক্তি প্রাধান্য পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, اَقْرَأُ [কেরাতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি] অগ্রগণ্য হবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক জুমহুরে দিকে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, তিনি এর পূর্বে باب اهل العلم والفضل احق بالامامة নামে শিরোনাম গঠন করেছেন।

আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইমামতির মর্যাদা আজান অপেক্ষা উত্তম।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৪-৯৫, ১১৩, ৩৯৯, ৮৮৮, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাদীসের ব্যাখ্যা করা। কারণ, হাদীসে যে বয়সে বড়কে ইমামতির হকদার বলা হয়েছে, এটা তখনই হবে যখন إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ অর্থাৎ উপস্থিত সকলেই কেরাতের দিক দিয়ে সমান হয় তখন যে বয়সে বড় সে ইমামতির হকদার হবে।

بَابُ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

পরিচ্ছেদ [৪৪০] : যদি ইমাম কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় তাহলে তাদের ইমামতি করতে পারবে

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا

হাদীসের অনুবাদ [৬৫৯] : হযরত ইতবান ইবনে মালেক আনসারী (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলে প্রবেশের পর তিনি বললেন, তোমাদের বাড়িতে আমার কোন জায়গায় নামায আদায় করা তোমরা পছন্দ করো (সে জায়গা আমাকে দেখিয়ে দাও)? সুতরাং আমার পছন্দমত জায়গা আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি (নামাযে) দাঁড়ালে আমরা কাতার বেঁধে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। (নামায শেষে) তিনি সালাম ফিরালে আমরাও সালাম ফিরালাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৫ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো বৈধতা বর্ণনা করা। এবং সুনানের কিতাবে যে রেওয়ায়েত এসেছে যে- من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم (আবু দাউদ, তিরমিযী) অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কারো বাড়িতে যায় তাহলে তাদের ইমামতি করবে না।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, এ নিষেধাজ্ঞাটা সর্বক্ষেত্রের জন্য নয়; বরং অনুমতি না দেওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া এটাও তার উদ্দেশ্য হতে পারে যে, হাদীসটি সাধারণ লোকদের

https://e-ilm.weebly.com/

জন্য প্রযোজ্য হবে যে, ঘরবাসীর অনুমতি ছাড়া ইমামতি করবে না। কিন্তু বড় ইমাম, খলিফাতুল মুসলিমীন, বাদশাহ এ হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই এ ধরনের লোকদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। এটিই হলো জুমহূর ইমামগণের মাযহাব।

তাছাড়া অনুমতি সাপেক্ষে সকলের জন্যই ইমামতি করা জায়েয। তবে শর্ত হলো ইমামতি করার শর্তাবলী তার মধ্যে থাকতে হবে।

শুধুমাত্র ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইর মতে বাড়ির মালিকের অনুমতি হলেও আগন্তুক বা অতিথির জন্য ইমামতি করা জায়েয নেই।

ব্যাখ্যা :

ثُمَّ قَالَ "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে পৌঁছেই প্রথমে বললেন নামাযের জন্য কোন জায়গাটি তুমি পছন্দ কর। এ বাড়িতে গিয়ে তিনি প্রথমে নামায পড়েছিলেন, পরে খাবার খেয়েছিলেন। কিন্তু উম্মে সুলাইমের ঘরে গিয়ে তিনি প্রথমে খাবার খেয়েছিলেন পরে নামায পড়েছিলেন।

এর কারণ হলো হযরত ইতবান (রাযি.)-এর বাড়িতে মূল উদ্দেশ্য ছিল নামায পড়ানো, তাই আগে তা সম্পন্ন করেছেন। পক্ষান্তরে উম্মে সুলাইমের ঘটনায় মূলতঃ খাবারের দাওয়াত ছিল। তাই আগে খাবার খেয়েছেন। আর বরকতের জন্য আনুসঙ্গিকভাবে নামায পড়েছেন।

ফায়েদা : শরিয়তে ইমামতির অধিক যোগ্য হওয়ার যে স্তর বর্ণনা করেছে যে, প্রথমে أَعْلَم তারপর أَقْرَأ ইত্যাদি। মসজিদের ইমাম ও বাড়ির মালিক এ থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ মসজিদের ইমাম অপেক্ষা বড় কোনো আলেমও যদি তার মুক্তাদি হয় তাহলে মসজিদের ইমামই অধিক ইমামতির অধিক যোগ্য। তবে ইমামের অনুমতিসাপেক্ষে অন্যরাও ইমামতি করতে পারবে।

بَابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

পরিচ্ছেদ [৪৪১] : ইমাম এজন্য নির্ধারণ করা হয় যে, তার ইক্তেদা করা হবে।

وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ

এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকদেরকে বসে ইমামতি করেছেন। (মুসল্লীরা দাঁড়িয়েছিল) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, যদি কোনো মুক্তাদি ইমামের পূর্বে (রুকুতে বা সিজদায়) মাথা উঠিয়ে ফেলে তাহলে সে পুনরায় ফিরে যাবে। (অর্থাৎ রুকু বা সিজদায় চলে যাবে) এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাথা উঠিয়ে রেখেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে, এরপর ইমামের অনুসরণ করবে। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে দুই রাকাত পড়ে, (এবং মানুষের আধিক্যের কারণে) সিজদা করতে সক্ষম না হয় তাহলে সে শেষ রাকাতের জন্য দুটি সিজদা করবে, এবং প্রথম রাকাত সিজদাসহ কাযা করবে। আর যে ব্যক্তি সিজদা করতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সে ফিরে গিয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

সিজদা করবে। (অর্থাৎ এ ধারণা করবে না যে, আমি তো দাঁড়িয়ে গেছি, বরং সে কিয়াম ছেড়ে দিয়ে সিজদা করবে, অতঃপর সিজদার পর কিয়াম করবে। কেননা, সিজদা ফরজ)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَام لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ

হাদীসের অনুবাদ [৬৬০] : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়া (যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত হয়ে পড়লে (রোগ যন্ত্রণা সাময়িকভাবে প্রশমিত হবার পর) জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমি বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! বরং তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করো। আয়েশা বলেন, আমি তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। চেতনা ফিরে এলে আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে নিয়েছে? উত্তরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা নামায আদায় করেনি, বরং আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে লোকজন ইশার নামাযে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মসজিদে অপেক্ষমান ছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাধ্য হয়ে) লোক পাঠিয়ে আবু বকরকে লোকজনের নামায আদায় করার নির্দেশ

https://e-ilm.weebly.com/

দিলেন। সংবাদ বাহক তাঁর কাছে গিয়ে বললো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে লোকজনকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করছেন। আবু বকর ছিলেন কোমল স্বভাবের অধিকারী। তাই তিনি ওমরকে বললেন, হে ওমর! তুমি লোকজনকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করো। (অর্থাৎ ইমামতি করো)। ওমর বললেন, আপনিই এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আবু বকর ঐ কয়দিন ইমাম হয়ে নামায আদায় করলেন। এরপর রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে গেলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই জনের সাহায্য নিয়ে, যাদের একজন ছিলেন আব্বাস, জুহরের নামাযের জন্য এলেন। তখন আবু বকর লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পিছিয়ে আসতে উদ্যত হলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে না সরতে ইংগিত করলেন। তারপর বললেন, তোমরা দুইজনে আমাকে তার (আবু বকর) পাশে বসিয়ে দাও। সুতরাং তারা তাঁকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনকারী বলেন, এ সময় আবু বকর এমনভাবে নামায আদায় করছিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অনুসরণ করছিলেন অথচ লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করছিল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, আয়েশা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়া সম্পর্কে আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনাকে অবহিত করবো না? তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস– বললেন, বলো সুতরাং আমি তাঁর (আয়েশার) বর্ণিত হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে শুনালাম। তিনি একটি কথা ব্যতীত (এর) কোন কথাই অস্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, আব্বাসের সাথে আর যে লোকটি ছিলেন, তাঁর নাম কি আয়েশা তোমাকে বলেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে লোকটি ছিলেন আলী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩২-৩৩, ৯১-৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ৩৫২, ৪৩৭, ৬৩৯, ৮৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ... يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ :

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আবু বকর (রাযি.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিলেন, তারপরও তিনি কেন ওমর (রাযি.)-কে নামায পড়াতে বললেন?

জবাব: ১. হযরত আবু বকর (রাযি.) যেহেতু নরমদিল লোক ছিলেন, তাই তিনি বলেছিলেন যে, সম্ভবত আমি নামায পড়াতে পারব না। ২. আবু বকর (রাযি.) মনে করেছিলেন যে, এটি হলো ইমামতে সুগরা, যা ইমামতে কুবরা (খেলাফতের দায়িত্ব)-এর ভূমিকা স্বরূপ। আর সম্ভবত আমি ইমামতে কুবরার মহান দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবো না। ৩. আবু বকর (রাযি.) এটা মনে করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ আমাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে বলেছেন। আসল উদ্দেশ্য হলো নামায পড়ানো। তাই তিনি ওমরকে বললেন যে, তুমি নামায পড়াও।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ

https://e-ilm.weebly.com/

اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

হাদীসের অনুবাদ [৬৬১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, পীড়িত অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে বসে বসে নামায আদায় করেছেন, আর তাঁর পিছনে একদল লোক দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তিনি তাদেরকে ইংগিত করে বসতে বললেন। নামাযান্তে তিনি লোকজনের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম রুকু করলে রুকু করবে এবং মাথা উঠালে মাথা উঠাবে। ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তা শুনেন) বলবে, তখন তোমরা বলবে রাব্বানা লাকাল হামদ (হে আমাদের প্রভু সব প্রশংসা তোমারই জন্য)। আর ইমাম বসে নামায আদায় করলে তোমরাও সবাই বসেই নামায আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৫, ৯৬, ১৫০, ১৬৫, ৮৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ : بيت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হুজরা মোবারক। এটি হলো ৫ম হিজরির ঘটনা। যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিয়েছিলেন, এবং পা-মোবারক মচকে গিয়েছিল, আবার পায়ের গোছায়ও আঘাত লেগেছিল। তখন তিনি ঘরে বসেই নামায আদায় করতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ * قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৬২] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পেটের ডান পাশে (পাঁজরে) সামান্য আঘাত পান। সুতরাং এক ওয়াক্ত নামায তিনি বসে বসে আদায় করলেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে বসেই নামায আদায় করলাম।পরে (নামায শেষে) তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে, তোমরাও দাঁড়িয়ে আদায় করবে। রুকু করলে রুকু করবে মাথা উঠালে মাথা উঠাবে এবং যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তা শুনেন) বলবে।

https://e-ilm.weebly.com/

আর ইমাম বসে নামায আদায় করলে, তোমরাও সবাই বসেই নামায আদায় করবে। ইমাম বোখারী বলেন, হুমাইদী বর্ণনা করেছেন, ইমাম বসে নামায আদায় করলে তোমরাও বসেই আদায় করবে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তাঁর প্রথমোক্ত রোগের অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার সময়কার বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর মৃত্যু-রোগে) বসে নামায আদায় করলেও লোকেরা (তাঁর পিছনে) দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছে। এ সময় তিনি তাদেরকে বসতে নির্দেশ দেননি।এটি পরবর্তী কালে সংঘটিত কাজ। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ কাজ অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের দ্বিতীয় হাদীসের অংশ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইমামকে ইমাম এজন্যই বানানো হয়েছে যে, নামাযের সকল কাজে (কিয়াম, রুকু, সিজদা) তাঁর অনুসরণ করা হবে, ইমামের বিরোধিতা বা তার পূর্বে কোনো কাজ সম্পন্ন করা জায়েয হবে না। (তবে ঐ সমস্ত কয়েকটি কাজ করা যাবে যা নস দ্বারা ব্যতিক্রমী)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য তাঁর উল্লেখকৃত তা'লীকসমূহ দ্বারা স্পষ্ট। উদাহরণতঃ শিরোনামের প্রথম তা'লীক- وصلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس اي والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس এ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে- انما جعل الامام ليؤتم به এটি একটি মূলনীতি। কিন্তু তা হতে এটি ব্যতিক্রম। যেমন শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, اذا صلي جالسا فصلوا جلوسا এটি মানসূখ হয়ে গেছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مرض الوفاة-এ বসে নামায পড়িয়েছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন।

তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হাম্বলীদের মতকে খণ্ডন করা এবং হানাফী ও জুমহূরের মতকে সমর্থন করা।

তা'লীকসমূহের ব্যাখ্যাঃ

وصلى النبي صلى الله عليه وسلم : এর ব্যাখ্যা বাবের তৃতীয় হাদীস আনাস (রাযি.)-এর হাদীসের অধীনে দ্রষ্টব্য।

وقال ابن مسعود : ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর এ উক্তি দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমামের ইক্তেদা করা মুক্তাদির উপর আবশ্যক।

মাসআলা হলো এই যে, ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেললে তখন ফিরে যাবে যদি ইমাম তখনও সিজদায় থাকে। এটিই হলো হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীদের মাযহাব।

وقال الحسن : এ আছরের মধ্যে দুটি মাসআলা রয়েছে।

মাসআলা- ১. যদি কোনো ব্যক্তি দুই রাকাতবিশিষ্ট নামায উদাহরণতঃ জুমা বা ফজরের নামাযে ইমামের এক্তেদা করেছে। কিন্তু ভিড়াভিড়ি বা অন্য কোনো কারণে সিজদা করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে হাসান বসরী বলেন,

https://e-ilm.weebly.com/

ইমামের সালাম ফিরানোর পর প্রথমে দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা করে তা পূর্ণ করবে, এরপর প্রথম রাকাত সিজদাসহ কাযা করবে। আল্লামা আইনী এর কারণ বলেন- لاتصال الركوع الثاني به

এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল যে, মুক্তাদিকে যথাসম্ভব ইমামের অনুসরণ করা উচিত। যদি বাধ্যবাধকতার কারণে কোনো রোকন ফওত হয়ে যায় তাহলে পরবর্তিতে তা আদায় করার সূরত বর্ণনা করা হচ্ছে।

জুমহূর ফোকাহাগণ বলেন, যেভাবেই সম্ভব হোক সিজদা করে নিবে। যদিও সামনের কাতারের লোকদের পিঠের উপর হয়। এটিই হলো হানাফী, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মাযহাব।

ইমাম মালেক ও যুহরী (রহ.)-এর নিকট পিঠের উপর সিজদা করলে নামাযই হবে না।

মাসআলা- ২: যদি কোনো ব্যক্তি নামাযের শুরুতে একটি সিজদা করতে ভুলে গেল, এবং দাঁড়ানোর পর স্মরণ হলো, তাহলে তাকে কিয়াম ছেড়ে তৎক্ষণাৎ সিজদা করা উচিত। এরপর ইমামের সাথে কিয়ামে অংশগ্রহণ করবে। আর যদি তৎক্ষণাৎ স্মরণ না হয়; বরং দ্বিতীয় রাকাতে স্মরণ হয় তাহলে তিনটি সিজদা করবে। আর যদি নামায শেষ হওয়ার পর স্মরণ হয় তাহলে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ: এ বিষয়ে ফকীহগণের ঐক্যমত আছে যে, ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্যে কোনো প্রকার ওজর ব্যতীত ফরজ নামায বসে পড়া জায়েয নেই। এমন যদি করে তাহলে তার নামায হবে না। তবে ইমাম যদি ওজরের কারণে বসে নামায পড়ে তাহলে মুক্তাদী তার একতেদা কীভাবে করবে তার পদ্ধতি নিয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি মত বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

১. ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে যে, ইমাম বসে নামায পড়লে তার পিছনে কোনো অবস্থাতেই একতেদা জায়েয নেই, বসেও নয়; দাঁড়িয়েও নয়। তবে মুক্তাদীও যদি ওজরগ্রস্থ হয় এবং দাঁড়াতে না পারে তাহলে সে এখন ইমামের একতেদা করতে পারবে।

২. দ্বিতীয় মাযহাব হচ্ছে ইমাম আহমদ (রহ.), ইমাম আওযায়ী (রহ.), ইমাম ইসহাক (রহ.)ও যাহেরিয়্যাদের। তাদের মতে, ইমাম যদি অসুস্থ হয় এবং বসে নামায পড়ে তাহলে তার পিছনে নামায পড়া জায়েয আছে, তবে মুক্তাদীদের জন্যও বসে নামায আদায় করা জরুরি।

হাফেজ ইরাকী (রহ.) শরহুত তাকরীবে এবং আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) 'আল-মুগনী' কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আহমদের মতে মুক্তাদীরা বসে নামায পড়াটা কয়েকটি শর্তের সাথে প্রযোজ্য। একটি হচ্ছে, ইমাম শুরু থেকে বসে নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ তাঁর ওজরটি নামাযের শুরু থেকেই আছে। নামাযের মাঝখানে দেখা দেয়নি। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, নিয়মিত ইমাম হতে হবে। আর তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, ওজরটা এমন যা দূর হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

ইমাম আহমদ প্রমুখ নিম্মের হাদীস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন। যেখানে রাসূল শুধু নিজেই বসে নামায পড়াননি; বরং অন্যদেরকেও হুকুম করে বলেছেন- وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ 'আর যখন ইমাম বসে নামায পড়ে তখন তোমরা সবাই বসে নামায পড়।'

৩. তৃতীয় মাযহাব হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), সুফিয়ান ছাওরী (রহ.), আবূ ছাওর (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর। তাদের মতে উপবিষ্ট ইমামের পিছনে একতেদা করা জায়েয আছে, তবে যেসব মুক্তাদীর ওজর নেই এক্ষেত্রে তাদের জন্যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি। বসে একতেদা করা জায়েয নেই। ইমাম হাযেমী (রহ.) এ মতটিকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মাযহাব বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের দলিল হচ্ছে–

১. কুরআনের وقوموا لله قانتين আয়াতটি। যার মাঝে দাঁড়ানোকে সাধারণ অবস্থায় নামাযের ফরজ বলা হয়েছে। لا يكلف الله نفسا الا وسعها আয়াতের ভিত্তিতে ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি এ হুকুমের বাইরে থাকবে। কিন্তু যার কোনো ওজর নেই তাকে এ হুকুমের বাইরে রাখার কোনো যুক্তি নেই।

২. এছাড়া সেসব হাদীসও জুমহুরের পক্ষে দলিল যেসব হাদীসে দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তিকে বসে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনের বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন–

كان بى الناصور فسألت النبى ﷺ. فقال: صل قائما. فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب

৩. জুমহুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে, বাবের হাদীস। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুশয্যা অবস্থার ঘটনা। যখন তিনি বসে নামায পড়িয়েছিলেন, আর সকল সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন। এ ঘটনাটি যেহেতু মৃত্যুশয্যা অবস্থার ঘটনা তাই এটি তাদের প্রদত্ত হাদীসের জন্য নাসেখও বটে।

জবাব: হানাফী ও শাফেয়ীগণের পক্ষ থেকে তাদের প্রদত্ত হাদীসের জবাব নিম্নরূপ–

১. প্রথম জবাব এটাই দেওয়া হয় যে, এ হাদীসটি মৃত্যুশয্যা অবস্থার ঘটনা দ্বারা মানসূখ।

২. দ্বিতীয় জবাব দেয়া হয়েছে, এ হাদীসটি নফল নামাযের ব্যাপারে, ফরজ নামায সম্পর্কে নয়। যার দরুন নফল নামাযে বসা ইমামের পিছনে মুক্তাদীও বসে নামায পড়তে পারবে।

৩. হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাদের দলীলের তৃতীয় আরেকটি জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ হাদীস মাসবূকের (যে নামাযের শুরুতে পড়েনি) সম্পর্কে। এর তফসীল হচ্ছে, ইসলামের শুরুকালে সাহাবায়ে কেরামের নিয়ম ছিল, মাসবূক ব্যক্তি দাঁড়ানো ও বসার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণের পরিবর্তে নিজেদের রাকাতের সংখ্যার ধর্তব্য করত। অর্থাৎ যদি ইমামের দ্বিতীয় রাকাত হতো এবং মাসবূকের প্রথম রাকাত হতো তাহলে ইমাম সিজদার পরে বসে যেত এবং মাসবূক দাঁড়িয়ে যেত। আর যদি ইমাম তৃতীয় রাকাতে হতো এবং মাসবূক দ্বিতীয় রাকাতে হতো তাহলে ইমাম দাঁড়িয়ে যেত এবং মাসবূক ব্যক্তি বসে যেত।

৪. এ হুকুমটি শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল যখন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইমাম হবেন। এর দলিল হচ্ছে, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের উদ্ধৃতিতে কানযুল উম্মাল কিতাবে হযরত উরওয়া (রহ.)-এর বক্তব্য বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

بلغنى انه لاينبغى لاحد غير النبى ﷺ (اى ان يؤم قاعدا لغيرهم)

'আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো জন্য তা উচিত নয়। (অর্থাৎ বসে অন্যদের ইমামতি করা।)

সারকথা হলো, নামাযে দাঁড়ানোর হুকুম কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট আয়াত وقوموا لله قانتين দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর পরিচ্ছেদের আলোচ্য হাদীসের মধ্যে বহু রকমের সম্ভাবনা রয়েছে। এক সম্ভাবনা রয়েছে এটি মানসূখ, এক সম্ভাবনা রয়েছে এ হাদীস নফল নামায সম্পর্কে। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ হাদীস মাসবূকের ব্যাপারে। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, এ হুকুম হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি বিধান। অতএব যে খবরে ওয়াহেদ বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে তার উপর ভিত্তি করে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট হুকুমকে ছাড়া যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

পরিচ্ছেদ [৪৪২] : যারা ইমামের পিছনে (মুক্তাদি) রয়েছে, তারা কখন সিজদা করবে?

قَالَ أَنَسٌ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, যখন ইমাম সিজদা করবে, তখন তোমরা সিজদা কর।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৬৬৩] : হযরত বারায়া (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শুনে থাকেন) বলে রুকু থেকে মাথা উঠালেন। যতক্ষণ না তিনি সিজদায় যেতেন, ততক্ষণ আমাদের কেউ-ই পিঠ বাঁকা করতো না অর্থাৎ সিজদায় যেতো না। তিনি সিজদায় গেলে আমরাও সিজদায় যেতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬, ১০৩, ১১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবে একটি সমষ্টিগত নিয়ম বর্ণনা করেছিলেন যে- انما جعل الامام ليؤتم به ইমাম এজন্য নিযুক্ত করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ মুক্তাদিরা নামাযে ইমামের অনুসারী। এখন এ বাবটি তার শাখা হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ মুক্তাদিরা ইমামের অনুসরণ করবে।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ বাব দ্বারা এটা প্রমাণ করা যে, মুক্তাদির জন্য ইমামের অগ্রগামিতা করা জায়েয নেই, এবং তার বিরোধিতাও জায়েয নেই। তবে মুক্তাদির জন্য مقارنت [সাথে সাথে চলা] বা معاقبت [পিছে পিছে চলা] উভয়ই জায়েয। مقارنت-এর অর্থ হলো যখন ইমাম রুকুতে যাওয়া শুরু করবে, তখন ইমামের সাথে তৎক্ষণাৎ মুক্তাদিও রুকুতে যাওয়া শুরু করবে। আর معاقبت অর্থ হলো প্রথমে ইমাম কোনো রুকন শুরু করবে, তারপর মুক্তাদি ইমামের পর উক্ত রোকনে যাওয়া শুরু করবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক এ معاقبت বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ-وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ : আল্লামা আইনী, হাফেজ ইবনে হাজার, ইমাম নববী (রহ.) ও আল্লামা খাত্তাবী (রহ.)-এর মতে বিশুদ্ধতম উক্তি হলো هو যমীরের মারজী হলেন হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.)। সুতরাং এ বাক্যের উপর কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। তাহলো-

https://e-ilm.weebly.com/

১. এ বাক্যটি তার সম্পর্কে কেন ব্যবহার করা হলো? তাহলে কি তার ব্যাপারে মিথ্যার কোনো সম্ভাবনা ছিল? তিনি তো একজন সাহাবী, আর الصحابة كلهم عدول ২. যদি বলারই ছিল, তাহলে وهو الصادق বলতেন। كذب-এর نفي দ্বারা কি উদ্দেশ্য? যা পরিভাষায় প্রত্যায়ন ও সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে দুর্বল বাক্য বলে বিবেচিত। ৩. যদি كذب-এর অস্বিকারই উদ্দেশ্য ছিল তাহলে وهو غير كاذب বলতেন। كذوب মুবালাগার সীগাহ কেন ব্যবহার করলেন? যার দ্বারা এটা বুঝে আসে যে, তিনি অধিক মিথ্যা বলতেন না; বরং অল্প-সল্প মিথ্যা বলতেন। (নাউযুবিল্লাহ)

জবাবঃ ১. এ বাক্যটি প্রত্যায়ন ও সুদৃঢ়করণের জন্য বলা হয়নি; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রেওয়ায়েতটিকে শক্তিশালীকরণ। অর্থাৎ হযরত বারা (রাযি.)-এর বাক্যে শক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে এজিদ এ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। যেন হাদীসের ব্যাপারে কোনো সংশয় না থাকে। এ বাক্যটি এমনই যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছিলেন-وهو الصادق المصدوق

বাকী রইল মুবালাগার সীগাহ ব্যবহার করা হলো কেন? এর উত্তর হলো এখানে মুবালাগার كذوب শব্দটি ذو كذب-এর অর্থে হবে। সুতরাং كذوب-এর নয়; বরং ذو كذب-এর অস্বীকার হবে। যেমন আল্লাহর বাণী- ان الله ليس بظلام للعبيد আরো আছে-وما انا بظلام للعبيد দেখুন! এখানে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ অধিক জুলুমকারী নন; বরং এর অর্থ আল্লাহ কোনোপ্রকার জুলূমকারীই নন। অর্থাৎ ظلام-এর নফী করা হয়নি; বরং ظلم-এর নফী করা হয়েছে।

ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ : হযরত রশিদ আহমদ গাংগুহি (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, মুক্তাদির কাজ ইমামের কাজের পরে হবে। কিন্তু এই পরে হওয়াটা مقارنت بلا فصل তাৎক্ষণিক পরে হবে। এটিই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু যদি কোনো ইমাম বয়োঃবৃদ্ধ হয় বা ধীরুজ তথা মন্থর গতিসম্পন্ন হয় তখন মুক্তাদিকে معاقبت করা উচিত। তবে এত বিলম্ব হতেই হবে যেন ইমাম থেকে অগ্রগামী না হয়।

নামাযের মধ্যে তিন ধরনের কাজ রয়েছে। ১. তাকবীরে তাহরীমা, ২. সালাম ফিরানো, ৩. অন্যান্য রুকন, যেমন রুকু, সিজদা ইত্যাদি। তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামিতা ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে নামায ভঙ্গের কারণ। আর সালামের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা ইমামত্রয়ের মতে নামায ভঙ্গের কারণ। ইমাম আবু হানিফার মতে মাকরূহ। অন্যান্য রুকনে অগ্রগামিতা সর্বসম্মতিক্রমে নামায ভঙ্গের কারণ নয়। তবে মাকরূহে তাহরীমী। তবে জাহেরিয়াদের মাযহাব এবং ইমাম আহমদের এক কওল মতে নামায ভঙ্গের কারণ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

পরিচ্ছেদ [৪৪৩] : ইমামের পূর্বে (রুকু, সিজদা) হতে মাথা উঠানোর গুনাহ সম্পর্কে

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

হাদীসের অনুবাদ [৬৬৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের পূর্বেই মাথা ওঠায়, সে কি আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করার অথবা তাকে গাধার আকৃতি দান করার ভয় করে না?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইমামের অনুসরণ যেমনিভাবে কাজের শুরুতে হতে হবে, তেমনিভাবে কাজের শেষেও হতে হবে। তা রুকুতে হোক বা সিজদায় হোক। হুকুমটি ব্যাপক, এর পরিপন্থি করা গুনাহের কারণ।

এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জাহেরীদের মত খণ্ডন করা, যারা বলে যে, ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেললে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এ সম্পর্কে ভীষণ ধমক এসেছে। তবে জুমহূরের নিকট এ কাজটি মাকরূহ। সে গুনাহগার হবে; কিন্তু নামায বাতিল হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল সংক্রান্ত কোনো বাক্য বলেননি। ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে জুমহূরের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করছেন। কেননা, শিরোনামে বাতিলমূলক কোনো বাক্য নেই। এবং উল্লিখিত হাদীসেও এমন কোনো বাক্য নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَمَا : এখানে ما হরফে নফীর উপর প্রশ্নবোধক হামযাটি ধমক ও তিরস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর ঝোঁক এদিকে মনে হচ্ছে যে, হাদীসে শুধুমাত্র সিজদা হতে মাথা উত্তোলনের কারণেই এ শাস্তি হবে। যেমন আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে-اذا رفع رأسه والامام ساجد

আমরা বলি সিজদার উপর কিয়াস করে রুকুও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, উভয়টিই গুরুত্বপূর্ণ রুকন। অথবা বলা যায় যে, যে সমস্ত রেওয়ায়েতে সিজদার কথা উল্লেখ আছে তা من باب الاكتفاء তথা একটির উল্লেখকে যথেষ্ট মনে করে অপরটিকে বাদ দেওয়ার নীতি অবলম্বিত হয়েছে। যেমন কুরআনে রয়েছে- سرابيل تقيكم الحر কারণ, পোশাক শুধুমাত্র গরম থেকেই রক্ষা করে না; বরং শীত থেকেও রক্ষা করে। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র গরমের কথা বলা হয়েছে। অদ্রুপ এখানেও সিজদা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে শুধুমাত্র সিজদার কথাই বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ : এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, এখানে যে আকৃতি বিকৃতির কথা রয়েছে তা বাস্তবেই হবে না রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হবে? এ ব্যাপারে উভয় ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। ১. কেউ কেউ বলেন যে, বাস্তবেই এমনটি হবে। তখন প্রশ্ন হবে যে, এ উম্মতের জন্য তো বিকৃতির শাস্তি মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখানে কেন এটা বলা হলো?

জবাবঃ যে হাদীসে বিকৃতি না হওয়ার কথা রয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমগ্র উম্মতের আকৃতি বিকৃতি হবে না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ঘটনা এর পরিপন্থি নয়। যেমন তিরমিযী শরীফ ইত্যাদিতে বিকৃতি সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা বিক্ষিপ্ত বিকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতে একটি ঘটনা লিখেছেন। দামেস্কে এক শায়খ ছিল। যিনি পর্দার আড়াল হতে হাদীসের দরস দিতেন। ছাত্ররা শায়খের নিকট চেহারা দেখার আবেদন করার পর যখন তিনি পর্দা হটালেন তখন তারা দেখতে পেলো শায়খের চেহারা গাধার চেহারার ন্যায়। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন তিনি এ হাদীসের প্রতি অবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছায় ইমামের আগে সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করেছিলেন। এটা দেখার জন্য যে, দেখি তো চেহারা বিকৃত হয় কি না? পরবর্তিতে দেখা গেল যে, বাস্তবিকই চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। اللهم احفظنا

দ্বিতীয় কওল হলো এটি রূপক অর্থে হবে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নির্বুদ্ধিতা, বোকামী। কারণ, গাধার জন্য বোকামী একটি আবশ্যক বিষয়। তাছাড়া এও উদ্দেশ্য হতে পারে মৃত্যুর সময় বা কবরে বা পরকালে এ শাস্তি দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

পরিচ্ছেদ [৪৪৪] : গোলাম ও আজাদকৃত গোলামের ইমামতির বর্ণনা

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ইমামতি তার গোলাম যাকওয়ান কুরআন দেখে দেখে করতেন। আরো বর্ণনা হবে জারজ সন্তান, গ্রাম্য-বেদুঈন ও নাবালক সন্তানের ইমামতি প্রসঙ্গে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যে অধিক কুরআন পাঠকারী সে তোমাদের ইমামতি করবে।

শিরোনামের ব্যাখ্যাঃ এ শিরোনাম এবং শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত আছরে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। যথা–

১. العبد : গোলাম; দাস। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন– وإلى صحة امامة العبد ذهب الجمهور وخالف مالك الخ অর্থাৎ গোলামের ইমামতি জুমহূর (হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী)-এর নিকট জায়েয। শুধুমাত্র ইমাম মালেক (রহ.)-এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, গোলামরা স্বাধীনদের ইমামতি করবে না। কিন্তু যদি গোলাম আলেম ও কারী হয় এবং স্বাধীনরা এরকম না হয় তাহলে গোলাম ইমামতি করতে পারবে। কিন্তু জুমআর ইমামতি এমতাবস্থায়ও জায়েয নেই। এ মাসআলায় ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহূরের সাথে রয়েছেন। – ফতহুল বারী

২. مولي : আজাদকৃত গোলাম। আজাদকৃত গোলামের ইমামতি সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

৩. مِنَ الْمُصْحَفِ : তৃতীয় মাসআলা হলো নামাযে কুরআন দেখে পড়া জায়েয হবে কি না? হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন দেখে ইমামতি করতেন। এ বাক্যটির কি উদ্দেশ্য? আল্লামা আইনী বলেন, বাহ্যতঃ এর উদ্দেশ্য এটাই মনে হয় যে, নামাযে কুরআন মাজীদ দেখে পড়া জায়েয আছে। অর্থাৎ কুরআন মাজীদ সামনে রেখে তা দেখে দেখে পড়বে। যদি এর উদ্দেশ্য এই হয় তাহলে মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে, যে এটা জায়েয আছে না নাই?

ক. ইবনে সিরীন, হাসান বসরী, আতা (রহ.) প্রমুখের মতে জায়েয।

খ. ইমাম আজম আবু হানিফা, ইবনে হাজাম (রহ.) প্রমুখের মতে জায়েয নেই। নামাযে কুরআন দেখে পড়লে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ, এটি আমলে কাছীর।

গ. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক কওল অনুযায়ী নামায জায়েয হবে; কিন্তু মাকরূহ তানযীহী। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাবও এটিই।

ঘ. ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে তারাবীহ নামাযে কুরআন দেখে পড়ার অবকাশ আছে।

হানাফীরা বলেন যে, من المصحف-এর অর্থ ঐটা নয়; বরং এর মধ্যে যে مِنْ আছে তা হলো تبعيضية ; উদ্দেশ্য হলো তিনি কুরআনের কিছু অংশ নামাযে পড়তেন, পূর্ণ সূরা পড়তেন না। যেমন ইমাম সাহেবরা এরকম করে থাকেন যে, কোনো একটি সূরার শুরু, মধ্যখান বা শেষ হতে কিছু আয়াত পড়ে থাকেন।

আর যদি এটাও মেনে নেওয়া হয় যে, কুরআন দেখে দেখে পড়তেন, তখন এর অর্থ হবে কুরআন মাজীদ সামনে রেখে দিতেন, এবং নামায শুরু করার পূর্বে নামাযে যতটুকু পড়তেন ততটুকু দেখে নিতেন। অথবা তারাবী দু' রাকাত পড়িয়ে সালাম ফিরানোর পর কুরআন দেখে নিতেন।

এর আরেকটি জবাব এটাও হতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রাযি.) এরকম করেছেন; কিন্তু ওমর ফারূক (রাযি.) এরকম করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন- نهانا امير المؤمنين ان نؤمّ الناس في المصحف এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين সুতরাং হযরত ওমর (রাযি.)-এর কওল প্রাধান্য পাবে।

وَوَلَدِ الْبَغِيِّ: জারজ সন্তান। তাদের ইমামতি প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী বলেন- واما امامة ولد الزني فجائزة عند الجمهور. واجاز النخعي امامته অর্থাৎ জুমহূরের মতে জারজ সন্তানের ইমামতি জায়েয। ইবরাহীম নখয়ী বলেন- رُبَّ عبد خير من مولاه [অনেক গোলাম তার মালিক হতে উত্তম] হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন- ليس عليه من وزر أبويه شيئ [তার পিতা-মাতার কৃত গুনাহ তার উপর বর্তাবে না] তবে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আবু হানিফার মতে তাদের ইমামতি মাকরূহ। কারণ, সমাজে এদেরকে হেয় মনে করা হয়। তবে তারা নামায পড়ালে নামায হয়ে যাবে। – ওমদাতুল কারী

وَالْأَعْرَابِيِّ : আরব-বেদুঈন। ইমাম আবু হানিফার মতে এদের ইমামতি মাকরূহ। কারণ, সাধারণত এরা অজ্ঞ হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক প্রমুখেরও এ মত।

وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ : নাবালকের ইমামতি জায়েয কি না?

নাবালেগের ইমামতি জায়েয আছে কি না? সে প্রসঙ্গে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম বুখারী (রহ.) ও গায়রে মুকাল্লিদগণের মতে নাবালেগের ইমামতি জায়েয আছে। কিতাবুল মাগাযীর একটি হাদীস فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

২. ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে নাবালেগের ইমামতি জায়েয নয়।

জুমহুরের দলীলসমূহ :

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-হতে বর্ণিত হাদীস- الامام ضامن। হাদীসে ضامن শব্দ রয়েছে, যার অর্থ হলো অন্তর্ভুক্তকারী। সুতরাং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম মুকতাদিদের নামাযকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আর এটি স্পষ্ট বিষয় যে, কোনো বস্তু তার চেয়ে অতিরিক্ত বা বড় বস্তুকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে না। এজন্যই ফুকাহায়ে হানাফিয়া বলেন- لا يجوز افتداء المفترض خلف المتنفل নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা করা জায়েয নেই। এটা স্পষ্ট যে, নাবালেগের উপর নামায ফরজ নয়; সুতরাং নাবালেগের নামায নফল। মূলনীতি অনুযায়ী কোনো জিনিস তার চেয়ে অতিরিক্ত ও বড় জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। কারণ, দুর্বল জিনিসের উপর শক্তিশালী জিনিসের ভিত্তি সঠিক নয়। তবে, নিজের চেয়ে নিচু মানের জিনিসকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। কেননা, নফল আদায়কারীর ইকতিদা ফরজ আদায়কারীর পিছনে জায়েয আছে। অবশ্য নাবালেগ ছেলেদের ইমামতি অপর নাবালেগ করতে পারে। এতে কোনো ক্ষতি নেই।

২. عن ابن عباس لا يؤم الغلام حتي يحتلم বালক সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ইমামতি করবে না।

৩. عن ابن مسعود لا يؤم الغلام الذي لا يجب عليه الحدود এমন বালক যার উপর হদ আবশ্যক নয় তারা ইমামতি করবে না।

তাদের দলীলের জবাব: তাদের দলীলের উত্তর নিম্নরূপ-

ক) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, হাসান বসরী (রহ.) এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেছেন- دَعْهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَيِّنٍ ছেড়ে দাও, এটা কোনো স্পষ্ট বিষয় নয়। - আইনুল হিদায়া

খ) সম্ভবত আমর বিন সালিমা (রাযি.) নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী ইমামতি করেছেন, এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সম্মতির দাবি সঠিক নয়।

গ) তাছাড়া এ আমলটি বড় বড় সাহাবী যেমন আবু বকর, ওমর (রাযি.) প্রমুখের আমলেরও পরিপন্থি। সুতরাং এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপারে যে, শাফেয়ীগণ এ সমস্ত সাহাবীগণের উক্তি ও আমলকে বাদ দিয়ে ৬/৭ বছরের একটি বালকের কাজকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ঘ) হযরত আমর বিন সালিমার এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সিজদার সময় তাঁর ছতর খুলে যেত। তাহলে কি শাফেয়ীগণ নামাযে ছতর খোলার অনুমতি দিবেন? فما هو جوابكم فهو جوابنا

* হানাফীদের নির্ভরযোগ্য উক্তি মতে তারাবীহ নামাযেও নাবালেগের ইমামতি জায়েয নেই।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের অনুবাদ [৬৬৫] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে মদিনার কুববা এলাকার উছবাহ নামক জায়গায় মুহাজিরদের প্রথমদলের অবস্থান কালে আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালেম নামাযে তাদের ইমামতি করতেন। তিনি সবার চাইতে ভাল কুরআন পাঠ করতে পারতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ. -অংশের সাথে বুঝা গেল যে, গোলামের ইমামতি জায়েয আছে। কেননা, সালেম তখনও আজাদ হননি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

হাদীসের অনুবাদ [৬৬৬] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আঙ্গুরের ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট কোন হাবশী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাহলেও তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করো এবং তার নির্দেশ শ্রবণ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ -অংশের সাথে। অর্থাৎ যেহেতু এমন আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাহলে তার পিছে নামায পড়ার নির্দেশও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, ইমামতির সম্পর্কও আমীরের সাথে হতো। চাই তিনি নিজে পড়ান বা অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করে পড়ান।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬, ৯৭, ১০৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য কি? সে সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র পাঁচ প্রকার লোকের আলোচনা করে দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উল্লেখকৃত আছর দ্বারা বুঝে আসে যে, তাঁর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, উপরিউক্ত লোকদের ইমামতি জায়েয।

بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

পরিচ্ছেদ [৪৪৫] : যদি ইমাম নামায পূরা না করে; কিন্তু মুক্তাদি পূরা করে (তার বিধান কি?)

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৬৭] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারা (ইমামগণ) তোমাদের জন্য নামায আদায় করেন। সঠিকভাবে নামায আদায় করলে তোমাদের

https://e-ilm.weebly.com/

কল্যাণ হয়ে থাকে। কিন্তু সঠিকভাবে আদায় না করে ভুল করলে তোমাদের কল্যাণ ও ছওয়াব হয়, কিন্তু তাকে (ইমামকে) গুনাহর বোঝা বহন করতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُصَلُّونَ لَكُمْ. (اي الائمة) فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ. (اي فان اتموا فلكم) وَإِنْ أَخْطَئُوا (اي لم يتموا) فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো হুকুম স্পষ্ট করেননি। কিন্তু শিরোনামের অধীনে যে হাদীস এনেছেন তা দ্বারা তার উদ্দেশ্য এটা মনে হয় যে, ইমামের নামায নষ্ট হলে মুক্তাদির নামায নষ্ট হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

يُصَلُّونَ لَكُمْ. فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ : এ হাদীসের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মতপার্থক্য হয়ে গেছে। আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) এটাকে সময়ের জন্য প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ যদি তারা সঠিক সময়ে নামায পড়ায় তাহলে তোমাদের উপকার হবে, তোমরা ছওয়াব পাবে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, এমতাবস্থায় তো ছওয়াব কেবলমাত্র মুক্তাদির জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং ছওয়াব ইমামও পাবে?

জবাব: এখানে তা বলার প্রয়োজন ছিল না; কারণ, এটা স্পষ্ট বিষয় যে, ইমাম সাহেব তো ছওয়াব পাবেনই।

وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ : আর যদি ইমামগণ সময় ইত্যাদিতে ভুল করেন, তাহলে তার ক্ষতি ইমামগণের উপর হবে। হাদীসের এ অর্থ গ্রহণের উপর যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণতঃ আবু দাউদে হযরত কুবাইছা বিন ওয়াক্কাস হতে রেওয়ায়েত রয়েছে–

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تكون عليكم امراء من بعدي يؤخرون الصلوة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة

আরো একটি হাদীস আছে–من اقام الناس فاصاب الوقت الخ অর্থাৎ যারা লোকদের ইমামতি করে এবং সঠিক সময়ে নামায পড়ায়, তাহলে তা নিজেদের জন্যও মঙ্গলজনক, আবার মুক্তাদিদের জন্যও মঙ্গলজনক। আর যদি তারা বিলম্বে নামায পড়ায় তাহলে তার গুনাহ ইমামের উপর বর্তাবে; মুক্তাদিদের উপর তার গুনাহ হবে না।

ইমাম বুখারী (রহ.) وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ দ্বারা যে বিষয়ের উপর দলীলগ্রহণ করেছেন তা নেহায়েত দুর্বল; বরং ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, এটা অস্পষ্ট এবং অনেক কিছুর সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে। তাই তাকে ফরজ ও নামাযের অংশের ব্যাপারে জারি করা কিভাবে সহীহ হতে পারে? আবু দাউদ ও মুসলিম শরীফের উপরিউল্লিখিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট জানা গেল যে, বাবের হাদীসের সম্পর্ক হলো নামাযের বাইরের বিষয়ের সাথে। যেমন নামাযের ওয়াক্তের প্রতি খেয়াল না রাখা। এর সাথে নামাযের ভিতরের কোনো কিছুর সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত গাংগুহি (রহ.) বলেন, এর দ্বারা সুন্নত ও মুস্তাহাবের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। নামাযের রুকন ও শর্তাবলীর প্রতি নয়। কেননা, রুকন ও শর্তাবলী নষ্ট হলে না ইমামের নামায হবে না মুক্তাদির। কারণ, তা নামায বলেই গণ্য হবে না।

মোটকথা, হানাফীদের নিকট ইমামের নামায নষ্ট হলে মুক্তাদির নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। তাই বাবের হাদীসকে সুন্নত, নফল ও মুস্তাহাবের উপর অথবা নামাযের সময়ের উপর প্রয়োগ করা হবে। কেননা, একে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা তো কারো নিকটই সহীহ নয়। কেননা, যদি ইমাম সাহেব রুকু ছেড়ে দিয়ে সোজা সিজদায় চলে যায় এবং মুক্তাদিরা যদি নিজেদের রুকু পূরা করে নেয় তাহলে কারো মতেই কারো নামায সঠিক বলে বিবেচিত নয়। সুতরাং ইমামের নামায নষ্ট হলে মুক্তাদিদের নামাযও নষ্ট হবে। এটিই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

بَابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

পরিচ্ছেদ [৪৪৬] : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও বেদাতীদের ইমামতির বর্ণনা

وَقَالَ الْحَسَنُ صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ

| হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, বেদাতীদের পিছনে নামায পড়

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

হাদীসের অনুবাদ [৬৬৮] : আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-আওযায়ী-যুহরী- হুমাইদ সূত্রে উবায়দুল্লাহ বিন আদী বিন খিয়ার বলেন, তিনি হযরত উসমান (রাযি.)-এর নিকট এমন সময় গেলেন যখন তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। (বিদ্রোহীরা তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল) উবায়দুল্লাহ উসমান (রাযি.)-কে বলেন আপনি হলেন সকল মুসলমানের ইমাম, আর আপনার যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা আপনিই ভালো জানেন। এদিকে আমাদেরকে বিশৃঙ্খলাকারী ইমাম নামায পড়াচ্ছে, যা আমাদের জন্য কষ্টকর। (অর্থাৎ) আমরা তার পিছনে নামায পড়াকে গুনাহের কারণ মনে করছি) তখন হযরত উসমান (রাযি.) বলেন, নামায হলো মানুষের সকল আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। সুতরাং যারা উত্তম কাজ করে তোমরাও তাদের সাথে উত্তম কাজ কর, আর যখন তারা মন্দ কাজ করে তখন তোমরা তাদের মন্দকর্ম হতে পৃথক থাক। আর যুবাইদী বলেন, ইমাম যুহরী বলেছেন, মুখান্নাছ (হিজড়া)-র পিছনে নামায পড়া আমরা জায়েয মনে করি না। কিন্তু যদি এতদ্ভিন্ন কোনো উপায় না থাকে। (অর্থাৎ তখন পড়া যাবে)

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। তালবীহ গ্রন্থকার বলেন,

كأنه أخذ هذا الحديث مذاكرة. فلهذا لم يقل فيه حدثنا

আবার কেউ কেউ বলেন এ হাদীসটি অর্থগতভাবে منقطع আর শব্দগতভাবে متصل ; আবার কেউ কেউ বলেন, এর কোনো রাবী তার শর্ত অনুযায়ী নয় তাই তিনি তা তা'লীকরূপে পেশ করেছেন।

قال الزهري : এ তা'লীকের সাথে শিরোনামের সম্পর্ক এভাবে হবে যে, হিজড়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃত্রিম হিজড়া, যাকে কৃত্রিমভাবে হিজড়া বানানো হয়েছে। যা একজন مفتون; তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এটিকে বাবের অধীনে এনেছেন।

المُفْتُون : অর্থ বিদ্রোহী, যারা বৈধ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ২. কেউ কেউ مفتون-কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। যে কোনো ফিতনাকারী ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত।

مُبتدِع : মুবতাদি' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে দীনের মধ্যে এমন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে তা দীনের কাজ বলে মনে করে, যার কোনো মূল-ভিত্তি ইসলামের নেই। مبتدع দুই প্রকার। ১. আকিদাগত বেদাতী। যেমন রাফেজী, খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি। ২. কর্মগত বেদাতী। যেমন কবর চাদরাবৃতকারী; কবরে বাতি প্রজ্বলনকারী, মুহাররম মাসে তাযিয়া ও পতাকা উত্তোলনকারী।

হানাফীদের নিকট বেদাতীদের বেদাত যদি শিরক ও কুফর পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে তাদের পিছনে নামায হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে বেদাতীর অর্থাৎ স্বঘোষিত ফাসেকের পিছনে নামায জায়েয নেই।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে বেদাতী যদি বেদাতের দিকে আহ্বানকারী হয় তাহলে তার পিছনে নামায হবে না।

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাসনকাল প্রথম ছয় বৎসর সুচারুরূপেই পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে যখন তাঁর বংশের অনেক লোক গভর্নর ও প্রশাসক নিযুক্ত হন, যাদের একজন ওয়ালিদ বিন উকবাও ছিল। একদিন তিনি ফজরের নামায চার রাকাত পড়িয়ে মুক্তাদিদেরকে বললেন কি বল? আরো বেশি পড়িয়ে দিব? আসলে সে মদ পান করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে লোকেরা মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে ইমাম নিযুক্ত করার আবেদন করল। উসমান (রাযি.) তা মঞ্জুর করলেন, এবং কেরাণী মারওয়ানকে বলল লেখ- اذا جاءكم محمد بن ابي بكر فاقبلوه [মুহাম্মদ বিন আবু বকর এলে তোমরা তাকে গ্রহণ করে নিও] কিন্তু মারওয়ান চিঠিতে فاقبلوه-এর পরিবর্তে فاقتلوه লিখে দিল। রাস্তায় সেই চিঠি দেখা হলো, তাই লোকেরা ফিরে এসে হযরত উসমান (রাযি.)-কে অবরুদ্ধ করে ফেলল।

এটি ৩৫ হিজরির ঘটনা। হযরত উসমান (রাযি.)-কে মসজিদে যেতে বাধাপ্রদান করা হলো। কিছু কিছু নামায হযরত আলী (রাযি.) উসমান (রাযি.)-এর অনুমতিক্রমে পড়ালেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাকেও বাধা দিল। এবং মসজিদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল। হযরত আলী (রাযি.) হযরত হাসান (রাযি.)-কে উসমান (রাযি.)-এর নিকট প্রেরণ করলেন যে, গিয়ে তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যাও, যেন বিদ্রোহীরা তার বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে না পারে। আলী (রাযি.) প্রমুখের ধারণা ছিল যে, এতে করে বিদ্রোহীদের উত্তেজনা ধীরে ধীরে স্তিমিত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়ে যাবে। কিন্তু বিদ্রোহীরা দরজার পরিবর্তে দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করল। অবশেষে ১৮ জিলহজ্জ জুমআর দিন চাশতের সময় তাঁকে শহীদ করা হয়।

وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ : ফিতনার ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খারেজীদের নেতা আব্দুর রহমান বিন উদাইস বালওয়ায়ী ও কিনানা বিন বিশর।

মোটকথা, সেই অবরুদ্ধকালীন সময়ে তাবেয়ী আব্দুল্লাহ বিন আদী হযরত উসমান (রাযি.)-এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন, আমাদেরকে ফিতনার ইমাম অর্থাৎ কখনও আব্দুর রহমান বিন উদাইস বালওয়ায়ী আবার কখনও কিনানা বিন বিশর নামায পড়াচ্ছে। তখন হযরত উসমান (রাযি.) বললেন যদি তারা সময়মত পড়ায় তাহলে পড়ে নিও।

خَلْفَ الْمُخَنَّثِ : مُخَنَّث অর্থ হিজড়া; নপুংসক। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন এ শব্দটির দুটি পঠন-পদ্ধতি রয়েছে। ১. مُخَنَّث ২. مُخَنِّث ; তন্মধ্যে مُخَنَّث অধিক প্রসিদ্ধ আর مُخَنِّث হলো অধিক বিশুদ্ধ।

مُخَنَّث বলা হয় যার অঙ্গে মহিলাদের ন্যায় কোমলতা, নমনীয়তা ইত্যাদিতে সাদৃশ্যতা রয়েছে। এ সাদৃশ্যতা কখনও প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত হয়ে থাকে। এটা নিন্দনীয় নয়। কারণ, এ ব্যাপারে সে অপারগ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে শুরুতে এর নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

আবার কখনও এ সাদৃশ্যতা কৃত্রিম হয়ে থাকে। এটা নিন্দনীয়। যেমন আজকাল পুরুষদের জননেন্দ্রিয় বা যৌন-শিরা কেটে কৃত্রিমভাবে হিজড়া বা নপুংসক বানানো হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে যে হিজড়াদের প্রতি অভিশাপের কথা বিবৃত রয়েছে। সেক্ষেত্রে ملعون বা অভিশপ্ত শব্দটি কৃত্রিম হিজড়াদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

পরবর্তিতে যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে যৌন কামনা অনুভব করলেন, তখন তিনি তাদেরকে ঘরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

হাদীসের অনুবাদ [৬৬৯] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যারকে বলেন, আঙ্গুরের ন্যায় (ক্ষুদ্র) মস্তক বিশিষ্ট কোন হাবশী (আমীর) হলেও তার আনুগত্য করো ও নির্দেশ পালন করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসের মর্মার্থের সাথে। কারণ, এ গুণাবলীগুলি সাধারণতঃ ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে পাওয়া যায় গণ্ড-মূর্খ ও আত্ম-বিদ্রোহী হয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৭, ১০৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইমাম মালেকের মত খণ্ডন করা। কেননা, তিনি না-জায়েয মনে করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, مفتون হোক বা বেদাতী সকলের পিছনেই নামায জায়েয হবে। যার সমর্থনে তিনি হাসান বসরীর কওল উল্লেখ করেছেন। কারণ, এতে মুক্তাদির তো কোনো ক্ষতি নেই। কেউ যদি বেদাতী হয় তাহলে তার বেদাতের কারণে তার গুনাহ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

মূলতঃ এ বাবের সম্পর্ক হলো পূর্বের বাবের সাথে। তাই শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি امامة العبد-এর অধীনে আসতে পারত। কিন্তু মালেকীরা খুবই বাড়াবাড়ি করে, এমনকি ইমাম মালেক সব নামায ঘরেই পড়তেন, শুধুমাত্র জুমআর নামায মসজিদে গিয়ে পড়তেন। অবশেষে জুমআর নামাযের জন্যও মসজিদে আসা ছেড়ে দেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে তিনি বলেন, কোনো লোক তাদের ওজরও বলতে পারে না।

যা হোক ইমাম বুখারী (রহ.) স্বতন্ত্র্য বাব কায়েম করে জুমহূরের সমর্থন করেন। জুমহূর বলেন, আবু দাউদের হাদীস রয়েছে- صلوا خلف كل بر و فاجر

بَاب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

পরিচ্ছেদ [৪৪৭] : ইমামের বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে, যদি মুক্তাদি দু'জন হয়।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ قَالَ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭০] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, এক সময়ে আমি আমার খালা মায়মুনার বাড়িতে রাত যাপন করলাম। দেখলাম, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে ইশার চার রাকাআত নামায আদায় করে ঘরে এসে আরো চার রাকাআত পড়লেন তারপর নিদ্রা গেলেন। পরে জেগে উঠে নামায আদায় করতে দাঁড়ালেন। তখন আমি গিয়ে (তাঁর সাথে নামাযের জন্য) তাঁর বাঁম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং পাঁচ রাকাআত নামায আদায় করে পরে আরো দুই রাকাআত পড়ে নিদ্রা গেলেন। তখন আমি নিদ্রাবস্থায় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। পরে তিনি (ফজর) নামাযের জন্য (মসজিদে) গেলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২, ২৫, ৩০, ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৮-১১৯, ১১৯, ১৩৫, ১৫৯, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একজন মুক্তাদির নামাযে দাঁড়ানোর অবস্থান বর্ণন করা। অর্থাৎ যদি নামাযী কেবলমাত্র দু'জন হয়, একজন ইমাম, অপরজন মুক্তাদি তাহলে মুক্তাদি ইমামের ডান দিকে ইমাম বরাবর দাঁড়াবে। ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ : এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐক্যমত রয়েছে যে, মুক্তাদী একজন হলে সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। তবে দাঁড়ানোর পদ্ধতি কী হবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ

https://e-ilm.weebly.com/

ইউসুফ (রহ.)-এর মাসলাক হলো এই যে, ইমাম মুক্তাদী উভয় সমান হয়ে দাঁড়াবে। আগে-পিছে দাড়াবে না। এটিই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মাসলাক হলো, মুক্তাদীর পায়ের আঙ্গুলসমূহ ইমামের পায়ের গোড়ালী বরাবর থাকবে। হানাফী ফকীহগণ বলেছেন। দলিলের বিচারে শায়খাইনের মতটি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আমল চলে আসছে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতানুসারে। এবং এ মতটি অধিক সতর্কতাপূর্ণও বটে। কেননা, মুক্তাদী, ইমামের বরাবর দাঁড়ালে অজান্তে কখনো ইমামের সামনে চলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মত গ্রহণ করা হলে এ সম্ভবনা থাকে না। এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদের মতানুসারেই ফতোয়া প্রদান করা হয়।

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে ডান দিকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু এর পদ্ধতি বর্ণনা নেই যে, বরাবর দাড়িয়েছেন না কিছু আগ-পিছে। ইমাম বুখারী (রহ.) তার নিজের স্বভাবসুলভ بحذائه سواء এর উপর দলীল গ্রহণ করেছেন।

بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُمَا

পরিচ্ছেদ [৪৪৮] : যদি কোনো ব্যক্তি (মুক্তাদি) ইমামের বাম দিকে দাঁড়ায়, এবং ইমাম তাকে ডান দিকে নিয়ে আসে তাহলে উভয়ের কারো নামায-ই ফাসেদ হবে না।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭১] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, এক রাতে আমি (আমার খালা) মায়মুনার ঘরে নিদ্রা গেলাম। সে রাতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁর ঘরে ছিলেন। এক সময় তিনি অযু করে নামায আদায় করতে দাঁড়ালে আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। তিনি তের রাকাআত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি তাঁর নাক ডাকতে লাগলো। নিদ্রা গেলে তাঁর নাক ডাকতো। এরপর মুয়াযযীন (ডাকতে) আসলে অযু ছাড়াই তিনি নামাযের জন্য চলে গেলেন। আমর বলেন, এ হাদীসের বিষয়বস্তু আমি বুকায়েরের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, কুরাইব (ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস) আমাকে এটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাম্বলীদের মত খণ্ডন করা। কেননা, হাম্বলীদের নিকট যেহেতু মুক্তাদি তার স্থান ত্যাগ করেছে তাই নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মত খণ্ডন করেছেন যে, ইমাম সাহেব আমলে কালীলের মাধ্যমে তার ভুল সংশোধন করে দিল, তাই তার নামায বাতিল হবে না।

بَابٌ إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

পরিচ্ছেদ [৪৪৯] : যদি (নামায আরম্ভ করার সময়) ইমাম সাহেব ইমামতির নিয়ত না করে, অতঃপর কিছু লোক এসে যায় এবং ঐ ইমাম তাদের ইমামতি করে (তাহলে তার কি হুকুম?)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭২] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি আমার খালা মায়মুনার ঘরে একদিন রাত্রি যাপন করলাম। সেখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ছিলেন। রাত্রে তিনি নামায আদায় করতে দাঁড়ালে আমিও তাঁর সাথে নামায আদায় করতে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালে তিনি আমার মাথার চুল ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ -অংশের সাথে। অর্থাৎ হাদীসে পাক দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝে আসছে যে, ইবনে আব্বাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা করছেন, এবং তাঁর সাথ নামায পড়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী নামায শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর এ ধারণাও ছিল না যে, ইবনে আব্বাস নামাযে শরীক হবে। কেননা, তিনি তো ঘুমিয়ে ছিলেন। এদিকে তিনি নামাযে শরীক হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডান দিকে নিয়ে তাকে বহাল রেখেছেন। যার দ্বারা বুঝা গেল যে, নামায সহীহ আছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৭ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মাসআলা উদ্ভাবন করা। তাই একই হাদীস দ্বারা বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন করছেন। এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) কোনো হুকুম স্পষ্ট করেননি। যেহেতু এ মাসআলায় ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমামগণের মতামত: জুমহূর অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে নামায সহীহ হওয়ার জন্য ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়। তবে হানাফীদের নিকট মহিলাদের ক্ষেত্রে তারা যদি ইমামের বরাবর দাঁড়ায় তখন ইমামের নিয়ত শর্ত।

২. ইমাম আওযায়ী ও সুফিয়ান ছাওরী এবং ইমাম আহমদের এক কওল অনুযায়ী ইমামের নিয়ত শর্ত। যদি ইমাম সাহেব ইমামতির নিয়ত না করে তাহলে মুক্তাদির নামায পুনরায় পড়তে হবে।

৩. ইমাম আহমদের অপর রেওয়ায়েত হলো ফরজ নামাযে ইমামের নিয়ত শর্ত ; নফল নামাযে শর্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَأَخَذَ بِرَأْسِي। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হাতে ধরে কোনো বর্ণনায় আছে কানে ধরে। কিন্তু এসব বর্ণনার পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। কারণ হতে পারে, তিনটিই ধরেছেন, প্রথমে মাথায়, পরে কানে, তারপর হাতে ধরেছেন। এবং এটা আমলে কালীল ছিল, তাই নামাযে কোনো ক্ষতি হয়নি।

بَابٌ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

পরিচ্ছেদ [৪৫০] : ইমাম যদি নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়ে, এবং মুক্তাদিদের কোনো প্রয়োজন থাকে, তখন নামায ছেড়ে দিয়ে একাকী নামায পড়ে নিবে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌو لَا أَحْفَظُهُمَا

হাদীসের অনুবাদ [৬৭৩] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করে ফিরে যেতেন এবং নিজের লোকজনের ইমামতি করতেন।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে আরেক সনদে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করে ফিরে গিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের লোকজনের ইমামতি করতেন।

এক সময় তিনি ইশার নামায আদায় করতে সূরা বাকারাহ আরম্ভ করেন। এতে এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে চলে গেলে মুআয এ ব্যাপারে দুঃখ অনুভব করতে থাকেন। সংবাদটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পৌছলে তিনি মুআযকে লক্ষ্য করে তিন বার বলেন, তুমি বড় ফিতনা সৃষ্টিকারী এবং তিনি তাকে আওসাত মুফাসসাল (নাতিদীর্ঘ) দুটি সূরা পাঠ করার আদেশ দেন। আমর বর্ণনা করেন, সূরা দুটি কোন্ কোন্টি তা আমার মনে নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৭, ৯৮, ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইমামের সাথে নামায শুরু করার দ্বারা ইক্তেদা আবশ্যক হয় না যে, মুক্তাদি একেবারেই বাধ্য হয়ে গেল। বরং মুক্তাদির যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইমামের ইক্তেদা ছেড়ে দিয়ে

নিজের নামায পৃথকভাবে আদায় করে নিতে পারবে। বাহ্যতঃ শিরোনামের উদ্দেশ্য এটিই বুঝে আসছে যে, ইমাম সাহেবকেও মুক্তাদিদের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কেননা, তাদের মধ্যে কর্মব্যস্ত, রোগী, দুর্বল লোকও থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, এ বাবের সম্পর্কও قدوة তথা অনুসরণের সাথে। ইমাম শাফেয়ী (রাযি.)-এর নিকট মুক্তাদির জন্য জায়েয হবে যে, মুক্তাদি ইমামের এক্তেদা ছেড়ে দিয়ে منفرد বা একাকী নামায আদায়কারী হয়ে যাবে। তিনি বাবের হাদীসকে তার উপরই প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, মুক্তাদি নামায থেকে বের না হয়েই (শুধুমাত্র নিয়ত পরিবর্তন করে) منفرد হয়ে যেতে পারবে।

হানাফীদের নিকট মুক্তাদি যদি এক্তেদা ছেড়ে দিতে চায় তাহলে শুধুমাত্র নিয়ত পরিবর্তন করাই যথেষ্ট নয়, এবং ঐ নামাযের উপর বেনা করাও দুরুস্ত নয়। তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এখন সে সালাম ফিরিয়ে নতুনভাবে তাহরীমা বেঁধে নামায পড়বে।

বুখারী (রহ.)-এর রেওয়ায়েতে আছে فانصرف الرجل যার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে যে انصرف من القدوة ২. انصرف من الصلوة ৩. انصرف من المسجد এ তিনটির মধ্যে কোনটি তিনি করেছেন? এ তিনটি সম্ভাবনা থাকার কারণে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না।

হানাফী ও মালেকীগণের নিকট নাসাঈ শরীফে এর স্পষ্টতা রয়েছে- انصرف الرجل في ناحية المسجد তাছাড়া মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আছে লোকটি সালাম ফিরিয়ে একাকী নামায পড়েছিল। (মুসলিম খ. ১, পৃ. ১৮৭)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিরোনামও অস্পষ্ট। এখানে রয়েছে فخرج وصلي সুতরাং এর দ্বারা যদি خرج উদ্দেশ্য হয় তাহলে ইমাম বুখারী (রহ.) হানাফী ও মালেকীদের সমর্থনে রয়েছেন, আর যদি خرج عن الصلوة উদ্দেশ্য হয় তাহলে শাফেয়ীদের সমর্থনে রয়েছেন।

أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ : আওসাতে মুফাস্‌সাল দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সে সম্পর্কে বিভিন্ন কওল রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন- اصحها انه اول ق الي آخر القرآن সূরা ক্বাফ হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সূরাগুলি।

মোটকথা, মুফাস্‌সাল কুরআন মাজীদের সপ্তম মঞ্জিলের নাম। অর্থাৎ সূরা ক্বাফ হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত। সেগুলির আবার তিনটি অংশ রয়েছে। ১. সূরা ক্বাফ হতে সূরা নাবা পর্যন্ত طوال مفصل; ২. সূরা নাবা হতে সূরা যুহা পর্যন্ত اوسط مفصل এবং ৩. সূরা যুহা হতে শেষ পর্যন্ত قصار مفصل

ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ : হাদীসের এ অংশটি আরেকটি মাসআলার আলোচ্য বিষয়। তা হলো اقتداء المفترض خلف المتنفل এ বিষয়টি একটু পরেই إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا নামে স্বতন্ত্র শিরোনামে আসছে।

মুআজ ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর মর্যাদা, ফজিলত ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম মুআজ, ডাকনাম আবু আবদির রহমান এবং লকব বা উপাধি 'ইমামুল ফুকাহা, কানযুল উলামা ও রাব্বানিয়্যুল কুলূব।' মদীনার খাযরাজ গোত্রের উদায় ইবন সা'দ শাখার সন্তান। অনেকে তাঁকে সালামা ইবন

https://e-ilm.weebly.com/

সা'দ শাখার সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বনু কূদা'য়া গোত্রের সন্তান, উদায় ইবন সা'দ গোত্রের নাম। এ গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিজেদের গোত্রের লোক বলে দাবী করতো।[৩০]

দৈহিক গঠন ও আকার-আকৃতি

হযরত মুআজের গায়ের রং ছিল সাদা, চেহারা উজ্জ্বল, দৈহিক কাঠামো দীর্ঘাকৃতির, চোখ কালো ও বড়, চুল খুব ঘন এবং সামনের দাঁত ধবধবে সাদা। কথা বলার সময় যেন মুক্তা ঝরতো। কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মিষ্টি-মধুর। দৈহিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছিলেন সাহাবা সমাজের মধ্যমনি। জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রাযি.) বলেন, মুআজ ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। আবু নু'ঈম বলেন, বিচক্ষণতা, লজ্জাশীলতা, ও বদান্যতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আনসারদের সর্বোত্তম যুবক। ওয়াকিদী বলেন, তিনি ছিলেন সুন্দরতম পুরুষ।

ইসলাম গ্রহণ

মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা'ঈ-ই-ইসলাম হযরত মুসআব ইবন উমায়ের (রাযি.)-এর হাতে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মুআজ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর পরবর্তী হজ্জ মওসুমে মুস'য়াব ইবন উমাইর মক্কায় চললেন। মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমান ও মুশরিকদের একটি দলও হজ্জের উদ্দেশ্যে তাঁর সংগী হলো। হযরত মুয়াজও ছিলেন এই কাফিলার একজন সদস্য। মক্কার আকাবায় তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীদার লাভ করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। এটা ছিল আকাবার তৃতীয় বা শেষ বাইয়াত। এই দলটি মক্কা থেকে ফিরে আসার পর মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

অল্প বয়স্ক মুআজ যখন মক্কা থেকে ফিরলেন, ঈমানী আবেগে তাঁর অন্তর তখন ভরপুর। এখন কারও বাড়ি মূর্তি থাকাটা তাঁর নিকট অসহনীয়। মদীনায় ফিরে তিনি এবং তাঁর মত আরও কিছু যুবক সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যেভাবেই হোক মদীনাকে প্রতীমামুক্ত করবেন। তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে হযরত আমর ইবনুল জামূহ প্রতীমা পূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমর ইবনুল জামূহ ছিলেন মদীনার বনু সালামা গোত্রের অতি সম্মানিত সরদার। অন্য নেতাদের মত তাঁরও ছিল একটি অতি প্রিয় কাঠের প্রতীমা। প্রতীমাটির নাম ছিল মানাত। এই প্রতীমাটির প্রতি ছিল আমরের অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি অতি যত্নসহকারে সুগন্ধি মাখিয়ে রেশমী কাপড় দিয়ে সেটি সব সময় ঢেকে রাখতেন।

মক্কা থেকে ফেরা এই তরুণরা রাতের অন্ধকারে একদিন চুপে চুপে মূর্তিটি তুলে নিয়ে বনু সালামা গোত্রের ময়লা-আবর্জনা ফেলার গর্তে ফেলে দেয়। ইবন ইসহাক এই উৎসাহী তরুণদের তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন, মুআজ ইবন জাবাল, আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ও সালামা ইবন গানামা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমর ইবন জামূহ যথাস্থানে প্রতীমাটি না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। এক সময় ময়লা-আবর্জনার স্তূপে প্রতীমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক! গত রাতে আমাদের ইলাহ'র সাথে কারা এমন আচরণ করলো? তিনি প্রতীমাটি সেখান থেকে তুলে ধুলে মুছে পরিষ্কার করে আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। প্রতীমাকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে মানাত, আমি যদি জানতাম, কারা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে!

৩০.(আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪৭, আল-ইসাবা- ৪/৪২৭, সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৪৬৪, উসুদুল গাবা- ৪/৩৭৬) হিজরতের ২০ বছর পূর্বে ৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরিবে (মদীনায়) জন্মগ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম- ৮/১৬৬)

https://e-ilm.weebly.com/

পরদিন রাতে আবার একই ঘটনা ঘটলো। সকালে আমর খুঁজতে খুঁজতে অন্য একটি গর্ত থেকে প্রতীমাটি উদ্ধার করে ধুয়ে মুছে আগের মত রেখে দেন। পরের রাতে একই ঘটনা ঘটলো। তিনিও আগের মত সেটি কুড়িয়ে এনে একই স্থানে রেখে দিলেন। তবে এ দিন তিনি প্রতীমাটির কাঁধে একটি তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম! তোমার সাথে কে বা কারা এমন আচরণ করছে, আমি জানিনে। তবে তুমি তাদের দেখেছো। হে মানাত, তোমার মধ্যে যদি কোন ক্ষমতা থাকে তুমি তাদের থেকে আত্মরক্ষা কর। এই থাকলো তোমার সাথে তরবারি।'

রাত হলো। তরুণরা আজও এলো। তারা প্রতীমার কাঁধ থেকে তরবারি তুলে নিয়ে একটি মৃত কুকুরের সাথে সেটি বাঁধলো। তারপর প্রতীমাসহ কুকুরটি একটি নোংরা গর্তে ফেলে চলে গেল। আমর সকালে খুঁজতে বেরিয়ে মূর্তিটির এমন দশা দেখে তাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তার প্রথম লাইনটি এমন- 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি সত্যিই ইলাহ হতে তাহলে এমনভাবে কুকুর ও তুমি এক সাথে গর্তে পড়ে থাকতে না।' এভাবে আমর ইবন জামূহ মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মদিনায় হিজরত ও ইলম অর্জন

মুআজ (রাযি.) ইসলাম গ্রহণের অল্পকাল পরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেন। এরপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোগ দেন। মুআজ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ হিফজ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালে যে ছয় ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বনু সালামার মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মিত হলে হযরত মুআজ এই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন।

হিজরি নবম সনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযান শেষ করে সবে মাত্র মদীনায় ফিরেছেন। এমন সময় রমজান মাসে ইয়ামনের হিময়ার গোত্রের শাসকের দূত মদীনায় খবর নিয়ে আসে যে, ইয়ামনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার আমীর হিসাবে মুআজ ইবন জাবালকে মনোনীত করেন।

ইয়ামনে পাঠানোর পূর্বে মুআজকে ডেকে প্রশ্ন করলেন,তুমি ফায়সালা করবে কীভাবে? মুআজ বললেন, কুরআনের দ্বারা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এমন কোন বিষয় আসে যার সমাধান কুরআনে না পাও, তখন কি করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের দ্বারা ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, যদি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হও যার সমাধান কুরআন অথবা সুন্নাতে পাচ্ছ না, তখন কি করবে? তিনি বললেন, আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো। তাঁর জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের রাসূলকে (দূত) এমন জিনিসের তাওফীক বা ক্ষমতা দান করেছেন যা তাঁর রাসূলের পছন্দ।

মুআজের পরীক্ষা শেষ করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। তাতে হযরত মুআজের স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তিনি লেখেন- انِّي بعثت لكم خير أهلي 'আমি আমার সর্বোত্তম আহল বা পরিজনকে তোমাদের নিকট পাঠালাম।' তিনি আরও লিখলেন, তোমরা মুআজ ও অন্য লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সাদাকা ও জিযিয়ার অর্থ তার নিকট জমা করবে। আমি মুআজ ইবন জাবালকে ইয়ামনে বসবাসরত সকলের ওপর আমীর নিয়োগ করছি। তাকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং এমন যেন না হয় যে সে তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।

সফরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে হযরত মুআজ গেলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে। সেখানে আরও লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

বিদায় নেন। মুআজ উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন, আর তাঁর পাশে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে চলছিলেন। দুইজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুআজ তোমার দায়িত্ব অনেক। কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছি। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। এরপর তুমি মদীনায় ফিরে আমার স্থলে আমার কবর ও মসজিদ যিয়ারত করবে।'

সাথে সাথে মুআজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কেঁদো না। যাও আল্লাহ তোমাকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করুন।' একথা বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজকে ছেড়ে দেন। মুআজ অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মদীনার দিকে তাকিয়ে বলেন, মুত্তাকীরাই (খোদাভীরু) আমার নিকটতম মানুষ, তা তারা যে কেউ হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন।[৩১]

হযরত মুআজ ইয়ামনে মাত্র দুই বছর ছিলেন। হিজরি নবম সনে আমীরের দায়িত্ব নিয়ে ইয়ামনে যান এবং হিজরি একাদশ সনে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় মদীনায় ফিরে আসেন।

হযরত মুআজ ইয়ামন যাওয়ার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন এবং হযরত আবু বকর (রাযি.) খলিফা হন। তিনি আমীরে হজের দায়িত্ব দিয়ে উমারকে মক্কায় পাঠালেন। এদিকে হযরত মুআজও হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছলেন। মিনায় দুইজনের সাক্ষাৎ হলো। মুআজের সাথে তাঁর অনেকগুলি দাস ও পণ্যসামগ্রী দেখে উমর জিজ্ঞেস করলেন, আবু আবদির রহমান, এসব কী? তিনি বললেন, এগুলো আমার। লোকেরা আমাকে হাদিয়া দিয়েছে।

উমর (রাযি.) বললেন, তুমি আবু বকরকে এসব কথা জানাবে এবং সবকিছুই তাঁর হাতে তুলে দেবে। যদি তিনি তোমাকে কিছু দান করেন, তুমি তা গ্রহণ করবে।

মুআজ (রাযি.) বললেন, মানুষ আমাকে দান করেছে, আর আমি তা আবু বকরের হাতে তুলে দেব কেন?

হযরত উমার (রাযি.) মদীনায় ফিরে খলিফাকে পরামর্শ দিলেন, মুআজের জীবন ধারণের মত কিছু অর্থ তাঁকে দিয়ে অবশিষ্ট সবকিছু বাইতুল মালে জমা করা হোক। আবু বকর জবাব দিলেন, তাঁকে আমীর নিয়োগ করেন খোদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে যদি নিজেই জমা দিতে ইচ্ছা করে এবং আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি গ্রহণ করবো। অন্যথায় এক কপর্দকও গ্রহণ করবো না। হযরত উমার খলিফার জবাব পেয়ে আবার মুআজের কাছে যান এবং পুনরায় তাঁকে জমা দেওয়ার তাকিদ দেন। এবার মুআজ বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনে শুধু এই জন্য পাঠান যে, আমি যেন সেখানে থেকে নিজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারি। আমি কিছুই দেব না। হযরত উমার নীরবে উঠে চলে আসলেন। তবে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

হযরত মুআজ তো উমারকে ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য সাহায্যে তিনি উমারের সাথে একমত পোষণ করেন। মুআজ রাতে ঘুমিয়ে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে সোজা উমারের নিকট গিয়ে বললেন, আপনার কথা মানা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর আপনি আমাকে টেনে ধরে রেখেছেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে মুআজ পানিতে ডুবে যাচ্ছেন এবং উমার তাঁকে উদ্ধার করছেন। তারপর মুআজ সকল দাস-দাসী সংগে করে খলিফা আবু বকরের নিকট হাজির হন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনার পর বলেন, আমার কাছে যা কিছু আছে সবই এনে হাজির করছি।

---

[৩১]. (হায়াতুস সাহাবা- ২/৩৩৬)

https://e-ilm.weebly.com/

আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, সবই তোমাকে হিবা বা দান করলাম। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আশা করা যায় আল্লাহ তোমার ক্ষতি পুরণ করে দেবেন।' অন্য একটি বর্ণনা মতে আবু বকর তাঁর নিকট থেকে কিছু সম্পদ গ্রহণ করে তাঁর অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করেন এবং বাকী সম্পদ সবই তাঁকে দান করেন। হযরত উমার তখন মুআজকে লক্ষ্য করে বলেন, এখন সবই তোমার কাছে রাখ। এখন তুমি অনুমতিপ্রাপ্ত।

হযরত রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআজকে ইয়ামনে পাঠান তখন তাঁকে একটি লিখিত নির্দেশনামা দান করেন। তাতে গনীমাত, খুমুস, সাদাকাত, জিযিয়াসহ বিভিন্ন বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হযরত মুআজ সব সময় তারই আলোকে কাজ করতেন।

হযরত মুআজ ছিলেন জীবনের প্রথম থেকে অতি বুদ্ধিমান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর তিনি তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ফায়েজে নববীর বরকতে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ আদর্শের রূপ লাভ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এত মুহাব্বত করতেন যে, অধিকাংশ সময় তাঁকে নিজের বাহনের পিছনে বসার সুযোগ দিয়ে নানা রকম ইলম ও মা'রেফাত শিক্ষা দিতেন।

হযরত মুআজের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহের এত আধিক্য ছিল যে, তিনি নিজে কোন প্রশ্ন না করলে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তুমি একাকী পেয়েও আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?

এভাবে হযরত মুআজ সর্বদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ ও আদর লাভে ধন্য হয়েছেন। উঠতে বসতে সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফতকালেই মজলিসে শূরা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণরূপ লাভ করে। তবে প্রথম খলিফার যুগেই তার একটি কাঠামো তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রাযি.) খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন তাঁদের মধ্যে মুআজও ছিলেন। হযরত উমারের (রাযি.) খিলাফতকালে যখন মজলিসে শূরার নিয়মিত অধিবেশন বসতো তখনও মুআজ সদস্য ছিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে হযরত মুআজের মধ্যে বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর মধ্যে দেখা দেয় বহুবিধা যোগ্যতা। তিনি হন একাধারে শরী'য়াতের মুফতী, মজলিসে শূরার সদস্য, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক, প্রদেশের ওয়ালী, দূত, সাহসী সেনাপতি, বিজয়ী যোদ্ধা ও যাকাত উসূলকারী ইত্যাদি।

হিজরি ১৫ সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়। খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও তাঁকে 'মায়মানা'-র দায়িত্ব দেওয়া হয়। শত্রুপক্ষের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে মুসলমানদের 'মায়মানা' মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হযরত মুআজ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও স্থির চিত্ততার পরিচয় দেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে হুংকার দিয়ে বলেন, আমি পায়ে হেঁটে লড়বো। কোন সাহসী বীর যদি ঘোড়ার হক আদায় করতে পারে, সে এই ঘোড়া নিতে পারে। রণক্ষেত্রে তাঁর পুত্রও ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, আমিই এ ঘোড়ার হক আদায় করবো। তারপর বাপ-বেটা দু'জন রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যান এবং এমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন যে, বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনী আবার দৃঢ় অবস্থান ফিরে পায়।

হযরত মুআজ ৩৮ বছর বয়সে মারা যান। আল-মাদায়িনী, ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি। তবে বিশ্বস্ত বর্ণনা সমূহে জানা যায় তাঁর এক পুত্র, মতান্তরে দুই পুত্র ছিল। তাদের একজনের নাম আবদুর রহমান এবং অন্যজনের নাম জানা যায় না। এই আবদুর রহমান ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হিজরি ১৮ সনে 'আমওয়াসের' মহামারিতে পিতার আগে মারা যান।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে হযরত মুআজ ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, সাহাবাদের মধ্যে যে চারজনের নিকট থেকে কুরআন গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, মুআজ তাঁদের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবন উমার থেকেও এ ধরণের একটি বর্ণনা আছে।

হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগ থেকে আমরণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য সব সময় মদীনা থেকে দূরে ছিলেন। এ কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতা তিনি চালু রাখেন। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায়ও এ মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রাযি.) ও আরও কিছু লোক তাঁর পাশে ছিলেন। অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, আমি এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা আজ পর্যন্ত এই জন্য গোপন রেখেছিলাম যে তা শুনলে মানুষ হয়তো আমল ছেড়ে দিবে। তারপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত মুআজের নামটি তৃতীয় তবকায় গণনা করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৫৭ টি। তার মধ্যে দুইটি মুত্তাফাক আলাইহি, তিনটি বুখারী ও একটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

কুরআন-হাদিস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মুআজ (রাযি.)-এর জ্ঞান প্রবাদতুল্য। প্রশ্ন হতে পারে এই বিশাল জ্ঞান তিনি কিভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে বলা যায় তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে তিনি এ যোগ্যতা অর্জন করেন। তাছাড়া এমন প্রতিভাবান ছাত্রের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দানও এর কারণ। হযরত মুআজ অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশেপাশে হাজির থাকতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি মজলিস ছিল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এক একটি বৈঠক। তিনি সব সময় এই মজলিসের সুযোগ গ্রহণ করতেন।

জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করে তিনি ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুআল্লিমের আসনে সমাসীন হন। রাসূলে কারীমের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনেই তিনি শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। হিজরি অষ্টম সনে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের ফিকাহ ও সুন্নাতের তা'লীম দানের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেখানে রেখে আসেন।

খলিফা উমারের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে লোকেরা তাঁর নিকট পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের জন্য আরজ করলো। তখন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তার মধ্যে এ কথাটিও বলেন যে, আজ মুআজ ইবন জাবাল বেঁচে থাকলে তাঁকেই খলিফা বানিয়ে যেতাম। আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমি এমন এক ব্যক্তিকে খলিফা বানিয়ে এসেছি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন মুআজ সব আলিমদের থেকে এক অথবা দুই তীর নিক্ষেপের দূরত্ব আগে থাকবে।

একবার খলিফা হযরত উমার (রাযি.) মুআজকে পাঠালেন বনু কিলাম গোত্রে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বণ্টনের জন্য। মুআজ সেখানে গিয়ে দায়িত্ব পালন করে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসলেন। যাওয়ার সময় হাতে করে যে জিনিসগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন ফেরার সময় শুধু সেইগুলিই হাতে করে ফিরলেন। স্ত্রী কাছে এসে বললেন, অন্যান্য শাসকরা ঘরে ফেরার সময় তাঁদের পরিবারের লোকদের জন্য নানা রকম উপঢৌকন নিয়ে আসে, তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ? মুআজ বললেন, আমার সাথে সবসময় একজন পাহারাদার ছিলেন। তিনি সতর্কভাবে আমাকে পাহারা দিয়েছেন। স্ত্রী বললেন, তুমি ছিলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযি.)-এর পরম বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আর উমর কিনা তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছে?

স্বামী-স্ত্রীর এ আলোচনা উমারের (রাযি.) মেয়ে মহলের মাধ্যমে তাঁর কানে গেল। তিনি মুআজকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছি? মুআজ বললেন, না, আপনি তা করবেন

https://e-ilm.weebly.com/

কেন? তবে আমার স্ত্রীকে বুঝ দেওয়ার জন্য এমন কথা না বলে উপায় ছিলনা। উমার একটু হেসে দিলেন। তারপর মুআজের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বলেন, যাও, এইগুলি দিয়ে তোমার স্ত্রীকে খুশী কর।[৩২]

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল একারণে তাঁর সকল বিষয়-সম্পত্তি একবার নিলামে উঠে বিক্রি হয়েছিল। তাঁর এই দানশীলতায় ইসলামের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

খলিফা উমার (রাযি.) একদিন সংগীদের বললেন, তোমরা কে কি নেক আশা কর। একজন বললো, আমার বাসনা হলো, আমি যদি এই ঘর ভর্তি দিরহাম পেতাম এবং সবই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে পারতাম। আরেকজন বললো, আমি যদি এই ঘর ভর্তি সোনাদানা পেতাম এবং আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। এভাবে একেক জন একেক রকম সৎ বাসনা প্রকাশ করলো। সবশেষে উমার (রাযি.) বললেন, আমার বাসনা কি জান? আমি যদি এই ঘর ভর্তি পরিমাণ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মুআজ ইবন জাবাল ও হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামানের মত লোক পেতাম এবং তাদের সকলকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগাতে পারতাম।

ওফাত ও দাফন

হযরত মুআজের মৃত্যুসন এবং মৃত্যুর সময় বয়স সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরি ১৮ অথবা ১৯ সনে ৩৮ বছর বয়সে বাইতুল মাকদাস ও দিমাশকের মধ্যবর্তী এবং জর্দান নদীর তীরবর্তী 'বীনা' নামক স্থানে মারা যান। এরই নিকটবর্তী একটি স্থান যেখান থেকে আল্লাহ তাআলা হযরত 'ঈসাকে আ. আসমানে উঠিয়ে নেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাযি.) বায়তুল্লাহর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শন করতেন। তিনি বলেন- ما بصقت عن يميني منذ أسلمت 'ইসলাম গ্রহণের পর আমি কোনোদিন ডানদিকে থুথু নিক্ষেপ করিনি।'

بَاب تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

পরিচ্ছেদ [৪৫১] : ইমাম সাহেব কিয়াম হালকা করা এবং রুকু, সিজদা পূর্ণ করা সম্পকে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭৪] : হযরত আবু মাসউদ (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাআতে হাযির হই না। কারণ, সে নামাযকে দীর্ঘায়িত করে। বর্ণনাকারী বলেন, সেই দিনের বক্তৃতায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যত রাগান্বিত দেখেছি, তার চাইতে বেশি অন্য কোনদিন দেখিনি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের অনেকেই আছো, যারা নামায ও অন্যান্য ইবাদতের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছো। সুতরাং যে কেউ-ই লোকজন নিয়ে নামায আদায় করবে (ইমামতি করবে) সে যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কারণ জামাআতে দুর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকও থাকে।

---

৩২. সুওয়ারুম মিন্ হায়াতিস সাহাবা : ৭/১৩১-১৩২

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْكُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯, ৯৭, ৯৮, ৯০২, ১০৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাদীসের শব্দ فَلْيُخَفِّفْ-এর তাফসীর করা। تجوز [সংক্ষিপ্ত করা]-এর সম্পর্ক হলো- কেরাত ও দোয়া ইত্যাদির সাথে। অর্থাৎ কেরাত সংক্ষিপ্ত করা। কিন্তু রুকু-সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করা চাই, তা যেন মাসনূন ও মুস্তাহাব থেকে কম না হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: হাদীসের শব্দটি হলো ব্যাপক। তাহলে ইমাম বুখারী (রহ.) কেন তাকে কিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করলেন? এবং রুকু-সিজদা পূর্ণ করার হুকুম কেন দিলেন?

জবাব: আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন- واتمام الركوع والسجود-এর যে ওয়াওটি রয়েছে তা مع-এর অর্থে হবে। তখন অর্থ হবে সংক্ষিপ্তকরণ কিয়ামে হবে রুকু-সিজদা পূর্ণকরণসহ। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত তো হবেই, কিন্তু রুকন ও ওয়াজিবসমূহ পূর্ণ করা হবে।

২. কিয়ামে সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ এ জন্য যে, কিয়াম দর্ঘ করলে কষ্ট অধিক হয়। হাদীসেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযে দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকজন থাকে।

بَاب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

পরিচ্ছেদ [৪৫২] : যদি কেউ একাকী নামায পড়ে তাহলে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭৫] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন ইমামতি করবে, তখন যেন সে স্বল্প কিরাত পড়ে। কারণ জামাআতে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। কিন্তু তোমরা কেউ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কিরাত দীর্ঘ করতে পারো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। অর্থাৎ নামায সংক্ষিপ্তকরণের বিষয়টি মুক্তাদিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি একাকী নামায পড়ে তাহলে নিজের অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে। সেক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

পরিচ্ছেদ [৪৫৩] : নামায দীর্ঘকারী ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ

আবু উসাইদ বলেন, বেটা! তুমি আমাদের নামায দীর্ঘ করে দিয়েছো

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭৬] : হযরত আবু মাসউদ (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ফজরের নামাযে (জামাআতে) আসি না। কারণ, অমুক ব্যক্তি (ইমাম) নামায অনেক দীর্ঘ করে থাকে। (এ কথা শুনে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন এত বেশি রাগান্বিত হলেন যে, ভাষণ দানের সময় আমি তাঁকে এতটা রাগান্বিত হতে কোনদিন দেখিনি। তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা (দ্বীনের প্রতি) মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। সুতরাং তোমাদের কেউ লোকজনের নামাযে ইমামতি করলে তার নামায সংক্ষিপ্ত করতে হবে। কারণ, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও জরুরি প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকেরাও নামায আদায় করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯, ৯৭, ৯৮, ৯০২, ১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ * قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ * قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭৭] : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি দুটি উটের পিঠে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো। তখন রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিলো। এই সময় সে মুআযকে নামাযরত দেখতে পেয়ে উট দুটি বসিয়ে মুআযের সাথে নামাযে শামিল হলো। তিনি নামাযে সূরা বাকারাহ অথবা নিসা পাঠ করতে থাকলে লোকটি (বিরক্ত হয়ে নামায ছেড়ে) চলে গেলো। পরে সে জানতে পারলো, তার

https://e-ilm.weebly.com/

এ কাজে মুআয দুঃখিত হয়েছে। সুতরাং সে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে মুআযের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিনবার বললেন, হে মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী (হিসেবে গণ্য হতে চাও)? তুমি সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ওয়াশশামসি ও দুহাহা বা ওয়াল লাইলে ইযা ইয়াগশা-এর মত সূরা পাঠ করে নামায আদায় করলে কতই না উত্তম হত। কারণ তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও (জরুরি) প্রয়োজনে ব্যস্ত (সব রকমের) লোকই নামায আদায় করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৭, ৯৮, ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, ক্ষমতাসীন শাসকদের নিকট এ ধরনের অভিযোগ করা হারাম ও নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ এ ধরনের অভিযোগ করা জায়েয আছে।

২. কোনো কোনো ওলামাগণ হতে বর্ণিত আছে যে, সন্তান তার পিতার ইমামতি করা মাকরূহ। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মত খণ্ডন করার জন্য এ বাব কায়েম করেছেন।

بَاب الإِيجَازِ فِي الصَّلاَةِ وَإِكْمَالِهَا

পরিচ্ছেদ [৪৫৪] : নামায সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ করা

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا

হাদীসের অনুবাদ [৬৭৮] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সংক্ষিপ্ত করতেন, তবে পূর্ণাঙ্গ করে আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৮ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এটা বলতে চাচ্ছেন যে সমস্ত ইমাম বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত ও দুর্বল মুক্তাদিদের প্রতি দৃষ্টি না রেখে লম্বা লম্বা সূরা দ্বারা নামায পড়ায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। যেমন পূর্বের বাব দ্বারা তা জানা গেছে। এখন এ বাবে তিনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে, যারা এরকম করবে না তাদের বিরদ্ধে অভিযোগ করা যাবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত।

بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

পরিচ্ছেদ [৪৫৫] : বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে নামায হালকা করার বর্ণনা

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ

https://e-ilm.weebly.com/

فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ

হাদীসের অনুবাদ [৬৭৯] : হযরত আবু কাতাদাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায দীর্ঘ করে পড়ার সংকল্প করে আমি নামাযে দাঁড়াই। কিন্তু শিশুদের কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে সংক্ষিপ্ত করে নিই। কারণ নামায দীর্ঘ করে পড়তে গিয়ে তার (শিশুর) মায়ের কষ্টের কারণ হই, তা আমি পছন্দ করি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৮, ১২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮০] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ নামায আর কোনো ইমামের পিছনে আদায় করিনি। আর যদি তিনি শিশুদের কান্না শুনতেন, তাহলে, তার মায়ের কষ্ট হবে এই আশংকায় নামায আরো সংক্ষিপ্ত করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৮ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮১] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি নামায আদায় করতে শুরু করি এবং তা দীর্ঘায়িত করতে চাই। কিন্তু শিশুদের কান্নার শব্দ শুনে তার মায়ের চরম দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ হবে ভেবে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي. -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ * وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮২] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি নামায আদায় করতে শুরু করি এবং তা দীর্ঘায়িত করতে চাই। কিন্তু শিশুদের কান্নার শব্দ শুনে তার মায়ের চরম দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ হবে ভেবে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي. -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: বুখারী (রহ.)-এর ব্যাখ্যাতা যাইন বিন মুনীর (রহ.) বলেন, পূর্বের বাবসমূহের মধ্যে যে সংক্ষিপ্তকরণের নির্দেশ ছিল তা নামাযে অংশগ্রহণকারী মুক্তাদিদের হক সম্পর্কিত ছিল। আর এ বাবে অতিরিক্ত এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, অ-মুক্তাদি (অর্থাৎ শিশু-র স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেও সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। যদিও তার উপকারিতা মুক্তাদির দিকেই প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর বক্তব্য দ্বারা এটাই বুঝে আসছে যে, তার মতও এটিই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করেছেন তারা নামাযে শরীক ছিল না। অর্থাৎ এ সংক্ষিপ্তকরণটি ছিল অ-মুক্তাদির জন্য।

শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, আমার মতে এ বাবের উদ্দেশ্য এটা নয়, যা ব্যাখ্যাতাগণ বর্ণনা করছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ শিশুদের মা-দের প্রতি লক্ষ্য করে নামায সংক্ষেপ করেছেন। যেমন হাদীসে আছে- مخافة ان تفتتن امه সুতরাং এখানে মুক্তাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, অ-মুক্তাদির প্রতি নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে চারটি রেওয়ায়েত র্বণনা করছেন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝে আসে, তা হলো নামাযের মাঝে সাময়িক প্রয়োজনের কারণে নামায হালকা করা জায়েয আছে।

কতক ওলামা বলেন, যেমনিভাবে নামাযের মধ্যে দুনিয়াবী কারণে নামায হালকা করা জায়েয আছে, তাহলে পরকালীন কারণে নামায দীর্ঘায়িত করাও জায়েয হবে। যদিও এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছ।

যার সারমর্ম হলো এই যে, ইমাম সাহেব রুকুতে আছেন, এমতাবস্থায় তিনি অনুভব করলেন যে, কোনো নামাযী আসছে। তাই তিনি রুকুর তাসবীহ তিনবারের পরিবর্তে পাঁচ, সাত বার পড়তে লাগলেন, যেন আগত মুসল্লী রুকুতে শরীক হয়ে যেতে পারে, তাহলে তিনি রাকাত পেয়ে যাবেন। এরকম দীর্ঘকরণ জায়েয আছে কি না? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত বিভিন্ন। যেমন-

১. শাফেয়ীদের নিকট এরকম করা মুস্তাহাব।

২. হানাফীদের নিকট এরকম করা মাকরূহ।বিশেষতঃ আগত মুসল্লী যদি কর্তৃত্বশীল,ক্ষমতাশালী বা সম্পদশালী কেউ হয়। পক্ষান্তরে যদি তিনি এমন কেউ না হন, এবং ইমাম সাহেব মোটেই জানেন না যে, লোকটি কে; বরং শুধুমাত্র এটা জানেন যে, তিনি একজন মুসল্লী- তাহলে তা জায়েয হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

উভয় সূরতের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ,ক্ষমতাশালী কেউ হলে তখন তার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, যা ইবাদতের ক্ষেত্রে জায়েয নেই। পক্ষান্তরে অন্য সূরতে সেরকম উদ্দেশ্য নয়; বরং সেখানে উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ইবাদতের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। যা নিঃসন্দেহে জায়েয; বরং উত্তম।

بَابٌ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

পরিচ্ছেদ [৪৫৬] : নিজে নামায পড়েছে, এরকম ব্যক্তি অন্যের ইমামতি করতে পারবে কি না?

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮৩] : হযরত জাবির (রাযি.) বলেছেন, মুআয আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করতেন এবং নিজের গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৭, ৯৮, ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: আল্লামা আইনী বলেন, শিরোনাম হলো যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ার পর অন্যদের ইমামতি করে তার হুকুম কি? ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ স্বভাব অনুযায়ী এর কোনো জবাব দেননি যে, এরকম করা জায়েয আছে না নেই? কারণ, এ মাসআলায় ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-والظاهر ان ميله الى جواز ذلك অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক ও মনোভাব এটা জায়েয হওয়ার দিকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইক্তেদা: এ বাবে আসল মাসআলা হলো নফল আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর ইক্তেদা করা সহীহ কি না? এটি একটি বিতর্কিত মাসআলা। ইমামগণের মতামত নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. ইমাম শাফেয়ী, দাউদে যাহেরী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক কওল অনুযায়ী নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর নামায সহীহ আছে।

২. ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রাযি.)-এর প্রসিদ্ধ কওল এবং অধিকাংশ তাবেয়ীগণের মত হলো নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর নামায সহীহ নয়।

শাফেয়ীগণের দলীল: শাফেয়ীগণের দলীল হলো বাবের হাদীস। তারা বলেন, হযরত মুয়ায (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ইশার নামায পড়তেন, এবং নিজ সম্প্রদায় বনু সালামার নিকট গিয়ে ঐ ইশার নামাযই পড়াতেন।

জবাব: এ হাদীস দ্বারা দলীলগ্রহণ করা দুরস্ত নয়। কারণ, হাদীসে শুধুমাত্র এতটুকু উল্লেখ আছে যে, মুআয (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন, এবং নিজের কওমের নিকট গিয়ে নামায পড়াতেন। এ হাদীসে এমন কিছু উল্লেখ নেই যে, হযরত মুআয রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://e-ilm.weebly.com/

ওয়াসাল্লামের পিছনে কোন নামায পড়তেন, এবং কি নিয়তে পড়তেন। এ ব্যাপারে অনেকগুলি সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন–

১. এ সম্ভাবনা য়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ফরজ পড়তেন।

২. এ সম্ভাবনাও র রয়েছে যে, তিনি নফলের নিয়তে নামায পড়তেন, অতঃপর কওমের নিকট গিয়ে ফরজ পড়িয়ে দিতেন। এর সম্ভাবনা-ই প্রবল। সুতরাং মূলনীতি হলো- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

৩. এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা তখনকার ঘটনা যখন এক ফরজ দু'বার পড়া হতো।

৪. আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি উভয় জায়গায় ফরজের নিয়ত করতেন, এবং এটা ছিল তার ইজতিহাদ, যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সত্যায়িত/প্রত্যায়িত হয়নি; বরং এর উল্টোটা প্রত্যায়িত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিষয়টি জানতে পারলেন যে, মুআয কওমের নিকট গিয়ে নামায পড়ায় এবং অনেক দীর্ঘ কেরাতে পড়ায়, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- يا معاذ إمّا ان تصلي معي وإمّا ان تخفف عن قومك হে মুআয হয়ত তুমি আমার সাথে নামায পড়, অথবা কওমকে সংক্ষিপ্ত নামায পড়াও। অর্থাৎ হে মুআয তুমি দুটি সূরতের যে কোনো একটি অবলম্বন কর। হয় তুমি আমার সাথে নামায পড়, অর্থাৎ কওমের ইমামতি ছেড়ে দাও, আর যদি কওমের ইমামতি করতেই হয় তাহলে আমার সাথে নামায পড়া বন্ধ করে দাও এবং ইমামতির আদব রক্ষা করে হালকা নামায পড়াও।

৫. বাবের হাদীসটি 'সালাতুল খাওফ' দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা, এটি উহুদ যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। আর সালাতুল খাওফ প্রচলিত হয়েছে ৭ হিজরিতে। সুতরাং এ সূরত যদি জায়েযই হতো যে, ফরজ পড়ার পরও ফরজ পড়া যায় তাহলে একই ইমাম উভয় জামাতের পূর্ণ নামায পড়িয়ে দিতেন। সালাতুল খওফের এ পদ্ধতি জারি করার প্রয়োজনই হতো না।

জুমহূরের দলীল:

১. যা الامام ضامن والمؤذن مؤتمن (আবু দাউদ, তিরমিযী) ইমাম জামিন কথাটির অর্থ হলো ইমাম মুক্তাদিদের নামাযকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। মূলনীতি হলো দুর্বল শক্তিশালীর জামিন হতে পারে না, নিম্নমানের জিনিসের মধ্যে উচ্চমানের জিনিস অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীতটি হতে পারে। অর্থাৎ শক্তিশালীর মধ্যে দুর্বলটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর একথা স্পষ্ট যে, ফরজ নামায হলো শক্তিশালী, তাই ফরজের মধ্যে নফল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

তাছাড়া ضمن বা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সমতা ও সাদৃশ্য হওয়া জরুরি; বৈপরিত্য হলে ضمن সহীহ হবে না। এ কারণেই এক ওয়াক্তের ফরজ আদায়কারীর পিছনে অন্য ওয়াক্তের ফরজ আদায়কারীর ইক্তেদা সহীহ নয়। উদাহরণতঃ আসরের নামায আদায়কারীর পিছনে জোহরের নামাযের কাযা বা গতকালের আসরেরই কাযা আদায়কারী ইক্তেদা করতে পারবে না।

২. জুমহূরের দ্বিতীয় দলীল: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- انما جعل الامام ليؤتم

ে ইমামকে ইমাম বানানো হয়েছে তার ইক্তেদা করার জন্য। সুতরাং ইমাম ও মুক্তাদির নিয়ত যদি ভিন্ন হয় তাহলে ইক্তেদা হলো না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

পরিচ্ছেদ [৪৫৭] : ঐ ব্যক্তির বর্ণনা যে লোকদেরকে ইমামের তাকবীর শুনিয়ে দেয়

(অর্থাৎ) যদি কোথাও মুসল্লীর সংখ্যা অনেক হয়ওয়ার কারণে বা ইমামের আওয়াজ কম হওয়ার কারণে ইমামের তাকবীর মুক্তাদি পর্যন্ত না পৌছার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে কোনো মুক্তাদিকে মুকাব্বির নিযুক্ত করে দেওয়া, যেন সে বড় আওয়াজে ইমামের তাকবীর সকলকে শুনিয়ে দেয়, তাহলে এ ধরনের করা জায়েয আছে।)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ * تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮৪] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, যে রোগে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, সেই রোগে তিনি আক্রান্ত হলে (এক সময়) বিলাল তাঁকে নামাযের (সময় হয়েছে এই) কথা অবহিত করতে গেলে তিনি বললেন, আবু বকরকে বলো লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করতে। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আবু বকর নম্র স্বভাবের অধিকারী। আপনার পরিবর্তে আপনার জায়গায় নামায আদায় করতে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং সেজন্য কুরআন পড়তে সক্ষম হবেন না। (এ কথা শুনে) তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে নামায আদায় করতে নির্দেশ দাও। আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি আবারো আগের মত বললাম। তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার বললেন। তোমরা দেখছি ইউসূফের সময়কার সেই মেয়েদের মত। আবু বকরকে বলো, সে ইমাম হয়ে নামায আদায় করুক। সুতরাং আবু বকর নামায আরম্ভ করলে তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন। তাঁর পা দু'টি মাটিতে হিঁচড়ে যাচ্ছে তা যেন আমি এ মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছি। আবু বকর তাঁকে দেখে পিছু সরতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ইশারায় নামায আদায় করতে আদেশ করলেন। সুতরাং আবু বকর কিছুটা পিছনে সরে এলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশে বসে পড়লেন। আর আবু বকর লোকজনকে তাকবীর শুনিয়ে যেতে থাকলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯১, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি মুক্তাদির সংখ্যা অনেক হয়, বা ইমামের আওয়াজ ছোট হওয়ার কারণে মুক্তাদিদের পর্যন্ত আওয়াজ না পৌছার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ইমামের তাকবীরসমূহ মুক্তাদিদেরকে শুনানোর জন্য যদি একজন মুকাব্বির নিযুক্ত করা হয় তাহলে তা জায়েয হবে। সে উঁচু আওয়াজে তাকবীরসমূহ মুক্তাদিদেরকে শুনিয়ে দিবে। যদি মুকাব্বির একজনে যথেষ্ট না হয় তাহলে প্রয়োজনে একাধিক মুকাব্বির নিযুক্ত করাও জায়েয হবে। যেমন আবু

https://e-ilm.weebly.com/

বকর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ মুক্তাদিদের পর্যন্ত পৌছানোর জন্য উচ্চস্বরে তাকবীর বলতেন।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটি ইতোপূর্বে কয়েকবার অতিবাহিত হয়েছে, এর ব্যাখ্যার জন্য بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ বাবটি দ্রষ্টব্য।

بَابُ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

পরিচ্ছেদ [৪৫৮] : এক ব্যক্তি ইমামের ইক্তেদা করবে, এবং সকল মুক্তাদি ঐ লোকটির ইক্তেদা করবে।

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন তোমরা আমার ইক্তেদা কর, তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদের ইক্তেদা করবে।

মতপার্থক্যের ফলাফল: উদাহরণতঃ একজন লোক জামাতে এমন সময় অংশগ্রহণ করল যখন ইমাম সাহেব রুকু হতে মাথা উত্তোলন করে ফেলেছেন; কিন্তু মুক্তাদিরা তখনও মাথা উত্তোলন করেনি। তাহলে এ নতুন অংশগ্রহণকারী লোকটি যদি তার সামনের লোকদের রুকু পেয়ে থাকে, তাহলে সে ইমামের রুকু পেয়েছে এবং সে উক্ত রাকাত পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।

পক্ষান্তরে জুমহূরের নিকট তার ঐ রাকাত ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ ইমামকে যদি রুকুতে পাওয়া যায় তাহলেই কেবল রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে; মুক্তাদিদেরকে রাকাতে পেলে রাকাত পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮৫] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগ বৃদ্ধি পেলে (নামাযের সময়) বিলাল তাঁকে নামায সম্পর্কে অবহিত করতে এলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকরকে লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করার নির্দেশ দাও (অর্থাৎ ইমামতি করতে বলো)। (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর অত্যন্ত দয়াদ্র হৃদয় ও নম্র স্বভাবের অধিকারী। (নামায আদায় করতে) আপনার পরিবর্তে তিনি দাঁড়ালে

https://e-ilm.weebly.com/

লোকজনের শ্রবণ উপযোগী করে কিরায়াত পড়তে পারবেন না। তাই এ আদেশ ওমরকে করলে ভাল হয়। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, লোকজনকে নিয়ে আবু বকরকে নামায আদায় করতে বলো। (আয়েশা বর্ণনা করেন) আমি হাফসাকে বললাম, তাঁকে বলো, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি আপনার স্থলে (নামায পড়াতে) দাঁড়ালে লোকজনের শোনার মত কিরায়াত করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ওমরকে এ আদেশ করলে খুব ভাল হয়। (সুতরাং হাফসা তাই বললো।) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দেখছি ইউসূফকে পরিবেষ্টনকারিণীদের (নারীদের) মত। আবু বকরকে বলো, লোকজনকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করুক। এরপর তিনি (আবু বকর- নামায আরম্ভ করলে আল্লাহর রাসূল) নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে করলেন। সুতরাং দুজনের সাহায্য নিয়ে বের হলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর পা দুটি যেন মাটির উপর হিঁচড়ে যাচ্ছিল (দুর্বলভাবে মাটিতে পড়ছিল)। আবু বকর তাঁর (আগমনের) আভাস পেয়েই সরতে উদ্যত হলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারা করে সেখানেই থাকতে বললেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে আবু বকরের বাম পাশে বসলেন। আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকলেন আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামায আদায় করতে থাকলেন, আর আবু বকর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নামাযের) অনুসরণ করলেন এবং লোকেরা আবু বকরের (নামাযের) অনুসরণ করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯১, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) মাসরূক ও শা'বী (রহ.)-এর সমর্থন করেছেন। ইমাম শা'বী ও মাসরূক (রহ.) বলেন, যদি নামাযের কোনো জামাতে কয়েকটি কাতার হয় তাহলে প্রথম কাতারের লোকেরা ইমামের ইক্তেদা করবে, এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা প্রথম কাতারের ইক্তেদা করবে, তেমনিভাবে তৃতীয় কাতারের লোকদের ইমাম হলো দ্বিতীয় কাতারের লোকজন। وهلم جرا

আল্লামা আইনী (রহ.)ও প্রায় একই কথা লিখেছেন। তিনি লিখেন- استدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض وهو مختار الطبري ايضا ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো শা'বী প্রমুখের সমর্থন করা।

তবে ইমামচতুষ্টয় ও জুমহূর এর নিকট এ সূরত জায়েয নেই। বরং ইমামই পূর্ণ জামাতের ইমাম। এবং ইমাম কেবলমাত্র একজনই হতে পারবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ: জুমহূরের নিকট এ রেওয়ায়েতের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো এই যে, তোমরা আমার অনুসরণ কর, অর্থাৎ আমার থেকে পদ্ধতি, তরীকা শিখে নাও, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদের অনুসরণ করবে। কেননা, আমি তো চিরদিন থাকব না যে, সকল কিছু আমার থেকে জিজ্ঞেস করে যেনে নিবে। তাই তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে আমার নিয়ম-কানুন শিখে-বুঝে নাও, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদের অনুসরণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

পরিচ্ছেদ [৪৫৯] : ইমামের যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে সে কি মুক্তাদিদের কথা অনুযায়ী আমল করতে পারবে?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮৬] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, এক সময়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে) দুই রাকাআত মাত্র পড়ে নামায শেষ করলে যুল ইয়াদাইন নামক এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায (এভাবে) সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন? (উপস্থিত অন্যদেরকে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি ঠিক বলছে? লোকেরা সবাই বলল, হ্যাঁ, সে ঠিকই বলছে। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্য দুই রাকাআত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে স্বাভাবিকভাবে সিজদায় গেলেন অথবা তার কিছু বেশি সময় সিজদায় ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৯, ৯৯, ১৬৩, ১৬৪, ৮৯৪, ১০৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ : এ মাসআলায় ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে–

এ ব্যাপারে তো সকলেই একমত যে, যদি ইমামের এখনি থাকে যে, সে নামায পূর্ণ আদায় করেছে, তাহলে সে তার একিন অনুযায়ী আমল করবে। কিন্তু যদি তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন-

১. ইমাম শাফেয়ীর মতে ইমামের যতক্ষণ পর্যন্ত একিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জন্য মুক্তাদির কথা মানা জায়েয হবে না।

২. ইমাম আহমদ ও মালেক (রহ.) বলেন, যদি ইমামের সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি লোকমা দিলে মুক্তাদির কথা অনুযায়ী আমল করতে হবে।

৩. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যদি একজন মুক্তাদি লোকমা দেয় তাহলে ইমাম তার একিনের উপর আমল করবে, আর যদি দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোক লোকমা দেয় তাহলে তাদের কথা অনুযায়ী আমল করতে হবে।

৪. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, যদি ইমামের সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মুক্তাদিদের কথা অনুযায়ী আমল করতে হবে, মুক্তাদি একজন হলেও।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নামাযে ইমাম যদি ভুল করে বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মুক্তাদির কথার উপর ভরসা করা বা তাদের কথা মানা জায়েয আছে।

বিঃ দ্রঃ এ হাদীসটি বুখারী ১৬৩-১৬৪ পষ্ঠায় আসছে, সেখানে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। হযরত যুল ইয়াদাইনের আসল নাম হলো খিরবাক, তাকে যুল ইয়াদাইন বলার কারণ হলো তার হাত স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা লম্বা ছিল।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮৭] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, (এক সময়ে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায দুরাকআত পড়লে তাঁকে বলা হল, আপনি দুই রাকাআত মাত্র পড়েছেন। তখন তিনি আরো দুই রাকাআত পড়লেন এবং সালাম ফিরিয়ে দু'বার সিজদা (সুহু) করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেননি। বরং هل দ্বারা প্রশ্ন উথাপন করে রেখে দিয়েছেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন যে, এটা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর চিরাচরিত নিয়ম যে, তিনি কোনো মতভেদপূর্ণ মাসআলায় সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য করেন না; বরং মতভেদের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য هل দ্বারা শিরোনাম কায়েম করেন।

২. মূলতঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো শাফেয়ীগণের মতকে খণ্ডন করা। কারণ, তারা বলেন যে, মুক্তাদির কথার উপর নির্ভর করা যাবে না, যতক্ষণ না ইমামের নিজের একিন হবে।

بَابٌ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৬০] : ইমাম যদি নামাযে কান্না করে (তাহলে কি হুকুম?)

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ}

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন, আমি ওমর (রাযি.)-এর কান্নার আওয়াজ শুনেছি, অথচ আমি ছিলাম পিছনের কাতারে। তখন তিনি পড়ছিলেন- إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ [আমি আমার দুঃখ, বিষণ্ণতা ও পেরেশানীর অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর নিকট করছি]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ

https://e-ilm.weebly.com/

قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

হাদীসের অনুবাদ [৬৮৮] : উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত হওয়ার (যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন) পর বলেছিলেন আবু বকরকে লোকজনের নামায আদায়ের আদেশ দাও। আয়েশা বর্ণনা করেন, (এ কথা শুনে) আমি তাঁকে বললাম, আপনার স্থলে আবু বকর নামায পড়াতে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবে এবং এ জন্য লোকজনের শ্রবণ উপযোগী করে কিরায়াত করতে পারবে না। সুতরাং লোকজনের নামায পড়ানোর জন্য ওমরকে আদেশ করুন। (এ কথা শোনার পরও) তিনি বললেন, আবু বকরকে আদেশ করো, সে লোকজনের সাথে নামায আদায় করুক। আয়েশা বলেন, এই সময়ে আমি হাফসাকে বললাম। তাঁকে বলো, আবু বকর আপনার স্থলে নামাযে ইমামতি করতে দাঁড়ালে কাঁদার কারণে লোকজনের শ্রবণের মত করে কিরাআত করতে পারবে না। তাই ওমরকে আদেশ করুন। তিনি লোকজনের নামায আদায় করাবেন। হাফসা তাই বললো। (এ কথা শুনে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দেখছি ইউসূফকে পরিবেষ্টনকারিণী নারীদের মত। আবু বকরকে বলো, লোকজনকে নামায পড়াতে। এ কথা শুনে হাফসা (অভিমানের সুরে) আয়েশাকে বললো, তোমার থেকে আমি কখনো কল্যাণ লাভ করিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৩, ৯৯-১০০, ৪৭৯, ১০৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো জওয়াব উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নামাযে কান্নার কারণে নামায বাতিল হবে না।

প্রবল সম্ভাবনা যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইমাম শাফেয়ীর মত খণ্ডন করা এবং জুমহূরের মাযহাব সমর্থন করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

নামাযে কান্নার বিধান:

১. ইমাম আজম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক (রহ.) বরেন, যদি নামাযের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে বা জাহান্নামের আলোচনার কারণে কান্না করে তাহলে তা জায়েয আছে। মাকরূহ হবে না, যদিও কান্নার সময় আওয়াজ হয়। তবে শারিরীক বা দুনিয়াবী বিপদাপদের কারণে কান্না আসলে যদি এমনভাবে কান্না করে যে, কোনো শব্দ বা বাক্য বের হয়ে যায়, তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি কান্নার আওয়াজ না হয়; বরং চক্ষু হতে অশ্রু নির্গত হয় তাহলে নামায ফাসেদ হবে না। এটি ইমাম আহমদেরও মাযহাব।

২. ইমাম শাফেয়ীর মতে যদি কান্না করতে গিয়ে দুটি হরফ বের হয়ে যায় (যেমন আহ্ ইত্যাদি) তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কান্নার কারণ আল্লাহর ভয়ে হোক বা অন্য কোনো কিছু।

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর আছরটি দলীলস্বরূপ পেশ করেছেন। এটি ফজরের নামাযের ঘটনা। আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন, ওমর (রাযি.) ফজরের নামায পড়ছিলেন, নামাযে তিনি সূরা ইউসুফ

https://e-ilm.weebly.com/

তিলাওয়াত করছিলেন। এক পর্যায়ে যখন তিনি إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ এ আয়াতে পৌছলেন, তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন, আমি শেষ কাতারে ছিলাম, সেখান থেকেও কান্নার আওয়াজ শুনছিলাম। একথা স্পষ্ট যে, ওমর (রাযি.) শারিরীকি কষ্ট বা দুনিয়াবী কোনো বিপদের কারণে কান্না করেননি; বরং আল্লাহর ভয়ে বা ইয়াকুব (আ.)-এর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে কঠিন পরীক্ষার কথা মনে করে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার কান্না এসে গিয়েছিল।

বুঝা গেল যে, নামাযে কান্না করার কারণে নামায ফাসেদ হবে না।

হাদীস দ্বারা দলীলঃ আবু বকর (রাযি.) নরমদিল মানুষ, এবং তিনি অধিক পরিমাণ কান্নাকারী লোক তা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি আবু বকর (রাযি.)-কেই নামায পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। এবং তাঁকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেননি। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কান্নাকাটির কারণে নামায নষ্ট হয় না।

مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا : হযরত হাফসা (রাযি.)-এর কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মধুর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা। ঘটনাটি হলো এরূপ– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব (রাযি.)-এর ঘরে মধু পান করেছিলেন। এদিকে আয়েশা ও হাফসা (রাযি.)-এর ঘরে বিলম্বে পৌছতে লাগলেন। তখন আয়েশা (রাযি.) হাফসা (রাযি.)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমার নিকট আসবে তখন বলবে আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। হাফসা (রাযি.) ভয়ে ভয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বলে দিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিরস্কার অবতীর্ণ হয়েছিল। এবারও হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর শিখানো কথা বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিরস্কার শুনতে হলো। তাই তিনি আয়েশা (রাযি.)-কে বললেন, আমি কখনও তোমার থেকে ভালো কিছু পাইনি।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

পরিচ্ছেদ [৪৬১] : ইকামতের সময় ও পরে কাতার সোজা করার বর্ণনা

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৮৯] : হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (নামাযে) তোমরা কাতার সোজা করে নেবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০০ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ শিরোনামে عند الاقامة وبعدها-এর قيد উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাবের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এ কয়েদ নেই? প্রশ্ন হলো মুসান্নিফ (রহ.) এ কয়েদটি কেন উল্লেখ করলেন?

জবাব:

১. বাবের প্রথম হাদীসে আছে لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ এ বাক্যটি خبر কিন্তু انشاء তথা নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নির্দেশ করা হয়েছে যে, নামাযের জন্য কাতারসমূহ সোজা করতে হবে। আর বাবের দ্বিতীয় হাদীসে তো স্পষ্টভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুঝা গেল যে, কাতার সোজা করা খুবই জরুরি বিষয়। আর এ কাজটি ইকামত বলার সময় বা বলার পরপর করতে হয়, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ ব্যাপকতার কারণে عند الاقامة وبعدها বলে দিয়েছেন।

২. অথবা বলা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাবসুলভ এর দ্বারা ঐ হাদীসের অন্য সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত নুমান বিন বশীরেরই রেওয়ায়েতে আছে- فقام حتي كادان يكبر الخ অর্থাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, কাছাকাছি ছিল যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলবেন। (অর্থাৎ) ইকামত হচ্ছিল) এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে দেখলেন যার সিনা কাতারের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। তখন তিনি বললেন হে আল্লাহর বান্দা! কাতার সোজা করে নাও। তাছাড়া বাবের দ্বিতীয় হাদীস যা আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত তা এর পরের বাবে এ পৃষ্ঠাতেই আসছে- اقيمت الصلوة فاقبل الخ ইকামত হয়ে গিয়েছিল, তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করে বললেন- اقيموا صفوفكم তোমরা কাতারসমূহ সোজা করে নাও।

কাতার সোজার করার হুকুম: আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-

فيه الامر بتسوية الصفوف وهي من سنة الصلوة عند ابي حنيفة و الشافعي ومالك رحمهم الله وزعم ابن حزم انه فرض الخ

অর্থাৎ জুমহুর ফোকাহায়ে কেরামের মতে কাতার সোজা করা সুন্নত। শুধুমাত্র ইবনে হাযাম (রহ.) একে ফরজ বলেন। তিনি আরো বলেন কাতার সোজা না করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু এ মাযহাবটি হলো বিরল। - ওমদাতুল কারী

أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ : এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. এখানে وجوه দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তি। তখন অর্থ হবে তোমাদের মাঝে শত্রুতা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। পরস্পরের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে।

২. অথবা এটি হাকীকী ও যাহেরী অর্থাৎ মুখ উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা বিকৃতি করে দিবেন; মানুষের চেহারা গাধার চেহারায় পরিণত করে দিবেন।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي

হাদীসের অনুবাদ [৬৯০] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (নামাযে) কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াবে। আমি কিন্তু পিছনের দিকেও তোমাদেরকে দেখে থাকি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَقِيمُوا الصُّفُوفَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০০ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কাতার সোজা করার গুরুত্ব বর্ণনা করা। সুতরাং যখন নামাযের জন্য ইকামত বলা হবে তখন খুবই গুরুত্বের সাথে কাতার সোজা করে নিতে হবে। কেননা, ইকামতের قد قامت الصلوة পর্যন্ত পৌছার সময় বা ইকামতের পর সাথে সাথে ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করে দিতে হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি কাতার সোজা করতে ত্রুটি থেকে যায় প্রথমে কাতার সোজা করতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي : আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এক্ষেত্রে তাবীলের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এটি হাকীকী অর্থেই প্রয়োগ হবে। কারণ, এটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর মো'জেযা।

بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

পরিচ্ছেদ [৪৬২] : কাতার সোজা করার সময় ইমাম মানুষের দিকে মুখ করবে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

হাদীসের অনুবাদ [৬৯১] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, একবার নামাযে একামত দেয়া হলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা নামাযের কাতারগুলো ঠিক করে নাও এবং সারিবদ্ধ হয়ে মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে আমার পিছনেও দেখে থাকি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কাতার সোজার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। তাহলো এই যে, ইমামের উচিত তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় প্রথমে মুক্তাদিদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে যে, কাতার সোজা আছে কি না? কাতার সোজা করা ইমাম সাহেবের দায়িত্ব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَتَرَاصُّوا : শব্দটির অর্থ হলো تلاصقوا তোমরা একে অপরের সাথে মিলে যাও। শব্দটির মূলবর্ণ হলো رَصٌّ যার অর্থ হলো দুটি বস্তু একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে জুড়ে দেওয়া;সংযুক্ত করে দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب الصَّفِّ الْأَوَّلِ

পরিচ্ছেদ [৪৬৩] : নামাযে প্রথম কাতারের গুরুত্ব

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا

হাদীসের অনুবাদ [৬৯২] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানিতে ডুবে, পেটের রোগে, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে এবং ভূমি ধ্বসে বা চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তিরা সবাই শহীদ হিসেবে গণ্য। তিনি আরো বলেছেন, লোকেরা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে (সময় হওয়া মাত্রই) নামায আদায় করার কত মর্যাদা, তাহলে প্রতিযোগিতা করতো। তারা যদি জানতো ইশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করার মর্যাদা কত তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই জামাআতে হাজির হত। আর জামআতের প্রথম সারিতে নামায আদায় করার মর্যাদা সম্পর্কে যদি তারা জানতো তাহলে সেখানে দাড়ানোর জন্য লটারী করতে বাধ্য হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৬, ৯০, ১০০, ৩৭০, ৩৯৭, ৮৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো প্রথম কাতারের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করা। কিন্তু প্রথম কাতার দ্বারা কোনটি উদ্দেশ্য তা নির্ণয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

১. জুমহূরের মতে প্রথম কাতার হলো ঐটি যা ইমাম সাহেবের সর্বাধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ ইমাম সাহেবের পরের কাতার। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন- وهو الصحيح المختار وعليه المحققون

২. কতক ওলামা হযরাত (যেমন ইবনে আব্দুল বার) বলেন, প্রথম কাতার ঐ সমস্ত লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা নামাযের জন্য সর্বপ্রথম মসজিদের ভিতর প্রবেশ করেছে। যদিও তারা নামাযে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে নামায পড়ে।

ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহূরের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন। এবং ইবনে আব্দুল বার প্রমুখের মত খণ্ডন করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) দলীল দিচ্ছেনوَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا দ্বারা। কারণ, প্রথম কাতার দ্বারা যদি ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য হতো তাহলে লটারি করতে বলার উদ্দেশ্য কি?

জুমহূর বলেন মসজিদে প্রথমে আসার ছওয়াব অবশ্যই আছে-এটি ভিন্ন জিনিস, আর প্রথম কাতারের ছওয়াব ভিন্ন জিনিস।

بَاب إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৬৪] : কাতার সোজা করা নামাযের সৌন্দর্য

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ

https://e-ilm.weebly.com/

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৯৩] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিয়োগ করা হয়। সুতরাং তার সাথে বা তার ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ো না। সে রুকূ করলে রুকূ করো এবং সে (রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (অর্থাৎ কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বললে তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ (অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু সকল প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট) বলবে। আর ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাবে, সে বসে নামায আদায় করলে তোমরাও সবাই বসে নামায আদায় করবে। আর তোমরা নামাযের কাতার ঠিক করে নিবে, কারণ, কাতার ঠিক করে নেয়া নামাযের সৌন্দর্য্যের অন্তর্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ (اي من حسن تمام الصلوة)-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০০, ১০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৯৪] : হযরত আনাস (রাযি.)বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাযে কাতারগুলো সোজা করে নেবে। কারণ, কাতার সোজা করে নেয়া নামায সহীহ হবার অংশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনামে দু'ধরনের রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

১. إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

২. تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

ইমাম বুখারী (রহ.) যে এ রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা শিরোনাম কায়েম করেছেন তা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জ্ঞানের গভীরতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তা বলাই বাহুল্য। কেননা, তিনি দুটি রেওয়ায়েতের আলোকে তৃতীয় একটি শিরোনাম কায়েম করে উভয় রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন করে দিয়েছেন, এবং তিনি এর দ্বারা বলে দিলেন যে, حسن ও اقامة উভয়ই নামাযের জন্য পরিপূর্ণতা দানকারী।

প্রথম রেওয়ায়েত مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ দ্বারা বুঝা গেল যে, اقامة صف বা কাতার সোজা করা এটি নামাযের কোনো অংশ নয়- এর দ্বারা শুধুমাত্র নামাযের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, اقامة صف-এটি নামাযের অংশ।

ইমাম বুখারী (রহ.) من تمام الصلوة দ্বারা শিরোনাম কায়েম করে এ দ্বন্দ্বের অতি উত্তম সমাধান করেছেন, তা এভাবে যে, কাতার সোজা করা হলো নামাযের অংশ, কিন্তু তা হলো পরিপূর্ণ করণ মূলক অংশ, যার দ্বারা নামাযের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। এটা নামাযের এমন অংশ নয় যে, তা না হলে নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এটি তখন না তো প্রথম রেওয়ায়েতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

তবে জুমহূরের মতে যেহেতু কাতার সোজা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, অর্থাৎ ওয়াজিবের কাছাকাছি জিনিস, তাই সুন্নত তরক করার গুনাহ হবে, এবং নামাযে ক্ষতিও হবে। তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে হাযাম যে একে নামায ভঙ্গকারী বলেছেন তা দলীল ও জ্ঞান-বুদ্ধি সর্বাদিক থেকেই ভুল প্রমাণিত।

بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

পরিচ্ছেদ [৪৬৫] : যে কাতার পুরা না করে তার গুনাহ সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ بِهَذَا

হাদীসের অনুবাদ [৬৯৫] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) মদিনায় আগমন করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমাদের মধ্যকার কি কি কাজকে আপনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কাজের পরিপন্থি বলে মনে করেন? তিনি বললেন, তোমরা নামাযে কাতার ঠিক করো না এ কাজটি ব্যতীত আর কোনো পরিপন্থি কাজ আমি দেখছি না। উকবাহ ইবনে উবাইদ বুশাইর ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জিনিসটি নিয়েই আনাস মদিনায় আগমন করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ বাবে ইমাম বুখারী (রহ.) তার মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তার মতে কাতার সোজা করা ওয়াজিব। কেননা, আনাস (রাযি.)-এর অস্বীকৃতি দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) দলীলগ্রহণ করেছেন যে, আনাস (রাযি.)-এর অস্বীকৃতি ছিল গুনাহের কারণে।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা, এবং তিনি বলেছেন صلوا كما رأيتموني اصلي এ সমস্ত দলীল দ্বারা তিনি দলীলগ্রহণ করেছেন।

তাছাড় হযরত আনাস (রাযি.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওল বর্ণনা করেছেন- سَوُّوا صفوفكم এতে امر-এর সীগাহ রয়েছে, যা ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনামের اثم শব্দ গুনাহ উল্লেখপূর্বক শিরোনাম কায়েম করে নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, কাতার সোজা করা ওয়াজিব।

জুমহূর ইমামগণের মাযহাব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তা হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

পরিচ্ছেদ [৪৬৬] : নামাযের কাতারে কাঁধে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর বর্ণনা

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ

হযরত নোমান বিন বশীর বলেন, আমি আমাদেরই এক ব্যক্তিকে দেখেছি সে তার টাখনু সাথীর টাখনুর সাথে সাথে মিলিয়ে দিত

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৬৯৬] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের সময় তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নিবে। কারণ, আমি পিছনের দিকেও তোমাদের দেখে থাকি। (আনাস বলেন,) আমাদের প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কাতার সোজা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ :

الزاق المنكب و القدم দ্বারা কি উদ্দেশ্য? বর্তমান যুগের লা-মাযহাবীরা এ হাদীসের জাহেরের উপর আমল করে থাকেন। কিন্তু আসল কথা হলো অভিধানে الزاق শব্দটি الصاق অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং এ শব্দ দুটি কখনও হাকীকী অর্থে আবার কখনও হুকমী অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন مررت بزيد এখানে با টি الصاق-এর অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু এখানে হাকীকী الصاق কারো নিকটই উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বুঝা গেল الصاق কখনও مقاربت-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে الزاق অর্থ হলো এমন বরাবর ও নৈকট্য যে, মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা না থাকা। (এটি হলো অর্থগত الزاق যা এখানে উদ্দেশ্য)

বিষয়টিকে এভাবেও বুঝতে পারেন যে, জামাতে দু'জন এমন লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে যাদের একজন অতি লম্বা অপরজন অতি বেঁটে, তাহলে তাদের উভয়ের কাঁধে কাঁধ মিলানো কিভাবে সম্ভব? বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো কাতারের মধ্যে দু'জনের মধ্যবর্তী খালি জায়গা বন্ধ করা। - (ফযলুল বারী খ. ২. পৃ. ৪৭৮)

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ পরস্পরের কাঁধ এবং পায়ের গোড়ালি বরাবর হবে। মোটকথা, সকল নামাযী এক বরাবর এবং একই রেখায় দাড়াবে। যেন সকলের পা সমান হয়। কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে গোড়ালির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, আঙ্গুলের প্রতি নয়।

بَابِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

পরিচ্ছেদ [৪৬৭] : যদি কোনো ব্যক্তি (মুক্তাদি) ইমামের বাম দিকে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে পিছন দিক হতে ডান দিকে নিয়ে আসে তাহলে নামায পূরা হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

হাদীসের অনুবাদ [৬৯৭] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, একদিন রাতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করতে গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন দিক থেকে আমার মাথা (অর্থাৎ চুল) ধরে (ঘুরিয়ে নিয়ে) তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি নামায আদায় করে ঘুমালেন। পরে মুয়াযযীন এসে নামাযের সময় জানালে তিনি উঠে অযু ছাড়াই নামায আদায় করতে চলে গেলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২, ২৫, ৩০, ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৮-১১৯, ১৩৫, ১৫৯-১৬০, ৬৫৭, ৮৭৭, ৯১৮, ৯৩৪-৯৩৫, ১১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কাতার সোজা করার মাসআলা বর্ণনা করা। কারণ, কাতার সোজা করা জরুরি, তার পরিপন্থি করা গুনাহের কারণ।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, যদি কোনো জামাতে শুধুমাত্র একজন মুক্তাদি হয় তাহলে তার কাতার সোজা তখনই হবে যখন সে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। কিন্তু যদি মুক্তাদি অজ্ঞতাবশত বাম দিকে দাঁড়িয়ে যায় এবং ইমাম তাকে ডান দিক থেকে বাম দিকে নিয়ে আসে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। এমনিতেও যদি একাকী মুক্তাদি বাম দিকে দাঁড়িয়ে নামায সমাপ্ত করে নেয় তাহলেও তার নামায নষ্ট হবে না।

উল্লেখ্য যে, প্রায় এই একই শিরোনামের একটি বাব উপরে ৯৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। দীর্ঘ ১৯টি বাব পরে ১০০ পৃষ্ঠায় এসে তিনি সেই একই রকম আরেকটি শিরোনাম কায়েম করেছেন। উভয় শিরোনামের মধ্যে অর্থগত মিল রয়েছে; উভয়ের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দের পার্থক্য রয়েছে। সেখানে ৯৭ পৃষ্ঠায় خلفه বৃদ্ধি ছিল না। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো সেখানে لم تفسد صلوتهما ছিল, আর এখানে আছে تمت صلوته

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَأَخَذَ بِرَأْسِي : কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হাতে ধরে কোনো বর্ণনায় আছে কানে ধরে। কিন্তু এসব বর্ণনার পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। কারণ হতে পারে, তিনটিই ধরেছেন, প্রথমে মাথায়, পরে কানে, তারপর হাতে ধরেছেন। এবং এটা আমলে কালীল ছিল, তাই নামাযের কোনো ক্ষতি হয়নি।

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ : এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, মুক্তাদী একজন হলে সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। তবে দাঁড়ানোর পদ্ধতি কী হবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মাসলাক হলো এই যে, ইমাম মুক্তাদী উভয় সমান হয়ে দাঁড়াবে। আগে-পিছে দাঁড়াবে না। এটিই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মাসলাক হলো, মুক্তাদীর পায়ের আঙ্গুলসমূহ ইমামের পায়ের গোড়ালী বরাবর থাকবে। হানাফী ফকীহগণ বলেছেন। দলিলের বিচারে শায়খাইনের মতটি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আমল চলে আসছে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতানুসারে। এবং এ মতটি অধিক সতর্কতাপূর্ণও বটে। কেননা, মুক্তাদী, ইমামের বরাবর দাঁড়ালে অজান্তে কখনো ইমামের সামনে চলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মত গ্রহণ করা হলে এ সম্ভবনা থাকে না। এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদের মতানুসারেই ফতোয়া প্রদান করা হয়।

بَابُ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

পরিচ্ছেদ [৪৬৮] : মহিলা একজন হলেও সে কাতারের সমতূল্য

(অর্থাৎ) মহিলা যদি একজনও হয় তাহলে সে পুরুষের পিছনে দাঁড়াবে। সে একাই এক কাতারের হুকুমে হবে। সে একাকী হওয়ার কারণে পুরুষের বরাবর দাঁড়াবে না।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

হাদীসের অনুবাদ [৬৯৮] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আমাদের বাড়িতে আমি এবং একজন এতিম শিশু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করেছি। আর আমার মা উম্মে সুলাইম দাঁড়িয়েছেন আমাদের সবার পিছনে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৫, ১০১, ১১৯, ১২০, ১৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পুর্বের বাবে এটা বর্ণনা করা হয়েছিল যে, মুক্তাদি যদি একজন হয় তাহলে সে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। এমনকি যদি না জানার কারণে বাম দিকে দাঁড়ায় তাহলে ইমামের উচিত তাকে ডান দিকে নিয়ে আসা।

এখন এ বাবে ইমাম বুখারী (রহ.)এটা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, মহিলার হুকুম ভিন্ন। সুতরাং মুক্তাদী যদি মহিলা হয় তাহলে সে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। মহিলা একজন হোক বা একাধিক। সকলের হুকুম একই যে, তারা পুরুষের পিছনে দাড়াবে। মূলতঃ এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) لا صلوة لمنفرد خلف الصف থেকে মহিলাকে ব্যতিক্রম করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তিনি নিজের মতকে উম্মে সুলাইমের ঘটনা দ্বারা দলীলযুক্ত করেছেন। কেননা, আনাস (রাযি.) ও এতিম তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়েছিল, এবং হযরত উম্মে সুলাইম (রাযি.) দাঁড়িয়েছেন তাদের সকলের পিছনে, যদিও এখানে কোনো গায়রে মাহরামের বিষয় ছিল না।

তাছাড়া আল্লামা আইনী (রহ.) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর একটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন-اخِرُوهن من حيث اخَّرهنَّ الله

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন-

حديث انس حديث صحيح والعمل عليه عند اهل العلم قالوا اذا كان مع الامام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفها

بَاب مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ

পরিচ্ছেদ [৪৬৯] : মসজিদ ও ইমামের ডান দিকের ফযিলত

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي

হাদীসের অনুবাদ [৬৯৯] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, এক রাতে নামায আদায় করার জন্য আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার কাঁধ বা হাত ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করেছিলেন এবং হাত দ্বারা পিছনের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, তা হলো মসজিদ ও ইমামের ডান দিকের ফযিলত বর্ণনা করা। ইমাম ও মসজিদের ডান দিকের বাম দিকের তুলনায় বিশেষ ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে-

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان الله وملائكته يصلون علي ميامن الصفوف (ابن ماجه)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: হাদীস দ্বারা ইমামের ডান দিকের ফযিলত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে টেনে ডান দিকে নিয়ে এসেছিলেন। আর এ ঘটনাটি ছিল ঘরের, তাহলে মসজিদের ডান দিকের ফযিলত কিভাবে প্রমাণিত হলো?

জবাব-১। মুসল্লি যদি একজন হয় তাহলে ইমাম ও মুসজিদ দু'য়ের ডান একই, তো ইমাম বুখারী (রহ.) আবশ্যকরূপে ধরে নিয়েছেন যে, ইমামের মাইমানা উত্তম হলে মসজিদের মাইমানাও উত্তম হবে।

জবাব-২। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভ্যাস হলো এমন রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করা যা সহীহ; যদিও তা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী নয়। সুতরাং এ ধরনের হাদীস হলো হযরত বারা ইবনে আযেব

https://e-ilm.weebly.com/

كنا اذا صلينا خلف النبي (صلى الله عليه وسلم) احببنا ان نكون عن يمينه (اخرجه النسائي)-(রাযি.) বলেন অর্থাৎ যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়তাম, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম। বুঝা গেল সেটি মসজিদেরও ডান দিক।

প্রশ্ন : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হতে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

قيل للنبى صلى الله عليه وسلم ان مسيرة المسجد تعطلت فقال النبى صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الاجر (ابن ماجه صـ٧٢)

হাদীসে বাব তো বাহ্যিকভাবে এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এর সমাধান কি?

জবাব : ১। ইবনে মাজার হাদীসে লাইছ ইবনে আবু সুলাইম নামে একজন রাবী আছে। সে দুর্বল। তাই দু'টি বর্ণনা মুকাবিল হতে পারে না।

২। এ হুকুমটি ছিলো একটি সাময়ীক কারণে। তাই এ হাদীসটি দলিলযোগ্য নয়। বরং ইবনে মাজার এ হাদীসটি রদ করাই ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য।

بَابٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

পরিচ্ছেদ [৪৭০] : যদি ইমাম ও মুক্তাদিদের মাঝে প্রাচীর বা পর্দা আড়াল থাকে (তখন কি করণীয়?)

وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, এতে কোনো সমস্যা নেই যে, যদি তোমার ও ইমামের মাঝে (ছোট) নদী থাকে। আবু মিজলায বলেন, ইমামের ইক্তেদা করতে পারবে, যদিও ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে কোনো রাস্তা বা প্রাচীর আড়াল থাকে, যদি ইমামের তাকবীর শুনতে পায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ

হাদীসের অনুবাদ [৭০০] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কক্ষেই রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। কক্ষটির দেওয়াল নীচু থাকার কারণে (নামাযরত অবস্থায়) তাঁর শরীর দেখতে পেয়ে বেশ কিছু লোক তাঁর অনুসরণ করে নামায আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেল (এবং নামায আদায় করলো)। সকালে তারা এ নিয়ে অন্যদের সাথেও আলাপ করলো। দ্বিতীয় রাতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার নামাযে দাঁড়ালে (সে রাতেও) কিছু লোক তাঁর পিছনে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তারা দুই বা তিন রাত (পরপর) এমন করলে পরবর্তী সময়ে (রাতে) আল্লাহর

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় না করে বসে থাকলেন। (এবং এভাবে রাত কেটে গেল।) সকালে লোকেরা এ নিয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমি আশংকা বোধ করলাম, যে, (এমন করতে থাকলে) রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০১, ১২৬, ১৫২, ২৬৯, ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কোনো উক্তি করেননি। তবে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে, যদি ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে প্রাচীর, পর্দা বা ছোট নদী/নালা বা রাস্তা আড়াল থাকে তাহলে ইক্তেদা করা জায়েয হবে। তবে শর্ত হলো শুধুমাত্র এতটুকু যে, মুক্তাদিকে ইমামের উঠা-বসা সম্পর্কে জানতে হবে। এটিই হলো ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ইমাম মালেকের মাযহাবের সমর্থন করছেন।

হানাফীদের মতে যদি মুক্তাদি ইমামের ওঠা-বসা সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে আড়াল ইক্তেদার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়; তবে স্থানের বিভিন্নতা প্রতিবন্ধক হবে। এটিই হাম্বলীদেরও মাযহাব।

ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে যদি বড় নদী থাকে যাতে নৌকা চলাচল করে, তাহলে সকলের নিকটই তা ইক্তেদার জন্য প্রতিবন্ধক হবে।

আর যদি তাদের উভয়ের মাঝে রাস্তা থাকে এবং কাতারসমূহ পরস্পর মিলিত থাকে তাহলে ইক্তেদা সহীহ হবে; নতুবা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ : এ حجرة সম্পর্কে দুধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। ১. হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হুজরা। ২. ঐ হুজরা যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে চাটাই দ্বারা ঘিরে বানিয়ে নিতেন। এ দ্বিতীয় সূরতে অর্থাৎ মসজিদের হুজরা হলে তাতে কোনো প্রশ্ন জাগে না। কেননা, এখানে স্থান এক ও অভিন্ন। এবং এটিই সহীহ মনে হচ্ছে। কারণ, পরবর্তী বাবের হাদীসে বিষয়টির স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মসজিদে নববীতে একটি চাটাই ছিল, যাকে তিনি দিনে বিছাতেন, এবং রাতে হুজরা বানিয়ে নিতেন।

তাছাড়া বুখারী শরীফের কিতাবুল লিবাসে (পৃ. ৮৭১) হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে রেওয়ায়েত আছে–

ان النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يحتجر حصيرا بالليل

তেমনিভাবে কিতাবুত্তাহাজ্জুদে (পৃ. ১৫২) হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে–

ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات ليلة في المسجد صلي ذات ليلة في المسجد فصلي لصلوته ناس

আর এটা স্বীকৃত মূলনীতি যে, الحديث يفسر بعضه بعضا

আর যদি হুজরা দ্বারা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হুজরা উদ্দেশ্য হয় তখন প্রশ্ন অবশ্যই উত্থিত হবে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার হুজরায় নামায আদায় করেছেন আর লোকেরা বাহির হতে তাঁর ইক্তেদা করেছেন। এমতাবস্থায় এ জবাব দেওয়া যেতে পারে যে, এটা প্রয়োজনের কারণে ছিল, এবং কাতারসমূহ মিলিত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ :

প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন জাগে যে, এ আশঙ্কা কেন সৃষ্টি হলো, অথচ মি'রাজ রজনীতে নামায পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ করা হয়েছে, এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي এরপরও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা কেন করলেন?

জবাব: এর দুটি উত্তর হতে পারে। যথা-

১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো আমি তো মি'রাজ রজনীতে এর স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি যে, لا يبدل القول-এর অর্থ হলো ইলমে ইলাহীতে কোনো জিনিসের যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাতে কোনো প্রকার রদ-বদল হবে না। সুতরাং এখন যদি আল্লাহ তাআলার ইলমের সেই প্রচলিত ও সিদ্ধান্ত কৃত বিন্যাস অনুযায়ী কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়, তাহলে তা সেই প্রোগ্রাম ও ইলমে ইলাহী হিসেবে কোনো ধরনের পরিবর্তন নয়; বরং তা আমাদের হিসেবে পরিবর্তন হবে। সুতরাং তারাবীহ নামায যদি ফরজ হয় তখন তার উদ্দেশ্য হবে এই যে, ইলমে ইলাহীতে নামায সম্পর্কে সিদ্ধান্তকৃত নিয়মে এটাও ছিল যে, তারাবীহ নামাযও ফরজ করা হবে। এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী এখন তা ফরজ করা হয়েছে, সুতরাং তা ফরজ হওয়াটা لا يبدل-এর পরিপন্থি নয়। কারণ, ওহী নাযিল হওয়ার যুগে এটা ফরজ করার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল।

২. দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যা বলেছেন যে .... هي خمس তা ছিল দৈনন্দিনের নামাযের ব্যাপারে। সুতরাং যদি তারাবীহ নামায ফরজ হতো তাহলে তা স্থায়ী ও দৈনন্দিনের জন্য নয়; বরং তা শুধুমাত্র রমজানের জন্য।

وَقَالَ الْحَسَنُ : সর্বপ্রথম কথা হলো হাসান বসরী ও আবু মিজলায (রহ.) হলেন তাবেয়ী, তাদের কথা দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কেউ কেউ نهر-এর পরিবর্তে نُهَيْر (ছোট নহর) বা নালা বলেছেন, তাহলেও কোনো প্রশ্ন নেই।

بَاب صَلَاةِ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ [৪৭১] : রাতের নামায

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৭০১] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি চাটাই ছিল। দিনে সেটি তিনি বিছাতেন আর রাতে সেটা দিয়ে কামরা বানাতেন অর্থাৎ পর্দা হিসেবে ঝুলিয়ে আড়াল করতেন এবং সেখানে রাতের নামাযও (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। কিন্তু কিছু লোক তাঁর কাছে এসে পিছনে কাতারবন্দী হয়ে নামায আদায় করতে শুরু করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত (عمدة) فصفوا وراءه "لان صفهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلوة الليل -অংশের সাথে।

https://e-il...m.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০১, ১২৬, ১৫২, ২৬৯, ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৭০২] : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে একটি কামরা তৈরী করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বুসর ইবনে সাঈদ বলেন), মনে হয় সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলেছিলেন যে, কামরাটি ছিল চাটাই নির্মিত। এই কামরায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কয়েক রাত নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করেছিলেন। তখন তাঁর কিছু সাহাবাও তাঁর এই নামাযে তাঁকে অনুসরণ করতেন। তিনি তা জানতে পেরে (এক রাতে) বসে থাকলেন। সকালে তিনি তাদের কাছ বললেন, আমি তোমাদের কাজকর্ম অর্থাৎ নামাযের প্রতি আসক্তি দেখেছি ও তা অনুধাবন করেছি। হে লোকজন! তোমরা নিজ নিজ বাড়িতেই নামায আদায় করো। কারণ, ফরয নামায ছাড়া মানুষের নামাযের মধ্যে সবচাইতে ভাল নামায হচ্ছে তা, যা তার বাড়িতে আদায় করা হয়।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فيصلى فيها ليالى الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০১, ৯০৩, ১০৮২-১০৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লামা আইনী (রহ) বলেন, এ পরিচ্ছেদটি কেবল مستملى নুসখায় পাওয়া যায়। আর অন্যান্য নুসখায় এ পরিচ্ছেদটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। বিশুদ্ধ কথা হলো এ পরিচ্ছেদটি এখানে ভুলে লেখা হয়েছে। এখানে اقامت صفوف এর পরিচ্ছেদের আলোচনা চলছে। صلوة الليل এর সাথে এ বাবের কোনো সম্পর্কই নেই। صلوة الليل এর সম্পর্ক ابواب كتاب التهجد এর সাথে। যা বর্ণিত হয়েছে ১৫২ ও ১৫৩ নং পৃষ্ঠায়।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, এখানে এ বাবটি কাতেব (লেখকের) ভুলের কারনে উল্লিখিত হয়েছে। আসলে বিষয় এমন হবে যে, এ হাদীসের পূর্বের হাদীসের শেষ বাক্য خشيت ان تكتب عليكم صلوة الليل ছিল। এ অংশের শেষের অংশ তথা صلوة الليل টি ভুলক্রমে কোনো কোনো নুসখায় দু'বার লেখা হয়েছে। কোনো রাবী তথা বর্ণনাকারী ভেবেছে যে, এখানে কেবল صلوة الليل লেখা হয়েছে, ভুলে باب লেখেনি। সেজন্য সে صلوة الليل এর শুরুতে باب লেখে দিয়েছে। এখন باب صلوة الليل হয়ে গেছে। আসলে আমি (আসকালানী (রহ.) যা বললাম এটি আমার ধারণা। তবে আমার এ ধারণাটি সঠিক হওয়ারও সম্ভবনা রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আমার ধারণা যে, যদি এখানে পরিচ্ছেদ কায়েম না করে এ হাদীসদ্বয় পূর্বের পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাতেও হাদীস ও বাবের সাথে সম্পর্ক পরিষ্কার বুঝে আসে। আর তা হলো- ইমাম এবং লোকজনের মাঝে রাতের অন্ধকার এক প্রকার প্রতিবন্ধক। সুতরাং من وراء الستر হিসেবে ইমামের পেছনে লোকজনের ইক্তিদা করা সহীহ। তবে শর্ত হলো ইমামের হালত মুক্তাদিদের জন্য জানা আবশ্যক।

শাইখুল মাশাইখ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ) বলেন, আসলে এ পরিচ্ছেদটি باب فى الباب এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রহ)এর উদ্দেশ্য ওলামায়ে আহনাফের অভিমতের বিপরীতে নফল নামায জামাতে আদায় করা জায়েয এ কথা প্রমাণ করা।

তবে এখানে এ পরিচ্ছেদটি না হওয়াই উত্তম ও শ্রেয়। والله اعلم

أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

বুখারী শরীফের কোনো কোনো কপিতে এখানে বিসমিল্লাহ-এর উল্লেখের পর আবওয়াবু ছিফাতিস্ সালাত অর্থাৎ নামাযের গুণাবলী সম্পর্কে অনুচ্ছেদসমূহ। শিরোনাম বিদ্যমান রয়েছে আর কোনো কোনো কপিতে সামনে আগত অনুচ্ছেদসমূহকে পেছনে থেকে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তদানুযায়ী আমরাও ধারাবাহিকভাবে তা উল্লেখ করছি।

بَاب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : [৪৭২] : তাকবিরে তাহরীমা ওয়াজিব হওয়া এবং নামায শুরু করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

হাদীসের অনুবাদ [৭০৩] : হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী (রাযি.) বলেন, এক সময়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং ডান পাঁজরে আঘাত পান। আনাস বলেন, সে সময় তিনি বসে বসে এক (ওয়াক্ত) নামায পড়ান। আমরাও বসে বসেই তাঁর পিছনে নামায আদায় করলাম। পরে সালাম ফিরে তিনি বললেন, অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে আদায় করবে। রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে, রুকূ থেকে উঠলে তোমরাও উঠবে, সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে এবং যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলবে, তখন তোমরা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ (হে আমাদের প্রভু সকল প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট) বলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : ইসমাঈলী বলেছেন যে, বাবের হাদীসের কোনো মিল নেই। কেননা এতে তাকবীরের কোনো উল্লেখই নেই। কিন্তু তার এ উক্তি সঠিক নয়। ইমাম বুখারী (রহ) হযরত আনাস (রাযি.) এর রেওয়ায়েতটি দু'টি তরীকায় বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসে হযরত শুয়াইব সংক্ষিপ্ত করেছেন

https://e-ilm.weebly.com/

এবং এ হাদীসটি যা বর্ণনা করেছেন হযরত লাইছ। সেখানে فاذا كبر فكبروا এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না।

হ্যাঁ, ইমাম বুখারী (রহ.) ওয়াইবের হাদীস মুকাদ্দাম করেছেন যেহেতু এর মধ্যে ইমাম যুহরী হযরত আনাস (রাযি.) থেকে শ্রবণটা স্পষ্ট আছে। কিন্তু লাইছের হাদীসে ইমাম যুহরীর আনাস থেকে শ্রবণটা স্পষ্ট নেই এ কারণে।

এ ছাড়া ইমাম বুখারীর (রহ.) অভ্যাস হলো এক রেওয়ায়েত দ্বারা অন্য রেওয়ায়েতের প্রতি ইশারা করা। সামনে দুই বাব পরে হযরত ওমর (রাযি.) রে রেওয়ায়েত আসতেছে। তিনি সেটার দিকে ইশারা করেছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৫, ৯৬, ১০১, ১১০, ১১১, ১৫০, ২৫৬, ৩৩৫, ৭৮৩, ৭৯৮, ৯৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

হাদীসের অনুবাদ [৭০৪] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, এক সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ডান পাঁজরে আঘাত পান। সে সময় তিনি বসে বসে আমাদের নামাযে ইমামতী করেন। আমরাও বসেই তাঁর পিছনে এক্তেদা করি। (নামায শেষে) তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং সে তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে, রুকূ থেকে মাথা উঠালে তোমরাও উঠাবে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বললে রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ বলবে। এবং সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فاذا كبر فكبروا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৫, ৯৬, ১১০, ১৫০, ২৫১, ৩৩৫, ৭৮৩, ৭৯৮, ৯৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া তিরমিযী শরীফ প্রথম খণ্ডের ৪৭ নং পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

হাদীসের অনুবাদ [৭০৫] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম এ জন্য নিযুক্ত হয় যে, তাঁকে অনুসরণ করা হবে। সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে, সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ বললে রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে, সিজদা করলে সিজদা করবে এবং বসে নামায আদায় করলে তোমরাও সবাই বসে নামায আদায় করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فاذا كبر فكبروا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০০-১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য : তরজমাতুল বাব বা শিরোনাম আসলে দু'টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত।

১. তাকবীরে তাহরীমার ওয়াজিব সাব্যস্ত করা,

২. নামাযের শুরু। এটা কেবল তখনই হবে যখন উভয়টির মাঝে واو عاطفه মানা হবে। যদি واو عاطفه মানা না হয়, তাহলে ইমাম বুখারী (রহ)এর দিলের চাহাত হানাফিয়াদের সাথে হবে। কেননা আত্ফ এর কামনা হলো মুগায়ারাত তথা মা'তুফ আলাইহি ও মা'তুফের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। উদ্দেশ্য হলো তাকবীরে তাহরীমা افتتاح الصلوة থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ এটি নামাযের শর্ত এবং নামাযের বাহিরের অংশ। আর কায়েদায় রয়েছে شرط الشئ خارج الشئ ।

১। আয়িম্মায়ে ছালাছার মতে তাকবীরে তাহরীমা বলা নামাযের ফরয। অর্থাৎ নামাযের ভিতরের অংশ ও রুকন।

২। হানাফীদের মতে তাকবিরে তাহরিমা শর্ত ও নামাযের বাইরের বিষয়।

দালায়েলে আহনাফ

হানাফিদের দলিল কুরআন কারিমের আয়াত وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى । আর জানা বিষয় معطوف عليه এবং معطوف ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলতে হবে। এরপর নামায শুরু করতে হবে। নামায শুরু হওয়ার পূর্বে যে জিনিস জরুরী, তা নামাযের শর্ত হবে; রুকন নয়।

এ মতানৈক্য জটিল কোনো মতানৈক্য নয়। কেননা শর্ত হোক বা রুকন, দুটোই ফরয। একটি ভিতরের ফরয; আরেকটি বাইরের ফরয।

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে প্রথমে তাকবীরে তাহরীমার ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন। এরপর নামায শুরুর কথা বলেছেন। যদি তাকবীরে তাহরীমা নামাযের ভিতরের ফরয হত, তা হলে তাকবীর বলার সাথে সাথেই নামায শুরু হয়ে যেত। পুনরায় শুরু করতেন না।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, শিরোনামে واو হরফটি مَعَ অর্থে ব্যবহৃত। এমতাবস্থায় শিরোনাম হয়ে যাবে একটিই অর্থাৎ 'নামায শুরুসহ তাকবীরে তাহরীমার বয়ান'।

* এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) এর মনোভাব তিন ইমামের সঙ্গে হবে।

তৃতীয় সূরত হল, শিরোনামে واو টিকে لام -এর অর্থে ধরা হবে। তখন অর্থ হবে 'নামায শুরু করার জন্য তাকবীরে তাহরীমা الله اكبر বলা ওয়াজিব। আর প্রকাশ থাকে যে, তাকবীরে তাহরীমা ফরয হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তা ভিতরের ফরয হোক বা বাইরের। আর ইনশাআল্লাহ এ واو بمعنى لام ওয়াও لام অর্থে গ্রহণই প্রাধান্যযোগ্য ও বিশুদ্ধতার অতি নিকটবর্তী।। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

* মাসআলা : তাকবীর কোন শব্দের মাধ্যমে দেওয়া হবে, এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। এ মাসআলায় ইমামদের চার ধরণের অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

https://e-ilm.weebly.com/

ইমামদের মাযহাব

১) ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহ.) এর মতে الله اكبر শব্দের মাধ্যমেই তাকবীর বলতে হবে, ইমাম বুখারী (রহ.) এর কাছেও এটিই গ্রহণযোগ্য ।

২) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে الله اكبر ছাড়া الله الاكبر বলারও সুযোগ আছে ।

৩) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, الله اكبر ছাড়া الله الكبير ও الله كبير বলেও তাহরীমা বাঁধতে পারবে ।

৪) ইমাম আজম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ, ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)সহ অনেক আলেম বলেন, যেসব শব্দ আল্লাহর নিরঙ্কুশ বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ প্রকাশ করে, তা দ্বারা তাহরীমার ফরয আদায় হয়ে যাবে । যেমন- الله اجل . الرحم اعظم ইত্যাদি ।

ইমামদের দলীল

- আইম্মায়ে ছালাছা خبر واحد দ্বারা দলিল পেশ করেন ।
- ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) কুরআন মাজিদের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন । যেমন–

১) আল্লাহ তাআলার বাণী–وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (সূরা আ'লা-১৫)

২) আল্লাহ তাআলার বাণী–وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (সূরা মুদ্দাসসির-৩)

৩) আল্লাহ তাআলার বাণী–وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا (সূরা আরাফ-১৮০)

৪) এমনিভাবে হাদীস শরীফেও এরশাদ হয়েছে اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অথবা لا اله الا الرحمن ইত্যাদি সম্মানজ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে ইসলামের শিকড় ঈমান সাব্যস্ত হয়ে যায় । তাই এ জাতীয় শব্দের মাধ্যমে ইসলামের শাখা তথা নামায ইত্যাদি আরো উত্তমরূপে শুদ্ধ হবে । (উমদাতুল কারী)

* সুনানে ইবনে আবী শায়বায় বর্ণিত আছে, আবুল আলিয়া (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নবীগণ কোন শব্দের দ্বারা নামায শুরু করতেন? তিনি বললেন, তাওহীদ ও তাসবীহ-তাহলীল দ্বারা ।(উমদাতুল কারী) তবে الله اكبر বাক্যটি ওয়াজিব । বিধায় এটা পরিত্যাগ করার কারণে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে । আল্লাহ সর্বজ্ঞ ।

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الِافْتِتَاحِ سَوَاءً

অনুচ্ছেদ : [৪৭৩] : তাকবীরে তাহরিমায় নামায শুরুর সাথে সাথে হাত উঠানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

হাদীসের অনুবাদ [৭০৬] : হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় কাঁধ বরাবর দুই হাত উঠাতেন। রুকূর

https://e-ilm.weebly.com/

জন্য তাকবীর বলার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় অনুরূপভাবেই দুই হাত উঠাতেন এবং সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ ও রাব্বান লাকাল হামদ বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় তিনি অনুরূপ (হাত উঠানোর কাজ) করতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য : শায়খুল মাশায়েখ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য হলো যে, তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথেই হাত উঠাতে হবে। জুমহূর ওলামায়ে কেরামের নিকট হাত উঠানো সুন্নাত।

হাদীসের তাশরীহ

জুমহুরের মতে তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত উঠানো সুন্নাত। ইমামত্রয় তথা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রহ.) এর মতে হাত উত্তোলন ও তাকবীরে তাহরীমা একসঙ্গে হতে হবে। কোনো কোনো হানাফি আলেম এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

তবে জুমহুর হানাফিদের নিকট প্রাধান্যযোগ্য মত হল, رفع يدين (হাত উত্তোলন) তাকবীরে তাহরিমার পূর্বে হবে অর্থাৎ প্রথমে হাত উঠাবে। তারপর তাকবীরে তাহরিমা বলবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে যে হাদিস (كان يرفع يديه حذومنكبيه اذا افتتح الصلاة) উল্লেখ করেছেন, তার দ্বারা رفع يدين ও تكبير تحريمه এর মাঝে مقارنة তথা একসঙ্গে হওয়া প্রতিভাত হয়। এতে বুঝা যায়, ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.) এর সাথে সহমত পোষণ করেন।

হানাফিদের দলীল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) এর হাদীস :

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر

এ হাদিস পরিষ্কার উল্লেখ আছে, তিনি প্রথমে হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এরপর তাকবীর বলতেন।

** এ পরিচ্ছেদের হাদীসে তিন স্থানে হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে।

(১) তাকবীরে তাহরীমার সময়।

(২) রুকূতে যাওয়ার সময়।

(৩) রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়।

** ২ ও ৩ নং স্থানে হাত উঠানোর আলোচনা সবিস্তারেত সামনের অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

রফয়ে ইয়াদাইনের রহস্য

১। হেদায়া প্রণেতা বলেন, প্রথমে رفع يدين করার মাধ্যমে غير الله বড়ত্বকে نفى করা হয়। এরপর الله اكبر বলার দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব-বড়ত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর সাধারণত نفى (নাবাচক) اثبات (হাঁবাচক) এর উপর مقدم হয়। যেমন, لا اله الا الله। এজন্য নিয়মানুযায়ী رفع يدين তাকবীরে তাহরীমার উপর مقدم হওয়ার দাবি রাখে।

https://e-ilm.weebly.com/

২। নামাজিদের মধ্যে অনেক সময় কেউ অন্ধ থাকে আবার কেউ বধির থাকে। এ দু' শ্রেণীর লোককে এভাবে একত্র করা হয় যে, বধির লোক ইমামের তাকবীর শুনতে পায় না। তাই সে যেন رفع يدين দেখে বুঝতে পারে নামায শুরু হতে যাচ্ছে।

৩। قال البعض اشارة الى طرح الدنيا خلف المصلى والاقبال بكلية الى الله تعالى অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন, তাকবীরে তাহরীমার হেকমত হল, 'আমি দুনিয়াকে পিছনে ফেলে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করছি।'–এ দিকে ইঙ্গিত করা।

আরো রহস্য জানতে চাইলে শাইখুল হাদীস (রহ.) এর اوجز المسالك গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

অনুচ্ছেদ : [৪৭৪] : তাকবীরে তাহরিমা, রুকু এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় হাত উঠানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

হাদীসের অনুবাদ [৭০৮] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বলেন, আমি দেখেছি, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করতে দাঁড়িয়ে (নামায শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমায়) দুই হাত উঠিয়েছেন, হাত দুটি কাঁধ বরাবর উঠেছে। রুকূর তাকবীর বলার সময় তিনি এমনটি করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় এমন করতেন এবং সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় তিনি এমন (দুই হাত উঠানো) করতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত একেবারেই স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম শরীফের ১/১৬৮ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا

হাদীসের অনুবাদ [৭০৯] : হযরত আবু কিলাবাহ (রাযি.) দেখেছেন, মালেক ইবনে হুওয়াইরিস নামায আদায় করতে দাঁড়ালে তাকবীরে তাহরীমা বলে দুই হাত উঠাতেন, রুকূতে যাওয়ার সময় দুই হাত উঠাতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় দুই হাত উঠাতেন। আর তিনি (মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো একেবারেই স্পষ্ট ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম শরীফের ১/১৬৮ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

بَاب এর এরাব এবং এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য

بَاب শব্দটির এরাব হলো পেশবিশিষ্ট হওয়া তখন এটা উহ্য মুবতাদার খবর । বাক্যটি হবে هذا بَاب অথবা এটা মুযাফ হিসেবে পেশ বিশিষ্ট হবে ।

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ اِذَا كَبَّرَ الخ : এ শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, তাকবীরে তাহরিমা ছাড়াও হাতদ্বয় উত্তোলন করা আরো দু'স্থানে সুন্নাত । যথা–

১. রুকুতে যাওয়ার সময় । ২. রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় । এটা তিনার মাযহাব । আর এ অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিতও করেছেন ।

وَاِنِّىْ لَاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِىْ এর ব্যাখ্যা :

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, উলামায়ে উম্মত এই দেখার ব্যাপারে মতান্তর পেশ করেছেন যে, 'দেখা' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? সুতরাং ১. কেউ কেউ বলেন, رُؤْيَة দ্বারা عِلْم উদ্দেশ্য । আর عِلْم এটা ওহী বা ইলহাম দ্বারা হতে পারে । আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এটা সহীহ নয় । কারণ عِلْم উদ্দেশ্য হলে وَرَاءَ ظَهْرِىْ আমার পিঠের পিছনে বলার অর্থই হয় না ।

২. কেউ কেউ বলেন, رُؤْيَة দ্বারা উদ্দেশ্য رُؤْيَة بَصَرِىْ ইমাম নববী (রহ.), কাজী ইয়াজ ইমাম আহমদ ও জুমহুর উলামার উক্তি এটাই যে, চক্ষু দ্বারা দেখা । (শরহে মুসলিম-১৮০) ।

৩. কেউ বলেন, চক্ষুর কোন দ্বারা দেখা উদ্দেশ্য । কিন্তু এটা সহীহ নয় । কারণ চক্ষুর কোণ দ্বারা সকলেই দেখতে পায়, তাহলে তাঁর বিশেষত্ব থাকে না ।

৪. শায়খ যাকারিয়া সহ অনেকে বলেন, কিবলার দিকের দেওয়ালে আয়নায় মুক্তাদীদের চেহারা ভেসে উঠা উদ্দেশ্য ।

৫. জুমহুর বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের মতো পিছনেও দেখতে পেতেন । এটা তাঁর মুজিযা । এটাই সঠিক মত ।

রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানো

বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ছয় স্থানে হাত উঠাতেন। যথাক্রমে– ১. তাকবীরে তাহরীমার সময় । ২. রুকু করার সময় । ৩. রুকু থেকে উঠার সময় । ৪. দুই সেজদার মাঝখানে । ৫. সেজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে । ৬. সালামের সময় ।

এ বর্ণনার ভিত্তিতে আহলে জাহেররা বলেছেন, সবগুলো সুন্নাত । আর আহলে হক তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন । এমনিভাবে রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠার সময় ব্যতীত বাকীগুলো মানসূখ হওয়ার ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন । তবে রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানো নিয়ে মতভেদ করেছেন । নিম্নে তা প্রদত্ত হল–

https://e-ilm.weebly.com/

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমাদ (রহ.) এর মতে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানো সুন্নাত।

২. ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতে এ দুই সময় হাত উঠানো সুন্নাত নয়।

৩. ইমাম মালেক (রহ.) এর এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। যথা- ক. হাত উঠানো সুন্নাত। খ. উঠানো সুন্নাত নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও আহমাদ (রহ.) এর দলীল

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه كان اذا قام الى الصلوة المكتوبة كبر و رفع يديه حذو منكبيه و يصنع مثل ذلك اذا قضى قرائته اذا أراد ان يركع و يصنعه اذا فرغ و رفع من الركوع

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। ক্বেরাত শেষ করে যখন রুকুতে যেতেন তখনও এমন করতেন এবং রুকু শেষ করে উঠার সময়ও হাত উঠাতেন।

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة و اذا كبر للركوع و اذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك

অর্থ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন নামায শুরু করার সময় এবং যখন রুকুর তাকবীর বলতেন এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করতেন তখনও এভাবে হাত উঠাতেন।

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يكبر للصلوة و حين يركع و حين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال اذنيه

অর্থ ঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়, রুকু করার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন।

عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال انا اعلمكم بصلوة النبي صلى الله عليه و سلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا قام الى الصلوة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه

অর্থ ঃ আবূ হুমাইদ সায়েদী (রাযি.) (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদেরকে) বললেন, আমি আপনাদের অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, দুই হাত উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাঁধের বরাবর করতেন। অতঃপর তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন এমনকি তা কাঁধের বরাবর রাখতেন অতঃপর রুকু করতেন। অতঃপর মাথা উঠাতেন এবং বলতেন- তৎপর দু'হাত উঠাতেন এমনকি তা দু'কাঁধের বরাবর করতেন।

এ বর্ণনা গুলো দ্বারা বুঝা যায় রুকুর সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময়ও হাত উঠানো সুন্নাত।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর দলীলসমূহ ঃ

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا كبر لافتتاح الصلوة رفع يديه حتى يكون ابهاماه قريبا من شحمتي اذنيه ثم لا يعود

অর্থ ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করার তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত উঠাতেন, এমনকি দু'বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'কানের লতীর নিকটবর্তী হতো। অতঃপর পুনরায় এরূপ করতেন না।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود وروي عنه أيضا انه قال لاصحابه الا اصلى لكم صلوة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ولم يرفع يديه الا أول مرة

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত উঠাতেন অতঃপর পুনরায় উঠাতেন না। তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায তোমাদের জন্য পড়ব না? অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায তোমাদেরকে পড়ে দেখাব না? অতঃপর তিনি নামায পড়লেন এবং শুধু প্রথমবারই হাত উঠালেন।

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مالي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس

অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। অতঃপর (আমাদেরকে নামাযে হাত উঠাতে দেখে) তিনি বললেন, আমার কি হল (অর্থাৎ তোমাদের কি হল) আমি তোমাদেরকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত উঠাতে দেখছি। ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে কুতাইবা (রাযি.) ও এমন বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাত শুধু একবারই উঠানো সুন্নাত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও আহমাদ (রহ.) এর দলিলের জবাব ঃ

হযরত আলী (রাযি.) এর হাদীসের জবাব হল, তাঁর থেকেই এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

عن عاصم بن كلب عن ابيه ان عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلوة ثم لا يرفع يده

অর্থাৎ হযরত আলী (রাযি.) তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন তারপর আর উঠাতেন না।

ইমাম ত্বহাবী (রহ.) বলেছেন, আলী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাত উঠাতে দেখেছেন। কিন্তু তিনি নিজে উঠাননি। এটাই প্রমাণ যে, 'হাত উঠানোর' বর্ণনা তাঁর মতে মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা, সাহাবাদের আমল নিজেদের বর্ণনার বিপরীত হয় মানসূখ হওয়ার অবস্থাই।

ইবনে ওমর (রাযি.) এর হাদীসের জবাব

ইবনে ওমর (রাযি.) ও স্বীয় বর্ণনার বিপরীত আমল করেছেন। যেমন- তাবেয়ী মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাযি.) এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন। সুতরাং এ বর্ণনাটিও প্রমাণ করে যে, "হাত উঠানোর হাদীসটি" তাঁর নিকটও মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) এর হাদীসের জবাব

তাঁর হাদীসের ব্যাপারে আমরা বলব যে, তাঁর বর্ণনাটি হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর বর্ণনার বিপরীত, অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রাযি.) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাত উঠাতে দেখেননি। আর একথা সবার জানা যে, ইবনে মাসউদ (রাযি.) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবত এবং তাঁর কর্ম সম্পর্কে ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) থেকে অধিকজ্ঞাত এবং বুঝমান। এমনিভাবে ইবনে মাসউদ (রাযি.) ঐ সমস্ত সাহাবীদের অন্যতম, যাঁরা নামাযে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছাকাছি দাঁড়াতেন, তাঁর নামায প্রত্যক্ষ করে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- ليليني منكم اولوا الاحلام والنهى অর্থাৎ তোমাদের থেকে জ্ঞানী ও বুঝমান ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। সুতরাং তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) এর হাদীস থেকে।

হযরত হুমাইদ (রাযি.) এর হাদীসের জবাব

তাঁর হাদীসের জবাব হল- আবূ হুমাইদ (রাযি.) এর হাদীসের সনদে যঈফ রাবী রয়েছে। আর যঈফ রাবীর বর্ণনা কে উলামাগণ গ্রহণ করেন না। তাই এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক হবে না। তা সত্ত্বেও এটিকে আতা (রহ.) আবু হুমাইদ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি তাঁর কাছ থেকে শুনেননি। আর এ দু'জনের মাঝে مجهول রাবীও রয়েছে। সুতরাং হাদীসটি منقطع।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, رفع يدين ও ترك رفع يدين উভয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম বুখারী (রহ) কর্তৃক রচিত جزء رفع اليدين গ্রন্থে বলেছেন যে, ترك رفع يدين এর স্বপক্ষে সনদসহ কোনো হাদীস প্রমাণিত নেই। কিন্তু তাঁর এ দাবিটা সঠিক নয়। হাদীস বিশারদদের মধ্যে যারা উঁচু পর্যায়ের তারা ইমাম বুখারী (রহ.) এ উক্তিকে বেঠিক বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর ছাত্র ও খলিফা ইমাম তিরমিযী (রহ)ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ উক্তির সাথে একমতপোষণ করেননি। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (রহ) তিরমিযীর ১/৩৫ নং পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন-

وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين..... الخ

তদ্রুপভাবে ইমাম বুখারী (রহ) এর প্রিয় ও সম্মানিত উস্তাদ আল্লামা হুমাইদি [যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং উপনাম হলো আবু বকর (রহ)] তাঁর লিখিত مسند حميدى গ্রন্থের ২নং খণ্ডের ৬১৪ নং হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد مايرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين

এর পরেও যদি ইমাম বুখারী (রহ) দাবী করেন যে, ترك رفع يدين এর স্বপক্ষে সনদসহ কোনো হাদীস নেই, তাহলে বড়ই তাজ্জবের কথা।

মূল বিষয় হচ্ছে যে, ইমাম বুখারী (রহ) নিজের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনো হাদীস বর্ণনা করেন না। হাদীসটি পূর্ণ সনদে দেখতে নসরুল বারী ১/৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

সারকথা হল, সাহাবিগণ এবং তাবিয়িদের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ লোক এমন ছিলেন, যারা رفع يدين পরিহারের প্রবক্তা। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) বলেন, رفع يدين করা ও ছাড়া দুটিই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানা থেকে আমাদের যামানা পর্যন্ত এমনিভাবে تواتر এর ভিত্তিতে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত।

تواتر এর প্রকার

১। تواتر اسناد : এমন অধিক সংখ্যক লোকের বর্ণনাকে বলে যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া সম্ভব।

২। تواتر قدر مشترك : বর্ণনাকারীগণ যদিও পৃথক পৃথক বর্ণনা করেন; কিন্তু কোনো একস্থানে গিয়ে সবগুলো একত্র হয়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল মুজিযা خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু قدر مشترك (যৌথ অংশ) تواتر এর পর্যায়ে পৌছে যাবে। যেমন, نبع الماء من اصابع النبى صلى الله عليه وسلم

৩। تواتر طبقه যার ধরাবাধা কোনো সনদ নেই বরং প্রজন্মের পর প্রজন্মে তা চলে আসছে। স্পষ্টতই تواتر طبقه কে অস্বীকার করা মানে চাক্ষুস জিনিসকে অস্বীকার করা।

৪। تواتر تعامل কোনো আমল যুগের পর যুগ প্রজন্ম পরম্পরায় বিপুল সংখ্যক লোক আমল করে আমাদের পর্যন্ত পৌছলে তাকে تعامل تواتر বলে। যেমন : رفع يدين প্রতি যুগেই আমল হয়ে চলে আসছে।

সারকথা, ارفع يدين এর হাদিস অর্থগত দিক থেকে متواتر আর ترك رفع يدين আমলগত দিক থেকে متواتر। অর্থাৎ ترك رفع يدين (হাত উত্তোলন পরিহার) تواتر تعامل এবং تواتر طبقه উভয়ভাবেই সাব্যস্ত। যার প্রমাণ হল, মুসলিম বিশ্বের দুটি বড় মারকায মদিনা মুনাওয়ারাহ এবং কুফায় প্রায় শতভাগ رفع يدين পরিহারের উপর আমল চলে আসছে। ইমাম মালেক (রহ.) হাত উত্তোলন পরিহারের মাযহাব মদিনাবাসীদের আমল দেখেই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

পরিসংহার

রুকুর মত হাত উত্তোলন নিঃসন্দেহে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে হাত উত্তোলন না করাও সহীহ হাদিস এবং আছারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত। আরো বর্ণনা ও দলিলের জন্য ইমাম তহাবীর شرح معانى الاثار এবং আল্লামা নিমবি আজিমাবাদির اثار السنن। মুতালাআ করা যেতে পারে। যে সকল জায়গায় আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, ওমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবি তালিব (রাযি.)সহ প্রমুখ সাহাবি থেকে হাত উত্তোলন পরিহার প্রমাণিত আছে।

ফুকাহায়ে হানাফিদের নিকট رفع يدين এর প্রামাণ্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা অস্বীকৃতি নেই। তবে হানাফিগণ رفع يدين এর হুকুম বাকি থাকা ও অব্যাহত থাকাকে অস্বীকার করেন। অর্থাৎ তাদের মতে এ বিধান

https://e-ilm.weebly.com/

মানসুখ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন اسكنوا فى الصلاة। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নামাযে বেশি পরিমাণ নড়াচড়া থেকে ধাপেধাপে স্থিরতার দিকে এসেছে। যেমন: প্রথম প্রথম নামাযে কথা বলা জায়েয ছিল। এরপর তা মানসুখ হয়ে গেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

পরিচ্ছেদ [৪৭৫] : দুই হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে?

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

আবু হুমাইদ তার সাথীদের মধ্য হতে কাউকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

হাদীসের অনুবাদ [৭১০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায শুরু করার সময় তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে শুরু করতে দেখেছি। তাকবীর বলার সময় তিনি দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়েছেন। আবার যখন রুকূর তাকবীর বলেছেন, তখনও অনুরূপ করেছেন (দুই হাত উঠিয়েছেন) এবং পরে সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলেও অনুরূপ করেছেন এবং রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ (হে আমাদের প্রভু সকল প্রশংসার উপযোগী একমাত্র তুমিই) বলেছেন। কিন্তু সিজদা করার সময় বা সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তিনি এমন করতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০২, ১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেননি; বরং তিনি প্রশ্ন রেখেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কারণ, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রেওয়ায়েত বিভিন্ন। ১. الى المنكبين [কাঁধ পর্যন্ত] ২. حذاء الاذنين [দুই কান বরাবর] ৩. الى فروع الاذنين [কানের উপরিঅংশ পর্যন্ত] রেওয়ায়েতসমূহের এ বিভিন্নতার কারণে ইমামগণেরও মতামত বিভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা ইমাম বুখারীর মনোভাব উত্তমরূপেই বুঝা যায় যে, তার মত হলো উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ : তাকবীর বলার সময় হাত কোন পর্যন্ত উঠাতে হবে সে সম্পর্কে ইমামগণের মাযহাব নিম্নরূপ–

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হবে, অর্থাৎ হাত এমনভাবে উঠাবে যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

২. ইমামত্রয়ের প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উঠাতে হবে।

শাফেয়ীদের দলীল হলো বাবের হাদীসের শব্দ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

হানাফীদের দলীল: হযরত মালিক বিন হুয়াইরিছ হতে বর্ণিত হাদীস–

ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان اذا كبر رفع يديه حتي يحاذي بهما اذنيه (مسلم اول)

এরকমই ত্বহাবী শরীফে হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) সূত্রে এবং দারা কুতনীতে হযরত আনাস (রাযি.)-এর হাদীস বর্ণিত আছে।

কিন্তু ইমাম নববী (রহ.) তো মাসআলাই পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجمهور انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي اطراف اصابعه فروع اذنين الخ

উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর এমনভাবে উঠাবে যে, আঙ্গুলের উপরিঅংশ কানের উপর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত। এটিই হলো হানাফীদের মাযহাব। এ সূরতে তিন ধরনের হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনও হয়ে যায়, এবং ইমামগণের মাযহাবসমূহের বিরোধও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য:

হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য আছে কি না?

হানাফীরা বলেন পার্থক্য আছে। পুরুষরা তো দুই কান পর্যন্ত উঠাবে, আর মহিলারা পুরুষদের তুলনায় আরো কম উঠাবে। কেননা, এতেই তাদের জন্য পর্দা রক্ষা হবে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ [৪৭৬] : দুই রাকাত পড়ে (প্রথম বৈঠকশেষে) ওঠার সময় হাত ওঠানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا

হাদীসের অনুবাদ [৭১১] : হযরত নাফে (রাযি.) বলেন, ইবনে ওমর যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলে দুইহাত উঠাতেন। যখন রুকূ করতেন দুইহাত উঠাতেন। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলতেন তখন দুইহাত উঠাতেন। আর যখন দুই রাকাআত শেষ করে উঠতেন, তখনও দুইহাত উঠাতেন। ইবনে ওমর এ কথাগুলো আল্লাহর রাসূল ওয়াসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন অর্থাৎ তিনি এ কথাগুলো বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে প্রথম দুই রাকাত পূর্ণ করে তাশাহহুদের পর উঠার সময়ও রফয়ে ইয়াদাইন করা চাই। এটা শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব। তবে পরবর্তীতে কিছু শাফেয়ী ও হাম্বলী এ মতের প্রবক্তা হয়ে যান। অথচ ইমাম শাফেয়ীর জগদ্বিখ্যাত ও সাড়া জাগানো কিতাব كتاب الأم-এর মধ্যে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, রফয়ে ইয়াদাইন কেবলমাত্র তিন স্থানে করতে হবে। ১. তাকবীরে তাহরীমার সময়, ২. রুকুতে যাওয়ার সময়, ৩. রুকু হতে উঠার সময়।

এ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইমাম শাফেয়ীও রুকু হতে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা নন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মূলতঃ এ হুকুমটিও ইসলামের প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে , في كل خفض ، رفع প্রতি ওঠা-বসার সময় এমনকি সিজদায় যাওয়া-আসার সময়ও এ হুকুম ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে। তেমনিভাবে প্রথম বৈঠক হতে ওঠার সময়ও রফয়ে ইয়াদাইন মানসূখ হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَوةِ

পরিচ্ছেদ [৪৭৭] : নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي

হাদীসের অনুবাদ [৭১২] : হযরত সাহল ইবনে সা'আদ (রাযি.) বলেন, নামাযে লোকজনকে ডান হাত বা হাতের কব্জির উপর স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হত। আবু হাযেম বলেছেন, এ কাজটিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ বলেই জানি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। তিনি এ মাসআলায় জুমহূর আইম্মা তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ,ইমাম ইসহাক (রহ.) প্রমুখের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এ মাসআলায় মতপার্থক্য রয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় যে রফয়ে ইয়াদাইন করা হয়েছিল তারপর নামাযী কি আমল করবে? হাত বেঁধে দাঁড়াবে নাকি হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, দলীল ও বুদ্ধি উভয়েরই দাবি হলো হাত বেঁধে দাঁড়ানো উচিত। দলীলের জন্য বাবের হাদীসই যথেষ্ট। আর বিবেক-বুদ্ধির দাবিও হলো আহকামুল হাকিমীন রব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাসত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো বিনয়মূলক পন্থা অবলম্বন করা। আর হাত বেঁধে দাঁড়ানো হলো বিনয় ও দাসত্বের বহিঃপ্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা। উর্দু কবি বলেন–

قتل کر دالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو

لو کھڑی ہین ہاتہ باندہی تمہاری سامنی

"হত্যা করে ফেল, বা ভালোবাসার অপরাধ ক্ষমা করে দাও

এই নাও আমি তোমার সম্মুখে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান আছি।"

১. হাত বাঁধার মাসআলা:

১. জুমহুর আইম্মা তথা ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইসহাক প্রমুখ হাত বাঁধাকে সুন্নত বলেন।

আল্লামা আইনী বলেন–

فعندنا يضع وبه قال الشافعي واحمد واسحق وعامة اهل العلم وهو قول علي وابي هريرة والنخعي والثوري (عمدة)

হাফিয আসকালানী বলেন– وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين (فتح الباري)

ইমাম মালেকেরও এ মতটি ইবনুল মুনযির উদ্বৃত করেছেন, এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিকে এটিই বর্ণিত আছে।

২. ইমাম মালেকের অপর মত যা ইবনে কাসিম বর্ণনা করেছেন যে প্রসিদ্ধ বর্ণনানুসারে ইমাম মালেক (রহ.) উভয় হাত ছেড়ে দেয়ার প্রবক্তা।

৩. অপর বর্ণনা হিসেবে তাঁর মতে ফরজ নামাযে হাত ছেড়ে দেওয়া সুন্নত এবং নফল নামাযে হাত বাঁধা সুন্নত। আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী বলেন–

فكره ذلك مالك في الفرض واجازه في النفل (بداية المجتهد) ومنهم من كره الامساك ونقل ابن الحاجب ان ذلك حيث يمسك معتمد القصد الراحة (فتح)

অর্থাৎ মাকরূহ তখন হবে যদি আরামের উদ্দেশ্যে হাত বাঁধে।

২. দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে হাত বাঁধার পদ্ধতি সম্পর্কে: হানাফীদের মতে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কণিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরবে। আর মাঝের তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের উপর রাখবে।

৩. তৃতীয় মাসআলা হচ্ছে, হাত কোথায় বাঁধা হবে? এটিও একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা যে, হাত নাভীর নিচে বাঁধবে নাকি বুকের উপর নাকি বুকের নিচে?

- হানাফী ওলামায়ে কেরাম, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি (রহ.)-এর মতে হাতকে নাভীর নিচে বাঁধা সুন্নত।
- আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে বুকের নিচে এবং নাভীর উপরে হাত বাঁধা সুন্নত।
- ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে তিনটি বর্ণনা রয়েছে। একটি ইমাম আবূ হানীফার মতের অনুরূপ, একটি ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুরূপ এবং আরেকটি হচ্ছে উভয় পদ্ধতি অবলম্বনের এখতিয়ার আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হানাফীগণের দলিল :

হযরত আলী (রাযি.)-এর একটি আছার-

ان من السنة وضع الكف على الكف فى الصلوة تحت السرة

'সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, নামাযের মধ্যে নাভীর নিচে হাতের উপর হাত রাখা।' মুসনাদে আহমদ ১/১১

আর হাদীসের মূলনীতিতে একথা স্বীকৃত যে, কোনো সাহাবী যেমন একটি আমলকে সুন্নত বলেন, তখন তা মারফূ' হাদীসের সমপর্যায়ের হয়।

দ্বিতীয় দলীল: হযরত ওয়ায়েলের হাদীসটি- قال رأيت النبى صلي الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة. 'আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি নামাযের মধ্যে নাভীর নিচে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখেন।

(আছারুসুনান, আল্লামা শাওক নীমভী আজীমআবাদী, পৃ. ৬৯-৭১)

بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৭৮] : নামাযে খুশু'র বর্ণনা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي

হাদীসের অনুবাদ [৭১৩] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি মনে করো যে, নামাযে আমার মুখ শুধু কিবলার দিকে থাকে? আল্লাহর শপথ! তোমাদের রুকূ করা এবং (নামাযের মধ্যে) একাগ্রতা অবশ্যই আমার অগোচর থাকে না। আমি পিছনের দিক থেকে তোমাদেরকে দেখতে পাই। (অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় তোমরা আমার পিছনে থাকলেও আমি তোমাদের রুকূ ও একাগ্রতাসহ সবকিছু দেখে থাকি।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৯, ১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ

হাদীসের অনুবাদ [৭১৪] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা রুকূ ও সিজদাসমূহ ঠিকভাবে আদায় করো। আল্লাহর শপথ, তোমরা রুকূ ও সিজদার সময় (আমার পিছনে থাকলেও) আমি পিছন দিকেও দেখে থাকি। (অর্থাৎ আমি সামনে যেমন দেখতে পাই পিছনেও তেমনি দেখে থাকি।)

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ- অংশের সাথে। কারণ, ইকামতে রুকু ও সুজুদ খুশু' দ্বারাই হতে পারে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৯, ১০২, ১০৩, ৯৫৭, ৯৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ পূর্বের বাব ছিল وضع اليمني علي اليسري, অর্থাৎ মহান রব্বুল আলামীনের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, যা হলো অক্ষম ও বিনয়ের সাথে প্রার্থনাকারীর গুণ। এখন এ বাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযে খুশু'-খুযু'র প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

খুশু' হলো মূলতঃ অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ণ খুশু' হলো যা অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়টি দ্বারা হয়ে থাকে। যেহেতু খুশু'-খুযু' হলো নামাযের রূহ, তাই নামাযীকে এভাবে নামায পড়া চাই যে, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পূর্ণ মনোযোগ নামাযের দিকে হবে।

কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) এখানেও কোনো হুকুম আরোপ করেননি। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, খুশু' জরুরি হওয়া সত্ত্বেও ফরজ-ওয়াজিব কিছুই নয় যে, তা না হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ফোকাহায়ে ইসলাম লিখেছেন যে, খুশু' ছাড়া নামায পড়লেও নামায হয়ে যাবে। ইমাম নববী (রহ.) তো এ ব্যাপারে ইজমা' হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন যে, নামাযে খুশু' ওয়াজিব নয়। – শরহে মুসলিম, পৃ. ২০৮

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي: কেউ কেউ বলেছেন من بعدي দ্বারা উদ্দেশ্য হলো من بعد موتي আমার মৃত্যুর পর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হব। কিন্তু এ মত সঠিক নয়। কারণ, এখানে اذا ركعتم و سجدتم রয়েছে। তাহলে এর কি অর্থ হবে?

বিস্তারিত জানতে দেখুন নাসরুল বারী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৪১

بَابُ مَا يُقْرَءُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

পরিচ্ছেদ [৪৭৯] : তাকবীরের পর কি পড়বে?

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

হাদীসের অনুবাদ [৭১৫] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও ওমর আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন বলে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা দ্বারা নামায শুরু করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ [الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ]- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০২-১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

হাদীসের অনুবাদ [৭১৬] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে) তাকবীরে তাহরীমা ও কিরায়াতের মাঝে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন (প্রকাশ্যে কিছু শোনা যেতো না বা নীরবে পড়লেও বুঝা যেত না) । আবু যারআ বলেন, আবু হুরাইরা বলেছিলেন যে, তিনি অল্প কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন । আমি (আবু হুরাইরা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, তাকবীর ও কিরায়াতের মাঝখানে নিশ্চুপ থাকার সময় আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বললেন, তখন আমি বলি, হে আল্লাহ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে যতটা ব্যবধান রয়েছে তেমনি আমার এবং আমার গোনাহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও । হে আল্লাহ! সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে যেভাবে পবিত্র করা হয়, তেমনি আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করো । হে আল্লাহ, আমার গুনাহ ও পাপরাশিকে তুমি পানি, বরফ ও তুষারকণিকা দ্বারা ধৌত করে দাও ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَقُولُ اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ - অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানেও শিরোনামে কোনো হুকুম আরোপ করেন নি । কিন্তু বাবের অধীনে যে হাদীস এনেছেন তা দ্বারা তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়, তা হলো তার নিকট এ ব্যাপারে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা যে, কোনো দোয়া পড়া ওয়াজিব ও জরুরি নয় । আবার নির্দিষ্ট দোয়া পড়াও জরুরি নয় । তাছাড়া যারা দোয়া পড়ার প্রবক্তা তারাও দোয়া পড়াকে মুস্তাহাব মনে করেন ।

তিনি এখানে দুটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন । প্রথম রেওয়ায়েতটি হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত । যাতে কোনো দোয়ার কথাই উল্লেখ নেই । যা দ্বারা বুঝা গেল যে, কোনো দোয়া পড়তে হবে না ।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি হলো আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর । যাতে একটি দোয়ার কথা উল্লেখ আছে । যা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়তেন । সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় ধরনের রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বিষয়টির মতভেদের দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন । বুঝা গেল ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো উভয় পক্ষের দলীল উল্লেখ করা, এবং ইমামগণের মতভেদের দিকে ইঙ্গিত করা, পাশাপাশি এটাও প্রমাণ করা যে, দোয়া ওয়াজিব নয় ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে একটি মাসআলা হলো তাকবীরে তাহরীমার পর কেরাতের পূর্বে কোনো দোয়া পড়বে কি না? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে ।

১. ইমাম মালেক (রহ.) কোনো দোয়ার প্রবক্তা নন । বাস্! তাকবীরে তাহরীমার পর الحمد لله رب العالمين পড়া শুরু করে দিবে । এমনকি আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহও পড়তে হবে না ।

তাদের দলীল হলো হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত বাবের প্রথম হাদীসটি ।

https://e-ilm.weebly.com/

২. জুমহূর, আইম্মায়ে ছালাছাহ, ইমাম ইসহাক (রহ.) প্রমুখ দোয়া পড়ার প্রবক্তা। তাদের দলীল হলো আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত বাবের দ্বিতীয় হাদীস। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়তেন। এরপর দোয়া নির্দিষ্টকরণ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে তাকবীরে তাহরীমার পরে سبحانك اللهم وبحمدك الخ অর্থাৎ ছানা পড়া মুস্তাহাব।

তাদের দলীল হলো

১. হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর হাদীস–

عن حميد الطويل عن انس بن مالك (رض) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا استفتح الصلوة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك ولا اله غيرك (رواه الطبراني، اسناده جيد)

২. আল্লামা নীমাবী (রহ.) দুটি আছর উল্লেখ করেছেন, যার একটি হযরত ওমর (রাযি.) অপরটি উসমান (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা নামাযে ছানা পড়তেন।

৩. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে তাকবীরে তাহরীমার পরের দোয়া হলো اني وجهت وجهي الخ

জবাবঃ ইমাম মালেকের দলীলের জবাব হলো এই যে, তাঁর প্রদত্ত হাদীসে افتتاح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো افتتاح قراءة جهرية সুতরাং سرية এর পরিপন্থি নয়।

بسم الله -এর হুকুমঃ এখানে তিনটি মাসআলা আলোচ্য বিষয়। সেগুলি হলো–

১. বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ কি না?

২. নামাযে বিসমিল্লাহ বলার হুকুম কি?

৩. বিসমিল্লাহ সশব্দে পড়বে না নিঃশব্দে।

প্রথম মাসআলাঃ এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা।

বিস্‌মিল্লাহ্ কুরআনের অংশ কি না? বিস্‌মিল্লাহ কুরআনের অংশ কিনা এ সম্পর্কে হানাফী ও ইমাম মালেকের মতে সূরা নামলে হযরত সুলায়মান (আ.) এর চিঠির বর্ণনায় যে বিস্‌মিল্লাহ্ রয়েছে তা অবশ্যই কুরআনের অংশ, কিন্তু বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে বিস্‌মিল্লাহ পড়া হয়, তা কুরআনের অংশ নয়।

তবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' কুরআনের অংশ। অর্থাৎ تسمية পূর্ণ একটি আয়াত। যা সূরা সমূহের পরস্পরে ব্যবধান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

২. ইমাম শাফেয়ীর মতে সূরা ফাতিহার অংশ।

দ্বিতীয় মাসআলা : জুমহূর আহলে ইলম আহনাফ ও হাম্বলীগণের মতে নামাযে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত ও মুস্তাহাব।

কিন্তু শাফেয়ীরা যেহেতু বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন, তাই তা পড়া ওয়াজিব।

ইমাম মালেকের মতে বিসমিল্লাহ পড়া বেদাত।

তৃতীয় মাসআলাঃ বিসমিল্লাহ সকল নামাযেই আস্তে পড়া মুস্তাহাব। নামায জেহরী হোক বা সিররী। এ মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া প্রমুখও হানাফী মাযহাব অবলম্বন করেছেন। কিন্তু শাফেয়ীরা যেহেতু সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন, তাই তাদের মতে জেহরী নামাযে জোরে এবং সিররী নামাযে আস্তে পড়তে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

باب

পরিচ্ছেদ [৪৮০] : (শিরোনামহীন)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشِيشِ أَوْ خَشَاشِ

হাদীসের অনুবাদ [৭১৭] : হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করতে শুরু করলে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরে দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে কিয়াম করলেন। পরে আবার রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এরপর রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন এবং উঠে আবার সিজদায় গিয়ে দীর্ঘসময় থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাআত পড়ার জন্য উঠলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন অর্থাৎ কিয়াম করলেন। এরপর রুকূ করে দীর্ঘক্ষণ থেকে উঠলেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থেকে আবার রুকূতে গেলেন। এবারও দীর্ঘসময় রুকূতে থাকলেন। পরে রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গিয়ে দীর্ঘসময় থাকলেন এবং মাথা উঠিয়ে আবার সিজদায় গিয়ে দীর্ঘসময় কাটালেন। এরপর নামায শেষ করে বললেন, এ নামাযের মধ্যে জান্নাত আমার অনেক কাছে আনা হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে জান্নাতের এক ছড়া ফল তোমাদের কাছে আনতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার অনেক কাছে আনা হয়েছিল, এতো কাছে আনা হয়েছিল যে, আমি বললাম, হে প্রভু! আমিও কি তাদের সাথে থাকবো? অর্থাৎ দোযখবাসীদের মধ্যে গণ্য? এই সময় আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। আবু হুরাইরা বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন একটি বিড়াল তাকে থাবা মেরে মেরে নখর বিধিয়ে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, এ স্ত্রীলোকটির এমন অবস্থা কেনো? সেখানে উপস্থিত লোকেরা বললো, এ স্ত্রীলোকটি বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু খেতে দেয়নি বা মুক্ত করে দিয়ে খাওয়ার সুযোগ করে দেয়নি এবং এভাবে বিড়ালটি মারা গিয়েছিল। নাফে বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, বিড়ালটিকে বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার সুযোগ দেয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : এটি শিরোনামহীন বাব। তখন এটি الفصل من الباب السابق হবে, যদিও কোনো কোনো কপিতে এখানে বাবও নেই। তখন এটি পূর্বের বাব ما يقرأ بعد التكبير -এরই তৃতীয় হাদীস মানা হবে। তখন হাদীসের সামঞ্জস্য হবে أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ - অংশের সাথে। এতে হামযাটি ইসতিফহাম এবং ওয়াও আতেফা হবে। হামযায়ে ইসতিফহামের مدخول উহ্য আছে। ইবারত হবে

اَيْ رَبِّ اتعذبهم وأنا معهم হে পরওয়ারদেগার! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে? অথচ আমি তাদের সাথে উপস্থিত আছি।

এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট অনুগ্রহের আবেদন করছেন। এবং ঐ প্রতিশ্রুতির দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে দুটি জিনিসকে শাস্তি থেকে রক্ষার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি হলো وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم এবং وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون (সূরা আনফাল)

আর যদি এটি স্বতন্ত্র্য বাব এবং শিরোনামহীন, যেমনটি অধিকাংশ কপিতে রয়েছে। তখন كالفصل من الباب السابق হবে। অর্থাৎ কোনোভাবে পূর্বের বাবের সাথে সমাঞ্জস্য হবে। যদিও এখানে কোনো সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

উত্তর: فاطال القيام দ্বারা ما يقرأ بعد التكبير -এর সাথে সামঞ্জস্য প্রমাণিত হয়। কারণ, দীর্ঘ কিয়াম দোয়ার কারণেই হয়ে থাকে।

উত্তর-২: এ হাদীসে ছানা ও تعوذ -এর উল্লেখ নেই, তাই সম্ভবত দীর্ঘ কিয়ামের কারণ এটিই ছিল।

উত্তর - ৩: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اي رب وانا معهم বলে দোয়া করেছেন। সুতরাং দোয়া প্রমাণিত হলো।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ : কতেক লোক এমনকি অনেক আহলে ইলমও এখানে বিভ্রান্তির স্বীকার হয়েছেন। তারা এর অর্থ এটা বুঝেছেন যে, "হে আল্লাহ! আমিও কি তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাব?" নাউযুবিল্লাহ! এ বাক্যের এ অর্থ কিছুতেই হতে পারে না। মূলতঃ এর অর্থ হলো ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার ক্রোধান্বিতাবস্থার দিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর ভয়ের অবস্থা প্রবল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, প্রবাদ রয়েছে- بيش بود حيراني نزديكان را 'নৈকট্যশীলদের আতঙ্কও বেশি।' এবং ভয়ের প্রবলতার কারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন চিন্তা করতে লাগলেন সম্ভবত এখনই লোকদের উপর শাস্তি এসে পড়বে। তাই আল্লাহর অনুগ্রহ আকৃষ্ট করার জন্য তিনি বলেছিলেন- يا الله! اتعذبهم وأنا معهم মূলত এর দ্বারা একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো হে আল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অথচ আমি তাদের সাথে রয়েছি। অথচ আপনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে- وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

صَلَاةُ الْكُسُوفِ : সূর্যগ্রহণের নামায সম্পর্কিত বাব সামনে আসছে। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮১] : নামাযে ইমামের প্রতি দৃষ্টিপাত করার বর্ণনা প্রসঙ্গে ।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ

হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে বলেছেন আমি জাহান্নাম দেখেছি, যার একাংশ অপরাংশকে ভাঙ্গচুর করছে। যখন তোমরা আমাকে (নামাযের মধ্যে) পিছনে হটতে দেখেছো ।

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৭১৮] : হযরত আবু মা'মার (রাযি.) বলেন, আমরা খাব্বাব (ইবনে আরাত তামী) কে জিজ্ঞেস করলাম, যুহর এবং আসরের নামাযে কি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পাঠ করতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা বললাম, তা তোমরা কিভাবে বুঝতে পারতে? খাব্বাব বললেন, আমরা তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারতাম ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ - অংশের সাথে। কেননা, দাড়ি নড়াচড়া করা তারা ইমামের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কিভাবে জানতে পারল? এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমামের দিকে তারা দৃষ্টিপাত করত ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৩, ১০৫, ১০৫, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ

হাদীসের অনুবাদ [৭১৯] : হযরত বারাআ (রাযি.) বলেন, তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে মাথা উঠালে সাহাবায়ে কেরাম ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না তাঁকে সিজদায় যেতে দেখতেন। তিনি সিজদায় গেলে তারাও সিজদায় যেতেন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ- অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৬, ১০৩, ১১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন : প্রশ্ন হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম তো সত্যায়ন ছাড়াই নির্ভরযোগ্য। তা হলে এখানে তাকে নির্ভরযোগ্য বলার কী অর্থ?

জবাব : এখানে وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ বাক্যটি নির্ভরযোগ্য আখ্যাদান হিসেবে বলা হয়নি বরং কথাটি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) এর কথাকে শক্তিশালী করতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ এটা বলেছেন। তার কথায় যাতে কোনোরূপ সংশয় না থাকে। ছহীহ ইবনে খুযাইমাতেও মুহারিব ইবনে দিছারের সূত্রে তা-ই বর্ণিত আছে। সুতরাং মুহারিব বলেন, قَالَ سمعتُ عبدَ الله بن يزيد على المنبر يقولُ : حدثنى براء وكان غير كذوب। এ উক্তিটি যেন ঠিক হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর উক্তি حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق এর মতো।

** বাকি থাকল, كذوب শব্দটি مبالغه এর ছিগাহ। এর نفى করার দ্বারা مبالغه বা অতিশয্যের نفى হলেও মূল كذب বা মিথ্যা কিন্তু শেষ হয় না।

জবাব : ذو كذوب অর্থে। অতএব كذوب এর نفى হওয়া মানে ذو كذوب এর نفى হওয়া। যেমনিভাবে আল্লাহর বাণীতে আছে, وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ। (সূরা আলে ইমরান :৯২) এমনিভাবে وما أنا بظلام للعبيد (সূরা কাফ : ২৯) স্পষ্ট এ আয়াতদ্বয় গোড়া থেকেই জুলুম নফি করা হয়েছে। ঠিক অদ্রুপভাবে হাদীসে كذوب দ্বারা ذو كذوب মিথ্যুক উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا

হাদীসের অনুবাদ [৭২০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলে তিনি গ্রহণের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখতে পেলাম, আপনি যেন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু উঠালেন। তারপর দেখলাম আপনি যেন পিছে সরলেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেয়ে তা থেকে একটি ফলের ছড়া উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে তা তোমরা দুনিয়া ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ - অংশের সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬২, ১০৩, ১৪৩, ৪৫৪, ৭৮২-৭৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا

হাদীসের অনুবাদ [৭২১] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ানোর পর মিম্বারে আরোহণ করে নিজের দুই হাত দিয়ে মসজিদের কিবলার দিকে ইশারা করে বললেন, আজ আমি যখন তোমাদের নামায আদায় করাতে শুরু করলাম (ঠিক) সেই সময় কিবলার দিকের এই প্রাচীরে জান্নাত এবং জাহান্নামের ছবি দেখতে পেলাম। আজকের দিনের মত কল্যাণ আর অকল্যাণ এবং ভাল ও মন্দকে (জান্নাত কল্যাণ ও ভাল, জাহান্নাম অকল্যাণ ও মন্দ) এমনভাবে স্পষ্ট করে কোনদিনও দেখিনি। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৯, ১০৩, ৯৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনামে একটি বিতর্কিত মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তা হলো নামাযের মধ্যে মুক্তাদির দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

ইমাম বুখারী (রহ.) বলছেন, মুক্তাদির দৃষ্টি ইমামের দিকে থাকবে।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, মুক্তাদির দৃষ্টি কিবলার দিকে থাকবে। কেননা, তার দ্বারা ইমাম সাহেবের ওঠা-বসার অবস্থা জানা যায়। বিশেষতঃ বধিরদের জন্য তো ইমামের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ইমামত্রয় (ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ) -এর মাসলাক হলো মুক্তাদির দৃষ্টি কিয়াম অবস্থায় সিজদার স্থানে, রুকু অবস্থায় পায়ের আঙ্গুলের উপর, সিজদা অবস্থায় নাকের উপর এবং তাশাহহুদ অবস্থায় কোলের উপর থাকবে। لانه غاية الخشوع

মোটকথা, জুমহূরের মতেও যদি দৃষ্টি ইমামের দিকে বা কিবলার দিকে হয় তাও জায়েয আছে, নামায ফাসেদ হবে না।

বিস্তারিত জানতে দেখুন নাসরুল বারী তৃতীয় খণ্ড বাব নং ৪৪২ হাদীস নং ৬৬৩

بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮২] : নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ» . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীস নং ৭২২: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এসব লোকের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে! এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর কথা বললেন, এমনকি পরিশেষে বললেন, তারা এ কাজ থেকে বিরত হোক। অন্যথায়, অকস্মাৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ - অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৩ -১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামায অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো মাকরূহ, এটা প্রমাণ করা। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন- وهذا لا خلاف فيه

ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন-اجمع العلماء علي كراهة النظر الي السماء في الصلوة لهذا الحديث

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ এবং গুনাহের কাজ। যেমনটি ইবনে বাত্তাল (রহ.) প্রমুখ বলেছেন। কেননা, এটি এক ধরনের কিবলা হতে মুখ ফিরানোর শামিল।

প্রশ্ন: নামাযের বাইরে দোয়ার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা কেমন?

উত্তর: কাজী শুরাইহি প্রমুখ এটিকেও মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু জুমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে তা জায়েয আছে। কেননা, হাদীসে নামাযের সময় সেদিকে তাকানোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, নামাযের বাইরে এর ব্যতিক্রম। সুতরাং নামাযের বাইরে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয হওয়া -ই সঙ্গত। لان السماء قبلة الدعاء كما ان الكعبة قبلة الصلوة কারণ, আসমান হলো দোয়ার কিবলাহ, যেমন নামাযের কিবলাহ হলো কা'বা, তাই এটা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত।

بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৩] : নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

অনুবাদ: ৭২৩ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা এক প্রকার চুরি, যা শয়তান বান্দার নামায থেকে করে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৪, ৪৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ: নামাযে এদিক-সেদিক তাকানোর বিষয়টি নির্ভর করে তাকানোর ধরন ও প্রকৃতির উপর।

শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন- الالتفات على ثلثة اقسام

১. দৃষ্টিপাত যদি আড় চোখে তাকানোর মাধ্যমে হয়, অর্থাৎ আড়চোখে ডান -বামে দৃষ্টিপাত করা, এটি যদি প্রয়োজনের কারণে হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। আড়চোখে তাকানো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত। যেমন বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডে باب حديث كعب بن مالك-এর দীর্ঘ হাদীসে আছে- فاسارقه النظر فاذا اقبلت على صلوتي اقبل الي واذا التفت نحوه اعرض عني الخ হযরত কা'ব বিন মালিক (রাযি.) বলেন, আমি নামাযের মধ্যে আড়চোখে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাতাম। যখন আমি নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতাম তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকাতেন, কিন্তু যখনই আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাতাম তখন তিনি চেহারা ফিরিয়ে নিতেন। বুঝা গেল যে, আড়চোখে তাকানো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত।

২. দৃষ্টিপাতের সময় ঘাড় কিবলার দিক হতে ঘুরে যাওয়া। সুতরাং যদি দৃষ্টিপাত করার সময় ঘাড় কিবলাহ হতে ঘুরে যায়; কিন্তু সিনা না ঘুরে, তাহলে মাকরূহ।

৩. দৃষ্টিপাতের সময় যদি সিনাও কিবলা হতে ঘুরে যায় তাহলে হানাফী ও শাফেয়ীদের নিকট এর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে এটা মাকরূহ; এর দ্বারা নামায ভঙ্গ হবে না।

মালেকীদের নিকট যদি মুসল্লী ডান -বামে ঘুরে যায় কিন্তু তার উভয় পা কিবলার দিকে থাকে, তাহলে নামায বাতিল হবে না। হাম্বলীদের নিকট কিবলার দিকে পিঠ হলে নামায ভঙ্গ হবে।

اخْتِلَاسٌ : শব্দটি বাবে افتعال -এর মাসদার। অর্থ, অকস্মাৎ ছিনিয়ে নেওয়া; প্রতারণার মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া। নামাযে এদিক সেদিক তাকালে শয়তান নামাযীর খুত' -খুযু' ছিনিয়ে নেয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ

হাদীসের অনুবাদ [৭২৩] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর (আয়েশার) একটি নকশা করা কাপড়ে নামায আদায় করলেন এবং নামায শেষ করে বললেন, কাপড়ের এই নকশা (ও কারুকার্য) নামাযের মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। সুতরাং (কাপড় বিক্রেতা) আবূ জাহমের কাছে গিয়ে (এটি পরিবর্তন করে) নকশাবিহীন একটি মোটা কাপড় নিয়ে এসো।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ -অংশের সাথে। এবং নামাযের পর তিনি বললেন شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। আর এই দেখাও একধরনের التفات

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৪, ১০৪ ও ৮৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানোর হুকুম বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

خَمِيصَةٌ : অর্থ নকশাকৃত পশমী কালো চাদর। কালো এবং ডোরাকাটা না হলে তাকে খামীছাহ বলা হবে না।

এ চাদরটি আবু জাহম আমের বিন হুযাইফি (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিলেন। তিনি চাদরটি গায়ে জড়িয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষ করামাত্রই তিনি তা খুলে ফেললেন এবং বললেন, এ নকশাকৃত চাদরটি আবু জাহমকে দিয়ে দাও এবং তার থেকে আমাকে তার নকশা বিহীন চাদরটি এনে দাও। এ দ্বিতীয় চাদরটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র এ কারণে চেয়েছেন যেন আবু জাহমের মনে কষ্ট না আসে যে, আমার হাদিয়াটুকু নবীজীর দরবার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

أَنْبِجَانِيَّةٍ : এটি আনবিজান নামক স্থানের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা অপছন্দনীয় তা কিভাবে তিনি আবু জাহমের নিকট প্রেরণ করলেন?

জবাব: প্রেরণের উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, তিনি তা পরিধান করে নামায পড়বেন; বরং উদ্দেশ্য ছিল হয়ত তিনি তা বিক্রয় করে সেই টাকা অন্য কাজে লাগাবেন। অথবা নামাযের বাইরে তা ব্যবহার করবেন। কারো কারো মতে আবু জাহমের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই তার মধ্যে উল্লিখিত সম্ভাবনা ছিল না।

প্রশ্ন: চাদরটি আবু জাহমের নিকট প্রেরণের কারণ কি ছিল?

জবাব: এ চাদরটি আবু জাহমই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছিলেন। তাই সেটি তার নিকটই পাঠিয়ে দিয়ে তার থেকে অন্য একটি চাদর চেয়ে নিলেন।

بَاب هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৪] : নামাযের মধ্যে কোনো আপতিত বিপদের কারণে (যেমন হিংস্র প্রাণী, বিষাক্ত সাপ ইত্যাদি এসে পড়লে) বা কোনো কিছু দেখলে অথবা থুথু দেখলে সেদিক তাকানো যাবে কি না? এবং কিবলার দিকে থুথু ফেলা যাবে কি না?

وَقَالَ سَهْلٌ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত সাহল বিন সা'দ বলেন, আবু বকর (রাযি.) নামাযের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ

হাদীসের অনুবাদ [৭২৪] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, এক সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে (নিজের সামনে) থুথু বা কফ দেখতে পেলেন। সে সময় তিনি লোকজনের সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি থুথু বা কফ পরিষ্কার করলেন। তারপর নামায সমাধা করে বললেন, তোমরা কেউ যখন নামায আদায় করবে, তখন মনে করবে যে আল্লাহ তার সামনেই আছেন। অতএব, কেউ যেন নামাযে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত رَأَى النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ -অংশের সাথে।

প্রশ্ন: হাদীসে আছে نخامة আর শিরোনামে আছে بصاق তাহলে শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো কিভাবে?

জবাব: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে মূল হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যে হাদীসটি নাফে' -ইবনে ওমর সূত্রে المسجد من البزاق باليد حك باب -এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। সেখানে হাদীসের শব্দ হলো رأي نخامة في جدار القبلة فحكه সুতরাং তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অথবা বলা যায় যে, بصاق ও نخامة উভয়টির হুকুম একই।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৮, ১০৪, ১৬২, ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: প্রয়োজনবশতঃ যেহেতু দৃষ্টিপাত করা জায়েয, তাহলে ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে هل শব্দ কেন বৃদ্ধি করেছেন?

জবাব: এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে। যথা-

১. هل কখনও في অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নিসন্দেহে যখন প্রয়োজন হবে তখন জায়েয। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযি.) হতে দৃষ্টিপাত প্রমাণিত আছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত সাহল (রাযি.) সম্পর্কে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর দৃষ্টিপাতের কথা রয়েছে। এতে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ দৃষ্টিপাত ছিল কিবলার দিকে। যা কতিপয় নয়। কিন্তু এ উক্তি প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হুজরা হতে বের হচ্ছিলেন, আর হুজরা ছিল বাম দিকে। সুতরাং সাধ্যানুযায়ী তিনি বামদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

২. ইবনে ওমর (রাযি.) -এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়ালে কফ দেখতে পেয়েছেন, এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা ডান বা বাম দিকে দেখেছেন। এ সমূহ সম্ভাবনার কারণে তিনি এখানে هل শব্দ বৃদ্ধি করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩.হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর হাদীসে আছে যে, (মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে সোমবার দিন) যেদিন তিনি হযরত আয়েশার হুজরার পর্দা উঠিয়েছিলেন, এবং আবু বকর (রাযি.) ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন, তখনও সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন। বুঝা গেল যে, দৃষ্টিপাত করা জায়েয। কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম চোখের কোণ বা আড়চোখে দেখেছেন। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) هل শব্দ বৃদ্ধি করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

হাদীসের অনুবাদ [৭২৫] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদিন মুসলমানরা ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে এলেন। তিনি আয়েশার ঘরের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এ সময় তারা কাতারবন্দী হয়ে নামায আদায় করতে ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি (রাসূল) আনন্দিত হয়ে মৃদু হাসলেন। এ সময় আবু বকর মনে করলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো বাইরে আসতে চাচ্ছেন। তাই তিনি পিছু সরে কাতারে শামিল হয়ে ইমামতির জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হলেন এবং মুসলমানরাও নামায ছেড়ে দিতে উদ্যত হলো। তিনি তাদেরকে ইশারা করে বললেন, নামায সমাধা করে নাও। আর এ সময় তিনি পর্দাও নামিয়ে দিলেন। এ দিনটির শেষভাগেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৩ -৯৪, ১০৪, ৬৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ বাবটি হলো استثناء বা ব্যতিক্রমসদৃশ। উদ্দেশ্য হলো التفات -এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে কোনো প্রকার নামায ভঙ্গকারী, আবার কোনো প্রকার মাকরূহ। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে।

এখন এ বাবে কতেক দৃষ্টিপাতকে ব্যতিক্রম করা উদ্দেশ্য যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে।

بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

পরিচ্ছেদ [৪৮৫] : ইমাম ও মুক্তাদির জন্য সফরে বা নিবাসে নামাযে কেরাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা, সশব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামায হোক বা নিঃসব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামায হোক

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। অর্থাৎ সফরে বা নিবাসে সকল নামাযেই ইমাম মুক্তাদি উভয়ের উপর কেরাত পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ

হাদীসের অনুবাদ [৭২৬] : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রাযি.) বলেন, কুফাবাসীগণ উমারের কাছে সা'আদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে আম্মারকে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। কুফাবাসীগণ সা'আদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করলো। এমনকি তারা বললো যে, তিনি নামাযও ভালোভাবে আদায় করেন না। সুতরাং ওমর তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে ওমর বললেন, হে আবু ইসহাক! এরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, আপনি নামাযও ভালোভাবে আদায় করেন না। এ কথা শুনে সা'আদ বললেন, আমি যথার্থভাবে নামায আদায় করি না। তাহলে শুনুন আমি তাদের সাথে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করতেন, ঠিক সেইভাবেই নামায আদায় করতাম। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায থেকে কোন কিছুই বাদ দিতাম না। আমি ইশার নামায এভাবে আদায় করতাম যে, প্রথম দুই রাকাআতে সময় লাগাতাম। কিন্তু শেষ দুই রাকআত তাড়াতাড়ি শেষ করতাম। এ কথা শুনে ওমর বললেন, হে আবু ইসহাক, আপনার সম্পর্কে আমার এটিই ধারণা ছিল। সুতরাং ওমর সা'আদের সাথে একজন বা কয়েকজন লোককে কুফায় পাঠালেন কুফাবাসীদের কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য। এ তদন্তে তারা কুফার কোনো মসজিদ বাদ না দিয়ে সকল মসজিদে উপস্থিত হলো। মুসল্লীদের কাছে সা'আদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো এবং সব জায়গার লোকই তার ভূয়সী প্রশংসা করলো। অবশেষে বনী আবাসের মসজিদে উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি যাকে উসামাহ ইবনে কাতাদাহ বলে ডাকা হতো এবং উপনাম ছিল আবু সাদাহ সে বললো, যখন তোমরা আমাদেরকে শপথ করালে, তখন শোন, সা'আদ জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন না, গণীমাতের সম্পদ সমভাবে অর্থাৎ বিধান মতো বন্টন করতেন না এবং বিচার ফয়সালায় ইনসাফ করতেন না। সব কথা শুনে সা'আদ বললেন, এরপর যেহেতু আমার বলার কিছু নেই, আমি তোমাকে তিনটি বদদোয়া দিচ্ছি। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা যদি মিথা কথা বলে থাকে, আর প্রদর্শনী ও প্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার হায়াত দীর্ঘায়িত করে দাও এবং দারিদ্র্য ও অভাব বৃদ্ধি করে দীর্ঘায়িত করে দাও এবং তাকে ফিতনা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত করে দাও। পরবর্তীকালে যখন এ ব্যক্তিকে তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলতো, আমি দীর্ঘ বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ফিতনা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত এক

https://e-ilm.weebly.com/

বৃদ্ধ। আমার ওপর সা'আদের বদদোআ কার্যকরী হয়েছে। আবদুল মালেক বলেন, পরবর্তীকালে আমি লোকটিকে দেখেছিলাম। অতি বৃদ্ধাবস্থায় পৌছার কারণে তার চোখের ওপরের ভ্রু-যুগল চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। সে পথে যুবতীদেরকে উত্যক্ত করতো এবং তাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُخْرِمُ عَنْهَا -অংশের সাথে।

শিরোনামের ব্যাখ্যা: এটি ৬টি মাসআলা সম্বলিত একটি ব্যাপক শিরোনাম।

উল্লেখ্য যে, শিরোনামে ছয়টি অংশ রয়েছে। ১. ইমামের উপর কেরাত ওয়াজিব হওয়া, ২. মুক্তাদির উপর কেরাত ওয়াজিব হওয়া, ৩. নিবাসে কেরাত ওয়াজিব হওয়া, ৪. সফরে কেরাত ওয়াজিব হওয়া, ৫. جهري নামাযে কেরাত ওয়াজিব হওয়া, ৬. سِرِّي নামাযে কেরাত ওয়াজিব হওয়া।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন–

ولا نزاع في قراءة النبي (صلى الله عليه وسلم) في صلوته دائما وهو يدل علي وجوب القراءة الخ

অর্থাৎ এ ব্যাপারে তো কোনো মতপার্থক্য নেই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কেরাত পড়তেন। যা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। এবং এটি শিরোনামের প্রথমাংশের সাথে মুনাসাবাতপূর্ণ।

وما اخرم عنها : আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে অবহেলা করি না। এর দ্বারা শিরোনামের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশ প্রমাণ হয়ে গেল। অর্থাৎ جهري নামাযে সশব্দে আর سري নামাযে নিঃসব্দে কেরাত পড়া।

এবং এতে কোনো মতভেদ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ও নিবাসে সকল নামাযেই কেরাত পড়তেন। এটা শিরোনামের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের দলীল। অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ মাসআলা প্রমাণিত হয়ে গেল। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কেরাত বর্জন করার প্রমাণ নেই।

এখন রয়ে গেল শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটি। অর্থাৎ মুক্তাদি কেরাত পড়বে কি না? এটা হাদীসের কোনো অংশ দ্বারা -ই প্রমাণ হয় নি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৪, ১০৫, ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ : بعض اهل الكوفة অর্থাৎ কতিপয় কূফাবাসী।

الْكُوفَةِ : কূফা শব্দটির অর্থ হলো বালির গোলাকার লাল টিলা। যেহেতু যারা এখানে বসবাস করছে এখানে পূর্ব যুগে গোলাকার লাল টিলা ছিল তাই এর নামা কূফা হয়ে গেছে। এ কূফা ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ; বরং ইরাকের সর্বাধিক বৃহৎ শহর। যা বাগদাদ হতে ৩০ ক্রোশ অর্থাৎ আনুমানিক ৯০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এটিই সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান যাকে হযরত আলী (রাযি.) রাজধানী বানিয়েছিলেন, এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

سَعْدًا : হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.): হযরত সা'দ (রাযি.) ১৭ হিজরিতে কূফার গভর্নর নির্বাচিত হন। ২১ বা ২০ হিজরিতে তিনি সেখান থেকে বরখাস্ত হন।

https://e-ilm.weebly.com/

أَبُو إِسْحَاقَ : এ আবু ইসহাক হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) -এর উপনাম। তার বড় ছেলের নামের দিকে নিসবত করে তাকে এ নামে ডাকা হত।

فَعَزَلَهُ : কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল লোক ওমর ফারূক (রাযি.) -এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওমর (রাযি.) তাকে বরখাস্ত করেন। বুঝা গেল মাসলাহাতের কারণে বিনা তদন্তেও কাউকে বরখাস্ত করা যায়। – ওমদাতুল কারী

মাসলাহাত এখানে এই ছিল যেন ফেতনা মাথাচাড়া পেতে না পারে; বরং ফেতনা যেন দমে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত ওমর (রাযি.) -এর নীতি ছিল তিনি কাউকে ৪ বছরের অধিক গভর্নর পদে বহাল রাখেন না। তবে এ উক্তিটি সঠিক বলে মনে হচ্ছি না। কেননা, হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) ১৭ হিজরিতে ওমর (রাযি.)-এর পক্ষ হতে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন, এবং ওমর (রাযি.) -এর পূর্ণ জীবন পর্যন্ত তিনি গভর্নর পদে বহাল থাকেন। ওমর (রাযি.) ২৩ হিজরিতে শহীদ হন।

مَا أَخْرِمُ : অর্থাৎ لا ان انقص আমি কম করি না।

فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ : প্রথম দু'রাকাতে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করি, অর্থাৎ কেরাত দীর্ঘ করি।

وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ : এবং শেষ দু'রাকাতে হালকা করি, অর্থাৎ সংক্ষেপ করি।

সাদ ইবনে মুআয (রাযি.)-এর ফজিলত, মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাদ বিন মুআয বিন নোমান বিন ইমরাউল কায়স বিন যায়দ বিন আব্দে আশহাল। উপনাম আবু আমর। নসব আশহালী আওসী আনসারী। তিনি হিজরতের ৩২ বছর পূর্বে ইয়াছরাবে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুআ এবং মাতার নাম কাবশা বিনতে রাফে। স্ত্রীর নাম হিন্দা বিনতে সিমাক বিন আতিক। সন্তান আমর বিন সাদ বিন মুআয এবং আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন মুআয।

হযরত সাদ বিন মুআয ছিলেন আওস গোত্রের সর্দার। তার গোত্রের নারী-পুরুষ একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মুসআব বিন উমায়র (রাযি.)-এর হাতে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন ইসলামের একজন দাঈ হিসেবে। তিনি মুসআব (রাযি.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, হে বনু আব্দুল আশহাল! আমাকে তোমরা কীরূপ জানো? তারা একবাক্যে বললেন, আপনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সজ্জন ব্যক্তি। তিনি বললেন, তবে শুনে রাখো, ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমার কথাবার্তা, চলাফেরা সব হারাম। তার এই বক্তব্যের পর বনী আব্দুল আশহালের প্রতিটি নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে। সুতরাং তিনি ইসলামের অন্যতম বরকতময় ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রাযি.) তাঁর ঘরেই অবস্থান করতে থাকেন। আর তিনি এবং উসায়দ ইবনে হুজায়র (রাযি.) মূর্তিপ্রতিমা ভাঙ্গার কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করলে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর সাথে সাদ বিন মুআয (রাযি.)-এর ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন।

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে সাদ বিন মুআয (রাযি.)-এর ভূমিকা

বদর যুদ্ধের শুরুতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। মুহাজির সাহাবীগণ একবাক্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপরও পরামর্শ কামনা করতে থাকেন। তখন সাদ বিন মুআয (রাযি.) দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা সাক্ষ দেই যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য। আর আমরা আপনার কাছে আনুগত্যও প্রদান করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

সুতরাং আপনি যা ইচ্ছা করেন তা নিঃসঙ্কোচে বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে এই সমুদ্র অতিক্রম করারও আদেশ করেন তবু আমরা একজন লোকও পিছপা হব না।

يارسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা সাক্ষ দেই যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য। আর আমরা আপনার কাছে আনুগত্যও প্রদান করেছি। সুতরাং আপনি যা ইচ্ছা করেন তা নিঃসঙ্কোচে বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে এই সমুদ্র অতিক্রম করারও আদেশ করেন তবু আমরা একজন লোকও পিছপা হব না।'

তাঁর এই ভাষণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশি হন এবং সাহাবীগণকে সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করেন। সাদ (রাযি.) বদর যুদ্ধে আওস গোত্রের পতাকা বহন করেন।

তিনি অহুদ যুদ্ধেও অংশ নেন এবং অধিকাংশ সাহাবীই যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সে সময়েও হযরত সাদ বিন মুআয (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবস্থান করেন এবং শত্রুর আঘাত প্রতিহত করতে থাকেন।

খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলতে গেলে গোটা আরবের সাথে মদিনার একা মুসলমানদের সাথে। কাফেরদের সাথে বনী কুরাইজার ইহুদীরাও যোগ দেয়। অথচ তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৈত্রী চুক্তি ছিল। বিষয়টি জানার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইজার নেতাদের কাছে হযরত সাদ (রাযি.)-কে প্রেরণ করলে তারা মৈত্রীর বিষয়টি সাফ অস্বীকার করে বসে এবং বলে, 'আমাদের এবং মুহাম্মাদের মাঝে কোনো মৈত্রী চুক্তি নেই।'

বনী কুরাইজার এই গাদ্দারীর পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী গাতফানকে কুরাইশদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা করেন। কেননা তখন অর্ধেক সৈন্য এমনিতেই কমে যাবে। বিনিময়ে তিনি মদিনার তিনভাগের একভাগ ফল তাদেরকে দেয়ার প্রস্তাব করেন। বনী গাতফানের নেতারা এই প্রস্তাবে রাজিও হয়ে যায়। চূড়ান্ত সিদ্ধান গ্রহণ করার আগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। বিশেষ করে সাদ ইবনে মুআয এবং সাদ ইবনে উবাদা (রাযি.)-এর পরামর্শের দিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব খেয়াল করতেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব শুনে দুই সাদ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আপনার প্রস্তাব, নাকি অহীর অকাট্য ফয়সালা? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না। বরং বিষয়টি আমিই তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছি।' তখন সাদ (রাযি.) দাঁড়িয়ে বললেন–

يا رسول الله. قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرة. الا قرى. أي كرما وضيفة. أو بيعا . أفحين أكرمنا الله بالاسلام. وهدانا له. وأعزنا بك وبه. نعطيهم أموالنا؟؟ والله ما لنا بهذا من حاجة. ووالله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এবং তারা আগে মূর্তিপূজা করতাম। আল্লাহর ইবাদতও করতাম না, তাঁকে জানতামও না। মুশরিকরা আতিথেয়তা কিংবা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম ব্যতিত অন্যকোনো ভাবে আমাদের মদিনার ফল ভোগ করতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের বদৌলতে সম্মান দান করেছেন। আপনার ও ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে করেছেন সম্মানিত। সুতরাং আমরা মুশরিকদের হাতে আমাদের সম্পদ তুলে

https://e-ilm.weebly.com/

দেব? আল্লাহ তাআলার শপথ! এতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে তরবারি ছাড়া আর কোনো কিছু উপহার দেব না, যাবত না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন।'

হযরত সাদ (রাযি.)-এর বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাতফানের সাথে মৈত্রী চুক্তি করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং তাদের নেতাদেরকে অমতের কথা জানিয়ে দেন।

খন্দক যুদ্ধে তিনি যখম হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাঁর থাকার জন্য তাঁবু টাঙিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁকে তিনি দেখাশোনা করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী কুরায়জাকে অবরোধ করার পর তারা সাদ (রাযি.)-এর ফয়সালার ওপর আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কেননা জাহেলী যুগে সাদ (রাযি.)-এর সাথে তাদের হালিফী বা মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। এসময় সাদ (রাযি.) একটা গাধার পিঠে সওয়ারী হয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলেন। তিনি যেহেতু আহত ছিলেন তাই সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতাকে সাহায্য করো। এরপর তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করো। হযরত সাদ (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফয়সালা দিচ্ছি আপনি তাদের যোদ্ধা পুরুষদের সকলকে হত্যা করবেন, যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করে দিবেন এবং নারীদেরকে দাসীতে পরিণত করবেন।

তাঁর ফয়সালা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা অনুযায়ীই ফয়সালা করেছ।' তাঁর ফয়সালা অনুযায়ী বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে হত্যা করা হলো। তাদের শেষ লোকটিকে যখন হত্যা করা হচ্ছিল তখন তাঁর যখম থেকে তীব্রবেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল, এমনকি তা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকেও গড়িয়ে পড়ল। তাঁর এই অবস্থা দেখে তিনি এবং আবু বকর (রাযি.) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং ইন্নালিল্লাহ পড়তে লাগলেন।

ওফাত ও দাফন

হযরত সাদ বিন মুআয (রাযি.) ৫ হিজরিতে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং বললেন–

من هذا العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء . وتحرك له العرش

'এই নেক ব্যক্তিটি কে, যার মৃত্যুতে আসমানের সব দরজা খুলে দেয়া হয়েছে এবং আরশ কেঁপে উঠেছে?'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা থেকে বের হয়ে এলেন। তাঁকে জানানো হলো সাদ (রাযি.) ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি আমার সাথে চলো। জাবের (রাযি.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খুব দ্রুত চলতে লাগলাম। দ্রুত চলার কারণে আমাদের চপ্পলের ফিতা পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল। সাহাবাগণ এত দ্রুত চলায় বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হানজালার গোসলের মতো সাদ (রাযি.)-এর ব্যাপারেও আমাদের ওপর ফেরেশতারা অগ্রগামী হওয়ার ভয়ে আমরা এত দ্রুত চলেছি।

সাদ (রাযি.)-এর বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন তাঁর সঙ্গীগণ গোসল করাচ্ছেন। এরপর তাঁকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। কবরে রাখার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণ উচ্চস্বরে তাকবির দিলেন। তাকবির ধ্বনীতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফন-দাফন শেষ করে সেখান থেকে ফিরে আসলেন। আসার পথে বললেন, এই নেককার বান্দার মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছে, আসমানের দরজা খুলে গেছে, তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশ নিয়েছেন; ইতিপূর্বে জমিনে এই ফেরেশতাগণ কখনও অবতরণ করেন নি। অথচ এই নেককার বান্দার কবরও প্রথমে সঙ্কুচিত হয়েছিল, অবশ্য পরে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ফেরার পথে খাটিয়া বহনকারী সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইতিপূর্বে এত হালকা খাটিয়া কখনও বহন করিনি। জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এত এত সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করে তারাও খাটিয়া বহন করেছে।'

তবে ইবনে সাদ (রাযি.)-এর কবর সঙ্কুচিত হওয়ার বিষয়টি আজাব কিংবা শাস্তিস্বরূপ ছিল না। বরং নেককার ও আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের সাথেও কখনও কখনও এরূপ আচরণ করা হয়।

সাদ (রাযি.)-এর মর্যাদা ও সম্মান

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রেশমের কাপড় হাদিয়া এলো। সাহাবীগণ এর সৌন্দর্য ও কোমলতার কারণে আশ্চর্যবোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا

জান্নাতে সাদের রুমাল এরচেয়েও সুন্দর।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন–

كنت ممن حفر والسعد قبره. وكنا كلما حفرنا طبقة من تراب، شممنا ريح المسك حتى انتهينا إلى اللحد"

আমিও সাদ (রাযি.)-এর কবর খনন কাজে অংশ নিয়েছিলাম। যখনই একেক স্তর খনন করছিলাম তখনই মেশক-আম্বরের সুগন্ধি পাচ্ছিলাম। এভাবে আমরা লাহাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

হাদীসের অনুবাদ [৭২৭] : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) বলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার নামাযই হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো অস্পষ্ট। কারণ, শিরোনাম হলো عام; সূরা ফাতিহা হোক বা অন্য কোনো সূরা। কিন্তু হাদীসে আছে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহার কথা, যা হলো خاص ;

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিষয়টি শুরু যমানা থেকেই বিতর্কিত এবং খুব আলোচনার বিষয় হিসেবে চলে আসছে। নামাযের বিতর্কিত মাসআলাসমূহের মধ্যে এ মাসআলাটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ মাসআলার মধ্যে বিতর্কটা উত্তম অনুত্তমের নয়; এটি জায়েয নাজায়েয বরং ওয়াজিব ও হারামের মতভেদ। যার ফলে এ মাসআলা নিয়ে লেখনী ও মৌখিক বিতর্কের বাজার খুব গরম থেকেছে এবং এ বিষয়ে উভয় পক্ষ থেকে এত পরিমাণে কিতাব রচনা করা হয়েছে যেগুলো নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার তৈরি হতে পারে।

আমাদের জানা মতে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম 'জুযউল কিরাআতি খলফাল ইমাম' নামে ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাব লিখেছেন। তাঁর পরে ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ বিষয়ে 'কিতাবুল কিরাআত' কিতাবটি লিখেছেন। সে প্রাথমিক যুগে কোনো হানাফী আলেম এ বিষয়ে আলাদা কিতাব লিখেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার 'কিতাবুল কিরাআতে' এক হানাফী আলেমের বিরুদ্ধে খুব বলতে থাকেন। এ থেকে

https://e-ilm.weebly.com/

বুঝা যায় হানাফী আলেমগণের কেউ একজন ইমাম বায়হাকীর আগে হয়তো এ বিষয়ে কিতাব লিখেছিলেন।

অতঃপর পরবর্তী যমানার গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায় যখন এ মাসআলাটি নিয়ে খুব শোরগোল শুরু করে এবং একে কেন্দ্র করে হানাফীগণের বিরুদ্ধে একটা প্ল্যাটফরম তৈরি করে তাদের নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় তখন হিন্দুস্তানের ওলামায়ে কেরাম তাদের জবাবে কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন। সে সুবাদে আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) 'ইমামুল কালাম ফীল কিরাআতি খলফাল ইমাম' রচনা করেছেন। এমনিভাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতবী (রহ.) 'আদ-দালীলুল মুহকাম ফী তরকিল কিরাআতি লিল মুক্তাদী' অথবা 'তাওসীকুল কালাম ফী তরকিল কিরাআতি খলফাল ইমাম' লিখেছেন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী (রহ.) 'হেদায়াতুল মু'তাদী ফী কিরাআতিল মুকতাদী', হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব সাহারানপুরী (রহ.) 'আদদালীলুল কতী আলা তারকিল কিরাআতি মুকতাদী', এবং শায়েখ মুহাম্মদ হাশেম সিন্ধী (রহ.) 'তানকীহুল কালাম ফীল কিরাআতি খলফাল ইমাম এবং আল্লামা যহীর হাসান নীমভী (রহ.) একাধিক কিতাব রচনা করেছেন।

এরপর শাহ সাহেব (রহ.) 'ফাসলুল খিতাব ফী মাসআলাতি উম্মিল কিতাব' নামে ফারসীতে একটি কিতাব এবং 'খাতিমাতুল খিতাব ফী মাসআলাতি ফাতিহাতিল কিতাব' নামে আরেকটি আরবি কিতাব রচনা করেন। এরপর 'ই'লাউস সুনান' কিতাবের রচয়িতা হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী সাহেব 'ফাতিহাতুল কালাম ফীল কিরাআতি খলফাল ইমাম' কিতাবটি রচনা করেছেন। পরিশেষে আমাদের কালে এসে হযরত মাওলানা সারফারায খান সফদার সাহেব 'আহসানুল কালাম ফী তরকিল কিরাআতি খলফাল ইমাম' নামে এ বিষয়ের উপর দুই খণ্ডের একটি কিতাব রচনা করেছেন। যাকে এ বিষয়ক সর্বোচ্চমানের সমষ্টি বলা যায়। আমরা এখানে আলোচ্য মাসআলার জরুরি বিশ্লেষণ সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

মাযহাবসমূহের বিশদ আলোচনা

আলোচ্য মাসআলায় মাযহাবসমূহের তফসীল নিম্নরূপ-

১. হানাফীগণের মতে সশব্দ ও নিঃশব্দ সকল নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। সুফিয়ান ছওরী, ইমাম যুহরী, ইমাম শা'বী, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে আবী লাইলা, ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়েত ইমাম আওযায়ীরও এক রেওয়ায়েত হানাফীদের অনুকূল।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায় লিখেছেন-

قال محمد لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر بذلك جاءت عامة الآثار وهو قول ابي حنيفة

ইমামের পিছনে কেরাত না পড়া চাই, ইমাম সশব্দে কেরাত পড়ুক বা নিঃশব্দে। সকল আছার ও দলীল এটিকেই সমর্থন করে, এবং এটিই ইমাম আবু হানিফার মাযহাব।

ফায়েদা: এ দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মাযহাবও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)ও কোনো নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা ছিলেন না। এটিই তার রচিত কিতাবুল আছারেও (পৃ. ২১) বর্ণিত হয়েছে। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ দ্বারা এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়াতে সতর্কতামূলক জায়েয ও মুস্তাহাব মনে করেন। তাদের এ মত সঠিক নয়। আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন- الاصح ان قول محمد كقولهما

আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.)-এর এ কথন দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মাযহাবও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনিও সকল নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা ছিলেন না।

২. অপরদিকে ইমাম শাফেয়ীর মতে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয় প্রকার নামাযে ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রহ.) এ বিষয়ে একমত যে, সশব্দ কেরাতবিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়। এরপরে তাদের থেকে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা রয়েছে। কোনো বর্ণনায় ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠকে মাকরূহ বলা হয়েছে, কোনো বর্ণনায় জায়েয, আবার কোনো বর্ণনায় মুস্তাহাব বলা হয়েছে। আর নিঃশব্দ নামাযের ব্যাপারেও তাদের থেকে তিনটি বর্ণনা রয়েছে। একটি হচ্ছে ওয়াজিব, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুস্তাহাব এবং তৃতীয়টি হচ্ছে জায়েয।

এ তফসীল থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সশব্দ কেরাতবিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ ওয়াজিব হওয়ার মতটি শুধুমাত্র ইমাম শাফেয়ীর; বরং এটাও তাঁর প্রসিদ্ধ মত হিসেবে, নচেৎ বাস্তবতা হলো ইমাম শাফেয়ী ও সশব্দ নামাযে ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠকে ওয়াজিব বলেন না। 'আলমুগনী'তে ইবনে কুদামার কথা থেকে এটাই বোঝা যায়। এমনিভাবে 'কিতাবুল উম্ম' এ খোদ ইমাম শাফেয়ীর কথা থেকেও এটাই বুঝে আসে। কেননা সেখানে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন–

ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الامام والامام يقرأ قراءة لايسمع فيها قرأ فيها

'আর আমরা বলি, প্রত্যেক ঐ নামায যা আমরা ইমামের পেছনে পড়ি, ইমাম তেলাওয়াত করেছেন কিন্তু শোনা যায় না এমতাবস্থায় তেলাওয়াত করবে।'

উল্লেখ্য 'কিতাবুল উম্ম' ইমাম শাফেয়ীর নতুন কিতাবগুলোর একটি, পুরাতনগুলো থেকে নয়। যেমন হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং অল্লামা সুয়ূতী (রহ.) 'হাসানুল মুহাযারা' গ্রন্থে (১/১২২) একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মিসরে স্থানান্তর হওয়ার পর 'কিতাবুল উম্ম' লিখেছেন। তাই এটি তাঁর শেষ পর্বের রচনা, যার দাবি হচ্ছে, এ মতটি তাঁর নতুন ও পরবর্তী মত, আগের ও পূর্ববর্তী মত নয়।

এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সশব্দ তেলাওয়াতবিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ ওয়াজিব হওয়া শুধুমাত্র আমাদের যামানার গায়রে মুকাল্লিদ গোষ্ঠীর মাযহাব। এমনকি দাউদ যাহেরীর মতও এটা নয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াও সশব্দ নামাযে ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ না করার প্রবক্তা। আর নিঃশব্দ নামাযেও সম্ভবত তিনি ফাতেহা পাঠ মুস্তাহাব হওয়ারই পক্ষে।

তবে ইমাম বুখারী (রহ.) ও গায়রে মুকাল্লিদ গোষ্ঠী এ মতের প্রবক্তা।

গায়রে মুকাল্লিদরা বলে, ইমামের পিছনে যদি মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে।

তাদের জবাবে প্রথমত ঃ এতটুকুই বলার আছে যে, জুমহূর ওলামায়ে ইসলাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের তাহকীক অনুযায়ী বুঝা গেল যে, তাদের এ মত একেবারেই ভুল ও ভিত্তিহীন। তাই তাদের মতবাদ খণ্ডন করার পিছনে সময় ব্যয় করা বোকামী বৈ কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ এ সম্প্রদায় কুরআন কারীমে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বঞ্চিত, তাছাড়া তারা হাদীস দেখে -পড়ে ঠিকই; কিন্তু তা নিয়ে গবেষণা করা থেকে বঞ্চিত।

তবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাবী ও দলীলটি পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাবী ও দলীল

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় দাবী প্রমাণ করার জন্য যে তিনটি হাদীস পেশ করেছেন, তন্মধ্য হতে প্রথম হাদীসটি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) -এর কেরাত করা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ এ রেওয়ায়েতটি শুধুমাত্র ইমামের জন্য প্রযোজ্য, মুক্তাদির সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

তৃতীয় হাদীসের সম্পর্ক হলো শুধুমাত্র منفرد -এর জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

তবে দ্বিতীয় হাদীসটি যা উবাদা বিন সামিত হতে বর্ণিত لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট শুধুমাত্র এ একটি সহীহ ও শক্তিশালী দলীলই রয়েছে।

এর সাফ জবাব হলো এই যে, এ হাদীসের সম্পর্ক শুধুমাত্র ইমাম ও মুনফারিদের সাথে। মুক্তাদির জন্য এ হুকুম নয়। কারণ, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযি.) -এর হাদীস রয়েছে–

من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

আর মুক্তাদির জন্য হুকুম হলো যা হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত–

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا (ابن ماجه)

ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠের প্রবক্তাগণের দলিলসমূহ

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযি.)-এর হাদীস : ইমাম শাফেয়ী ও ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠের পক্ষের লোকদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী দলিল হচ্ছে, আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হযরত উবাদা ইবনে সামেতের হাদীসটি–

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) বলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার নামাযই হলো না।

এ হাদীসটি শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষে সুস্পষ্ট হলেও সহীহ নয়। যার দরুন ইমাম আহমদ (রহ.) এ হাদীসকে ইল্লতযুক্ত বলেছেন। ইবনে তাইমিয়া তার ফতোয়ায় একথা উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার ও আরো অন্যান্য মুহাদ্দিসীনও এটিকে 'মা'লূল'-ইল্লতযুক্ত বলেছেন। এর তফসীল হচ্ছে, হযরত উবাদা ইবনে সামেতের হাদীসটি তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মারফূ বর্ণনায়–

ان رسول الله ﷺ قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (لفظه للبخارى)

অর্থাৎ রাসূল (ছ.) বলেছে– 'যে সূরা ফাতোহা পড়ে না তার নামায হয় না।'

২. ইবনে আবী শাইবাহ মুসান্নাফে ত্বাহাবী আহকামুল কুরআনে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তার ফতোয়া গ্রন্থে মাহমূদ ইবনুর রবী' থেকে বর্ণনা করেছেন–

قال : صليت صلوة والى جنبى عبادة بن الصامت. قال : فقرأ بفاتحة الكتاب. قال : فقلت له : يا ابا الوليد! الم اسمعك تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال : اجل. انه لاصلاة الا بها. (لفظه لابن ابى شيبة)

'তিনি বলেন, আমি এক নামায পড়েছি, তখন আমার পাশে উবাদা ইবনে সামেত ছিলেন। তিনি বলেন, তখন তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন, তিনি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল ওলীদ! আমি যেন আপনাকে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে শুনতে পেলাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাছাড়া নামায হয় না। (হাদীসের শব্দাবলি ইবনে আবি শাইবার)

ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়ার বর্ণনায় خلف الامام ('ইমামের পেছনে') শব্দের উল্লেখও রয়েছে।

৩. তিরমিযীর হাদীসটি।

https://e-ilm.weebly.com/

এ তিনটি সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রটি সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ্। কিন্তু তা দ্বারা প্রতিপক্ষের দলিল দেয়া সঠিক নয়। কারণ হানাফীগণ এর ব্যাখ্যা করেন, এ হুকুম একাকী নামায আদায়কারী ও ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া অন্যান্য জবাব ও এর তফসীল সামনে আসছে।

আর দ্বিতীয় বর্ণনাসূত্রটিও সহীহ্, কিন্তু এর দ্বারাও শাফেয়ী প্রমুখের মাযহাবের উপর কোনো সুস্পষ্ট মারফূ' দলিল প্রমাণিত হয় না। কেননা তা হযরত উবাদার নিজস্ব ইজতেহাদ। অর্থাৎ لا صلاة لمن لم يقرأ হাদীসটিকে তিনি ইমাম মুক্তাদী সবার জন্য ব্যাপক মনে করেছেন। তাই তা থেকে এ বিধান বের করেছেন যে, মুক্তাদীর জন্যও সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব, কিন্তু তার এ ইজতিহাদ অন্যান্য মারফূ' হাদীসের বিপরীত দলিল হতে পারে না।

বরং এ হাদীস থেকে হানাফীগণের পক্ষে সমর্থন মিলে। কেননা এ থেকে প্রমাণিত হয়, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ না করার আমলই করতেন। যার দলিল হচ্ছে, যদি এমন না হতো তাহলে হযরত উবাদাহকে ফাতেহা পড়তে দেখে হযরত মাহমূদ ইবনে রবী' এতটা অবাক হতেন না এবং প্রশ্ন করতেন না। তাঁর অবাক হওয়া এবং প্রশ্ন করাটা এ কারণেই যে, হযরত উবাদার এ আমলটি সাহাবা ও তাবেয়ীনের সাধারণ আমলের পরিপন্থি। এছাড়া হযরত মাহমূদ ইবনে রাবী' যে ফাতেহা পাঠ করেননি এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এরপরও হযরত উবাদা তাকে নামায পুনরায় পড়ার হুকুম দেননি। এর দ্বারা বোঝা যায়, হযরত উবাদার দৃষ্টিতেও মুক্তাদীর জন্য ফাতেহা পাঠ ওয়াজিব ছিল না।

এখন থেকে যায় শুধুমাত্র তৃতীয় সূত্রটি। অর্থাৎ তিরমিযীর আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসটি। এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে শাফেয়ীগণের মাযহাবের পক্ষে সুস্পষ্ট। কিন্তু এটি সহীহ নয়। ইমাম আহমদ (রহ.), আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.), হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত আপত্তিগুলোর ভিত্তিতে এ হাদীসকে ইল্লতযুক্ত এবং গায়রে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

১. মুহাদ্দিসীনে কেরামের ধারণায় কোনো বর্ণনাকারী ভুলবশত প্রথম দুই বর্ণনাকে মিলিয়ে তৃতীয় বর্ণনাটি তৈরী করেছে। এ ভুলের দায়দায়িত্ব মাকহুলের উপর ফেলা হয়। এর কারণ হচ্ছে, হযরত উবাদা ইবনে সামেতের এ হাদীসটি মাহমূদ ইবনে রবী'-এর বহু শাগরেদ বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কেউই ইমামের পেছনে ফাতেহা পড়ার হুকুমটি স্পষ্টভাবে হযরত মুহাম্মদ (ছ.) -এর কথা বলে উল্লেখ করেননি। এ কাজ শুধুমাত্র মাকহুলই করেছেন এবং হাদীসটিকে তৃতীয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আর মাকহুল (রহ.) সামগ্রিক বিবেচনায় যদিও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু মুহাদ্দিসীন ও জারহ-তাদীলের ইমামগণ তার ব্যাপারে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন যে, বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কখনো তাঁর ভুল হয়ে যায়। এখানেও বাহ্যত বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর ভুল হয়ে গেছে এবং তিনি দু'তিনটি বর্ণনাকে একত্র করে একটি আলাদা বর্ণনা বানিয়ে ফেলেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তার ফতোয়ায় এর পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর হযরত উবাদার এ হাদীসটি ইমাম যুহরীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে শুধুমাত্র لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب শব্দ রয়েছে। এরপর তিনি বলেছেন وهذا اصح, 'আর এটিই সর্বাধিক সহীহ।'

২. এ হাদীসের সনদে বড় ধরনের এখতেলাফ রয়েছে যার কারণসমূহ নিম্নরূপ-

ক. কোনো বর্ণনাসূত্র এই- مكحول عن عبادة بن الصامت অর্থাৎ 'উবাদা ইবনে সামেত থেকে মাকহুল' ইনকেতা' বা বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে فان مكحول لم يسمع عن عبادة بالاتفاق 'কারণ সর্বসম্মতিক্রমে মাকহুল উবাদা থেকে কোনো হাদীস শুনেনি।'

https://e-ilm.weebly.com/

খ. কোনো কোনো সূত্রে- محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن مكحول এভাবে বর্ণিত আছে। যেমন তিরমিযীর এ অধ্যায়ে রয়েছে।

গ. একটি সূত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে- مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت যেমন- আবূ দাউদে এ বর্ণনাটি আছে।

ঘ. কোনো কোনো বর্ণনাসূত্রে এভাবে আছে-

مكحول عن نافع بن محمود عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت

ঙ. আর কোনো সূত্রে مكحول عن محمود عن ابي نعيم انه سمع عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ এভাবে আছে।

চ. কোনো কোনো সূত্রে মাকহুল (রহ.) এ হাদীসটি রাজা ইবনে হাইওয়াহর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন। মারদীনী (রহ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। -মা'আরিফুস সুনান : ৩/২০৩

.. ছ. একসূত্রে মাকহুল (রহ.) সরাসরি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন। এ সূত্রটিও মারদীনী (রহ.) উল্লেখ করেছেন। -মা'আরিফুস সুনান- ৩/২০৩

জ. একসূত্রে রাজা হাদীসটি মাহমূদ ইবনে রবী' এর মাধ্যমে উবাদার মওকূফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেন। যেমন ত্বাহাবী (রহ.) তার আহকামে বর্ণনা করেছেন। মারদীনী এ কথা উল্লেখ করেছেন। মা'আরিফুস সুনান ৩/২০৩

সনদের ইযতেরাবের এ আটটি দিক নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ হাদীসটি মারফূ' না মওকূফ -এ বিষয়েও ইযতেরাব রয়েছে। মুত্তাসিল না মুনকাতি' এ নিয়েও ইযতেরাব রয়েছে এবং এ নিয়েও ইযতেরাব রয়েছে যে, উবাদা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী কি নাফে' ইবনে মাহমূদ, না মাহমূদ ইবনে রবী' না আবু নু'আইম। এরপরে এ নিয়েও ইযতেরাব রয়েছে যে, এ ঘটনাটি হযরত উবাদার ঘটনা নাকি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের ঘটনা।

وهل بعد هذا الاضطراب الشديد يكون الحديث حجة 'এমন জটিল ইযতেরাবের পরও কি কোনো হাদীস দলিল হওয়ার যোগ্য হতে পারে?!

৩. এ হাদীসের মতনের মধ্যে ইযতেরাব রয়েছে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) 'ফাসলুল খিতাব' গ্রন্থে যা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে দেখে নেয়া যেতে পারে।

৪. মাকহুলের ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি মুদাল্লিসগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর এ হাদীসটি তিনি عن عن পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন।

৫. এখানে মাকহুলের শাগরেদ হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, তার ব্যাপারে এর আগে বলা হয়েছে যে, তাঁর একাকী বর্ণনা ও عن দিয়ে বর্ণনা সন্দেহযুক্ত।

৬. আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণনায় নাফে' ইবনে মাহমূদ এসেছে। আর তিনি 'মাজহুল' এবং প্রবল ধারণা হচ্ছে, তিরমিযীর বর্ণনায়ও মাকহুল তার থেকে তাদলীস করেছেন।

এসব কারণে মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসকে ইল্লতযুক্ত মা'লূল বলেছেন। এমনকি হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) যিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী এবং সনদ ও ইল্লত বিষয়ে বড় মাপের পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি 'মীযানুল ই'তেদাল' কিতাবে মাহমূদ ইবনে রবী' এর জীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর এ হাদীসটি ইল্লতযুক্ত। তাই এ হাদীস দিয়ে দলিল দেয়া সঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আর কিছুক্ষণের জন্য যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, এ হাদীসটি সহীহ, এরপরও এর দ্বারা শাফেয়ীগণের দলিল দেয়া সঠিক হতে পারে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী (রহ.) 'হিদায়াতুল মু'তাদী ফী কিরাআতিল মুকতাদী' কিতাবে লিখেছেন, দলিল দেয়ার মূল জায়গায় لا تفعلوا إلا بأم القران রয়েছে।

এখানে نهى 'নিষেধ' থেকে ইস্তেসনা করা হয়েছে। আর যখন نهى থেকে استثناء করা হয় তখন মুস্ত াসনার বৈধতা প্রমাণিত হয়, (তা দ্বারা) ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

কিন্তু এর উপর আপত্তি আসে, পরবর্তীতে لا صلاة لمن لم يقرأ بها শব্দও এসেছে, যা ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করেছে। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) 'হিদায়াতুল মু'তাদী'তে এর জবাব দিয়েছেন, এ বাক্যটি ফাতেহা পাঠের জন্য ইল্লত নয়, বরং তা হচ্ছে সমর্থক। যার অর্থ হচ্ছে, ফাতেহা পড়তে কোনো সমস্যা নেই, কেননা এর খুব গুরুত্ব রয়েছে। আর যখন এটি অন্যদের বেলায় (অর্থাৎ ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য) ওয়াজিব তখন মুক্তাদীর জন্য তা কমপক্ষে জায়েয হবে।

সারকথা হচ্ছে, হযরত উবাদা ইবনে সামেতের হাদীসের শুধুমাত্র প্রথম সনদটি অর্থাৎ لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এটাই সহীহ। কিন্তু এর দ্বারা ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠের উপর দলিল দেয়া যায় না। প্রথমত এর কারণ হচ্ছে, অন্যান্য দলিলের আলোকে এ হুকুমটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য বিশিষ্ট, মুক্তাদীর জন্য এ হুকুম নয়। কেননা মুক্তাদী তার অনুসারী হয়। হানাফীগণের দলিলের আলোচনায় এর তফসীল বা বিশদ আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয়ত বিষয়টি এমন হতে পারে যে, এ হাদীসে কেরাত দ্বারা ব্যাপক কেরাত উদ্দেশ্য হবে, চাই তা হাকীকী বা বাস্তবিক কেরাত হোক যেমন ইমাম ও একাকী ব্যক্তির কেরাত, অথবা হুকমী বা রূপকার্থে যেমন মুক্তাদীর কেরাত। যেমন হযরত মুহাম্মদ (ছ.)-এর বাণী- من كان له امام فقراءة الامام له قراءة বা রূপকার্থে থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়। পরবর্তীতে সে আলোচনা আসছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস

শাফেয়ীগণ ও অন্যান্যদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস যা সহীহ মুসলিমে রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.)ও তা 'তা'লীক'ভাবে বর্ণনা করেছেন।

عن النبى ﷺ انه قال: من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج غير تمام.

فقال له حامل الحديث. انى اكون احيانا وراء الامام. قال اقرأبها فى نفسك (اللفظ للترمذى)

'রাসূলুল্লাহ (ছ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা না পড়ে কোনো নামায আদায় করল তার সে নামায আদায়ে প্রসব হওয়া বাচ্চার মতো অসম্পূর্ণ। হাদীস বর্ণনাকারী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরাতো কখনো ইমামের পেছনে থাকি। (তখন ------?) তিনি বলেছেন, তুমি তা মনে মনে পড়।'

এর জবাব হচ্ছে, এ হাদীসের দু'টি অংশ রয়েছে। একটি মারফূ' অংশ যার মধ্যে শুধু এতটুকু ইরশাদ রয়েছে যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায অসম্পূর্ণ। কিন্তু হানাফীগণের দৃষ্টিতে অন্যান্য দলিলের আলোকে এ হুকুমটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য। আর এর দ্বিতীয় অংশটি হযরত আবূ হুরায়রার উপর

https://e-ilm.weebly.com/

মওকূফ। তিনি ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠের ব্যাপারে বলেছেন- اقرأ بها فى نفسك 'তুমি তা মনে মনে পড়।'

এক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে, একথাটি হযরত আবূ হুরায়রার নিজস্ব ইজতেহাদ যা মারফূ হাদীসসমূহের বিপরীতে দলিল নয়। দ্বিতীয়ত একথাটি এ অর্থেও হতে পারে যে, উচ্চারণ করা ব্যতীত শুধু মনে মনে তা পড়া হবে। আর কেউ কেউ এর এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, কখনো কখনো فى نفسه বাক্যটির ব্যবহার একাকী অবস্থার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সে হিসেবে اقرأ بها فى نفسك-এর অর্থ হবে اقرأ بها حال كونك منفردا 'তুমি একাকী হওয়া অবস্থায় তা পাঠ কর। আর এটি এমনই যেমন হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে-

فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وان ذكر فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم

'সে যদি আমাকে একাকী স্মরণ করে আমি তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।'

এখানে فى نفسه শব্দকে فى ملأ -এর বিপরীতে ব্যবহার করার দ্বারা প্রমাণিত হয় فى نفسه দ্বারা একাকী অবস্থা উদ্দেশ্য।

আবূ কিলাবাহ (রাযি.)-এর বর্ণনা

শাফেয়ীগণের একটি দলিল হচ্ছে, আবূ কিলাবাহ (রাযি.)-এর হাদীস-

ان رسول الله ﷺ قال لاصحابه : هل تقرءون خلف امامكم؟ فقال بعض : نعم، وقال بعض : لا، فقال : ان كنتم لابد فاعلين فليقرأ احدكم فاتحة الكتاب فى نفسه.

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের ইমামের পেছনে তেলাওয়াত কর? কেউ বললেন, হ্যাঁ। আর কেউ বললেন, না। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের কেউ একান্ত পড়তেই চায় তাহলে সে যেন মনে মনে সূরা ফাতেহা পড়ে।'

এর জবাব[২] হচ্ছে, এর দ্বারা তো একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পেছনে তেলাওয়াত না করাকে উত্তম বলেছেন। তাই এ হাদীসটি শাফেয়ীগণের বিরুদ্ধে দলিল। একথার উপর যদি বলা হয়, যাই হোক এ হাদীস দ্বারা ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ করা বৈধ হওয়া তো সাব্যস্ত হয়, তাই এ হাদীস হানাফীগণের মতের পরিপন্থি। এর জবাব হচ্ছে, হতে পারে এ হাদীসটি নিঃশব্দ নামাযের ব্যাপারে। আর নিঃশব্দ নামাযের ব্যাপারে হানাফীগণের গ্রহণযোগ্য মাযহাব হচ্ছে, ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ করা জায়েয।

শাফেয়ীগণ ও অন্যান্যদের আরেকটি দলিল হচ্ছে, হযরত আবূ কাতাদার বর্ণনা-

ان رسول الله ﷺ قال : أتقرءون خلفى قالوا : نعم. قال : فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب.

এর জবাব হচ্ছে, প্রথমত এর সনদের মধ্যে মালেক ইবনে ইয়াহইয়া বর্ণনাকারী দুর্বল। দ্বিতীয়ত অন্যান্য দলিলের আলোকে এটিও নিঃশব্দ নামাযের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে।

শাফেয়ী প্রমুখের পক্ষে এছাড়াও আরো দলিল রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই এমন নয় যা সহীহও আবার স্পষ্টও। অর্থাৎ প্রথমত তাদের উপস্থাপিত অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল। আর যে বর্ণনাগুলো সহীহ আছে

https://e-ilm.weebly.com/

সেগুলোও অস্পষ্ট যা ইমামতি অবস্থা বা একাকি নামায পড়া অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সেসব দলিল ও তার জবাব সবিস্তারে লিখিত কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে। এখানে তা বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই।

হানাফীগণের দলিলসমূহ

কুরআনের আয়াত : হানাফীগণের সর্বপ্রথম দলিল হচ্ছে কুরআনে কারীমের এ আয়াত–

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.

'যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও।' –সূরা আ'রাফ– ২০৪

কুরআন তেলাওয়াতের সময় ধ্যানের সঙ্গে শোনা এবং চুপ থাকা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে এ আয়াতের বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট। আর সূরা ফাতেহা কুরআনের অংশ হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত। তাই এর দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পাঠ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়।

হানাফীগণ যে এ আয়াত দিয়ে দলিল দেন এর উপর কয়েকটি আপত্তি করা হয়েছে। যেমন একটি প্রসিদ্ধ আপত্তি হচ্ছে, এ আয়াতটি নামাযের ব্যাপারে নয়; রং জুমার খুতবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম যখন খুতবা দেবে যার মধ্যে কুরআনে কারীমের আয়াতও থাকে সে সময় তোমরা চুপ থাক।

এর জবাব হচ্ছে হাফেজ ইবনে জরীর তাবারানী ও ইমাম ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ তাঁদের তাফসীরের কিতাবে এবং ইমাম বায়হাকী (রহ.) তাঁর 'কিতাবুল কিরাআহ' তে হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় কোনো সাহাবী ইমামের পেছনে তেলাওয়াত করতেন, তখন সে প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে–

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا.

এ বর্ণনাটি যদিও মুরসাল, কিন্তু এটি হযরত মুজাহিদের মুরসাল যাকে اعلم الناس بالتفسير 'তাফসীর বিষয়ে শ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে। ইনি ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাসের বিশেষ শাগরেদ এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে তার উঁচু মাকাম এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, হাফেজ আবু নু'আইম তার 'হিলয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে বসতাম তাঁর খেদমত করার জন্য এবং তাঁর কাছ থেকে ইলম হাসেল করার জন্য। কিন্তু তিনি আমাদেরকে খেদমত করার সুযোগ না দিয়ে নিজেই আমার খেদমত করতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে ওমর মুজাহিদের রেকাব ধরে হাঁটতেন। এ কারণেই তাফসীর বিষয়ক বর্ণনায় তাঁর মুরসাল দলিল হওয়ার যোগ্য।

এছাড়া ইবনে জারীর প্রমুখ ইয়াসীর ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন–

قال : صلى ابن مسعود سمع ناسا يقرءون مع الامام فلما انصرف قال : اما آن لكم ان تفقهوا؟ اما آن لكم ان تعقلوا؟ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله

اخرجه الطبرى

'ইবনে মাসউদ নামায পড়েছেন। তখন কিছু লোককে ইমামের সঙ্গে তেলাওয়াত করতে শুনেছেন। যখন নামায শেষ করলেন, তখন তিনি বললেন তোমাদের কি এখনো বুঝার সময় হয়নি? তোমাদের কি এখনো।।।, قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا আয়াতটি অনুধাবন করার সময় হয়নি যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন? (তবারী)

https://e-ilm.weebly.com/

এ বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, হযরত ইবনে মাসউদের মতো ফকীহ সাহাবীও কুরআনের এ আয়াতকে নামাযের সম্পর্কে মনে করতেন। তাই বাস্তব এটাই যে, এ অয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ নামাযই, খুতবা নয়। আর জুমা এর শানে নুযূল হয় কীভাবে যখন এ আয়াতটি হচ্ছে মক্কী, আর জুমা শুরু হয়েছে মদীনায়। এছাড়া আয়াতে কুরআন তিলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। আর খুতবার মধ্যে সম্পূর্ণ তিলাওয়াত হয় না। এরই বিপরীত নামাযে তিলাওয়াত, কেননা সেখানে সম্পূর্ণটাই কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত হয়। তাই নামায হচ্ছে এ আয়াতের مدلول مطابقی বা যথাযথ প্রয়োগ-স্থান আর খুতবা বেশির থেকে বেশি এ আয়াতের সর্বোচ্চ مدلول تضمنی বা সম্ভাব্য প্রয়োগ-স্থান হতে পারে।

এর জবাবে শাফেয়ীগণের পক্ষ থেকে বলা হয়, খোদ হযরত মুজাহিদ থেকেই অপর এক বর্ণনায় রয়েছে এ আয়াত জুমার খুতবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জবাব হচ্ছে, আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) 'আল-ইতকান'কিতাবে এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ 'আল ফাউযুল কাবীর'-এ বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন কখনো কখনো কোনো আয়াতের সম্পর্কে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে نزلت فی کذ অথবা نزلت الآیة فی کذا এ জাতীয় শব্দাবলি ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এর দ্বারা ঐ ঘটনা ঐ আয়াতের শানে নুযূল হওয়া উদ্দেশ্য হয় না। বরং তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, ঘটনাটি এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

এখানেও ব্যাপারটি তাই ঘটেছে। হযরত মুজাহিদের কথা 'এ আয়াতটি জুমার খুতবার ব্যাপারে' এটিও নিঃসন্দেহে এ ধরনেরই একটি কথা। অর্থাৎ এখানে তাঁর এ কথাটি শানে নুযূল বর্ণনা করার জন্য নয়। কেননা জুমার খুতবাকে যদি শানে নুযূল বলা হয় তাহলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, আয়াতটি মক্কী এবং খোদ মুজাহিদই নামাযকে এর শানে নুযূল বলেছেন। তাই হযরত মুজাহিদের উভয় বর্ণনাকে মিলালে ফলাফল দাঁড়ায়, আয়াতের শানে নুযূল নামাযই, তবে তার ব্যাপকতার মধ্যে খুতবাও অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে নামায এ আয়াতের আসল শানে নুযূল তাকে এ আয়াতের মর্ম থেকে কীভাবে বের করে দেয়া যেতে পারে?

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তার ফাতাওয়া গ্রন্থে লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাপারে যৌক্তিক তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে শুধু নামাযের ব্যাপারে হওয়া। এ হিসেবে আমাদের দাবি প্রমাণিত। একটি হচ্ছে, নামায ও খুতবা উভয়ের ব্যাপারে হবে। এ হিসেবেও আমাদের দাবি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আরেকটি হচ্ছে, শুধুমাত্র জুমার খুতবার ব্যাপারে হবে এবং নামাযের ব্যাপারে হবে না। কেবলমাত্র এক্ষেত্রে আমাদের দাবি পুরোপুরি সাব্যস্ত হবে না।

কিন্তু এ সম্ভাবনাটি প্রত্যাখ্যাত। কেননা আয়াতটি মক্কী। আর খোদ শাফেয়ীগণও এর পক্ষে নয়। কেননা তারা নিজেই ইমামের পেছনে তেলাওয়াত না করার পক্ষে এ আয়াত দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন (তাঁর কথা শেষ)। যার ফলে খোদ শাফেয়ীগণের মধ্যে আল্লামা সুয়ূতী একথা স্বীকার করেছেন যে, এ বিষয়ে সকল মুসলমান একমত যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্যের মাঝে নামায অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে হানাফীগণের যে দলিল তার উপর শাফেয়ীগণের দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে, এর মধ্যে ধ্যানের সঙ্গে শোনার হুকুম দেয়া হয়েছে। যা সশব্দ নামাযে হতে পারে কিন্তু নিঃশব্দ নামাযে তা সম্ভব নয়।

এর জবাব হচ্ছে, হানাফীগণের মধ্য থেকে যারা নিঃশব্দ নামাযে তেলাওয়াত করাকে জায়েয বলেন, তাদের মতের উপর এ আপত্তির কোনো প্রভাব নেই। তবে যারা নিঃশব্দ নামাযেও তেলাওয়াত না করার কথা বলেন, তারা বলেন, এ আয়াতে দু'টি হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে ধ্যানের সাথে শোনা, আরেকটি হচ্ছে চুপ থাকা। শোনার হুকুমটি হচ্ছে সশব্দ নামাযের বেলায়, আর চুপ থাকার হুকুমটি হচ্ছে নিঃশব্দ নামাযের বেলায়।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীস থেকে হানাফীগণের দলিল উপস্থাপন

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস

হানাফীগণের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) -এর দীর্ঘ হাদীস। সে হাদীসে তিনি বলেন–

ان رسول الله ﷺ خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال : اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم، فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا، واذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين الخ.

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে বক্তব্য দিয়েছেন, আমাদের জন্য জীবন চলার পদ্ধতি তুলে ধরেছেন এবং আমাদেরকে নামায শিখিয়েছেন। শিখাতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা যখন নামায পড়বে তখন কাতারগুলোকে সোজা করে নিবে। এরপর তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন ইমামতি করে। অতঃপর সে যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তখন তাকবীর বলবে, আর সে যখন তেলাওয়াত করবে তোমরা তখন চুপ থাকবে। আর ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে।

এরকমভাবে হযরত আবূ হুরায়রার বর্ণনায় واذا قرأ فانصتوا শব্দ এসেছে। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ–

عن ابى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد.

'আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম বানানো হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। অতএব সে যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তখন তাকবীর বল এবং সে যখন তেলাওয়াত করবে তখন তোমরা চুপ থাক, আর সে যখন سمع الله لمن حمده বলবে তখন তোমরা اللهم ربنا لك الحمد বল।

এ দুটি হাদীসেই ইমামের তেলাওয়াতের সময় মুতলাকভাবে চুপ থাকার হুকুম দেয়া হয়েছে। যা ফাতেহা পাঠ ও অন্য সূরা পাঠ উভয় ক্ষেত্রে সমান বরাবর। এর মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য করা সঠিক নয়। কেননা হযরত মুহাম্মদ (ছ.) এখানে একটি একটি আমলের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। ফাতেহা পাঠ ও অন্য সূরা পাঠের হুকুমের মধ্যে যদি কোনো প্রকার পার্থক্য থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। অথচ তার অর্থাৎ (পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার) পরিবর্তে তিনি শুধুমাত্র বলেছেন– واذا قرأ যার স্পষ্ট দাবি হচ্ছে, ইমাম যখন তেলাওয়াত করবে মুক্তাদী তখন চুপ থাকবে।

শাফেয়ীগণ প্রমুখের পক্ষ থেকে এখানে আপত্তি উত্থাপন করা হয়– واذا قرأ فانصتوا, অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ নয়। কেননা এ হাদীসটিই হযরত আনাস (রাযি.) হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকেও বর্ণিত আছে। তবে তাদের কেউই واذا قرأ فانصتوا, অংশটি উল্লেখ করেন না। এমনকি আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.)-এর বর্ণনায় সুলায়মান তাইমী কাতাদা থেকে এটি একাকী বর্ণনা করেন। তাই এ বর্ণনা দিয়ে দলিল দেয়া সঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

এর জবাব হচ্ছে, এ অতিরিক্ত অংশটি নিঃসন্দেহে সহীহ এবং খোদ ইমাম মুসলিম (রহ.) স্পষ্ট শব্দে এ হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন এবং পুরা সহীহ মুসলিমে এ একটিমাত্র হাদীস যাকে ইমাম মুসলিম (রহ.) স্পষ্টভাবে সহীহ বলেছেন। ব্যাপারটি এভাবে হয়েছে যে, ইমাম মুসলিম যখন তাঁর 'সহীহ' কিতাবটি লিখতে গিয়ে আশ'আরী (রাযি.)-এর এ হাদীস পর্যন্ত পৌঁছলেন যে হাদীসে اذا قرأ فانصتوا, অতিরিক্ত অংশটুকু সুলায়মান তাইমীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- তখন ইমাম মুসলিমের এক শাগরেদ আবূ বকর ইবনে উখতে আবীন নাযার এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। তখন ইমাম মুসলিম জবাব দিয়েছেন- تريد احفظ من سليمان 'তুমি কি সুলায়মানের চাইতে বেশি স্মরণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চাও?'

আর হযরত আনাস (রাযি.) ও হযরত আয়েশা (রাযি.) -এর বর্ণনার ব্যাপারে বলা যায় সেগুলোতে যদিও اذا قرأ فانصتوا, শব্দটি নেই, কিন্তু এটাও অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। কেননা হাদীসের ভাণ্ডারে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা একজন' সাহাবী একটি অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অপর সাহাবী তা উল্লেখ করেননি। আর এ ধরনের ক্ষেত্রের জন্যই زيادة الثقة مقبولة 'নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য'- নীতিটি তৈরী হয়েছে।

কাতাদা থেকে اذا قرأ فانصتوا, অতিরিক্ত অংশটি শুধুমাত্র সুলায়মান তাইমী একা বর্ণনা করেছেন বলে যে কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে বলা যায়, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে 'ছেকাহ' নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আর زيادة الثقة مقبولة এ মূলনীতির আলোকে তাঁর একাকী বর্ণনা করাটা কোনো সমস্যার বিষয় নয়, ক্ষতিকারক ও নয়। তাছাড়া হযরত আবূ মূসা আশ'আরীর হাদীসে এ অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সুলায়মান তাইমী একাকীও নন; বরং ওমর ইবনে আমের, সাঈদ ইবনে আবী আরূবা ও আবূ উবায়দা (রাযি.) কাতাদা থেকে সুলায়মান তাইমীর মতো অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এক দারুন বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। যার সারমর্ম হচ্ছে, انما جعل الامام ليؤتم به হাদীসটি চারজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আবূ মূসা আশআরী, হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রাযি.)। তাঁদের মধ্য থেকে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) ও হযরত আবূ মূসা (রাযি.)-এর হাদীসে اذا قرأ فانصتوا, অতিরিক্ত অংশটি আছে। আর হযরত আনাস (রাযি.) ও হযরত আয়েশা (রাযি.) -এর হাদীসে এ অতিরিক্ত অংশটুকু নেই।

হাদীসে যাচাই বাছাই ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে এর কারণ হিসেবে ধরা পড়ে হযরত মুহাম্মদ (ছ.) এ হাদীসটি দুইবার ইরশাদ করেছেন। একবার اذا قرأ فانصتوا, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল, আরেকবার তা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রথমবার তিনি হাদীসটি বলেছিলেন, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনার সময় যখন তিনি বসে নামায পড়িয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করেছিল। তখন তিনি তাদেরকে বসে নামায পড়তে ইঙ্গিত করেছেন এবং নামাযের পর এ হাদীসটি বলেছেন এবং শেষে বলেছেন اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا, যেমন আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে। আর হযরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون

https://e-ilm.weebly.com/

এ সময় হযরত মুহাম্মদ (ছ.)-এর যেহেতু আসল উদ্দেশ্য ছিল এ মাসআলা বর্ণনা করা যে, ইমাম যখন বসে নামায পড়বে তখন মুক্তাদীদের জন্য বসে নামায পড়া চাই। এ কারণে তিনি এক্ষেত্রে নামাযের সবগুলো রুকন নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে অন্যান্য কিছু রুকনের আলোচনাও এসে গেছে। মোটকথা এখানে যেহেতু সবগুলো রুকন নিয়ে আলোচনা করা উদ্দেশ্য ছিল না তাই তিনি এক্ষেত্রে واذا قرأ فانصتوا অংশটি বলেননি। আর এ ঘটনার সময় যেহেতু হযরত আনাস (রাযি.) ও হযরত আয়েশা (রাযি.) উভয়ে উপস্থিত ছিলেন তাই তাঁরা উভয়ে انما جعل الامام ليوتم به হাদীসটিতে واذا قرأ فانصتوا এ অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।

এ ঘটনার সময় হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) মদীনা তাইয়্যেবায় ছিলেন না। কেননা হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর বক্তব্য অনুসারে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্চম হিজরি সনে। এখনও পর্যন্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হননি। কেননা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন সপ্তম হিজরি সনে। এরকমভাবে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও তখন হাবশায় ছিলেন এবং তিনিও সপ্তম হিজরি সনে হাবশা থেকে ফিরে এসেছেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনার সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) ও হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) দু'জনের একজনও উপস্থিত ছিলেন না।

এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ হযরতগণ যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তা ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনার অনেক পড়ে অর্থাৎ সপ্তম হিজরি সন অথবা তারও পরে বলা হয়েছে। আর তখন যেহেতু এ হাদীস দ্বারা শুধুমাত্র বসে নামায পড়ার বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এ মৌলিক নীতিটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, মুক্তাদীর জন্য ইমামের অনুসরণ করা চাই, সে কারণে সকল রুকনের ক্ষেত্রে কীভাবে অনুসরণ করবে এক্ষেত্রে তিনি সে পদ্ধতিটি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং বলতে গিয়ে واذا قرأ فانصتوا অতিরিক্ত অংশটুকুও বলেছেন।

সুতরাং হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রাযি.) -এর ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা এবং তার বিষয়বস্তুও আলাদা ও ভিন্ন ভিন্ন। আর হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হাদীসের বিষয়বস্তু ও ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর প্রথম ঘটনায় واذا قرأ فانصتوا না থাকার দ্বারা একথাও জরুরি নয় যে, হযরত আবূ মূসা ও হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসে এ অতিরিক্ত অংশটি দুর্বল হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) এর হাদীস

হানাফীগণের তৃতীয় দলিল হচ্ছে পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস–

ان رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. فقال: هل قرأ معى احد منكم أنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله: قال: انى اقول مالى انازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما يجهر فيه رسول الله ﷺ من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ.

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশব্দ কেরাতবিশিষ্ট এক নামায থেকে সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ কি একটু আগে আমার সঙ্গে কুরআন পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল, জি হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তাইতো বলি, ব্যাপার কী আমার সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলের একথা শোনার পর থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নামাযে

https://e-ilm.weebly.com/

সশব্দে তেলাওয়াত করেন সেসব নামাযে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে তেলাওয়াত করা থেকে বিরত থাকেন।

এ হাদীসটি হানাফী মাযহাবের পক্ষে স্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি এ বিষয়টিকেও স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করাকে কুরআন নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি করা সাব্যস্ত করার পর থেকে সাহাবায়ে কেরাম ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ হাদীসের এ ব্যাখ্যাও করা যাবে না যে, এখানে ইমামের পেছনে অন্য সূরা পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সূরা ফাতেহা পড়তে নিষেধ করা হয়নি। কেননা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে নিষেধের কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে কুরআন নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি করা। আর এ কারণটি যেমনিভাবে অন্যান্য সূরা পাঠের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তেমনিভাবে সূরা ফাতেহা পাঠের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। অতএব উভয়ের হুকুম একই।

শাফেয়ীগণের পক্ষ থেকে এ হাদীসের উপর প্রথম আপত্তি করা হয় যে এ হাদীসের বর্ণনা ইবনে উকাইমা আল-লায়ছীর উপর নির্ভরশীল। আর তিনি মাজহুল-অপরিচিত। তাই এ বর্ণনাটি দলিল হওয়ার যোগ্য নয়।

এর জবাব হচ্ছে, ইবনে উকাইমা লায়ছী একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে 'সিকা' নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করেছেন। আর মূলনীতি হচ্ছে, কোনো বর্ণনাকারীকে মুহাদ্দিসগণ নির্ভরযোগ্য বললে তাকে আর মাজহুল বলা যায় না। ইবনে উকাইমা মাজহুল না হওয়া এবং নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এর চাইতে বড় দলিল আর কি হতে পারে যে, ইমাম মালেক (রহ.) মুয়াত্তায় তাঁর এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, মুয়াত্তার সবগুলো বর্ণনাই সহীহ।

এ হাদীসের উপর শাফেয়ীগণ দ্বিতীয় আপত্তি করেছেন। এ হাদীসে فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ এ অতিরিক্ত অংশটুকু ইমাম যুহরীর (ادراج) বাড়ানো।

এর জবাব হচ্ছে, প্রথমত যদি মেনে নেয়া হয় যে একথাটি ইমাম যুহরীর নিজস্ব কথা তখন এটাই স্বাভাবিক যে, ইমাম যুহরী সাহাবায়ে কেরামের আমল দেখেই একথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, এটি ইমাম যুহরীর (ادراج) বাড়ানো নয়; বরং এটি হযরত আবূ হুরায়রার কথা। যেমন সুনানে আবূ দাউদে ইবনুস সারহ-এর বর্ণনায় একথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে–

وقال ابن السرح فى حديثه قال معمر عن الزهرى قال ابو هريرة: فانتهى الناس

'ইবনুস সারহ তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, মা'মার যুহরী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেছেন, অতঃপর মানুষ তা থেকে বিরত হয়ে গেছে।'

এ বাক্যটি যুহরীর পক্ষ থেকে বৃদ্ধি হওয়ার ব্যাপারে কিছু মানুষের মনে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এর মূল কারণ সুনানে আবূ দাউদ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন আবূ দাউদ (রহ.) একটু অগ্রসর হয়ে বর্ণনা করেন–

قال سفيان وتكلم الزهرى بكلمة لم اسمعها فقال معمر: انه قال: فانتهى الناس.

যার অর্থ হচ্ছে, হযরত সুফিয়ান বলেন, ইমাম যুহরী যখন তাঁর পাঠদানের মজলিসে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন (مالى انازع القرآن-এর পরের) বাক্যটি আমি শুনতে পাইনি। তখন আমি আমার সহপাঠী মা'মারকে জিজ্ঞেস করলাম, উস্তাদ কী বলেছেন? সে প্রেক্ষিতে মা'মার বলেছেন– انه قال فانتهى الناس মা'মার যেহেতু একথাটিকে ইমাম যুহরীর দিকে নিসবত করেছেন– তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, সে কারণে কিছু লোক বুঝে নিয়েছেন যে, একথাটি ইমাম যুহরীর নিজস্ব কথা। অথচ বাস্তবিকভাবে তা আবূ হুরায়রা (রাযি.) -এরই কথা।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয়ত উত্তর হচ্ছে, হানাফীগণের দলিল উপস্থাপন করাটা فانتهى الناس عن القراءة অংশটির উপর নির্ভর করে না। কারণ, তাদের দলিল مالى انازع القرآن দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এ হাদীসের উপর ইমাম তিরমিযী (রহ.) তৃতীয় একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আপত্তি হচ্ছে, খোদ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠের ব্যাপারে বলেছেন اقرأ بها فى نفسك

কিন্তু এর বিস্তারিত জবাব পেছনে দেওয়া হয়েছে, আর শাফেয়ীগণের মূলনীতি হিসেবে ইমাম তিরমিযীর এ আপত্তিটি কোনোভাবেই সঠিক হয় না। কেননা শাফেয়ীগণের মূলনীতি হচ্ছে العبرة بما روى لا بما رأى অর্থাৎ বর্ণনাকারীর ফতোয়া যদি তার বর্ণনার বিপরীত হয় তাহলে শাফেয়ীগণ বর্ণনার উপর আমল করেন, তাঁর ফতোয়াকে ছেড়ে দেন।

হযরত জাবের (রাযি.)-এর হাদীস

হানাফীগণের চতুর্থ দলিল হচ্ছে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর হাদীস–

قال قال رسول الله ﷺ: من كان له امام فقراءة الامام له قراءة.

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার ইমাম থাকবে তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত।'

এ হাদীসটি সহীহ এবং হানাফী মতের পক্ষে স্পষ্টও। কেননা এর মাঝে একটি মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে যে, ইমামের কেরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তাই তার জন্য কেরাতের প্রয়োজন থাকে না। এরপর এ হাদীসের মধ্যে সব ধরনের কেরাতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ফাতেহা পাঠ ও অন্যসূরা পাঠ সবটাকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই উভয় কেরাতের ক্ষেত্রে ইমামের কেরাতকে মুক্তাদীর কেরাত মনে করা হবে। যার ফলে মুক্তাদী তেলাওয়াত না করার দ্বারা সে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب-এর আওতায় পড়বেনা। হানাফীগণের এ দলিলের উপর কয়েকটি আপত্তি করা হয়েছে।

১. প্রথম আপত্তি হচ্ছে, হাফজে হাদীসগণ এ হাদীসকে জাবেরের মওকূফ হাদীস হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আরো বলেছেন, কোনো শক্তিশালী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এ হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন নি।

এর জবাব হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও শরীক প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ এ হাদীসটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাই এ আপত্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়।

২. দ্বিতীয় আপত্তি করা হয়, এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ– জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত। আর জাবের (রাযি.) থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ হাদীস শুনেছেন বলে সাব্যস্ত নেই।

এর জবাব হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ হচ্ছেন সাহাবী। যেমন হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) 'আল ইসাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন له رؤية 'তিনি রাসূলকে দেখেছেন।' তাই তিনি হযরত জাবেরের সমকালীন। যদিও তিনি কম বয়সী সাহাবীগণের একজন এ হিসেবে এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, হযরত জাবের থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের হাদীস শ্রবণ করাটা প্রমাণিত নেই, তবু এ হাদীস বেশির থেকে বেশি একজন সাহাবীর মুরসাল হাদীস হতে পারে। আর সাহাবীর মুরসাল সর্বসম্মতিক্রমে হুজ্জত-দলিল।

৩. তৃতীয় আপত্তি করা হয়, সুনানে দারাকুতনী ইত্যাদিতে হাদীসটি عبد الله بن شداد عن ابى الوليد عن جابر بن عبد الله সূত্রে বর্ণিত আছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ

https://e-ilm.weebly.com/

(রাযি.) এ হাদীসটি সরাসরি হযরত জাবের (রাযি.) থেকে শুনেনি। বরং মাঝে আবুল ওলীদের মাধ্যম রয়েছে। আর আবুল ওলীদ মাজহুল।

এর জবাব হচ্ছে, আবুল ওলীদ খোদ আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদেরই উপনাম বর্ণনাটি মূলত ছিল এ রকম–

عن عبد الله بن شداد بن الهاد ابى الوليد عن جابر.

কোন লিপিকার লিখতে গিয়ে ভুলে ابو الوليد-এর আগে عن শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বাস্তব সত্য এটাই যে আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও হযরত জাবেরের মাঝে কোনো মাধ্যম নেই।

৪. চতুর্থ আপত্তি উথাপন করা হয়। এ হাদীসটি নির্ভর করছে আবূ হানীফা (রহ.), হাসান ইবনে উমারাহ (রাযি.) 'লাইছ ইবনে আবী সুলাইম (রহ.) ও জাবের জু'ফী (রহ.)- এর উপর। আর এঁরা সবাই দুর্বল।

এর জবাব হচ্ছে, আবূ হানীফাকে যে দুর্বল বলা হয়েছে-এ আপত্তির দুর্বলতার ব্যাপারে কথা বলাটা নিষ্প্রয়োজন। এর জবাব তফসীলের সাথে ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা খোদ সমালোচনাকারীকেই ক্ষতবিক্ষত করে। আর হাসান ইবনে উমারার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সহীহ কথা হচ্ছে, তাঁর হাদীস ও 'হাসান' স্তর থেকে নিচে নয়।

লাইছ ইবনে আবী সুলাইমের অবস্থা হলো যে, তার ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। আল্লামা হাইছামী (রহ.) 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' কিতাবে কয়েক জায়গায় তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং বলেছেন ثقة مدلس এমনিভাবে ইমাম তিরমিযীও باب التمتع এ তার একটি হাদীসকে হাসান বলেছেন। তাই তাঁর হাদীস হাসানের চাইতে নিচে নয়।

আর জাবের জু'ফী নিঃসন্দেহে যয়ীফ। খোদ ইমাম আবূ হানীফা তাকে যয়ীফ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি তার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং আমাদের কাছে তো এ হাদীসের এমন অনেক সনদ রয়েছে যেসব সনদে না জাবের জু'ফীর মাধ্যম আর না উল্লিখিত দুর্বল বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে কেউ আছে। এমনকি সেসব সূত্রে আবূ হানীফাও নেই। নিচে কয়েকটি সূত্র প্রদত্ত হলো–

১. প্রথম সূত্রটি মুসান্নাফে ইবেন আবী শাইবায় বর্ণিত রয়েছে–

حدثنا مالك بن اسماعيل عن حسن بن صالح عن ابى الزبير عن جابر رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: كل من كان له امام فقراءته له قراءة.

এর উপর এ আপত্তি করা হয় যে, হাসান ইবনে সালেহ আবুয যুবায়ের থেকে শুনেছেন বলে প্রমানিত নেই।

এর জবাব হচ্ছে, হাসান ইবনে সালেহের জন্ম ১০০ হিজরিতে হয়েছে। আর আবুয যুবায়েরের মৃত্যু হয়েছে ১২৮ হিজরিতে। তাই তাঁরা দু'জন সাময়িক হলেন, ইমাম মুসলিমের দৃষ্টিতে যা হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২. এ হাদীসের দ্বিতীয় সনদটি মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়েদের নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

حدثنا ابو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن ابى الزبير عن جابر عن النبى ﷺ الخ.....

আল্লামা আলূসী (রহ.) এটিকে মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ বলেছেন।

৩. মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী'-এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

اخبرنا اسحاق الازرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ الخ.

https://e-ilm.weebly.com/

এ সনদটি হচ্ছে একটি সোনানী পরম্পরা এবং বুখারী মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। কেননা ইসহাক আল আমরাক সহীহ বুখারী (রহ.) মুসলিমের বর্ণনাকারী। সুফিয়ান ছাওরীর পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। শরীক মুসলিমের একজন বর্ণনাকারী। আর মূসা ইবনে আবী আয়েশা সিহাহ সিত্তার প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য (ثقة) বর্ণনাকারী।

৪. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে হাদীসটি নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثى قال : النبى ﷺ الظهر والعصر. فجعل رجل يقرأ خلف النبى ﷺ، ورجل ينهى. فلما صلى قال : يا رسول الله! كنت اقرأ وكان هذا ينهانى. فقال له رسول الله ﷺ : من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة.

'আব্দুর রাযযাক ছাওরী মূসা ইবনে আবী আয়েশা- আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ আল-লাইছী বলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর অথবা আসরের নামায আদায় করেছেন। তখন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে তেলাওয়াত করতে লাগল। আর আরেকজন তাকে বাধা দিতে লাগল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তেলাওয়াত করছিলাম, আর এ লোক আমাকে বাধা দিচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যার ইমাম রয়েছে তার জন্য ইমামের তেলাওয়াতই তার তেলাওয়াত হিসেবে ধর্তব্য হবে।' এ বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, এ বিধানটি সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয় প্রকারের নামাযের জন্য ব্যাপক হুকুম।

এসবগুলো সনদ পুরোপুরি সহীহ এবং এগুলোর কোনোটিতেই জাবের জু'ফী, হাসান ইবনে উমারা ও লাইছ ইবনে আবী সুলাইম এমনকি আবূ হানীফার মাধ্যমও নেই।

এছাড়া আমরা বলে এসেছি, আবূ হানীফার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই। বরং তাঁর সমালোচনা খোদ সমালোচনাকারীর ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়। তাই তাঁর বর্ণনার উপরও সন্দেহ করা যায় না। আর আবূ হানীফা (রহ.) জাবের (রাযি.)-এর হাদীসটি জাবের জু'ফী ও তার মতো অন্যান্য দুর্বল বর্ণনাকারীদের মাধ্যম ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

এরপর স্বয়ং হযরত জাবেরের একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসটি সমর্থিত হয়। যেমন ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন–

حدثنا اسحاق بن موسى بن الانصارى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل الا أن يكون وراء الامام. هذا حديث حسن صحيح.

'ইসহাক ইবনে মূসা ...জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন, যে সূরা ফাতেহা পড়া ব্যতীত এক রাক'আত নামায পড়ল সে যেন নামায পড়েনি। তবে যদি সে ইমামের পেছনে থাকে। এ হাদীসটি 'হাসান', 'সহীহ'।

এরপর খতীব বাগদাদীর 'তারীখে বাগদাদ' কিতাবে এ হাদীসের একটি 'শাহেদ' অধমের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে যুমালাহ আল-মারওয়াযীর আলোচনায় ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদ নিম্নরূপ–

https://e-ilm.weebly.com/

اخبرنا ابو القاسم الازهرى، نا على بن عمر الختلى نا ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد فضالة المروزى نا احمد بن على بن سلمان المروزى نا محمد بن عبدة نا خارجة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له امام .... الخ.

এ হাদীসের সনদে খারেজা পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, তবে এর নিচের বর্ণনাকারীদের অবস্থার বিশ্লেষণ দেখা অধমের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবে মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে হযরত ইবনে ওমরের এ আছারটি বর্ণিত আছে من صلى خلف الامام كفته قراءته 'যে ইমামের পেছনে নামায পড়বে ইমামের তেলাওয়াতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইবনে ওমরের উল্লিখিত হাদীসটি ভিত্তিহীন নয় এবং হযরত জাবেরের হাদীসের জন্য এটিকে 'শাহেদ' হিসেবে তুলে ধরা যায়।

মোটকথা হচ্ছে, হযরত জাবেরের হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ ও প্রমাণিত। তার উপর আরোপিত সকল আপত্তি প্রত্যাখ্যাত ও অসার। বিভিন্ন সনদ এবং মুতাবি'ওশাহেদ থাকা সত্ত্বেও এ হাদীসকে যয়ীফ-দুর্বল বলা অথবা দলিলের জন্য অযোগ্য সাব্যস্ত করা ইনসাফ থেকে বহু দূরে। والله الموفق للصواب,

হানাফীদের অভিমত ও সাহাবায়ে কেরামের আছার

যেকোনো বিতর্কিত বিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে এ ভিত্তিতেও ফয়সালা হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম রেযয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন-এর মাযহাব ও আমল কেমন? এদিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলেও হানাফীগণের পাল্লা ভারি দেখা যায় এবং তাদের সমর্থনে সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য আছার পাওয়া যায়।

আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারীতে লিখেছেন ইমামের পেছনে তেলাওয়াত না করার অভিমতটি প্রায় আশিজন সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রকাশিত আছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবী এ বিষয়ে খুব কঠোর ছিলেন। অর্থাৎ চার খলিফা (রাযি.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্ফাস (রাযি.) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযি.), হযরত জাবের (রাযি.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) প্রমুখ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

এ অধ্যায়ে আমরা যা বলতে চেয়েছি তার আলোচনা এখানেই শেষ। এর আরো দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে রয়েছে। তালেবে ইলমদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

قِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ -এর নিন্দায় হযরত সাহাবায়ে কেরামের আছার

খুবই লক্ষণীয় যে, যেমনিভাবে হাদিস ও আছার দ্বারা قراءة خلف الامام নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় প্রমাণিত, তেমনিভাবে কিছু আকাবিরে সাহাবা (রাযি.) قراءة خلف الامام-এর কঠিন বিরোধিতা ও নিন্দা প্রকাশক আছারও প্রমাণিত আছে।

(১) হযরত উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে,

اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْتَ فِىْ فَمِ الَّذِى يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَجَرًا (موطأ امام محمد)

(২) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ سَعْدًا قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِىْ فِيْهِ جَمْرَةٌ (موطأ امام محمد)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

হাদীসের অনুবাদ [৭২৮] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক সময়) মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য এক ব্যক্তিও মসজিদে প্রবেশ করলো এবং নামায আদায় করে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে সালাম জানালো, তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুনরায় নামায আদায় করো। কারণ, তুমি নামায আদায় করোনি। লোকটি গিয়ে পূর্বের মতই নামায আদায় করলো এবং ফিরে এসে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। তিনি পুনরায় বললেন, গিয়ে আবার নামায আদায় করো। কারণ, তোমার নামায আদায় হয়নি। এমন তিনবার বললেন। এরপর লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে ভাল করে নামায আদায় করতে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি নামায আদায় করতে দাঁড়াবে, তাকবীরে তাহরীমা বলে শুরু করবে এবং কোরআনের যেখান থেকে তোমার জন্য সহজ হয়, সেখান থেকে পড়বে। তারপর রুকূ করবে এবং তৃপ্তি সহকারে রুকূ করবে। এরপর উঠে ঠিকভাবে দাঁড়াবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তৃপ্তি সহকারে সিজদা করবে। তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে তৃপ্তি সহকারে বসবে। আর এভাবেই সকল নামায আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -অংশের সাথে। যেহেতু এটা খাল্লাদ বিন রাফে' -র ঘটনা। আর এটি ছিল দিনের নামায। সুতরাং শিরোনামের ষষ্ঠ অংশ ما يخافت -এর সাথে মুনাসাবাত হয়ে গেল। অর্থাৎ سري নামাযে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরাতের হুকুম দিয়েছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৪ -১০৫, ১০৯, ৯২৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৬] : জোহরের নামাযে কেরাত পড়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه ـ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ.

হাদীসের অনুবাদ [৭২৯] : হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.) বর্ণনা করেন। সা'আদ তার বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের অভিযোগের জবাবে বলেছিলেন, আমি কুফাবাসীদের নিয়ে বিকালের দু'নামায (জোহর ও আসর) এমনভাবে আদায় করেছি যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেছেন। আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের চেয়ে কিছুই কম করিনি। প্রথম দুই রাকাআত আমি দীর্ঘায়িত করে পড়েছি এবং শেষ দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়েছি। সাআদের এ কথা শুনে ওমর বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাও এটাই। তুমি এমন করবে এটাই ধারণা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৪, ১০৫, ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য:

১. আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন- بل مراده الرد علي من لا يوجب القراءة في الظهر এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা, যারা জোহরের নামাযে কেরাত ওয়াজিব মনে করেন না। তারা হলেন সুওয়াইদ বিন গাফালাহ, হাসান বিন সালিহ, ইবরাহীম বিন উলাইয়া ও ইমাম মালেকের এক রেওয়ায়েত। তারা বলেন- لا قراءة في الظهر و العصر

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জোহরের নামাযে কেরাত পড়া প্রমাণ করা।

৩. আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেরাতের পরিমাণ বর্ণনা করা। কিন্তু তিনি নিজেই বলেন- اظهر والاول, এ দুটির মধ্যে প্রথম মতটিই অধিক স্পষ্ট। কারণ, হাদীসটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে না।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য আরো দু'টি সূরা পড়তেন এবং প্রথম রাকাআত দীর্ঘ করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর একটি বড় সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাআত সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি ছোট্ট সূরা) পড়তেন এবং কোনো কোনো সময় শ্রবণোপযোগী করে আয়াত পড়তেন। আর তিনি আসরের নামাযের (প্রথম দুই রাকাআতে) সূরা ফাতিহা এবং অন্য দুটি সূরা পড়তেন। আর ফজরের নামাযের প্রথম রাকাআত দীর্ঘ করে (সূরা ফাতিহার পর দীর্ঘ সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাআত সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর ছোট্ট একটি সূরা) পড়তেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১০৫, ১০৭, ১০৭, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩১] : হযরত আবু মা'মার (রাযি.) বলেন, আমরা খাববাবকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যুহর এবং আছরের নামাযে কিছু পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমরা বললাম, কেমন করে আপনারা বুঝতে পারতেন যে তিনি কিছু পড়ছেন? তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে বুঝতাম যে তিনি কিছু পড়তেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৩, ১০৫, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসে আবু মা'মার হযরত খাব্বাব (রাযি.)-কে জোহর ও আসরের নামাযে কেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তার জবাবে খাব্বাব (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরাত করতেন। তার করীনাহ ও আলামত হিসেবে তিনি দাড়ি নাড়ানোকে সাব্যস্ত করেন।

প্রশ্ন: দাড়ি তো দোয়া, আযকার ইত্যাদি পড়লেও নড়ে?

জবাব: ইমাম বুখারী (রহ.) এটাকে আবু কাতাদার হাদীস দ্বারা যা তিনি পূর্বে বর্ণনা করেছেন, তা দ্বারা স্পষ্ট করেছেন। কেননা, আবু কাতাদার রেওয়ায়েতে স্পষ্টতঃ কেরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরাত করতেন, বাস! এতটুকুই যথেষ্ট।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৭] : আসরের নামাযে কেরাত পড়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩২] : হযরত আবু মা'মার (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমি খাব্বাব ইবনে আরতকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কি কিছু পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়তেন। আমি বললাম, কিভাবে আনপারা জানতেন যে তিনি পড়তেন। উত্তরে তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়ায় বুঝতে পারতাম যে তিনি কিছু পড়ছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৩, ১০৫, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য:

১. আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন- بل مراده الرد علي من لا يوجب القراءة في الظهر والعصر এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা, যারা জোহর ও আসরের নামাযে কেরাত ওয়াজিব মনে করেন না। তারা হলেন সুওয়াইদ বিন গাফালাহ, হাসান বিন সালিহ, ইবরাহীম বিন উলাইয়া ও ইমাম মালেকের এক রেওয়ায়েত। তারা বলেন- لا قراءة في الظهر والعصر

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আসরের নামাযে কেরাত পড়া প্রমাণ করা।

৩. আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেরাতের পরিমাণ বর্ণনা করা। কিন্তু তিনি নিজেই বলেন- الاول والظهر, এ দুটির মধ্যে প্রথম মতটিই অধিক স্পষ্ট। কারণ, হাদীসটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে না।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا

হাদীসের অনুবাদ [৭৩৩] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আছরের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা এবং একটি একটি করে (প্রতি রাকাআতে) অন্য সূরা পড়তেন। আর কোনো কোনো সময় আয়াত (অর্থাৎ আয়াত পড়ার আওয়াজ) আমাদের কর্ণগোচর হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১০৫, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا : এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর ও আসরের কেরাত কখনও সশব্দে পড়তেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তেমনিভাবে কখনও আমীনও শিক্ষা দেওয়ার জন্য সশব্দে হয়ে যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৮] : মাগরিব নামাযের কেরাত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩৫] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, তাঁর আম্মা উম্মুল ফযল তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} সূরাটি পড়তে শুনে বললেন, হে বৎস! এই সূরাটি পড়ে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, এই সূরাটিই আমি শেষবারের মত মাগরিবের নামাযে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়তে শুনেছিলাম (অর্থাৎ এই সূরাটির পর আর কোনো সূরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়তে শুনিনি।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ৬৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কেরাতের পরিমাণ বর্ণনা করা। যেহেতু কেরাত পড়ার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ : উম্মুল ফযলের এ রেওয়ায়েত দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নামায ছিল মাগরিবের নামায। তাছাড়া উম্মুল ফযলের এ রেওয়ায়েতটি কিতাবুল মাগাযীতেও রয়েছে। সেখানে আছে-ثم ما صلي لنا بعدها حتي قبضه الله

কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-র রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সর্বশেষ যে নামায আদায় করেছিলেন, তা ছিল জোহরের নামায। (বুখারী আউয়াল পৃ. ৯৫); সুতরাং বাহ্যতঃ উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান।

জবাব: আল্লামা আইনী (রহ.) প্রমুখ উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন এভাবে যে, উম্মুল ফযলের রেওয়ায়েতে যে নামাযের কথা রয়েছে তা ছিল ঘরে আদায়কৃত নামায। যার প্রমাণ হলো- নাসাঈ শরীফে উম্মুল ফযলের রেওয়ায়েতটি রয়েছে এভাবে-

صلي بنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلي بعدها حتي قبض صلي الله عليه وسلم

প্রশ্ন: এরপরও প্রশ্ন বাকি রয়ে গেল যে, তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে-

قالت خرج الينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عاصب رأسه في مرضه فصلي المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلّها بعد حتي لقي الله

https://e-ilm.weebly.com/

জবাব: এখানে خروج দ্বারা উদ্দেশ্য হলো خروج الي موضع الصلوة من موضع الاستراحت অর্থাৎ 'তিনি বের হয়েছেন', এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিনি বিশ্রামের স্থান হতে নামাযের স্থানে বের হয়েছেন। (মসজিদে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَالَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩৬] : হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম (রাযি.) বর্ণনা করেন, এক সময় যায়েদ ইবনে সাবেত আমাকে বললেন, কি ব্যাপার আপনি মাগরিবের নামাযে ছোট ছোট সূরা পাঠ করেন কেন? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মাগরিবের নামাযে) দুটি বড় সূরার মধ্যে বড়টি পাঠ করতে শুনেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

يَقْرَأُ بِطُولَى : طُولَى শব্দটি فُعْلَى-এর ওজনে اَطْوَل-এর স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ হলো দীর্ঘ দুটি সূরার দীর্ঘটি। সে সূরা কোনটি ছিল তা নির্ণয়ে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে প্রাধান্য উক্তি হলো সেটি ছিল সূরা আ'রাফ।

আর قِصَار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قصار مفصل

কুরআনের সূরাসমূহের শ্রেণিবিন্যাস:

১. سَبْع طوال : সূরা বাকারা হতে সূরা বারাআহ পর্যন্ত প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে 'সাবয়ে তিওয়াল' বলা হয়।

২. مِئِين :এক শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহকে বলা হয় মিয়ীন।

৩. مَثَانِي : মিয়ীনের পরবর্তী সূরাসমূহকে মাছানী বলা হয়। যার আয়াতসংখ্যা ১০০ অপেক্ষা কম। مثاني অর্থ যা বারংবার বা পুনঃপুনঃ হয়। যেহেতু এ সূরাসমূহ বারবার পঠিত হয়, তাছাড়া এগুলির মধ্যে কিসসা-ঘটনাবলীর উদাহরণ বারবার বর্ণিত হয়েছে, তাই এগুলিকে মাছানী বলা হয়।

৪. مُفَصَّلات : মাছানীর পরবর্তী সূরাসমূহকে মুফাসসালাত বলা হয়। মুফাসসালাত আবার তিন প্রকার। যথা–

ক. طِوَال مفصل : সূরা হুজরাত হতে বুরূজ পর্যন্ত সূরাসমূহকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়।

খ. اوسط مفصل : সূরা ত্বরিক হতে সূরা বালাদ পর্যন্ত সূরাসমূহকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয়।

গ. قِصار مفصل : সূরা যিলযাল হতে নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়।

কোন নামাযে কোন সূরা পড়বে?

https://e-ilm.weebly.com/

সকল আইম্মা এ ব্যাপারে একমত যে, যে কোনো নামাযে যে কোনো সূরা পড়া যাবে, কোনো নামাযের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব নয়। তাছাড়া এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, ফজরের নামাযে طوال مفصل এবং মাগরিবের নামাযে قصار مفصل মুস্তাহাব। ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন- كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يقرأ في المغرب قُل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد

জোহর ও আসরের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মালেকীদের মতে আসরের নামাযে মাগরিবের ন্যায় قصار উত্তম। জোহরের নামাযেও মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে طوال مفصل আবার কতেক হানাফীদের মতে اوسط উত্তম।

মোটকথা, এ মতভেদ কেবলই উত্তম ও অনুত্তমের মতভেদ। তাছাড়া সময় ও অবস্থাভেদে যে কোনোটি পড়া যাবে।

باب الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

পরিচ্ছেদ [৪৮৯] : মাগরিবের নামাযে কেরাত সশব্দে পড়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩৭] : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ৪২৮, ৫৭৩, ৭২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য বিলকুল স্পষ্ট। অর্থাৎ মাগরিবের নামায সশব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামায।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লামা আইনী বলেন, মাগরিবের নামাযে দীর্ঘ কেরাত উদাহরণতঃ সূরা আ'রাফ, সূরা তূর, সূরা মুরসালাত ইত্যাদি حوار بيان-এর জন্য পড়েছেন। অথবা পূর্ণ সূরা উদ্দেশ্য নয়; বরং কিছু আয়াত উদ্দেশ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কেরাতের কারণে হযরত মুআয (রাযি.)-এর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

মোটকথা, জেহরী নামায, যেমন মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাযে যদি কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে নিঃশব্দে কেরাত পড়ে ফেলে তাহলে সিজদা সহু ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ [৪৯০] : ইশার নামাযে কেরাত সশব্দে পড়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩৮] : হযরত আবু রাফে (রাযি.) বলেন, আমি আবু হুরাইরার সাথে ইশার নামায আদায় করেছি। তিনি এই সময় (নামাযে) ইযাছ্ ছামাউন শাককাত সূরাটি পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। এ দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতে এই সূরাতে সিজদাহ্ করেছি। (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করলে আমিও সিজদা করেছি।) অতএব তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এই সূরায় সিজদা করতে থাকবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ-অংশের সাথে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সশব্দে কেরাত না করতেন তাহলে আবু হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সিজদা করতেন না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরাত সশব্দে করেছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৬, ১৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। অর্থাৎ এটা প্রমাণ করা যে, ইশার নামায সশব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামায।

ব্যাখ্যা: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, মাগরিবের নামায সম্পর্কিত শিরোনামে প্রথমে মাগরিবের কেরাত, তারপর কেরাত সশব্দে পড়ার বাব উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইশার নামাযের ক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখ করেছেন সশব্দে কেরাতের আলোচনা পরে এনেছেন কেরাত পড়ার আলোচনা। সম্ভবত কপিকারের ত্রুটিজনিত কারণে এমনটি হয়েছে।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এটাও হতে পারে যে, মাগরিবের নামাযে সশব্দে কেরাতের আলোচনার পরপরই ইশার নামাযে সশব্দে কেরাতের আলোচনা করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৩৯] : হযরত আদী (ইবনে সাবেত আনসারী) (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি বারাআর কাছ থেকে শুনেছি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ইশার নামাযের প্রথম দুই রাকাআতের কোনো এক রাকাআতে সূরা ওয়াতত্বীনে ওয়ায্যায়তুন পাঠ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১১২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

পরিচ্ছেদ [৪৯১] : ইশার নামাযে সিজদাবিশিষ্ট সূরা পড়া সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪০] : হযরত আবু রাফে (রাযি.) বলেন, আমি এক সময় আবু হুরাইরার সাথে ইশার নামায আদায় করেছি। তিনি এ নামাযে সূরা ইনশিকাকের ইযাসসামায়ুন শাককাত পর্যন্ত পড়ে সিজদা (সিজদায়ে তিলাওয়াত) করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ কি করলেন? তিনি বললেন, আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাযে এ আয়াতটিতে (পাঠ করার পর) সিজদা করেছি। সুতরাং তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত) আমি এ কাজ করতে থাকবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত (يعني سجدة التلاوة) فَقَرَأَ فَسَجَدَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতকে খণ্ডন করা, যিনি বলেন যে, ফরজ নামাযে সিজদাবিশিষ্ট সূরা পড়া মাকরূহ। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, সিজদাবিশিষ্ট সূরা পড়া জায়েয ও প্রমাণিত। হানাফী ও শাফেয়ীগণ একে মাকরূহব্যতীত জায়েয বলেন।

কারণ, অনেক রেওয়ায়েতে স্পষ্ট আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাবিশিষ্ট সূরাসমূহ ফরজ নামাযে পড়তেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ [৪৯২] : ইশার নামাযের কেরাত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً

হাদীসের অনুবাদ [৭৪১] : হযরত আদী ইবনে সাবেত (রাযি.) বারাআকে বলতে শুনেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযের (প্রথম দুই রাকাআতের কোন এক রাকাআতে) {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} সূরাটি পড়তে শুনেছি। আমি আর কারো কাছ থেকে তাঁর মত মিষ্ট কণ্ঠ বা উত্তম কিরায়াত শুনিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} এর সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১০৬, ৭৩৯, ১১২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ)-এর উদ্দেশ্য হলো ইশার নামাযে সশব্দে পড়া প্রমাণ করা। এই একই রেওয়ায়েত باب الجهر في العشاء শিরোনামের দ্বিতীয় হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। তবে এ রেওয়ায়েত এবং কিতাবুত্তাওহীদের রেওয়ায়েতে ماسمعتُ শব্দ বৃদ্ধি রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জেহরী নামাযে কেরাত সশব্দে পড়ার হুকুম:

একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির এখতিয়ার রয়েছে, কেরাত সশব্দে বা নিঃশব্দে পড়তে পারবে। কিন্তু ইমামের জন্য সশব্দে পড়া ওয়াজিব। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতও এটিই বলে মনে হচ্ছে। যেমন তার শিরোনাম باب الجهر في المغرب এবং باب الجهر في العشاء দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়।

بَابُ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

পরিচ্ছেদ [৪৯৩] : প্রথম দু' রাকাতে কেরাত দীর্ঘ করা এবং পরের দু' রাকাতে সংক্ষিপ্ত করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَلَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪২] : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, ওমর সা'দকে বললেন, কুফাবাসীগণ প্রতিটি ব্যাপারে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, এমনকি নামায আদায় সম্পর্কেও। তুমি যথাযথভাবে নামায আদায় করো না। সা'আদ বললেন, আমার সম্পর্কে তারা অভিযোগ করেছে, তাহলে শুনুন। চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম দুই রাকাআত আমি দীর্ঘ করে পড়তাম আর শেষ দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত করে পড়তাম। প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি করে সূরা পড়তাম আর শেষ দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর তা পড়তাম না। আর আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে যেভাবে এক্তেদা করেছি তার চাইতে কম করিনি। কথা শুনে ওমর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। তোমার সম্পর্কে আমার এটাই ধারণা ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ. وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৪, ১০৫, ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথম দু' রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো জরুরি। এবং শেষ দু' রাকাতে সূরা মিলাতে হয় না, তাই শেষ দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ মাসআলাটি সর্বজনস্বীকৃত। ইমাম বুখারী (রহ.)ও জুমহুরের সঙ্গে রয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা :

ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো নামাযকে নির্দিষ্ট করেননি। মূলতঃ এখানে চার রাকাতবিশিষ্ট নামায উদ্দেশ্য। কারণ, চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা মিলানোর কারণে তা দীর্ঘ হয়। আর শেষ দুই রাকাতে শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা পড়তে হয়, তাই তুলনামূলকভাবে তা সংক্ষিপ্ত হয়।

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ

পরিচ্ছেদ [৪৯৪] : ফজরের নামাযে কেরাত প্রসঙ্গে

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা তূর পড়েছেন।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪৩] : হযরত সাইয়্যার ইবনে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি ও আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামীর কাছে গিয়ে তাঁকে নামায সমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে যুহরের নামায আদায় করতেন, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, কোনো ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায আদায় করে মদিনার দূরপ্রান্তে গমন করতো এবং সূর্যের তেজ তখন বিদ্যমান থাকতো। সাইয়্যার বলেছেন, আবু বারযাহ মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো তিনি পছন্দ করতেন না এবং (নামাযের) পরে (ঘুম বাদ দিয়ে) কথা বলাও পছন্দ করতেন না। আর ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, নামাযের পর একজন লোক তার পাশের লোককে চিনতে পারতো। আর ফজরের দুই রাকাআতে অথবা প্রতি রাকাআতে তিনি ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮০, ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বিগত কয়েকটি বাবে প্রতি নামাযের জন্য পৃথক পৃথক কেরাত প্রমাণ করেছেন, যার সূচনা করেছেন তিনি باب القراءة في الظهر দ্বারা।

এখন এ বাবে باب قراءة الفجر দ্বারা ফজরের নামাযে কেরাত প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। এটিও একটি সর্বসম্মত মাসআলা যে, ফজরের নামাযে কেরাত পড়তে হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪৪] : হযরত আতা (রাযি.) আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছেন, সকল নামাযেই কুরআন পড়া হয়। যেসব নামাযে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শুনিয়ে কিরায়াত করেছেন সেসব নামাযে আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়ে কিরায়াত করে থাকি আর যেসবে তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে পড়েছেন, আমরাও সেসব নামাযে তোমাদের সামনে অনুচ্চ কণ্ঠে পড়ে থাকি। আর সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত যদি না পড়ো (ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা না পড়ো) তবুও কোন দোষ হবে না (নামায আদায় হয়ে যাবে)। কিন্তু যদি পড়ো তবে সেটাই উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ : এটি হলো হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর ফতোয়া। এটি হাদীস নয়। এ সম্পর্কে দু'ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। ১. যদি এটি শেষ দুই রাকাত সম্পর্কে বলা হয় তাহলে এটি আমাদের মাযহাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা, আমাদের মতে শেষ দুই রাকাতে সূরা মিলাতে হয় না। ২. আর যদি এটি প্রথম দুই রাকাত সম্পর্কে হয়, তবুও তা আমাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা, আমাদের মতে প্রথম দুই রাকাতে সূরা মিলানো ওয়াজিব।

মাযহাবসমূহ: হানাফী, কতেক মালেকী ও ইমাম আহমদের এক কওল অনুযায়ী প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা তিন আয়াত মিলানো ওয়াজিব।

২. ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে মুস্তাহাব। আবু হুরায়রার এ হাদীসটি তাদের দলীল।

জবাব: সম্ভবত এটি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) শেষ দুই রাকাত সম্পর্কে বলেছেন যে, শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা যথেষ্ট, সূরা মিলানোর প্রয়োজন নেই।

بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ [৪৯৫] : ফজরের নামাযে কেরাত সশব্দে পড়া প্রসঙ্গে

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযি.) বলেন, আমি লোকদের পিছনে তাওয়াফ করেছি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায পড়াচ্ছিলেন, তিনি তখন সূরা তূর পড়ছিলেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ

https://e-ilm.weebly.com/

خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪৫] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে উকাযের বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এ সময় শয়তানদের (দুষ্ট জ্বিন) জন্য আসমানের সংবাদ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। (সংবাদ আনতে গেলে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করা হতো। শয়তানরা তাদের কওমের কাছে ফিরে এলে তারা বললো, তোমাদের কি হলো (যে তোমরা ফিরে এলে)? উত্তরে তারা বললো, আমাদের আকাশের সংবাদ আনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ শুরু করা হয়েছে। কওমের শয়তানরা বললো, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটা ছাড়া তোমাদের জন্য আকাশের সংবাদ নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়নি। তোমরা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে বিচরণ করে দেখ, কি কারণে আকাশের সংবাদ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। সুতরাং তারা তেহামার দিকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এ সময় তিনি উকাযের দিকে যাত্রা করে নাখলা নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। এসব জ্বিন যখন সেখানে উপনীত হল তখন নবী সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জ্বিনেরা কুরআন পাঠ করতে শুনে সেদিকে মনোযোগ দিল এবং বললো, আল্লাহর শপথ! এই জিনিসই তোমাদের আসমানের খবর সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই তারা নিজেদের জাতির কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমাদের জাতি! আমরা অদ্ভুত কুরআন (পাঠ) শুনে এলাম, যা হিদায়াতের পথের সন্ধান দান করে আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর কখনো আমরা আমাদের প্রভুর সাথ কাউকে শরীক করবো না। এরপর আল্লাহ তাঁর নবীর পতি এ আয়াত নাযিল করলেন, 'বলো, আমার ওপর যে অহী নাযিল করা হয়েছে জ্বিনদের একটি দল তা শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। আর তাঁকে অহীর মাধ্যমে জ্বিনদের কথোপকথন জানিয়ে দেয়া হয়েছে।'

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত اسْتَمَعُوا لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৬, ৭৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট, তা হলো ফজরের নামাযে কেরাত সশব্দে পড়তে হবে। কেননা, জিনরা হুযুরের কেরাত শ্রবণ করা একথারই প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চশব্দে কেরাত করছিলেন। এবং আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তাই ফজরের নামাযে কেরাত সশব্দে করতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

عُكَاظٍ : আরবের বাজারসমূহের মধ্যে একটি বাজারের নামা। যাতে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীতও আরবরা প্রতি বছর নিজেদের গর্ব জাহির করার জন্য সমবেত হত, এবং বড় বড় কবিরা তাদের সদ্য রচিত কবিতাসমূহ আবৃত্তি করে শোনাত। এতদ্ভিন্ন আরো দুটি বাজার ছিল। ১. মাজিন্নাহ, ২. যুল মাজায।

الشَّيَاطِينِ : শব্দটি شيطان-এর বহুবচন। শব্দটি شَطَنَ يَشْطُنُ বাবে نصر হতে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো দূর হওয়া। যেহেতু শয়তান আল্লাহর রহমত হতে দূরে, তাই তাকে শয়তান বলা হয়।

আবার কারো মতে, শব্দটি شاط يشيط হতে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো প্রজ্জলিত হওয়া; ভস্মিভূত হওয়া, ধ্বংস হওয়া। যেহেতু শয়তান দুনিয়াতে হিংসা ও ক্রোধের আগুনে জ্বলছে, এবং পরকালে জাহান্নামের আগুনে জ্বলে ধ্বংস হবে। তাই তাকে শয়তান বলা হয়।

আরবিতে যে কোনো অবাধ্যকে শয়তান বলা হয়, তা জিন-মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু যা-ই হোক। শয়তান মুসলমান হয় না, কিন্তু জিনরা মুসলমানও হয়, আবার কাফিরও হয়। তবে শয়তান ও জিন উভয়েই আগুনের তৈরি। যেমন আল্লাহ বলেন- خلق الجان من مارج من نار

الشُّهُبُ : শব্দটি شهاب-এর বহুবচন। যেমন كُتُبٌ শব্দটি كتاب-এর বহুবচন; অর্থ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; উল্কাপিণ্ড; যে তারকা শূন্য আকাশে খসে পড়তে দেখা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : এটি তায়েফ সফরের ঘটনা। ১০ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নাসিবাইনের জিনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। - ওমদাতুল কারী, ফতহুল বারী

فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে ছিলেন।

প্রশ্ন: তায়েফ সফরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত যায়েদ বিন হারেছা ব্যতীত অপর কেউ ছিল না। অথচ এখানে বলা হলো কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে ছিলেন।

জবাব: ১. সম্ভবত ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল।

২. طَائِفَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একাধিক।

৩. তায়েফ যাওয়ার সময় নবীজীর সাথে শুধুমাত্র যায়েদ বিন হারেছা ছিলেন; কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে হয়ত তাঁর অন্যান্য সাথী সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে তেলাওয়াত করেননি এবং তাদের তিনি দেখেনও নি। একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের একদল নিয়ে ওকাজ বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন আসমান থেকে খবর সংগ্রহের পথ শয়তান জিনদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের দিকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো। তাই শয়তান জিনরা স্বসম্প্রদায়ে ফিরে আসে। তারা এদের বলল, তোমাদের কি ব্যাপার? এরা বলল, আসমান থেকে খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বাধা পাচ্ছি। আমাদের উপর উল্কাপিণ্ড ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এরা বলল, নতুন কোনো ব্যাপার ঘটেছে বলেই আসমান থেকে খবর সংগ্রহের

https://e-ilm.weebly.com/

বিষয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। জমিনের পূর্ব পশ্চিম সব দিকে বেরিয়ে পড়। দেখ সেটি কি যা আমরাও আমাদের আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে। তারপর তারা রওয়ানা হলো এবং পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম সব দিক ঘুরে তালাশ করতে লাগল। (আরবের) তিহামা অঞ্চলের দিকে যে দলটি যাত্রা করেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে এলো। তিনি ওকাজ বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে নাখলায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি তার সাহাবীদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের এই দল যখন কুরআনের আওয়াজ শুনল তখন তারা এই দিকে কান পাতল এবং পরস্পর বলল, আল্লাহর কসম! এই জিনিসই আমাদের এবং আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই তারা নিজেদের কওমে ফিরে যায় এবং বলে হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা সঠিক পথ নির্দেশে করে ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর এই আয়াত জিনদের বক্তব্য সহ নাজিল করেন।

জিন-জাতির ইতিবৃত্তঃ অন্যান্য মাখলুকাতের ন্যায় এরাও একপ্রকার সৃষ্টি। আগুন থেকে এদের জন্ম, তবে তার পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। আমাদের ন্যায় এরাও শরিয়তের বিধিবিধান পালনে বাধ্য। এদের মধ্যে সন্তান প্রজননের ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং এরা ভালো ও মন্দ উভয়ই আছে। جن অর্থ অদৃশ্য ও গোপন। এরাও মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থাকে। তাই এদেরকে জিন বলা হয়। ইমাম রাগেব লিখেছেন, জিন শব্দের ব্যবহার মানুষের মোকাবিলায় ঐ সমস্ত প্রাণীদের জন্য হয় যারা দৃষ্টির অগোচরে থাকে। এমতাবস্থায় শয়তানও জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং সকল ফেরেশতা জিন; কিন্তু সকল জিন ফেরেশতা নয়। জিনদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ রয়েছে। অনন্তর একটি হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিন তিন প্রকার–

১. যাদের ডানা রয়েছে এবং তারা উড়ে বেড়ায়।
২. যারা সাপ ও বিচ্ছুর আকৃতির হয়ে থাকে।
৩. যারা এক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করার পর সেখান থেকে চলে যায়। – মুকাম্মাল লুগাতুল কুরআন, সূত্র– ফতহুল বারী

প্রশ্নঃ উল্কাপিণ্ড খসে পড়া যাকে আরবিতে انقضاض الكوكب বলা হয়, এতো পৃথিবীর আদিকাল থেকে চলে আসছে। অথচ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এটি নবী যুগের সাথে সম্পর্কিত।

জবাবঃ شهاب ثاقب-এর অস্তিত্ব আদিকাল থেকেই ছিল; তার বাস্তবতা দার্শনিকদের বর্ণনানুযায়ী হোক না কেন। তারা বলেন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কিছু অগ্নি পদার্থ মহাশূন্যে পৌছে তা কখনো বিস্ফোরিত হয়। অথবা কোনো নক্ষত্র অথবা তারকা থেকে আগুন বের হয়। মোটকথা, যদিও পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে এর অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু সেই অগ্নি পদার্থের দ্বারা শয়তানকে প্রতিহত করার পদ্ধতি রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন থেকেই শুরু হয়েছে, এবং এও জরুরি নয় যে, যত উল্কাপিণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় এর সবগুলোই এ কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তাদের মতাদর্শ ও হাদীসের বাণীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব রইল না।

একটি বিরল ধাঁধাঃ শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন, এখানে একটি ধাঁধা বা প্রহেলিকা এই যে– এমন একটি হাদীস বল যা মুহাদ্দিসীনে কেরাম স্বীয় উসদাজগণ থেকে শ্রবণ করেছেন, এবং তাঁরা শুনেছেন স্বীয় উসতাজগণ থেকে, এমনকি সেই হাদীস সাহাবায়ে কেরাম থেকে শ্রবণ করা হয়েছে, এবং সাহাবায়ে কেরাম শ্রবণ করেছেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, আর রাসূলুল্লাহ শ্রবণ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে, আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন শ্রবণ করেছেন স্বীয় বান্দাগণ থেকে। সেটি হলো এই হাদীস।

উল্লেখ্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এক আনসারি সাহাবি বর্ণনা করেন, একলোক কোনো এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বসা

https://e-ilm.weebly.com/

ছিলেন। হঠাৎ একটি নক্ষত্র ছিটকে পড়ল এবং অত্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন–'জাহিলী যুগে যখন নক্ষত্র ছিটকে পড়ত, তখন তোমরা এটাকে কী বলতে? লোকেরা বলল, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। তবে আমরা জাহিলী যুগে এরকম হলে বলতাম, আজ রাতে হয়তো কোনো মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম শরীফ-১/২৩৩; তিরমিযী শরীফ-১/১৫৪)

প্রশ্ন : মুসলিম শরীফের এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের ধারা পূর্ব থেকেই চালু ছিল?

জবাব : (১) তারকা খসে পড়ার ধারা পূর্ব থেকেই ছিল বটে, তবে তারকা শয়তানকে নিক্ষেপ করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই শুরু হয়।

(২) কেউ কেউ বলেন, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির নিক্ষেপণের ঘটনা কম ছিল; কিন্তু নবুওয়াতের পর এর পরিণাম বেড়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে আরেকটি প্রশ্ন হয়, নামায ফরয হয় মিরাজ রজনীতে। আর এ ঘটনা মেরাজের পূর্বের। সুতরাং দুটির মাঝে সামঞ্জস্য কোথায়?

জবাব : মিরাজ রজনীর পূর্বেও দুই ওয়াক্তের নামায ফরয ছিল। যেমন কুরআনে আছে, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ। কাজেই আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

হাদীসের অনুবাদ [৭৪৬] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, যেখানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে তিনি উচ্চস্বরে পড়েছেন এবং যেখানে নীরবে পড়তে বলা হয়েছে সেখানে নীরবে পড়েছেন। তোমার প্রভু (আল্লাহ) ভুল করেন না (যে তিনি ভুল করে কোন অনুচিত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন)। আর অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে গ্রহণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

পরিচ্ছেদ [৪৯৬] : এক রাকাতে দুই সূরা একসঙ্গে পড়া, সূরার শেষ আয়াত পড়া, এবং তারতীববিহীন সূরা পড়া, (যেমন আগে সূরা নাস তারপর সূরা ফালাক পড়া) এবং সূরার শুরু আয়াতসমূহ পড়ার বর্ণনা।

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাযি.) হতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা মুমিনূন পড়তে শুরু করেন, এমনকি যখন হযরত মূসা ও হারূন (আ.) বা ঈসা (আ.)-এর আলোচনা পর্যন্ত পৌছে নবীজীর কাশি এসে যায়, এবং সাথে সাথে তিনি রুকুতে চলে যান ।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ শিরোনামটি চারটি অংশে বিভক্ত । অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনামে চারটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন । তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট । কারণ, উল্লিখিত চারটি সূরতই জায়েয ।

২. আবার এও হতে পারে যে, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা যারা এগুলিকে নাজায়েয বলে ।

শিরোনামের ব্যাখ্যাঃ শিরোনামে উল্লিখিত চারটি মাসআলা নিম্নরূপ–

১. এক রাকাতে দুই সূরা পড়া । যেমন নিম্নে বর্ণিত ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত । এ সূরত ইমামচতুষ্টয়ের নিকট জায়েয । কিন্তু ফরজ নামাযে একই সূরার উপর ক্ষান্ত করা উত্তম । এটিই জুমহূর ইমাম তথা ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাব । আল্লামা আইনী বলেন–

فلا كراهة عند الجمهور وعن مالك في المشهور كراهته

২. দ্বিতীয় মাসআলা হলো القراءة بالخواتيم তথা সূরার শেষ আয়াত পড়া, এবং প্রথম আয়াতগুলি ছেড়ে দেওয়া । এ সূরতও ইমামচতুষ্টয়ের নিকট জায়েয । হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, সূরার শুরু আয়াত পড়াই একথার দলীল । কেননা, শুরু হোক বা শেষ, সবই সূরার অংশ । কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এর দলীল হলো হযরত কাতাদার উক্তি كل كتاب الله;

৩. তৃতীয় মাসআলা হলো بسورة قبل سورة অর্থাৎ কুরআন অবিন্যস্তভাবে তথা পরের সূরা আগে এবং আগের সূরা পরে পড়া । হানাফী ও হাম্বলীদের নিকট এ সূরত মাকরূহ তানযীহী ।

৪. চতুর্থ মাসআলা হলো بأول سورة সূরার শুরু দিককার আয়াতসমূহ পড়া । এ সূরতও জুমহূরের নিকট জায়েয ।

ব্যাখ্যাঃ এ তা'লীকটি মুসলিম শরীফে (খ. ১, পৃ. ১৮৬) মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে । যা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এ ঘটনা মক্কা শরীফে সংঘটিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা মুমিনূন তিলাওয়াত করছিলেন । এ সূরার ৪৫তম আয়াত– ثم ارسلنا موسى واخاه هارون الآية অথবা ৫০তম আয়াত– وجعلنا ابن مريم وامه الآية পর্যন্ত পৌছেন, তখন তাঁর কাশি শুরু হয়ে যায় । যার কারণে তিনি রুকুতে চলে যান ।

وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي

অর্থ : হযরত ওমর (রাযি.) ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১২০ আয়াত পড়েছেন, এবং দ্বিতীয় রাকাতে মাছানী হতে একটি সূরা পড়েন ।

ব্যাখ্যাঃ এ দ্বারা শিরোনামের চতুর্থ মাসআলা সূরার শুরু দিককার আয়াতসমূহ পড়ার বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে । মাছানী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত সূরা যার আয়াত একশর চেয়ে কম ।

وَقَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُونُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থ : আহনাফ বিন কায়েস (মুখাযরামী) ফজরের প্রথম রাকাতে সূরা কাহাফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইউসুফ বা সূরা ইউনুস পড়েছেন। এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর সাথে ফজরের নামায এ দুটি সূরা দিয়েই পড়েছেন।

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারী (রহ.) এর দ্বারা তৃতীয় মাসআলার বৈধতা প্রমাণ করছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ইমামগণের ভিন্ন মত রয়েছে।

হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে কুরআনের সূরাগুলি তারতীবের পরিপন্থি পড়া মাকরূহ।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মতে خلاف اولیٰ অনুত্তম।

وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الْأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ

অর্থ : ইবনে মাসউদ (রাযি.) (ফজরের নামাযে প্রথম রাকাতে) সূরা আনফালের ৪০টি আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। এবং দ্বিতীয় রাকাতে মুফাসসালের একটি সূরা পড়েছেন।

وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ اللهِ

অনুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাযি.) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে উভয় রাকাতে একই সূরা (অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে) পড়ে, অথবা একটি পূর্ণ সূরা উভয় রাকাতে পড়ে, (তার সম্পর্কে তিনি বলেন) এর সবই আল্লাহ তা'আলার কিতাব। (অর্থাৎ এতে কোনো সমস্যা নেই)

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ

অর্থ : উবায়দুল্লাহ আমরী ছাবিত হতে তিনি হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন যে, একজন আনসারী কুবা মসজিদে লোকদের ইমামতি করছিল, তার স্বভাব ছিল সশব্দে কেরাতবিশিষ্ট নামাযে যখনই তিনি কেরাত শুরু করতেন তখনই সূরা ইখলাস (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) দ্বারা শুরু করতেন, এবং তার সাথে আকেরটি সূরা মিলাতেন, এবং প্রতি রাকাতেই এরকম করতেন। এ দেখে তার সাথী-সঙ্গীরা তাকে বলল, আপনি এ সূরা দিয়ে নামায শুরু করেন, এবং এটিকে আপনি যথেষ্ট মনে করেন না; বরং তার সাথে আরেকটি সূরা মিলান। তাই পরবর্তিতে আপনি হয়ত শুধুমাত্র এ সূরাটিই পড়বেন, অথবা এটি বাদ দিয়ে অন্য কোনো সূরা পড়বেন। তখন তিনি বললেন আমি এ সূরা বাদ দিতে পারব না। সুতরাং তোমাদের যদি পছন্দ হয় যে, আমি তোমাদের এভাবে নামায পড়াই, তাহলে পড়াব; নতুবা ইমামতি ছেড়ে দিব। এদিকে মুক্তাদিদের তার ব্যাপারে এই ধারণা ছিল যে, তিনিই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, তাকে বাদ দিয়ে কাউকে ইমাম বানাতে চাইবে না। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এলেন, তখন তারা নবীর নিকট তাদের ইমামের এ

https://e-il...m.weebly.com/

অবস্থার কথা তুলে ধরলো। তখন তিনি তাকে বললেন, হে অমুক বান্দা! তোমার ব্যাপারে লোকেরা যা বলছে তা করতে তোমার বাধা কোথায়? এবং প্রতি রাকাতে এ সূরাটি পড়তেই বা কেন তুমি এত আগ্রহী? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ সূরাটিকে মহব্বত করি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সূরাটির মহব্বত তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪৭] : হযরত আবু ওয়ায়েল (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদের কাছে এসে বললো, আমি আজ রাতে এক রাকাআতে সকল মুফাসসাল সূরাসমূহ পড়েছি। এটা শুনে ইবনে মাসউদ (রাযি.) বললেন, তাহলে নিশ্চয় দ্রুত পড়েছ যেমন কবিতা পড়া হয়ে থাকে। আমি মুফাসসাল সূরার বহু দৃষ্টান্ত জানি, যেগুলোর দুটোকে একসাথে মিলিয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে পাঠ করতেন। এরপর সে বিশটি মুফাসসাল সূরার উল্লেখ করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৭, ৭৪৭, ৭৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

جَاءَ رَجُلٌ : এ লোকটি ছিল নাহীক বিন ছিনান বাজালী। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর নিকট এসে বললো, আমি আজ রাতে সূরা হুজরাত হতে নাস পর্যন্ত ৬৬টি সূরা এক রাকাতেই পড়েছি। এটা শুনে ইবনে মাসউদ (রাযি.) বললেন- هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ

هَذًّا : আল্লামা আইনী বলেন, এর অর্থ হলো سرعة القراءة দ্রুত পড়া। অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বললেন, এটা তো কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয় যে, কুরআন দ্রুতগতিতে পড়া হবে, যেমন কবিতা মুখস্ত করার জন্য দ্রুতগতিতে পড়া হয়। কিন্তু প্রশংসনীয় হলো এটা যে, তারতীলের সাথে বুঝে শুনে পড়া।

প্রশ্ন: কবিতা তো ধীরস্থীরভাবে প্রশান্তির সাথে পড়া হয়। তা দ্রুতগতিতে কিভাবে পড়ার কথা বলা হলো?

জবাব: এখানে কবিতা পাঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত কবিতা যা নিজেদের উস্তাদ বা বড় বড় কবিদের কবিতা যা মুখস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে যে কবিতা মজলিসে শুনানো হয় তা ধীরস্থীরভাবে পড়া হয়।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) এর উত্তরে বলেন, এখানে شِعر-এর পরিবর্তে شَعر হবে। অর্থাৎ যেমনিভাবে চুল ঘ্যাচাং করে দ্রুতগতিতে কাটা হয়। কিন্তু এর সমর্থন কোনো রেওয়ায়েত বা কপিতে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া কোনো ব্যাখ্যাতাগণও এরকম ব্যাখ্যা করেননি। তাই এ উত্তরটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

পরিচ্ছেদ [৪৯৭] : শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪৮] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা এবং (প্রতি রাকাআতে একটি করে) আরো দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষের দুই রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। কোনো কোনো সময় আমরা তাঁর আয়াত পাঠ শুনতে পেতাম। আর প্রথম রাকাআতটি তিনি যেমন দীর্ঘ করতেন দ্বিতীয় রাকাআতটি তেমন করতেন না। আছর ও ফজর উভয় ওয়াক্তেই এমন করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা, যারা শেষ দুই রাকাতে কেরাত পড়ার প্রবক্তা নন। তিনি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রমাণ আছে। জুমহূর আইম্মাগণের মাযহাবও এটি যে, শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

২. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, শেষ দুই রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়া হবে, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে না। জুমহূর আইম্মা, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ প্রমুখের মাযহাবও এটি। শেষ দুই রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। ইমাম শাফেয়ীর একটি কওল হলো সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাতে হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) তার মতকে খণ্ডন করতে চাচ্ছেন।

তবে শাফেয়ীগণের অধিকাংশ ফোকাহাগণের নিকট প্রাচীন কওলটিই مفتي به; যা জুমহূরের অনুরূপ।

بَاب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ [৪৯৮] : জোহর ও আসরে কেরাত আস্তে পড়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৪৯] : হযরত আবু মামার (রাযি.) বলেন, আমরা খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যুহর এবং আছরের নামাযে কিছু পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমরা বললাম, কিভাবে আপনি জানতেন যে তিনি কিছু পড়ছেন। জবাবে তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়া হতে দেখে বুঝতাম যে, তিনি কিছু পড়ছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৩, ১০৫, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জোহর ও আসরের নামাযে কেরাত নিঃশব্দে পড়া প্রমাণ করা। আর ফজর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকাতে কেরাত সশব্দে পড়তে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মাসআলা: যদি কোনো ব্যক্তি سري নামাযে কেরাত সশব্দে পড়ে ফেলে, অথবা جهري নামাযে কেরাত নিঃশব্দে পড়ে ফেলে তাহলে তার হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও মালেকীগণের মতে যেহেতু জেহরী নামাযে কেরাত সশব্দে পড়া এবং সিররী নামাযে কেরাত নিঃশব্দে পড়া ওয়াজিব। তাই এর পরিপন্থি করলে সিজদা সাহূ ওয়াজিব হবে।

আর শাফেয়ীগণের মতে সিররী নামাযে নিঃশব্দে পড়া, এবং জেহরী নামাযে সশব্দে পড়া সুন্নত, তাই তাদের মতে এর ব্যতিক্রম করার ফলে সিজদা সহূ ওয়াজিব হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ إِذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ

পরিচ্ছেদ [৪৯৯] : যদি ইমাম (সিররী নামাযে) কোনো আয়াত শুনিয়ে দেয় (তাহলে কোনো সমস্যা নেই)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

হাদীসের অনুবাদ [৭৫০] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ কাতাদাহ (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর এবং আছরের নামাযের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আরেকটি অন্য সূরা পড়তেন। কোনো কোনো সময় তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পড়তেন আর প্রথম রাকাআত দীর্ঘ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১০৭, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি সিররী নামাযে এক আধ আয়াত জোরে পড়ে ফেলে তাহলে নামায ফাসেদও হবে না; মাকরূহও হবে না।

কিন্তু হানাফীদের নিকট যদি সিররী নামাযে কেরাত জোরে এবং জেহরী নামাযে কেরাত আস্তে পড়ে ফেলে তাহলে সিজদা সাহূ ওয়াজিব হবে। কিন্তু يُسْمِعُنَا الْآيَةَ দ্বারা যদি এক, দুই শব্দ উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য উম্মতকে শিক্ষা দেওয়াও হতে পারে। তাই এটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য হবে।

بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

পরিচ্ছেদ [৫০০] : প্রথম রাকাত দীর্ঘ করার বর্ণনা

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫১] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযের প্রথম রাকাআত দীর্ঘ করতেন অর্থাৎ লম্বা কিরায়াত করতেন। এবং দ্বিতীয় রাকাআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও এমন করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৫, ১০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى : ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে শুধুমাত্র ফজরের নামাযের প্রথম রাকাত দীর্ঘ হবে। কারণ, তখন হলো অলসতা ও ঘুমের সময়। তাই এতে করে মুসল্লীদের জামাত পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কেরাতের ক্ষেত্রে উভয় রাকাতই সমান। কেননা, আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে আছে–

ان النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ في صلوة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية الخ

কিন্তু যে সমস্ত রেওয়ায়েতে প্রথম রাকাত দীর্ঘ করার কথা রয়েছে, তার জবাব হিদায়া গ্রন্থকার দিয়েছেন–

والحديث محمول علي الاطالة من حيث الثناء و التعوذ و التسمية الخ

তবে ফজরের নামাযে প্রথম রাকাত দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, সকল নামাযের প্রথম রাকাত দীঘ হবে। এটিই হলো ইমাম আহমদ, ইমাম মুহাম্মদের মাযহাব। ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ইমাম আহমদ প্রমুখের সমর্থন করছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

পরিচ্ছেদ [৫০১] : ইমাম আমীন জোরে বলা প্রসঙ্গে

وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا

হযরত আতা (রহ.) বলেন, আমীন হলো দোয়া। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এবং যারা তার পিছনে ছিল (মুক্তাদিরা) এত জোরে আমীন বলেছিল যে, মসজিদ গুঞ্জরিত হয়েছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) ইমামকে আওয়াজ দিতেন (বলে দিতেন) যে, (এদিকে খেয়াল রাখবেন) যেন আমার আমীন ছুটে না যায়। হযরত নাফে' বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) নিজে আমীন বলা ছাড়তেন না, এবং লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। এবং আমি তার থেকে এ ব্যাপারে একটি হাদীস শুনেছি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫২] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলো। কারণ, যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, (নামাযে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا -অংশের সাথে। এখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের ইমাম আমীন বলার সময় আমীন বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ৯৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ একেবারেই স্পষ্ট। তা হলো ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের জন্য জোরে আমীন বলা প্রমাণ করা। এ উদ্দেশ্য প্রমাণের জন্য তিনি কয়েকটি আছার এবং হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি যে দলীলগুলি পেশ করেছেন, তা দ্বারা তিনি তার উদ্দেশ্য হাসীলে অসফল হয়েছেন। যা হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে জানা যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

التامين অর্থ হলো آمين বলা। আর آمين শব্দের অর্থ হলো اللهم اِسْتَجِبْ 'আল্লাহ! আমাদের দোয়া কবুল করুন।'

কেউ কেউ বলেছেন এটি আরবী শব্দ। তাদের মতে এটি اسم فعل কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো এটি সুরয়ানী ভাষার শব্দ। এর সমর্থন হলো এই যে, বায়বেলের বিভিন্ন কপিতে এ শব্দটি হুবহু এভাবেই বিদ্যমান আছে। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ও আল মাতালিবুল আলিয়া নামক গ্রন্থে এরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা

https://e-ilm.weebly.com/

করেছেন যে, একজন ইহুদি ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে آمين শব্দ শুনার পর মুসলমান হয়েছিলেন।

آمين বলা কার কাজ? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জুমহুর আলেমের মাযহাব হলো آمين বলা ইমাম মুকতাদী দু'জনেরই কাজ। দুজনের পক্ষেই আমীন বলা সুন্নত। এটা ইমাম মালেক (রহ.) এর এক রেওয়ায়েত। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.)-এর দ্বিতীয় মত, যা ইবনে কাসেম সূত্রে বর্ণিত এবং অধিক প্রসিদ্ধ তাহলো আমীন বলা শুধু মুকতাদীর কাজ ইমামের কাজ নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব ইমাম মালেকের মাযহাবের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। এবং তিনিই কিতাবুল আসারে বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব জুমহুরের মাযহাবের অনুরূপ। কিতাবুল আসারে তিনি লিখেছেন–

عن ابى حنيفة عن حماد عن ابراهيم اربع خافت بهاالامام سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ من الشيطان وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين

ইমাম আবূ হানীফা হাম্মাদ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, চারটি বিষয় ইমাম নিচু স্বরে বলবে।
এক. সুবাহানাকাল্লাহুম্মা অর্থাৎ, ছানা।
দুই. আউযুবিল্লাহ,
তিন. বিস্‌মিল্লাহ,
চার. আমীন।

এর পর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) লেখেন- وبه ناخذ وهو قول ابى حنيفه আমরা এমতই পোষণ করি এবং এটা ইমাম আবূ হানীফারও উক্তি। কিতাবুল আসারের ভাষ্যকে জাহেরুর রেওয়ায়েত সাব্যস্ত করে মতন লিখকগণ ব্যাপকভাবে তা গ্রহণ করেছেন। এবং এ মত অনুযায়ীই ফতোয়া। ইমাম মালেক (রহ.) হযরত আবূ হুরায়রা ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

ان رسول الله ﷺ قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين-

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ইমাম যখন ولا غير المغضوب عليهم الضالين বলেন, তখন তোমরা آمين বলো। ইমাম মালেক (রাযি.) বলেন, এ হাদীসে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ইমামের কাজ হলো সে ولا الضالين বলবে। আর মুকতাদীর কাজ হলো সে আমীন বলবে। আর বন্টন যৌথতার বিপরীত।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর এ দলিলের জবাবে জুমহুর বলেন, প্রকৃতপক্ষে কাজ বণ্টন করা এ হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। বরং হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ইমাম মুকতাদী উভয় যেন এক সময়ে আমীন বলে। آمين বলার পদ্ধতি বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন ولا الضالين বলে শেষ করবে, তখনই তোমরা আমীন বলে ফেলবে। যাতে ইমাম-মুকতাদী দু'জনেরই এক সাথে আমীন বলা হয়। কারণ, ইমামও তখনই আমীন বলে থাকে। তাই নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ শব্দও রয়েছে- فان الملائكة تقول آمن وان الامام يقول آمين কেননা তখন ফেরেস্তারা আমীন বলে, ইমামও আমীন বলে। তাছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)

https://e-ilm.weebly.com/

হতে মারফূ' রেওয়ায়েতও এসেছে যে, اذا امن الامام فامنوا ইমাম যখন আমীন বলে, তোমরাও তখন আমীন বল। এ হাদীসে ইমামের আমীন বলার বিষয়টি স্পষ্ট করেই উল্লেখ হলো। আর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসেও একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজও আমীন বলেছেন, অতএব এ সকল হাদীস জুমহুরের মাসলাকের পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল।

সশব্দে বা নিঃশব্দে আমীন বলা সম্পর্কিত আলোচনা:

এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, আমীন সশব্দে ও নিঃশব্দে দু'ভাবে বলাই জায়েয আছে। কিন্তু মতানৈক্য হলো উত্তম ও অনুত্তম হওয়া নিয়ে।

১. শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে সশব্দে বলা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পুরান উক্তি হলো ইমাম মুক্তাদী দু'জনই সশব্দে আমীন বলবে। আর নতুন উক্তি হলো, ইমাম নিঃশব্দে বলবে এবং মুক্তাদী সশব্দে বলবে। কিন্তু পুরাতন উক্তিটিই তাদের কাছে পছন্দনীয় ও গ্রহণীয়। তাই হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এর উপর ফতোয়া।

২. ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মতে আমীন নিঃশব্দে বলা উত্তম।

৩. ইমাম মালেকের মাযহাবও হানাফী মাযহাবের অনুরূপ, মুদাওয়ানাতুল কুবরায় একথাই স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। তাছাড়া ফিকহে মালেকীর প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থকার আল্লামা আহমদ দারদী (রহ.)-এর কথা থেকে এটাই বুঝে আসে। অতএব, ইবনে হাজার আসকালীন (রহ.)-এর এরূপ বলা সঠিক নয় যে, এ মাসআলায় চার ইমামের অধিকাংশই শাফেয়ীদের সাথে আছেন।

৪. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব হলো ইমাম মুক্তাদি উভয়ের উপর জেহরী নামাযে সশব্দে বলবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) তার দাবীর স্বপক্ষে কয়েকটি আছার এবং একটি মারফূ' হাদীস পেশ করেছেন। সেগুলির উত্তর নিম্নে প্রদত্ব হলো।

প্রথম দলীল: হযরত আতার কওল وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ আমীন হলো দোয়া।

জবাব: একথা স্পষ্ট যে, দোয়ার মূল হলো আস্তে করা। কারণ আল্লাহ বাণী- اُدعوا ربكم تضرعا وخفية বুঝা গেল আমীন যেহেতু দোয়া, তাই তা আস্তে করাই শ্রেয়। বুঝা গেল ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সশব্দে আমীন বলা সম্পর্কিত এ দলীলটি বিস্ময়কর; এটি বরং হানাফীদের দলীলে পরিণত হলো।

দ্বিতীয় দলীল- أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ :ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উল্লিখিত দলীলসমূহের মধ্যে এই একটি আছরই আছে, যাতে সশব্দে আমীন বলার কথা স্পষ্ট আছে। অর্থাৎ এ আছর দ্বারা সশব্দে আমীন বলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জবাব: সশব্দে আমীন বলার কেউই অস্বীকারকারী নয়। আলোচনা তো উত্তমতার ব্যাপারে। যা এ আছর দ্বারা প্রমাণিত নয়।

কারণ,হমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর আমল পেশ করেছেন যে, امن ابن زبير

উত্তর-২: আল্লামা কাশ্মিরী (রহ.) বলেন- لعله حين كان يقنت في الفجر الخ সম্ভবত এটি তখনকার ঘটনা যখন আব্দুল মালিক বাদশার বিরুদ্ধে ফজরের নামাযে কুনূতে নাজেলা পড়া হচ্ছিল; অন্যদিকে বাদশা আব্দুল মালিকও তাদের বিরুদ্ধে কুনূতে নাজেলা পড়াচ্ছিলেন। অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকেই কুনূতে নাজেলা পড়ানো হচ্ছিল। এমনি এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সকলে জোরেশোরে আমীন বলে থাকতে পারেন, যা দ্বারা মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়ত কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা এমনও জানা যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর খেলাফতকালে কিছু লোক আমীন বলাকে বিদআত মনে করে, আমীন বলা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছিল তাই হতে পারে এদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে তিনি সশব্দে আমীন বলতে আরম্ভ করেছিলেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যা হোক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও ওয়ায়েল ইবনে হুজর ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবী হতে জোরে আমীন বলার আমল প্রমাণিত নেই। উক্তিগত ভাবেও নয়, কার্যতও নয়। সাথে সাথে এ দু'জনের রেওয়ায়েতও ব্যাখ্যাযোগ্য। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অতএব, এটা কি এ বিষয়ের অকাট্য দলিল নয় যে, আমীন সশব্দে বলা উত্তম নয়। বরং নিঃশব্দে বলাই উত্তম।

জবাব- ৩: তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর এ আছরটি হযরত ওমর, আলী ও ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর আছরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

জবাব- ৪: হযরত ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর কিছু ব্যক্তিগত মতামত আছে, যা আকাবিরে সাহাবা থেকে ভিন্ন। উদাহরণতঃ দুই ঈদের নামাযে আজান-ইকামতের তিনি প্রবক্তা ছিলেন। সুতরাং হতে পারে সশব্দে আমীন বলাও তার একটি নিজস্ব মতামত।

তৃতীয় দলীল- وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ : আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এ তা'লীকটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে মউসূলরূপে বর্ণিত হয়েছে। তা হলো- عن ابي هريرة انه كان يؤذن بالبحرين الخ আবু হুরায়রা বাহরাইনে মুয়াযযিন ছিলেন, তার ইমাম ছিল 'আলা ইবনুল হাযরামী। বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে আবু হুরায়রা মারওয়ানের মুয়াযযিন ছিল। ঘটনা হলো এরকম যে, মারওয়ান যখন মদিনার গভর্নর নিযুক্ত হলো তখন আবু হুরায়রাকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করল। মারওয়ান (যিনি ইমামও ছিলেন)-এর অভ্যাস ছিল সে ইকামত হওয়ার সাথে সাথেই তাড়াতাড়ি করে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলতেন। এদিকে আবু হুরায়রা কাতার সোজা করা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কারণ, এগুলি মুয়াযযিনেরই কাজ। তাই হযরত আবু হুরায়রা মারওয়ানকে বললেন, আমি মুয়াযযিন হতে এ শর্তে রাজি যে, আপনি এত তাড়াতাড়ি করতে পারবেন না যে, আমার আমীন বলা ফওত হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো এর দ্বারা সশব্দে আমীন কিভাবে প্রমাণিত হলো? এর দ্বারা আমীন বলার গুরুত্ব বুঝা গেল, যার অস্বীকারকারী কেউ নেই। সশব্দে বলা এর দ্বারা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না।

মুক্তাদির উপর সূরা ফাতিহা ওয়াজিব নয়: হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর এ ঘটনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। নতুবা আবু হুরায়রা শুধুমাত্র আমীনের শর্তারোপ করে ক্ষান্ত হতেন না; বরং সূরা ফাতিহারও শর্তারোপ করতেন। বুঝা গেল ফাতিহা মুক্তাদির উপর ওয়াজিব নয়। বরং آمين-ই এমন কাজ যাতে মুক্তাদিও ইমামের সাথে শরীক হয়।

চতুর্থ দলীল- وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ : এর দ্বারাও সশব্দে আমীন বলার প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আমীন বলা অবশ্যই প্রমাণিত হয়, যার অস্বীকারকারী কেউ নয়।

وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا : এর দুটি কেরাত আছে। ১. خَيْرًا তখন অর্থ হবে আমি ইবনে ওমর হতে এর ফযিলত শুনেছি। ২. خَبَرًا তখন অর্থ হবে এ সম্পর্কে আমি ইবনে ওমর হতে একটি হাদীস শুনেছি। - ওমদাতুল কারী

পঞ্চম দলীল- إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا : ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও তখন আমীন বল। কারণ, যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পিছনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। কিন্তু এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য আমীন বলার ফযিলত বর্ণনা করা, এবং মুক্তাদিদেরকে আমীন বলতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। যেমন ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে باب مام جاء في فضل التامين-এর অধীনে এনেছেন। এবং এর দ্বারা আমীন বলার ফযিলতই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এর দ্বারা সশব্দে আমীন বলার দলীলগ্রহণ করা সঠিক নয়।

যদি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাখ্যা করা হয় যে- إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا-এর অর্থ হলো ইমাম আমীন জোরে বলেন, যেন মুক্তাদিরা ইমামের আমীন বলা জানতে পারে।

তার উত্তর হলো এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি যে- الحديث يفسر بعضه بعضا স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) এক বাব পরে হযরত আবু হুরায়রার এই হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন-

{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} قَالَ "إِذَا قَالَ الإِمَامُ فَقُولُوا آمِينَ.

বুঝা গেল যে, ইমাম ولا الضالين পড়া দ্বারা মুক্তাদিরা ইমামের আমীন বলার সময় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। সুতরাং জোরে বলা জরুরি নয়।

২. এ হাদীসের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো اذا امن الامام اي اذا ارادالامام التامين فامّنوا যেমন اذا قرأت فاستعذ بالله-এর অর্থ হলো اذا قمتم الي الصلوة اي اذا اردتم الي الصلوة وغيره তাছাড়া اذا اردت القرأن الخ

ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

انه ينبغي ان يكون تامين المامومع تامين الامام لا قبله ولا بعده لقوله (صلى الله عليه وسلم) واذا قال ولا الضالين فقولوا آمين واما رواية اذا امن فامنوا فمعناها اذا اراد التامين (شرح مسلم)

এ অর্থ গ্রহণ করলে সকল হাদীসের মাঝে সমন্বয়ও হয়ে যাবে।

৩. ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস পেশ করেছেন। এ হাদীসে রয়েছে- من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له الخ

এর দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আমীন বলার ক্ষেত্রে ফেরেশতাদের সামঞ্জস্যতা অনেক ছওয়াবের কাজ যে, এর দ্বারা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। আর একথা স্পষ্ট যে, ফেরেশতারা আমীন আস্তে বলেন। তাহলে ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যবিধানের দাবী হলো যথাসম্ভব সময় ও কর্মগত সামঞ্জস্যের পাশাপাশি গুণগত মুনাসাবাতও হবে। আর তা হলো ফেরেশতারা আমীন আস্তে বলে, সুতরাং মুক্তাদিরাও আমীন আস্তে বলবে।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা চাই। তা হলো মুজতাহিদ ইমামগণ বিশেষতঃ অনুসরণীয় ইমামগণের মতভেদ হাদীসের মতভেদেরই প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে। রেওয়ায়েতের বিভিন্নতার কারণে ইমামগণের মতামতও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

এখানে সশব্দে ও নিঃশব্দে আমীন বলা সম্পর্কেও উভয় ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। ইমামগণ স্ব-স্ব উসূল বা মূলনীতি অনুযায়ী একটিকে আসল সাব্যস্ত করে অপরটির ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

হানাফীগণের মূলনীতি হলো তারা মতভেদপূর্ণ রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে যেটি اوفق بالقرآن [কুরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ] সেটিকে তারা গ্রহণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম মালেকের মূলনীতি হলো তারা মদিনাবাসীদের আমলকে গ্রহণ করে থাকেন। কারণ, মদিনা হলো ওহীর অবতরণস্থল।

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের উসূল হলো যে রেওয়ায়েতের সনদের বিশুদ্ধতা ও শক্তি বিবেচনায় নিয়ে সেটিকে গ্রহণ করেন। সুতরাং ইমামগণ স্ব-স্ব উসূল ও মূলনীতির আলোকে নিজ নিজ উসূল অনুযায়ী একটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

এ মাসআলায় উভয় পক্ষ থেকেই নিজ নিজ মতের পক্ষে অনেক হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু সে সকল রেওয়ায়েত হয়ত সহীহ নয়, কিংবা সহীহ হলেও সরীহ বা স্পষ্ট নয়। এ কারণে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের হাদীসটি আলোচ্য মাসআলায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ যেমন এ হাদীসকে দলিল বানাতে চেষ্টা করেন, তেমনি হানাফী ও মালেকীগণও এ হাদীস দ্বারাই দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ হাদীসটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস। মূলত, ওয়ায়েল ইবনে হুজরের হাদীসটির মধ্যে বর্ণনা পার্থক্য রয়েছে। রেওয়ায়েতটি দুই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক. সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর সূত্রে, এ সূত্রের শব্দগুলো এই–

عن وائل بن حجر قال سمعت النبى ﷺ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين পাঠ করেছেন এবং আমীন বলেছেন, এবং তিনি আওয়াজ দীর্ঘ করেছেন।

দুই. হযরত শু'বার সূত্রে। এ সূত্রের শব্দগুলো এরূপ–

ان النبى صلى الله قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته

নিশ্চয়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين পাঠ করেছেন এবং আমীন বলেছেন এবং নিঃশব্দে বলেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) উভয় সনদের রেওয়ায়েতকেই তার জামে'তে উল্লেখ করেছেন। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে শু'বার রেওয়ায়েত ত্যাগ করেন। আর হানাফী ও মালেকীগণ শু'বার রেওয়ায়েতকে প্রধান ধরে সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, مد শব্দের অর্থ সশব্দে আমীন বলা নয়; বরং আমীনকে দীর্ঘ করে বলা।

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে তারজীহ দেওয়ার জন্য শু'বার রেওয়ায়েতের উপর চারটি আপত্তি তুলেছেন। তন্মধ্য হতে তিনটি আপত্তি ইমাম তিরমিযী তিরমিযী শরীফে বর্ণনা করেছেন আর চতুর্থ আপত্তিটি বর্ণনা করেছেন كتاب العلل الكبير নামক গ্রন্থে। সে আপত্তিগুলো এই-

১. শু'বা সালামা ইবনে কুহায়লের উস্তাদের নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তার নাম হলো রাসূল ইবনে আম্বাস। সুফিয়ানের রেওয়ায়েতে এরূপই আছে। কিন্তু শু'বা বলেছেন হুজর আবুল আম্বাস, অথচ তার উপনাম আবুল আম্বাস নয়। তার উপনাম হলো আবুস্ সাকান।

২. শু'বা, হুজর ইবনে আম্বাস ও ওয়ায়েল ইবনে হুজরের মাঝে আলকামার নামও বৃদ্ধি করেছেন। অথচ এখানে আলকামার মধ্যস্থতা নেই। যেমনটি সুফিয়ানের রেওয়ায়েতে দেখা যায়।

৩. শু'বা তার হাদীসের মতনে مد بها صوته -এর স্থলে خفض بها صوته শব্দ বর্ণনা করেছেন। অথচ সহীহ রেওয়ায়েত হলো ومد بها صوته

https://e-ilm.weebly.com/

৪. العلل الكبير নামক গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী চতুর্থ আপত্তিটি এ বর্ণনা করেছেন যে, আলকামার পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর হতে আলকামার হাদীস শোনার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কথা মোতাবেক আলকামা তার পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পরে জন্ম লাভ করেছেন।

আপত্তিসমূহের জবাবঃ আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারীতে এ সকল আপত্তির বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। প্রথম আপত্তির জবাব হলো এই যে, প্রকৃতপক্ষে হুজর এর পিতা ও ছেলে উভয়ের নাম আম্বাস ছিল। সে হিসেবে তাকে হুজর আবুল আশ্বাসও বলা যায়। হুজর ইবনে আম্বাসও বলা যায়। যেমন- আল্লামা ইবনে হিব্বান তার كتاب الثقات এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাকে হুজর আবুল আম্বাসও বলা হয়, হুজর ইবনে আম্বাসও বলা হয়। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)ও تهذيب التهذيب নামক গ্রন্থে বিষয়টি স্বীকার করেছেন। একারণে তার নাম রেওয়ায়েতসমূহে দু'ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদও এ হাদীসটি সুফিয়ানের তরীকে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানেও হুজর ইবনে আম্বাসের পরিবর্তে হুজর আবুল আম্বাস উল্লেখ করেছেন। যেমন রয়েছে শু'বার রেওয়ায়েতে। এর বিপরীতে ইমাম ইবনে হিব্বান হাদীসটি শু'বার তরীকে বর্ণনা করেছেন। এবং সেখানে হুজর আবুল আম্বাসের পরিবর্তে হুজর ইবনে আম্বাস উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার শব্দ হলো এরূপ-عن حجر ابى العنبس وهوابن عنبس- হুজর আবুল আম্বাস হতে এবং তিনিই ইবনে আম্বাস। এ সমস্ত আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ দুটি নাম একই ব্যক্তির। অতএব, আবুল আম্বাস বলার কারণে শু'বার রেওয়ায়েতের উপর কোনো আপত্তি করা যায় না।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব হলো এই যে, এমনটি প্রায় সময়ই হতে দেখা যায় যে, একজন রাবী কোনো একটি রেওয়ায়েত একবার কারো মাধ্যমে শুনেন, আরেকবার কারো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি শুনে থাকেন। আবার রেওয়ায়েত করার সময়ও দুভাবেই রেওয়ায়েত করে থাকেন। এখানেও এমনটিই হয়েছে। রাসূল ইবনে আম্বাস রেওয়ায়েতটি দু'ভাবেই শুনেছেন। একবার তিনি সরাসরি ওয়ায়েল ইবনে হুজর হতে শুনেছেন। যেটি সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন। আরেকবার শুনেছেন ওয়ায়েল ইবনে হুজর এর মাধ্যমে। যেটি শু'বা রেওয়ায়েত করেছেন। এর দলিল হলো এই যে, আবূ দাউদ তায়ালিছী (রহ.)ও রেওয়ায়েতটি তাখরীজ করেছেন। সেখানে সালামা ইবনে কুহায়েল বলেছেন-

سمعت جهرا ابا العنبس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وسمعت من وائل

অতএব এখানে হুজর ইবনে আম্বাস নিজেই স্পষ্ট করে দিলেন যে, তিনি এ রেওয়ায়েতটি দুভাবে শুনেছেন। তা ছাড়া আল্লামা নীমাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আবূ মুসলিম আল কাজীতে একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রাসূল ইবনে আম্বাস এ রেওয়ায়েতটি দু'ভাবে শুনেছেন। ইমাম দারাকুতনীও এ রেওয়ায়েতটি ইয়াযীদ ইবনে যুরায়য়ের তরীকে বর্ণনা করেছেন। সে তরীকে ইয়াযীদ বলেন-

حجر ابى العنبس عن علقمة ثناوائل اوعن وائل بن حجر . حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل

এভাবে দ্বিতীয় আপত্তিটিও পণ্ড হয়ে যায়।

তৃতীয় আপত্তির জবাবঃ বাকি থাকল তৃতীয় আপত্তি। তবে পূর্বোক্ত দু'টি আপত্তি পণ্ড হওয়ার পর এ তৃতীয় আপত্তিটি নিজে নিজেই পণ্ড হয়ে যায়। কেননা, জগতের হাদীস বিশারদগণ শু'বাকে হাদীসের ভূবনে আমীরুল মুমিনীন খেতাবে ভূষিত করেছেন। অতএব তিনি ইমাম হওয়াও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারটি সর্বস্বীকৃত।

https://e-ilm.weebly.com/

এমতাবস্থায় তার সম্পর্কে এমন কুধারণা পোষণ করা নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন যে, তিনি রেওয়ায়েতের মধ্যে তাসরুফ করে مدبها -এর স্থলে خفض بها বর্ণনা করে দিয়েছেন।

এর জবাবে শাফেয়ী পন্থিগণ বলে থাকেন, শু'বার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ এরূপ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, কখনো কখনো তার ভুল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সুফিয়ান সাওরী বেশ উপযুক্ত।

এর জবাব এই যে, শু'বা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের উপরোক্ত ধারণা কেবলই সনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, লোকদের নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো শু'বার ভুল হয়ে যেত। কিন্তু হাদীসের মতনসমূহ মুখস্থ রাখার ক্ষেত্রে শু'বা খুবই নির্ভরযোগ্য। বরং সনদের মধ্যে ভুল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, মতনের প্রতি তার মনোযোগ বেশি থাকা। তাই কখনো কখনো সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে তার ভুল হয়ে যায়। তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখকও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, রাবীদের নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে যদিও কখনো কখনো শু'বার ভুল হয়ে যায়, কিন্তু এ ভুলের কারণ হলো তিনি তার স্মৃতিশক্তির বেশির ভাগ ব্যয় করে থাকেন মতনের জন্য। এমতাবস্থায় মতন সম্পর্কিত এত বড় ভুলটি শু'বার উপর চাপিয়ে দেওয়া অত্যাধিক বাড়াবাড়ি ও অন্যায়। (বিস্তারিত) আসারুস সুনান, পৃঃ ৯৮ দ্রষ্টব্য)

নিজ পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর হতে আলকামার হাদীস শ্রবণ ঃ

চতুর্থ আপত্তির জবাবঃ এখন শুধু চতুর্থ আপত্তিটি রয়ে গেল যে, আলকামা তার পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর হতে হাদীস শুনতে পারেননি। এটি একটি বাড়াবাড়িমূলক কথা। কারণ বাস্তবতা হলো এই যে, নিজ পিতা থেকে আলকামার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি সুপ্রমাণিত। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত কথা হলো– হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের দুই ছেলে। একজন হলো আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল। অপরজন হলো আলকামা ইবনে ওয়ায়েল। তন্মধ্যে আলকামা হলো বড়, আর আব্দুল জাব্বার ছোট। যে ছেলে সম্পর্কে বলা হয়, ওয়ায়েল ইবনে হজুরের মৃত্যুর ছয় মাস পরে জন্মগ্রহণ করেছে, সে হচ্ছে আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল, আলকামা ইবনে ওয়ায়েল নয়। তাই ابواب الجحود -এর মধ্যে - باب ماجاء فى المرءة اذا استكرهت على الزنا শিরোনামক পরিচ্ছেদের এক হাদীসের অধীনে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন–

سمعت محمد يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر.

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল ইবনে রাসূল নিজ পিতা হতে হাদীস শুনেনি সে তার পিতাকে পায়নি। বলা হয়, সে তার পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে জন্ম লাভ করেছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কথাটি মূলত আবদুল জাব্বার সম্পর্কে, আলকামার সম্পর্কে নয়। বরং বাস্তব ব্যাপার তো এই যে, আব্দুল জাব্বার সম্পর্কেও এটা বলা সঠিক নয় যে, সে তার পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছে। কেননা আল্লামা নীমাবী প্রমাণ করেছেন যে, আব্দুল জাব্বারের জন্ম তার পিতার জীবদ্দশায়ই হয়েছে। আর আলকামা হলেন আবদুল জাব্বারের বড়। তাহলে এ প্রশ্ন কিভাবে হতে পারে, আলকামার জন্ম হয়েছে পিতার মৃত্যুর পরে এবং তিনি তার হাদীস গ্রহণ করতে পারেন নি? তাই ইমাম তিরমিযী (রহ.) باب ماجاء فى المرءة اذا استكرهت على الزنا -এর শেষ দিকে আলকামার হাদীস শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه.

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ, আলকামা ইবনে ওয়ায়েল নিজ পিতা হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল হতে বড়। আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল নিজ পিতা হতে হাদীস গ্রহণ করেনি। এ রেওয়ায়েত ছাড়াও আরো অনেক রেওয়ায়েত দ্বারাই আলকামার হাদীস গ্রহণের বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। যেমন সুনানে নাসায়ীতে একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত আছে-

اخبرنا سويد بن نصر اخبرنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن مسلم نا العنبرى حدثنى علقمة بن وائل حدثنى ابى قال..... الخ

এ রেওয়ায়েতে حدثنى শব্দ এসেছে। আর حدثنى ও سمعت শব্দ দ্বারা সরাসরি হাদীস শ্রবণ বোঝানো হয়ে থাকে। এ রেওয়ায়েতটি ইমাম বুখারী (রহ.)ও তার جزء رفع اليدين -এর মধ্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

حدثنا ابو نعيم الفضل بن ركين انبأنا قيس بن سليم العنبرى قال سمعت علقمة بن وائل بن حجر حدثنى أبى ..... الخ

আরো অনেক রেওয়ায়েত দ্বারা নিজ পিতা হতে আলকামার হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত আছে। (দ্রষ্টব্য আসারুস সুনান, পৃ: ৯৯) মোটকথা,ওয়ায়েল ইবনে হুজর হতে আলকামার হাদীস শ্রবণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত আছে।

সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেওয়ার যুক্তি ও তার জবাব:

১. ইমাম তিরমিযী (রহ.) সুফিয়ানের রেওয়ায়েতের একটি মুতাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, আলা ইবনে সালেহ আল আসাদী। কিন্তু এতটুকু প্রাধান্যের কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়। কেননা আলা ইবনে সালেহ সকলের মতে দুর্বল। অতএব তার মুতাবে হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

২. প্রাধান্যের দ্বিতীয় কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, আলাহ ইবনে সালেহ ছাড়াও মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ ইবনে বুহায়েন এবং আলী ইবনে সালেহও সুফিয়ানের মুতাবাআত করেছেন। এর জবাব এই যে, মুহাম্মদ ইবনে সালামাও অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেছেন, আল্লামা জাওজানী (রহ.) তার সম্পর্কে বলেছেন- ذاهب الحديث, অতএব তার মুতাবা'আতের গ্রহণযোগ্যতা নেই। তবে আলী ইবনে সালেহ নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তাহকীক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার রেওয়ায়েতটি একমাত্র আবূ দাউদ শরীফেই বর্ণিত হয়েছে। এবং সে রেওয়ায়েত সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) التلخيص الحبير فى تخريج احاديث الرافعى الكبير নামকগ্রন্থে লিখেছেন। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আলী ইবনে সালেহের নামটি লিপিকার অথবা কোনো রাবীর পক্ষ হতে ভুলক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এ নামটি আলা ইবনে সালেহই ছিল, ভুলক্রমে একে আলী ইবনে সালেহ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর দলিল স্বরূপ আল্লামা নীমাবী (রহ.) আছারুস সুনানে (পৃ: ৯৮-৯৯) উল্লেখ করেছেন। এ রেওয়ায়েতটি তিন তরীকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী শরীফের সনদটি এরকম - عن محمد بن ابان عن ابن نمير عن العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহর সনদটি এরকম

عن مخلد بن : আর আবূ দাউদ শরীফে এর সনদ এরূপ عن ابن نمير عن العلاء بن صالح.

এ সব রেওয়ায়েত দ্বারা خالد الشعيرى نا ابن نمير حدثنا على بن صالح عن سلمة بن كهيل

https://e-ilm.weebly.com/

বুঝা গেল যে, তিনটি রেওয়ায়েতেরই মাদার হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নুমায়ের। এবং তার দু'জন শিষ্য তথা মুহাম্মদ ইবনে আবান এবং আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা ইবনে নুমায়রের উস্তাদের নাম বর্ণনা করেন আলা ইবনে সালেহ। বিপরীতে শুধু মুখাল্লাদ ইবনে খালেদ আশ-শায়রী ইবনে নুমায়রের নাম বলেন আলী ইবনে সালেহ। আর এটি একটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয় যে, মুহাম্মদ ইবনে আবানও আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা উভয় মুখাল্লাদ ইবনে খালেদ শায়রীর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য ও অধিক স্মৃতির অধিকারী। অতএব, তাদের রেওয়ায়েত প্রাধান্যযোগ্য হবে। এ বিষয়ের দ্বিতীয় আরেকটি দলিল হলো এই যে, ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার সুনানে সুফিয়ানের রেওয়ায়েতের মুতাবাআত উল্লেখ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আলা ইবনে সালেহ ও মুহাম্মদ ইবনে সালামা ব্যতীত কোনো মুতাবে উল্লেখ করতে পারেননি। আলী ইবনে সালেহ যদি সুফিয়ানের মুতাবাআত করে থাকত, তাহলে বায়হাকী অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রেওয়ায়েতটির রাবী আলী ইবনে সালেহ নয়, বরং আলা ইবনে সালেহ। আর তিনি একজন দুর্বল রাবী। তাই শু'বার বিপরীতে তার মুতাবা'আত গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দানের তৃতীয় কারণ হিসেবে বলেন, স্বয়ং শু'বার একটি রেওয়ায়েত দ্বারা এর সমর্থন লাভ হয়। ইমাম বায়হাকী (রহ.) শু'বা হতে একটি রেওয়ায়েত নকল করেছেন, যাতে خفض بها صوته শব্দের স্থলে رافعا بها صوته শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এর জবাব আল্লামা নীমাবী (রহ.) আছারুস সুনানে এই দিয়েছেন যে, বায়হাকীর এ রেওয়ায়েতটি শায, কারণ এ রেওয়ায়েতটি শু'বা হতে বহু তরীকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একমাত্র বায়হাকীর রেওয়ায়েতে رافعا بها صوته উল্লেখ রয়েছে। অন্যথায় সকল ইমাম ও হাফেজে হাদীসগণ خفض بها صوته শব্দ বর্ণনা করেছেন। অতএব, বায়হাকীর রেওয়ায়েত শায হওয়ার দরুণ গ্রহণযোগ্য নয়। সুফিয়ানের রেওয়ায়েতের সমর্থনে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও পেশ করা হয়। রেওয়ায়েতটি ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন–

ترك الناس التامين وكان رسول الله ﷺ اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها اهل الصف الأول فيرتج بها المسجد.

লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ যখন غير المغضوب পাঠ করতেন, তখন তিনি আমীন বলতেন। এমনকি প্রথম কাতারের লোকজন তা শুনতে পেত। অতঃপর গোটা মসজিদে গুঞ্জরণ সৃষ্টি হয়ে যেত। কিন্তু এ হাদীসটির মাদার হলো বিশর ইবনে রাফে। সে সর্বমত অনুসারে দুর্বল রাবী। আল্লামা নীমাবী (রহ.) আসারুস সুনানে (পৃ: ৯৫) হাফেজ ইবনে আব্দুল বারের উক্তি তার নিজ গ্রন্থ আল ইনসাফ হতে বর্ণনা করেছেন– اتفقوا على انكار حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج. لايختلف علماء الحديث في ذلك - তার হাদীস মুনকার হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত, তার বর্ণিত হাদীস বর্জন করা হয়েছে। তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করার বিষয়টিও ত্যাগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদ আলেমদের কোনো দ্বিমত নেই।

৪. প্রাধান্যদানের চতুর্থ কারণ এ বর্ণনা করা হয় যে, সুফিয়ান ছাওরী, শু'বার তুলনায় অধিক স্মৃতি শক্তির অধিকারী। শু'বা নিজেও তা স্বীকার করেছেন। তাই তার উক্তি প্রসিদ্ধ আছে যে, سفيان احفظ مني সুফিয়ান আমার তুলনায় অধিক স্মৃতিধর। এর জবাব হলো এই যে, শুবার এ উক্তি নিসন্দেহে প্রমাণিত আছে এবং এ

https://e-ilm.weebly.com/

উক্তি সুফিয়ানের রেওয়ায়েতের প্রাধান্যদানের কারণও বটে, কিন্তু এ একটি কারণ, শু'বার রিওয়ায়েতকে প্রাধান্য দানের কারণ সমস্ত কারণসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

শু'বার রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দানের কারণসমূহ :

১. সুফিয়ান সাওরী মহান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তাদলীস করেন। পক্ষান্তরে শু'বা তাদলীসকে যিনার চেয়ে জঘন্য মনে করেন। তার এ উক্তিও প্রসিদ্ধ আছে যে, لان اخر من السماء احب إلى من ان ادلس তাদলীস করার তুলনায় আসমান থেকে পড়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। এ উক্তি থেকে তার বিশেষ সতর্কতা উপলব্ধ হয়।

২. সুফিয়ান ছাওরী যদিও সশব্দে আমীন বলার হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু তার মাসলাক হলো শু'বার রেওয়ায়েত মুতাবেক আমীন নিঃশব্দে বলা।

৩. শু'বার রেওয়ায়েতটি কুরআনের আয়াতের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইরশাদ হয়েছে–

ادعوربكم تضرعا وخفية তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক কাতর ভঙ্গিতে, গোপনে, আর আমীন বলাও একটি দোয়া। এর দলিল হলো এই যে, কোরআনে قداجبت دعوتكما তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হয়েছে। বলা হয়েছে। অথচ হারুণ (আ.) শুধু আমীন বলেছেন।

৪. অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমেও শু'বার রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস–

ان رسول الله ﷺ قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ولا غير المغضوب عليهم الضالين বলে, তোমরা তখন আমীন বল। এ হাদীসে ইমামের غيرالمغضوب বলাকে মাধ্যম করে মুক্তাদীর আমীন বলার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সশব্দে আমীন বলা যদি উত্তম হতো, তাহলে একথা বলা হতো যে, ইমাম যখন আমীন বলে তোমরাও তখন আমীন বল। অতএব, এ হাদীসটি বাহ্যিকভাবেই নিঃশব্দে আমীন বলার প্রতি নির্দেশ করছে। এর জবাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর একটি হাদীস পেশ করা হয়- اذا امن الامام فامنوا ইমাম যখন আমীন বলে, তোমরাও তখন আমীন বল। কিন্তু এ রেওয়ায়েতে সশব্দে বলার কথা স্পষ্ট বলা নেই। বরং বলা আছে এতটুকু যে, আমীন তখনই বলা উচিত, যখন ইমাম আমীন বলে। এবং এর পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে ইমাম ولا الضالين বলার পরই আমীন বলে দেওয়া উচিত। কেননা ইমাম তখনই আমীন বলে থাকে। তাহলে প্রকৃত পক্ষে পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতটি এ রিওয়ায়েতের জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ। এবং উভয়ের সমন্বয়ে হানাফীদের মাযহাবই শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত, যার দ্বারা শু'বার হাদীস শক্তিশালী হয় (আগতএ বর্ণিত) باب ما جاء فى السكتتين তাহলো হযরত সামুরাহ (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত-

قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانكر ذلك عمران بن حصين قال حفظنا سكتة فكتبنا الى ابى ابن كعب بالمدينة فكتب ان حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ماهاتان السكتتان ؟ قال اذا دخل فى صلوته واذا فرغ من القراءة قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين.

https://e-ilm.weebly.com/

তিনি বলেন, দুটি নীরবতা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে স্মরণ রেখেছি। ইমরান ইবনে হুসাইন তা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমরা একটি নীরবতা স্মরণ রেখেছি। অতঃপর আমরা উবাই ইবনে কা'ব এর নিকট মদিনায় পত্র পাঠালাম। উবাই ইবনে কা'ব উত্তর পাঠালেন, সামুরাহ যথার্থ স্মরণ রেখেছে। সাঈদ বলেন, অতঃপর আমরা কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নীরবতা দু'টি কি কি? তিনি বললেন, যখন তিনি নামাযে প্রবেশ করতেন এবং যখন কেরাত থেকে অবসর হতেন। অতঃপর বললেন, এবং যখন ولا الضالين পড়তেন। এর দ্বারা বুঝে আসে ولا الضالين বলার পর নীরব থাকা হতো। যদি সশব্দে আমীন বলার নিয়ম হতো, তাহলে তখন নীরব থাকার কোনো অর্থ ছিল না। এছাড়াও আরো অন্য রেওয়ায়েত সমর্থক হিসেবে পেশ করা যায়।

৫. যদি সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে সশব্দে আমীন বলার অর্থে প্রয়োগ করে তা গ্রহণ করা হয়। তাহলে শু'বার রেওয়ায়েতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হয়। পক্ষান্তরে যদি শুবার রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করা হয় তাহলে সুফিয়ানের রেওয়াতেকে বর্জন করতে হয় না; বরং একে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে। যেমন একটি ব্যাখ্যা হলো এই যে, مد بها صوته -এর অর্থ আওয়াজ উঁচু করা নয়, বরং এর অর্থ হলো آمين শব্দের আলিফ ও ইয়াকে দীর্ঘ করা। এ ব্যাখ্যার উপর শাফেয়ী মাযহাব অনুসারীগণ আপত্তি করে থাকেন যে, আবূ দাউদ শরীফে مد بها صوته -এর স্থলে رفع بها صوته এসেছে। এবং আলী ইবনে সালেহের রেওয়ায়েতে فجهر بآمين শব্দ এসেছে। এর জবাব এই যে, مد بها صوته -এর যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে رفع بها صوته -এর মধ্যেও সে ব্যাখ্যাই করা হবে। আর এমনও বলা যেতে পারে যে, রেওয়ায়েতটি মূলত مد بها صوته ছিল। সুফিয়ানের কোনো শিষ্য একে সশব্দে আমীন বলার অর্থে প্রয়োগ করে অর্থজ্ঞাপক শব্দে (روايت بالمعنى) বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর যে রেওয়ায়েতে فجهر بامين শব্দ রয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, এটা আলা ইবনে সালেহর রেওয়ায়েত, তিনি অত্যন্ত দুর্বল। যদি একে সহীহ বলে ধরেও নেওয়া হয় তাহলে তা (روايت بالمعنى)। অর্থজ্ঞাপক রেওয়ায়েত বলে ব্যাখ্যা করা হবে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যার উপর শাফেয়ীপন্থীদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় আপত্তি এই করা হয় যে, আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত আছে–

قال كان رسول الله ﷺ اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الاول.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন–রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন غير المغضوب পড়তেন তখন আমীন বলতেন। ফলে তার নিকটস্থ প্রথম কাতারের লোকজন তা শুনতে পেত। এ রেওয়ায়েতের মধ্যে মদের হরফ দীর্ঘ করেছেন বলে ব্যাখ্যা করা চলে না। এর জবাব হলো এই যে, এ রেওয়ায়েতটি বিশর ইবনে রাফে' হতে বর্ণিত, যার সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে, সে মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুসারে দুর্বল। সাঈদ ইবনে কাত্তান এও বলেছেন যে, বিশ্র ইবনে রাফে'এর উস্তাদ আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর চাচাত ভাই আবূ আব্দুল্লাহ মাজহুল বা অজ্ঞাত। অতএব এ রেওয়ায়েতটি সনদের বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য নয়। তাছাড়া এ রেওয়ায়েতের মতনের মধ্যেও বৈপরীত্য রয়েছে। কেননা আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় বলা হয়েছে,

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলের আমীন বলার আওয়াজ শুধু প্রথম কাতারের নিকটস্থ লোকজন শুনতে পেত। আর ইবনে মাজাহর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে- فيرتج بها المسجد অতঃপর মসজিদে গুঞ্জরণ সৃষ্টি হয়ে যেত। এ দুয়ের মাঝে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। অতএব এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনাগতভাবেও গ্রহণযোগ্য নয়, যুক্তিগত ভাবেও নয়।

৬. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সশব্দে আমীন বলেছেন-এটা যদি প্রমাণিত হতো, তাহলে তাতে এ সম্ভাবনা আছে যে, তিনি উপস্থিত লোকদেরকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তা সশব্দে বলেছেন। যেমন বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো নিঃশব্দে কেরাত পড়তে হয় এমন নামাযে দুএক শব্দ সশব্দে পাঠ করতেন। যাতে লোকজন বুঝতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পড়ছেন। বিশেষত ওয়ায়েল ইবনে হুজর ছিলেন ইয়ামানের লোক। তিনি মাত্র দু'একবার মদিনায় এসেছিলেন। তাই এটা অস্বাভাবিক নয় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত তাকে শোনানোর উদ্দেশ্যে সশব্দে আমীন বলেছিলেন।এ কথাটির সমর্থন পাওয়া যায় আরেকটি রেওয়ায়েত দ্বারা। যা হাফেজ আবূ বিশ্‌র দুলাবী كتاب الاسماء والكنى নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সে রেওয়ায়েতে ওয়ায়েল ইবনে হুজর বলেন-

رأيت رسول الله ﷺ حين فرغ من الصلوة حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرأ (في الصلوة) غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته ما راه الا ليعلمنا.

অর্থাৎ, ওয়ায়েল ইবনে হুজর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেলাম, যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন, এমন কি আমি তার গণ্ডদেশও দেখতে পেলাম এদিক থেকে এবং ওদিক থেকে। তিনি (নামাযে) غير المغضوب عليهم ولا الضالين পাঠ করলেন, অতঃপর আমীন বললেন, আওয়াজ দীর্ঘ করে। আমার ধারণা, তিনি এরূপ করেছেন কেবলই আমাদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। আল্লামা নীমাবী (রহ.) আসারুস সুনানে এ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করার পর বলেছেন- قلت فيه يحيى بن سلمة قواه الحاكم وضعفه جماعة আমি বলব, এ রেওয়ায়েতে ইয়াহইয়া ইবনে সালামা নামক রাবী আছেন। হাকেম তাকে শক্তিশালী বলেছেন। অন্য একদল তাকে দুর্বল বলেছেন। মোটকথা, জুমহুরের উক্তি মোতাবেক রেওয়ায়েতটি দুর্বল হলেও সমর্থক হওয়ার মতো মর্যাদা অবশ্যই এর আছে। তাছাড়া সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হযরত ওয়ায়লের রেওয়ায়েতে এ শব্দও রয়েছে।

فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وانا خلفه

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পাঠ করলেন, তখন আমীন বললেন, ফলে আমি তা শুনতে পেলাম। তখন আমি তার পিছনে ছিলাম। এর দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলের সশব্দে আমীন বলাটা সেরূপ ছিল না। যেরূপ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ করে থাকেন। বরং তার সশব্দে আমীন বলাটা ঐরূপ ছিল, যেরূপ তিনি কখনো কখনো করে থাকতেন, তালীমের উদ্দেশ্য। আল্লামা নীমবী (রহ.) আছারুস্ সুনানে আরো বলেন-

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد في باب قنوت النوازل فاذا جهر به الإمام احيانا ليعلم به المأمومين الخ

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ, হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) যাদুল মাআদ নামক গ্রন্থে باب قنوت النوازل শিরোনামক পরিচ্ছেদে বলেছেন, ইমাম সাহেব যদি (নামাযে নিঃশব্দে পড়তে হয় এরূপ কিছু) কখনো কখনো সশব্দে পড়েন, মুকতাদীদেরকে শিখানোর উদ্দেশ্যে তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। হযরত ওমর (রাযি.) সশব্দে পাঠ করেছেন- মুকতাদীগণকে শিখানোর উদ্দেশ্যে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)জানাযার নামাযে সশব্দে সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন, মুকতাদীগণকে জানানোর উদ্দেশ্যে যে, এটা সুন্নত। ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এটি এক প্রকার মুবাহ ইখতিলাফ। এটি কেউ করলে অথবা না করলে তার প্রতি কঠোরতা করা যাবে না। অনুরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) সম্পর্কেও প্রমাণিত আছে যে, তিনি তালীমের উদ্দেশ্যে সশব্দে আউযুবিল্লাহ পড়েছেন। যেমন- আল্লামা নীমাবী তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, তালীমের উদ্দেশ্যে সাহাবাগণ কখনো কখনো সশব্দে আমীন বলেছেন। এবং এ পদ্ধতি তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দেখেই অবলম্বন করেছিলেন। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, তালীমের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো সশব্দে আমীন বলা হতো। এক্ষেত্রে এটিও একটি ভাবনার বিষয় যে, জোরে আমীন বলা যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ হয়ে থাকতো, তাহলে অবশ্য সাহাবীগণ এ বিষয়টি প্রত্যহ পাঁচবার শুনতে পেতেন এবং এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েত তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছে যেত। অথচ আমরা দেখতে পাই, সশব্দে আমীন বলার কথা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একমাত্র ওয়াইল ইবনে হুজর ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেন না। আবার তার রেওয়ায়েতটি ব্যাখ্যাযোগ্য। পাশা-পাশি তার থেকেই আবার শু'বা বর্ণনা করেন, নিঃশব্দে আমীন বলার কথা। অতএব, এ বিষয়টিও নিঃশব্দে আমীন বলার একটি শক্তিশালী দলিল নয় কি?

৭. শু'বার রেওয়ায়েত প্রাধান্যযোগ্য হওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, রেওয়ায়েতসমূহের পরস্পরে বিরোধ দেখা দিলে, সেক্ষেত্রে সাহাবীদের আমল একটি বড় মাপের সিদ্ধান্তকর বিষয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে শু'বার রেওয়ায়েতটি সাহাবীদের আমল দ্বারাও সমর্থিত। কেননা ইমাম ত্বহাবী (রহ.) আবূ ওয়ায়লের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে,

قال كان عمر وعلى لا يجهر ان ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين

তিনি (আবূ ওয়ায়েল) বলেন, হযরত ওমর ও আলী বিস্‌মিল্লাহ ..... আউযুবিল্লাহ..... ও আমীন সশব্দে পড়তেন না।

এর উপর আপত্তি করা হয় যে, রেওয়ায়েতটির মাদার হলেন, আবূ সাঈদ বাককাল। যিনি মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে যয়ীফ। এর জবাব হলো এই যে, আবূ সাঈদ বাক্কাল একজন বিতর্কিত রাবী। কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবার অনেকে, যেমন ইবনে জুরাইজ, হাকেম, আবূযুর প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর তার সম্পর্কে আল্লামা হায়ছামী (রহ.)মাজমাউয যাওয়ায়েদে লিখেছেন- ثقة مدلس নির্ভরযোগ্য, তাদলীস করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)ও ফাতহুল বারীতে এমন একটি হাদীসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন, যার মাদার হলেন, আবূ সাঈদ বাককাল। ইমাম তিরমিযীর ইলালে কুবরাতে তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। هو مقارب الحديث অর্থাৎ, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকটও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। অতএব, তার রেওয়ায়েত হাসান স্তরের নীচে নয়। অনুরূপ হযরত ওমর (রাযি.)-এর উক্তিও রয়েছে-

اربع يخفين عن الامام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا ولك الحمد

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ, চার জিনিস ইমাম নিঃশব্দে পড়বে। ১. আউযুবিল্লাহ ২. বিস্‌মিল্লাহ ৩. আমীন, ৪. আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকেও সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে যে, তিনি নিঃশব্দে আমীন বলার উপর আমল করতেন। এভাবে হযরত ওমর আলী ও হযরত ইবনে মাসউদের ন্যায় প্রখ্যাত সাহাবীদের থেকে নিঃশব্দে আমীন বলার বিষয় প্রমাণিত হয়। বিপরীতে সশব্দে আমীন বলার আমল কোনো সাহাবী থেকেই প্রমাণিত নয়। শুধু আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি নাকি তার খেলাফতকালে সশব্দে আমীন বলতেন। কিন্তু প্রথমত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর এ আছরটি হযরত ওমর, আলী ও ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর আছরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা এমনও জানা যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর খেলাফতকালে কিছু লোক আমীন বলাকে বিদআত মনে করে, আমীন বলা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছিল তাই হতে পারে এদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে তিনি সশব্দে আমীন বলতে আরম্ভ করেছিলেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যা হোক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও ওয়ায়েল ইবনে হুজর ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবী হতে জোরে আমীন বলার আমল প্রমাণিত নেই। উক্তিগত ভাবেও নয়, কার্যতও নয়। সাথে সাথে এ দু'জনের রেওয়ায়েতও ব্যাখ্যাযোগ্য। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অতএব, এটা কি এ বিষয়ের অকাট্য দলিল নয় যে, আমীন সশব্দে বলা উত্তম নয়। বরং নিঃশব্দে বলাই উত্তম।

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ, বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত আতা একটি আছর দ্বারাও দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন–

ادركت مأتين من اصحاب النبى ﷺ فى هذا المسجد اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة بأمين

আমি এ মসজিদে দু'শ সাহাবীকে এমন পেয়েছি যে, ইমাম যখন আমীন বলতেন তখন আমি তাদের আমীন বলার উচ্চরব শুনতে পেতাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর উত্তরে বলেন, এ আছরটি মা'লুল। কেননা, দু'শ সাহাবীর সাথে হযরত আতার সাক্ষাত প্রমাণিত নয়। হযরত হাসান বসরী আতা (রহ.)-এর চেয়ে প্রবীণ, আর তিনি দেখেছেন মাত্র একশ বিশজন সাহাবীকে। তদুপরি হযরত আতার মুরসালসমূহ সর্বাধিক দুর্বল মুরসাল রেওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়টি আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) তাদরীবুর রাবীতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

অতএব আলোচনা পর্যালোচনার পরেও একথা মনে রাখা উচিত যে, এ মাসআলায় ইখতেলাফ শুধু উত্তম বা অনুত্তম হওয়া নিয়ে। অন্যথায়, সশব্দে নিঃশব্দে দু'ভাবেই আমীন বলা জায়েয হওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত। অতএব, এ নিয়ে বিবাদে জড়ানো কোনক্রমেই ঠিক নয়।

بَابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

পরিচ্ছেদ [৫০২] : আমীন বলার ফযিলতের বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫৩] : হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে তোমাদের কেউ আমীন বললে আসমানে ফিরিশতারাও আমীন বলে থাকে। উভয়

https://e-ilm.weebly.com/

আমীন (তোমাদের ও ফিরিশতাদের আমীন) পরস্পর মিলিত হলে তার (আমীন উচ্চারণকারীর) পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো স্পষ্ট । কারণ, আমীন বলার ফযিলত হলো গুনাহ মাফের কারণ ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনামের উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট । অর্থাৎ আমীন বলার ফযিলত বর্ণনা করা । কারণ, এর চাইতে বড় ফযিলত আর কি হতে পারে যে, একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ শব্দ উচ্চারণের ফলে গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যাচ্ছে । আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সশব্দে আমীন বলা প্রমাণ করা । কারণ, এখানে قال শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে । আর قول দ্বারা স্পষ্টত)ঃ সশব্দে বলাই বুঝে আসে ।

কিন্তু এ উদ্দেশ্য হওয়াটা অসম্ভব । কারণ, রেওয়ায়েতে এর কোনো স্পষ্টতা নেই । তাছাড়া قول শব্দ দ্বারা সশব্দ উদ্দেশ্য নেওয়াটা কোনো قاعدة كلية নয় ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى : এখানে উভয়ের কর্ম মুনাসাবাত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো موافقت في الاخلاص বা موافقت في الوقت তবে একথা স্পষ্ট যে, ফেরেশতাদের এখলাসের ন্যায় এখলাস হওয়া সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয় । তাই সময়ের দিক থেকে মুনাসাবাত হওয়াই সম্ভব ও সহজ ।

بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

পরিচ্ছেদ [৫০৩] : মুক্তাদি আমীন সশব্দে বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন (সূরা ফাতিহার সর্বশেষ আয়াত) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাললীন উচ্চারণ করবেন, তখন তোমরা আমীন বলবে । কারণ যার কথা (আমীন বলা) ফিরিশতাদের কথার (আমীন বলার) সাথে মিলে যায় (একই সময়ে উচ্চারিত হবে) তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَقُولُوا آمِينَ -অংশের সাথে । কারণ, এখানে آمين বলার জন্য قول শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । আর قول দ্বারা সশব্দে বলাই বুঝে আসে ।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.) তার উত্তরে বলেন قول শব্দটির প্রয়োগ সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের জন্য হয়ে থাকে। যেমন তাশাহহুদ, রব্বানা লাকাল হামদ্ এবং দরুদ পড়া সম্পর্কেও قول শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতো নিঃশব্দেই পড়া হয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ৬৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য সুপষ্ট। তিনি মুক্তাদির জন্য সশব্দে আমীন বলা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো তিনি হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করতে পেরেছেন কি না? আল্লামা আইনী বলেন তিনি করতে পারেন নি।

بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

পরিচ্ছেদ [৫০৪] : কাতারে পৌছার পূর্বে রুকু করা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫৫] : হযরত আবু বাকরাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন সময় পৌছলেন, যখন তিনি নামাযে রুকূ অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং তিনি (আবু বাকরাহ) কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ করে নিলেন। পরে তা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। তুমি পুনরায় (আর কোনদিন) এমন করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ শিরোনাম হলো رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ অর্থাৎ কাতারে পৌছার পূর্বে নিয়ত বেঁধে রুকু করে ফেললে তার হুকুম কি? অর্থাৎ এ রাকাত গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

ইমাম বুখারী (রহ.) হুকুম উল্লেখ করেননি। সম্ভবত এর কারণ হলো এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। জুমহুরের মতে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়ানো মাকরূহ তানযীহি। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহুরের সমর্থন করা। তাই তিনি আবু বাকরা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত এনে তাদের সমর্থন করে দিলেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে হযরত আবু বাকরার হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু বাকরা (রাযি.) একদা অজু করে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে এলেন। তখন নামায শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে চলে গিয়েছিলেন। তখন আবু বাকরা (রাযি.) মনে করলেন, যদি আমি কাতার পর্যন্ত পৌছতে যাই তাহলে রাকাত ফওত হয়ে যাবে। তাই তিনি কাতারের পিছনে থাকতেই নিয়ত করে রুকুতে চলে গেলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এবং রুকুতে থাকা অবস্থাতেই গিয়ে কাতারে শামিল হলেন। নামাযের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকরাকে বললেন-زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কল্যাণকর কাজের প্রশংসা করলেন, এবং নামায পুনরায় পড়তে বলেননি। বুঝা গেল যে, নামায হয়ে গেছে। পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয়।

আল্লামা কাস্তাল্লানী (রহ.) বলেন-اذا ركع المصلي دون الصف اي قبل وصوله الي الصف جاز مع الكراهة

কিন্তু নিয়মের পরিপন্থি হওয়ার কারণে মাকরূহ হবে। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ভবিষ্যতে এরকম আর করা যাবে না। ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীস এনে জুমহূর আইম্মার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করলেন।

لاَ تَعُدْ : এ শব্দটি তিনভাবে পড়া হয়েছে।

১. لاَ تَعُدْ : তখন এটি عَادَ يعودُ عودًا হতে نهي-এর সীগাহ। অর্থ হবে পুনরায় এমনটি আর করবে না। অর্থাৎ কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকু না করা। এ রেওয়াতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-في جميع الروايات بفتح التاء وضم العين من العود

২. لا تَعْدُ : তখন এটি عَدَا يَعْدُو عَدْوا হতে نهي-এর সীগাহ। অর্থ হবে ভবিষ্যতে নামাযের জন্য দৌড়ে আসবে না। যেমন আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীসে আছে- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا اقيمت الصلوة فلا تأتوها وانتم تسعون الخ অর্থাৎ নামাযের ইকামত বলা হলে তোমরা দৌড়ে এসো না। (ইবনে মাজাহ)

৩. لا تُعِدْ : তখন اعادة يعيد اعاد হতে نهي-র সীগাহ। অর্থাৎ - لا تعد تلك الصلوة এ নামায দোহরানোর প্রয়োজন নেই।

بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫০৫] : রুকুতে তাকবীর পূর্ণ করার বর্ণনা

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটা বর্ণনা করেছেন, এবং মালিক ইবনে হুয়াইরিছ হতেও এধরনের রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫৬] : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বসরায় আলীর সাথে নামায আদায় করেছেন। ইমরান বর্ণনা করেছেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ আলী আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু

https://e-ilm.weebly.com/

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায়ের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি উল্লেখ করলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায়কালে দেখতাম, তিনি রুকূতে যাবার এবং রুকূ থেকে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ১০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫৭] : হযরত আবু সালামা (রাযি.) আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি লোকদের সাথে নামায আদায় করতেন। যখন রুকূ বা সিজদায় যেতেন বা রুকূ ও সিজদা থেকে উঠতেন, তখন তাকবীর বলতেন। নামায শেষ করে তিনি বলতেন, নামাযের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সবার চাইতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেশি সাদৃশ্য রক্ষাকারী ব্যক্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ১০৮-১০৯, ১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ বা তাকবীর পূর্ণ করা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কি উদ্দেশ্য? সে সম্পর্কে কয়েকটি কওল রয়েছে।

১. শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন–

المراد بالاتمام الاتيان به من غير ان يحذف في امارة بني اميّة الخ (شرح تراجم)

অর্থাৎ বনী উমাইয়ার শাসনামলে তাদের শাসকবর্গ যেমনিভাবে (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য) তাকবীরগুলি বাদ দিয়ে দিত। তোমরা সেরকরম করো না; বরং এ সমস্ত তাকবীরগুলি ঠিকঠিক মত বল। সে তাকবীরগুলির একটি রুকূতে যাওয়ার তাকবীরও রয়েছে। অর্থাৎ কিয়াম হতে রুকূতে যাওয়ার সময় তাকবীর বল, এবং রুকূ হতে ওঠার সময় سمع الله لمن حمدة বলার পর সিজদায় যাওয়ার সময়ও তাকবীর বল। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো তাদের তাকবীর বর্জন করার মতকে খণ্ডন করা। তিনি বলেন, তাকবীরে তাহরীমা যা নামাযের শর্ত, এতদ্ভিন্ন এক রোকন হতে অন্য রোকনে যাওয়ার যে তাকবীরসমূহ আছে সেগুলিও সুন্নত, যা বাদ দেওয়া যাবে না।

২. আবু দাউদে [খ. ১. পৃ. ১২২] আব্দুর রহমান বিন আবযা (রাযি.) হতে একটি রেওয়ায়েত আছে

انه صلي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان (صلى الله عليه وسلم) لا يتم التكبير

অর্থাৎ যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকবীর বলতেন না। এবং সিজদা হতে ওঠার সময়ও তাকবীর বলতেন না। ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম দ্বারা এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) 'তারীখে কাবীরে' আবু দাউদ তায়ালিসী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন هذا عندنا باطل

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আহলে জাহের ও ইমাম আহমদ (রহ.)প্রমুখের মতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলি বলা ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও মালেক (রহ.)-এর মতে এ তাকবীরগুলি সুন্নত। যেমন বাবের উভয় হাদীসেই আলী (রাযি.) এবং আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর নামাযের আলোচনা রয়েছে। তারা প্রতি ওঠা-বসার সময় তাকবীর বলতেন।

اتمام التكبير-এর একটি অর্থ এই যে, তাকবীর স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ণ সময়টুকু পর্যন্ত প্রলম্বিত করা। অর্থাৎ الله اكبر-কে এমনভাবে টেনে বলা যে, কিয়াম থেকে রুকুতে যাওয়া পর্যন্ত তেমনিভাবে কওমা হতে সিজদায় যাওয়া পর্যন্ত পূর্ণ সময়টুকু তা ব্যাপ্ত করে নিবে। তবে সেক্ষেত্রে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে, الله শব্দের আলিফকে যেন কোনোভাবেই টানা না হয়। তখন সেটি প্রশ্নবোধক হামযা হয়ে যাবে, এবং অর্থ বিকৃত হওয়ার কারণে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। শুধুমাত্র الله শব্দের লামকে টানা যাবে।

কেউ কেউ আবু দাউদের রেওয়ায়েতের لا يتم التكبير-এর অর্থ এই করেছেন যে, কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম جواز بيان-এর জন্য এরূপ করতেন, অথবা তিনি পূর্ণরূপে শব্দ করে বলেননি; এদিকে রাবী আব্দুর রহমান বিন আবযা (রাযি.)-র পিছনে থাকার কারণে আওয়াজ শুনতে পাননি।

بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

পরিচ্ছেদ [৫০৬] : সিজদায় তাকবীর পূর্ণ করার বর্ণনা

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫৮] : হযরত মাতরাফ ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন আলী ইবনে আবু তালেবের পিছনে নামায পড়েছি। তিনি (আলী) যখন সিজদায় যেতেন তাকবীর বলতেন, যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তাকবীর বলতেন এবং যখন দুই রাকাআত শেষ করে (তৃতীয় রাকাআতের জন্য) দাঁড়াতেন, তখনও তাকবীর বলতেন। তিনি এভাবে নামায পড়লেন। ইমরান ইবনে হুসাইন আমার হাত ধরে বললেন, তিনি (আলী) আমার মধ্যে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন অথবা (কথাটি এভাবে বললেন) তিনি আমাদের সাথে নিয়ে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ১০৮-১০৯, ১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّ لَكَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৫৯] : হযরত ইকরামা (রাযি.) বলেছেন, আমি মাকামে (ইবরাহীম)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলাম। সে প্রতি উঠা-নামার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময় তাকবীর বলছিল। আমি ইবনে আব্বাসকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন, তোমার মা মরুক বা তুমি মাতৃহীন হও, এটা কি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ নামায নয়?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শিরোনামের উদ্দেশ্য পূর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে। এ বাবের অতিরিক্ত বিষয় হলো ইমাম বুখারী (রহ.) সতর্ক করতে চাচ্ছেন যে, কওমা থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীরকে সিজদায় যাওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত করা উচিত।

ব্যাখ্যা: رَأَيْتُ رَجُلًا : এখানে رجلا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবু হুরায়রা (রাযি.)

بَاب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

পরিচ্ছেদ [৫০৭] : সিজদা হতে ওঠার সময় তাকবীর বলার বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬০] : হযরত ইকরামা (রাযি.) বলেন, আমি মক্কায় এক (বৃদ্ধ) ব্যক্তির পিছনে নামায পড়েছি। তিনি সেই নামাযে বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি ইবনে আব্বাসের কাছে এ কথা বর্ণনা করে বললাম, লোকটি এক নির্বোধ। (এ কথা শুনে) তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, তোমার মা তোমার জন্য অশ্রুপাত করুক, আবুল কাসেম (আল্লাহর রাসূল) এর সুন্নত তো এটিই। অর্থাৎ এ লোকটি যেভাবে নামায পড়েছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ঐভাবে নামায পড়তেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬১] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন শুরু করার সময় তাকবীর বলে শুরু করতেন। এরপর যখন রুকূতে যেতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং প্রথম রাকাআতের রুকূ হতে উঠার সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। এরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন। এরপর সিজদার জন্য নীচু হবার সময় সিজদা হতে মাথা উত্তোলনের সময় এবং পুনরায় সিজদায় যাবার সময় তাকবীর বলতেন। পরে সিজদা হতে মাথা উত্তোলনের সময় আবার তাকবীর বলতেন এবং এভাবেই নামায শেষ করতেন। আর দুই রাকাআত পড়ে বসার পর যখন উঠতেন, তখনও একবার তাকবীর বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাওয়ার সময় যে সমস্ত তাকবীরাত রয়েছে বিশেষ করে সিজদা থেকে ওঠার সময় তাকবীর বলা লোকেরা বর্জন করে ফেলেছে। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, সিজদা থেকে ওঠার সময় তাকবীর বলতে হবে।

প্রশ্ন: ১১৪ পৃষ্ঠায় একটি বাব আছে- باب يكبر وهو ينهض من السجدتين

এখন প্রশ্ন হলো বাহ্যত বুঝে আসছে যে, বাব তাকরার হয়েছে। কেননা এখানে من السجود আছে। আর ১১৪ পৃষ্ঠায় আছে من السجدتين আর نهوض (উঠা)তো দুই সিজদার পরই হয়ে থাকে। এক সিজদা করে ওঠা হয় না। সুতরাং উভয় বাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

উত্তর: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে তো শুধুমাত্র এটা বর্ণনা করেছেন যে, সিজদা হতে ওঠার সময় তাকবীর বলা হবে। আর সামনে আগত বাবে তাকবীর বলার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, কেউ বলেন উঠার সময় দাড়া হওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা হবে। যেমন প্রথম রাকাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) ঐ সমস্ত লোকদের বিরোধিতা করেছেন, তিনি বলেন তাশাহহুদ থেকে ওঠার সাথে সাথে তাকবীর হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً : ২২ তাকবীরের অর্থ হলো নামায ছিল চার রাকাতবিশিষ্ট। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে জোহরের কথা স্পষ্ট রয়েছে। সুতরাং ২২ তাকবীর হবে এভাবে যে, প্রতি রাকাতে ৫টি তাকবীর।

https://e-ilm.weebly.com/

তাহলে চার রাকাতে ২০টি তাকবীর হলো। একটি হলো তাকবীরে তাহরীমা, আরেকটি হলো তাশাহহুদ থেকে ওঠার সময়ের তাকবীর। এভাবে ২২টি তাকবীর হলো।

৩ রাকাতবিশিষ্ট নামাযে হবে ১৭ তাকবীর। আর ২ রাকাতবিশিষ্ট নামাযে হবে ১১ তাকবীর।

وقال موسي حدثنا ابان الخ : এ সনদ বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত কাতাদার শ্রবণ ইকরামা থেকে বুঝা যায়। যেহেতু কাতাদার মধ্যে তাদলীসের অভিযোগ রয়েছে।

بَاب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫০৮] : রুকূতে হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখার বর্ণনা।

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ أَمْكَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

আবু হুমাইদ (রাযি.) তার সাথীদের (যারা সাহাবী ছিলেন) সামনে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে উভয় হাত উভয় হাটুর উপর শক্ত করে রাখতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬২] : হযরত আবু ইয়াফুর (রাযি.) মুসআব ইবনে সা'আদ বলেন, এক সময় আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সময় রুকূতে দুই হাত এক সাথে যুক্ত করে দুই হাঁটুর মধ্যে স্থাপন করলে (নামায শেষে) তিনি আমাকে এটা করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, আমরা এক সময় এমন করতাম। কিন্তু আমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করে দেয়া হলো এবং এর পরিবর্তে হাটুর উপর হাত রাখতে আদেশ দেয়া হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রুকূতে امساك بالركب অর্থাৎ উভয় হাতের তালু দ্বারা হাটুদ্বয় শক্ত করে ধরা সুন্নত, এবং تطبيق মানসূখ হয়েছে তা প্রমাণ করা। تطبيق হলো এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে ঐ অবস্থায় তা দুই হাটুর মাঝখানে রাখা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَطَبَّقْتُ : تطبيق হলো এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে ঐ অবস্থায় তা দুই হাটুর মাঝখানে রাখা। ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুমাইদ সায়েদীর বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণ করে দিলেন যে, রুকূতে সুন্নত হলো উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ খোলা রেখে উভয় হাটু শক্ত করে ধরা। এ মাসআলায় জুমহুর আইম্মা একমত। তবে ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও তার কতিপয় সাথী تطبيق-এর প্রবক্তা ছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

উত্তর: কেউ কেউ বলেছেন, সম্ভবত ইবনে মাসউদ (রাযি.) রহিত হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

২. আবার কেউ কেউ বলেন, ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর নিকট উভয়টির যে কোনোটি করার অধিকার ছিল। মোটকথা, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) যখন বর্ণনা করলেন, তখন বললেন-اخي صدق আমার ভাই সত্য বলেছে।

كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ : এ কথা স্পষ্ট যে, যখন সাহাবী نُهِينا বলেন, তখন তা মারফূ'-এর হুকুমে হয়ে যায়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। মোটকথা, জুমহূরের নিকট تطبيق রহিত হয়ে গেছে। এটা কারো নিকটই আমলযোগ্য নয়।

بَابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

পরিচ্ছেদ [৫০৯] : (নামাযী) যখন রুকূ পূর্ণ না করে (তার হুকুম কি?)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬৩] : হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব (রাযি.) বর্ণনা করেন, হুযাইফা এক ব্যক্তিকে নামাযরত দেখলেন। সে রুকূ এবং সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করছিল না। তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, তোমার নামায আদায় করা হয়নি। এভাবে নামায আদায় করে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতি ও স্বভাবের বিপরীত পরিবেশে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ১০৮-১০৯, ১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। যেমন তার সাধারণত}ঃ অভ্যাস হলো যদি কোনো ফিকহী মাসআলা মতভেদপূর্ণ হয় তাহলে তিনি তার হুকুম বর্ণনা করা হতে বিরত থাকেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এমনভাবে বাব কায়েম করেছেন, যার দ্বারা উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে।

২. অথবা اذا-এর জবাব এজন্য উল্লেখ করেননি কারণ, সামনে এক বাব পরে বাব আসছে باب امر النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي لا يتم ركوعه بالاعادة এ দ্বারা জানা যাবে যে, রুকূ পূর্ণ না করলে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখান থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) তা'দীলে আরকানের আলোচনা বর্ণনা করছেন। এবং তার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য শিরোনাম কায়েম করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমামগণের মাযহাব:

ইমামত্রয় ও ইমাম ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু ও সিজদা প্রশান্তভাবে আদায় করা ফরয। উদাহরণত রুকুর পর পুর্ণাঙ্গরূপে দাঁড়ানোর পর সিজদায় যাওয়া, তেমনিভাবে এক সিজদার পর দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়ার পূর্বে পূর্ণরূপে বসে তারপর সিজদা করা ফরয। যদি এক সিজদার পর হাত সিজদার স্থানে থাকে, শুধুমাত্র মাথা উঠিয়ে দ্বিতীয় সিজদা করে তাহলে নামায হবে না।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদের মতে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব। আর قم فصل এবং ما صليت لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له-এর জন্য হবে। যেমন نفي كمال এগুলি فانك لم تصل

قَالَ مَا صَلَّيْتَ : এখান থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) তা'দীলে আরকান সম্পর্কিত মাসআলা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। এবং তার গুরুত্ব বর্ণনা করার জন্য এ শিরোনাম কায়েম করেছেন।

وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ : فطرة-দ্বারা এখানে সুন্নত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যদি তুমি ঐ অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি সুন্নত বর্জনকারী হয়ে মারা গেলে

بَاب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১০] : রুকুতে পিঠ (মাথা) বরাবর রাখার বর্ণনা।

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

আবু হুমাইদ (রাযি.) তাঁর সাথীদেরকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে গিয়ে পিঠ এত পরিমাণ ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন যে, তা পিঠ বরাবর হয়ে গিয়েছিল।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এটি পূর্বের বাবের উপসংহারস্বরূপ। উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। অর্থাৎ রুকুতে শুধুমাত্র কোমর একটুখানি ঝুঁকিয়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং এতটুকু ঝুঁকাতে হবে যেন পিঠ মাথা বরাবর হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: এ তা'লীকটিকে ইমাম বুখারী (রহ.) সামনে ১১৪ পৃষ্ঠায় باب سنة الجلوس في التشهد-এর অধীনে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করবেন।

بَاب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالاِطْمَأْنِينَةِ

পরিচ্ছেদ [৫১১] : রুকু পূরা করা, তা সঠিকভাবে এবং প্রশান্তির সাথে করার সীমার বর্ণনা

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬৪] : হযরত বারাআ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে কিয়াম ও কুয়ূদ (সূরা পড়ার জন্য দাঁড়ান এবং তাশাহহুদ ও দরূদের জন্য বসা) ব্যতীত রুকূ ও সিজদার মাঝে, দুই সিজদার মাঝে এবং রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে দাঁড়ানোর সময় সমপরিমাণ দেরি হতো। (কিয়াম ও বৈঠকে বেশি সময় লাগতো।)

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : এখানে বুখারী শরীফের কপি বিভিন্ন। যেমন বুখারী শরীফের প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থ কিরমানীতে এ হাদীস হযরত বারা বিন আযেব (রাযি.) পূর্বের বাব استواء الظهر في الركوع-এরই অধীনে আছে। আর এখানে حد اتمام الركوع الخ এ বাবটি নেই। এমতাবস্থায় মুনাসাবাত এভাবে হবে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে দুটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। ১. রুকুতে এভাবে ঝোঁকা উচিত যে, পিঠ ও কোমর সব সমান হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো রুকুর নির্ধারিত ও নির্ভরযোগ্য সীমা হলো তাতে اطمينان ও اعتدال হবে।

এ মাসআলাটি হযরত আবু হুমাইদ সায়েদীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করেছেন। আর দ্বিতীয় মাসআলাটি প্রমাণ করেছেন হযরত বারা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা যে, রুকু, জলসা ও কওমা সব সমান হতো।

বুঝা গেল যে, সবগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এর দ্বারা কেরাতের জন্য দাড়ানো ও তাশাহহুদের জন্য বসা ব্যতিক্রমহ হবে। কারণ এটা দীর্ঘ হতো। এগুলির ক্ষেত্রে সমান হওয়া সম্ভব নয়।

এ বক্তব্য দ্বারা আল্লামা নাসিরুদ্দীন বিন মুনীরের অভিযোগও খণ্ডন হয়ে গেল। যেহেতু কপি বিভিন্ন, তাই হযরত বারা (রাযি.)-এর হাদীস দ্বিতীয় বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর যদি আমাদের কপি ধরা হয় যে, হযরত বারা (রাযি.)-এর হাদীসের জন্য স্বনন্ত্র্য বাব হলো- باب حد قريبا من السواء - اتمام الركوع الخ তখন শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত অংশের সাথে। অর্থাৎ রুকু, সিজদা ইত্যাদি একটি অপরটির সমান হতো, এটিও তো একটি সীমা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৯, ১১০, ১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবে জানা গেছে যে, নামাযের রোকনসমূহে (রুকু, সিজদা ইত্যাদি) اعتدال ও পূর্ণকরণ কাম্য। এখন এ বাবে বলতে চাচ্ছেন যে, এ পূর্ণকরণের সীমা কি? অর্থাৎ রুকুকারী বা সিজদাকারী কতটুকু আদায় করলে বলা যাবে সে রুকুর সুন্নত আদায় করেছে, সিজদা পূর্ণভাবে করেছে।

মোটকথা, নামাযী যখন রুকুতে যাবে তখন ঝোঁকার কাজ একেবারেই শেষ হয়ে যাবে, এবং রুকুতে গিয়ে এমনভাবে শান্ত ও স্থীর হবে যে, মাথা-পিঠ-কোমর একেবারেই বরাবর হয়ে যাবে। তেমনিভাবে সিজদায় গিয়েও শান্ত ও স্থীর হতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

পরিচ্ছেদ [৫১২] : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে নামায পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে রুকু ঠিকমত আদায় করেছিল না।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ

فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

হাদীসের অনুবাদ [৭৬৫] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য একজন লোকও মসজিদে প্রবেশ করলো। লোকটি নামায পড়লো এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানালো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, গিয়ে আবার নামায পড়ো। কারণ, তোমার নামায হয়নি। সুতরাং সে গিয়ে আবার নামায পড়লো এবং ফিরে এসে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানালো। তিনি এবারও বললেন, আবার নামায পড়ো, তোমার নামায হয়নি। এবার লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে নামায পড়তে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে আরম্ভ করবে এবং কোরআনের যেখান থেকে পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয় সেখান থেকে পাঠ করবে। এরপর এতক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে রুকূ করবে যেন রুকূতে প্রশান্তি আসে। রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। প্রশান্ত ভাবে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সিজদায় প্রশান্তি আসে। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তভাবে কিছুক্ষণ বসবে। এরপর আবার প্রশান্তভাবে সিজদা করবে এবং এভাবে তোমার পূর্ণ নামায পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৪-১০৫, ১০৯, ১১০, ৬৮৬, ৯২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এটি হলো ব্যাখ্যামূলক শিরোনাম। অর্থাৎ এই ১০৯ পৃষ্ঠাতেই একটি বাব কায়েম করেছিলেন- باب اذا لم يتم الركوع সেখানে اذا-এর জওয়াব উল্লেখ করেননি। তাই এই বাবে তা বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গ্রাম্য লোক (খাল্লাদ বিন রাফে' (রাযি.)-কে রুকু-সিজদা ইত্যাদিতে অবহেলা দেখে নামায পুনরায় আদায় করতে বলেছিলেন। যা দ্বারা বুঝা গেল যে, তা'দিলে আরকান ফরজ। এটিই হলো ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমামত্রয়ের মাযহাব। হানাফীদের নিকট তা'দিলে আরকান ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তরফাইনের মতে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব। তাদের দলীল হলো কুরআনের আয়াত, যাতে শুধুমাত্র রুকু ও সিজদার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রুকুর অর্থ হলো مطلق মাথা ঝুকানো। সুতরাং কুরআন দ্বারা যা প্রমাণিত তা ফরজ, আর হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত তা ওয়াজিব। যেহেতু খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না।

উদ্দেশ্য হলো যদি কোনো ব্যক্তি তা'দীলে আরকান ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাযের ফরযের জিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফার একটি রেওয়ায়েত ফরয হওয়ার, অপর রেওয়ায়েত হলো সুন্নত হওয়ার; কিন্তু তার আসল কওল হলো ওয়াজিব হওয়ার।

https://e-ilm.weebly.com/

فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى : হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) নাসাঈর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, এ দু' রাকাত ছিল 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ।' সুতরাং এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, নফল ইবাদত শুরু করে বাতিল করে দিলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহর বাণী- لاتبطلوا اعمالكم

বাকি রইল প্রশ্ন যে, فانك لم تصل তো ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয়?

উত্তর: তার উত্তর হলো نفي টি কামালিয়্যাতের জন্য হবে। যার প্রমাণ হলো মূলত খাল্লাদ ইবনে রাফে' (রাযি.)-এর এ ঘটনাটিই, যা তিরমিযীতে রেফায়াহ ইবনে রাফে' (রাযি.)ও বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনায় 'তা'দীলে আরকান' না করার উপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের فارجع فصل فانك لم يصل -একথাটি তো রয়েছেই এর পাশাপাশি তাদীলে আরকানের প্রতি গুরুত্বারোপ করার পর শেষে তাঁর এ কথাটিও আছে-

فاذا فعلت ذلك قد تمت صلوتك وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك

'তুমি যখন এসব আদায় করবে তখন তোমার নামায পুরা হয়ে যাবে, আর যদি তা থেকে কিছু ছুটে যায় তাহলে সে (পরিমাণ) নামাযে ত্রুটি হবে।'

হাদীসের এ অংশে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তা'দীল' আরকান না করার কারণে নামায বাতিল হওয়ার বিধান দেননি। বরং ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার বিধান দিয়েছেন। আর সাহাবায়ে কেরামও একথার এ অর্থই বুঝেছেন যে, 'তা'দীল' রক্ষা না করার কারণে পুরো নামায বাতিল হবে না, কিন্তু তাতে বড় ধরনের ত্রুটি হবে। যদি তা'দীলে আরকান ফরজ হতো তাহলে নামায অসম্পূর্ণ হতো না; বরং বাতিল হয়ে যেত।

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১৩] : রুকুর দোয়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

হাদীসের অনুবাদ [৭৬৬] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযে রুকূ ও সিজদায় سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (হে আল্লাহ, আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমার প্রশংসার সাথে তোমাকে স্মরণ করছি। হে আল্লাহ, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও) বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ الخ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৯, ১১৩, ৬১৫, ৭৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, রুকুর মধ্যেও মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয আছে। যেমন বাবের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। যদি একাকী নামায আদায়কারী হয় তাহলে নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। কিন্তু যদি ইমাম হয় তাহলে মুক্তাদিদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইমাম মালেক (রহ.) হতে বর্ণিত আছে যে, সিজদা অবস্থায় দোয়া করা যাবে; কিন্তু রুকুতে করা মাকরূহ। যেহেতু মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েত আছে- فأما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء (مسلم)

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, এ হাদীস দ্বারা রুকুতে দোয়া করা না জায়েয বা মাকরূহ প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) এ সংশয় নিরসন করতে চাচ্ছেন।

بَاب مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১৪] : রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর ইমাম ও মুক্তাদি কি দোয়া পড়বে?

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬৭] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে (রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়) যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, তার পরপরই আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ-ও বলতেন। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দুই সিজদার পরে যখন দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত " قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামের প্রথমাংশের সাথে স্পষ্টভাবেই মুনাসাবাত প্রমাণিত। আর দ্বিতীয় অংশের বেলায় বলা হবে যে, পূর্বের কোনো বাবে অতিবাহিত হয়েছে انما جعل الامام ليؤتم به সুতরাং এর দ্বারা দ্বিতীয় অংশও প্রমাণিত হবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ১০৮-১০৯, ১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর পর কি দোয়া পড়তে হবে এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে ইমাম শুধুমাত্র سمع الله لمن حمده বলবে, আর মুক্তাদি শুধুমাত্র اللهم ربنا لك الحمد বলবে। তাদের দলীল হলো- لقوله عليه السلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد তাছাড়া পরবর্তী বাবে আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসে আসছে, সেখানে ইমাম মুক্তাদির কাজ বণ্টন করে দেওয়া আছে। অর্থাৎ ইমামের কাজ হলো سمع الله لمن حمده বলা, আর মুক্তাদির কাজ হলো اللهم ربنا ولك الحمد বলা।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মত হলো ইমাম উভয়টিই বলবে। ইমাম বুখারী (রহ.)ও এ মতেরই প্রবক্তা। সুতরাং তিনি এ মাসআলায় শাফেয়ীদের সমর্থন করছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে কেবলমাত্র ইমামের কথা উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে মুক্তাদির কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসের আলোকে مَن خلفه বৃদ্ধি করে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে দিয়েছেন। তবে একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি উভয়টি জমা করার ব্যাপারে সকলেই একমত।

بَاب فَضْلِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

পরিচ্ছেদ [৫১৫] : আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ্ বলার ফযিলতের বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬৮] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (নামাযে রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময়) ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তোমরা তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলো। কেননা, যে ব্যক্তির এ কথা ফিরিশতাদের এ কথার সাথে (অর্থাৎ একই সময়ে) উচ্চারিত হবে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৯, ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য শিরোনাম দ্বারাই স্পষ্ট। অর্থাৎ এ বাক্যগুলি বলার ফযিলত বর্ণনা করা। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এ হাদীসে ইমাম ও মুক্তাদির কাজ বণ্টন করা আছে। ইমামের কাজ হলো 'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলা, আর মুক্তাদির কাজ হলো 'রব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ্' বলা। আর মূলনীতি হলো القسمة تنافي الشركة যা হোক, এটি হলো ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের দলীল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) ও শাফেয়ীদের কওল অনুযায়ী যদি ইমাম تسميع ও تحميد উভয়টিই বলতে যায়, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে এবং মুক্তাদি رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে, এরপর ইমাম

https://e-ilm.weebly.com/

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। তাহলে ইমামের رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলাটা মুক্তাদিদের رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পরে হয়ে গেল। যা ইক্তেদার পরিপন্থি বিষয়।

দ্বিতীয় আলোচনা হলো, تسميع কোন শব্দ দ্বারা বলা উত্তম, যেহেতু এখানে কয়েকটি দোয়া বর্ণিত আছে। সেক্ষেত্রে কথা হলো হানাফীদের মতে সর্বাধিক উত্তম হলো اللَّهُمَّ رَبَّنَا ,لَكَ الْحَمْدُ বলা। অর্থাৎ যার মধ্যে শব্দ অধিক, সেটি বলাই সর্বাধিক উত্তম।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ [৫১৬] : (শিরোনামহীন)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي رَكْعَةِ الْأُخْرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৬৯] : হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি মুকতাদীদেরকে বললেন, আমি (তোমাদের) নামাযকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ করে দিব। সুতরাং আবু হুরাইরা যুহর, ইশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাকাআতে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর দোআ কুনুত পড়তেন এবং তাতে মুমিনদের জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়া এবং কাফিরদের জন্য অভিসম্পাত করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : উল্লেখ্য যে, এটি হলো শিরোনামহীন বাব। এমনকি অধিকাংশ কপিতে এরকমই আছে। কিন্তু উসাইলী তো بَابٌও বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, بَابٌ হওয়াটাই কাম্য। কেননা, এ বাবের অধীনে বর্ণিত তিনটি রেওয়ায়েতের কোনোটিতেই اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ-এর ফযিলতের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এখানে بَابٌ হওয়া চাই, যেন এটি كالفصل من الباب السابق হয়ে যায়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৯-১১০, ১১০, ১৩৬, ৪১০-৪১১, ৪৭৯, ৬৫৫, ৬৬১, ৯১৫, ৯৪৬, ১০২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৭০] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনুত পড়া হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : এটি শিরোনামহীন পরিচ্ছেদ, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১০ ও ১৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৭১] : হযরত রিফাআ ইবনে রাফে যুরাকী (রাযি.) বলেন, একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করছিলাম। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বললে পিছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ নামায শেষ করে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কে কথা বলছিল? লোকটি বললো, আমি বলেছি। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখলাম (কথাগুলো বলার সাথে সাথে) ত্রিশ জনেরও অধিক ফিরিশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : এটি শিরোনামহীন পরিচ্ছেদ, যা সম্পর্কে বাবের শুরুতে আলোচনা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এটি হলো শিরোনামহীন পরিচ্ছেদ। যা كالفصل من الباب السابق অর্থাৎ এক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বের বাবের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তা হলো اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার ফযিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যেমন তৃতীয় রেওয়ায়েত রিফা'আ ইবনে রাফে'-র রেওয়ায়েতে تحميد উল্লেখ আছে, তবে কিছু অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে। আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বের বাব থেকে এটি ভিন্ন। কেননা, বাবের অধীনে বর্ণিত দুটি রেওয়ায়েতের কোনোটিতেই تحميد-এর উল্লেখ নেই; বরং তাতে কুনূতের উল্লেখ রয়েছে। তাই باب বৃদ্ধি করে পূর্বের বাব হতে পার্থক্য সষ্টি করা হয়েছে।

হাশিয়ার নুসখা হলো باب القنوت হাফিয আসকালানীর মনোভাব এটা সহীহ নয়। (ফাতহুল বারী)

শায়খুল হাদীস (রহ.)ও একথাই বলেছেন যে, এটা সহীহ নয়; বরং এটা অর্থাৎ باب القنوت তো হলো বিতিরের পরিচ্ছেদে হওয়া চাই। – তাকরীরে বুখারী

ব্যাখ্যা: যদি হাশিয়ার নুসখাকে সহীহ মানা হয় যেমনটি শায়খুল মাশায়েখ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর মনোভাব। তখন এর ব্যাখ্যা এই হবে যে, অর্থাৎ বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুনূত হবে রুকুর পরে।

কুনূতে নাযেলা : এখানে কুনূত দ্বারা কুনূতে নাযেলা উদ্দেশ্য। কুনূতে নাযেলার আলোচনা কুনূত অধ্যায়ে আসবে ইনাশাআল্লাহ। সংক্ষেপে এখানে এতটুকু জেনে রাখা যেতে পারে যে, হানাফী ও মালেকীগণের মতে বিপদাপদ ও শঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলা পড়া হবে।

২. শাফেয়ীগণের মতে সকল ফরজ নামাযেই পড়া যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

মূলতঃ কুনূতে নাযেলার ভিত্তি হলো বিপদাপদ ও শঙ্কটের তীব্রতা ও দুর্বলতা তথা হ্রাস বৃদ্ধির উপর। সুতরাং অবস্থা এবং পরিস্থিতি যদি খুবই অস্থিতিশীল ও মারাত্মক হয় তাহলে হানাফীদের মতেও সকল নামাযে পড়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতি থেকে সকলকে রক্ষা করুন। আমীন

بَاب الطَّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

পরিচ্ছেদ [৫১৭] : রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর শান্ত ও স্থির হওয়ার বর্ণনা

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ .. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ

আবু হুমাইদ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর পূর্ণরূপে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এমনকি পিঠের সকল জোড়া স্ব-স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে।

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৭২] : হযরত সাবেত (রাযি.) বলেন, আনাস (রাযি.) আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়তেন তা বর্ণনা করে শুনাতেন এবং নামায পড়ে দেখাতেন। সুতরাং নামাযে যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতেন তখন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সিজদায় যাওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১০, ১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

হাদীসের অনুবাদ [৭৭৩] : হযরত বারাআ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকূ ও সিজদা রুকূ থেকে মাথা উঠানো এবং দুই সিজদার মাঝের বিরতি এ সবের সময় প্রায় একই পরিমাণ হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৯, ১১০, ১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ

https://e-ilm.weebly.com/

الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ

হাদীসের অনুবাদ [৭৭৪] : হযরত আবু কিলাবাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করতেন মালেক ইবনে হুয়াইরিছ তা আমাদেরকে দেখাতেন। আর এটা তিনি দেখাতেন নামাযের ওয়াক্তের বাইরে (অন্য সময়ে)। এভাবে একদিন তিনি নামায শুরু করে পূর্ণাঙ্গরূপে কিয়াম করলেন। এরপর রুকূ হতে উঠে অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবু কিলাবাহ বর্ণনা করেন, সেই সময় মালেক ইবনে হুয়াইরিছ আমাদের শায়খ আবু ইয়াযীদের মত নামায আদায় করলেন। আবু ইয়াযীদ শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠালে সোজা হয়ে বসতেন এবং কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর দাঁড়াতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَتَ هُنَيَّةً -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯৩, ১১০, ১১৩, ১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্বের কয়েকটি বাবে রুকু-সিজদায় তা'দীল ও স্থির হওয়ার কথা প্রমাণ করার পর এখন এ বাবে কওমায় তা'দীল ও স্থির হওয়ার কথা প্রমাণ করছেন। তা'দীল ও স্থির হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য তিনি আবু হুমাইদ (রাযি.)-এর তা'লীকটি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে মাথা উঠানোর পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি তার পিঠের প্রতিটি জোড়া যথাস্থানে পৌছে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুমাইদ সায়েদীর উপরোক্ত তা'লীকটি সামনে ১১৪ নং পৃষ্ঠায় باب سنة الجلوس في التشهد-এর অধীনে মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন।

حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ : এর দ্বারা তা'দীল ও ইতমিনান প্রমাণিত হয়। তাছাড়া দীর্ঘ কওমাও প্রমাণিত হয়।

হানাফীদের মতেও এ ধরনের ই'তিদাল জায়েয আছে,যদি মুক্তাদি ঘাবড়ে না যায়। শাফেয়ীদের এক কওল অনুযায়ী এতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটিই শাফেয়ীদের নিকট প্রসিদ্ধ। হাম্বলীদের মতে এটি মুস্তাহাব।

হানাফী ও মালেকীগণ বলেন, নামায বাতিল হবে না; বরং জায়েয। কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন বিশেষ তাজাল্লী হতো তখন তিনি এমন করতেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম قد نسي বলেছেন; নতুবা যদি সর্বদা এরূপ করার অভ্যাস হতো তাহলে قد نسي বলার কি প্রয়োজন ছিল।

صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي يَزِيدَ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমর বিন সালামাহ। যার কুনিয়াত আবু ইয়াযিদ।

এ রেওয়ায়েত দ্বারা জলসায়ে ইসতিরাহাতের আলোচনাও আছে। যা শাফেয়ীদের মতে মুস্তাহাব। কিন্তু হানাফীদের মতে মুস্তাহাব নয়। কিন্তু ওজরের কারণে করতে পারবে। কারণ সাহাবায়ে কেরাম হতে প্রমাণিত যে- ينهضون على صدور قدميه

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

পরিচ্ছেদ [৫১৮] : সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতে বলতে ঝুঁকবে ।

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

হযরত নাফে' (রহ.) বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) মাটিতে হাটু রাখার আগে হাত রাখতেন ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا قَالَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৭৫] : হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত । ফরয বা অন্য যে কোনো নামাযই হোক রমযান ও অন্যান্য মাসেও আবু হুরাইরা সকল নামাযে তাকবীর বলতেন । তিনি যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন এবং রুকূ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন । এরপর রুকূ থেকে উঠে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ ও সিজদায় যাওয়ার পূর্বে রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ বলতেন । এরপর সিজদার জন্য নীচু হওয়ার সময়, সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, পুনরায় সিজদার সময়, আবার সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় এরপর দুই রাকাআত পড়ে বসার পর উঠার সময় তাকবীর বলতেন । নামায শেষ না করা পর্যন্ত প্রতি রাকাআতেই এমন করতেন । পরে লোকদের দিকে ফিরে বলতেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ নামাযের বিচারে তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার সাদৃশ্য বেশি । দুনিয়া থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত এ ছিল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নামায ।

ᵃ হাদীসের দুইজন বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ও আবু সালামাহ বলেছেন, আবু হুরাইরা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ অতঃপর رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন । আর কিছুসংখ্যক লোকের নাম নিয়ে তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন । দোয়ায় বলতেন হে আল্লাহ, ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআ এবং অন্যান্য দুর্বল মুসলমানদেরকে অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করো । হে আল্লাহ, মুদার গোত্রের ওপর তোমার ধ্বংসকারিতাকে কঠোরতর করো । ইউসূফের যুগের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করো । সেই সময় মুদার গোত্রের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীগণ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধী ছিলো ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে ৭৭ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَر حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০৮, ১০৮-১০৯, ১১০, وقال ابوهريرة الخ অংশটুকু ১১০, ১৩৬, ৪১০, ৪৭৯, ৬৫৫, ৬৬১, ৯১৫, ৯৪৬, ১০২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَجُحِشَ سَاقُهُ الْأَيْمَنُ

হাদীসের অনুবাদ [৭৭৬] : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত। এক সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্ব-পৃষ্ঠ হতে পড়ে ডান পাঁজরে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন। আমরা সেবা যত্নের জন্য তাঁর কাছে গেলাম। নামযের সময় হলে তিনি আমাদের নিয়ে বসে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে নামায পড়লাম। নামায শেষ করে তিনি বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। কাজেই তিনি তাকবীর বললে তোমরা তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে। রুকূ থেকে মাথা উঠালে মাথা উঠাবে, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে এবং সিজদা করলে সিজদা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো হাদীসে উল্লিখিত وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৫, ৯৬, ১০১, ১১০-১১১, ১৫০, ২৫৬, ৩৩৫, ৭৮৩, ৭৯৭, ৯৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, তাকবীর ও সিজদায় যাওয়া উভয়টি একই সঙ্গে হবে, আগে পরে নয়। هوي يهوي هويًّا অর্থ হলো উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়া; ঝোঁকা। সুতরাং শিরোনাম হলো يهوي بالتكبير حين يسجد আর হাদীস হলো يقول الله اكبر حين يسجد অর্থাৎ যখন সিজদার জন্য ঝুঁকবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন–

غرضه من هذا العقد ان التكبير ينبغي ان يكون مقارنا من غير تقديم وتأخير

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে ইবনে ওমর (রাযি.)-এর আছর উল্লেখ করেছেন- يضع يديه قبل ركبتيه এখন প্রশ্ন হলো শিরোনাম ও ইবনে ওমর (রাযি.)-এর আছরের মধ্যে মুনাসাবাত কি?

উত্তরঃ আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন- لان للهوي الي السجود صفتين صفة قولية وصفة فعلية الخ সারকথা এই যে, সিজদার জন্য ঝোঁকার জন্য দুটি সিফত আছে, ১. উক্তিগত, ২. কর্মগত।

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে উক্তিগত সিফত বর্ণনা করেছেন যে, الله اكبر বলতে বলতে সিজদায় যাবে, সুতরাং এখন উক্তিগত সিফত বর্ণনার পর সিজদায় যাওয়ার দ্বিতীয় সিফতের ব্যাখ্যার জন্য ইবনে ওমর (রাযি.)-এর আছর পেশ করে কর্মগত সিফত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, সিজদার কাজটি এমন হবে যে, প্রথমে উভয় হাত মাটিতে রাখা হবে, তারপর হাটু।

وضع الركبتين قبل اليدين او بالعكس : সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাটু রাখবে না হাত রাখবে? এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মাযহাব হলো-

১. ইমাম মালেক ও ইমাম আমাদের এক কওল মতে সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, জমিনে হাটু রাখার আগে হাত রাখবে।

২. ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) তথা জুমহুরের মতে সিজদায় যাওয়ার সময় জমিনে প্রথমে হাটু রাখা হবে এবং পরে হাত রাখা হবে।

৩. ইমাম মালেকের একটি কওল হলো মুসল্লির উভয়টির যে কোনোটির অধিকার থাকবে।

ইমাম মালেকের প্রথম দলীল হলো ইবনে ওমর (রাযি.)-এর আছর, যা ইমাম বুখারী (রহ.) তা'লীকস্বরূপ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর মারফূ' হাদীস-

ان النبى صلي الله عليه وسلم قال ليضع يديه قبل ركبتيه.

জবাবঃ প্রথম হাদীসের জবাবে হযরত গাংগুহী (রহ.) বলেন- كان ثقيلا الخ অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাযি.) সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখতেন, তার কারণ হলো তিনি ছিলেন স্থূলদেহী, এবং তার পায়ে ব্যথা ছিল। যার কারণে তিনি তাশাহহুদে আসন পেতে বসতেন।

হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসঃ

এ হাদীসটি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। যাতে আছে كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين (ابن خزيمة)

৩. এ রেওয়ায়েতটি مقلوب হয়েছে। কারণ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার রেওয়ায়েতে আবূ হুরায়রার এ হাদীসেরই শব্দ এর বিপরীত। তার শব্দ হলো-

اذا سجد احدكم فليبدأ بركتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل

ইমামত্রয় ও জুমহুরের দলীল হলো হযরত ওয়ায়েল বিন হুজরের রেওয়ায়েত যা আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (রহ.) ইত্যাদিতে আছে। বুখারী (রহ.)-এর ব্যাখ্যাতা আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন যে, জুমহুর বলেন يضع اولا في الارض من اعضاء السجود ما هو اقرب الي الارض الخ- অর্থাৎ সিজদায়

https://e-ilm.weebly.com/

অঙ্গসমূহের মধ্যে যেটি জমিনের নিকটবর্তী তাকে সিজদার কাজে প্রথমে রাখা হবে। আর সিজদা থেকে ওঠার সময় তার বিপরীত পদ্ধতি হবে। অর্থাৎ উঠার সময় যে অঙ্গগুলি আসমানের নিকটবর্তী তাকে আগে উঠাতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ : এর দ্বারা দুটি মাসআলা আলোচিত হয়। ১. কুনূতে নাযেলার মাসআলা। এর জন্য দেখুন নাসরুল বারী অষ্টম খণ্ড অর্থাৎ কিতাবুল মাগাযী পৃ. ১৪০

দ্বিতীয় আলোচনা হলো اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف الخ এ আলোচনা কিতাবুল ইসতিসকায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

বাবের দ্বিতীয় হাদীস كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ এটি হলো সুফিয়ান বিন উয়াইনার উক্তি। সুফিয়ান যখন স্বীয় শাগরেদ আলী বিন মাদিনীকে এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তখন সুফিয়ান আলী বিন মাদিনীর নিকট জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি কি এ রেওয়ায়েতটি মা'মার থেকেও শুনেছো? তাহলে আমি যেরকম বর্ণনা করছি মা'মারও কি তেমনি বর্ণনা করেছেন? আলী বিন মাদিনী বলেন যে, উত্তরে আমি বললাম, জী হ্যাঁ! সুফিয়ান যখন এর সমর্থন পেলেন তখন সুফিয়ান মা'মারের প্রশংসা করলেন।

قَالَ لَقَدْ حَفِظَ : অর্থাৎ সুফিয়ান বললেন যে, মা'মার স্মরণ রেখেছে, অর্থাৎ তার ঠিকমত মুখস্ত আছে।

قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ : অর্থাৎ যুহরী এ রেওয়ায়েতে ولك الحمد ওয়াও বৃদ্ধিসহ বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যুহরীর কতেক শাগরেদ ওয়াও বিহীন শুধু ربنا لك الحمد বর্ণনা করেছেন।

حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ : সুফিয়ান বলেন, আমি আমার ওস্তাদ যুহরীর নিকট الايمن شقه-ই স্মরণ রেখেছি। কিন্তু আমাদের একজন দরসের সাথী ইবনে জুরাইজও ছিলেন, যখন আমরা উভয়ে ক্লাস থেকে উঠে যেতে লাগলাম তখন ইবনে জুরাইজ الايمن ساقه فجحش বর্ণনা করেছেন। অথচ আমার উত্তমরূপে মনে আছে যে, তিনি الايمن شقه বলেছেন।

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ : এ বাক্যের মধ্যে وانا عنده এটা সুফিয়ানের উক্তি। عنده-এর ه যমীরের মারজী' হলেন যুহরী। অর্থ হবে সুফিয়ান বলেন, আমি যুহরীর নিকটবর্তী ছিলাম। ইবনে জুরাইজ ছিলেন পিছনে ও অনেক দূরে। তাই আমি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বস্থতার সাথে বলতে পারি যে, যুহরী الايمن شقه-ই বলেছিলেন। কেননা, আমি ছিলাম যুহরীর নিকটবর্তী।

عنده-এর ه যমীরের মারজী-এর ব্যাপারে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, যমীরের মারজা' হলো ইবনে জুরাইজ। তখন অর্থ হবে আমি ইবনে জুরাইজের নিকট ছিলাম, পৃথক ছিলাম না। তাই এ সংশয়ও নিঃশেষ হয়ে গেল যে, সম্ভবতঃ পরবর্তিতে ইবনে জুরাইজ কিছু একটা শুনেছিল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

https://e-ilm.weebly.com/